বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ—গ্রন্থমালা ৪

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

ডঃ মণিকুন্তলা হালদার (দে), এম এ., পি. এইচ. ডি
অধ্যাপিকা, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

রচিত

এবং

ডঃ সুকোমল চৌধুরী
সম্পাদিত

মহাবোধি বুক এজেন্সী
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা গুরুমা শ্রীসারদা মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া মোক্ষপ্রাণামাতাজীর করকমলে অর্পিত—

যিনি আমায নূতন জীবন
দান কবিযাছেন ও যাঁহাব
বচনামৃত আমাব জীবনেব পাথেয

সম্পাদকের নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পালি বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টব মণিকুন্তলা হালদাব (দে)ব "বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস" শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। বাংলা ভাষায এই জাতীয গ্রন্থ সর্বপ্রথমই বলা যায। ইংবাজীতে ও অন্যান্য ভাষায বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হইযাছে যাহাতে বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায—কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবধি প্রকাশিত হয নাই। তাই এই বিষযে ডঃ হালদাবকে পথপ্রদর্শকই বলা যায।

বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস সুদীর্ঘ কালেব ইতিহাস—আডাই হাজাব বৎসবেবও অধিক কালেব ইতিহাস। ভাবতে বৌদ্ধধর্মেব উত্থান প্রসাব ও পতনেব ইতিহাস যেমন সুবিস্তৃত, তেমনই বহির্ভাবতে ইহাব প্রচাব ও প্রসাবেব ইতিহাসও সুবিস্তৃত। বহির্ভাবতে শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ (=মাযানমাব), থাইল্যাণ্ড, লাওস, কাম্বোডিযা, বাংলাদেশ, মধ্য এশিযা, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিযা, কোবিযা, জাপান, ভিযেতনাম প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্মের দীর্ঘকালেব ইতিহাস বহিযাছে। ভাবতে যেমন বৌদ্ধধর্মেব বহু বিবর্তন হইযাছে বহির্ভাবতেব ঐসকল দেশেও বৌদ্ধধর্মেব বহু বিবর্তন হইয়াছে এবং অদ্যাবধি ইহার বিবর্তনেব ধাবা ব্যাহত হয নাই। ডঃ হালদাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই সকল বিবর্তনেব ইতিহাস যথেষ্ট পবিশ্রম কবিযা উদ্ধাব কবিযাছেন। সেইজন্য তাঁহাব গ্রন্থখানি যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থেব উন্নত মান এবং উৎকর্ষেব দিক বিচাব কবিযাই আমবা ইহাকে আমাদেব "বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম" সিবিজেব অন্তর্ভুক্ত কবিযাছি। আশা কবি ছাত্র ও গবেষকগণ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইযা ভবিষ্যতে আবও উন্নতমানেব গ্রন্থ তাঁহাবা বচনা কবিতে পাবিবেন ইহাই আমাদেব আশা।

সুকোমল চৌধুরী

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
মাঘী পূর্ণিমা
১৪০২ (ইং ৪।২।১৯৯৬)

নিবেদন

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজে 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কারণ বিশ্বে বৌদ্ধধর্মের যথার্থ স্থান নিরূপণ করিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস জানিবার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের তথা সমগ্র এশিয়ায় তথ্যনির্ভর বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ও বিস্তৃতির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ বাংলাভাষায় এই ধরণের একটি ইতিহাস রচনার অভাব থাকিয়া গিয়াছে, কাজটি সহজসাধ্য নয়, বিতর্কিতও বটে। আমার এই দুঃসাহসিক প্রয়াস সফল জ্ঞান করিব যদি পাঠকবর্গের এই পুস্তকের দ্বারা কিছু উপকার সাধিত হয় ও চাহিদার নিরসন ঘটে। অবশ্য ইহা সম্ভবপর হইত না যদি বর্তমান গ্রন্থমালার সম্পাদক রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ সুকোমল চৌধুরী আমাকে এই অমূল্য সুযোগ দান না করিতেন। সেইজন্য সর্বাগ্রে আমি তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

এই গ্রন্থের প্রস্তুতিপর্বে সর্বাগ্রে আমি কয়েকটি গ্রন্থের সর্বদাই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি যথা—The Age of Imperial Unity, Political History of Ancient India, Buddhism in India and Abroad, Genesis of Buddhism—its social content, Royal patronage of Buddhism in ancient India, Early Monastic Buddhism, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস—১ম ও ২য় খণ্ড ইত্যাদি।

পুনরায় দ্বিতীয়ভাগের জন্য প্রধান প্রধান সাহায্যকারী গ্রন্থগুলি হইল Hinduism and Buddhism Vol I-III, History of South-East Asia, Buddhism in East Asia, Theravāda Buddhism in South-East Asia, Buddhist Art of Central Asia ইত্যাদি। আলোচ্য গ্রন্থগুলি দুইপর্বে বিভক্ত, প্রথম পর্বে রহিয়াছে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকার পটভূমিকার চিত্র যাহা বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, প্রায় ধারাবাহিকভাবে পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গ ও গোষ্ঠীবর্গের ঘটনাবলী, বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা, ক্রমপরিবর্তন ও বিপর্যয়। দ্বিতীয় পর্বে রহিয়াছে বৌদ্ধধর্মের বহির্বিশ্বে তথা এশিয়ার বিভিন্নস্থানে বিস্তারের তথ্যাবলী যাহা পুনরায় আঞ্চলিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত, যথা—দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। এইরূপে প্রায় সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে গ্রন্থটিতে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও

এইস্থলে উল্লেখ্য যে এইরূপ ক্ষুদ্র পাবিসবে যথাযথভাবে সমগ্র এশিযাব ইতিহাসে আলোকপাত কবা সম্ভবপব নহে তবুও সংক্ষিপ্তাকাবেই উহা লিপিবদ্ধ কবা হইল। সম্ভবতঃ বাংলাভাষায রচিত বহির্বিশ্বেব সামগ্রিক বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস অদ্যাবধি মুদ্রিত হয নাই। যাহা হউক, পববর্তীকালে সম্পূর্ণাকারে ভাবতবর্ষ ব্যতিবেকে সমগ্র এশিযাব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস বচনা কবিবাব ইচ্ছা পোষণ কবিতেছি।

গ্রন্থটি বচনাকালে আমাব অতি শুভানুধ্যাযী প্রযাত দুইজন শিক্ষকেব কথা সর্বাগ্রে স্মবণ কবি, তাঁহাবা হইলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পালি বিভাগেব প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায যাঁহাব তত্ত্বাবধানে আমি গবেষণা কবি ও উক্ত বিভাগেব প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সুকুমাব সেনগুপ্ত যাঁহাদেব আমি স্নেহধন্যা। ইহাব পবেই আমি স্মরণ কবি বাষ্ট্রীয সংস্কৃত কলেজেব প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ হেবম্বনাথ চ্যাটার্জী শাস্ত্রীমহাশয ও বিশ্বভাবতী বিশ্ববিদ্যালযেব প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায মহাশযকে যাঁহাদেব নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহাদেব প্রতি জানাই আমাব আন্তবিক শ্রদ্ধা। ইহা ব্যতীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পালি বিভাগেব অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদেব আমাব প্রণাম জানাই যথা—প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ আশা দাশ, অধ্যাপক ডঃ দীপককুমাব বড়ুযা ও ডঃ কানাইলাল হাজবা মহাশযকে, সহকর্মী ডঃ বেলা ভট্টাচার্য ও কলিকাতা বাষ্ট্রীয সংস্কৃত কলেজেব পালি বিভাগেব প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ বিনযেন্দ্রনাথ চৌধুবী ও উক্ত বিভাগেব বর্তমান প্রধান অধ্যাপক ডঃ সাধনচন্দ্র সবকাব মহাশযকে। পুনবায আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জানাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব সংস্কৃত বিভাগেব আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ মৃনালকান্তি গাঙ্গুলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পুবাতত্ত্ববিভাগেব অধ্যাপক ডঃ অনিল পাল, প্রাচীন ভারতেব ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগেব অধ্যাপিকা ডঃ ক্ষণিকা সাহাকে যাঁহাদেব নিকট হইতে আমি এই গ্রন্থ বচনাব ক্ষেত্রে নানাবিধ সাহায্য লাভ কবিয়াছি।

অপবদিকে আমি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি দক্ষিণেশ্ববেব শ্রীসাবদামঠেব সাধুমা প্রব্রাজিকা অভযাপ্রাণা মাতাজী ও শ্রীসাবদা মঠেব ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'নিবোধত'এব সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা মাতাজী ও সকল সাধুমাদিগকে, এই ব্যাপাবে যাঁহাদেব শুভেচ্ছা আমি সর্বদা লাভ কবিযাছি।

পবিশেষে, আমাব পিতা শ্রীমন্মথনাথ হালদাব ও মাতা প্রযাত শ্রীমতি

শোভারাণী হালদার এবং স্বামী অধ্যাপক ডঃ ধূর্জটিপ্রসাদ দেব নাম কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করি আমার প্রতি যাঁহাদেব সর্বদা সজাগ দৃষ্টি আমাব সকল বাধাবিঘ্ন উত্তরণে সাহায্য কবিযাছে। কন্যা কুমাবী কলি দেবও কিছু অবদান আছে। ইহা ব্যতীত, আমাব পবম হিতাকাঙ্খী ডঃ জিনবোধি ভিক্ষু আমাকে নানাবিধ গ্রন্থসংগ্রহে সাহায্য দ্বাবা উপকাব কবিয়াছেন, তাঁহাকে আমাব আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার ছাত্র শ্রী সুবীব সবকার এই গ্রন্থেব সংকেতসূচী, নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী বিন্যাসে সাহায্য কবিযাছে ও ছাত্রী শ্রীমতি দোলা বন্দ্যোপাধ্যায বিভিন্ন গ্রন্থাগার হইতে প্রযোজনমত পুস্তক সংগ্রহ কবিযা সাহায্য কবিযাছে। তাহাদেব আমি আন্তবিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবি।

সর্বশেষে Mr D. L. S. Jayawardhaneকে বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশনাব পৃষ্ঠপোষকতা কবিবাব জন্য সাধুবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই জানা প্রিন্টিং কনসার্ন-এব শ্রীপঞ্চানন জানাকে যিনি যত্নসহকাবে গ্রন্থখানি মুদ্রিত কবিযাছেন।

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

শোভালজ
৪।১।১, কুমুদ ঘোষাল বোড
কলিকাতা—৭০০০৫৭
১৯।১২।৯৫

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ—ভারতবর্ষ

দ্বিতীয় ভাগ—বহির্বিশ্বে

প্রথম ভাগ—ভারতবর্ষ

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

প্রথম ভাগ—ভারতবর্ষ

অধ্যায়—এক

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমি :

খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সহিত ভারতের ইতিহাসে, দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের সূচনা হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বলিতে বুঝায় মূলতঃ যাহা বুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ইহা অপরদিকে প্রাচীন ভারতেরই ইতিহাস। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম প্রাচীন ভারতে যেরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার নিদর্শন অন্য কোন দেশের ধর্মীয় ইতিহাসে বিরল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক Basham-এর উক্তি যে 'বুদ্ধ ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান' তাহা অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত।[১] পুনরায় অপর পণ্ডিত Kosambi বুদ্ধকে বিদেশীদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।[২] তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের বাহিরে এশিয়ার প্রায় সমগ্র দেশগুলিতে ভগবান্ বুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। বস্তুতঃ, খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সূচনা হইয়া খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী-কাল পর্যন্ত অর্থাৎ পালযুগ পর্যন্ত ইহার সাড়ম্বর অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। উপরন্তু বলা যায়, ভারতীয় মহাকাব্য 'মহাভারতে' শ্রীকৃষ্ণের যে অবদান ভগবান্ বুদ্ধেরও সেই প্রায় একই ভূমিকা ভারতীয় সমাজ ও দর্শনের ক্ষেত্রে। তিনি কেবলমাত্র নূতন একটি ধর্মের স্রষ্টাই নন, তিনি সমাজ-সংস্কারকও বটে। তিনি ছিলেন রাজসন্ন্যাসী, সাংসারিক জীবনের কোন অভাববোধ হইতে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হন নাই উপরন্তু তিনি অত্যন্ত প্রাচুর্যের মধ্য হইতেই জীবনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মানুষের দুঃখ অনন্ত, সুখ ক্ষণস্থায়ী। মানুষকে সঠিক

পথ বা দুঃখমুক্তির পথ দেখাইবার জন্যই তিনি দীর্ঘকাল ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ও বিস্তারের সময়কাল পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে বৈদিকযুগের শেষ দিক হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবমুক্ত হইয়া দর্শনের ক্ষেত্রে এক নূতন অনুসন্ধিৎসা শুরু হয় তৎকালীন উত্তর ভারতে। ইহার প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায় উপনিষদেও। ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম প্রথমে উপনিষদে বর্ণিত আত্মার দেহান্তর গ্রহণ সম্পর্কিত মতবাদের দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিল।[৩] সেইযুগে বৈদিকধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহারা বৈদিক ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টতঃই অস্বীকার করিয়াছিল। মহামানব গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম হইল এই প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায়-গুলির ভিতর অন্যতম। উক্ত ধর্মের সর্বাগ্রে প্রসারলাভ ঘটে প্রধানতঃ গাঙ্গেয় উপত্যকায় অপেক্ষাকৃত আর্যপ্রভাবমুক্ত পূর্বভারতে অর্থাৎ বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে।[৪]

যাহা হউক, গৌতম বুদ্ধ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ভারতবর্ষে তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কথঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া দরকার।

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

পালি সাহিত্যের কয়েকটি গ্রন্থে যথা, অঙ্গুত্তরনিকায়ে,[৫] দীঘনিকায়ে[৬] ও জৈন ভগবতীসূত্রে,[৭] উল্লিখিত রহিয়াছে যে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষে কোনরূপ রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না এবং একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের পরিবর্তে তথায় ষোলটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা মহাজনপদের অস্তিত্ব ছিল। যথা, অঙ্গ (বর্তমান ভাগলপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ অংশ), মগধ (পাটনা ও গয়া জেলা), কাশী (বারাণসী), কোসল বা কোশল (উত্তর-প্রদেশের অযোধ্যা ও ইহার সংলগ্ন এলাকা), বৃজি বা বজ্জি (উত্তর বিহারের মজফ্‌ফরপুর জেলা ও ইহার পার্শ্ববর্তী স্থান), মল্ল (গণ্ডক নদীর তীরবর্তী ও গোরক্ষপুর জেলার পূর্বদিকের স্থানগুলি), চেদি (যমুনানদীর তীরে বুন্দেলখণ্ড ও তৎসংলগ্ন এলাকা), বৎস বা বংস (গঙ্গানদীর দক্ষিণ দিকে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের নিকটবর্তী স্থান), কুরু (উত্তরে সরস্বতী

নদী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী সোনাপৎ, অমিল, কর্ণাল ও পানেপথ জেলাগুলি), পাঞ্চাল (রোহিলখণ্ড ও মধ্যদোয়ার অঞ্চল), মৎস্য (চম্বল ও সরস্বতী নদীতীরস্থ জঙ্গল সন্নিহিত পাহাড়গুলির মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ), শূরসেন বা সূরসেন (যমুনা নদীর তীরবর্তী স্থান), অশ্মক বা অস্সক (গোদাবরী নদীর তীরস্থ স্থান), অবন্তী (মালোয়া, নিমার ও মধ্যভারতের সংলগ্ন এলাকা), গন্ধার (কাশ্মীর উপত্যকা) এবং কম্বোজ (উত্তর-পশ্চিম ভারত)।[৮]

উপরোক্ত ষোড়শ মহাজনপদগুলির মধ্যে মগধ, কোশল, বৎস ও অবন্তী প্রভৃতি পরাক্রমশালী রাজ্যের নৃপতিগণ প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। মহাজনপদগুলির অধিকাংশই অবস্থিত ছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যভারতে। আসাম, বঙ্গদেশ, ওড়িশা, গুজরাট ও সিন্ধু অঞ্চলে কোন মহাজনপদ ছিল না। দক্ষিণ ভারতে ছিল কেবলমাত্র একখানি, যথা—অস্মক। সমগ্র পাঞ্জাবে ছিল দুইটি, যথা—গন্ধার ও কুরু।[৯] মহাজনপদগুলির প্রাচীন তালিকাগুলিতে লক্ষ্য করা যায় যে সর্বাগ্রে বারোটি জনপদের নাম, ও পরে পুনরায় চারিটি নাম সংযোজিত হইয়াছে[১০] যেমন—দক্ষিণে অস্সক, বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে অবন্তী এবং সর্বাপেক্ষা উত্তরে গান্ধার ও কম্বোজ। অতএব ইহা স্পষ্ট যে মূলতঃ গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাই ছিল বৌদ্ধধর্মের রাজনৈতিক পটভূমির কেন্দ্রবিন্দু। রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি উত্তরপূর্ব ভারতে কতকগুলি স্বয়ংশাসিত গণতান্ত্রিক জাতি বা গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে, যেমন—কপিলবখুর শাক্য, সুংসুমারগিরির ভগ্গ, অল্লকপ্পের বুলি, কেসপুত্তের কালাম, রামগামের কোলিয়, কুসিনারার মল্ল ও পাবার মল্ল, পিপ্পলিবনের মোরিয়, মিথিলার বিদেহ ও বেসালীর লিচ্ছবিগণ। ঐগুলির মধ্যে বিদেহ ও লিচ্ছবিরা ছিলেন বৃজি (বজ্জি) উপজাতিভুক্ত।[১১] ঐ উপজাতি রাষ্ট্রগুলির ভিতর কপিলবখু ছিল নেপালের তরাই অঞ্চলের বস্তি জেলায় ও রামগামের কোলিয়গণ কপিলবখুর পূর্বদিকের, কোলিয়গণ কোশলের ও পিপ্পলিবনের মোরিয়গণ কুশীনগরের নিকটবর্তী রাষ্ট্রের অধিবাসী। ইহা ব্যতীত অন্য উপজাতিগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না।

পুনরায় Rhys Davids[১২] ও Cunningham[১৩] এর মতে আটটি

মৈত্রীবন্ধ গোষ্ঠী (অট্ঠকুল) বৃজির অন্তর্গত ছিল এবং বেসালী (বৈশালী) ছিল সমগ্র মৈত্রীবন্ধ গোষ্ঠীর রাজধানী। এস্থলের উল্লেখ্য বিষয় হইল এই যে গৌতম বুদ্ধ উক্ত স্বয়ংশাসিত প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ষোড়শ মহাজনপদ ও অন্ট গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীকুল ব্যতীত বৌদ্ধ-সাহিত্যে অপরাপর কতকগুলি বিখ্যাত স্থানের নাম পাওয়া যায় যেগুলি জনাকীর্ণ নগর ছিল। সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায় সুত্তনিপাতের 'বথুগাথায়' উল্লিখিত কয়েকটি স্থানের নাম যেগুলি ভ্রমণকারীদিগের যাত্রাপথের জন্য সুনির্দিষ্ট ছিল। যথা—কোসাম্বী (এলাহাবাদের নিকটবর্তী স্থান), সাকেত (অযোধ্যা), সাবত্থি (শ্রাবস্তী—কোশল রাজ্যের রাজধানী), সেতব্য (কোশলের একটি শহর), কপিলবথু বা কপিলবস্তু, কুসিনারা (উত্তরের ক্ষুদ্র গন্ডক নদীর তীরের নিকটবর্তী স্থান), পাবা (গোরক্ষপুরের পূর্বদিকে কাসিয়ার বারো মাইল দক্ষিণপূর্বে বর্তমান পদরোনা), ভোগনগর (বেসালী হইতে পাবার পথের মধ্যবর্তী স্থানে), বেসালী (মুজাফ্ফরপুর জেলায় বসার) এবং রাজগহ (বিহারের রাজগীর)।[১৪] পুনরায়, দীঘনিকায়ে[১৫] বলা হইয়াছে যে ভগবান্ বুদ্ধ উত্তর ভারতের বহু বড় বড় শহর থাকিতে কেন কুসিনারার ন্যায় ক্ষুদ্র নগরকে তাঁহার মহাপরিনির্বাণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে করিলেন। এক্ষেত্রে অন্যান্য বড় বড় শহর বলিতে উল্লেখ করা হইয়াছে চম্পা (ভাগলপুর), রাজগহ (রাজগীর), সাবত্থি, সাকেত, কোসাম্বী এবং বারাণসী (কাশী)র।[১৬] ইহা ব্যতীত, অপর কয়েকটি বিখ্যাত স্থানের নাম পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়, যথা, মথুরা (মথুরা), মিথিলা, রোরুক উজ্জেনী (উজ্জয়িনী) ইত্যাদি।[১৭]

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

বৌদ্ধধর্মের উত্থানের পূর্বে বা ঐ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ অবস্থার কথা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য, আরণ্যক এবং অন্যান্য উপনিষদে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আবিষ্কারের দ্বারাও বৌদ্ধযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বুদ্ধের উপদেশসমূহের সামাজিক তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়া উঠে।

সে যুগে ভারতীয় আর্যসমাজে বৃত্তি বা পেশা অনুযায়ী চারিটি পৃথক পৃথক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। যথা-শাসকশ্রেণী, যাজক বা পুরোহিত

শ্রেণী, সাধারণ শ্রেণী ও অবশেষে আর্যগণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অনার্য বা কৃষ্ণবর্ণের মনুষ্য শ্রেণী, যাহারা অপর তিন উচ্চশ্রেণীর মানুষের অধীন ছিল। এককথায় অনার্যরা উচ্চ তিনশ্রেণীর দাসত্ব করিত।[১৮] উপরোক্ত চারিটি শ্রেণী বা বর্ণভেদ যথা-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কঠোর বর্ণাশ্রম প্রথায় পরিণত হইয়া জাতিভেদের আকার ধারণ করিয়াছিল।[১৯] ব্রাহ্মণগণ সমাজের উচ্চস্থানে বসিয়া প্রবল আধিপত্যে সমাজব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা ছিলেন যাজক বা পুরোহিত শ্রেণী, মূলতঃ শিক্ষাদানই তাঁহাদের পেশা ছিল। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিতেন। বৈশ্যরা করিতেন ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকাজ। শূদ্ররা উচ্চবর্ণের মানুষদের দাস হইয়া কেবলমাত্র অপমান, অত্যাচার ও লাঞ্ছনার শিকার হইত। ব্রাহ্মণদিগের উৎকর্ষতা প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মর্ষিদিগের বসবাসস্থানে যথা—কুরু, মৎস্য, পাঞ্চাল এবং সুরসেনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।[২০] কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ যথা—মগধ ও বিদেহের মানুষেরা মিশ্রিত জাতির ছিল বলিয়া ব্রহ্মর্ষিদিগের স্থানের মানুষজনের তুলনায় মর্যাদার তাহাদিগের স্থান ছিল নিম্নে।[২১] যাহা হউক, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পূর্বভারতে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থান, দক্ষিণে বিন্ধ্যাঞ্চল ও পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতেও ছড়াইয়া পড়ে।[২২] ঐ-রূপেই আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল ধীর পদক্ষেপে। তৎকালীন ভারতে রাজনৈতিক পরিবেশে রাজন্যবর্গের শক্তিবৃদ্ধি ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ক্ষত্রিয়রাজার সকল বর্ণের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইত।[২৩]

অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিলে এককথায় বলা যাইতে পারে যে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের আর্থিক অবস্থা উন্নতই ছিল। বস্তুতঃ, সমুদ্রপথে দেশবিদেশে পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানী করিয়া তাহারা বিত্তশালী হইত। বিভিন্ন শিল্পকর্মের দ্বারাও সেযুগের মানুষেরা জীবিকানির্বাহ করিত। কিন্তু শূদ্রেরা কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের লোকেদের দাসত্ব করিয়াই জীবন কাটাইত, তাহাদের কোন সম্মানও ছিল না, সম্পদও ছিল না।

এখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা কি ছিল। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য যে উত্তর-পূর্ব ভারতে সেই যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে লোহার ব্যবহার এক ব্যাপক পরিবর্তন লইয়া আসে। খননকার্যের ফলে উত্তর প্রদেশের পশ্চিম

অংশেও লোহার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। লোহার তৈয়ারী লাঙ্গলের ফলার ব্যবহার সেই সময় হইতেই শুরু হয়। এর ফলস্বরূপ পশুচারক শ্রেণী হইতে নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং এই সম্প্রদায় উদ্বৃত্ত মূলধনের সাহায্যে নূতন নগরীর পত্তন করে। পালি সাহিত্যে কয়েকটি বড় বড় নগরীর নাম পাওয়া যায় যথা—রাজগহ, বারাণসী, বেসালী, সাবত্থী ইত্যাদি যেগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল।[২৪] সে যুগে ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ীদের সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠী (সেট্‌ঠী) বলা হইত অর্থাৎ নগরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইলেন শ্রেষ্ঠী। বৌদ্ধ-গ্রন্থগুলিতে ঐরূপ বহু শ্রেষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়, যথা—অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ যিনি বুদ্ধকে 'জেতবন' দান করিয়াছিলেন,[২৫] রাজগহের এক শ্রেষ্ঠী যিনি রাজচিকিৎসক জীবককে তাঁহার চিকিৎসার জন্য প্রভূত পরিমাণ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন,[২৬] কোশলরাজ্যে রাজা প্রসেনজিতের রাজত্বকালে এক-জন ধনী শ্রেষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় যাহার নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার ধনদৌলত রাজার হস্তগত হয়[২৭] ইত্যাদি। পুনরায় Kosambiর মতে শ্রেষ্ঠীরা ছিলেন মূলতঃ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগকারী অথবা অর্থপ্রদান-কারী, কখনও বা ব্যবসায়ী সংস্থার প্রধান।[২৮] সেই যুগে অপর একটি শব্দ 'গৃহপতি' (গহপতি)র বারংবার উল্লেখ পাই পালি সাহিত্যে যাহার অর্থ হইল 'পরিবার প্রধান', সাধারণতঃ যাহার সম্মানের ভিত্তি ছিল উচ্চকুলে জন্ম ও সম্পদের পরিমাপ।[২৯] বৈদিকযুগের সাহিত্যে কিন্তু গৃহপতি শব্দের অর্থ ছিল অতিথিসেবক অথবা যজ্ঞের প্রধান হোতা।[৩০] অতএব শ্রেষ্ঠী বা গৃহপতি শব্দগুলির ব্যবহারের দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তখন এক শ্রেণীর স্বাধীন মানুষের হস্তে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। ঐ সময়ে অল্পসংখ্যক শূদ্ররাও একই ভাবে বিত্তশালী হইয়া ওঠে।[৩১] ইহা ব্যতীত, অপর কয়েকটি শব্দ যেমন—কুলপুত্ত বা কুলপুত্র[৩২] (যাহার অর্থ 'উচ্চবংশজাত' বা অভিজাতবংশীয় যাহা গৃহপতিদিগকেই বলা হইত), গামণি[৩৩] (গ্রাম বা নিগমের প্রধান হইলেন গামণি), গোত্ত বা গোত্র (কুল) ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যবহার বৌদ্ধ নিকায় সাহিত্যে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।[৩৪] গোত্র শব্দটি সম্পর্কে বলা যায় যে অথর্ববেদে 'গোত্র' শব্দের প্রথম প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। গোত্র বলিতে একটি গোষ্ঠী বা কুল বুঝাইত। সকল ব্রাহ্মণগণ মনে করিতেন যে, তাহাদিগের উৎপত্তি বিশেষ বিশেষ ঋষি হইতে এবং উক্ত ঋষিবর্গের নামানুসারেই তাঁহাদিগের এক একটি কুলের গোত্রনাম।[৩৫]

যাহা হউক, উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে তখনকার সমাজে ধনী ও দরিদ্র ঐ দুই শ্রেণীর মানুষদিগের ভিতর অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ঐরূপ বৈষম্যের ফলে সমাজে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধেরই সৃষ্টি হয়। বুদ্ধই বস্তুতঃ সমাজকে ও সকল শ্রেণীর মানুষকে ব্যর্থতাবোধ হইতে মুক্ত করিয়া নূতন জীবনযাপনের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। সেই যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাবল্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদিগের জীবিকার সহিত যুক্ত ছিল বিভিন্ন আড়ম্বরপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান যেগুলির ব্যয়ভার বহন করা কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। বিভিন্ন যাগযজ্ঞে বলি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি ও কঠোরতা হইতে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, উপনিষদগুলিতেও যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির বিরোধী বক্তব্য রহিয়াছে। বুদ্ধই সর্বপ্রথম যজ্ঞে পশুবলির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করিয়া তোলেন। সে যুগে কৃষিকার্যে গবাদিপশুর ব্যবহার বহুল প্রচারিত ছিল না এবং গো-সম্পদ রক্ষা যে অর্থনৈতিক কারণেই-অতীব প্রয়োজনীয়, সে সম্পর্কে মানুষদিগের কোন ধারণা ছিল না। খাদ্য হিসাবে গোমাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল না। বুদ্ধ নিজস্ব দশশীল[৩৬] বা যে দশটি অবশ্য পালনীয় নিয়মের প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম আচরণ বা শীল হইল অহিংসা—'পাণাতিপাতা বেরমণী' অর্থাৎ 'প্রাণী হত্যা হইতে বিরতি'। উপরন্তু তিনি গো-সম্পদ রক্ষার নিমিত্ত 'সুত্তনিপাত' নামক গ্রন্থে উক্তি করেন যে 'ধেনু আমাদিগের বন্ধু বিশেষ…ইহারা আমাদিগকে খাদ্য, শক্তি, সৌন্দর্য ও সুখ প্রদান করে।[৩৭] অপরদিকে বর্ণাশ্রম প্রথা সম্পর্কে বলা যায় যে বুদ্ধ উক্ত, প্রথাকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন নাই। কারণ সমাজে সেই সময় দৃঢ়রূপে বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ প্রথা স্থান করিয়া লইয়াছিল।[৩৮] কিন্তু তিনি প্রচলিত জন্মগত উৎকর্ষতার মাপকাঠি অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

'ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো।'

'কম্মুনা বসলো হোতি, কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো'।

অর্থাৎ 'জন্মের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না।' 'কর্মের দ্বারাই বৃষল এবং কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ।' পালি কাব্যগ্রন্থ ধম্মপদেও[৩৯] ব্রাহ্মণদিগের সংজ্ঞা[৪০] দেওয়া রহিয়াছে। তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিতে কাহাদের বুঝায় তাহার সুন্দর

বর্ণনা দিয়াছেন। এস্থলে উল্লেখ্য যে তিনি সমাজে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ স্থান আছে স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু পদমর্যাদায় ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের তুলনায় উচ্চস্থানে বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন[৪১]। এ ব্যাপারে ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে বুদ্ধ জাতিভেদের অসারতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকিয়াও তিনি জাতিভেদকে অস্বীকার করেন নাই।[৪২] তাঁহার মতে সম্ভবতঃ বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজের দুইটি প্রধান শক্তিশালী ও বিত্তবান গোষ্ঠীর বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সমর্থন ও সহায়তার প্রয়োজন ছিল।[৪৩] বর্ণাশ্রমের অপর দুই শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ বৈশ্য (বেস্স) ও শূদ্র (সুদ্দ)-এর মধ্যে বৈশ্যরা বৌদ্ধ সাহিত্যে গৃহপতিদিগের অন্তর্ভুক্ত।[৪৪] বৈশ্যরা মর্যাদা অনুযায়ী সমাজের তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের নিম্নে।[৪৫] মনুসংহিতাতে বৈশ্যদের স্বাভাবিক বৃত্তিমূলক কাজ হিসাবে উক্ত আছে যে তাঁহারা পশুপালন, ভিক্ষান্নদান, যাগযজ্ঞ, লেখাপড়া, কৃষিকাজ, ব্যবসাবাণিজ্য করিবেন ও সুদে অর্থ লগ্নী করিবেন।[৪৬] পররর্তীকালে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে কৃষিকার্যে লোহার তৈয়ারী লাঙ্গলের ফলার ব্যবহারের ফলে[৪৭] নূতন কৃষিপদ্ধতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় এবং কৃষকরা ক্রমশঃ ধনী হইতে থাকে। উদ্যোগী বৈশ্যগণ পুনরায় বিজিত উপজাতিগুলির মধ্য হইতে ক্রীতদাস নিযুক্ত করিয়া ব্যবসায় আরও উন্নতি ঘটান। এইরূপে নগরে ধনী ব্যবসায়ী সমিতির সৃষ্টি হয় যাহারা শিল্প ও বাণিজ্যে নগরগুলির সভ্যতাকে উন্নত হইতে উন্নততর করিয়া তুলিয়াছিলেন[৪৮]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বৌদ্ধ সাহিত্যেও উক্ত আলোচনা রহিয়াছে।[৪৯]

সামাজিক মর্যাদায় সর্বনিম্নস্তরের ব্যক্তিরা হইলেন শূদ্রগণ। তাহাদের অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করা হইত অথবা কিনিয়া লইয়া দায়বদ্ধ ক্রীতদাস করিয়া রাখা হইত। পালি সাহিত্যে ইহাদের একত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যথা—'দাসা চ কম্মকরা' অর্থাৎ ক্রীতদাস ও শ্রমিক[৫০]। উক্ত শ্রমিকশ্রেণী ও ক্রীতদাসদের ভিতর অবস্থাগত দিক হইতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না।[৫১] বুদ্ধ উচ্চবর্ণের মানুষদিগের সহিত নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষের সঙ্ঘে একত্রে সহাবস্থান করাইয়া একটি সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি ইতিহাসে একটি নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার

শিষ্যবর্গের মধ্যে বহু নিম্নজাতিভুক্ত অনুগামী ছিলেন যাহাদিগের মধ্যে অন্যতম হইলেন ক্ষৌরকারপুত্র উপালি।[৫২]

শূদ্র ব্যতীত অপরাপর কয়েকটি নিম্নবর্ণের ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্যগুলিতে[৫৩] যেমন—চারিবর্ণ ব্যতীত চণ্ডাল ও পুক্কুস (পুক্কুর)। মনুসংহিতায়[৫৪] চণ্ডালদিগের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ইহারা শ্মশানে, কোন বড় বৃক্ষের নিম্নে, পাহাড়ে বা বনাঞ্চলে বাস করিবে, তাহাদের নির্দিষ্ট জীবিকা থাকিবে ও নির্দিষ্ট চিহ্নও থাকিবে। পুনরায় মাতঙ্গজাতকের[৫৫] উল্লেখ করা যায় যেস্থলে চণ্ডালদিগের বেশভূষা সম্পর্কেও আলোচনা রহিয়াছে। অপর এক নিম্নবর্ণ অর্থাৎ পুক্কুসদের সম্পর্কে মনুতে[৫৬] জন্তু জানোয়ার ধরা বা হত্যা করার কার্যে নিযুক্ত থাকিবে বলা হইয়াছে অর্থাৎ বলিতে পারা যায় তাহারা নিষাদ বা ব্যাধেরই শ্রেণীভুক্ত। পুপ্পছন্দক জাতক[৫৭] অনুযায়ী তাহারা মন্দির বা প্রাসাদ পরিস্কারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। Dr Fick-এর মতে পুক্কুস কোনরূপ পেশাগত নাম নহে, ইহা একটি জাতির নাম, যাহারা শিকার এবং মন্দির দেবালয় পরিস্কারের কার্যে নিযুক্ত থাকিত।[৫৮] উপরোক্ত দুইটি জাতি ব্যতীত নিষাদ বা নেসাদ[৫৯], বেণ, রথকার, বদ্দকি, তচ্ছিক, নলকার, কুম্ভকার, বেলুকার বা বেণুকার ইত্যাদির নাম পাওয়া যায় যাহাদিগকে বৌদ্ধসাহিত্যে নিম্নস্তরের বৃত্তিকার বলা হইয়াছে।[৬০] উপরন্তু ইহারা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে 'দাসবর্ণের' মানুষ বলিয়াই উল্লিখিত।[৬১]

জাতিগত পেশা বা বৃত্তি ব্যতীত সে যুগের অপরাপর বিভিন্ন ধরনের পেশা বা বৃত্তি সম্পর্কেও বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৬২] যাহা হউক, ইহা বলিতে পারা যায় যে বুদ্ধই সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন সমাজে সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণদিগের ধর্মীয় কঠোরতার আধিপত্যে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা। জনসাধারণও মনে করিত যে দেবতাদিগকে তুষ্ট রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে দান দেওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ ব্রাহ্মণগণই দেবতাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ।[৬৩] ডঃ রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার আলোচনায় বিবৃত করিয়াছেন[৬৪] যে তৎকালীন সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ভিতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে যে হতাশা বা ব্যর্থতা-বোধের সৃষ্টি হইয়াছিল বৌদ্ধধর্ম উক্ত ব্যর্থতাবোধ হইতে সকল শ্রেণীর মানুষকে মুক্ত করিয়া তাহাদের সম্মুখে নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিয়াছিল। বুদ্ধ দরিদ্র ও উপেক্ষিত শ্রেণী, যাহাদের সম্পদ ছিল না, যাহারা সমাজে

অবহেলিত তাহাদের দারিদ্র্যের প্রতিকারের কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র তাহাই নহে, তাহারা যাহাতে সুখী সুন্দর জীবনযাপন করিতে পারে তজ্জন্য তিনি বলিয়াছেন যে তাহারা যদি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে মুষ্টিভিক্ষা দান করেন তাহলে পরজীবনে তাহারা ধনী হইবে।[৫৬] ফলস্বরূপ নিম্নতম শ্রেণীর মানুষদের মনে আশার আলো জাগিয়াছিল, তাঁহারা ভাবিতে পারিত যে সৎকর্মের দ্বারা তাহারা পরজীবনে উচ্চশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিবে। এই কারণে বুদ্ধের প্রথম সারির শিষ্যবর্গের মধ্যে যেমন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শ্রেষ্ঠী বা বণিক শ্রেণী, পাশাপাশি ছিলেন দরিদ্র বা সমাজে অবহেলিত দীন দরিদ্র মানুষেরা। বলা বাহুল্য যে নাপিত, চন্ডাল, পুক্কুস ইত্যাদি সকল নিম্নবর্ণের মানুষদের তিনি তাঁহার সঙ্ঘে স্থান দিয়াছিলেন। উপরন্তু অঙ্গুলিমাল নামক একজন দস্যুর নাম পাওয়া যায় মজ্ঝিমনিকায়ে যাহাকে তিনি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করাইয়া সঠিক পথে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।[৬৬]

যাহা হউক, ইহা অনস্বীকার্য যে বুদ্ধের আশ্বাসবাণী সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আকর্ষণ করিয়াছিল। বৌদ্ধসংঘের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষত্রিয় এবং ধনী গৃহপতিদিগের (যাহারা সাধারণতঃ বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন) পৃষ্ঠ-পোষকতার উপর নির্ভর করিতে হইত। সেযুগে ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতি ব্রাহ্মণদের অনুকূল মনোভাব ছিল না। কারণ বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমুদ্রযাত্রাকে ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে অনুমোদন করা হয় নাই। অপরদিকে, প্রথমার্ধের বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহেও দেখা যাইতেছে যে সমুদ্রযাত্রাকে বিপুল উৎসাহ সহকারে অনুমোদন করা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক ও অন্যান্য বণিকশ্রেণীকে বৌদ্ধসংঘের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায়। বাণিজ্যের আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ যেমন, অর্থের লেনদেন, সুদে অর্থ লগ্নী করা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের সুদখোর ব্যক্তিদের নিকট হইতে অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। পুনরায়, নগর জীবন প্রসঙ্গে বলা যায় যে এক শ্রেণীর নারী যাহারা নিন্দনীয় গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করিত তাহাদিগের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে অত্যন্ত ঘৃণার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধ কিন্তু এতই সহৃদয় ও মানবদরদী ছিলেন যে বেসালীর বারবণিতা আম্রপালীও তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিয়াছিল। অপর নিয়ম 'করপ্রদান ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে বলা যায় যে ইহা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় সাহিত্যেই স্বীকৃত ছিল। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বলা হইয়াছে যে ক্ষত্রিয় শাসক-

দিগের দেশের জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল অর্থের। সুতরাং নিজেদের রক্ষার বিনিময়েই জনসাধারণ রাজাকে কর দেওয়া সমীচীন মনে করিতেন।[৬৭]

পুনরায় উল্লেখ্য যে বৌদ্ধসংঘের সংবিধান ছিল গণতান্ত্রিক। বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের জন্য অবশ্য পালনীয় চারিটি আচরণবিধি,[৬৮] চারিটি নিষেধাজ্ঞার [৬৯] প্রয়োগ করেন ও আজীবন দশশীল[৭০] পালনের নির্দেশ দেন। এস্থলে উল্লেখ্য যে তিনি গৃহীদের ক্ষেত্রে কিন্তু নিষেধাজ্ঞা রাখেন নাই। পুনরায় গৃহীদের বা উপাসকদের জন্যও তিনি বহু মানবিক ও সহজতর অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের নির্দেশ দেন।[৭১] বুদ্ধের সহজ সরল ধর্ম যাহা সর্ব মানুষের উপকার করে ও যাহা গোঁড়ামিমুক্ত তাহা জনসাধারণের পক্ষে সহজেই গ্রহণীয় হয়।[৭২] এক্ষেত্রে পুনরায় বলা যায় যে সেযুগে গৃহীদের ধর্মকর্মের জন্য বৈদিক আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও খরচসাপেক্ষ ছিল, অপরদিকে বৌদ্ধ গৃহীদের পক্ষে ব্যয়সঙ্কোচের সুযোগই বেশি ছিল। কেবলমাত্র ইহাই নহে তিনি সমাজের নারী সম্প্রদায়ের জন্য একটি পৃথক সংঘ স্থাপন করিয়া তাঁহার ধর্মের একটি সার্বজনীন রূপ দিয়াছিলেন যাহা সেযুগে অভাবনীয়।[৭৩] যদিও বৃহদারণ্যক উপনিষদে[৭৪] কয়েকজন বিদুষী নারীর নামোল্লেখ রহিয়াছে যেমন, গার্গী, বাচক্নবী ইত্যাদি কিন্তু শিক্ষার সুযোগ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত সমাজের নারীদের প্রায় ছিলই না বলিতে পারা যায়।[৭৫] বুদ্ধ সমাজে উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র সকল স্তরের মানুষকে সংঘে স্থান দিয়া একত্রে সম্মানের আসনে বসাইয়া ইতিহাসে এক নজীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন বৃহত্তম জনসমষ্টির কল্যাণের জন্য। ডঃ রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত কারণেই এই ধর্মকে সকল ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সামাজিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৭৬]

ধর্মীয় অবস্থা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতে ব্রাহ্মণদের আধিপত্যে ধর্মীয় কঠোরতা তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিয়াছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যয়বহুল আড়ম্বর, সমাজ জীবনের চারিটি আশ্রমপ্রথা, যথা—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, দার্শনিক গুরু গম্ভীর তত্ত্ব সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় না হইয়া অত্যাচারে পর্যবসিত হইয়াছিল।[৭৭] কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম ব্যতীত বুদ্ধের সমসাময়িক যুগের

অবৈদিক ছয়জন ধর্মোপদেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধশাস্ত্রগুলিতে যাঁহারা জনসমাজে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।[৭৮] বস্তুতঃ ছয়জন শাস্তার ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ সেযুগে জনসাধারণের ভিতর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। উক্ত শাস্তাগণের নাম হইল—পূরণ কস্সপ (পূর্ণকাশ্যপ), মক্‌খলি গোসাল (মস্করিন গোশাল), অজিত কেসকম্বলী (অজিত কেশকম্বলিন), পকুধ কচ্চায়ন (ককুদ কাত্যায়ন), সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত (সঞ্জয় বেলষ্টিপুত্র) ও নিগন্ঠ নাতপুত্ত (নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র)। নিম্নে উপরোক্ত ছয়জন ধর্মোপদেষ্টার মতবাদ সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

আচার্য পূরণ কস্সপ

পূরণ কস্সপ উপরোক্ত ছয়জন শাস্তার ভিতর সর্বাপেক্ষা বয়স্ক আচার্য। বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে তাঁহাকে মর্যাদা সহকারে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাকে বলা হইয়াছে একটি সম্প্রদায়ের বিচক্ষণ স্রষ্টা (তিত্থংকর) যাঁহার বহু সংখ্যক অনুগামী ছিল এবং যিনি সমগ্র দেশের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।[৭৯] কথিত আছে, পূরণ কস্সপ বুদ্ধের আবির্ভাবের ষোড়শ বর্ষে কোশলের রাজধানী সাবত্থীর নিকটবর্তী স্থানে জলে ডুবিয়া আত্মহনন করেন।[৮০] অপরদিকে সামঞ্ঞফল সুত্তন্তানুযায়ী পূরণ কস্সপ মগধরাজ অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন।[৮১] প্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ পূরণ কস্সপকে নগ্ন সন্ন্যাসী (অচেলক) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে কস্সপ একশত জন্ম ক্রীতদাসরূপে পূর্ণ করিয়াছেন এবং উক্ত কারণেই তিনি পূরণ বলিয়া চিহ্নিত।[৮২] কিন্তু ডঃ বড়ুয়ার মতে তাঁহার কস্সপ নামটি প্রমাণ করিতেছে যে তিনি ব্রাহ্মণ বংশীয়।[৮৩] উপরন্তু তিনি বলিয়াছেন যে 'পূরণ' উপাধিটি আসিয়াছে 'পূর্ণজ্ঞান' হইতে অর্থাৎ যিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই পূরণ বা পূর্ণ।[৮৪] অপরদিকে অঙ্গুত্তর নিকায়ের[৮৫] একস্থানে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ অপর তীর্থিক 'মক্‌খলি গোসালে'র প্রবর্তিত ধর্মকে পূরণ কস্সপের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় আনন্দ বলিয়াছেন যে অহেতুবাদ (non-causation), অর্থাৎ 'বস্তুর উৎপত্তি হয় হেতু বা কারণ ব্যতিরেকেই' পূরণ কস্সপেরই মতবাদ। কিন্তু সামঞ্ঞফল সুত্তন্তে বলা হইয়াছে যে তিনি 'অক্রিয়বাদ' অর্থাৎ 'ক্রিয়া বা কর্মের নিষ্ক্রিয়তা' প্রচার করিয়াছিলেন।[৮৬] বুদ্ধ-

ঘোষের বর্ণনাতেও স্বীকৃত যে কস্সপ ক্রিয়াবাদকে (theory of action) নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন।[৮৭] জৈন সূত্রকৃতাংগতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।[৮৮] ভাষ্যকার শীলংকার উক্ত মতবাদকে 'অকারকবাদ' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।[৮৯] সুতরাং প্রাচীন দুইখানি বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে পূরণ কস্সপের দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে যদিও তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায় না।[৯০] উক্ত মতবাদে আত্মা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ আত্মা সুকর্ম বা দুষ্কর্ম —কোন কর্মেরই ফল ভোগ করে না, তাঁহার মতে দেহই কাজ করে।[৯১] দানধ্যান, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সৎকর্মেও যেরূপ পুণ্যার্জন হয় না তদ্রূপ প্রাণী হত্যা, চুরি করা, মিথ্যা ভাষণ দেওয়া ইত্যাদি অসৎ কর্মেও মানুষের কোনরূপ পাপ হয় না। মানুষ ভালমন্দ যে কাজই করুক না কেন আত্মা ইহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয় না, দেহই ভোগ করে কর্মের ফল।[৯২]

সামঞ্ঞফল সুত্তন্তে কস্সপের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আলোচনা রহিয়াছে। উপরন্তু রাজা অজাতশত্রুর সহিত বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন শাস্তার কথোপকথনের বিবৃতিও তথায় রহিয়াছে।[৯৩] উক্ত 'আত্মার নিষ্ক্রিয়তা' মতবাদের পটভূমিকায় কিন্তু ভারদ্বাজ ও নচিকেতার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা আসিয়া যায় যাঁহারা আত্মার নিষ্ক্রিয়তাই প্রচার করিতেন।[৯৪] পুনরায় জৈন ভাষ্যকার শীলংকারের উল্লেখ করা যায় যিনি কস্সপের দৃষ্টিভঙ্গিকে সাংখ্য দর্শনের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৯৫] বুদ্ধ উক্ত মতবাদটি সমর্থন করেন নাই কারণ তিনি 'কার্যকারণ সম্পর্ক' অর্থাৎ 'প্রত্যেকটি কার্যেরই উৎপত্তি কারণ হইতে' ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কারণ ব্যতিরেকে কার্য হয় না। উপরন্তু বলা যায় যে আত্মা ও দেহের ভেদ ও অভেদ বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত নহে।[৯৬]

আচার্য মক্খলি গোসাল

মক্খলি গোসাল বা মস্করিন গোশাল বুদ্ধের সমসাময়িক কালের একজন প্রখ্যাত আচার্য। জৈন সূত্রে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'গোসাল মঙ্খলি-পুত্ত' অর্থাৎ মঙ্খলির পুত্র গোসাল। তিনি সাবত্থীর নিকটবর্তী সরবণ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে গোসাল ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে পিতার বৃত্তি অনুযায়ী চিত্রবিক্রেতা ছিলেন।[৯৭] বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে তিনি গোশালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ছিলেন প্রথমে

একজন পরিচারক। একদা তিনি একটি তৈলপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলে মনিবের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি পোষাকপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া নগ্ন অবস্থায় পলায়ন করেন।[৯৮] ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া কিন্তু উপরোক্ত বিবৃতিগুলি সঠিক বলিয়া মনে করেন নাই।[৯৯] তাঁহার মতে ব্যাকরণবিদ্ পাণিনির ব্যাখ্যা অনুযায়ী পালি 'মক্খলি' বা জৈন গ্রন্থের 'মঙ্খলি' শব্দটির উৎপত্তি হইল মস্করিন (অর্থাৎ যাঁহারা বংশদন্ড বহন করেন) শব্দটি হইতে।[১০০] পুনরায়, পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে বলা হইয়াছে যে মস্করিন বলিতে বিশেষ একটি পরিব্রাজক সম্প্রদায়কেই বুঝাইত।[১০১] জৈন ভাগবতী সূত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি প্রথমে তীর্থংকর মহাবীরের শিষ্য ছিলেন[১০২] কিন্তু পশ্চাতে তিনি মহাবীরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বয়ংই একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন যাহা 'আজীবিক' সম্প্রদায় নামে খ্যাত। জৈন 'উবাসগবসাও'র মতানুযায়ী সাবত্থী আজীবিকদের প্রধান ক্ষেত্র ছিল এবং তথায় গোসাল শাস্তা হিসাবে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন।[১০৩] কথিত আছে যে আজীবিক সম্প্রদায় জৈন বা বৌদ্ধদের থেকে প্রাচীন।[১০৪] অতঃপর উল্লেখ করা যায় যে অঙ্গুত্তরনিকায়ে একটি সূত্তে গোসালের মতবাদের সহিত অপর এক শাস্তা অজিত কেসকম্বলীর মতবাদ মিশিয়া গিয়াছে।[১০৫]

যাহা হউক, আজীবিক কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী সম্পূর্ণরূপে নগ্ন সন্ন্যাসী (অচেলক) সম্প্রদায় নহে।[১০৬] মজ্ঝিমনিকায়ে[১০৭] ও দীঘ নিকায়ে[১০৮] উক্ত সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারের বর্ণনা রহিয়াছে।[১০৯] ইহা জানিতে পারা যায় যে আজীবিকরা সম্রাট অশোকের লেখগুলিতে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছেন। উপরন্তু অশোকের পরবর্তীকালেও তাঁহারা যে বর্তমান ছিলেন ইহাও প্রমাণিত। কারণ অশোকের পৌত্র দশরথ নাগার্জুনিকোন্ডা ও বারাবার পর্বতে আজীবিক সন্ন্যাসীদিগের বসবাসের নিমিত্ত গুহামন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।[১১০] ইহা ব্যতীত, জাতকেও ইহাদিগের বর্ণনা রহিয়াছে।[১১১] গোসালের মতবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে তিনি প্রচার করিতেন সকল জীবই পুনর্বার জীবন গ্রহণ করিতে সক্ষম। জগতের সকল কিছুই নিয়তির দ্বারা পরিচালিত। তিনি 'নিয়তিসঙ্গতিভাব' মতটি পোষণ করিতেন। নিয়তি জীবকে পরিচালিত করে, জীবের নিজস্ব কোন বল বা সামর্থ্য নাই। সুতরাং তিনি কর্মফলেও বিশ্বাসী ছিলেন না যদিও সংসার শুদ্ধির মত তিনি প্রচার করিতেন। তাঁহার মতে মোক্ষলাভের জন্য জীবের

বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সত্তার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে এবং প্রত্যেক সত্তাই অনন্ত।[১১২]

আচার্য অজিত কেসকম্বলী

অজিত কেসকম্বলী বা অজিত কেশকম্বলিন বুদ্ধের সমসাময়িক আচার্য-গণের ভিতর জ্যেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন। বৌদ্ধ উপাদান অনুযায়ী অজিত ও অজিতের শিষ্যবর্গ কেশ দ্বারা তৈয়ারী পোষাক ব্যবহার করিতেন (অথবা একটি কেশের কম্বল স্কন্ধে সর্বক্ষণ বহন করিতেন) এবং উক্ত কারণেই তাঁহারা কেশকম্বলিন আখ্যা পাইয়াছিলেন।[১১৩]

অজিতের দার্শনিক মতবাদ লইয়া বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সকল স্থানেই বর্ণনা রহিয়াছে। এগুলির ভিতর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে সামঞ্‌ঞফল সুত্তের বর্ণনাটি।[১১৪] ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সামঞ্‌ঞফল সুত্তের চীনা সংস্করণে (version) অজিতের বর্ণনার স্থানটিভগ্ন হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে অজিত সম্পর্কীয় চীনা বর্ণনাটি লুপ্ত। সুতরাং পালি সামঞ্‌ঞফল সুত্তের অজিতের দর্শন ও মতবাদটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও প্রাচীন তথ্য বলিয়া ধরা যায়।[১১৫]

অজিত 'জড়বাদ' প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কোন কর্মফলে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মতে জীব পঞ্চভূতের সমষ্টিমাত্র অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম-এর সমষ্টি এবং মৃত্যুর পর এগুলি পুনরায় পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া যায়।[১১৬] ডঃ বড়ুয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে জৈন্য ভাষ্যকার শীলাংক এবং সায়ণ মাধবের আলোচনা হইতে প্রতিফলিত হয় যে অজিতের মতবাদ ও দর্শনতত্ত্ব প্রধানতঃ যাজ্ঞবল্ক্যের বিবৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।[১১৭] উক্ত মতবাদের সহিত লোকায়ত বা চার্বাকদর্শনের সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।[১১৮] 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'[১১৯] গ্রন্থেও চার্বাকিদিগের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রহিয়াছে।

যাহা হউক, চার্বাক দর্শন বৌদ্ধ সাহিত্যে উচ্ছেদবাদ (Annihilationism) নামে পরিচিত।[১২০] উক্ত মতবাদে বলা হইয়াছে যে জগতের যাবতীয় বস্তুই বিনাশশীল, জগতের সকল কিছুই 'নঞ্‌র্থক'। ডঃ বড়ুয়া তাহাদের মতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি করিয়াছেন যে চার্বাকদের মতে 'there is no individuality after death' অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকেনা।[১২১] বুদ্ধ চার্বাকদর্শন অর্থাৎ ভোগবাদবিষয়ক দর্শন অনুমোদন করেন নাই। কারণ

বৌদ্ধগণ কর্মফলে বিশ্বাসী। এ বিষয়ে জৈন ধর্ম প্রচারক মহাবীরের মতবাদ উল্লেখ্য। মহাবীরও অজিত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যই করিয়াছেন। তাঁহার মতে চার্বাকগণ ভবিষ্যৎ অস্বীকার করে বলিয়া মানুষকে হত্যা, ধ্বংস ইত্যাদি কুকর্মে উৎসাহিত করিয়া জীবনে যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তির আনয়ন করে।[১২২]

আচার্য পকুধ কচ্চায়ন

পকুধ কচ্চায়ন বা ককুদ কাত্যায়ন অপর এক আচার্য যিনি বুদ্ধের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত। সংযুত্তনিকায়ে তাঁহাকে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে 'পকুধকো কাতিযানো'।[১২৩] ইনিও পূরণ কস্সপের ন্যায় বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে শ্রদ্ধার সহিতই উল্লিখিত হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে পকুধের মতবাদও উক্ত গ্রন্থগুলিতে বহুবার বর্ণিত। দীঘনিকায়ের সামঞ্‌ঞফল সুত্তন্তে[১২৪] রাজা অজাতশত্রুর সহিত তীর্থিক কচ্চায়নের কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁহাদিগের সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য পাওয়া যায়, অপরদিকে 'প্রশ্নোপনিষদে' কচ্চায়ন বা কাত্যায়নকে 'কবন্ধিন' নামে অভিহিত করা হইয়াছে যাহা তাঁহার শারীরিক অঙ্গবিকৃতির নির্দেশ করিতেছে। কথিত আছে যে কচ্চায়নের পৃষ্ঠদেশে একটি কুব্জ (hump) ছিল।[১২৫] কচ্চায়ন জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে সামঞ্‌ঞফল সুত্তন্ত ব্যতীত জৈন সূত্র-কৃতাংগতেও আলোচিত হইয়াছে।[১২৬] বৌদ্ধ সুত্তগুলিতে কচ্চায়নের দৃষ্টি-ভঙ্গিকে 'সস্সতবাদ' (শাশ্বতবাদ—Eternalism) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পকুধের মতে জগতের যাবতীয় পদার্থ শাশ্বত ও অব্যয়, পর্বত চূড়ার ন্যায় স্থির ও দৃঢ়। জৈন আচার্য শীলাংক বলিয়াছেন যে আত্মা সম্পর্কে কচ্চায়নের যে মতবাদ তাহার সহিত ভগবদ্‌গীতার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। উপরন্তু তিনি বলিয়াছেন যে সাংখ্যাদিগের মতবাদ হইতেও কচ্চায়নের 'সস্সতবাদ' বিচ্ছিন্ন নহে।[১২৭] কচ্চায়নের মতে জীব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, সুখ, দুঃখ এবং জীব—এই সাতটি 'ভূতের' সমষ্টিমাত্র। পুনরায় তাঁহার মতে এগুলি শাশ্বত ও অব্যয়। এগুলি একদিকে অজাত বটে অপরদিকে নূতন কিছু সৃষ্টিতেও অপারগ। কচ্চায়নের মতে ঘাতক, শ্রোতা ও উপদেষ্টা কিছুই নাই। জীবহত্যার অর্থ হইল জীবের ভূত সমষ্টি পৃথক করা।[১২৮] যাহা হউক, বুদ্ধ 'শাশ্বতবাদ' মতবাদটি খণ্ডনই করিয়াছেন।

আচার্য সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত—

ইনিও বুদ্ধের একজন জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক আচার্য। জৈন উপদেষ্টা মহাবীর সঞ্জয়কে অন্নানিয় বা অজ্ঞানিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১২৯] বস্তুতঃ তাঁহার মতবাদ অজ্ঞানবাদ নামে অভিহিত। ইহা উল্লেখ্য যে তিনি সর্বদাই পালি সাহিত্যে অজ্ঞানবাদী সঞ্জয় নামেই চিহ্নিত।[১৩০] পালি মহাবগ্গে[১৩১] সঞ্জয় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের প্রথম সারির শিষ্য সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান প্রথমে সঞ্জয়ের অনুগামী ছিলেন। পুনরায় সামঞ্ঞফল সুত্তন্তে তাঁহাকে বেলটিঠপুত্ত বা বেলট্ঠপুত্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বেলটিঠপুত্ত পরিব্রাজক ছিলেন এবং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যাহা হউক, সঞ্জয় পালি সাহিত্যে কোথাও পরিব্রাজক সঞ্জয় পুনরায় কোথাও বেলটিঠপুত্ত সঞ্জয় নামে অভিহিত।[১৩২] টীকাকার বুদ্ধঘোষ সঞ্জয় সম্পর্কে বলিয়াছেন যে সুপ্পিয় নামক এক পরিব্বাজকের আচার্য ছিলেন সঞ্জয় পরিব্বাজক।[১৩৩] পুনরায় দীঘনিকায়ের 'ব্রহ্মজাল সুত্তন্তে' একজন সুপ্পিয় পরিব্বাজকের বর্ণনা আছে যিনি সর্বদাই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের নিন্দা করিতেন।[১৩৪]

সঞ্জয়ের প্রসঙ্গে বলা যায় যে কোন কিছু তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তাহার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া দ্ব্যর্থক বাক্য প্রয়োগের দ্বারা তিনি বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করিতেন।[১৩৫] বস্তুতঃ প্রশ্নের উত্তর এড়ানোই উক্ত মতবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বলা যায়। উপরন্তু তিনি কোনরূপ অধিবিদ্যা (metaphysics) সম্পর্কীয় উত্তরও এড়াইয়া যাইতেন। দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সুত্তন্তে উল্লিখিত অমরবিক্খেপিক মতবাদই সঞ্জয়ের মতবাদ বলিয়া বর্ণিত।[১৩৬] বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যবর্গকে উক্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিতেই নিষেধ করিয়াছিলেন কারণ তাঁহার মতে এইরূপ আলোচনা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে।[১৩৭]

সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান বুদ্ধের প্রথম শিষ্য (পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর একজন) অস্সজির (অশ্বজিৎ) নিকট বুদ্ধের সংবাদ পান। কথিত আছে তাঁহারা এবং অপরাপর দ্বিঅর্ধশত সঞ্জয়ের শিষ্যবর্গ অস্সজির উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া সঞ্জয়ের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন। সঞ্জয়ের শেষ জীবন সম্পর্কে জানিতে পারা যায় যে সঞ্জয় রক্তবমনের দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

আচার্য নিগণ্ঠ নাতপুত্ত—

বুদ্ধের সমসাময়িক আচার্যগণের ভিতর নিগণ্ঠ নাতপুত্ত বা নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র ছিলেন বহুল প্রচারিত জৈন ধর্মমতের একজন প্রধান উপদেষ্টা। ইনিই হইলেন স্বনামধন্য জৈনগুরু ভগবান মহাবীর। কথিত আছে মহাবীর প্রথমে ভগবান পার্শ্বনাথের শিষ্য ছিলেন যদিও তিনি পার্শ্বনাথের ন্যায় নগ্ন সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন।[১৩৮] জৈন সাহিত্যে তিনি বর্দ্ধমান বা বেশালিযে (বৈশালীয়) নামেও খ্যাত।[১৩৯] তাহার জন্ম-স্থান ছিল বৈশালী। মহাবীর প্রধানতঃ মগধের রাজধানী রাজগৃহ, চম্পা, বৈশালী এবং পাবাতে জৈনধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। জৈন কল্পসূত্রে মহাবীর সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য রহিয়াছে।[১৪০] মহাবীর সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসরকাল ধর্মপ্রচার করিয়া পাবাতে নির্বাণলাভ করেন।[১৪১] কথিত আছে, বিম্বিসারপুত্র রাজকুমার অভয় জৈনধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার শিষ্য-বর্গের ভিতর গৌতম, ইন্দ্রভূতি ও সুধর্মান বিশেষ পরিচিতি লাভ করিয়া-ছিলেন।[১৪২] পরবর্তীকালে জৈনগণ—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামক দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন।[১৪৩]

মহাবীরের দর্শন ও মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিবার কালে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য যে তিনি ক্রিয়াবাদ বা কর্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কর্মের ফলাফলের উপর জোর দিতেন। সৎকর্মের সুফল এবং অসৎকর্মের কুফল সম্পর্কে তিনি সর্বদাই সতর্ক করিয়া দিতেন। তিনি প্রচার করিতেন যে কেহই পাপকর্ম হইতে কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্মের ভোক্তা বা নির্মাতা। সুখ বা দুঃখ পাওয়া তাঁহার নিজের সুকর্ম বা দুষ্কর্মের উপর নির্ভরশীল। তাঁহার মতবাদে আত্মা, জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, নরক ইত্যাদির স্থান ছিল না।[১৪৪] অপরদিকে তিনি জ্ঞান, সদাচার ও প্রবল কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমেই মোক্ষলাভের সম্ভাবনার কথা প্রচার করিতেন। এপ্রসঙ্গে বলা যায় কৃচ্ছ্রসাধনের প্রবলতা বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈনধর্মেই বেশি।[১৪৫]

পালি সামঞ্ঞফল সুত্তন্তে মহাবীরের মতবাদ সম্পর্কেও আলোচনা রহিয়াছে।[১৪৬] তিনি প্রধানতঃ অহিংসার উপর জোর দেন। উক্ত মতবাদে স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ অর্থাৎ 'বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নানান দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অবলোকন করা' বিশিষ্টরূপে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার মতে বস্তুর প্রকৃত

স্বরূপ জানিবার জন্য 'অনেকান্তবাদ' অপরিহার্য। জৈন রচনাগুলি হইতে জানা যায় যে উক্ত মতাবলম্বীগণ চতুর্যাম সংবর পালন করিতেন।[১৪৭]

বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু জৈনধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মে কৃচ্ছ্রসাধনের উপর অত বেশি জোর দেওয়া হয় নাই।

উপরোক্ত ছয়জন ধর্মোপদেষ্টা ব্যতীত পালি সাহিত্যে পাঁচজন ভিন্ন ভিন্ন দর্শনবেত্তার উল্লেখ করা যায় যাঁহাদের মতবাদে পাঁচ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের পরিচয় রহিয়াছে।[১৪৮] যথা—অহেতুবাদী (হেতুব্যতীত কোন কিছুর উৎপত্তি), ইস্সরকারণবাদী (জগতের যাবতীয় সৃষ্টি ঈশ্বরকৃত), পুব্বেকতবাদী (পূর্বে কৃত হইয়াছে এইরূপ মতবাদ), উচ্ছেদবাদী (জাগতিক সকল বস্তু নশ্বর) এবং খত্তবিজ্জাবাদী (একনায়কত্ববাদ)। ইহা ব্যতীত, জাতকে এক প্রকার কালবাদী বা সময়বাদী ধর্মের উল্লেখ আছে যাহা প্রধানতঃ মহাভারতে বিস্তৃতরূপে আলোচিত।[১৪৯] পালি মূলপরিযায় জাতকে 'কালবাদী' মতবাদ সম্পর্কে বিবৃতি রহিয়াছে।[১৫০]

উক্ত মতবাদগুলির ভিতর অহেতুবাদী বা অহেতুবাদ মতবাদটি ব্রহ্মজাল সুত্তে উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার ভিতর একটি হইল 'অধিচ্চসমুপ্পন্নিকাবাদ'[১৫১] (Fortuitous Originations)। জাতকে বর্ণিত অহেতুবাদ ও দীঘনিকায়ের অধীচ্চসমুপ্পন্নিকাবাদ সমার্থক শব্দ বলিতে পারা যায়। উক্ত মতানুসারে বস্তু স্বয়ং উৎপন্ন হয় কোন হেতুব্যতীতই। পরবর্তী চিন্তাবিদ্ ইস্সরকারণবাদীরা (Theist) মনে করিতেন যে জগৎ, সংসার ও যাবতীয় বস্তু একজন সর্বোময় কর্তা ঈশ্বরের দ্বারাই সৃষ্ট (অযং লোকো ইস্সরনিম্মিতো)।[১৫২] পুনরায় অপর মতবাদটির সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ পুব্বেকতবাদী (Fatalist) পূর্বেকৃত ফলের উপরই নির্ভর করিতেন। অর্থাৎ পূর্বে কৃত সুকর্ম বা দুষ্কর্মের উপরই কুশল বা অকুশল ফললাভ (সত্তানং সুখং বা দুক্খং বা পুব্বেকতং এব উপ্পজ্জতি)। অতঃপর উচ্ছেদবাদী (Annihilationist) সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ইহারা নশ্বরবাদী। তাঁহারা প্রচার করিতেন যে জগতের যাবতীয় বস্তুরই উচ্ছেদ হয়, কর্মফল বলিতে কিছু নাই, পরলোক বলিয়াও কিছু নাই (ইতি পরলোকগতা নাম নত্থি, অযং লোকো উচ্ছিজ্জতি)।[১৫৩] উপরোক্ত পঞ্চ মতবাদীদিগের মধ্যে সর্বশেষ

উল্লেখ করা হইয়াছে খত্তবিজ্জাবাদীদের (Militarist) যাহারা একনায়কত্ব মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁহারা বলিতেন যে পিতামাতা হত্যায় কোন পাপ নাই, স্ব স্ব ইচ্ছা যে কোন উপায়ে চরিতার্থ করা যায় (মাতা পিতরো পি মারেত্বা অত্তনো ব অথো কামেতব্বো)।[১৫৪]

যাহা হউক, উপরোক্ত মতবাদগুলি বুদ্ধ গ্রহণ না করিবার পরামর্শই দিয়াছেন এবং মতগুলি খণ্ডন করিয়াছেন।[১৫৫]

ইহা ব্যতীত, পালি সাহিত্যে বুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রচলিত বাষট্টিটি দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদের (দ্বাসট্‌ঠিয়ো দিট্‌ঠিয়ো) উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলিতে আত্মা ও জগতের সৃষ্টি ও লয় সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। এ গুলিকে প্রধানতঃ আটটি ভাগে ভাগ করা যায়।[১৫৬] যথা ঃ—

১) সস্সতবাদ (জগৎ ও আত্মা স্থির ও দৃঢ়)—৪ প্রকার মতবাদ।

২) একচ্চসস্সতবাদ (জগৎ ও আত্মা একাংশ শাশ্বত ও একাংশ অশাশ্বত)—৪ প্রকার মতবাদ।

৩) অন্তানন্তিকবাদ (জগৎ একাধারে অন্ত একাধারে অনন্ত)—৪ প্রকার মতবাদ।

৪) অমরাবিকেখপিকবাদ (দ্ব্যর্থক বাক্য প্রয়োগের দ্বারা প্রশ্ন এড়ানো)—৪ প্রকার মতবাদ।

৫) অধিচ্চসমুপ্পন্নিকাবাদ (স্বয়ং উৎপত্তি হওয়া)—২ প্রকার মতবাদ।

৬) উদ্ধমাঘাতনিকবাদ (মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী)—১৬+৮ +৮=৩২ প্রকার মতবাদ।

এইটি পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—

ক) উদ্ধমাঘাতনিকসঞ্ঞিবাদ (আত্মার চেতনায় বিশ্বাস)—১৬ প্রকার।

খ) উদ্ধমাঘাতনিক অসঞ্ঞিবাদ (আত্মার চেতনায় অবিশ্বাস)—৮ প্রকার।

গ) উদ্ধমাঘাতনিক-নেবসঞ্ঞি-নাসঞ্ঞিবাদ (আত্মার চেতনা অচেতনা কিছুতেই না বিশ্বাস)—৮ প্রকার।

৭) উচ্ছেদবাদ (জীবের মৃত্যুর পরই আত্মার বিনাশে বিশ্বাস)—৭ প্রকার মতবাদ।

৮) দিট্ঠধম্মনিব্বানবাদ (জীব ইহজগতেই নির্বাণলাভ করার বিশ্বাস) ৫ প্রকার।—মোট ৬২ প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি।

বুদ্ধ উপরোক্ত ৬২ প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—পুব্বন্তকপ্পিকা (পূর্বান্তকল্পিকা) ও অপরন্তকপ্পিকা (অপরান্তকল্পিকা) অর্থাৎ যে সকল দৃষ্টিভঙ্গিগুলিতে আত্মা ও জগতের প্রারম্ভ সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে তাহা পূর্বান্তকল্পিক ও যে সকল দৃষ্টিভঙ্গিগুলিতে আত্মা ও জগতের অবসান সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে তাহা অপরান্তকল্পিক।[১৫৭] বুদ্ধ প্রথম আঠারোটি দৃষ্টিভঙ্গিকে পুব্বন্তকপ্পিকা বলিয়াছেন এবং অবশিষ্ট চুয়াল্লিশটি দৃষ্টিভঙ্গিকে অপরন্তকপ্পিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি উক্ত বাষট্টিটি দৃষ্টিকেই মিচ্ছাদিট্ঠি (মিথ্যাদৃষ্টি) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে দৃষ্টিভঙ্গি গুলি যথার্থ জ্ঞানলাভের অন্তরায়।[১৫৮]

বুদ্ধের সমসাময়িককালে উপরোক্ত শাস্তাগণ ও অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ ব্যতীত অপর কয়েকটি শব্দের পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলির গুরুত্ব ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। দীঘনিকায়ের 'ব্রহ্মজাল সুত্তন্তে' বারংবার একটি সংযুক্ত শব্দ লক্ষ্য করা যায় যথা—'সমণ ব্রাহ্মণ'।[১৫৯] জৈনধর্মশাস্ত্রে[১৬০], পাণিনি ও পাতঞ্জলিতে[১৬১], গ্রীক ঐতিহাসিকদের বৃত্তান্তে[১৬২] এবং সম্রাট অশোকের শিলালেখতেও[১৬৩] 'সমণ ব্রাহ্মণ' শব্দটি একত্রে উত্থাপিত হইতে দেখা যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে সাধারণতঃ পরিব্রাজক এবং তপস্বীগণ 'সমণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।[১৬৪] ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বিভিন্ন ধর্মোপদেষ্টা ব্যতীত সে যুগে বিভিন্ন পরিব্রাজক, মুনিঋষি ও তপস্বীর উল্লেখ পাওয়া যায় উপনিষদগুলিতে।[১৬৫] ঋগ্বেদেও ইহাদের উল্লেখ রহিয়াছে[১৬৬] যদিও শব্দগুলির সঠিক সংজ্ঞা প্রায় অজ্ঞাতই বলা চলে।[১৬৭]

যাহা হউক, পরিব্রাজক বলিতে প্রধানতঃ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকে বুঝাইত যাহারা সর্বদাই একস্থান হইতে অপর একস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত বলিয়াছেন যে প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের চরকগণ যাহারা একদেশ হইতে অপর একদেশে শিক্ষার্থে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহারাই পরবর্তীকালে অর্থাৎ বৌদ্ধযুগে পরিব্রাজক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।[১৬৮] পালি সাহিত্যে বলা হইয়াছে যে পরিব্রাজকগণের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল স্থানে স্থানে

ভ্রমণ করিয়া অন্যান্য মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত দার্শনিক ও ধর্মীয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা।[১৬৯] পালিগ্রন্থ দীঘনিকায়ে[১৭০] বহু পরিব্রাজকের উল্লেখ পাওয়া যায় যাহাদের সহিত স্বয়ং বুদ্ধও বিভিন্ন সময়ে দার্শনিক ও ধর্মীয় আলোচনা করিয়াছিলেন। দীঘনিকায় ব্যতীত অন্যান্য নিকায়েও বিভিন্ন পরিব্রাজকের উল্লেখ রহিয়াছে যাহাদের সহিত আলোচনায় বহু গভীর দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপিত হইয়াছে।[১৭১] একটি তথ্য সর্বজনবিদিত যে বিভিন্ন দার্শনিক শাস্তা, পরিব্রাজক, মুনিঋষি, তপস্বীগণ —সকলের ঊর্দ্ধে ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য এবং বলা বাহুল্য তাঁহাদের প্রতিপত্তিই সেই যুগের সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী উপদেষ্টাগণও রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন।

যাহা হউক, পরিশেষে বলিতে পারা যায় যে বুদ্ধের সমসাময়িক যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ও ভাবধারাগুলি আলোচনা করিলে একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠে যে সেইযুগে বুদ্ধ এক নূতনত্বের সূচনা করিয়াছিলেন, নিশ্চিতভাবে যাহা জনসাধারণকে প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। বস্তুতঃ, বৃহত্তম জনসমষ্টির কল্যাণসাধনই তাঁহার দেশিত ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস এবং অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন উভয় মতেরই বিরোধী ছিলেন। তাঁহার দর্শিত মতবাদ যাহা 'মধ্যম পন্থা' বা 'মজ্ঝিমপটিপদা'র উপর নির্ভরশীল তাহা একটি নৈতিক বিধান বিশেষ। তাঁহার মধ্যমপন্থা তিনি প্রাকৃতজনের মধ্যে সহজ সরলভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তাই শান্তিপিয়াসী মানুষ কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া সহজেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিল।

পাদটীকা

১। WI p 258

২। CCAI p 96

৩। GB p 12,
OB ch III, এবং
What was the Original Gospel of Buddhism? ch XIII

৪। CCAI p 100, W I p 45

৫। ১ম, পৃঃ ২১৩, ৪র্থ, পৃঃ ২৫২, ২৫৬, ২৬০

৬। ২য়, পৃঃ ২০০

৭। ভগবতীবিবাহপন্নত্তি ed by Hoernle, Extract from the Bhagavatī Sūtra XV, 1, Appendix to Uvāsaga-dasāo.

৮। AIU p 1, বৃ ও বৌ পৃঃ ১-৩, HGAI p 42

৯। প্রা ভা ই ১ম, পৃঃ ১১৭

১০। ললিত পৃঃ ২৪, মহাবস্তু, ১ম, পৃঃ ১৯৮;
তুলঃ LB pp 13-14

১১। BI p 22

১২। Ibid

১৩। তুলঃ প্রা ভা ই, ১ম, পৃঃ ১১৪

১৪। LB p 14

১৫। দীঘ, ২য়, পৃঃ ১৪৬, ১৬৯

১৬। ঐ -

১৭। BI p 34

১৮। SONEI p 3

১৯। Ibid p 4

২০। SIA p 58 ff

২১। SONEI p II

২২। SIA p 58

২৩। ঐত ব্রা, ১ম, ২৯

২৪। ৺ ।ঘ, ২য়, পৃঃ ১৪৬, ১৬৯ ; তুল ঃ
3I p. 34 , LB p. 14

২৫। বিনয়, ২য়, পৃঃ ১৫৬

২৬। ঐ, ১ম, পৃঃ ২৭৪

২৭। সংযুত্ত, ১ম, পৃঃ ৮৯

২৮। CCAI p 100

২৯। বিনয়, ১ম, পৃঃ ৩৫ ; SONEI p. 253 , CCAI p 100

৩০। CCAI p. 100

৩১। CHI Vol I, p 128-29 তুলঃ GB p 19

৩২। বিনয়, ১ম, পৃঃ ৭

৩৩। সংযুত্ত, ৪র্থ, পৃঃ ৩০৯

৩৪। WI p 153 , SONEI p. 253

৩৫। SONEI p 253

৩৬। অপর দশশীলের নর্ষটি হইল—

(ক) অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরতি

(খ) অব্রহ্মচর্য হইতে বিরতি

(গ) মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি

(ঘ) সুরা, মেরেয় ও মদ্যাদি প্রমাদের কারণ হইতে বিরতি

(ঙ) বিকাল ভোজন হইতে বিরতি

(চ) নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কৌতুকাদিদর্শন হইতে বিরতি

(ছ) মালাগন্ধবিলেপনাদি ধারণ ও বিভূষণ হইতে বিরতি

(জ) উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা গ্রহণ হইতে বিরতি এবং

(ঝ) স্বর্ণরৌপ্য প্রতিগ্রহণ হইতে বিরতি—দ্রঃ বু ও বৌ, পৃঃ ৩২

৩৭। সুত্ত, নং ২৯৫-৯৬

৩৮। দ্রঃ কন্নকত্থাল সুত্ত, মজ্ঝিম, ২য়, পৃঃ ১২৫

৩৯। ব্রাহ্মণবগ্গ, ধম্মপদ

৪০। ঐ

৪১। কন্নকত্থাল সুত্ত, মজ্ঝিম, ২য়, পৃঃ ১২৫ , তুলঃ CCAI p. 111 , SB p. 69

৪২। GB p. 34 , তুল ঃ SONEI p. 20

৪৩। SONEI p. 20

৪৪। Ibid p. 253

৪৫। ঐত ব্রা, ৭ম, ২৯

৪৬। মনুসংহিতা, ১ম, ৯০

৪৭। খননকার্যের ফলে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে লোহা ব্যবহারের কথা জানিতে পারা যায়।

৪৮। GB pp. 18-19

৪৯। দীঘ, ৩য়, পৃঃ ৮১, ৯৫ , সংযুত্ত, ১ম, পৃঃ ১০২, ১১৬ , ৪র্থ, পৃঃ ২১৯ ; অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ১৬২

৫০। বিনয়, ১ম, পৃঃ ২৪৩-৭২

৫১। CHI p. 129

৫২। বিনয়, ৪র্থ, পৃঃ ১-৪

৫৩। সীলবিমংস জাতক, জা, ৩য়, পৃঃ ১৯৪

৫৪। মনু, ১০ম, ৫০

৫৫। মাতঙ্গজাতক, জা, ৪র্থ, পৃঃ ৩৭৯

৫৬। মনু, ১০ম, ৫০

৫৭। পুপ্ফছন্দক জাতক, জা, ৩য়, পৃঃ ১৯৫

৫৮। SONEI p. 321

৫৯। মোরজাতক, ২য়, পৃঃ ৩৬

৬০। কুসজাতক, জা, ২য়, পৃঃ ১৬০

৬১। SONEI p 286 ,

৬২। PBI p 265

৬৩। ঐত ব্রা, ৭ম, পৃঃ ২৯ , তুল ঃ RVU, Vol II p 454

৬৪। GB p. 20

৬৫। মহাপরিনিব্বাণ সুত্তন্ত, দীঘ, ১ম, পৃঃ ২৪

৬৬। অঙ্গুলিমাল সুত্ত, মজ্ঝিম, ২য়, পৃঃ ১০৪

৬৭। প্রা ভা ই, ১ম, পৃঃ ১০১

৬৮। চত্তারি নিস্সয়ানি অর্থাৎ ভিক্ষুদিগের চারিটি আশ্রয়বিশেষ, যথা—ভিক্ষান্ন গ্রহণ, বৃক্ষতলে শয়নাসন, ছিন্নবস্ত্রধারণ ও ঔষধিরূপে গোমূত্র পান। দ্রঃ বু ও বৌ, পৃঃ ৩২

৬৯। চত্তারি অকরণীয়ানি, যথা—ব্রহ্মচর্য পালন করা, চৌর্যবৃত্তি না করা, জীবিত প্রাণী হত্যা না করা ও অলৌকিক ঋদ্ধি না প্রদর্শন করা। দ্রঃ ঐ

৭০। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

৭১। লক্খণ সুত্ত, দীঘ, ৩য়, পৃঃ ১৪২-১৭৯, সিগালোবাদ সুত্ত, ঐ, ৩য়, পৃঃ ১৮৪-৯৩, তুল ঃ বু ও বৌ, পৃঃ ৪৬-৯৪

৭২। ERE Vol I p 258

৭৩। বিনয়, ৪র্থ. পৃঃ ৩২২-৩৩, তুল ঃ SB p 142.

৭৪। ৩য়, পৃঃ ৬, ৮

৭৫। WI p. 179

৭৬। GB p 36

৭৭। Ibid p 23

৭৮। সামঞ্ঞফল সুত্ত, দীঘ, ১ম, পৃঃ ৪৭, মিলিন্দ পৃঃ ৪
তুল ঃ HPBIP p. 227

৭৯। মিলিন্দ, পৃঃ ৪;
তুল ঃ LB pp. 80, 96 foll; HPBIP p 277

৮০। HPBIP p. 277

৮১। Ibid; অদ্ভুত বিষয় হইল এই যে ইনি পুনরায় 'মিলিন্দপঞহে (১ম অথবা ২য় শতাব্দী) যবনরাজা মিলিন্দের (গ্রীক রাজা মিনাণ্ডার) সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত।

৮২। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১০২

৮৩। HPBIP p. 277

৮৪। Ibid

৮৫। ৩য়, পৃঃ ৩৮৩ ইত্যাদি

৮৬। HPBIP p 278

৮৭। তুল ঃ সুমঙ্গল. ১ম পৃঃ ১৬৬

৮৮। Sīlankāra's Com, 1, 1, 1, 13

৮৯। Ibid

৯০। HPBIP p 279

৯১। Sīlankāra 1, 1, 1, 13

৯২। ব. ও বৌ, পৃঃ ৯

৯৩। দীঘ, ১ম, পৃঃ ৪৭, তুল: HPBIP p. 279

৯৪। HPBIP p 279, 'Six Heretical Teachers' Bud. S pp 74-76

৯৫। Ibid

৯৬। ব. ও বৌ, পৃঃ ৭

৯৭। Hoernle XV, 1, Uvāsaga-dasāo p 1

৯৮। 'অচেলকো হত্বা'—সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১৪৩-৪৪

৯৯। HPBIP p 279

১০০। অষ্টাধ্যায়ী, ৬ষ্ঠ, ১,১৫৪

১০১। Pātañjali III, 96, তুল: HPBIP p. 298-99

১০২। Appendix to Uvāsaga-dasāo pp 2-4

১০৩। HPBIP p 300

১০৪। Ibid, PBI p 335

১০৫। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৮৬, তুল HPBIP p 300

১০৬। HPBIP p 297

১০৭। মজ্ঝিম, ১ম, পৃঃ ২৩৮

১০৮। DB Vol II pp 227-29

১০৯। Dr. Hoernle in ERE, Bhandarkar IA XLI, 1912, p. 289; Dr Barua 'Ājīvikas', IHQ III p 235 ff; দ্রঃ A. L Basham 'History and Doctrines of the Ājīvikas'.

১১০। Senart, 'Inscriptions de Piyadasi' II, pp 82, 209

১১১। লোমহংস জাতক, জা ১ম, পৃঃ ৩৯০-৯১

১১২। ব. ও বৌ, পৃঃ ৭, HPBIP pp 301-18

১১৩। দীঘ, ১ম, পৃঃ ১৬৭ ; মজ্‌ঝিম, ১ম, পৃঃ ৭৭, ২৩৮ ; ২য়, পৃঃ ১৬১ ; অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৪০ ; তুল ঃ HPBIP p. 289 ; Bud. p. 86 ; Buddha p. 70

১১৪। Ibid পৃঃ ৫৫ , তুল ঃ মজ্‌ঝিম, ১ম, পৃঃ ৫১৫ , সংযুত্ত, ৩য়, পৃঃ ৩৩৭

১১৫। HPBIP p. 290

১১৬। বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয় পঞ্চস্কন্ধে বিলীন হয়। উক্ত পঞ্চস্কন্ধ হইল —রূপ, বেদনা, সঞ্‌ঞা, সংখারা ও বিঞ্‌ঞাণ দ্রঃ অথ পৃঃ ১৪১ ; সংযুত্ত, ৩য়, পৃঃ ১০১

১১৭। HPBIP p 296

১১৮। দ্রঃ Dr Pızzagallı "Nāstika Cārvāka Lokāyatıka"

১১৯। Sarvadarśanasaṃgraha by Mādhavāchārya

১২০। EMB pp. 29-30

১২১। HPBIP p. 293

১২২। Jacobı Part II, p. 341 ; তুল ঃ HPBIP p. 295

১২৩। সংযুত্ত, ১ম, পৃঃ ৬৬

১২৪। ১ম খণ্ড

১২৫। HPBIP p. 281

১২৬। Sīlanka's Com 1, 1, 1, 15-16 , তুল ঃ EMB p. 34 ; বু ও বৌ, পৃঃ ৮

১২৭। HPBIP p. 283

১২৮। বু ও বৌ, পৃঃ ৮

১২৯। উত্তরাধ্যায়ন সূত্র ১৮, ২২, ২৩ , তুল ঃ সূত্র ১, ৬, ২৭ ; ১, ১২, ১-২ ; ২, ২, ২৯

১৩০। ধম্ম ৪২৫ ; বিভঙ্গ পৃঃ ২৫৫-৫৮
তুল ঃ Buddhist Psychologıcal Ethıcs pp. 115-16

১৩১। বিনয়, ১ম, পৃঃ ২৩-২৪ , তুল ঃ ধম্মপদ অট্‌ঠকথার 'অগ্‌গসাবক-বত্থু', ১ম খণ্ড

১৩২। HPBIP p. 325-26

১৩৩। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ৩৫
১৩৪। ব্রহ্মজালসুত্তন্ত, দীঘ, ১ম খণ্ড
১৩৫। EMB p 33 , বু ও বৌ, পৃঃ ৮
১৩৬। Ibid
১৩৭। বু ও বৌ, পঃ ৮
১৩৮। ঐ পৃঃ ৮ , EMB p 32
১৩৯। উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ৬ষ্ঠ, ১৭
১৪০। HPBIP p. 373
১৪১। বু ও বৌ, পৃঃ ৮
১৪২। HPBIP p 375
১৪৩। Ibid p 374
১৪৪। বু ও বৌ, পৃঃ ৮
১৪৫। EMB p 31
১৪৬। দীঘ, ১ম , বু ও বৌ, পৃঃ ৯
১৪৭। উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ২৩, ১২
১৪৮। যথা—মহাবোধি জাতক, জা, ৫ম, পৃঃ ১২৮ ইত্যাদি
১৪৯। PBI p. 334
১৫০। ২য়, পৃঃ ২৬০-৬১ তুলঃ PBI pp. 332-34
১৫১। ব্রহ্মজাল সুত্তন্ত, দীঘ, ১ম খণ্ড
১৫২। PBI p. 333
১৫৩। ইহাই পূর্বে উল্লিখিত কেসকম্বলীর মতবাদ
১৫৪। PBI p 334
১৫৫। ব্রহ্মজাল সুত্তন্ত, দীঘ, ১ম, পৃঃ ২৭ ইত্যাদি
১৫৬। ঐ, তুলঃ EMB p 33 ; বু ও বৌ, পৃঃ ৯-১৩
১৫৭। ব্রহ্মজালসুত্তন্ত, দীঘ, ১ম, পৃঃ ২৭ ইত্যাদি .
১৫৮। ঐ
১৫৯। ঐ
১৬০। সূত্র, ২, ৬
১৬১। India as known to Pāṇini pp 383-834
১৬২। তুলঃ SONEI pp. 62-63 , Strabo, XV, 1,59 , Mac Crindle p 65

১৬৩। Rock Edict no. 13

১৬৪। EMB pp. 62-63

১৬৫। বৃহদারণ্যক উপ, ৪র্থ খণ্ড, ৪,২২ ; ছান্দোগ্য উপ, ২য়, ২৩,১

১৬৬। ১০ম, ১০৯,৪

১৬৭। EMB p. 67

১৬৮। Ibid p 70

১৬৯। BI p. 141

১৭০। ৩য়, পৃঃ ৩৬

১৭১। HG pp. 16-20, Bud. S pp. 89-112 ;
ERE Vol VII p. 786-87

অধ্যায়—দুই

বৌদ্ধধর্মের প্রসারে রাজন্যবর্গ ও কয়েকটি গোষ্ঠী

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের সময় ভারতবর্ষে কোন স্থিতিশীল রাজত্ব ছিল না যদিও ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে রহিয়া গিয়াছে।[১] এগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত চারিটি শক্তিশালী রাজত্বের নাম পাওয়া যায় যাহারা ভারতের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যথা—

১) মগধের রাজা বিম্বিসার এবং তাঁহার পুত্র অজাতসত্তুর রাজত্বকাল,

২) উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোসল রাজ্যের রাজা পসেনাদি এবং তাঁহার পরবর্তী পুত্র বিড়ুডভের রাজত্বকাল,

৩) কোসল রাজ্যের দক্ষিণে বংস বা বৎস রাজ্যের রাজা উদেনের রাজত্বকাল এবং

৪) আরও দক্ষিণে অবন্তি রাজ্যের রাজা পজ্জোতের রাজত্বকাল।[২]

উপরোক্ত রাজপরিবারগুলি প্রায়শঃই পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিলেও পরবর্তী সময়ে তাঁহাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন, কোসলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী ছিলেন মগধের রাজা বিম্বিসারের মহিষী, অবন্তিরাজ পজ্জোতের কন্যা ছিলেন বৎসরাজ উদেনের পত্নী। ইহা ব্যতীত, রাজা বিম্বিসারের দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন লিচ্ছবি নরপতি চেতকের কন্যা। বৈদেহী বাসবী ছিলেন তাঁহার তৃতীয়া স্ত্রী। মদ্র রাজকন্যা খেমাও তাঁহার পত্নী ছিলেন।

সাধারণতঃ, কোন ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও ধর্মের প্রসার ও প্রচারের মূলে রাজশক্তির সহায়তাই সুস্পষ্ট। সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধের সহজ সরল আহ্বান 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জনসাধারণের পাশাপাশি রাজন্যবর্গকেও আকর্ষণ করে এবং ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মগধরাজ বিম্বিসার ও কোসলরাজ পসেনাদি বুদ্ধের অনুগামী হইয়া পড়েন। রাজন্যবর্গ গতানুগতিক ধারা-বাহিকতার বহির্ভূত নূতনত্বের সন্ধান পাইয়া বুদ্ধের ধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠ-পোষকরূপে পরিগণিত হন। কেবলমাত্র বুদ্ধের জীবিতাবস্থাতেই নহে

বুদ্ধোত্তর যুগেও দেখিতে পাওয়া যায় যে বুদ্ধদেশিত ধর্মের প্রভাবে রাজগণ লোকক্ষয়কারী সংগ্রামের পরিবর্তে অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অহিংসামন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক যে সকল রাজন্যবর্গের বিশেষ সহায়তা ও সক্রিয়তা দৃষ্টিগোচর হয় তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে।

রাজা বিম্বিসার

ইনি মগধের একজন প্রখ্যাত রাজা ছিলেন এবং ইঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছিল। রাজনৈতিক দিক হইতেও বিম্বিসার (খৃঃ পূঃ ৫৪৫-৪৯২) ছিলেন একজন সফল নরপতি কারণ বিম্বিসারের রাজত্বকাল হইতেই মগধের অগ্রগতির ইতিহাস শুরু হয় এবং কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উত্তর ভারতের ইতিহাসে মগধই ছিল রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। বিম্বিসার হর্যঙ্ক বংশোদ্ভূত ছিলেন বলিয়া জানা যায় যদিও পুরাণে বিম্বিসারকে শিশুনাগবংশীয় বলা হইয়াছে।[৩] পুনরায় উল্লেখ্য যে পণ্ডিতবর্গ যথা, Geiger ও Bhandarkar[৪] শিশুনাগবংশকে হর্যঙ্কদিগের পরবর্তী রাজবংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাবংসে[৫] উক্ত রহিয়াছে যে বিম্বিসার মাত্র পনের বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিব্বতীয় গ্রন্থানুসারে[৬] তাঁহার পিতার নাম ছিল মহাপদ্ম ও মাতার নাম হইল বিম্ব। বিম্বিসার সাধারণতঃ 'সেনিয়' নামে প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই কারণে পণ্ডিতবর্গ মনে করেন যে বিম্বিসার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে একজন সেনাপতি ছিলেন।[৭] কিন্তু টীকাকার বুদ্ধঘোষ 'সেনিয়' উপাধিটি তাঁহার ব্যক্তিগত নাম ছিল বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।[৮] অপর টীকাকার ধম্মপালের মতে 'সেনিয়' বিম্বিসারের গোত্র নাম।[৯]

যাহা হউক, ইহা জানিতে পারা যায় যে বুদ্ধ বয়সে বিম্বিসার অপেক্ষা মাত্র পাঁচ বছরের বড় ছিলেন।[১০] কথিত আছে যে গৌতম বুদ্ধের পিতা ও বিম্বিসারের পিতার বন্ধুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের মধ্যেও পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।[১১] কিন্তু 'পব্বজ্জা সুত্তে' লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে মগধের রাজধানী রাজগহে বিম্বিসারের সহিত বুদ্ধের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বুদ্ধের সম্বোধিলাভের সপ্তবর্ষ পূর্বে। রাজগহে বুদ্ধ স্বয়ং

আত্মপরিচয় দানের [১২] পর রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে রাজগৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ জানান এবং তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তির অর্ধাংশ বুদ্ধকে দান করিতে চান। গৌতম বুদ্ধ বিম্বিসারের অনুরোধ প্রত্যাখান করেন কিন্তু আশ্বাস দেন যে তিনি বোধিজ্ঞানলাভের পর রাজগৃহে আসিয়া তথায় অবস্থান করিবেন। অতঃপর তিনি সম্বোধি লাভের দ্বিতীয় বর্ষে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'লটিঠবনুয়ানে'র 'সুপতিট্ঠচেতিয়' নামক স্থানে অবস্থান করিলে রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে যথোচিত মর্যাদা সহকারে সম্বর্দ্ধিত করেন। কথিত আছে, বিম্বিসার উক্ত দিবসেই বুদ্ধ ও সহস্র ভিক্ষুসংঘের বসবাসের নিমিত্ত 'বেলুবন' নামক উদ্যানটি বুদ্ধকে দান করেন। [১৩] বিম্বিসার অতঃপর বুদ্ধের নবলব্ধ ধর্মবাণী শ্রবণ করিবার প্রার্থনা জানাইলে বুদ্ধ রাজাকে দান, শীল ও স্বর্গ, চতুরার্যসত্য, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ ও বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্বগুলি সম্পর্কে উপদেশ দান করেন। [১৪] কথিত আছে, উক্ত ধর্ম শ্রবণ করিয়াই বিম্বিসার অপরাপর কয়েকজন ব্রাহ্মণসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। [১৫] উপরন্তু 'মধুরথ-বিলাসিনী' [১৬] নামক গ্রন্থে উক্ত রহিয়াছে যে বিম্বিসার 'মহানারদ জাতক' শ্রবণ করিয়া নির্বাণলাভের চারিটি স্তরের প্রথমটিতে উপনীত হন। এবিষয়ে বিনয়পিটকে লব্ধ একটি আকর্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করা যায় যে তথায় বলা হইয়াছে যে বিম্বিসার স্রোতাপত্তি স্তরে বা প্রথম সোপানে পৌঁছাইলে তাঁহার জীবনের পাঁচটি আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। [১৭] যাহা হউক, বিম্বিসার আমৃত্যু বুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং তিনি সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসরকাল বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। [১৮] অপরদিকে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে সংঘের আভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন পরিচালনার ক্ষেত্রেও বুদ্ধ বিম্বিসারের সহিত আলোচনা করিয়াই স্থির করিতেন। বিনয়পিটকে [১৯] রহিয়াছে যে বুদ্ধ সংঘের কল্যাণার্থে বিম্বিসারের অনুপ্রেরণায় উপোসথ ব্রত [২০] পালনের নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করেন। ইহা কথিত আছে, সে যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণও উক্ত নিয়মানুসারে অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে সম্মিলিত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেন। বুদ্ধ সম্ভবতঃ উক্ত নিয়মেরই প্রবর্তন করেন। বৈদিক যুগেও দেখিতে পাওয়া যায় যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথি শুভ বলিয়াই ধরা হইত। [২১] বুদ্ধ বিম্বিসারের মতানুযায়ী ঐ সকল তিথিতে উপোসথ পালনের ব্যবস্থা করেন। বিম্বিসার বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের বস্সাবাস (বর্ষাবাস)

পালনের সুবিধার্থে রাজগৃহে কুটীর নির্মাণ করাইয়া দেন। বর্ষাবাস পালনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ও বুদ্ধ বিম্বিসারের পরামর্শেই স্থির করিতেন বলিয়া জানা যায়। পুনরায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংঘের চিকিৎসার জন্য তিনি রাজবৈদ্য জীবককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, বুদ্ধের শিষ্য পিলিন্দবচ্ছের সম্মানে তিনি একটি গ্রামও বিহাররক্ষকদিগের বসবাসের নিমিত্ত তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন।[২২] ইহা ব্যতীত, বুদ্ধের প্রতি রাজা বিম্বিসারের অবিচলিত শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ রাজার অপর একটি কার্যেরও উল্লেখ করা যায়। একদা লিচ্ছবিগণের আমন্ত্রণে বুদ্ধ স্বয়ং বেসালী পরিদর্শনে গমন করিতে চাহিলে বিম্বিসার রাজগৃহ হইতে বেসালী পর্যন্ত পরিভ্রমণের পথটি উত্তমরূপে সংস্কার করাইয়া দেন এবং স্থানে স্থানে বিশ্রামাগারও স্থাপন করাইয়া দেন যাহাতে বুদ্ধের যাতায়াতের পথে বিন্দুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।[২৩]

পুনরায় বলা যাইতে পারা যায় যে বিম্বিসার একজন সুদক্ষ, বিচক্ষণ ও সফল শাসকই ছিলেন না, তাঁহার রাজ্যসীমা তিনি বিভিন্ন উপায়ে নেপাল পর্যন্ত প্রসারিত করাইয়াছিলেন।[২৪] তিনি দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের রাজন্যবর্গের সহিতও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতেন। কথিত আছে যে তিনি তাঁহার চিকিৎসক জীবককে অবন্তিরাজ্যে চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।[২৫] থেরগাথা অট্ঠকথায় বলা হইয়াছে যে তিনি 'শ্বেত নিশানযুক্ত' ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'পণ্ডরকেতু' বলা হইত।[২৬] তাঁহার রাজত্বকালে কেবলমাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই নহে তাঁহার প্রজাগণও অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিত। বস্তুতঃ তিনি দেশের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বহু জনহিতকর কার্যও করিতেন।[২৭] তাঁহার পত্নী মদ্ররাজকন্যা খেমা বৌদ্ধ নারীসংঘে যোগদান করেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। বুদ্ধ খেমাকে 'প্রজ্ঞার অগ্রগণ্যা' (মহাপঞ্ঞানং অগ্গা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।[২৮]

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ-ধর্মের অনুগামী হইলেও তিনি জৈনধর্মেরও পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[২৯] এবিষয়ে বলা যাইতে পারা যায় যে তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার লিচ্ছবিবংশীয় স্ত্রী দেবী চেল্লনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।[৩০] যাহা হউক, রাজা বিম্বিসারের বহু পুত্র ও এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন রচনাগুলিতে।[৩১] দীঘনিকায়ের বর্ণনানুযায়ী বিম্বিসার বৃদ্ধবয়সে তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুত্র অজাতসত্তুর দ্বারা

নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।[৩২] সিংহলী ঐতিহ্যানুযায়ী বিম্বিসারের মৃত্যু সংঘটিত হয় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অষ্টমবর্ষে।[৩৩]

মগধের পরবর্তী রাজা হইলেন বিম্বিসার পুত্র অজাতসত্তু।[৩৪]

রাজা অজাতশত্রু (পালি অজাতসত্তু)

বিম্বিসার পুত্র অজাতসত্তু (খৃঃ পূঃ ৪৯৩-৪৬২) বুদ্ধের জ্ঞাতিভাই দেবদত্তের প্ররোচনায় পিতাকে কৌশলে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।[৩৫] কথিত আছে যে অজাতসত্তু বুদ্ধের ৭২ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্বাগ্রে তিনি দেবদত্তের অনুগামী ছিলেন বলিয়া বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।[৩৬] পিতার মৃত্যুর পর অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া তিনি শান্তির আশায় বিভিন্ন ধর্মোপদেষ্টার নিকট গমন করেন। কিন্তু শান্তিলাভে ব্যর্থ হইয়া পরিশেষে তিনি রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শে বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া বুদ্ধের আশ্রয়লাভ করেন।[৩৭]

অজাতসত্তু বিম্বিসারের অত্যন্ত প্রিয় পুত্র ছিলেন।[৩৮] কিন্তু দেবদত্ত বুদ্ধের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য বুদ্ধের একান্ত অনুগত পৃষ্ঠপোষক বিম্বিসারকে অজাতসত্তুর সাহায্যে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করেন। অপরদিকে, দেবদত্তের বুদ্ধকে হত্যা করিবার প্রচেষ্টায় অজাতসত্তুও দেবদত্তকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন।[৩৯] কথিত আছে অজাতসত্তু একদা নিজ মাতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে রাজবৈদ্য জীবক তাঁহাকে উক্ত কার্য হইতে বিরত করেন।[৪০] তিনি নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অভয়-রাজকুমারকেও হত্যা করিবার চক্রান্ত করিয়াছিলেন।[৪১] ইহা ব্যতীত, বুদ্ধের অন্যান্য কয়েকজন অনুগামীদেরও তিনি হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।[৪২] যদিও জৈন নিরয়াবলীসূত্রে[৪৩] অজাতসত্তুকে পিতৃহত্যার কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অপরদিকে উল্লেখ্য যে বিম্বিসারের মৃত্যুর দিন অজাতসত্তুর একটি পুত্রলাভ হইলে তিনি পিতৃস্নেহ অনুভব করিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে থাকেন।[৪৪] Rhys Davids এর মতে অজাতসত্তু বিম্বিসারের বৈদেহী রাজমহিষীর পুত্র ছিলেন[৪৫] যদিও জাতকের বর্ণনানুযায়ী তিনি বিম্বিসারের প্রথমা মহিষী মহাকোশলদেবীর পুত্র।[৪৬] অজাতসত্তুর অপর নাম ছিল কূণিক বা কোণিক।[৪৭] অপর গ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতায়[৪৮] অজাতসত্তুর

রাজ্যবিস্তারের কথা বলা আছে। তাঁহার রাজত্বকালেই হর্যঙ্ক বংশের শক্তি উচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং তাঁহার সহিত কোসলরাজের সংঘর্ষের কথাও জানিতে পারা যায়। উক্ত সংঘর্ষে অজাতসত্ত্ব জয়লাভ করিলে পসেনদি (কোসলরাজ) নিজ কন্যা বজিরার সহিত অজাতসত্ত্বর বিবাহ দেন ও কাশীরাজ্য উপঢৌকন হিসাবে অজাতসত্ত্বকে দান করেন।[৪৯] অজাতসত্ত্বই সম্ভবতঃ ভারতের প্রথম নৃপতি যিনি ভারতবর্ষে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। বারাণসী হইতে বঙ্গদেশের সীমান্ত পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।[৫০]

কথিত আছে, অজাতসত্ত্ব সর্বপ্রথম বুদ্ধ সন্দর্শনে গমন করিয়া বুদ্ধ ও সংঘের প্রশান্তভাব দেখিয়া বিমোহিত হইয়া পড়েন এবং তিনি কামনা করেন যে তাঁহার নবজাত শিশুপুত্র উদায়িভদ্দ (উদায়িভদ্দক) যেন বুদ্ধের ঐরূপ প্রশান্তভাবের অধিকারী হয়। উপরন্তু অজাতসত্ত্ব বুদ্ধের নিকট 'ভিক্ষুত্বের ফল' (সামঞ্ঞফল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ তাহা অতীব মনোরম ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করেন।[৫১] কিন্তু বুদ্ধ স্বয়ং উক্ত সুত্তন্তে বর্ণনা করিয়াছেন যে ধর্মকথা শ্রবণেও অজাতসত্ত্ব পিতৃ হত্যার পাপের জন্য মুক্তিলাভের প্রথম স্তরে উপনীত হইতে পারেন নাই।[৫২] এলাহাবাদের ১২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বারহুত (ভারহুত) স্তূপের একটি স্তম্ভে অজাতসত্ত্বর বুদ্ধকে বন্দনা করিবার ঘটনাটি খোদিত রহিয়াছে। তথায় একটি শিলালেখতে উল্লিখিত রহিয়াছে যে—'অজাতসত ভগবতো বন্দতে' অর্থাৎ 'অজাতসত্ত্ব বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছেন'। উক্ত স্থাপত্য ও লেখটি বুদ্ধের প্রতি অজাতসত্ত্বর প্রগাঢ় ভক্তিরই প্রমাণস্বরূপ।[৫৩] Alexander Cunningham উক্ত স্তূপটি পরবর্তীকালে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে নির্মিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে উল্লেখ্য যে অজাতসত্ত্ব কেবলমাত্র একবারই বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং একবারমাত্রই বুদ্ধের সহিত তাঁহার ধর্মীয় ও তত্ত্বকথার আলোচনা হইয়াছিল।[৫৪] কারণ ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ অজাতসত্ত্বর রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে সংঘটিত হয় বলিয়া জানা যায়।[৫৫] অজাতসত্ত্ব বুদ্ধের অসম্মান সহ্য করিতে পারিতেন না।[৫৬] তিনি বুদ্ধের এতই অনুরাগী ছিলেন যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের সংবাদ তাঁহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পরিবেশন করিতে হয় কারণ উহা তাঁহার পক্ষে সহ্য করা সহজ ছিল না। কথিত আছে, দুঃসংবাদ পাইয়া তিনি প্রথমে উন্মাদের ন্যায়

আচরণ করিয়াছিলেন।[৫৭] এস্থলে উল্লেখ করা যায় যে উত্তর-মধ্য এশিয়ার কুছ (Kuche) নামক স্থানে একটি স্তূপের দেওয়ালে অজাতসত্তুকে বুদ্ধের পরিনির্বাণের সংবাদ জানাইবার ঘটনাটি অঙ্কিত রহিয়াছে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর অজাতসত্তু বুদ্ধের দেহাবশেষের কিয়দংশ রাজগৃহে আনিয়া একাধিক ধাতুচৈত্য নির্মাণ করান।[৫৮] ইহা ব্যতীত, তিনি ৮০টি বিহারেরও সংস্কার করাইয়াছিলেন।[৫৯] পুনরায় 'বংসথপ্পকাসিনী' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে যে তিনি আরও ১৮টি বিহারের সংস্কার সাধন করেন।[৬০]

অজাতসত্তুর রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির আহ্বান। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরই বুদ্ধদেশিত ধর্ম যাহাতে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য অজাতসত্তুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহে ধর্মসংগীতিটি অনুষ্ঠিত হয়।[৬১] সংগীতিটি রাজগৃহের বৈভার বা বেভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায় (সত্তপন্নি গুহা) অত্যন্ত সমারোহ সহকারে সাতমাস ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সংগীতিটিতে পাঁচশত জন অর্হৎ যোগদান করিয়াছিলেন (পঞ্চসতিবিনয়সংগীতি)। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ অশোকাবদানের চীনা অনুবাদ 'অ-যু-ওয়াং-চিং (A-yu-wang-ching) এ প্রথম বৌদ্ধ ধর্মসম্মেলনে সম্রাট অজাতসত্তুর অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[৬২] মহাসংঘিকদিগের বিনয়পিটকে উল্লিখিত আছে যে প্রথম ধর্মসংগীতিটি অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে সংগীতিটির সভাপতি মহামান্য কাশ্যপ (মহাকস্সপ) উক্তি করিয়াছিলেন—বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন যে রাজগৃহের অজাতসত্তু বুদ্ধের গৃহীশিষ্য বা উপাসকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। সেই কারণে রাজগৃহই সংগীতি অনুষ্ঠানের যথোপযুক্ত স্থান।[৬৩] এবিষয়ে ডঃ নলিনাক্ষ দত্তের উক্তিটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে অজাতসত্তুর প্রথম ধর্মসংগীতিটির পৃষ্ঠপোষকতাই হইল তাঁহার বৌদ্ধধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতার প্রমাণ।[৬৪]

উপরোক্ত ঘটনাগুলি ছাড়াও পুনরায় বলা যায় যে তৎকালীন গণরাজ্যগুলি অজাতসত্তুর বিরুদ্ধে মিত্রসংঘ গঠন করিলে লিচ্ছবি নরপতির সহিত অজাতসত্তুর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কথিত আছে, দীর্ঘ ষোল বৎসরকাল ঐ যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং অবশেষে অজাতসত্তুই জয়লাভ করিয়াছিলেন। অজাতসত্তু এক্ষেত্রে বুদ্ধের নিকট তাঁহার মন্ত্রী বস্সকারকে প্রেরণ করিয়া বুদ্ধের

পরামর্শ মত চলিলে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন।[৬৫] কেবলমাত্র বৌদ্ধ উপাদানেই নহে কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও জৈন গ্রন্থেও উক্ত ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। বস্তুতঃ লিচ্ছবি মিত্রসংঘের সহিত অজাতসত্ত্বর যুদ্ধ তৎকালীন ভারতে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।[৬৬] অজাতসত্ত্বর রাজত্বকালের অপরাপর উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হইল তাঁহার রাজত্বকালেই কোসলরাজ পসেনদি পুত্রদ্বারা রাজ্যচ্যুত হইয়া অজাতসত্ত্বর নিকট সাহায্যলাভের আশায় তাঁহার রাজ্যে গমন করিবারকালে পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৭] অতঃপর অজাতসত্ত্বই কোসলরাজের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিযাছিলেন। পুনরায় উল্লেখ্য বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লানের জীবনাবসান ঘটে অজাত-সত্ত্বর রাজত্বকালেই। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণও সংঘটিত হয় ঐ সময়েই।[৬৮]

অজাতসত্ত্ব ৩২ বৎসরকাল মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৬৯] তিব্বতীর ঐতিহাসিক তারনাথের মতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধের একান্ত ঘনিষ্ঠ শিষ্য আনন্দ সংঘনায়ক হন এবং ঐ পদে অবস্থান করিয়া চল্লিশ বৎসর পর আনন্দের পরিনির্বাণ ঘটিলে ইহারও এক বৎসরকাল পরে অজাতসত্ত্বর মৃত্যু ঘটে।[৭০] পুরাণে তাঁহার রাজত্বকালের স্থায়িত্ব বলা হইয়াছে পঁচিশ বৎসর।[৭১] মহাবংসে রহিয়াছে যে অজাতসত্ত্ব তাঁহার পুত্র উদায়ি বা উদায়িভদ্দের হস্তে নিহত হন।[৭২] পুনরায় ইহাও জানিতে পারা যায় যে অজাতসত্ত্ব পুত্রের দ্বারা নিহত হইবেন এই আশঙ্কা করিয়া 'পুত্র ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করুক' এই ইচ্ছা তিনি মনের মধ্যে পোষণ করিতেন।[৭৩]

জৈনসাহিত্যে[৭৪] অজাতসত্ত্বকে জৈন ধর্মগুরু মহাবীরের শিষ্য বলা হইয়াছে। ঐস্থলে অজাতসত্ত্ব স্বয়ং তাঁহার মহাবীরের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।[৭৫]

পরিশেষে উল্লেখ্য যে হর্যঙ্ক বংশের দুই নরপতি বিম্বিসার ও অজাত-সত্ত্বর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিতরূপে একটি সুস্পষ্ট গতি পাইয়াছিল।

রাজা প্রসেনজিৎ (পালি পসেনদি)

বুদ্ধের সমসাময়িক রাজন্যবর্গের মধ্যে কোসলের রাজা মহাকোসলের পুত্র প্রসেনজিৎ বা পসেনদি বুদ্ধের পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির স্থান ষোড়শ মহাজনপদগুলির মধ্যে মগধের পরেই

কোসলের স্থান। পসেনদি তক্ষশিলায় শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং শিক্ষান্তে কোসলরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার পিতা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া পসেনদিকে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে নির্বাচিত করেন।[৭৬] রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে কোসলরাজ্য ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। উত্তর ভারতের একটি বিস্তৃত অঞ্চল কোসল রাজ্যাধীন ছিল, কাশীরাজ্যও পরবর্তীকালে কোসলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। উপরন্তু কপিলবস্তুর শাক্যগণ, কেসপুত্তের কালামগণ এবং বহু সামন্তরাজা কোসলের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।[৭৭] রামায়ণে বর্ণিত 'অযোধ্যা' কোসলরাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহা বর্তমান ফৈজাবাদ জেলায় সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত। কিন্তু উল্লেখ্য যে উক্ত স্থান রামের জন্মস্থানরূপে চিহ্নিত হইলেও তথায় রাজা পসেনদির সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল।[৭৮] সুত্তনিপাতের একস্থানে পাওয়া যায় যে বুদ্ধ বলিতেছেন[৭৯] 'হিমবন্তের নিকটে সম্পদশালী যে গোষ্ঠী বাস করে, তাহারাই কোসলবাসী।' সংযুত্তনিকায়ে প্রসেনজিৎকে একজন অত্যন্ত সফল, নিরহঙ্কার শাসকরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।[৮০] কিন্তু Basham এর মতে কোসলরাজ প্রসেনজিতের যে প্রতিচ্ছবি বৌদ্ধসাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহাকে রাজা হিসাবে খুব সফল বলিতে পারা যায় না।[৮১] কথিত আছে, তাঁহার রাজত্ব প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার অধীনস্থ অমাত্যগণই পরিচালনা করিতেন।[৮২] অপর দিকে Rhys Davids বিবৃত করিয়াছেন যে সম্ভবতঃ পসেনদি কোসল রাজাদের একটি সম্মানসূচক উপাধিমাত্র, প্রকৃত নাম নহে।[৮৩] দিব্যাবদান[৮৪] অনুসারে তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল অগ্নিদত্ত। পসেনদির প্রধানা মহিষী ছিলেন মালাকার কন্যা মল্লিকা যিনি রাজাকে সর্ব প্রথম বুদ্ধের নিকট লইয়া যান। বস্তুতঃ রাজা মহিষীর বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৮৫] মল্লিকা ব্যতীত পসেনদির অপরাপর কয়েকজন মহিষীর নামও পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে, যাহাদের মধ্যে মগধরাজ বিম্বিসারের ভগিণী কোসলদেবী, উব্বিরী (ইনি পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন), শাক্যদেশের ক্রীতদাসী কন্যা বাসবক্খত্তিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৮৬]

পসেনদি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা সঠিক প্রমাণিত হয়

নাই।[৮৭] কিন্তু তিনি যে বুদ্ধের একান্ত অনুগত ছিলেন তাহা বৌদ্ধগ্রন্থগুলির আলোচনা হইতেই স্পষ্ট অনুমান করা যায়। যথা—

'উপাসকং মং ভন্তে ভগবা ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতংতি।' "হে ভদন্ত (বুদ্ধ), অদ্য হইতে আমাকে আপনার উপাসক হিসাবে গ্রহণ করুন, আমি অদ্য হইতে আপনার শরণ নিলাম।"[৮৮]

পুনরায়, তিব্বতীয় উপাদান অনুযায়ী পসেনদি বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের দ্বিতীয় বর্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।[৮৯] মজ্ঝিমনিকায়েও উক্ত রহিয়াছে যে পসেনদি বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎকালে সর্বদা বুদ্ধের পাদবন্দনা করিতেন।[৯০] উপরন্তু এরূপও জানিতে পারা যায় যে পসেনদি দিবসে তিনবার করিয়া বুদ্ধ সন্দর্শনে যাইতেন। সংযুত্তনিকায়ের একটি অধ্যায় যথা—কোসল সংযুত্তে[৯১] পঁচিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান রহিয়াছে যেগুলি রাজা পসেনদিকে উপলক্ষ্য করিয়াই রচিত। বস্তুতঃ পসেনদি ও বুদ্ধের কথোপকথনগুলি কোসলসংযুত্তে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ধর্মীয় আলোচনা ব্যতীত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উপরন্তু পারিবারিক বিষয়সমূহও উভয়ের কথোপকথনে স্থান পাইয়াছে।[৯২] বুদ্ধের সময়কালের অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদিগের উল্লেখও এস্থলে পাওয়া যায়। বুদ্ধের সহিত পসেনদির যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তাহা প্রমাণিত হয় দোণপাকসুত্তে[৯৩] যেস্থলে বুদ্ধ পসেনদিকে অতিভোজন হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছেন। সংযুত্তনিকায় ব্যতীত মজ্ঝিমনিকায়ের ধম্মচেতিয়সুত্ত ও কণ্ণকত্থলসুত্তেও পসেনদি ও বুদ্ধের কথোপকথন রহিয়াছে।[৯৪] এমনও দেখা গিয়াছে যে বুদ্ধের অবর্তমানে রাজা বুদ্ধের শিষ্যগণের সহিত ধর্মালোচনা করিতেছেন। পুনরায় বাহিতিক সুত্তে রাজা পসেনদির সহিত আনন্দের অচিরাবতী নদীর তীরে ধর্মালোচনা করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯৫] ভারহুত স্তূপে অজাতসত্তুর ন্যায় পসেনদির সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি খোদিত রহিয়াছে।[৯৬]

পসেনদি বুদ্ধের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে সমগ্র শাক্যকুলকেই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। মজ্ঝিমনিকায়ে তিনি উক্তি করিয়াছেন 'ভগবান্ স্বয়ং কোসলের আমিও কোসলের' (ভগবা পি কোসলকো অহং পি কোসলকো)।[৯৭] রাজা স্বয়ং শাক্যকন্যা বিবাহ করিয়া শাক্যদিগের সহিত সম্পর্ক সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত বিবাহই শাক্যদিগের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিল। কথিত আছে, কোসলরাজের শাক্যকন্যা

বিবাহের প্রস্তাবে শাক্যগণ রাজকন্যার পরিবর্তে ক্রীতদাসী কন্যা বাসব-ক্‌খত্তিয়াকে রাজার সহিত বিবাহের নিমিত্ত দান করেন। রাজাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই দাসীকন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত দাসীকন্যার গর্ভে পসেনদিপুত্র বিড়ূডভের জন্ম হয়। বিড়ূডভ কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতাকে বঞ্চনা করিবার কথা জানিতে পারিয়া শাক্যদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিয়া প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করেন।[৯৮] কথিত আছে, পসেনদি যখন জ্ঞাত হন যে তাঁহার শাক্যদেশীয় পত্নী ক্রীতদাসী কন্যা তখন তিনি পত্নী বাসবক্‌খত্তিয়াকে রাজকীয় মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করেন। কিন্তু বুদ্ধের উপদেশে পত্নী ও পুত্র উভয়কে পুনরায় তিনি মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। পসেনদির অপর এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়, যথা—ব্রহ্মদত্ত, যিনি বৌদ্ধসংঘে যোগদান করিয়া অর্হত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন।[৯৯] পুনরায় পসেনদির সুমনা নামক এক ভগ্নীরও উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি ভিক্ষুণী হইয়া অর্হত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন।[১০০]

কথিত আছে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের জন্য পসেনদি 'রাজাকারাম' নামক একটি সংঘারাম নির্মাণ করাইয়া দেন।[১০১] চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তেও মহাপজাপতি গোতমীর জন্য রাজা পসেনদি নির্মিত একটি বিহারের উল্লেখ করিয়াছেন।[১০২] পসেনদি তাঁহার পত্নী মল্লিকার পরামর্শে বৌদ্ধসংঘকে প্রতিনিয়ত দান করিতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার দানকে 'অসদিসদান' বা 'অতুলনীয় দান' হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।[১০৩] কথিত আছে, পসেনদির এক অমাত্য রাজার বিশাল পরিমাণ দানের সমর্থন না করিলে পসেনদি উক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রীত্ব হইতে বিচ্যুত করেন। অপর দিকে মন্ত্রী জুণ্হ রাজার বৌদ্ধসংঘকে দান করিবার বিষয়টি সমর্থন জানাইলে পসেনদি জুণ্হকে তাঁহার রাজত্ব এক সপ্তাহের জন্য শাসন করিতে অনুমতি দান করেন।[১০৪] ইহার দ্বারাই বুদ্ধ এবং বুদ্ধসংঘের প্রতি পসেনদির শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিমাপ করা যায়।

মজ্ঝিমনিকায়ে বুদ্ধের সহিত পসেনদির শেষ সাক্ষাৎকারটি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত ঘটনাটির পরেই পসেনদি রাজ্যচ্যুত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[১০৫] পসেনদির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কোসলরাজ্যের ইতিহাসও প্রায় শেষ হইয়া যায় কারণ পুত্র বিড়ূডভের শাক্যকুল ধ্বংস করিবার পরবর্তী ঘটনা অজ্ঞাত।[১০৬] পরিশেষে বলা যায় যে 'অনাগতবংসে'

পসেনদিকে বোধিসত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১০৭] উদানের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[১০৮]

যাহা হউক, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মগধরাজ বিম্বিসারের পরই প্রসেনজিতের স্থান কেননা তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

রাজা চণ্ড প্রদ্যোত (চণ্ড পজ্জোত)

চণ্ড প্রদ্যোত বা চণ্ড পজ্জোত মহাসেন বুদ্ধের সময়কালে অবন্তিরাজ্যের রাজা ছিলেন। পালি সাহিত্য এবং প্রাচীন সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারগণ পজ্জোতকে মগধরাজ বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাতসত্তুর সমসাময়িকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।[১০৯] তাঁহার 'চণ্ড' নামকরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মতামত দিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে রাজা পজ্জোত অত্যন্ত রাগী অর্থাৎ চণ্ড ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম চণ্ড পজ্জোত।[১১০] পুনরায়, বিখ্যাত গ্রন্থকার Beal-এর বৃত্তান্তানুযায়ী পজ্জোতের জন্মকালে সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বল শিখার দ্বারা আলোকিত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাকে পজ্জোত বলা হইত।[১১১] Rockhill এর মতে পজ্জোত অনন্তনেমির পুত্র ও তিনি বুদ্ধের সমদিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১১২] উপরন্তু তাঁহার বিবৃতিতে রহিয়াছে যে পজ্জোত বুদ্ধের বোধিজ্ঞানলাভের দিনই উজ্জেনীর রাজা হন।[১১৩] ধম্মপদ অট্ঠকথাতে[১১৪] বলা হইয়াছে যে পজ্জোত পূর্বজন্মে পচ্চেকবুদ্ধকে ভোজ্যদ্রব্য দান করিবার পুণ্যফলেই রাজারূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন এবং পচ্চেকবুদ্ধের ন্যায় সত্যদর্শনও করিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি সূর্যের রশ্মির সদৃশ শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। Malalasekera-র মতে উপরোক্ত ঘটনাটিই হয়তো তাঁহার 'চণ্ড' নামের তাৎপর্য।[১১৫]

রাজা পজ্জোত সর্বপ্রথম মগধরাজ বিম্বিসারের মিত্রই ছিলেন কিন্তু অজাতসত্তুর সময়কালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।[১১৬] কথিত আছে অবন্তিরাজ একদা পাণ্ডু রোগে আক্রান্ত হইলে বিম্বিসার নিজ চিকিৎসক জীবককে অবন্তিরাজ্যে প্রেরণ করেন।[১১৭] জৈন পরিশিষ্টপার্বন অনুযায়ী[১১৮] অজাতসত্তুর পুত্র উদায়িন বা উদেনের সহিত পজ্জোতের ঘোরতর শত্রুতা ছিল। কিন্তু উদেন পজ্জোতের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইলেও তাঁহার কন্যা বাসুলদত্তাকে উদেন অপহরণ করিয়া নিজ রাজ্যে লইয়া আসেন এবং তাহাকে বিবাহ করেন।[১১৯]

বৌদ্ধগ্রন্থ থেরগাথায়[১২০] উল্লেখ রহিয়াছে যে পজ্জোত তাঁহার রাজপুরোহিত মহাকচ্চায়ণ (মহাকাত্যায়ণ)এর প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়েন এবং মহাকচ্চায়ণ বুদ্ধের নির্দেশেই রাজা পজ্জোতকে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, প্রথমে রাজা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি গভীর আস্থাবান ছিলেন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কিন্তু একদা তিনি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা জানিবার উদ্দেশ্যে মহাকচ্চায়নের নিকটে গমন করিলে মহাকচ্চায়ন তাঁহাকে যথার্থ ধার্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষসম্পন্ন হইতে উপদেশ করেন।[১২১] তিনি সেই সময় হইতেই যাগযজ্ঞ, বলিদান ইত্যাদি নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।[১২২] বৌদ্ধ আখ্যানগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে পজ্জোত তাঁহার সাতজন অনুচরকে বারাণসীতে বুদ্ধের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন বুদ্ধকে উজ্জয়িনীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্য। উক্ত অনুচরগণও বারাণসীতে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ও অচিরেই অর্হত্ত্বলাভ করেন।[১২৩] কথিত আছে, মহাকচ্চায়ণ রাজা পজ্জোতের নির্দেশে শতশত মানুষকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। এইরূপে রাজা পজ্জোতের সহযোগিতায় বুদ্ধের জীবিতাবস্থাতেই অবন্তিরাজ্য বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।[১২৪] রাজা পজ্জোতও স্বয়ং বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইয়া বহু মূল্যবান দানের দ্বারা সংঘকে পুষ্ট করিতেন।[১২৫] মহাকচ্চায়ন অবন্তি রাজ্যে কুররঘর, পপাত পব্বত ও মক্করকট নামক স্থানে বহু বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[১২৬] ইহাও জানিতে পারা যায় যে অবন্তিতে মহাকচ্চায়ণ ব্যতীত অপর বহু বিখ্যাত ভিক্ষুগণ যথা—অভয় কুমার, ইসিদত্ত, ধম্মপাল প্রভৃতি বসবাস করিতেন।[১২৭]

যাহা হউক, পরবর্তীকালে রাজা পজ্জোতের মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অবন্তিরাজ্য মগধের অধীনস্থ হইয়া যায়।[১২৮]

রাজ উদয়ন (উদেন)

উদয়ন বা উদেন সমৃদ্ধশালী রাজ্য বৎসের (বা বংসের) রাজা ছিলেন।[১২৯] তিনি ছিলেন বুদ্ধের ও অবন্তিরাজ পজ্জোতের সমসাময়িক।[১৩০] অবন্তিরাজ্যের রাজধানী ছিল এলাহাবাদের নিকটবর্তী কোসাম্বি বা বর্তমান কোশম।[১৩১] Oldenbergএর মতে ঐতরেয়

ব্রাহ্মণে বর্ণিত বশবাই বংসবাজ্যেব অধিবাসী।[১৩২] নাট্যকাব ভাসবচিত দুইখানি নাটকে যথা—'স্বপ্নবাসবদত্তা' ও 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধবায়ণে' কোসাম্বি-বাজ উদেনকে 'ভাবতকুলোদ্ভব' বলা হইযাছে।[১৩৩] বৌদ্ধগ্রন্থ অপদান অনুসাবে ভগ্গ বা ভর্গ বংসবাজ্যেব অধীনস্থ ছিল।[১৩৪] পবন্তাপপুত্র উদেন অত্যন্ত শক্তিশালী বাজা ছিলেন কাবণ বিভিন্ন সাহিত্যে তাঁহাব বীবত্বেব পবিচয় পাওযা যায়।[১৩৫]

বংসবাজেব নামকবণ সম্পর্কে জানিতে পাবা যায যে তিনি ঝডঝঞ্ঝাব মধ্যে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন বলিযা তাঁহাব নাম ছিল উদযন বা উদেন।[১৩৬] কথিত আছে, তিনি কিছু অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী ছিলেন এবং সেই সূত্রেই তিনি সিংহাসন অধিকাব করিতে সমর্থ হন।[১৩৭] উদেন বহু কিংবদন্তীব নাযক[১৩৮] উপরন্তু, তিনি তিনখানি নাটকেব যথা—ভাসেব 'স্বপ্নবাসবদত্তা', হর্ষবর্দ্ধনেব 'বত্নাবলী' এবং 'প্রিযদর্শিকা'বও নাযক। উদেনেব বহু পত্নীব কথা প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে জানিতে পাবা যায।[১৩৯]

বাজা উদেন প্রথমে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মেব ঘোবতব বিবোধী ছিলেন। কিন্তু পববর্তীকালে তিনি বুদ্ধেব পবম ভক্ত হইযা উঠেন।[১৪০] কথিত আছে, বাজাব পত্নী সামাবতী যিনি বাজকোষাধ্যক্ষ ঘোষকেব পালিত কন্যা ছিলেন তাঁহাব প্রচেষ্টাতেই কোসাম্বিতে প্রথম বৌদ্ধধর্মেব প্রসাব ঘটে। সামাবতী পরবর্তীকালে বুদ্ধেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন বলিযা জানিতে পাবা যায।[১৪১] সামাবতীব অনুবোধে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এবং অপবাপব পাঁচশতজন ভিক্ষু উদেনেব বাজপ্রাসাদে আসিযা নাবী সম্প্রদাযকে ধর্মোপদেশ কবিতেন। উপবন্তু রাজা উদেন বুদ্ধশিষ্যদিগেব জন্য প্রত্যহ নিজ প্রাসাদে ভোজনেব ব্যবস্থা কবিযাছিলেন।[১৪২] অপবদিকে, বমণীবৃন্দ ধর্মোপদেশ শ্রবণে প্রীত হইযা আনন্দ ও ভিক্ষুসংঘকে মহামূল্যবান বস্তু দান কবিতেন। বলা বাহুল্য, বাজাও স্বযং বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে সর্বদা দান কবিতেন।[১৪৩]

সংযুত্তনিকায হইতে জানিতে পাবা যায যে[১৪৪] বাজা উদেন ভিক্ষু পিণ্ডোল ভবদ্বাজেব ধর্মোপদেশ শ্রবণে মুগ্ধ হইযা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবেন এবং উক্ত ভিক্ষুব প্রচেষ্টায সমগ্র বংসবাজ্যেই বৌদ্ধধর্ম প্রসাবতা লাভ কবে।[১৪৫] কথিত আছে প্রথমে বাজা উদেন ভিক্ষু পিণ্ডোলকে নিগৃহীত কবিয়াছিলেন[১৪৬] কিন্তু পিণ্ডোলেব ধৈর্যে তিনি মুগ্ধ হইযা যান এবং তাঁহাব ধর্মোপদেশ শ্রবণ কবিযা বুদ্ধেব একনিষ্ঠ অনুগামী হইযা পডেন।[১৪৭] বংসবাজ্যেব বাজধানী

কোসাম্বিতে বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই কয়েকটি বৌদ্ধবিহার নির্মিত হইয়াছিল এবং স্বয়ং বুদ্ধ বিহারগুলিতে অবস্থান করিয়া দেশের জনসাধারণকে ধর্ম দেশনা করিতেন। একদা কোসাম্বিতে সংঘের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে বুদ্ধ স্বয়ং তথায় অবস্থান করিয়া বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটান এবং সংঘের প্রত্যেক ভিক্ষুর অবশ্য পালনীয় কতকগুলি নিয়মের প্রচলন করেন।[১৪৮] বস্তুতঃ সেইযুগের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কোসাম্বির স্থান রাজগহ ও সাবত্থির পরেই।[১৪৯]

উদেন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরেও জীবিত ছিলেন।[১৫০] তাঁহার বোধি নামক এক পুত্রের নাম পাওয়া যায় যিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা জানা যায় যে তিনি কোকনাদ নামক এক প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।[১৫১]

ভগবান্ বুদ্ধের সমসাময়িক রাজন্যবর্গের সহায়তায় বৌদ্ধধর্মের যে বিশেষ প্রসারলাভ ঘটিয়াছিল তাহাতে বুদ্ধযুগের উপরোক্ত রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত, কয়েকজন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিগণের উল্লেখ করা যায় বৌদ্ধধর্মের প্রসারে যাহাদিগের অবদান বিশেষ কম নহে।

গন্ধারের রাজা পুক্কুসাতি

পুক্কুসাতি বা পুষ্করসারিন খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গন্ধার রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহা জানা যায় যে পুক্কুসাতি মগধরাজ বিম্বিসারের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার সহিত পুক্কুসাতির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ।[১৫২] সে যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান ছিল গন্ধারের রাজধানী তকখ্শিলা (তক্ষশীলা) যাহার বারাণসী হইতে দূরত্ব ছিল দুই হাজার যোজন।[১৫৩] গিলগিট পাণ্ডুলিপির 'চীবরবস্তু'তে[১৫৪] বলা হইয়াছে যে-মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহার রাজবৈদ্য জীবককে তকখ্শিলায় চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য পুক্কুসাতির নিকট পত্র সহযোগে প্রেরণ করেন। উপরোক্ত ঘটনাটি দুইদেশের রাজার মধ্যে সুসম্পর্কের নিদর্শন বহন করে। কথিত আছে, একদা গন্ধাররাজ্য ও মগধ রাজ্যের নৃপতিগণের মধ্যে উপহার আদান প্রদানের সময়কালে বিম্বিসার ত্রিরত্নের বর্ণনাসহ বুদ্ধের বাণী খচিত একটি স্বর্ণপাত্র পুক্কুসাতির নিকট প্রেরণ করেন।[১৫৫] ইহাতে পুক্কুসাতি বুদ্ধের বাণী পাঠ করিয়াই সংসার ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

করিবার মনস্থ করেন।[১৫৬] তিনি রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া উপসম্পদা যাচ্ঞা করেন।[১৫৭] কিন্তু বুদ্ধের নির্দেশমত তিনি চীবর ও ভিক্ষাপাত্র আনিবারকালে পথিমধ্যে একটি উন্মত্ত ধেনুর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বুদ্ধ ইহাতে বর্ণনা করেন যে পুক্কুসাতি অনাগামী ফললাভ করিয়াছেন।[১৫৮] পুনরায়, সংযুত্তনিকায়ে বর্ণিত আছে যে পুক্কুসাতি মৃত্যুর পরই অবিহালোকে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন।[১৫৯]

যাহা হউক, পুক্কুসাতিও সম্ভবতঃ অপরাপর বুদ্ধের সমসাময়িক নৃপতিগণের ন্যায় বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাই করিয়াছিলেন যদিও তিনি নিজ রাজ্যে কতখানি সফল হইয়াছিলেন তাহা বিচার্য বিষয়।[১৬০] জৈন লেখকদিগের মতানুসারে গন্ধার রাজ্যের রাজা জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুষ্ঠানেও উৎসাহ প্রদান করিতেন।[১৬১]

পারস্য সম্রাট দরায়ুসের বহিস্তান শিলালেখ অনুযায়ী (খৃঃ পূঃ ৫২০-৫১৮ অব্দ) খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পারস্যরাজ গন্ধার অধিকার করিয়াছিলেন।[১৬২]

রোরুকের রুদ্রায়ণ (রুদ্দায়ণ)

বিম্বিসারের সময়কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিগণের মধ্যে রোরুকের রুদ্দায়ণের নাম উল্লেখযোগ্য। রোরুক ছিল সোবীর বা সৌবীরের রাজধানী।[১৬৩] Rhys Davids বর্তমান সুরাটকেই রোরুক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১৬৪] বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতাতেও[১৬৫] রাজা রুদ্দায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে।

রুদ্দায়ণ বিম্বিসারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি বিম্বিসারের নিকট বুদ্ধের সংবাদ পান। কথিত আছে বিম্বিসার রুদ্দায়ণের নিকট বুদ্ধের ধর্মোপদেশ সম্বলিত একখানি পত্র পাঠান এবং তাহা পাঠ করিয়াই রুদ্দায়ণ বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বুদ্ধের উপাসক হন ও পরিশেষে সংঘে প্রবেশ করেন।[১৬৬] এইরূপে বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই সৌবীরে তথা রোরুকে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল।[১৬৭]

বুদ্ধের সমসাময়িক রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত কয়েকটি স্বয়ংশাসিত বা অর্ধস্বাধীন জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও প্রসারের জন্য প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে

শাক্য, লিচ্ছবি, মল্ল, ভগ্গ, কোলিয, বুলি, মোবিয ও কালামদেব নাম বিশেষ-ভাগে উল্লেখযোগ্য।

শাক্য

শাক্যবা ছিলেন উত্তব ভাবতেব একটি বর্ধিষ্ণু জাতি, স্বযং বুদ্ধদেব ছিলেন উক্ত জাতিব অন্তর্ভুক্ত। শাক্যবা কোসলবাজ্যেব অধীনস্থ ছিলেন বলিযা জানা যায কিন্তু উহাবা প্রায স্বাধীন ভাবেই বাজ্য পবিচালনা কবিতেন।[১৬৮] ইহাদিগেব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। শাক্যদেব বাজধানী ছিল কপিলবত্থু বা কপিলবস্তু, কপিলপুব বা কপিলাবহ্য-পুব।[১৬৯] ইহাব ধ্বংসাবশেষ নেপালেব তবাই অঞ্চলে তিলৌবোকট নামক-স্থানে পাওযা যায। ঐতিহাসিকদেব মতে কপিলবত্থু সম্পূর্ণবূপে কোসলবাজ পসেনদিব পুত্র বিড়ূডভেব অত্যাচাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয।[১৭০] পববর্তীকালে মৌর্য সম্রাট অসোক বুদ্ধেব জন্মস্থান লুম্বিনিতে 'বুম্‌মিণ্ডেই স্তম্ভ' তৈযাবী কবাইযা দেন।[১৭১] শাক্যদেব বাজধানী কপিলবত্থু ব্যতীত পুনবায অপবাপব কযেকটি স্থানেব নাম পাওযা যায যথা—চাতুমা, সামগাম, খোমদুস্স, মেদহুম্প, নংগব, দেবদহ ইত্যাদি। কথিত আছে বুদ্ধ স্বযং উপবোক্ত স্থানগুলিতে ধর্মোপদেশ কবিযাছিলেন।[১৭২]

ইহা জানা যায যে শাক্যদেব ৮০,০০০ পবিবাব ছিল।[১৭৩] Malala-sekera মন্তব্য কবিযাছেন যে শাক্যজাতিব মধ্যে বিভিন্ন গোত্রেব প্রচলন ছিল এবং বুদ্ধ ছিলেন গৌতম বা গোতমগোত্রেব অন্তর্ভুক্ত।[১৭৪] ঐতিহাসিক Thomas-এব মতে[১৭৫] বুদ্ধ সম্ভবতঃ প্রাচীন গৌতম ঋষিব বংশধব ও ব্রাহ্মণ বংশীয। কিন্তু উক্ত মতবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহেব অবকাশ বহিযাছে কাবণ পালি সাহিত্যে স্পষ্টতঃই শাক্যদিগকে সম্পন্ন ক্ষত্রিয পবিবাবভুক্ত বলা হইযাছে।[১৭৬] উপবন্তু বুদ্ধ যে ক্ষত্রিয পবিবাবভুক্ত ছিলেন তাব উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওযা যায দীঘনিকাযেব 'মহাপবিনিব্বাণ সুত্তন্তে'। তথায উল্লিখিত বহিযাছে যে বুদ্ধেব পবিনির্বাণেব পব গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রসমূহ বুদ্ধেব চিতাভস্ম দাবী কবিযাছিলেন এই বলিযা যে তাঁহাবা বুদ্ধেব সমবর্ণ সুতবাং তাঁহাবাও চিতাভস্ম পাইবাব অধিকাবী[১৭৭]। পুবাণে ও তিব্বতীয উপাদানে শাক্যদেব ইক্ষ্বাকুবংশীয বলা হইযাছে।[১৭৮]

দীঘনিকাযেব 'মহাপদান সুত্তে' শাক্যবাজ সুদ্ধোদনকে গোতম বুদ্ধেব

পিতা বলা হইয়াছে।[১৭৯] পুরাণে সিদ্ধার্থ বা বুদ্ধকে শাক্যদিগের রাজা হিসাবেই চিহ্নিত করা হইয়াছে।[১৮০] ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে শাক্য এক গোষ্ঠীর উপাধি বিশেষ এবং সিদ্ধার্থ বা বুদ্ধ কোন সময়েই রাজত্ব করেন নাই।[১৮১] কথিত আছে, শাক্যদিগের শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত কার্যকলাপ একটি সভার মাধ্যমেই পরিচালিত হইত। সভা পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ বা সন্হাগার থাকিত। তথায় জন-সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত একজন ব্যক্তি প্রধানরূপে সভা পরিচালনা করিতেন। সভার প্রধান ব্যক্তিকেই বলা হইত রাজা। গৌতম বুদ্ধের পিতা সুদ্ধোদন ছিলেন ঐরূপ এক গোষ্ঠীপ্রধান।[১৮২] পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শাক্যগণ ছিলেন অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও বর্ধিষ্ণু গোষ্ঠী কারণ শাক্যদিগের দেশের জমি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং উর্বরতার জন্য তথায় প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত।[১৮৩]

কথিত আছে শাক্যরা প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভক্ত ছিলেন[১৮৪] এবং বৌদ্ধ-ধর্মের বিরোধিতাই করিতেন।[১৮৫] বোধিজ্ঞানলাভের পর বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যসহ পিতা সুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে জন্মভূমি কপিলবস্তুতে যান তখন কিন্তু শাক্যগণ ভিক্ষুবেশধারী বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে দেখিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন হইতে বিরত থাকেন। অতঃপর বুদ্ধের শিষ্য কালুদায়ি[১৮৬] বুদ্ধের অনুমতি লইয়া রাজা সুদ্ধোদনের নিকট গমন করিয়া অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনপূর্বক বুদ্ধের ধর্মের প্রতি শাক্যদিগের আস্থা ফিরাইয়া আনেন।[১৮৭] জাতকে বর্ণিত আছে যে শাক্যগণ অত্যন্ত উদ্ধত ও গর্বিত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা যুবক বুদ্ধকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।[১৮৮] পুনরায় 'ধম্মপদ অট্ঠকথায়'[১৮৯] উক্ত আছে যে বুদ্ধ স্বয়ং অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের দ্বারা এবং 'বেস্সন্তর জাতক' শাক্যদিগের নিকট দেশনার দ্বারা নিজ ধর্মের প্রতি শাক্যদের আস্থা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন।[১৯০] পণ্ডিত Rockhillও বর্ণনা করিয়াছেন যে বুদ্ধ রোহিণী নদীর তীরে শাক্যরাজা ও অন্যান্য শাক্যদিগকে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।[১৯১] বুদ্ধের খুল্লতাতগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও পিতা সুদ্ধোদন প্রথমে তাহা করেন নাই। অতঃপর বুদ্ধশিষ্য মোগ্গল্লানকে রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মোগ্গল্লান বা মৌদ্গল্যায়নও বহু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের প্রদর্শনের দ্বারা রাজাকে মুগ্ধ করেন। কথিত

আছে ইহাতে কেবলমাত্র শুদ্ধোদনই নহে তাঁহাব আদেশে দেশেব সমগ্র শাক্য পবিবাবেব একজন কবিষা বৌদ্ধ সংঘে যোগদান কবেন। শুদ্ধোদনও স্বযং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবিযাছিলেন।[১১২] জাতক হইতে লব্ধ অপব একটি ঘটনাও উল্লেখ্য যে শাক্যবা বুদ্ধকে সর্বপ্রথম নিজেদেব দেশে অভ্যর্থনা জানাইবাব জন্য বুদ্ধ অপেক্ষা কম বযস্ক যুবাদেব প্রেরণ কবিযাছিলেন।[১১৩] উপবন্তু শাক্যগণ বুদ্ধকে ও বুদ্ধেব শিষ্যবর্গকে ভিক্ষার্থে বাহিব হইলে ভিক্ষা দিতে অসম্মত হন। অপবদিকে বাত্রিবাসেব জন্য কপিলবস্তুতে প্রথমে উপযুক্ত স্থান না পাইযা বুদ্ধ ও শিষ্যবর্গ ভবণ্ডুকালামেব আশ্রমে বাত্রিবাস কবিযাছিলেন।[১১৪] অবশ্য পববর্তী সময়ে বাজা শুদ্ধোদন ও বাজপবিবাব বুদ্ধেব ধর্মেব প্রতি অনুবক্ত হইযা বুদ্ধকে সর্বপ্রকাব সুযোগসুবিধা দিতে চান। কথিত আছে, শুদ্ধোদন যশোধবাব অনুবোধে বুদ্ধ ও তাঁহাব শিষ্য-দিগেব স্বযং ভোজনেব ব্যবস্থা কবিতে চাহিলে বুদ্ধ তাহা প্রত্যাখ্যান কবেন এবং উক্তি কবেন যে গোতম বুদ্ধেব পূর্ববর্তী সকল বুদ্ধগণেবই ভিক্ষু জীবনেব আদর্শ অঙ্গ হইল ভিক্ষান্ন গ্রহণ।[১১৫]

বুদ্ধের কপিলবস্তু পবিদর্শনেব ঘটনাটি অতীব সুন্দববূপে সাঁচী স্তূপেব পূর্বফটক এবং উত্তবফটকে খোদিত বহিযাছে। ইহা খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীব নিদর্শন বলিযা জানিতে পাবা যায়।[১১৬] বুদ্ধ শাক্যদিগকে তিনবাব সত্যদর্শন কবাইযাছিলেন এবং বাজা শুদ্ধোদনকে তিনবাব ধর্মশিক্ষা দিযাছিলেন। বহু শাক্যবংশীয যুবক যথা—আনন্দ, ভদ্দিয, কিম্বিল, ভগু ইত্যাদি বুদ্ধেব প্রথম সাবিব শিষ্য।[১১৭] ইহা ব্যতীত, ৮০,০০০ শাক্যযুবক ও ক্ষৌবকাব উপালি বৌদ্ধ সংঘে যোগদান কবিযাছিলেন।[১১৮] কথিত আছে, উপালিই সর্বাগ্রে প্রব্রজ্যা গ্রহণেব অনুমতি লাভ কবিযাছিলেন।[১১৯]

বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসে অপব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল শাক্যবমণী-বৃন্দেব পুবোধা বুদ্ধেব বিমাতা প্রজাপতি বা প্রজাবতী গোতমীব (পজাপতি গোতমী) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায ভিক্ষুণীসংঘেব গঠন। বুদ্ধ যখন বেসালীতে অবস্থান কবিতেছিলেন তখন কপিলবস্তু হইতে শাক্যবমণীগণ বেসালীতে বুদ্ধেব নিকটে আসিযা বুদ্ধকে নাবীসংঘ স্থাপনেব জন্য অনুবোধ জানান। কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে নাবীসংঘ স্থাপনে বিমুখ ছিলেন। অতঃপব আনন্দেব অনুবোধে শেষ পর্যন্ত তিনি বাজী হন ও নাবীদিগেব জন্য ভিক্ষুণীসংঘ গঠিত কবেন। ভিক্ষুণীদেব জন্য আবোপিত নিযমকানুন প্রায ভিক্ষুদেব মতই ছিল কিন্তু

বুদ্ধ পুনরায় আটটি অধ্যাদেশ (eight ordinances) বা 'অট্ঠ গরুধম্মা'র প্রচলন করেন যাহা ভিক্ষুণীদের আজীবন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল।[২০০] বলা বাহুল্য, ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই বহু শাক্য রমণী সংঘে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাদিগের ভিতর তিস্সা, অভিরূপনন্দা, মিত্তা ও সুন্দরী অর্হৎ হন বলিয়া জানা যায়। মহাপজাপতি গোতমীও অচিরেই অর্হত্বলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধপত্নী যশোধরাও ভিক্ষুসংঘে যোগদান করেন।[২০১] উপরন্তু যশোধরার সম্মতিক্রমে বুদ্ধপুত্র রাহুল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।[২০২] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রাহুলের প্রব্রজ্যা গ্রহণ অমরাবতীর ভাস্কর্যে ও অজন্তার চিত্রকলায় অঙ্কিত রহিয়াছে। রাজা শুদ্ধোদনের অনুরোধে বুদ্ধ সেই সময় হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পিতামাতার অনুমতি সাপেক্ষে হইবে বলিয়া নিয়মের সূচনা করেন।[২০৩] কথিত আছে, কপিলবস্তুর সন্নিকটে নিগ্রোধারামে দুইজন শাক্য যুবক কালখেমক ও ঘটায়বিহার নির্মাণ করাইয়া দেন। শাক্যদের অনুরোধে বুদ্ধ একটি সভাগৃহের উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে বুদ্ধ স্বয়ং, আনন্দ ও মোগ্গল্লান শাক্যদের নিকটে ধর্ম-দেশনা করেন।[২০৪] পুনরায়, জাতকে বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ্য।[২০৫] একদা বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় শাক্য ও কোলিয়দিগের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বাঁধিলে বুদ্ধ অলৌকিক ক্ষমতাবলে তাঁহাদের বিরোধ মিটাইয়া শান্তি আনিতে সক্ষম হন। কথিত আছে, তিনি পাঁচটি জাতক বর্ণনা করিলে শাক্য ও কোলিয়দের সম্ভ্রান্ত পরিবারের আড়াইশত করিয়া যুবককে বৌদ্ধসংঘে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়।[২০৬] মজ্ঝিমনিকায়ে বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সেস্থলে উল্লিখিত রহিয়াছে যে এক জৈনধর্মাবলম্বী ব্যক্তি মহানাম জৈনধর্ম ছাড়িয়া বুদ্ধের ধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখান।[২০৭] অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল শুদ্ধোদনের অপর এক পুত্রের বৌদ্ধসংঘে যোগদান।[২০৮] শুদ্ধোদন নন্দকে জনপদকল্যাণী নামক এক অতীব সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ নন্দের স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি দেখিয়া নন্দকে বৌদ্ধসংঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন। পরে নন্দ নিজ স্ত্রীর নিকট ফিরিতে চাহিলে বুদ্ধ নিজ ঋদ্ধিবলে নন্দকে স্বর্গে লইয়া গিয়া জীবদেহের অসারতা প্রমাণ করিয়া নন্দের চিত্ত সংযত করেন।[২০৯] দ্বিতীয় শতাব্দীর অমরাবতী ভাস্কর্যে এবং তৃতীয় শতাব্দীর নাগার্জুনিকোণ্ডাতে যুবরাজ নন্দ ও বুদ্ধের স্বর্গগমনের ঘটনাটি সুন্দররূপে

খোদিত বহিযাছে।[২১০] মহাবগ্‌গ হইতে পুনবায জানা যায যে তিনি শাক্যদেব ক্ষেত্রে নূতন নিযমেব প্রচলন কবেন, যথা—অন্যান্য ধর্মীয মতাবলম্বীদেব (অঞ্ঞতিত্থিযপুব্বা) চাবিমাস পবিবাসকালে বা শিক্ষানবীশবূপে থাকিতে হইত কিন্তু শাক্যদেব ক্ষেত্রে তিনি সে নিযম শিথিল কবিযা একেবাবেই বৌদ্ধসংঘে যোগদানেব অনুমতি প্রদান কবেন।[২১১]

অতঃপব শাক্যদিগেব একটি ঘটনাব কথা উল্লেখ কবা যায যাহা শাক্যদিগেব ধ্বংসেব ইতিহাস। কোসলবাজ পসেনদি বুদ্ধেব বংশজাত কোন সম্ভ্রান্ত-বংশীয শাক্যবমণীকে বিবাহ কবিযা বুদ্ধেব প্রতি তাঁহাব শ্রদ্ধা ও ভক্তিব নিদর্শন স্থাপন কবিতে চাহিযাছিলেন। ইহাতে কিন্তু শাক্যবা কোসল-বাজেব সহিত অভিজাত শাক্যবমণীব বিবাহ দিলে নিজেদেব বংশমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে মনে কবিযা এক শাক্যপ্রধান মহানামেব ক্রীতদাসীব ঔবসজাত কন্যা বাসবক্‌খত্তিযাব সহিত কোসলবাজেব বিবাহ দেন। অতঃপব বাজা পসেনদি ও বাসবক্‌খত্তিযাব পুত্র বিড়ূডভ বড হইযা তাঁহাব পিতাকে বঞ্চনা কবিবাব ঘটনাটি জানিতে পাবিযা শাক্যদেব স্ত্রীপুবুষ নির্বিচাবে হত্যা কবিযা শাক্য-কুল বা শাক্যবংশ ধ্বংস কবেন।[২১২] বুদ্ধ শাক্য হত্যাব ঘটনাপ্রসঙ্গে বর্ণনা কবেন যে ইহা শাক্যদেব পূর্বজন্মকৃত পাপেব ফল।[২১৩] কথিত আছে যে শাক্যদেব মধ্যে মাত্র কযেকজন পলাযন কবিযা হত্যা হইতে অব্যাহতি পান, ইহাদিগেব মধ্যে নলসাকিযা ও তিনসাকিযাব নাম উল্লেখযোগ্য।[২১৪] পুনবায জানিতে পাবা যায যে কযেকজন শাক্য হিমালযে গমন কবিযা মোবিযনগব স্থাপন কবেন[২১৫] যে মোবিযজাতিব বাজপুত্র ছিলেন মৌর্য সম্রাট অশোক। সুতবাং বুদ্ধ ও অশোক পবস্পবেব জ্ঞাতি বলিযাই বর্ণিত।[২১৬] মহাবংস অনুসাবে[২১৭] শাক্যপুত্র অমিতোদনেব পুত্র পণ্ডু বিড়ূডভেব অত্যাচাব হইতে পলাযন কবিযা গঙ্গানদীব অপব তীবে একটি শহব স্থাপন কবিযাছিলেন। পণ্ডুব কন্যা হইল ভদ্দকচ্চানা যাঁহাব সহিত সিংহলবাজ পণ্ডুবাসুদেবেব বিবাহ হইযাছিল। এক্ষেত্রে সিংহলেব বাজন্যবর্গ শাক্যদেব সম্পর্কিত জ্ঞাতি।[২১৮]

পবিশেষে বলা যায যদিও বুদ্ধ প্রথমে শাক্যদেব নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচাবে বাধা পাইযাছিলেন পববর্তী সমযে শাক্যদেব 'কপিলবত্থু' বৌদ্ধধর্মেব প্রসাবেব অন্যতম পীঠস্থান বূপে পবিগণিত হয। বস্তুতঃ, 'শাস্তাব জন্মভূমি' বলিযা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদেব নিকট কপিলবত্থু অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান।

লিচ্ছবি

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে উত্তর-পূর্ব ভারতে অষ্ট মৈত্রীবদ্ধ গোষ্ঠীর রাজ্য ছিল এবং উক্ত অষ্ট মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাচীন বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক ও বৃজিগণ ছিলেন প্রধান। লিচ্ছবিদের রাজধানী ছিল বৈশালী বা বেসালি। জৈন সূত্রকৃতাঙ্গ[২১৯] হইতে জানিতে পারা যায় যে উগ্ররা ভোগ, ঐক্ষবাকু ও কৌরবেরা জ্ঞাতৃক ও লিচ্ছবিদের সহিত যুক্ত ছিলেন। উপরন্তু ইহারা ছিলেন একই রাজার অধীনস্থ প্রজা ও সনপারিষদভুক্ত।[২২০] অঙ্গুত্তরনিকায়েও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়।[২২১] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বেসালি কেবলমাত্র লিচ্ছবিদের রাজধানীই ছিল না, সাধারণভাবে সমগ্র মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ গোষ্ঠীর রাজধানী ছিল।[২২২] মিত্ররাষ্ট্রের অন্যান্য গোষ্ঠী যথা উগ্র, ভোগ, কৌরব ও ঐক্ষবাকুরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম অথবা শহরাঞ্চলে যেমন হখি-গাম, ভোগনগর ইত্যাদিতে বসবাস করিতেন।[২২৩] বেসালি গণ্ডকনদীর পূর্ব-তীরস্থ উত্তর বিহারের মুজফ্ফরপুর জেলার বর্তমান বেসর।[২২৪] ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলিয়াছেন যে রামায়ণে বর্ণিত সুন্দর শহর বিশালা ও বৈশালী সম্ভবতঃ অভিন্ন ছিল।[২২৫] পুনরায় Rhys Davids-এর গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে যে বেসালি হইতে রাজগহের দূরত্ব ছিল ৩৮ মাইল[২২৬] এবং ইহার পশ্চাতে ছিল হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত 'মহাবন'। উক্ত মহাবনের একটি আশ্রমে বুদ্ধ বহু ধর্মীয় আলোচনা করিয়াছিলেন।[২২৭] লিচ্ছবিদের অঞ্চল সম্ভবতঃ উত্তরদিকের নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কারণ লিচ্ছবিদের অস্তিত্ব সেস্থানে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[২২৮] তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী[২২৯] বেসালি তিনটি জেলা লইয়া গঠিত ছিল। সেস্থলে বেসালিকে 'পৃথিবীর স্বর্গ' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[২৩০] বৌদ্ধ সাহিত্যে বলা হইয়াছে যে লিচ্ছবিগণ স্বর্গের দেবতাদের ন্যায় রূপবান্ ও কন্দর্পকান্তি ছিলেন।[২৩১] লিচ্ছবিগণ অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতিরূপেই বর্ণিত। সংযুত্তনিকায়ে লিচ্ছবিদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা অত্যন্ত কর্মঠ, উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান ছিলেন।[২৩২] বুদ্ধঘোষের বর্ণনানুযায়ী গঙ্গার একটি বন্দরের এক যোজন এলাকার মধ্যে অর্ধেক স্থান ছিল অজাতসত্তুর ও অর্ধেক স্থান ছিল লিচ্ছবিদের।[২৩৩]

এস্থলে উল্লেখ্য যে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন লিচ্ছবিরা বিদেশী

বংশোদ্ভূত। Smith এর মতে তাঁহারা তিব্বতীয়,[২৩৪] অপরদিকে ডঃ সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে তাঁহারা পারস্যদেশের কোনও বংশজাত।[২৩৫] কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরীর মতে উপরোক্ত বর্ণনাগুলি গ্রহণযোগ্য নহে।[২৩৬] প্রাচীন ভারতীয় উপাদানগুলি এবিষয়ে একমত যে লিচ্ছবিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। সুবিখ্যাত মহাপরিনির্বাণসুত্তন্তে[২৩৭] বর্ণিত রহিয়াছে যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁহারা মল্লদের কুসিনারাতে বুদ্ধের চিতাভস্ম চাহিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন কারণ তাঁহাদের মতে তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং বুদ্ধও ক্ষত্রিয় সুতরাং তাঁহাদের বুদ্ধের শরীরধাতু গ্রহণে সমানাধিকার রহিয়াছে। এস্থলে উল্লেখ্য যে মনু-সংহিতাতে লিচ্ছবিদের ব্রাত্যরাজন্য বা ব্রতভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[২৩৮]

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে লিচ্ছবিদের একান্ত ধর্মপ্রাণ বুদ্ধের অনুগামীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।[২৩৯] কথিত আছে যে লিচ্ছবিরাও শাক্যদের ন্যায় প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভক্ত ছিলেন। বুদ্ধ যখন বেসালি পরিদর্শনে যান তখন বেসালি ছিল জৈনধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র এবং জৈনধর্মের অন্যতম শাস্তা নিগণ্ঠ নাতপুত্তের বেসালিতে প্রবল প্রতিপত্তিও ছিল।[২৪০] সেই কারণে সর্বাগ্রে বুদ্ধের বেসালিতে ধর্মপ্রচারে বাধা আসে বলিয়া জানিতে পারা যায়।[২৪১] মজ্ঝিমনিকায়ে[২৪২] উক্ত রহিয়াছে যে একদা বেসালির উপকণ্ঠে মহাবনে বুদ্ধ যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন তথায় সচ্চক নামক নিগণ্ঠ নাতপুত্তের শিষ্য ও অপরাপর তার্কিক মনোভাবাপন্ন পাঁচশতজন লিচ্ছবি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধকে কতকগুলি দুরূহ ও গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বুদ্ধও যুক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন। ইহাতে সচ্চক ও অন্যান্য লিচ্ছবিরা বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং দলে দলে লিচ্ছবিগণ বৌদ্ধসংঘে যোগদান করিয়া বুদ্ধের ধর্মের প্রতি একান্ত আনুগত্য প্রকাশ করেন।[২৪৩] এস্থলে কয়েকজন লিচ্ছবির নাম উল্লেখযোগ্য যথা—সীহ (ইনি সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন), দটিঠ (উচ্চবংশীয় এক লিচ্ছবি), পরিব্রাজক ভগ্গব ইত্যাদিরা বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন।[২৪৪] ইহা ব্যতীত, ভদ্দিয়, সাঢ়. অভয়, পণ্ডিতকুমার, নন্দক. মহালি, উগ্র প্রভৃতি লিচ্ছবিদের নামও পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্যগুলিতে যাঁহারা বুদ্ধের অন্তরঙ্গ শিষ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।[২৪৫] অপরাপর সংঘে যোগদানকারী লিচ্ছবিদের নামও পালি

সাহিত্যে পাওযা যায, যথা—অঞ্জনবনিয, বড্ডিজপুত্ত ও সম্ভূত।[২৪৬] অপবদিকে, বেসালিতে বুদ্ধ ও বুদ্ধেব শিষ্যবর্গেব বসবাসেব জন্য কতকগুলি চৈত্য তৈযাবী হইযাছিল, যথা—চাপাল, সত্তম্বক, বহুপুত্ত, গোতম, সাবন্দদ এবং উদেন।[২৪৭] বুদ্ধঘোষ উপবোক্ত চৈত্যগুলি সম্পর্কে বলিযাছেন যে ঐগুলি যক্ষচৈত্য ছিল এবং চৈত্যগুলিতে প্রথমে যক্ষদেব পূজার্চনাই হইত।[২৪৮] কিন্তু পববর্তীকালে এগুলি বৌদ্ধভিক্ষুদিগেব বসবাসেব নিমিত্তে সংঘাবামে পবিণত হয।[২৪৯] প্রাচীন গ্রন্থানুযাযী বুদ্ধ একাধিকবাব বেসালিতে গমন কবিযা মহাবনেব কুটাগাবশালায অবস্থান কবিযা ধর্মপ্রচাব কবিযাছিলেন। এ-স্থলে উল্লেখ্য যে কুটাগাবশালা বুদ্ধেব বসবাসেব নিমিত্তেই তৈযাবী কবা হইযাছিল।[২৫০] ইহা ব্যতীত, বুদ্ধ লিচ্ছবিদেব গোশৃংগশালবনবিহাবেও অবস্থান কবিযা দেশনা কবিতেন বলিযা জানিতে পাবা যায। কথিত আছে উক্ত বিহাবটি বুদ্ধেব অত্যন্ত প্রিয ছিল।[২৫১] উপবন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানিতে পারা যায় যে বুদ্ধের দুই অন্তবঙ্গ শিষ্য সাবিপুত্ত ও মোগ্গল্লান ঐ বিহাবে বহুসমব ধ্যানযোগে অতিবাহিত কবিতেন।[২৫২] অপবদিকে লিচ্ছবি-দিগেব সহিত বুদ্ধেব অত্যন্ত অন্তবঙ্গ সম্পর্কেবও প্রকৃষ্ট উদাহবণ পাওযা যায গ্রন্থগুলিতে। একদা বেসালিতে ঘোবতব দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগ উপস্থিত হইলে বুদ্ধ তথায অবস্থান কবিযা সেই স্থানেব মানুষদেব বিপদ হইতে বক্ষা কবেন।[২৫৩] ইহা ব্যতীত, বুদ্ধ লিচ্ছবিদেব বহু সংকটময মুহূর্তে উপদেশ দিযাছিলেন তাহাব প্রমাণও বৌদ্ধ সাহিত্যগুলিতে বহিযাছে।[২৫৪] সাবন্দদ চৈত্যেও তিনি অমূল্য উপদেশ দান কবিযাছিলেন বলিযা জানা যায।[২৫৫] এস্থলে উল্লেখ্য যে লিচ্ছবিবা নিজস্ব উন্নতিব সোপান হিসাবে সাতটি নিযম মানিযা চলিতেন (সত্ত অপবিহানিয ধম্মা) যাহা বৌদ্ধ সাহিত্যগুলিতে বর্ণিত বহিযাছে, যথা—(১) তাঁহাবা কযেকদিনেব ব্যবধানে একটি সভাগৃহে (সন্থাগাবে) মিলিত হইতেন, (২) তাঁহাবা সর্বদা একত্রিত হইযা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিতেন, (৩) তাঁহাবা তাহাদেব প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকাবেব মর্যাদা দিতেন, (৪) তাঁহাবা বযস্কলোকদিগকে সম্মান প্রদর্শন কবিতেন, (৫) তাঁহাবা বমণী বা কন্যাদেব অপহবণ হইতে বিবত থাকিতেন, (৬) তাঁহাবা পূজ্যস্থানে সম্মান দেখাইতেন এবং (৭) তাঁহাবা সাধুব্যক্তিদেব প্রতিপালন কবিতেন।[২৫৬] বুদ্ধ লিচ্ছবিদেব শাসনব্যবস্থাবও ভূযসী প্রশংসা কবিতেন। তাঁহাদেব উন্নত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাব কথা একপন্ন জাতক (নং ১৪৯),

চুল্লকলিঙ্গ জাতকে (নং ৩০১), মহাবস্তু অবদানে[২৫৭], ধম্মপদ অট্‌ঠকথায়,[২৫৮] জৈন কল্পসূত্র[২৫৯]ও গ্রীকপর্যটক মেগাস্থিনিসের[২৬০] বিবরণে উল্লিখিত রহিয়াছে।

একদা মগধরাজ অজাতসত্তু ও লিচ্ছবিদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অজাতসত্তু যুদ্ধজয়ের জন্য বুদ্ধের নিকটে পরামর্শ চাহিলে বুদ্ধ লিচ্ছবিদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত লিচ্ছবিরা জোটবদ্ধ থাকিবে ততদিন লিচ্ছবিদিগের নিশ্চিত জয় হইবে।[২৬১] অতঃপর অজাতসত্তু নিজ মন্ত্রী বস্সকারকে লিচ্ছবিদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহাতে বস্সকার ছলচাতুরীর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়া দেন। কিয়ৎকাল পরে অজাতসত্তুর উক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে অজাতসত্তু লিচ্ছবিদের আক্রমণ করিয়া অনায়াসেই বেসালি দখল করিতে সমর্থ হন।[২৬২] বস্তুতঃ, অজাতসত্তুর রাজত্বকালেই বেসালি ও ইহার মিত্রজোট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।[২৬৩] ঐতিহাসিক Thomas এর মতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরই লিচ্ছবিরা মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।[২৬৪] লিচ্ছবিদের রাজধানী বেসালিতে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ভিক্ষুণীসংঘের প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে, মহাপজাপতি গোতমীর অনুরোধে বেসালিতেই বুদ্ধ প্রথম ভিক্ষুণী সংঘের অনুমোদন করেন এবং বহু সংখ্যক রমণী সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করেন। উহাদের ভিতর গণিকা অম্বপালী, জেন্তি, সীহা ও বাসিটঠীর নাম উল্লেখযোগ্য।[২৬৫] গণিকা অম্বপালী বুদ্ধের শিষ্যাদিগের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন, বুদ্ধ স্বয়ং অম্বপালীর আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। অম্বপালী বুদ্ধের শিষ্যদের বসবাসের নিমিত্ত 'অম্ববন' নামক একটি বিশাল আম্রবন বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন।[২৬৬] বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অপর একটি স্মরণীয় ঘটনা লিচ্ছবিদের সহিত যুক্ত। তাহা হইল, বুদ্ধ লিচ্ছবিদের রাজধানী বেসালিতেই ভিক্ষুদের সংযমের জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত নিয়মাবলীর নির্দেশ করিয়াছিলেন। উপরন্তু, ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় পাতিমোক্‌খের দশটি সুত্তও (সূত্র) এইস্থলেই উপদিষ্ট হয়।[২৬৭]

যাহা হউক, লিচ্ছবিরা বুদ্ধের ও বৌদ্ধধর্মের পরম ভক্ত হইয়া বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধর্মের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে।

মল্ল

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভগবান্ বুদ্ধের সমকালে ভারতবর্ষের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্র হইলেও, উত্তর-পূর্ব ভারতে অনেকগুলি গণরাজ্য ছিল যেগুলির মধ্যে মল্লদের স্থান ছিল লিচ্ছবিদের পরেই। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে মল্লদের উল্লেখ পাওয়া যায় এক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে। চীনা পরিব্রাজকদের মতে মল্লরা স্বায়ত্তাধীন গোষ্ঠী ছিল এবং তাহাদের রাজ্য শাক্যদিগের পূর্বদিকের পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত ছিল যদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে মল্লরাষ্ট্র শাক্যদের দক্ষিণে এবং বজ্জিদের পূর্বে অবস্থিত ছিল।[২৬৮] মল্লদের রাজ্য দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল এবং দুইটি অংশের দুইটি পৃথক রাজধানীও ছিল, যথা—কুসিনারা (কুশিনারা) বা কুশীনগর ও পাবা। পাবার মল্লগণ পরিচিত ছিলেন পাবেয্যকমল্লা রূপে এবং কুসিনারার মল্লদের বলা হইত কোসিনারকা।[২৬৯] বস্তুতঃ, প্রাচীনকাল হইতেই মল্লদের ভূখণ্ড বা মল্লরাষ্ট্রের দুইটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।[২৭০] ককুত্থা নদী বা কুকুনদী (যাহা গ্রীক লেখকগণ কর্তৃক কয়োথেস বলিয়া পরিচিত) সম্ভবতঃ দুইটি রাজ্যের সীমারেখা ছিল।[২৭১] অপর একটি ঘটনাও প্রমাণ করে যে মল্লদের দুইটি পৃথক রাজ্য ছিল। কারণ কুসিনারাতে বুদ্ধ যখন পরিনির্বাণ লাভ করেন তখন পাবার মল্লরা ভিন্নরূপে কুসিনারার মল্লদের নিকট বুদ্ধের দেহধাতু চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।[২৭২] যাহা হউক, কুসিনারার সঠিক অবস্থান লইয়া পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন গোরক্ষপুর জেলার পূর্বে ছোট গণ্ডক নদীর তীরে কাসিয়ার ধ্বংসাবশেষই প্রাচীন কুশীনগর বা কুসিনারা কারণ কাশিয়ার নিকটে একটি মন্দিরের পশ্চাতে এক বিশাল স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেস্থানে একটি তাম্র-ফলকে "পরিনির্বাণ- চৈত্যে তাম্রপট্ট ইতি" কথাটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।[২৭৩] পুনরায় দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত অনুযায়ী মল্লদের শালবন কুসিনারার উপবত্তন অর্থাৎ সীমান্তে হিরণ্যবতী নদীর নিকটে অবস্থিত ছিল। অপরদিকে ঐতিহাসিক Smith নেপালের প্রথম পর্বত-শ্রেণীর পশ্চাতে যেস্থলে ক্ষুদ্র রাপ্তী বা পূর্ব রাপ্তী গণ্ডকের সহিত মিলিত হইয়াছে সেস্থলে কুসিনারা স্থানটি চিহ্নিত করিয়াছেন। পুনরায় ভূগোলবিদ্ Cunningham সাহেব কাসিয়া হইতে ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্যাডা-

রওনা গ্রামটিকে পাবা নগরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[২৭৪] অপরদিকে পণ্ডিত Carlleyle পাবাকে কাসিয়ার দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ফাজিলপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২৭৫] ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কুসিনারা শাক্যদের রাজ্যের সমসীমায় ছিল এবং পাবা ছিল বজ্জিদের সমসীমায়।[২৭৬]

অতঃপর ইহা জানিতে পারা যায় যে নয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান লইয়া মল্লদের রাজ্য গঠিত ছিল[২৭৭] এবং প্রত্যেকটি স্থানেরই এক একটি স্বায়ত্তাধীন পরিচালনগোষ্ঠী ছিল।[২৭৮] পুনরায়, শাক্যদের ন্যায় পাবার মল্লদেরও পরিষদগৃহ বা সভাগৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৭৯] মল্লদের প্রথমে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল যাহার রাজধানী ছিল কুশাবতী। পরবর্তীকালে কুশাবতীর মর্যাদা হ্রাস পাইয়া উহা একটি সাধারণ জঙ্গলবেষ্টিত স্থানে পরিণত হয়।[২৮০] অপরদিকে, মনু লিচ্ছবিদের ন্যায় মল্লদেরও ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা ব্রতভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।[২৮১] লিচ্ছবিদের ন্যায় মল্লরাও বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও জানিতে পারা যায় যে মল্লরা প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতাই করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে বুদ্ধের কুসিনারা পরিদর্শন উপলক্ষ্যে মল্লনায়কগণ দণ্ডাদেশ জারী করেন যে বুদ্ধের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা না করিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে পাঁচশত 'কহাপণ'[২৮২] জরিমানা হইবে। সুতরাং ইহা প্রামাণ্য যে সকল মল্ল বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ছিলেন না। তথাপি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মল্লগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং মল্লদের রাজধানী কুসিনারাতে বুদ্ধ স্বয়ং মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়া মল্লদের বিশিষ্টতা দান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের মল্ল শিষ্যদের মধ্যে দব্ব, পুক্কুস, খণ্ড, সুমন, ভদ্রগক, রাসিয, রোজ ও সীহের নাম উল্লেখযোগ্য। অপর দিকে, বিশিষ্ট মল্লনায়ক মল্লরোজ প্রথমে অন্য ধর্মের ভক্ত হইলেও পরবর্তীকালে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হন। কথিত আছে, তিনি অচিরেই অর্হত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন। অপর দুইজন মল্ল যথা, দব্ব মল্লপুত্ত ও চুণ্ড বৌদ্ধ সাহিত্যে অন্যতম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। দব্ব মল্লপুত্ত বৌদ্ধসংঘে বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিতেন বলিয়া জানা যায়। তিনি এত অনায়াসেই কার্যগুলি সংঘটিত করিতেন যে অন্যরা মনে করিত যে তিনি কোন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। পাবার মল্লগণ প্রসিদ্ধ উব্ভটক চৈত্যটি নির্মাণ করিলে বুদ্ধ

স্বযং মল্লদেব অনুবোধে চৈত্যটিব উদ্বোধন কবেন ও একবাত্রি তথায অতিবাহিত কবেন। ইহা জানা যায যে সেস্থানে তিনি মল্লদেব বৌদ্ধধর্মেব বহু সাবতত্ত্ব সম্পর্কেও উপদেশ প্রদান কবিযাছিলেন।[২৮৩] ইহা ব্যতীত, উদান অট্ঠ-কথা[২৮৪] হইতে জানিতে পাবা যায যে বুদ্ধ পবিনির্বাণলাভেব পূর্বে পাবাতে অজকপালক চৈত্যেও অবস্থান কবিযাছিলেন। তাঁহাব অন্যতম শিষ্য সাবি-পুত্ত এস্থলে 'সংগীতি সুত্ত' পাঠ কবিযাছিলেন। কুসিনাবাতেও তিনি বহু-জনকে ধর্মদেশনাব দ্বাবা মুগ্ধ কবিযাছিলেন এবং তাঁহাব উপদেশ শুনিযা মল্লবা বৌদ্ধসংঘে যোগদান কবিযাছিলেন।[২৮৫] ইহা উল্লেখ্য যে পাবা ও কুসিনাবাব মধ্যে দূবত্বেব তফাৎ ছিল তিন 'গাবুটেব' (১ গাবুট = দুই মাইলেব কিছু কম)।[২৮৬] পুনবায উদান অট্ঠকথায বলা হইযাছে যে পবিনির্বাণেব পূর্বে পাবা হইতে কুসিনাবা আসিবাব পথে ভগবান্ বুদ্ধ এতই দুর্বল ও নিস্তেজ হইযা পডিযাছিলেন যে তাঁহাকে পথিমধ্যে পঁচিশবাব বিশ্রাম লইতে হইযাছিল।[২৮৭]

মল্লগণ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মেব প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহাব সাক্ষ্য বহন কবে দীঘনিকাযেব মহাপবিনিব্বান সুত্তন্ত। তথায ভগবান্ বুদ্ধেব কুসিনাবাতে পবিনির্বাণ লাভেব ঘটনাব বিস্তৃত বিববণ বহিযাছে। উক্ত আছে যে[২৮৮] পাবায চুন্দ কর্মকাবেব গৃহে পাঁচশতজন শিষ্য লইযা অবস্থানকালে তিনি 'সুকবমদ্দব' [২৮৯] গ্রহণ কবিবা অত্যন্ত অসুস্থ হইযা পডেন। অতঃপব তিনি কুসিনাবা যাইবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবেন আনন্দেব নিকট। কুসিনাবায উপস্থিত হইযা তিনি মহাপবিনির্বাণেব জন্য দুইটি শালবৃক্ষেব মধ্যবর্তী স্থানে একটি বেদীতে অবস্থান কবেন। তথায অসংখ্য মল্ল তাঁহাদেব পবিবাব-পবিজন লইযা উপবত্তন বা শালবনে বুদ্ধেব নিকট আসিযা তাঁহাদেব শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবিযাছিলেন।[২৯০] কথিত আছে যে আযুষ্মান্ আনন্দ প্রতিটি মল্লপবিবাবকে স্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধেব নিকট উপস্থিত কবিযাছিলেন।[২৯১] অবশেষে বুদ্ধ তাঁহাব সর্বশেষ উপদেশ প্রদান কবেন যে "জগতেব সকল বস্তুই ধ্বংসশীল, সুতবাং অপ্রমত্ত হইযা বিচবণ কব" (বযধম্মা সংখাবা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ)।[২৯২] অনন্তব তিনি মহাপবিনির্বাণ লাভ কবেন। আনন্দ বুদ্ধেব নির্দেশানুযাযী পবিনির্বাণেব সংবাদ কুসিনাবায মল্লদেব সভাগৃহে উপস্থিত হইযা প্রকাশ কবেন।[২৯৩] মল্লগণ তাঁহাদেব পবিষদগৃহে একত্রিত হইযা স্থিব কবেন যে বুদ্ধকে তাঁহাবা 'বাজচক্রবর্তী'ব ন্যায় শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবিবেন।

অতঃপর তাঁহারা মকুটবন্ধন চৈত্যে বুদ্ধের নশ্বরদেহ দাহ করেন এবং দেহভস্ম তাঁহাদের পরিষদ ভবনে রাখিয়া ধনুর্ধারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দুর্গের ন্যায় আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন।[২৯৪] মধ্যপ্রদেশের সাঁচী স্তূপের (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) পশ্চিমদ্বারে সুন্দর ভাস্কর্য রহিয়াছে যে মল্লগণ বুদ্ধের চিতাভস্ম একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া পুনরায় তাহা একজন বিশিষ্ট মল্লের মস্তকে স্থাপনার দ্বারা একটি হস্তীর পৃষ্ঠে ইহাকে আরোহণ করাইয়া শোভাযাত্রা সহকারে মল্লদের পরিষদগৃহের দিকে যাইতেছে।[২৯৫] সাঁচী স্তূপের স্থাপত্যটি কেবলমাত্র ঐতিহাসিক সত্যতাই প্রমাণ করে না উপরন্তু ইহা ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি মল্লদের অপরিসীম শ্রদ্ধার সাক্ষ্যও বহন করে।

মল্লদের রাজ্যের অপর একটি ঘটনাও বৌদ্ধধর্মের প্রসারতার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কথিত আছে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর অন্যান্য দেশের নৃপতিগণ ও বিভিন্ন জাতি বুদ্ধের শরীরধাতুর অধিকার চাহিলে তাহাদের সহিত কুসিনারার মল্লদের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়।[২৯৬] অতঃপর দ্রোণ (দোণ) নামক এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের দেহভস্মের অষ্ট বিভাজনের দ্বারা সমস্যার সমাধান করেন। কোন্ কোন্ নৃপতি ও জাতি বুদ্ধের দেহভস্ম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা অতীব মনোরমরূপে বর্ণিত রহিয়াছে মহাপরিনিব্বান সুত্তন্তে।[২৯৭] পুনরায় উল্লেখ্য যে মল্লদের দুই শাখাই নিজ নিজ ধাতুঅংশের উপর চৈত্য নির্মাণ করিয়া বুদ্ধকে শেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[২৯৮]

মল্লদের পাবা ও কুসিনারা ব্যতীত অপরাপর কয়েকটি শহরের নামও পাওয়া যায় যেসকল স্থানে বুদ্ধ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন যথা—ভোগনগর, অনুপিয়া, উরুবেলকপ্প ইত্যাদি।[২৯৯]

মল্লগণ সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়, গ্রীক পর্যটকদের বিবরণে তাঁহাদের উল্লেখ আছে।[৩০০] যদিও লিচ্ছবিদের সহিত কদাচিৎ মল্লদের যুদ্ধবিগ্রহের কথার উল্লেখ পাওয়া যায় তবুও অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত মল্লদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কই ছিল বলিয়া জানা যায়।[৩০১] কেবলমাত্র বৌদ্ধগ্রন্থগুলিই নহে, জৈন ধর্মগ্রন্থেও মল্লদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে জৈন ধর্মপ্রচারক নিগণ্ঠ নাতপুত্ত মল্লদের পাবাতেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।[৩০২] জৈনকল্প সূত্রে[৩০৩] নয়জন মল্লরাজা, নয়জন লিচ্ছবিপ্রধান ও কাসিকোসলের

সামন্তরাজগণ মগধরাজ অজাতসত্তুর বিরুদ্ধে মৈত্রীবন্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। যদিও পরিশেষে জানিতে পারা যায় যে অজাতসত্তু প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলি জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মল্লরাজ্য স্বাধীনতা হারাইয়া মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।[৩০৪]

ভর্গ বা ভগ্গ

ভর্গ বা ভগ্গজাতি অষ্ট স্বায়ত্তাধীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভগ্গদের রাজত্ব ছিল বেসালি ও সাবখির মধ্যবর্তী স্থানে এবং ইহাদের রাজধানীর নাম ছিল সুংসুমারগিরি।[৩০৫] এটি একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল বলিয়া জানা যায় এবং খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ইহা বৎসরাজ্যের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।[৩০৬] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৩০৭] ও অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতেও[৩০৮] ভগ্গদের উল্লেখ রহিয়াছে। মহাভারতে[৩০৯] ও হরিবংশে[৩১০] ভগ্গদের সহিত তাঁহাদের পার্শ্ববর্তী এক নিষাদ কুলপতির শাসনাধীন অঞ্চলের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে।[৩১১] পুনরায় একস্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে ভগ্গজাতি বৃজি বা বজ্জি গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩১২]

যদিও ভগ্গগণের ভিতর বৌদ্ধধর্ম কতখানি প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু ভগ্গগণ যে বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দোনসাখ জাতক[৩১৩] হইতে জানিতে পারা যায় যে কোসাম্বিরাজ বা বৎসরাজ্যের রাজা উদেনের পুত্র বোধিরাজকুমার সুংসুমারগিরিতে কোকনাদ নামক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া উপরাজরূপে তথায় অবস্থান করিতেন।[৩১৪] তিনি বুদ্ধের ধর্মকথা শ্রবণে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৩১৫] বোধিরাজকুমার ব্যতীত অন্যান্য বহু সম্মানীয় ভগ্গ সুধীজনও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন—নকুলপিতা, নকুলমাতা, সিরিমন্ত, সিগালপিতা প্রভৃতি গৃহপতিদের নামোল্লেখ করা যায়।[৩১৬] ইহা জানা যায় যে বুদ্ধ স্বয়ং নকুলপিতা ও নকুলমাতার অনুরোধে গৃহীদের কর্তব্য সম্পর্কে ভগ্গদের উপদেশ প্রদান করেন।[৩১৭] সিগালপিতা নামক গহপতি (গৃহপতি) বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৩১৮] কথিত আছে, ভগ্গদের দেশে অবস্থানকালে বুদ্ধ বহু সময় সুংসুমারভেসকলাবনমৃগদাববিহারে বাস করিতেন।[৩১৯] ইহাও জানা যায় যে পাতিমোক্‌খ সুত্তের তিনটি নিয়ম বুদ্ধ ভগ্গদের রাষ্ট্রে অবস্থানকালে প্রণয়ন

করিয়াছিলেন।[৩২০] পুনরায় বুদ্ধের ঘনিষ্ঠ শিষ্য মোগ্‌গল্লান সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায় যে তিনি যখন ভগ্গদের দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন মার বা দুষ্টশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন।[৩২১] কথিত আছে, তিনি তথায় 'অনুমান সুত্ত' প্রচার করেন।[৩২২]

মহাপরিনিব্বাণ সুত্তন্ত অনুসারে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর অষ্টধাতু বিভাজনের অংশ ভগ্গরাও লাভ করিয়াছিল এবং বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার দেহধাতুর উপর চৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[৩২৩]

সর্বশেষ উল্লেখ্য যে ভগ্গদের রাজ্যে কেবলমাত্র ভিক্ষুসংঘেই নহে, দেশের উপাসক উপাসিকাদিগের ভিতরও বৌদ্ধধর্ম প্রভূত প্রসারলাভ করিয়াছিল।

কোলিয়

কোলিয়দিগের বসতি ছিল রোহিণী নদীর পূর্ব উপকূলে[৩২৪] এবং রোহিণী নদীই শাক্য রাজধানী হইতে কোলিয়দের রাজধানী পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল।[৩২৫] কথিত আছে, গোতম বুদ্ধের সময়ে দুইটি স্থান, যথা— রামগাম ও দেবদহ অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[৩২৬] Cunningham দেওকালি নামক স্থানটিকে 'রামগাম' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।[৩২৭] তাঁহার মতে কোলিয় রাজ্য কোহান নদী ও ঔমি (অনোমা) নদীর মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল। পুনরায়, ঔমি বা অনোমা নদীর একপার্শ্বে ছিল কোলিয়দের রাজ্য এবং অপর পার্শ্বে ছিল মল্ল ও মোরিয়দের রাজ্য।[৩২৮] কুণাল জাতকে বলা হইয়াছে যে যেহেতু তাহাদের বসতি ছিল কোলগাছের (jujube) নীচে সেহেতু তাহাদের নামকরণ হইয়াছিল কোলিয়।[৩২৯]

ইহা জানা যায় যে অপর গণতান্ত্রিক জাতি ভগ্গদের অপেক্ষা কোলিয়দিগের মধ্যে বুদ্ধ ধর্মপ্রচারে অধিকতর সফল হন।[৩৩০] সংযুক্তনিকায়ে উক্ত রহিয়াছে যে[৩৩১] বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যবর্গ লইয়া কোলিয় অধ্যুষিত স্থানে বারংবার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন এবং বহু কোলিয়বাসীও বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ভিতর কোলিয়ধীতা, সুপ্পবাসা, পাটলিয়গামণী, ককুধকোলিয়পুত্ত প্রভৃতিরা বৌদ্ধসংঘে যোগদান করেন। অবশ্য ককুধকোলিয়পুত্ত ছিলেন বুদ্ধশিষ্য মোগ্‌গল্লানের সদ্ধিবিহারিক বা শিক্ষানবীশ।[৩৩২] কোলিয়দের অপর একটি ঘটনাও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থানলাভ করিয়াছিল। গ্রন্থানুযায়ী রোহিণী নদীর জল শাক্য ও কোলিয়

উভয গোষ্ঠীবাই জলসেচেব কার্যে ব্যবহাব কবিত। উপবন্তু উভয গোষ্ঠীব ব্যবহাবেব জন্য একটি মাত্র বাঁধ ছিল। শাক্য ও কোলিযদেব মধ্যে একদা নদীব জল লইযা ঘোবতব বিবাদ উপস্থিত হয।[৩৩৩] অতঃপব গোতম বুদ্ধ ধর্মোপদেশেব দ্বাবা উভয গোষ্ঠীকে শান্ত কবিযা একত্রিত কবিযা দেন এবং বিবোধেব নিষ্পত্তি কবেন[৩৩৪] এবং ইহাব ফলে উভয গোষ্ঠীব বহুলোক বুদ্ধেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন। ফলস্বরূপ সদ্ধর্মেব ব্যাপক প্রসাবও ঘটে।

এক্ষেত্রে দুইজন কোলিয ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীব যথা—পুন্নগোবাতিক ও সেনিযকুক্কুববাতিকেব নামোল্লেখ কবা যায যাঁহাবা বুদ্ধেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিযাছিলেন।[৩৩৫] সুতবাং ইহাও প্রমাণিত যে কোলিযবাসীদিগেব মধ্যে বুদ্ধেব জীবিতাবস্থাতেই সদ্ধর্মেব বিকাশ ঘটে। বলা বাহুল্য, বুদ্ধেব মহাপবিনির্বাণেব পব বুদ্ধেব পূতাস্থিব অষ্টবিভাজনেব অংশ কোলিযগণও পাইযাছিলেন।

বুলি

অল্লকপ্পেব বুলিগণেব মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম প্রসাবলাভ কবিযাছিল। ইহাব প্রমাণ হিসাবে বলা যায বুদ্ধেব মহাপবিনির্বাণেব পব বুলিগণ বুদ্ধেব পূতাস্থি দাবী কবেন এবং উহা লাভ কবিযা তাঁহাবা উক্ত পূতাস্থিব উপব একটি চৈত্য নির্মাণ কবিযা বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানান।[৩৩৬]

বুদ্ধেব বুলিদেব নিকট ধর্মপ্রচাবেব কথা বা ঐ জাতিব দ্বাবা বৌদ্ধধর্ম প্রসাবেব কথা কোন প্রাচীন সাহিত্যে বিস্তৃতভাবে পাওযা যায না। কিন্তু অল্লকপ্পেব বুলিদিগেব মধ্যেও যে বৌদ্ধধর্ম প্রসাবলাভ কবিযাছিল সে বিষযে কোন সন্দেহেব অবকাশ নাই।

বুলি একটি গোত্রনাম বিশেষ। ধম্মপদ অট্ঠকথাতেও বুলিদেব অল্লকপ্পেব সহিত যুক্ত কবা হইযাছে।[৩৩৭] অল্লকপ্প সম্ভবতঃ বেঠদীপেব সন্নিকটে অবস্থিত ছিল।[৩৩৮] বেঠদীপেব বাজাকে বৌদ্ধ সাহিত্যে অল্লকপ্পেব নৃপতিব অন্তবঙ্গ সুহৃদ্‌রূপে দেখানো হইযাছে।[৩৩৯] ইহা জানা যায যে বেঠদীপেব[৩৪০] ব্রাহ্মণ দ্রোণই (দোণ) বুদ্ধেব মহাপবিনির্বাণেব পব বুদ্ধেব দেহভস্মেব অষ্টবিভাজন কবিযাছিলেন।

মোরিয়

বুলিদেব ন্যায মোবিযগণও একটি স্বযংশাসিত গোষ্ঠী। ইঁহাবা ছিলেন

কোলিয়দের প্রতিবেশী। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রখ্যাত অনোমা নদীর এক তীরে কোলিয়দের এবং অপর তীরে ছিল মল্ল ও মোরিয়দের রাজ্য।[৩৪১] মোরিয়দের রাজধানী ছিল পিপ্পলিবন।[৩৪২] গোরক্ষপুরের দক্ষিণ-পূর্বে ন্যগ্রোধবন বা কদলীবনের সংলগ্ন স্থানকে পিপ্পলিবন বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।[৩৪৩] এস্থলে বহু পিপ্পলিবৃক্ষ ও পুরাতত্ত্বের নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে।[৩৪৪] মোরিয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন।[৩৪৫] মৌর্যসম্রাট অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মোরিয়জাতিভুক্ত।[৩৪৬] অপরদিকে, সংস্কৃত নাটক 'মুদ্রারাক্ষস' (৩য় দৃশ্য)-এ চন্দ্রগুপ্তকে নিম্নজাতিভুক্ত বৃষল বলা হইয়াছে যিনি শেষ নন্দরাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন মুরা নামক শূদ্রা রমণী।[৩৪৭]

মহাপরিনিব্বান সুত্তন্তে[৩৪৮] উল্লিখিত রহিয়াছে যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বুদ্ধের দেহধাতুর অষ্টবিভাজনের শেষে পিপ্পলিবনের মোরিয়গণ কুসিনারায় উপস্থিত হন এবং বুদ্ধের পূতাস্থির দাবী করেন।[৩৪৯] অতঃপর তাঁহারা দাহ করিবার স্থানের চিতাভস্ম লইয়া নিজেদের রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া চিতাভস্মের উপর স্তূপ নির্মাণ করিয়া বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।[৩৫০]

যাহা হউক, মোরিয়গণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম কতখানি বিস্তারলাভ করিয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না বা বুদ্ধ তথায় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন কিনা তাহারও কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহারা যে বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন তাহা বুদ্ধের দেহধাতুর সংরক্ষণের জন্য তৎপরতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

কালাম

কেসপুত্তরের কালামগণের উল্লেখ প্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণ[৩৫১] ও অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতেও পাওয়া যায়। ঋষি অডার কালাম যিনি একদা গোতম বুদ্ধের আচার্য ছিলেন তিনি উক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্গত।[৩৫২] কালামদের সহিত পাঞ্চাল এবং দাল্ভ্য গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল বলিয়া মনে করা হয়।[৩৫৩] ইহারা অপরাপর কয়েকটি গোষ্ঠীর ন্যায় বুদ্ধের পূতাস্থির অংশ লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে বুদ্ধ স্বয়ং কালামদের রাজ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।[৩৫৪] ভরণ্ডু কালাম উক্ত গোষ্ঠীর এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যিনি বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন।

ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলিয়াছেন যে কেশপুত্র বা কেসপুত্তর

বুদ্ধপরবর্তীযুগে কোসলরাজ্যের অন্তর্গত হইয়া কোসলরাজের আধিপত্য মানিয়া লইয়াছিল।[৩৫৫]

যাহা হউক, উপরোক্ত গণরাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্য বিষয় হইল উহাদের আভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্র। এগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল 'পরিষদ' বা সমিতি যাহা পরিচালিত হইত একটি সভাগৃহে। সভাগৃহটিকে বলা হইত 'সন্থাগার'। উক্ত সন্থাগারে যুবক ও বৃদ্ধগণ একত্রে সমবেত হইয়া আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সমাধান করিত এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত[৩৫৬] যাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে রাজতন্ত্রের বিপরীত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিসও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৫৭]

ডঃ রায়চৌধুরী উক্ত পরিষদ বা সভার পরিচালন পদ্ধতি 'বিনয়পিটকে' বর্ণিত বৌদ্ধসংঘের নিয়মমাফিক সভার অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৩৫৮] সুতরাং বলা যাইতে পারা যায় যে গণরাজ্যগুলির 'সন্থাগারের' ভূমিকা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও কম ছিল না।

বুদ্ধের পরবর্তীযুগের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা

গোতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তীযুগ বলিতে বুঝায় ক্রমানুসারে শিশুনাগযুগ, মৌর্যযুগ, শুঙ্গযুগ, ইন্দো-গ্রীকযুগ, কুষাণ, গুপ্ত, বর্ধন ও পালযুগ। এই সকল যুগে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ-ধর্মের যে ব্যাপক বিস্তার ও প্রসারতা ঘটে তাহা অপর কোন ধর্মীয় ইতিহাসে বিরল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বুদ্ধের জীবতাবস্থায় মগধ উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, কারণ মগধরাজ অজাত-সত্তুর পূর্বে অপর কোন শাসক সেযুগে মগধের ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। অজাতসত্তুর মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য অনুসারে তাঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন উদয়ন বা উদেন (উদয়ভদ্দ)। কিন্তু সিংহলী ইতিবৃত্তে বলা হইয়াছে যে উদেনের বংশধররা সকলেই দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন, উপরন্তু পিতৃঘাতীও ছিলেন।[৩৫৯] উহাদের শাসকরূপে ব্যর্থতা দেশের জনমানসে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। অপরদিকে, যথাযোগ্য সুযোগ উপস্থিত হইলে ইহাদের অমাত্য শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে

আরোহণ করেন। এইরূপে আভ্যন্তরীন বিপ্লবের ফলে মগধের হর্যঙ্ক বংশের উচ্ছেদ ঘটে ও শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।[৩৬০] শিশুনাগের রাজনৈতিক তৎপরতার কথা জানা যায় কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে কতখানি সক্রিয় ভূমিকা নিয়াছিলেন তাহা ভারতের ইতিহাসে প্রায় অজ্ঞাত।

শিশুনাগ যুগ—কালাসোক (বা কাকবর্ণ)

শিশুনাগের পুত্র কালাসোক বা কাকবর্ণ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। কালাসোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার রাজধানী গিরিব্বজ বা রাজগহ হইতে বেসালিতে স্থানান্তরিত করেন।[৩৬১] মহাবংসটীকা[৩৬২] অনুসারে শিশুনাগ বেসালির এক লিচ্ছবি-সন্তান এবং এক বারবণিতার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে, তিনি এক রাজকর্মচারী কর্তৃক প্রতিপালিত হন।[৩৬৩] পুরাণে শিশুনাগের পুত্রকে কাকবর্ণ বলা হইয়াছে।[৩৬৪] Jacobi, Geiger ও Bhandarkar-এর মতে পুরাণে বর্ণিত কাকবর্ণ ও সিংহলী বিবরণে উল্লিখিত কালাসোক অভিন্ন ব্যক্তি।[৩৬৫]

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে কালাসোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বেসালিতে দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতি আহূত হয়[৩৬৬] এবং উক্ত ঘটনাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কালাসোককে অমরতা দান করিয়াছে। কথিত আছে, দ্বিতীয় সংগীতিটি কালাসোকের রাজত্বের একাদশ বর্ষে সংঘটিত হয়[৩৬৭] এবং উক্ত সংগীতিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকানুনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৩৬৮] ইহা বর্ণিত রহিয়াছে যে বজ্জি বা বৃজিদেশীয় ভিক্ষুগণ কতকগুলি বিনয়ের নিয়মের শিথিলতা প্রয়োগ করিতে চাহিলে রক্ষণশীল ও বিশুদ্ধ বিনয় নিয়মপালনকারী ভিক্ষুগণ তাহা বাধা দেন। ইহাতে বজ্জিভিক্ষুগণ সংঘ হইতে পৃথক হইয়া গিয়া অপর এক সংগায়ণ করেন যাহা মহাসংগীতি নামে পরিচিত।[৩৬৯] কথিত আছে, রাজা কালাসোক সর্বপ্রথমে বজ্জিবাসী ভিক্ষুগণের সপক্ষে ছিলেন কিন্তু তাঁহার ভগিনী ভিক্ষুণী নন্দার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি রক্ষণশীল ভিক্ষুদিগের সমর্থকরূপে প্রতিপন্ন হন।[৩৭০] যাহা হউক, উক্ত সংগীতিটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের নানা দিক উন্মোচন করিয়াছিল। কারণ, সেই সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম পুনরায় বিস্তৃতাকার ধারণ করে, কিন্তু আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।[৩৭১] বস্তুতঃ,

বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুই শাখা—হীনযান ও মহাযানের বীজ দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতিটির মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল বলা যায়।

বিনয়পিটকের চুল্লবগ্গে[৩১২] দ্বিতীয় সংগায়ণের বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হইল এই যে তথায় রাজা কালাসোকের নামোল্লেখ নাই।[৩১৩] কালাসোকের শেষজীবন অত্যন্ত বেদনামণ্ডিত। কারণ, বাণভট্টের রচনা[৩১৪] হইতে জানা যায় যে তিনি নিজ নগরের মধ্যেই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে মৃত্যুবরণ করেন। গ্রীক তথ্যাদিতেও উক্ত ঘটনাটির সমর্থন পাওয়া যায়।[৩১৫]

যাহা হউক, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে দ্বিতীয় সংগীতিটিই কালাসোককে বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছিল। কথাবত্থুপকরণ অট্‌ঠকথাতে[৩১৬] কালাসোককে 'অসোক' বলা হইয়াছে ও আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতাতে শিশুনাগের উত্তরাধিকারী হিসাবে 'বিশোকের' নাম রহিয়াছে।[৩১৭] পুনরায়, জৈন গ্রন্থানুসারে উদয়ভদ্দ কালাসোকেরই অপর নাম।[৩১৮]

বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে কালাসোকের দশজন উত্তরাধিকারীর রাজত্বের কথা জানিতে পারা যায়, যাহারা অযোগ্যতার জন্য দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল।[৩১৯] আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতাতে[৩৮০] বলা হইয়াছে যে শূরসেন নামক কালাসোকের এক পুত্র, বিসোক বা কালাসোকের পর ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এস্থলে উল্লেখ্য যে মহাবোধিবংসে[৩৮১] বর্ণিত উগ্রসেন যিনি সম্ভবতঃ কালাসোকের প্রথম পুত্র বলিয়া চিহ্নিত, তিনিই আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতায় বর্ণিত রাজা শূরসেন।[৩৮২]

শূরসেন

আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতাতে[৩৮৩] শূরসেনকে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা বর্ণিত আছে যে শূরসেন পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বের ভিক্ষুদিগকে তিন বৎসরকাল সাহায্য দান করিয়া নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি বৌদ্ধ চৈত্যগুলিতেও বিভিন্ন প্রকারে দানধ্যান করিতেন।[৩৮৪] তিব্বতীয় পণ্ডিত তারনাথ বলিয়াছেন যে বুদ্ধের শিষ্যদিগের মধ্যে অগ্রগামী কয়েকজন ভিক্ষু যাঁহারা অর্হত্বলাভ করিয়াছিলেন যথা—যশ, সানবাসী ভিক্ষু প্রভৃতি তাঁহারা শূরসেনের সমসাময়িক ছিলেন।[৩৮৫] উপরন্তু, তারনাথ প্রখ্যাত

পণ্ডিতাচার্য মহাদেবেরও উল্লেখ করিয়াছেন যিনি পঞ্চ অযৌক্তিক ধর্মমতের প্রচলন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তারনাথ মহাদেবকে শূরসেনের রাজত্ব-কালেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।[৩৮৬]

নন্দ

তারনাথের মতে নন্দ শূরসেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী।[৩৮৭] তাঁহার রাজধানী ছিল পুষ্পপুরে। নন্দ অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি প্রথমে নিম্নবংশোদ্ভূত ছিলেন কিন্তু ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাসহ-যোগে প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হন।[৩৮৮] রাজা নন্দ কাশীর ভিক্ষুগণকে দীর্ঘদিন ধরিয়া সাহায্য করিতেন বলিয়া জানা যায়। নন্দের আচার্য ছিলেন কল্যাণ মিত্র এবং নন্দ গুরুর নির্দেশে বৌদ্ধ চৈত্যগুলিতেও বহুল পরিমাণে দানধ্যান করিতেন।[৩৮৯] নন্দ সুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং একজন যথার্থ বৌদ্ধরাজা রূপে তিনি ছেষট্টি বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৯০]

রাজা নন্দের সময়কালে ভিক্ষু নাগের ধর্মগুরু মহাদেবের পঞ্চ বিতর্কিত মতবাদের[৩৯১] বহুল প্রসার ঘটে যাহা অবশেষে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে।[৩৯২] ইহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয় হইল এই যে পণ্ডিত তারনাথ ও Buston নন্দের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহার পুত্র মহাপদ্মের উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় বলা হইয়াছে যে মহাপদ্ম বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং তিনি কুসুমপুরের ভিক্ষুদিগের প্রাত্যহিক প্রয়োজনগুলি নিবৃত্ত করিতেন।[৩৯৩] সংস্কৃত পণ্ডিতাচার্য বররুচি ও পাণিনি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি মন্ত্রী বররুচিকে হত্যা করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চব্বিশটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করান। ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত মন্তব্য করিয়াছেন যে তিব্বতীয় উপাদানগুলি নন্দ এবং মহাপদ্মকে দুইজন পৃথক পৃথক নৃপতিরূপে উপস্থাপিত করিয়াছে যদিও অন্যান্য গ্রন্থানুসারে উপরোক্ত দুইজন রাজা অভিন্ন। তাঁহার মতে নন্দ রাজত্ব লাভ করিবার পর 'মহাপদ্ম' উপাধি গ্রহণ করেন।[৩৯৪]

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে নন্দদের সহায়তায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার-লাভের একটি চিত্র পাওয়া যায়। যদিও জানা যায় যে পরবর্তী নন্দবংশের নৃপতিগণ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৩৯৫]

মৌর্যযুগ (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য)

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতের ইতিহাসে মৌর্যদের আবির্ভাব ঘটে এবং এই যুগের অসাধারণ খ্যাতিমান সম্রাটদিগের সহায়তায় একটি বৃহৎ ধর্মীয় আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়। চন্দ্রগুপ্ত (খৃঃ পূঃ ৩২৪-৩০০ অব্দ) ছিলেন মৌর্যবংশের প্রথম সম্রাট। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কামন্তকের নীতিসার, পুরাণ ও মুদ্রারাক্ষস অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁহার সুচতুর মন্ত্রী তক্ষশিলার ব্রাহ্মণ চাণক্যের (বা কৌটিল্যের) সহায়তায় মগধের সিংহাসন হইতে নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া মগধে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৯৬] হিন্দু উপাখ্যান যথা, মুদ্রারাক্ষস ও বিষ্ণু পুরাণে তাহাকে নন্দবংশীয় বলা হইয়াছে[৩৯৭]। মহাবংসটীকাতে মৌর্যদের শাক্যগোষ্ঠীর সহিত যুক্ত করিয়া আদিত্য বা সূর্যবংশীয় বলা হইয়াছে[৩৯৮] যদিও জৈন পরিশিষ্টপার্বনে[৩৯৯] উক্ত আছে যে চন্দ্রগুপ্ত ময়ূরপালকদিগের (Peacock tamers) এক সর্দার কন্যার সন্তান ছিলেন। দিব্যাবদানেও[৪০০] চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার তাঁহাকে ক্ষত্রিয়পর্যায়ভুক্ত বলিয়া দাবী করিয়াছেন (ক্ষত্রিয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত)। উপরন্তু মহাবংসে[৪০১] এবং মহাপরিনিব্বান সুত্তন্তে মৌর্যদের 'পিপ্পলিবনের এক ক্ষত্রিয় শাসকগোষ্ঠী' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাপরিনিব্বান সুত্তন্তের বৃত্তান্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মৌর্যবংশের উদ্ভব 'মোরিয়' নামক এক ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী হইতেই বলিয়া ধরা হয়।[৪০২]

যাহা হউক, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের উত্তর-পশ্চিমের বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করিয়া এবং বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক সর্বভারতীয় শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।[৪০৩] ইহা সর্বজনবিদিত যে তাঁহার রাজত্ব দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়াইয়া পারস্য পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল।[৪০৪]

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন কিনা তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু তাঁহার রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের প্রসার অব্যাহত ছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। থেরগাথা অট্‌ঠকথায়[৪০৫] চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্যের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর পিতাকে বন্দী করিবার কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[৪০৬] জৈন গ্রন্থসমূহে চন্দ্রগুপ্তকে জৈন ধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৪০৭] কথিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্তের জৈনদের ন্যায় জৈন

তীর্থস্থানে অনশনে মৃত্যু ঘটে।[৪০৮] পুনরায় গ্রীক উপাদানে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৪০৯] চন্দ্রগুপ্তের সময়কালের বহু পরিব্রাজক ও সন্ন্যাসীর উল্লেখ গ্রীক লেখকদিগের গ্রন্থে রহিয়াছে[৪১০] যাহাদের পণ্ডিত E. Hultzsch বৌদ্ধভিক্ষু বলিয়াই নির্ণয় করিয়াছেন।[৪১১]

চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার রাজত্বলাভ করেন। বিন্দুসারের অপর নাম ছিল অমিত্রঘাত (শত্রুনিধনকারী)। পুরাণ অনুসারে ইনিও পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৪১২] বিন্দুসারও পিতা চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন।[৪১৩] বিন্দুসারের ধর্মীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রায় নীরবই বলা যায়। সমন্তপাসাদিকাতে[৪১৪] বিন্দুসারকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলা হইয়াছে।[৪১৫] যাহা হউক, বিন্দুসার স্বয়ং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন কিনা বা তিনি বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে কতখানি সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিলেও ইহাই উল্লেখ্য বিষয় যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌর্য সম্রাট অসোকের (অশোক) পিতা ছিলেন তিনি। বিন্দুসারের প্রধানা মহিষী ধম্মার দুই পুত্র অসোক ও তিস্সের[৪১৬] মধ্যে অসোক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক কিংবদন্তী পুরুষ।

সম্রাট অশোক (অসোক)

প্রাক্-অশোকের যুগের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না বটে কিন্তু সম্রাট অশোকের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রসার সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য লাভ করা যায়। ঐতিহাসিকগণ অশোককে (খৃঃ পূঃ ২৭৩-২৩২ অব্দ) "নৃপতিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৪১৭] ভারতীয় ইতিহাসে নিঃসন্দেহে তিনিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। Wheeler অশোক সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব উভয় দিক হইতেই অশোকের রাজত্বতেই প্রথম সুসঙ্গত ভারতীয় মনের প্রকাশ দেখা যায়। উপরন্তু বলা যায় যে তিনি অমর হইয়া আছেন কারণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরেও বহু শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার কার্যকলাপ ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।[৪১৮] অশোকের রাজ্যসীমা

সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় যে পশ্চিমে সিরিয়ার সীমান্ত হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত এবং উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।[৪১৯] কথিত আছে, অশোকের পিতা বিন্দুসারের ষোড়শ মহিষী ও একশত পুত্র ছিল। বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অশোকাবদানে উক্ত রহিয়াছে যে অশোকের মাতা, অশোক জন্মাইবার পরে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে তিনি শোকহীনা, তাই তাহার নাম অশোক হইয়াছে।[৪২০] অশোকের তিস্স ব্যতীত অপর এক সহোদর ভ্রাতার নাম পাওয়া যায়, যথা—বীতশোক।[৪২১] অশোকের মাতুলগণ মোরিযবংশ জাত ছিলেন এবং মোরিয বংশের ধর্মগুরু ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায়ভুক্ত।[৪২২] জানা যায়, অশোক পিতার মৃত্যুর পর একমাত্র তিস্স ব্যতীত তাঁহার শত ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন[৪২৩] এবং ঐ কারণে অশোক 'চণ্ডাসোক' নামে প্রথমে পরিচিত ছিলেন।[৪২৪] পরবর্তী সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও আকৃষ্ট হইলে অত্যন্ত জনহিতকর ও কল্যাণমূলক কাজকর্মের দ্বারা তিনি ধম্মাসোক (ধর্মাশোক) নামে পরিচিতি পান।[৪২৫] Malalasekeraর মতে অশোককে 'চণ্ডাসোক' বলিয়া বর্ণনা করা হয়তো সঠিক হইবে না।[৪২৬] ইহা উল্লেখ্য যে কুমারদেবীর সারনাথ শিলালেখতে 'ধর্মাশোকের' নাম পাওয়া যায়।[৪২৭]

অশোকের রাজপদে অভিষেকের সময়কাল লইয়া বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে। সমন্তপাসাদিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করিবার চারি বৎসর পূর্ব হইতেই রাজ্য পরিচালনা করিতেন।[৪২৮] সিংহলী ইতিবৃত্ত অনুসারে ভ্রাতৃবিরোধের জন্য অশোকের অভিষেক বিলম্বিত হইয়াছিল যদিও এই বক্তব্যের সমর্থনে অন্য কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী অনুসারে অশোক তাঁহার শত ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া পাটলিপুত্র নগরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।[৪২৯] Dr Smith উপরোক্ত মতবাদকে অর্থহীন বলিয়াছেন কারণ অশোকের পঞ্চম শিলালেখ[৪৩০] অনুযায়ী অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ বৎসরেও তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের পরিবারবর্গের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখা গিয়াছে।[৪৩১] মহাবংশ অনুসারে অশোক ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণলাভের ২১৮ বৎসর অতিবাহিত হইলে মগধের রাজা হন।[৪৩২]

যাহা হউক, অশোক বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন না বলিয়া তিনি

যথাযোগ্য রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না কিন্তু কথিত আছে তাঁহার রাজ্য-শাসনের দক্ষতা দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে তক্ষশিলার একটি বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠাইলে অশোক অত্যন্ত নিপুণতার সহিত উক্ত কার্য করিতে সক্ষম হন। ইত্যবসরে পিতার মৃত্যু হইলে তিনি পাটলিপুত্রে আসিয়া রাজ্য দখল করেন।[৪৩৩] চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে বলা হইয়াছে যে ভগবান্ বুদ্ধ অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য ও তাঁহার ধর্মপ্রচারের সম্পর্কে পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন। উপরন্তু দিব্যাবদানে[৪৩৪] তাঁহার 'প্রত্যেকবুদ্ধত্ব' লাভের কথাও উল্লিখিত রহিয়াছে।[৪৩৫]

অশোক রাজা হইয়াই 'দেবানম্ পিয' ও 'দেবানম্ পিয পিয়দসি' উপাধি গ্রহণ করেন।[৪৩৬] অভিষেকের নয় বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জয়লাভ করিলে তাঁহার জীবনে এক অভূত-পূর্ব পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতাই ছিল উক্ত পরিবর্তনের মূলে।[৪৩৭] ইহা জানা যায় যে খৃঃ পূঃ ২৬১ অব্দে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন যদিও সিংহলী ইতিহাসে ঐ ঘটনার উল্লেখ নাই।[৪৩৮] ঐতিহাসিক ডঃ রায়চৌধুরী কলিঙ্গ যুদ্ধকে মৌর্য রাজত্বের ইতিহাসে শেষ বৃহৎ যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৪৩৯] এই যুদ্ধের সহিত মগধের তথা ভারতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। বস্তুতঃ দিগ্বিজয়ের পর্ব শেষ হইয়া ধর্মবিজয়ের পর্ব শুরু হয়।[৪৪০]

কিংবদন্তী অনুসারে, অশোক তাঁহার ভাগিনেয় নিগ্রোধ[৪৪১] শ্রামণের কর্তৃক 'অপ্পমাদ বগ্গ'[৪৪২] দেশিত হইলে উহা শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তিনি বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া পড়েন।[৪৪৩] অশোক তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।[৪৪৪] ইহা জানা যায় যে অশোক হিন্দুরাজাদের ন্যায় প্রচলিত দেবপূজার অনুরাগী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভক্তও ছিলেন।[৪৪৫] অপর দিকে, তিনি আজীবিক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু উপগুপ্তের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।[৪৪৬] অশোক ধর্মান্তরিত হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হইয়া উঠে। বিহারযাত্রা যাহা সকল নৃপতিদের ঐশ্বর্যের নিদর্শনস্বরূপ ছিল তাহার পরিবর্তে তিনি ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেন। তাঁহার ধর্ম ছিল সহজ,

সরল ও উদাব যাহা আদর্শ জীবন, আদর্শ কার্যানুষ্ঠান ও পুণ্যকর্মেব উপবই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সম্রাট অশোকেব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অশোকলেখ বা অশোকলিপিগুলি বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব প্রচাব ও বিস্তাবেব সাক্ষ্য বহন কবে। লেখগুলি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী উভয় লিপিতেই বচিত। বস্তুতঃ, মৌর্যযুগেব তথা ভাবতেব ইতিহাসে অশোকই প্রথম সম্রাট যিনি তাঁহাব আদর্শ ও অনুশাসন এইরূপে লিপিবদ্ধ কবিযা গিযাছেন। অশোকেব লেখগুলি প্রধানতঃ গিবিগাত্রে, স্তম্ভেব উপব ও গুহাব অভ্যন্তবে পাওযা গিযাছে। তাঁহাব প্রাপ্ত লেখেব সংখ্যা সর্বসমেত ৩৪ টি। এগুলিকে সাধাবণভাবে পাঁচ প্রকাবে ভাগ কবা যায, যথা—প্রধান শিলালেখ, অপ্রধান শিলালেখ, প্রধান স্তম্ভলেখ, অপ্রধান স্তম্ভলেখ ও গুহালেখ। অশোকেব প্রধান শিলালেখ-গুলিব সংখ্যা চৌদ্দটি। এগুলি সাবিবদ্ধ অবস্থায পাওযা গিযাছে এবং এগুলি সর্বসমেত একটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ।[৪৪৭] বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এই লেখ-গুলি বিশ্লেষণ কবিলে লেখগুলিব ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় মূল্যাযন কবা যায। জনসাধাবণেব নৈতিক উন্নতিবিধানেব জন্য তাঁহাব ছিল অকুণ্ঠ প্রযাস। বস্তুতঃ তাঁহাব মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা ও ধর্মপ্রচাব।[৪৪৮] কেবলমাত্র ভাবতেব বিভিন্ন স্থানেই নহে সুদূব তক্ষশিলায ও পূর্ব আফগানিস্থানেব জালালাবাদে আবমীয হবফে লিখিত দুইটি লেখ পাওযা গিযাছে। উপবন্তু গ্রীক লিপিতেও অশোকলেখেব নিদর্শন বহিযাছে।[৪৪৯] অশোকেব অপ্রধান শিলালেখ মাত্র দুইটি। এগুলি পাওযা গিযাছে যোন-কম্বোজ অঞ্চলে। এগুলি প্রধান শিলা-লেখেব ন্যায পবস্পবযুক্ত এবং বিশদ নহে, পবন্তু এগুলি সংক্ষিপ্ত।[৪৫০]

অশোকেব প্রধান স্তম্ভলেখ হইল সাতটি। এই সাতটি লেখই দিল্লীব একটি স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ। অশোকেব অপ্রধান স্তম্ভলেখ তিনটি এবং এগুলিব ভিতব সাবনাথ ও সাঁচীতে প্রথমটি, বুদ্ধেব জন্মস্থান লুম্বিনিতে দ্বিতীযটি এবং নিগলিব নামক স্থানে তৃতীযটি আবিষ্কৃত হইযাছে।

গুহালেখেব প্রাপ্তিস্থান গযা জেলাব ববাবব পাহাড়ে। এই লেখটিতে অশোকেব আজীবিক সম্প্রদাযেব প্রতি দানেব উল্লেখ বহিযাছে। উপবোক্ত লেখগুলিব পাঠোদ্ধাব কবেন কলিকাতা টাঁকশালেব কর্মী ও এশিযাটিক সোসাইটিব সহিত যুক্ত জেমস্ প্রিন্সেপ্। এগুলিব পাঠোদ্ধাবেব সমযকাল ১৯৩৭ সাল।

এই লেখগুলিতে অশোকের নিজের নাম উল্লিখিত নাই, একমাত্র চতুর্থ অপ্রধান মাস্কি শিলালেখতে তাঁহার দেবানং প্রিয় উপাধির সহিত নিজের নাম 'অশোক' যুক্ত রহিয়াছে, যথা—'দেবানং পিয়স অসোকস'।[৪৫১] আফগানিস্থানের গ্রীক ও আর্মেণীয় লিপিতেও 'পিয়দসেস' উপাধিটি উল্লিখিত রহিয়াছে।

অশোকের ত্রয়োদশ শিলালেখতে কলিঙ্গ যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে। সেস্থানে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে "কলিঙ্গ জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেবানং প্রিয় ধর্মের অনুসরণে, ধর্মের প্রেমে এবং বারংবার ধর্মানুশীলনের দ্বারা অপরাপর মানুষের মনে ধর্ম বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির কার্যে বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন"। ইহার পরই তিনি অহিংসাব্রত গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ শিলালেখতেই অশোক দাবী করিয়াছেন যে তাঁহার ধর্মমত শুধু ভারত এবং সিংহলেই প্রচারিত হয় নাই, গ্রীকশাসিত অঞ্চলে যথা, সিরিয়া, ঈজিপ্ট, সাইরিন (আফ্রিকায়) এবং এপিরাস অথবা করিন্থে (গ্রীসে) তাঁহার ধর্মমত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কেবলমাত্র তাহাই নহে, যে সকল দেশে তাহার প্রেরিত ধর্মপ্রচারকগণ যান নাই সে সব স্থানের মানুষেরাও তাঁহার ধর্মের কথা শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের উপরোক্ত দাবী যদিও সন্দেহের অবকাশ রাখে কিন্তু Sylvain Levi[৪৫২] তাহার গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে অশোকের রাজত্বের অল্পকাল পরেই বহুসংখ্যক গ্রীক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন ব্যাকট্রিয় গ্রীক রাজা মিনাণ্ডার বা মেনান্দার (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী)। ইনিই পালি সাহিত্যে মিলিন্দ নামে সুপরিচিত। রাজা মিলিন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া রচিত মিলিন্দপঞ্‌হো[৪৫৩] বা মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থটিতে রাজা মিলিন্দের ধর্মান্তরিত হইবার সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে।[৪৫৪] তাঁহার সময়ের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে যাহাতে রাজা নিজেকে 'ধার্মিক' অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের অনুগামী বলিয়াছেন।

যাহা হউক, তাঁহার অপ্রধান শিলালেখতে উল্লেখ রহিয়াছে যে আড়াই বৎসরকাল অতিবাহিত হইলে তিনি বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছেন এবং বৌদ্ধসংঘের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন।[৪৫৫] কথিত আছে সম্রাট অশোক বুদ্ধদেবের দেহভস্মের উপর ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি চতুর্থ শিলালেখতে ভেরীঘোষকে ধর্মঘোষে রূপান্তরিত করিবার কথা বলিয়াছেন। উপরন্তু তাঁহার ১নং, ৩নং, ৭নং, ৯নং এবং ১১নং, ১২নং শিলালেখ ও স্তম্ভ-

লেখ নং ২, ৩এ তাঁহার ধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রহিয়াছে।[৪৫৬] তিনি অপ্রধান শিলালেখ (ভাব্রুলেখ) গৃহী ভক্ত বা উপাসকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। উক্ত লেখটি ধর্মীয় ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে সাধারণভাবে প্রকৃত জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যবোধগুলি জাগ্রত করে। তাঁহার চতুর্থ শিলালেখে তিনি প্রজাগণের সম্মুখে স্বর্গীয় দৃশ্যাবলী, বিমান বা স্বর্গ, হস্তী ও অগ্নির উদাহরণ উপস্থাপিত করিয়াছেন তাঁহাদের ধর্মবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে। তিনি রাজকর্মচারীদিগকে বিভিন্ন প্রকারে ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়াছিলেন। উপরন্তু ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী যথা, ধর্মমহামাত্র ইত্যাদি নিয়োগ করিয়াছিলেন।[৪৫৭] তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপও ধর্মপ্রচারসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। সারনাথের Schism Pillar Edictএ সংঘে ধর্মীয় বিরোধ সম্পর্কেও তাঁহার সুস্পষ্ট বক্তব্য রহিয়াছে। কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত অপ্রধান স্তম্ভলেখতে তাঁহার সংঘের উদ্দেশ্যে অনুশাসন রহিয়াছে।[৪৫৮] উপরোক্ত বিবরগুলি ব্যতীত গুরুজনদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা, আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীর প্রতি সহৃদয়তা, সকল জীবের প্রতি দয়া, শ্রমণ ব্রাহ্মণ, দরিদ্রদিগকে দান ধ্যান, জীবনের পবিত্রতা পালন, সত্যবাদিতা ও দানশীলতা ইত্যাদি তাঁহার লেখগুলির সারমর্ম।

অনেকের মতে অশোকের ধর্মবিজয় নীতির দ্বারা মৌর্যসাম্রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।[৪৫৯] বস্তুতঃ তাঁহার রাষ্ট্রনীতি ও আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় ধর্মবিজয় নীতির ফলে সামরিক দিক হইতে এই সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মই নহে সকল ধর্মের প্রতিই তাঁহার উদারতা পরিলক্ষিত হয়। কল্হণের রাজতরঙ্গিণী, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে কাশ্মীরে জৈনধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে সম্রাট অশোকের অবদানের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[৪৬০] তাঁহার সাম্রাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই নিঃশঙ্ক চিত্তে বসবাস করিত ও তিনি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগকে অকুণ্ঠভাবে দান করিতেন।[৪৬১]

সম্রাট অশোকের অপর একটি কীর্তির কথা না বলিলে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অশোকের সঠিক স্থান নিরূপণ করা যাইবে না। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি বা ধর্মসভা আহূত হয় এবং তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মদূত প্রেরিত

হয়।[৪৬২] সিংহলী ইতিবৃত্ত অনুযায়ী তৃতীয় বৌদ্ধ অধিবেশনের শেষে তিনি নয়টি স্থানে দূত প্রেরণ করেন।[৪৬৩] অর্থকথাগুলি যথা, সমন্তপাসাদিকা[৪৬৪], কথাবত্থুপকরণ[৪৬৫] ও সিংহলী ইতিবৃত্ত[৪৬৬] অনুযায়ী ভিন্ন মতাবলম্বী অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা যাহাতে বৌদ্ধসংঘ কলুষিত না হয় তাহার জন্য তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতিটি সম্রাট অশোক কর্তৃক আহূত হইয়াছিল। সঙ্গীতিটির সময়কাল লইয়া আলোচনা করিলে বলা যায় যে দীপবংসানুসারে[৪৬৭] সঙ্গীতিটি ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৩৬ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল এবং মহাবংসে[৪৬৮] উক্ত রহিয়াছে যে অশোকের রাজত্বের ১৭ বৎসরে সঙ্গীতি আহূত হয়। এইস্থলে উল্লেখ্য বিষয় হইল এই যে অশোকলেখগুলি কিন্তু বিন্দুমাত্রও সঙ্গীতিটির উল্লেখ করে নাই। ইহার ফলে কোন কোন ঐতিহাসিক সঙ্গীতিটি আদৌ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৪৬৯] উপরন্তু, চীনা ও তিব্বতীয় গ্রন্থগুলিতেও তৃতীয় সঙ্গীতিটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এক্ষেত্রে সিংহলী উপাদানগুলি[৪৭০] প্রামাণ্য হিসাবে ধরিলে বলা যাইতে পারা যায় যে সঙ্গীতিটির সভাপতি ছিলেন মহামান্য স্থবির মোগ্গলিপুত্ত তিস্স। স্থবির তিস্স এই উপলক্ষ্যে অভিধম্মপিটকের 'কথাবত্থু'[৪৭১] নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা অনস্বীকার্য যে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকের নাম উপরন্তু ধর্মদূত প্রেরিত স্থানগুলির নামের ভিতরও সামঞ্জস্যের অভাব রহিয়াছে তথাপি ধর্মপ্রচারকগণকে যে সম্রাট অশোক দেশে দেশে পাঠাইয়াছিলেন তাহা সকল সিংহলী উপাদানে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৪৭২] কথিত আছে, তাঁহার ধর্মপ্রচার কেবলমাত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সুদূর এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশেও তাঁহার প্রচার কার্য চলিয়াছিল। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাও ধর্মপ্রচারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।[৪৭৩]

বস্তুতঃ, সম্রাট অশোকের ঐকান্তিক চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম দেশবিদেশে প্রসারলাভ করে এবং বিশ্বের দরবারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে প্রতিফলিত হয়। এই কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তথা পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

উপসংহারে বলা যায় যে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অশোকের স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যে অন্যতম। বস্তুতঃ দারায়ুস বা Xerxes আবেস্তা প্রচারের জন্য ও সেণ্ট পল যীশুখৃষ্টের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে যে উদ্যোগ লইয়া-

ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও সম্রাট অশোকের অনুরূপ উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয়।[৪৭৪]

অশোকের পরবর্তী সময়ে তাঁহার পুত্র কুণাল পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ অনুযায়ী কুণাল জন্মান্ধ ছিলেন এবং অষ্টবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৪৭৫] পুনরায় ইহা জানিতে পারা যায় যে কুণাল মধ্য এশিয়ার দরবারে বৌদ্ধধর্মকে পৌঁছাইয়া দেন। কুণালসূত্রে কুণালের অন্ধত্ব মোচনের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে।[৪৭৬] মধ্য এশিয়ার একটি খোটানী উপকথায় বলা হইয়াছে যে সম্রাট অশোকের পুত্র কুণাল (ধর্মবিবর্ধন) তক্ষশিলা হইতে মধ্য এশিয়ায় আসিয়াছিলেন এবং খোটানের রাজবংস কুণালেরই উত্তরসূরী।[৪৭৭]

অশোকের অপর পুত্র মহেন্দ্র সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মহেন্দ্র বা মহিন্দ বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন যিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভগ্নী সঙ্ঘমিত্রা সমভিব্যাহারে সিংহলদেশে গমন করিয়াছিলেন। অশোকের পরবর্তী মৌর্য নৃপতিগণ অশোকের ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা হিসাবে রাজত্ব করিতেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে অশোকের শেষ বংশধর ছিলেন মগধের পূর্ণবর্মণ যিনি গৌড়রাজ শশাঙ্কের দ্বারা উৎপাটিত বোধিবৃক্ষ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গয়া জেলায় তাঁহার বৌদ্ধ স্থাপত্যের পুনর্বার সংস্কার করিবার তথ্যও পাওয়া যায়।[৪৭৮]

শুঙ্গ ও কাণ্ব যুগ

মধ্যভারতের ভারহুত স্তূপের সিংহদরজায় প্রাপ্ত শিলালেখ হইতে জানা যায় মৌর্যদের পরবর্তী রাজগণ হইলেন শুঙ্গরাজগণ। বাণভট্টের হর্ষচরিত[৪৭৯] অনুযায়ী পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ছিলেন শুঙ্গযুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি মৌর্যরাজার সামরিকবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন।[৪৮০] কথিত আছে, শুঙ্গরা ব্রাহ্মণ বংশীয়। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৪৮১] ইহা জানা যায় যে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।[৪৮২] পুরাণেও পুষ্যমিত্রকে শুঙ্গবংশীয় রাজা বলা হইয়াছে। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রতে অগ্নিমিত্রের পিতা হিসাবে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে।[৪৮৩] দিব্যাবদান অনুযায়ী পুষ্যমিত্র মৌর্যবংশেরই পুত্র[৪৮৪] এবং তাঁহার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। তাঁহার

রাজত্বের সীমা হিসাবে বলা হইয়াছে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত তাহা বিস্তৃত ছিল। তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করিতে হয়।[৪৮৫] পুষ্যমিত্র দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।[৪৮৬] দিব্যাবদানে পুষ্যমিত্রকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং শাক্যমুনির ধর্মের বা বৌদ্ধধর্মের বিরোধী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৪৮৭] যদিও তাঁহার অত্যাচারীর রূপটি ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য নহে তিনি যশোলিপ্সু ছিলেন বলিয়াই বর্ণিত।[৪৮৮] ইহা জানা যায় যে পুষ্যমিত্র সাকল (পাঞ্জাবের শিয়ালকোট) নামক স্থানের বহু বৌদ্ধস্তূপ, বিহার প্রভৃতি ধ্বংস করেন। উপরন্তু তিনি প্রতি বৌদ্ধ ভিক্ষুর কর্তিত মুণ্ডের জন্য একশত সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন।[৪৮৯] তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের বর্ণনায়ও পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর শত্রুরূপে বলা হইয়াছে।[৪৯০]

অপরপক্ষে উল্লেখ্য যে শুঙ্গযুগে বিহার, অযোধ্যা, মালব ও তাহার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে অসংখ্য বৌদ্ধমঠ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর উল্লেখ পাওয়া যায়। পুষ্যমিত্র বৌদ্ধধর্মের সমর্থক মন্ত্রীদের তাঁহার মন্ত্রীপরিষদ হইতে বিতাড়িত করেন নাই। বরং চৈত্য ও শিলালিপি হইতে প্রমাণ করা যায় যে শুঙ্গযুগেও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। সুপরিচিত ভারহুতস্তূপ, সাঁচীস্তূপ যেগুলি শুঙ্গযুগে নির্মিত হইয়াছিল সেগুলি বৌদ্ধধর্মের প্রসারলাভেরই সাক্ষ্য বহন করে।[৪৯১] পুনরায় উল্লেখ করা যায় যে ভারহুত স্তূপ ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি। রাজপরিবার ও দেশের জনসাধারণ যে ঐ স্তূপে দান করিত তাহা ভারহুত শিলালিপি প্রমাণ করে।[৪৯২] এই কারণে ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন যে কোন কোন লেখক যে শুঙ্গদের উগ্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও ঘোরতর বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।[৪৯৩] এস্থলে উল্লেখ্য যে শুঙ্গযুগে কয়েকটি স্থান যথা, সাঁচী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও লৌরিয়া নন্দনগড় বৌদ্ধধর্মের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া জানা যায়।[৪৯৪]

কেবলমাত্র পুষ্যমিত্র শুঙ্গই নহে তাঁহার উত্তরপুরুষদের কথা বলিতে গেলেও উল্লেখকরা যায় যে পুষ্যমিত্রের উত্তরসূরীগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। বস্তুতঃ ভারহুত স্তূপের সিংহদরজার (gateway) স্থাপত্য তাহাই প্রমাণ করে।[৪৯৫]

উপসংহারে বলা যায় যে শুঙ্গযুগেও বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি অব্যাহত ছিল।

স্থাপত্যের নিদর্শন ব্যতীত বলা যায় যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীতে অর্থাৎ শুঙ্গযুগে বৌদ্ধসাহিত্যগুলি যথা মিলিন্দপঞ্হ, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু ও অভিধর্মসাহিত্যের অস্তিত্বও এযুগেই পাওয়া যায়। ভারহুত স্তূপের প্রাচীরের গাত্রে, প্রবেশদ্বারে পালি ত্রিপিটক সাহিত্য হইতে যে সকল উদ্ধৃতি রহিয়াছে সেগুলি স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে শুঙ্গযুগে বৌদ্ধসাহিত্যের বিস্তৃত প্রচলন ছিল। শুঙ্গদিগের অধীনস্থ এক সামন্তরাজ বাৎসীপুত্র ধনভূতির উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি ভারহুত স্তূপের প্রাচীরের গাত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের নিমিত্ত লিপি খোদাই করাইয়াছিলেন।[৪৯৬] মথুরা স্তম্ভলিপিতে এক ধনভূতির উল্লেখ রহিয়াছে যিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৪৯৭] ইহাও উল্লেখ আছে যে দ্বিতীয় ধনভূতি বংশের ধারাবাহিক কার্য অর্থাৎ ভারহুতের প্রধান দ্বারে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের উদ্দেশ্যে লিপি খোদাই করান। ইহা তিনি পিতা ও পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই করিয়াছিলেন।[৪৯৮]

শুঙ্গবংশের পরবর্তী শাসকগণ হইলেন কাণ্ববংশীয়। পুরাণে কাণ্বদিগকে 'শুঙ্গভৃত্য' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৪৯৯] কথিত আছে শুঙ্গবংশের শেষ শাসক প্রথম কাণ্বরাজ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। কাণ্বদিগের রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রথম কাণ্বরাজ ছিলেন বাসুদেব যিনি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে রাজা হন। এযুগেও বৌদ্ধ স্থাপত্যগুলির কথা জানিতে পারা যায় যথা, ভাজা, বিদিশা, কন্হেরী, নাসিক, কার্লে, অজন্তা ইত্যাদি স্থানে। অর্থাৎ ইহা বলা যায় যে পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধস্থাপত্যের যেরূপ নিদর্শনগুলি পাওয়া যায় তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে শুঙ্গ-কাণ্বযুগে বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় নাই।[৫০০]

ইন্দো-গ্রীক যুগ

গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশের অধিপতি হইয়াছিলেন সেনাপতি সেলুকাস। কিন্তু খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের মধ্যে সেলুকাসের বংশধরদিগের রাজত্বকালেই এই সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া কতকগুলি প্রদেশে বা স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যাক্ট্রিয়া ও পার্থিয়া ছিল অন্যতম। অপর দিকে

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যসাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হইলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মৌর্য অধিকার ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে এবং এই দুর্বলতার সুযোগে গ্রীকরা পুনরায় উত্তর-পশ্চিম ভারতে আফগানিস্থান, পাঞ্জাব ও সিন্ধুনদের নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলে একটি শক্তিশালী গ্রীকরাজ্য স্থাপন করেন। ইহারা ব্যাক্‌ট্রিয়া হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যে ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক নামেই পরিচিতি লাভ করেন।[১০১] কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সহিত যে 'যবনরাজার' যুদ্ধ হইয়াছিল সেই রাজা ছিলেন ডিমেট্রিয়াস (Demetrios) যাহাকে সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয়গণের নরপতি (King of Indians) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।[১০২]

মিলিন্দ (মিনাণ্ডার)

সে যুগের প্রাপ্ত মুদ্রা হইতে ইন্দো-গ্রীকযুগের অন্ততঃ ত্রিশজনের নাম পাওয়া যায় যাঁহারা আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাসক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে মিনাণ্ডার বা মিনান্দার (পালি সাহিত্যে মিলিন্দ) ছিলেন অন্যতম।[১০৩] সম্ভবতঃ তিনি ডিমেট্রিয়াসের পরিবারভুক্ত ছিলেন।[১০৪] ভারতীয় ইতিহাসে, ভারতীয় কাহিনী ও কিংবদন্তীতে মিনান্দারের নাম বহুল পরিমাণে উল্লিখিত রহিয়াছে।[১০৫] মিনান্দারের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে বলা হইয়া থাকে যে তিনি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে বা ইহার কিছু পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।[১০৬] অপরদিকে তিনি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত।[১০৭] মিলিন্দপঞ্‌হ অনুসারে মিনান্দার বা মিলিন্দ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পাঁচশতবৎসর পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।[১০৮] বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ্ Strabo ও Plutarch মিনান্দারের বিশাল সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। Plutarch রাজা মিনান্দারকে পরাক্রমশালী, ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১০৯] ঐতিহাসিক Rapsonও মিনান্দারকে একাধারে সুদক্ষ যোদ্ধা ও দার্শনিক বলিয়াছেন।[১১০] বস্তুতঃ গ্রীকরাজগণের মধ্যে একমাত্র মিনান্দারই ভারতীয় ইতিহাসে অনন্যসাধারণ স্থানলাভ করিয়াছিলেন।[১১১]

মিলিন্দপঞ্‌হ নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মিনান্দার বৌদ্ধধর্মের এক-

জন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৫১২] মিনান্দাবের বাজধানী ছিল সাগল বা সাকল।[৫১৩] উপবোক্ত গ্রন্থানুসাবে তিনি আলাসান্দা (কাবুলেব নিকট আলেকজান্দ্রিয়া) দ্বীপেব অন্তর্গত কলসীগ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র বিবচিত বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতাতে ও তিব্বতীয় তানজুব (Bstan-hgyui)এ তাঁহাকে 'ভাবতীয় মিলিন্দ' নামে এবং সিনকোট বেলিক্ কাসকেট লেখে তাঁহাকে 'মেনন্দ্র' নামে অভিহিত কবা হইযাছে।[৫১৪] বিবর্ণ ধাতুপাত্রটিতে খবোষ্ঠীলিপিব লেখ[৫১৫] হইতে জানা যায যে পাত্রটি শাক্য-মুনি বুদ্ধেব শবীবধাতুব অংশ বাজা মিনান্দাবেব অধীনস্থ এক সামন্তবাজা বিষকমিত্র ও পববর্তীকালে বিজযমিত্র স্থাপনা কবিযাছিলেন।[৫১৬] মিনান্দাবেব বাজত্ব আফগানিস্থানেব মধ্যদেশ, উত্তব-পশ্চিম সীমান্তস্থান, পাঞ্জাব, সিন্ধু-অঞ্চল, বাজপুতানা ও কাথিযাওডাব এবং পশ্চিম উত্তবপ্রদেশেব কিযদংশ লইযা গঠিত ছিল। পণ্ডিত Tarnএব মতে তাঁহাব বাজত্বে বিভিন্ন সামন্তবাজা বা উপবাজাও বাস করিতেন।[৫১৭]

ইহা জানা যায যে তিনি তাঁহাব বাজত্ব পুত্রকে দান কবিযা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবেন এবং পববর্তীকালে অর্হত্ত্বলাভ কবেন।[৫১৮] মিলিন্দপঞ্হ গ্রন্থটি বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেন ও বাজা মিলিন্দেব কথোপকথন সম্বলিত। এই গ্রন্থটি হইতে জানা যায যে বাজা মিলিন্দ নাগসেনকে কঠিন সমস্যাপূর্ণ কযেকটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন কবিযাছিলেন (dilemmas) যেগুলি ভিক্ষু নাগসেন অত্যন্ত দক্ষতাব সহিত সবলভাবে ব্যাখ্যা কবিযাছেন। এই গ্রন্থানুসাবে মিলিন্দ বৌদ্ধধর্মেব একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৫১৯] তাঁহাব বাজত্বেব উত্তব-পশ্চিমে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বাজাউ'ব নামক স্থানে মিনান্দাবেব বাজত্বেব পঞ্চম বৎসবে বচিত একটি লেখ পাওযা গিযাছে যাহাতে বলা হইযাছে যে বুদ্ধেব পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন তথায স্থাপন কবা হইযাছে।[৫২০] ইহাই তাঁহাব বৌদ্ধধর্মেব পৃষ্ঠপোষকতাব প্রমাণস্ববূপ। তিনি ভিক্ষুদিগেব বসবাসেব নিমিত্ত বিহাব নির্মাণ কবাইয়া ভিক্ষু নাগসেনকে দান কবেন।[৫২১] তাঁহাব সমযে ভাবতে বহু গ্রীক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবিযাছিলেন।[৫২২] কেবল তাহাই নহে তাঁহাবা সদ্ধর্ম প্রচারের কার্যেও বিশেষভাবে সহাযতা কবিযাছিলেন।[৫২৩]

পূর্বেই উক্ত হইযাছে যে তাঁহাব বাজত্বকালে বহু প্রকাব মুদ্রা পাওযা গিযাছে। এই মুদ্রাগুলি অধিকাংশই বৌপ্য নির্মিত, কিছু কিছু তাম্র

মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। মিনান্দার ব্যতীত অন্য কোন ইন্দো-গ্রীক শাসকের এত বিচিত্র ধরণের (ত্রিশ রকমেরও বেশি) মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। কাবুল হইতে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমে মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার মুদ্রা ছড়াইয়া ছিল। কাথিয়াওয়াড়ে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাঁহার মুদ্রার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে।[৫২৪] তাঁহার বহু মুদ্রায় 'মহারাজস' (মহারাজের) 'এতরস' (ত্রাতার) 'মেনাদ্রস' (মেনান্দারের) শব্দগুলির ব্যবহার রহিয়াছে।[৫২৫] পুনরায় 'ধার্মিকস' (ধার্মিকের) শব্দটি 'এতরস' শব্দের পরিবর্তে কোন কোন মুদ্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে। রৌপ্যমুদ্রায় রাজার যে আবক্ষ মূর্তি রহিয়াছে তাহা একজন বয়স্ক ব্যক্তির। কেহ কেহ বলেন যে মিনান্দার বেশি বয়সে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার মুদ্রার আটটি অরযুক্ত (spokes) ধর্মচক্রের ছাপও পাওয়া যায়। যদিও Tarn এই চক্রকে ধর্মচক্র না বলিয়া ইহা তাঁহার 'রাজচক্রবর্তী' আদর্শের প্রতীক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৫২৬] ইহা জানা যায় যে তাঁহার মৃত্যুর পর বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার দেহভস্ম (বুদ্ধের ন্যায়) সংগ্রহ করিবার অদম্য উৎসাহ পরি-লক্ষিত হয়।[৫২৭] ইহা ব্যতীত, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহু বুদ্ধমূর্তি ও ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই ভাস্কর্য ইন্দো-গ্রীক শিল্প নামে খ্যাত।[৫২৮] ইহা ইন্দো-গ্রীক যুগে বৌদ্ধধর্মের বিপুল পরিমাণে প্রসারতার সাক্ষ্য বহন করে।

মিনান্দারের পরবর্তী যুগের ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক নেতাগণও ভারতীয় ধর্মাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মিনান্দারের পরবর্তীকালে থিওডোরাস নামক জনৈক গ্রীক মেরিডার্ক (ক্ষুদ্র অংশের শাসক) সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি বুদ্ধের পূতচিহ্ন সোয়াট উপত্যকায় উদ্যান নামক স্থানে এক মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে।[৫২৯] অপর একজন গ্রীক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্যে তক্ষশিলায় একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কার্যে তাঁহার সহধর্মিণীও তাঁহার সহিত যুক্ত ছিলেন।[৫৩২] মিনান্দারের পরবর্তী রাজা অগাথোক্লেস তাঁহার মুদ্রায় বৌদ্ধস্তূপ ও বোধিবৃক্ষের চিহ্ন ব্যবহার করিতেন বলিয়া জানা যায়।[৫৩১]

সাধারণ গ্রীক ব্যক্তিরাও যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয় সাঁচী স্তূপের লেখ হইতে।[৫৩২] তথায় উক্ত রহিয়াছে যে লেখটিতে 'সেতপথিয় যোন' বা 'সেতপথের যোন বা গ্রীকের দানের উল্লেখ

রহিয়াছে। উপরন্তু খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর বৌদ্ধ চৈত্য কার্লেতে 'ধম্মযবন' শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে[৫৩৩] যাহা প্রমাণ করে যে উহা কোন বৌদ্ধ যবন বা গ্রীকের দানসম্বলিত। পুনরায় পুনা জেলার জুন্নারে যে শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে সেস্থলে বৌদ্ধ সংঘের ব্যবহারের নিমিত্ত উহা নির্মাণের উল্লেখ রহিয়াছে।[৫৩৪]

সুতরাং বলা যায় যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম ভারতে বসবাসকারী সকল দেশবাসীর,-ভারতীয় বা বিদেশী সকলের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল।

শক-পল্হব যুগ

ভারতবর্ষে যবন বা গ্রীক উপনিবেশের পাশাপাশি ভারতীয় সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে শক (স্কাইথিয়ান) ও পল্হব (পার্থিয়ান) রাজত্বের উল্লেখ রহিয়াছে। শকগণ মধ্য এশিয়ার সিরদরিয়ার উত্তরাঞ্চলের একটি যাযাবর জাতি। খৃঃ পূঃ ২য় শতকের মধ্যভাগে ইহারা ইউ-চি জাতি দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কালক্রমে সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম-ভারত দখল করিয়া একাধিক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। শক নরপতিগণকে সাধারণতঃ 'ক্ষত্রপ' বলা হইত।[৫৩৫] ক্ষত্রপগণ পুনরায় দুই-ভাবে পরিচিত ছিল যথা উত্তরাঞ্চলীয় অর্থাৎ তক্ষশিলা ও মথুরার ক্ষত্রপগণ ও সৌরাষ্ট্রের বা পশ্চিমী ক্ষত্রপগণ। উত্তরাঞ্চলের রাজা হিসাবে ময়েস (Mayes)-এর নাম পাওয়া যায়। কাবুল উপত্যকা, পূর্ব পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী অঞ্চল, গন্ধার এলাকা তাঁহার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ময়েসই মহারাজ মোগ (Moga) নামে তক্ষশিলা তাম্রলেখতে উল্লিখিত হইয়াছেন।[৫৩৬] উপরোক্ত লেখটি ধর্মীয় ইতিহাসের দিক হইতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে কারণ ইহাতে শাক্যমুনির (বুদ্ধের) দেহভস্মের স্থাপনা ও তক্ষশিলার উত্তর-পূর্ব দিকে একটি সংঘারাম বা বিহার (ক্ষেম বা ছেম নামক) নির্মাণের কথা রহিয়াছে। Cunningham ইহাকে 'সিরসুখ' নামক স্থানের সহিত সনাক্ত করিয়াছেন।[৫৩৭]

পরবর্তীকালে ময়েসের উত্তরসূরী ২য় অজেস (Azes)এর সময় কলয়ান তাম্রলেখ পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। কলযান তক্ষশিলার নিকটবর্তী স্থান। এস্থলে বৌদ্ধধর্মের

উপাসিকা ছন্দ্রাভির উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি একটি স্তূপে বুদ্ধের দেহধাতু স্থাপনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি তাঁহার শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের পুণ্যের নিমিত্ত এবং তাঁহার স্বয়ং নির্বাণপ্রাপ্তির জন্য ঐ পুণ্যকার্য করিয়া বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।[৫৩৮] অজেসের সময়ের অপর একটি রৌপ্যলেখেরও উল্লেখ পাই যাহা অজেসের রাজত্বকালে উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সুস্পষ্ট নির্দশন বহন করে।[৫৩৯] খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর মধ্যভাগে মথুরায় ক্ষত্রপদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারা মহাক্ষত্রপ অভিধা গ্রহণ করিতেন।[৫৪০] এই বংশের রাজুবুল ও ষোডাশ নামক দুইজন ক্ষত্রপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুগের লিয়াক কুসুলক ও তাঁহার পুত্র মহাদানপতি পতিকরের উৎসর্গীকৃত তক্ষশিলার তাম্রলেখতে চব্বিশজন বুদ্ধের ও বুদ্ধকল্পের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।[৫৪১] এস্থলে একটি কোণাগমন (কণকমুনি) বুদ্ধের স্তূপ রহিয়াছে যেস্থলে মনে করা হইত যে গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধ কোণাগমন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫৪২]

মথুরার পরবর্তী রাজারূপে মহাক্ষত্রপ রাজুল বা রাজুবুলের নাম পাওয়া যায়।[৫৪৩] মথুরায় রাজুবুলের রাজত্বে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল। মথুরার শকক্ষত্রপগণের প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে উল্লেখ করা যায় শীর্ষসিংহস্তম্ভলেখের।[৫৪৪] স্তম্ভলেখটি হইতে ক্ষত্রপ রাজপরিবার যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহা জানা যায়। লেখটিতে রাজুল (রাজুবুল)এর প্রধানা মহিষী কর্তৃক মন্দিরে বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপনার বর্ণনা রহিয়াছে এবং এই পবিত্র কার্যে মহিষীর যে সকল আত্মীয় ও পরিচিতগণেরা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও এস্থলে নামোল্লেখ রহিয়াছে। লেখটি খরোষ্ঠীলিপিতে রচিত একটি উৎসর্গীকৃত নিদর্শন।[৫৪৫] এই স্তম্ভলেখটি ১৮৬৯ অব্দে প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী একটি স্থানীয় শীতলামাতার মন্দিরের সোপান হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এটি কোন বৌদ্ধ স্তূপের প্রবেশ পথের পার্শ্বে স্থাপিত ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়।[৫৪৬] ক্ষত্রপ পরিবারের বংশপরিচয়সমন্বিত এই লেখটির ঐতিহাসিক দিক হইতেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।[৫৪৭] মথুরা শীর্ষসিংহস্তম্ভলেখ হইতে পুনরায় অবগত হওয়া যায় যে বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা সর্বাস্তিবাদ মতাবলম্বী বহুসংখ্যক ভিক্ষু তথায় বসবাস করিতেন।[৫৪৮]

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে গন্ধাররাজ্যের একাংশ শকগণের হস্ত হইতে পহ্লবদিগের অধিকারে চলিয়া যায়।[৫৪৯] পহ্লবরাজ ফ্রাওটিস (Phraotes) সেই সময় তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। পহ্লবরাজগণের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম অংশে যাহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাদের ভিতর মধ্যে রাজা ছিলেন গণ্ডোফারনিস। পহ্লবদিগের রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। এপ্রসঙ্গে তক্‌ৎ-বাহি (Takht Bahi) নামক একটি শিলালেখের উল্লেখ করা যায় যাহাতে উক্ত রহিয়াছে যে অত্যন্ত পবিত্র বৈশাখ মাসে ধর্মীয় দান করা হইতেছে।[৫৫০] সেই কারণে উপরিলিখিত দানটি বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত দান হিসাবেই ধরা যাইতে পারা যায়।[৫৫১]

যাহা হউক, এক কথায় বলা যায় যে শক পহ্লব যুগটিতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হইলেও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ব্যাহত হয় নাই।

কুষাণ যুগ

মৌর্য যুগে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের যে প্রভাব বা বিস্তার ঘটিয়াছিল পরবর্তী সময়ে তাহা ক্রমশঃ ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেও কুষাণ যুগে তাহা পুনরুজ্জীবিত হয় কুষাণ রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায়।

কুষাণগণ ছিলেন পশ্চিম চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে কান্‌-সু প্রদেশের ইউ-চি নামক এক যাযাবর জাতির শাখাবিশেষ।[৫৫২] এই কুষাণরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুজুল কদ্‌ফিসেস্ (Kadphises I)। কুজুল কদ্‌ফিসেস বা প্রথম কদ্‌ফিসেসের সময়কালের মুদ্রায় তাঁহাকে 'ধর্মস্থিত' এবং কিছু সংখ্যক মুদ্রায় তাঁহাকে সত্যধর্মস্থিত (সচধর্মতিথ) অর্থাৎ 'প্রকৃত ধর্মে নিষ্ঠা-বান্' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।[৫৫৩] ডঃ রায়চৌধুরীর মতে 'সত্যধর্ম' বলিতে সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মকেই বুঝাইয়াছে। কদ্‌ফিসেসের মৃত্যুর পর বিম কদ্‌ফিস বা ২য় কদ্‌ফিস কুষাণ সাম্রাজ্য লাভ করেন। ২য় কদ্‌ফিসেসের মুদ্রায় 'মহীশ্বর' (অর্থাৎ মহেশ্বরের ভক্ত) কথাটি উল্লিখিত রহিয়াছে। ইহা তাঁহাকে শৈব ধর্মাবলম্বী বলিয়া চিহ্নিত করে। ২য় কদ্‌ফিসেসের পরবর্তী শাসক ছিলেন 'কণিষ্ক' যাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাসহ বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব বিস্তারলাভ ঘটে দেশে বিদেশে। বস্তুতঃ সম্রাট কণিষ্কের নাম বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে

স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। মৌর্য সম্রাট অশোকের পরবর্তী অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হইলেন সম্রাট কণিষ্ক। ডঃ অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কণিষ্ক সম্পর্কে বলিয়াছেন যে "He was as great a patron of Buddhism as king Asoka and his name is as familiar to the Buddhists as that of Asoka"[৫৫৪]

কণিষ্ক

কণিষ্ক ছিলেন কুষাণবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণ এবং রাজত্বকালের সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত হইতে পারেন নাই।[৫৫৫] কিন্তু বহু পণ্ডিত যথা James Fergusson, H Oldenberg, J. Thomas, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ও J Rapson এর মতে কণিষ্ক খৃষ্টীয় ৭৮ খৃষ্টাব্দে এক অব্দের প্রচলন করেন যাহা শকাব্দ নামে পরিচিত।[৫৫৬] কণিষ্ক একজন সার্থক যোদ্ধা ছিলেন, তিনি বহু রাজ্যজয়ের দ্বারা এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পেশোয়ার, সুইবিহার, জেডা এবং মানিকিয়ালায় (রাওয়ালপিণ্ডির নিকট) প্রাপ্ত কণিষ্কের খরোষ্ঠী লেখ হইতে জানা যায় যে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব, উত্তর সিন্ধু-দেশ এবং গন্ধার তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৫৫৭] কল্হণের রাজতরঙ্গিণী ও কয়েকটি বৌদ্ধগ্রন্থে কণিষ্কের কাশ্মীর শাসনের উল্লেখ আছে। একটি বৌদ্ধগ্রন্থের চৈনিক অনুবাদে পার্থিয়ার সহিত কণিষ্কের যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ কাশ্মীর, কাবুল, গন্ধার, পূর্বভারতে গাজীপুর, গোরক্ষপুর, পশ্চিমে পার্থিয়া, চীন সাম্রাজ্যের কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান তিনি জয় করিয়াছিলেন। তিনি সাকেত (অযোধ্যা) ও পাটলিপুত্র আক্রমণ করিয়াছিলেন।[৫৫৮] ইহা বলা যায় যে তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে খোরাসান হইতে পূর্বে বিহার পর্যন্ত এবং উত্তরে খোটান হইতে দক্ষিণে কোঙ্কন পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কুষাণ সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে একটি ভারতীয় সাম্রাজ্যই ছিল না। এটি একটি মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য এবং ভারতের বিভিন্ন অংশ এই মধ্য-এশীয় সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়াছিল যাহা ইতিপূর্বে কখনও সংঘটিত হয় নাই। তাঁহার রাজত্বে ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু পূর্বভারতের পাটলিপুত্র নগর হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পেশোয়ারে স্থানান্তরিত হয়।[৫৫৯]

কণিষ্ক এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেও তাঁহাকে ভারতের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য।[৬০] তাঁহার মুদ্রা ও পেশোয়ার সম্পুট (casket) লেখ অনুযায়ী তিনি তাঁহার রাজত্বকালের সূচনাতেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাঁহার রাজত্বের কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি পাটলিপুত্র জয় করেন তখন তিনি অশ্বঘোষের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।[৬১] পেশোয়ার সম্পুট লেখটি খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত একটি দানপত্র।[৬২] এটি কণিষ্কপুরের সর্বাস্তিবাদী আচার্যগণের জন্য দান করা হইয়াছিল। সম্পুটটির গাত্রে এবং উপরে বুদ্ধের মূর্তি রহিয়াছে যাহা সাক্ষ্য দেয় যে হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্বাস্তিবাদী আচার্যগণ বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে উৎসাহ দিতেন।[৬৩] চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে পুরুষপুর বা পেশোয়ারের একটি বহুতল চৈত্য ও বৌদ্ধভিক্ষুগণের বসবাসের নিমিত্ত একটি সংঘারামের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৬৪] ইহা জানা যায় যে পেশোয়ারের বৌদ্ধ সংঘারামটি সমসাময়িক ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ক্ষেত্রে কণিষ্কের রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব।[৬৫] তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দুইটি শাখায়, যথা—মহাযান ও হীনযানে বিভক্ত হইয়া পড়ে।[৬৬] কথিত আছে যে কণিষ্ক পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আচার্য পাশ্বর্কের (= পার্শ্বের) পরামর্শে জলন্ধরের কুবনবিহারে (অথবা কাশ্মীরের কুন্দলবন বিহারে) একটি বৌদ্ধ সঙ্গীতির আহ্বান করিয়াছিলেন।[৬৭] বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে ইহাকে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।[৬৮] বৌদ্ধ দার্শনিক বসুমিত্রের সভাপতিত্বে এই অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। তারনাথের মতে এই সঙ্গীতিটিতে আঠারটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারস্পরিক কলহ নিষ্পত্তি করিয়া ত্রিপিটকের অলিখিত অংশের প্রথম লিখিতরূপ দেওয়া হয় এবং লিখিত অংশের ভুলভ্রান্তিও দূর করা হয়।[৬৯] জানা যায় যে সেইসময় বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা হিসাবে বহু টীকা রচিত হয় যেগুলি বৌদ্ধসাহিত্যে বিভাষাশাস্ত্র নামে পরিচিত হইয়াছিল।[৭০] এস্থলেই 'মহাযান' নামক নূতন ধর্মমতের উদ্ভব হয় যাহার মূলতত্ত্ব হইল 'বোধিসত্ত্বযান' যাহা কালক্রমে মহাযান আখ্যা পায়। অপরদিকে, মহাযানের বিরুদ্ধ মতবাদ অর্থাৎ প্রাচীন থেরবাদ মতবাদকে হীনযান আখ্যা দেওয়া হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী

একপক্ষে সাধারণ মানুষ ও অপরপক্ষে বুদ্ধের মধ্যবর্তী বোধিসত্ত্বের (অর্থাৎ পরোপকারে আত্মোৎসর্গীকৃতের) কল্পনা করা হইয়াছে। বোধিসত্ত্বগণ তাঁহাদের পুণ্যকর্মের দ্বারা সমষ্টির মুক্তি ঘটাইতে পারেন বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে। অবশ্য কণিষ্কের সময়ের বহু পূর্ব হইতেই বৌদ্ধধর্মে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসিতেছিল। কিন্তু চতুর্থ সঙ্গীতিতে এই পরিবর্তন পূর্ণতা লাভ করে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়। রাজা কণিষ্ক স্বয়ং মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৫৭১] কথিত আছে এই সঙ্গীতির সমগ্র ফলাফল অর্থাৎ রচিত গ্রন্থগুলি তাম্রশাসনে খোদিত আছে একটি স্তূপের অভ্যন্তরে, যদিও এখনও পর্যন্ত এগুলি প্রাপ্ত হয় নাই।[৫৭২] হিউয়েন সাঙ ও তারনাথ উভয়েই গ্রন্থগুলিতে কোন ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতাচার্য অশ্বঘোষ যেহেতু এই গ্রন্থগুলির রচনার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন সেহেতু এগুলিতে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া ধরা হয়।[৫৭৩] অশ্ব-ঘোষের 'সূত্রালঙ্কার' গ্রন্থে কণিষ্কের পূর্বভারত জয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি একান্ত আনুগত্যের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[৫৭৪] একটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতেই সর্বপ্রথম সংস্কৃতের ব্যবহার পরি-লক্ষিত হয়।[৫৭৫] অপরদিকে, পূর্বের সঙ্গীতিগুলিতে পালিভাষার প্রয়োগ সর্বজনবিদিত, এবং এক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপবিশেষ। এই চতুর্থ সঙ্গীতিটি সম্পর্কে সিংহলী উপাদানগুলি বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেনি, অনুমান করা হয় যে থেরবাদী ভিক্ষুগণ যেহেতু ইহাতে যোগদান করেননি সেই কারণে সিংহলী গ্রন্থগুলিতে চতুর্থ সঙ্গীতিটি উল্লিখিত হয় নাই।[৫৭৬] হিউয়েন সাঙ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে সঙ্গীতিটি বুদ্ধের পরিনির্বাণের চারিশত বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৫৭৭] তিব্বতীয় উপাদান অনুযায়ী সঙ্গীতিতে পাঁচশত জন অর্হৎ পাঁচশত জন বোধিসত্ত্ব এবং পাঁচশত-জন পণ্ডিত যোগদান করিয়াছিলেন।[৫৭৮]

কণিষ্কের সময়কালের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মুদ্রায় তিনি কণেষ্কি নামে চিহ্নিত।[৫৭৯] মুদ্রাগুলিতে 'বোদ্দো' (বুদ্ধ) অথবা 'সকোমো বোদ্দো' (শাক্যমুনি বুদ্ধ) নাম খোদিত রহিয়াছে।[৫৮০] ইহা তাঁহার শাক্যমুনি বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় বহন করে।

খৃষ্টীয নবম শতাব্দীতে দেবপালেব সময়কালেব একটি লেখ হইতে জানা যায যে কণিষ্কেব নির্মিত কণিষ্ক মহাবিহাবটি বৌদ্ধ সংস্কৃতিব অন্যতম কেন্দ্রবূপে পবিগণিত হইত।[৫৮১] ভাবতেব বাহিবে বিশেষতঃ মধ্য এশিযায ও দূব প্রাচ্য অঞ্চলে যথা চীন, কোবিয়া, জাপান প্রভৃতি জাযগায বৌদ্ধ ধর্ম ছডাইযা পডে মূলতঃ তাঁহাবই পৃষ্ঠপোষকতায।

সাহিত্যে ও শিল্পেব ক্ষেত্রেও তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাব বাজসভা অলংকৃত করিতেন পার্শ্ব, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চবক, নাগার্জুন, সংঘবক্ষ, মাঠব, গ্রীক এজেসিলেওস প্রভৃতি সাহিত্যিক ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বচযিতাগণ।[৫৮২] মথুবাব নিকট মাত নামক স্থানে খননকার্যেব ফলে কণিষ্কেব একটি পূর্ণাবযব মূর্তি পাওযা গিয়াছে।[৫৮৩] ইহা ব্যতীত তাঁহাব বাজত্বে মহিলা ভক্তগণেব দ্বাবা বোধিসত্ত্বেব মূর্তি স্থাপনাবও উল্লেখ বহিযাছে।[৫৮৪] উপবন্তু উল্লেখ্য যে কণিষ্কেব সমযেই গন্ধাব শিল্প অর্থাৎ গ্রীক, বোমান ও বৌদ্ধ শিল্পেব এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিযাছিল। অমবাবতী, কৃষ্ণা নদীব উপত্যকা, মথুবা, তক্ষশিলা, কণিষ্কপুব প্রভৃতি স্থানে গন্ধাব ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পেব চমৎকাব নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইযাছে।

অপব একটি কথা না বলিলে তাঁহাব বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিযা যায। যদিও তিনি স্বযং মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন তবুও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে তিনি বিবুদ্ধ মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তাহাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওযা যায তাঁহাব মুদ্রাগুলিতে। সেস্থানে অন্যান্য ধর্মেব দেবদেবীব মূর্তিও অঙ্কিত বহিযাছে।[৫৮৫]

যাহা হউক, বাজা কণিষ্ক কেবলমাত্র কুষাণবংশেবই শ্রেষ্ঠ বাজা ছিলেন তাহা নহে, তিনি ভাবতেব শ্রেষ্ঠ নবপতিগণেব মধ্যেও ছিলেন অন্যতম।

কণিষ্কেব পববর্তী কুষাণবাজগণেব মধ্যে হুবিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁহাব কযেকটি লেখ উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত ও পূর্ব আফগানিস্তানে পাওযা গিযাছে। তাঁহাব নামাঙ্কিত অসংখ্য স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা তাঁহাব সমৃদ্ধশালী বাজত্বেব পরিচয বহন কবে। বাজতবঙ্গিণী[৫৮৬] হইতে জানা যায যে তিনি কাশ্মীবে হুষ্কপুব (বর্তমান উসকুব) নামক একটি নগব নির্মাণ কবান।[৫৮৭] কথিত আছে হুবিষ্ক মথুবাযও হুষ্কপুব বৌদ্ধবিহাব নির্মাণ কবাইযাছিলেন। হিউয়েন সাঙ উক্ত বিহাবেই

আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫৮৮] হুবিষ্ক বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরটিরও সংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৫৮৯] উপরন্তু তাঁহার সময়ে সম্ভবতঃ কাশ্মীর বৌদ্ধদিগের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।[৫৯০] হুবিষ্কও কণিষ্কের ন্যায় সর্বধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন।[৫৯১]

কণিষ্ক এবং হুবিষ্কের পরবর্তী কুষাণ রাজাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহা উল্লেখ্য যে ক্রমে ক্রমে কুষাণগণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রাধান্য হারাইয়া ফেলে এবং গুপ্তবংশ, হূন ও মুসলমানদের আক্রমণে কুষাণ সাম্রাজ্য বিলুপ্তির পথে আগাইয়া যায়।

সাতবাহন যুগ

মৌর্য পরবর্তী যুগের ইতিহাস বলিতে উত্তর ভারতে যেমন প্রধানতঃ কুষাণগণের ইতিহাস বোঝায় সেইরূপ দক্ষিণ ভারতে সাতবাহনদিগের ইতিহাসকেই নির্দেশ করে।

রাজা সিমুক ছিলেন সাতবাহন রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা যদিও ঐতিহাসিকগণ তাঁহার রাজত্বের সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মতামত দিয়াছেন।[৫৯২] পৌরাণিক তালিকাসমূহে প্রাপ্ত ঘটনাবলী হইতে ধারণা করা যায় যে এই বংশের প্রথম রাজা সিমুকের রাজত্বের সূচনা হয় সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ২৩০ অব্দে।[৫৯৩] পুনরায় উল্লেখ্য যে পুরাণে সাতবাহনদিগকে 'অন্ধ্রদেশীয়' বলা হইয়াছে। তাঁহার রাজধানী গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল (বর্তমান ঔরাঙ্গাবাদ জেলার পৈটান)।

সিমুকের পরবর্তী রাজা ছিলেন কৃষ্ণ বা কণহ।[৫৯৪] কথিত আছে, সাতবাহন রাজগণের মধ্যে প্রথম সাতকর্ণি বাসিষ্ঠি পুত্র পুলুমাভি ও যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৫৯৫] বস্তুতঃ সমগ্র সাতবাহন যুগে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন লেখ, অসংখ্য গুহা এবং বৌদ্ধস্তূপ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৯৬] গুহাগুলি পশ্চিম উপকূলের বন্দর হইতে শুরু করিয়া বাণিজ্য পথ বরাবর নির্মিত হইয়াছিল।[৫৯৭] সাতবাহনদের দ্বিতীয় রাজধানী জুন্নারকে ঘিরিয়া ১৩৫টি গুহা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। অমরাবতীর স্তূপ, ঘণ্টশালের বৌদ্ধস্তূপ, পুনার নিকটবর্তী ভাজার গুহা,

কার্লেব চৈত্য বা গুহামন্দিব এই যুগেই নির্মিত হইযাছিল। নাসিকেও সাতবাহনগণ বৌদ্ধবিহাব নির্মাণ কবিযাছিলেন।[৫৯৮] ইহা জানা যায যে সাতবাহন যুগেব শেষেব দিকে দাক্ষিণাত্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বুদ্ধমূর্তি পূজাব প্রচলন হয।[৫৯৯]

গুপ্তযুগ

মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পাঁচ শতাব্দী পবে গুপ্তদের নেতৃত্বে মগধকে কেন্দ্র কবিযা দ্বিতীযবাব অপব একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য গডিযা উঠিযাছিল। চৈনিক পবিব্রাজক ইত্সিং (সপ্তম শতাব্দী) গুপ্তবাজ শ্রীগুপ্তকে দ্বিতীয শতাব্দীতে মগধেব বাজা ছিলেন বলিযা উল্লেখ কবিয়াছেন।[৬০০] ডঃ বায-চৌধুবীব মতে দ্বিতীয খৃষ্টাব্দ হইতেই মগধ ও তাহাব পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে গঙ্গা পর্যন্ত স্থানসমূহে 'গুপ্ত' শাসনেব ইঙ্গিত পাওযা যায়।[৬০১] ইত্সিং-এব বিববণ অনুযাযী মহাবাজা শ্রীগুপ্ত একটি বৌদ্ধমন্দিব তৈয়াবী কবাইযাছিলেন। মন্দিবটি নালন্দাব পূর্বদিকে ৪০ যোজন দূবে অবস্থিত ছিল এবং ইহা 'চীনামন্দিব' নামে খ্যাত ছিল। ইহা জানা যায যে মন্দিবটি মৃগশিখাবন (Mi-li-kia-si-kia-po-no) নামক স্থানে তৈযাবী কবা হইযাছিল।[৬০২] উপবন্তু ইত্সিং পুনবায লিপিবদ্ধ কবিযাছেন যে চীনা ভিক্ষুদিগের সুবিধার্থে তিনি বাসস্থানও নির্মাণ কবাইযাছিলেন। কথিত আছে যে শ্রীগুপ্তেব বাজত্বকালে চীনদেশেব সেজছুযেন, (Sz'chuen) নামক স্থান হইতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধগযাব মহাবোধি মন্দিবে তাঁহাদেব শ্রদ্ধা জানাইতে আসিযাছিলেন।[৬০৩]

যাহা হউক, সকল ঐতিহাসিকগণেব মতে গুপ্ত সাম্রাজ্যেব সর্বপ্রথম স্বাধীন বাজা ছিলেন 'মহারাজাধিবাজ' প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যাঁহার পিতা ছিলেন ঘটোৎকচ গুপ্ত ও পিতামহ ছিলেন মহাবাজ গুপ্ত।[৬০৪] যদিও গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মেব প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, গুপ্তগণের পবধর্মসহিষ্ণুতাব জন্য তাঁহাদেব সময়ে বৌদ্ধধর্মেব সম্প্রসাবণ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় নাই। লিপিমালা-গুলি ও বিদেশী পর্যটকগণেব বিববণ উক্ত সাক্ষ্যই বহন কবে। যে সকল গুপ্তরাজাদিগেব পৃষ্ঠপোষকতায বৌদ্ধধর্ম অগ্রগতি লাভ কবিযাছিল তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে।

সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র। কথিত আছে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সকল পুত্রদিগের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকে তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করিয়া যান।[৬০৫] বস্তুতঃ, গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। তাঁহার অপর নাম ছিল কাচ।[৬০৬] সমুদ্রগুপ্তের ইতিহাস জানিবার জন্য দুইটি মূল্যবান্ লেখের উল্লেখ করা যায়, যথা—মধ্যপ্রদেশের এরাণ লেখ ও রাজকবি হরিষেণ রচিত এলাহবাদ স্তম্ভলেখ বা হরিষেণ প্রশস্তি। ইহা ব্যতীত, বিভিন্ন মুদ্রা ও লেখতে, বৌদ্ধগ্রন্থ আর্য-মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে ও যবদ্বীপের একখানি গ্রন্থ 'তন্ত্রিকামণ্ড'তেও তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬০৭] ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে সমুদ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৬০৮] যদিও তাঁহার রাজত্বকালের সময় সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে।[৬০৯] সমুদ্রগুপ্ত একজন দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ও সুদক্ষ রাজ্যশাসক ছিলেন। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। ইহা ব্যতীত, দাক্ষিণাত্যের নৃপগণ ও সীমান্তের অন্যান্য রাজ্যগুলি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। বস্তুতঃ, সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে একরাট বা একচ্ছত্র রাজাধিরাজ-রূপে পরিগণিত করিতে চাহিয়াছিলেন।[৬১০] সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের পদ্ধতি সকল স্থানে একরূপ ছিল না। দাক্ষিণাত্যে তিনি ধর্মবিজয়ীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াও অধিকার করেন নাই।[৬১১]

সমুদ্রগুপ্ত সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইয়াও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন এবং সেই কারণে তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।[৬১২] বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত বসুবন্ধুকে (যিনি বৌদ্ধদর্শনের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহাকে) সমুদ্রগুপ্ত অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন।[৬১৩] কথিত আছে যে তাঁহার পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের নির্দেশে তিনি বসুবন্ধুর নিকট বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।[৬১৪] সুতরাং ইহা প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগেও বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের

ইতিহাসে অপর একটি স্মরণীয় ঘটনা হইল ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান। সপ্তম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক Wang Hiuen ts'e[৬১৫]এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে বৌদ্ধ সিংহলী রাজা মেঘবর্মন (মেঘবর্ণ)এর রাজত্বকালে দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধগয়ার বজ্রাসনে[৬১৬] শ্রদ্ধা জানাইতে বুদ্ধগয়ায় আসেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ সম্রাট অশোকের দ্বারা নির্মিত বিহারে থাকিবার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া শ্রীলংকায় ফিরিয়া যান এবং ইহাতে সিংহলরাজ সমুদ্রগুপ্তের নিকট দূত পাঠাইয়া সিংহলী ভক্তদিগের জন্য পবিত্র বৃক্ষের নিকটবর্তী স্থানে সিংহলী ভিক্ষু-দিগের বসবাসের নিমিত্ত বিহার নির্মাণের জন্য অনুমতি চান। অতঃপর, সমুদ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে বুদ্ধগয়ায় সিংহলরাজ মেঘবর্মণ বিহার নির্মাণ করাইয়া দেন[৬১৭]। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে চীনা পরিব্রাজকের বিবরণীর সহিত অন্যান্য উপাদানের কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৬১৮]

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।[৬১৯] দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের ভিলসার নিকটবর্তী উদয়গিরি গুহালেখ ও মথুরালিপি হইতে এবং সমসাময়িক মুদ্রা ও সাহিত্য হইতে এ যুগের ইতিহাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। কথিত আছে, তিনি শক শাসনকে ভারত হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া 'শকারী' অর্থাৎ, 'শকদিগের বিনাশকারী' উপাধি গ্রহণ করেন।[৬২০] তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে আরবসাগরের উপকূল হইতে পূর্বে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন এবং বিক্রম সম্বৎ-এর প্রচলন করেন।[৬২১] চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁহার রাজত্বকালে ভারত পরিভ্রমণে আসিয়া ছয় বৎসরকাল তথায় অতিবাহিত করেন। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।[৬২২] দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সাংস্কৃতিক নবজাগরণের দ্বারা চিহ্নিত। তাঁহার 'নবরত্ন' সভা অলংকৃত করিতেন দেশের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ। তিনি স্বয়ং

জ্ঞানবিজ্ঞানেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহাব বাজসভা সংস্কৃতিব কেন্দ্র-স্বব‍ূপ ছিল। তাঁহাব বাজত্বকালে যদিও বৈষ্ণব ও শৈবধর্মগুলিব প্রাধান্য দেখা যায কিন্তু পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মও সমভাবে ক্রিযাশীল ছিল বলিযা প্রমাণ পাওযা যায। তাঁহাব সাঁচী শিলালেখেব বিববণ[৬২৩] হইতে জানা যায যে দ্বিতীয চন্দ্রগুপ্তেব সেনাপতি আম্রকার্দব ঈশ্বরবাসক নামক একখানি গ্রাম ও কিছু মুদ্রা আর্যসংঘে অর্থাৎ কাকনাদবোট বৌদ্ধবিহাবে (সাঁচীব) ভিক্ষুদিগেব আহাব ও প্রদীপ প্রজ্বলিত কবিবাব জন্য দান কবেন।[৬২৪] পুনবায চৈনিক পবিব্রাজক ফা-হিযেনেব বর্ণনায দ্বিতীয চন্দ্রগুপ্তেব বাজত্ব-কালে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মেব সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতিব কথা লিপিবদ্ধ বহিযাছে।[৬২৫] তাঁহাব বচনায তিনি এস্থলেব বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানেব কথা উল্লেখ কবিযাছেন। ইহা ব্যতীত, তিনি পাটলিপুত্র নগবে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদাযেব দুইটি পৃথক পৃথক বৌদ্ধবিহাবেব উল্লেখ কবিযাছেন।[৬২৬] কেবল তাহাই নহে তিনি জ্ঞান ও ধর্মসঞ্চযেব উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানে বহু বিদ্যার্থীব আগমনেব কথা উল্লেখ কবিযাছেন।[৬২৭] এস্থলে আচার্য ভিক্ষু বৈবত বা বেবতেব উল্লেখ আছে যিনি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শিক্ষাদান কবিতেন।[৬২৮] পুনবায উক্ত পর্যটক পাটলিপুত্র নগবে সর্বাস্তিবাদ শাখাব কিছু গ্রন্থেবও উল্লেখ কবিযাছেন।[৬২৯] ইহা ব্যতীত, তিনি পাঞ্জাব, মথুবা, বাবাণসী ও বাংলাদেশেব তমলুক নামক স্থানে বৌদ্ধধর্ম চর্চাব অত্যন্ত সমৃদ্ধি লক্ষ্য কবেন।[২৩০]

প্রথম কুমারগুপ্ত

দ্বিতীয চন্দ্রগুপ্তেব উত্তবাধিকাবী ছিলেন প্রথম কুমাবগুপ্ত। কুমাবগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি গ্রহণ কবিযাছিলেন। ইহা জানা যায যে তিনি ৪১৫-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাজত্ব কবিযাছিলেন। কুমাবগুপ্তেব অসংখ্য মুদ্রা ও বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত লিপিব প্রাচুর্য প্রমাণ কবে যে তিনি তাঁহাব পিতাব সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ বাখিযাছিলেন। বৌদ্ধলেখগুলি হইতে প্রমাণিত হয যে প্রথম কুমাবগুপ্তেব সময তাঁহাব বাজত্বে অন্যান্য ধর্মেব পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মেবও স্থান ছিল। এলাহবাদ জেলায যমুনানদীব দক্ষিণ তীবে মানকুওযাব নামক গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্তিব উপব লেখ পাওযা গিযাছে।[৬৩১] উক্ত শিলালেখ হইতে জানিতে পাবা যায যে বৌদ্ধভিক্ষু বুদ্ধমিত্র (যিনি বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধুব শিক্ষাগুরু ছিলেন তিনি) সকল অশুভ নিবাবণেব জন্য একটি

বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা কবেন। এই লেখটিব সময়কাল ছিল ৪৪৮ খৃষ্টাব্দ। পুনবায সাঁচীতে একটি প্রস্তবলিপি[৬৩২] পাওযা যায যেটি মনসিদ্ধেব পত্নী উপাসিকা হবিস্বামিনী প্রতিষ্ঠা কবেন। ইহা জানিতে পাবা যায যে কাকনাদবোট বিহাবে হবিস্বামিনী ভিক্ষুসঙ্ঘের এক একজন নূতন ভিক্ষুব প্রত্যহ আহাবেব জন্য মুদ্রা দান কবিতেন।[৬৩৩] উক্ত লেখটি ইহা প্রমাণ কবে যে দেশেব সাধাবণ নাগবিকদিগেব মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসাবলাভ কবিযাছিল। ইহা ব্যতীত, মথুবালেখটিও সেই যুগে বৌদ্ধধর্মেব বহুল প্রচলনেব সাক্ষ্যই বহন কবে।

প্রথম কুমাবগুপ্তেব পরবর্তী গুপ্তবাজগণেব মধ্যে নবসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য, বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত প্রমুখ কযেকজন বাজা বৌদ্ধধর্মেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিযা জানা যায়।[৬৩৪] হিউযেন সাঙ তাঁহাব ভ্রমণবৃত্তান্তে বলিযাছেন যে ৩০০ ফুটেবও বেশি উচ্চতাসম্পন্ন একটি বত্নখচিত ও কাবুকার্যমণ্ডিত বিহাব নির্মাণ কবাইযা গুপ্তবাজ সেস্থলে একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা কবেন।[৬৩৫] ইহা ছাডা তাঁহাব সমযেব অপবাপব বুদ্ধমূর্তি ও লেখেব নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইযাছে।[৬৩৬] বুধগুপ্ত ছিলেন পুরুগুপ্তেব পুত্র।[৬৩৭] সাবনাথেব বুদ্ধমূর্তিব পাদদেশে বুধগুপ্তেব সমযকাব জনৈক অভযমিত্রেব দ্বাবা জন-সাধাবণেব কল্যাণার্থে স্থাপিত একটি লেখ পাওয়া গিযাছে।[৬৩৮] ইহা ব্যতীত, সেযুগেব অপবাপর লেখগুলিও বৌদ্ধধর্মেব প্রচাবেব সাক্ষ্য বহন কবে।[৬৩৯]

বহু পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে এযুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মেব প্রসাবলাভেব কথা জানিতে পাবা যায।[৬৪০] অপবদিকে গুপ্তযুগ ভাবতেব শিল্পের ইতিহাসেও একটি গৌববময অধ্যায।[৬৪১] এসময়ে বহু বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, বিহাব নির্মিত হয। মথুবা, সাবনাথ, নালন্দা, অজন্তা, বাগ প্রভৃতি স্থানেব ধ্বংসাবশেষ এযুগে পাওযা যায যদিও সেই সময় বৌদ্ধধর্ম বাজধর্ম ছিল না।[৬৪২] কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ কবা হইযাছে যে গুপ্তযুগেব শাসকগণ ছিলেন পবধর্মসহিষ্ণু এবং সেইকাবণে সেইযুগে বৌদ্ধধর্মেব অগ্রগতি বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয নাই।[৬৪৩]

বর্দ্ধন যুগ—হর্ষবর্ধন

গুপ্ত সাম্রাজ্যেব পতনেব পব পুষ্যভূতিবংশেব রাজা হর্ষবর্ধনেব বাজত্ব-

কালে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত প্রসারলাভ ঘটিয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্কের হস্তে প্রভাকরবর্ধনের পুত্র ও হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।[৬৪৪] অপরদিকে হর্ষবর্ধনের ভগ্নীপতি মৌখারী বংশের রাজা গ্রহবর্মণ নিহত হইলে কনৌজের অমাত্যগণের অনুরোধে তিনি ঐ রাজ্যেরও শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকায় দুইটি সম্মিলিত রাজ্য লইয়া এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।[৬৪৫] হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে প্রচুর শিলালিপি, অনুশাসন ও মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত, পণ্ডিত বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' ও চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তও নির্ভরযোগ্য উপাদান। হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে হর্ষবর্ধন ছয় বৎসর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে K M. Panikkar বলিয়াছেন যে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরদিকস্থ সমগ্র স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। উপরন্তু কাশ্মীর ও নেপালকেও তিনি হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন।[৬৪৬] ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উক্ত মতই সমর্থন করেন।[৬৪৭] ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য পূর্বপাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মগধ, উড়িষ্যা ও কঙ্গোদ লইয়া গঠিত ছিল।[৬৪৮]

হর্ষবর্ধন সর্বপ্রথম শৈব উপাসক ছিলেন।[৬৪৯] কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন।[৬৫০] পরধর্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শন তাঁহার চরিত্রের একটি গুণ বিশেষ। তাঁহার পিতাও ছিলেন শিবের উপাসক কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নী ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।[৬৫১] ইহা জানা যায় যে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন।[৬৫২] তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযান—উভয় শাখাই প্রচলিত ছিল।[৬৫৩] হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিবরণে বলিয়াছেন যে কনৌজে সেই সময় মহাযান ও হীনযান উভয় গোষ্ঠীর একশতটি সংঘারাম ছিল যেগুলিতে ১০,০০০ জন ভিক্ষু বসবাস করিত।[৬৫৪] উপরন্তু, ইহাও জানা যায় যে রাজা হর্ষবর্ধন মৌর্য সম্রাট অশোকের ন্যায় সাধারণ মানুষদিগের সুবিধার্থে বহু চিকিৎসালয়, অতিথিশালা ও পথঘাট নির্মাণ করান, বহু

পুষ্কবিণী খনন ও বৃক্ষবোপণও করান।[৬৫৫] ইহা ব্যতীত উল্লেখ কবা যায় যে হর্ষবর্ধন স্বয়ং অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি একাধাবে একজন প্রতিভাশালী নাট্যকাব ও কবি ছিলেন।[৬৫৬] নাগানন্দ, বত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকেব রচয়িতা ছিলেন হর্ষবর্ধন[৬৫৭]। কাদম্ববী ও হর্ষচবিত প্রণেতা বাণভট্ট, ময়ূবভট্ট, কবি ভর্তৃহবি, দিবাকব, হবিদত্ত, জয়সেন প্রভৃতি বিদ্বান ব্যক্তিগণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন।[৬৫৮]

চীনা পরিব্রাজকেব বর্ণনায় জানা যায যে তিনি 'শীলাদিত্য' অভিধা-যুক্ত ছিলেন।[৬৫৯] হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ জ্ঞানীগুণীদেব সভা আহ্বান কবিযা ধর্মালোচনা শুনিতেন ও বিভিন্ন সম্প্রদাযেব মধ্যে তর্ক বিতর্কেব দ্বাবা জয়ী পণ্ডিতবর্গদিগকে যথোপযুক্ত পুবস্কাবও প্রদান কবিতেন। ইহা ব্যতীত, তিনি অসংখ্য বৌদ্ধবিহাব নির্মাণ কবাইযা বৌদ্ধধর্মেব উন্নতি সাধন কবিযা-ছিলেন।[৬৬০] তিনি মৌর্য সম্রাট অশোকেব ন্যায দেশে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ কবিযাছিলেন। ইহা জানা যায যে হর্ষবর্ধন হিউযেন সাঙেব সম্মানার্থে কনৌজ (কান্যকুব্জ) এ বিশেষ ধর্মসভাব অধিবেশন আহ্বান কবিযা-ছিলেন।[৬৬১] হাজাব হাজাব বৌদ্ধভিক্ষু, জৈন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উক্ত সভায় যোগদান কবেন। সভায একটি বৃহৎ স্বর্ণময বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত হয ও তথায বৌদ্ধধর্মেব সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি আলোচিত হয।[৬৬২] উৎসবেব পব বাজা হর্ষবর্ধন হিউযেন সাঙকে এলাহবাদেব প্রযাগে লইযা যান ও ঐ উপলক্ষ্যে তিনি গঙ্গাব তীবে একটি বিশাল মন্দিবযুক্ত বিহাব নির্মাণ কবান। কথিত আছে, প্রতি পাঁচ বৎসব অন্তব হর্ষবর্ধন গঙ্গা-যমুনাব সঙ্গমস্থলে প্রযাগেব মেলা বা 'মহামোক্ষ পবিষদেব' আযোজন কবিতেন।[৬৬৩] এস্থলে বুদ্ধমূর্তিব পূজা হইত এবং বৌদ্ধভিক্ষুদেব দান কবা হইত। পুনবায বুদ্ধপূজাব পব তথায সূর্য ও শিব মূর্ত্তিবও পূজা কবা হইত ও পবিশেষে হর্ষবর্ধন জনসাধাবণকে মুক্তহস্তে দান কবিতেন। ইহা জানা যায যে তিনি পাঁচ বৎসরে সঞ্চিত সমগ্র ধনসম্পত্তি তথায দান কবিযা দিতেন।[৬৬৪]

হিউযেন সাঙেব বৃত্তান্তেও হর্ষবর্ধনেব দানকার্যের সমর্থন আছে। তিনি বলিযাছেন যে হর্ষবর্ধন বিভিন্ন ধর্মকার্যে এবং দানধ্যানে দিবসেব বেশি সময ব্যয কবিতেন।[৬৬৫] হর্ষবর্ধন স্বয়ং প্রথমে হীনযান সম্মিতীয শাখাব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, পববর্তীকালে তিনি হিউয়েন সাঙেব প্রভাবে মহাযান

বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া ওঠেন।[৬৬৬] তিনি মহারাজার পরিবর্তে সাধারণভাবে রাজপুত্র বা শিলাদিত্য অভিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৬৬৭] অপরদিকে রাজা হর্ষবর্ধন ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।[৬৬৮] সেযুগে নালন্দা ছিল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল। কেবলমাত্র বৌদ্ধই নহে অন্যান্য বিভিন্ন শাস্ত্রের শিক্ষা-দীক্ষার এস্থানে ব্যবস্থা ছিল। খ্যাতনামা দার্শনিক শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।[৬৬৯] কথিত আছে, ভারতবর্ষ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শিক্ষার্থী তথায় অধ্যয়ন করিবার জন্য আসিত। শিক্ষার্থী-গণের আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী রাজা হর্ষবর্ধন নালন্দায় একটি বিহার ও পিতলের মন্দির নির্মাণ করান।[৬৭০] হিউয়েন সাঙ প্রায় দশ হাজার বিদ্যার্থীকে নালন্দায় শিক্ষা-লাভ করিতে দেখিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের সহিত চীনদেশেরও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলিয়া জানা যায়।[৬৭১]

হর্ষবর্ধন সম্ভবতঃ ৬৪৬ বা ৬৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৭২] তাঁহার রাজত্বে, তাঁহার অনুপ্রেরণায় ম্রিয়মান বৌদ্ধধর্মের যে বিস্তার ও প্রসার ঘটিয়াছিল তাহা হর্ষবর্ধনকে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অমর করিয়া রাখিবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হর্ষবর্ধন যখন কণৌজের রাজা ছিলেন তখন গৌড়ের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী শশাঙ্কের কার্যকলাপ কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই কারণ তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে হিউয়েন সাঙ এবং পঞ্চাশ বৎসর পর অপর এক পরিব্রাজক ইৎসিং বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[৬৭৩] ইহা জানা যায় যে গৌড়ের বিভিন্নস্থানে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্বশীল ছিল এবং এগুলিতে বহুসংখ্যক ভিক্ষু বসবাস করিত।

কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্যের বিষয় যে ইৎসিং যিনি সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে বৌদ্ধধর্মের ক্রমাবনতির পরিচয়ও পাওয়া যায়।[৬৭৪] অপরদিকে পূর্ববঙ্গে বা সমতটে বিভিন্ন লেখতে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য দানের উল্লেখ আছে। ইহা জানা যায় যে হিউয়েন সাঙ সমতটে ত্রিশটি বিহার দর্শন করিয়াছিলেন।[৬৭৫] পুনরায় শীলভদ্র যিনি নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেও সম্ভবত পরবর্তী-

কালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপরন্তু সেযুগের খড়্গবংশ[৬৭৬] যাহারা গৌড়ের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি ছিলেন এবং পরে অর্ধস্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন[৬৭৭] তাঁহারাও বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুতরাং বাংলাদেশেও বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত ছিল বলা যায়।

পালযুগ

প্রাচীনযুগে বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক অধ্যায় হইল পালবংশের শাসনকাল। রাজা হর্ষবর্ধনের তিরোভাবের পর শতাধিককাল ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রসার ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পালরাজগণের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধধর্মের পুনরায় হৃতগৌরব ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে।[৬৭৮] বস্তুতঃ পালবংশ চারিশত বৎসর বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিল। ইহা জানা যায় যে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক জীবনে আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে সর্বত্র অরাজকতার সূত্রপাত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় শাসকগণ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া 'মাৎস্যন্যায়ের' নীতি চালাইতে থাকেন।[৬৭৯] এমত অবস্থায় বাংলার 'প্রাকৃতজন' অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা গোপাল নামক এক সামন্তরাজকে রাজপদে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এইরূপে গোপালের নেতৃত্বে বাংলার অরাজকতার অবসান ঘটে ও পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।[৬৮০]

গোপালের প্রকৃত পরিচয় জানা যায় না।[৬৮১] তারনাথ তাঁহাকে নাগরাজ সগরপালের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৬৮২] তারনাথের রচনায় পালরাজাদের ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।[৬৮৩] অপরপক্ষে, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতায় পালবংশকে 'দাসজীবিনঃ' রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। খালিমপুর তাম্রপট্টে গোপাল বপ্যটের পুত্র এবং দয়িতবিষ্ণুর পৌত্ররূপে উল্লিখিত।[৬৮৪] গোপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন ইহা অনস্বীকার্য, কারণ তাঁহার লেখগুলি সর্বদা বুদ্ধকে বন্দনা করিয়াই আরম্ভ করা হইয়াছে।[৬৮৫] গোপাল নালন্দায় একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন বৌদ্ধভিক্ষুদিগের বসবাসের জন্য। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ। বৌদ্ধ আচার্যগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন বলিয়া জানা যায়।[৬৮৬] কিন্তু গোপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বীবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহার সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৬৮৭] পুনরায়, খালিমপুর তাম্রপট্টলেখতে তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে 'পরম

সৌগত' রূপে।[৬৮৮] গোপাল ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৬৮৯]

যাহা হউক, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে পালরাজগণ ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম উত্তরে তিব্বত এবং দক্ষিণপূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ধর্মপাল

ধর্মপাল ছিলেন রাজা গোপালের সুযোগ্য পুত্র। ধর্মপাল সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বা শেষের দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র পালরাজ্যকে সর্বপ্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করিয়া উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন।[৬৯০] সমকালীন বিভিন্ন লেখ হইতে তাঁহার রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ইহা জানা যায় যে অল্পকালের জন্য হইলেও ধর্মপাল সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।[৬৯১] ইহা ব্যতীত অন্যান্য উপাদানেও তাঁহাকে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে গোকর্ণ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৬৯২]

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের একজন মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' নামক অভিধা গ্রহণ করেন।[৬৯৩] তিব্বতীয় আখ্যান অনুযায়ী তিনি মগধে বিক্রমশীলা বিহার নির্মাণ করান। বিক্রমশীলা বিহারটি গঙ্গানদীর পার্শ্বে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত।[৬৯৪] Bu-ston ধর্মপালকে ঐতিহ্যমণ্ডিত ওদন্তপুরী বিহারটিরও নির্মাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও তারনাথের মতে ওদন্তপুরী বিহারটি গোপাল বা দেবপালের সৃষ্টি। বাংলাদেশের রাজশাহীজেলায় পাহাড়পুরে যে সোমপুর-বিহার খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও ধর্মপালের কীর্তি।[৬৯৫] তাঁহার তাম্রপট্ট এবং পাহাড়পুরবিহারের নিদর্শন-গুলি ধর্মচক্রচিহ্নখচিত। বিখ্যাত বৌদ্ধলেখক হরিভদ্র তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন।[৬৯৬] তাঁহার সময়ে বহু বৌদ্ধগ্রন্থও রচিত হয়। ইহা জানা যায় যে ত্রৈকূটক বিহারে 'অভিসময়ালঙ্কার' গ্রন্থটি রচিত হয়।[৬৯৭] যাহা হউক, তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

করিতেন।[৬৯৮] তিনি ব্রাহ্মণ্যদেবতাদিগের পূজার নিমিত্ত জমি দান করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে বর্ণিত সামাজিক নিয়মগুলি তিনি মানিয়া চলিতেন। ব্রাহ্মণ গর্গ ছিলেন তাঁহার একান্ত সচিববিশেষ।[৬৯৯] ইহা প্রমাণ করে যে তিনি ধর্মানুরাগী হইলেও ধর্মকে রাজনীতির সহিত জড়িত করেন নাই।[৭০০]

দেবপাল

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ছিলেন পালবংশের তৃতীয় ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা। তাঁহার অভিধা ছিল 'পরমেশ্বর-পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ।'[৭০১] বিভিন্ন ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁহার রাজত্ব উত্তরে কম্বোজ রাজ্য ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরব পর্যটক সুলেইমানের বিবরণী হইতেও দেবপালের রাজত্ব সম্পর্কে জানিতে পারা যায়।[৭০২] নালন্দা তাম্রপট্ট অনুযায়ী দেবপাল কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সুখ্যাতি কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নহে, ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে। জাভা, সুমাত্রা ও মলয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের নিকট নালন্দায় বৌদ্ধবিহার নির্মাণকল্পে পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন।[৭০৩] সেইযুগে নালন্দা বিহার ছিল আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থানবিশেষ। অপর একটি যথা, ঘোশ্রাবা (Ghoshrawa) শিলালেখটিও নালন্দা মহাবিহারের প্রতি দেবপালের শ্রদ্ধাভক্তি ও সদ্ধর্মের সমৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে। ঘোশ্রাবা লেখ অনুযায়ী পুনরায় জানা যায় যে একজন আচার্যের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যাঁহাকে দেবপালদেব নালন্দা বিহারের প্রধানরূপে নিযুক্ত করেন।[৭০৪] তাঁহার সময়ে বিক্রমশীলা বিহার ও সোমপুরবিহার দুটিও পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৭০৫] অপরদিকে ঘোশ্রাবা শিলালেখ হইতে ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র ভিক্ষু বীরদেবের কথাও জানিতে পারা যায় যিনি কণিষ্ক বিহারে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বোধগয়ায় মহাবোধি দর্শনে গিয়াছিলেন।[৭০৬] দেবপালের প্রায় সকল দানপত্রেই বুদ্ধের আবাহন ও ধর্মচক্রের প্রতীক পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির মধ্যে পাটনার অদূরে প্রাপ্ত বৌদ্ধ তারা মূর্তির স্তম্ভমূলে 'হিলসা লেখটি' অন্যতম বলা যায়।[৭০৭]

পরবর্তী পালরাজগণের মধ্যে নারায়ণপাল (নবম শতাব্দী) সাতান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন যদিও দীর্ঘকালের রাজত্বের ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।[১০৮] নারায়ণপালের একটি মাত্র তাম্রপট্টে বুদ্ধের ধর্মচক্রের প্রতীক পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত, তাঁহার সময়কালে অপর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না যাহাতে তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রসার অব্যাহত ছিল বলা যায়।[১০৯]

প্রথম মহীপাল

দুই শতাব্দী পরে পালবংশের রাজা প্রথম মহীপালের সময়ে (দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে) বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। প্রথম মহীপাল পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লিখিত। বস্তুতঃ তিনি হৃত পালরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।[১১০] তাঁহার সময়েও আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতে পালরাজবংশ পুনরায় খ্যাতিলাভ করে।[১১১] সারনাথ লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে মহীপালের নির্দেশে শত শত সুকর্ম অর্থাৎ প্রাচীন এবং বিখ্যাত বৌদ্ধ নিদর্শনগুলির পুনঃ সংস্কার করা হয়।[১১২] কেবলমাত্র সারনাথেই নহে নালন্দার বিহারগুলিও তিনি সংস্কার করান।[১১৩] মহীপালের রাজত্বের একাদশ বর্ষের দুইটি লেখ অনুযায়ী তিনি বুদ্ধগয়ায় দুইটি মন্দির বা গন্ধকুটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[১১৪] অপরদিকে তাঁহার লেখগুলিতে বুদ্ধমূর্ত্তির চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। বুদ্ধগয়া লেখের বুদ্ধমূর্তিটি ভূস্পর্শমুদ্রার ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মচক্র প্রতীক সম্বলিত লেখের নিদর্শনও প্রচুর রহিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধপণ্ডিতগণ যথা তিলোপা ও জ্ঞানশ্রীমিত্র গৌড়ে আসিয়াছিলেন।[১১৫] ইহা ব্যতীত, সুদূর তিব্বত হইতেও বহু বৌদ্ধ পন্ডিত তাঁহার রাজত্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ফলস্বরূপ তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটে ও তিব্বতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।[১১৬]

প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের (একাদশ শতাব্দী) রাজত্বকালে বৌদ্ধপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) বিক্রমশীলা বিহারের উচ্চপদে নিযুক্ত হন।[১১৭] অপর দিকে তাঁহার কয়েকটি লেখ অনুযায়ী নয়পাল হিন্দুদেবদেবীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। অতীশ উনষাট বৎসর বয়সে তিব্বতে গমন করেন এবং তাঁহারই চেষ্টাতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে হয়ত রাজা

নয়পাল হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই অতীশ তিব্বতে চলিয়া গিয়াছিলেন।[১১৮]

পরবর্তী রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়ে পুনরায় বৌদ্ধধর্মের প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধ ভট্টারকের সম্মানার্থে তিনি কয়েকটি লেখও প্রচার করেন। লেখগুলি বুদ্ধমূর্তির স্তম্ভমূলে খোদিত। উপরন্তু জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে বনগাঁও পট্টে তিনি নিজেকে 'পরম সৌগত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১১৯]

তৃতীয় বিগ্রহপালের পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশের ইতিহাসে ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ইহা জানা যায় যে সেই সময় দিব্য (দিব্বোক বা দিবোক) নামক এক কৈবর্তজাতির উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে চাষী কৈবর্তগণ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[১২০] কথিত আছে দিব্য বঙ্গদেশের বরেন্দ্রভূমির একাংশ অধিকার করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ডঃ বি সি সেন[১২১] এই বিদ্রোহের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে মৎস্যজীবি কৈবর্তগণের জীবিকার সহিত বৌদ্ধধর্মের বিরোধ ছিল। তাঁহার মতে পালরাজগণ বৌদ্ধ হওয়ার জন্য জীবহত্যা হয়ত নিষিদ্ধ ছিল এবং ইহার ফলে কৈবর্তগণ নৈতিক ও সামাজিক অসুবিধা ভোগ করিত।[১২২] কিন্তু এ, এম, চৌধুরী[১২৩] উক্ত মতামতের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ধর্মবিষয়ে পালরাজগণের অত্যন্ত উদার মনোভাবের পরিচয় সর্বদা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং কৈবর্তগণ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।[১২৪] বস্তুতঃ সেই সময় বৌদ্ধধর্মে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল,[১২৫] হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কার্যত কোন বিরোধ ছিল না কারণ বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ফলে হিন্দুধর্মের বহু তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল।[১২৬]

যাহা হউক, দিব্য যখন বরেন্দ্রভূমির রাজা তখন রামপাল পালরাজ্যের অবশিষ্ট অংশে রাজত্ব করিতেন। কৈবর্তশাসনের অবসান ঘটাইয়া রামপাল পুনরায় বাংলার পালরাজ্যের হৃত মর্যাদা ও শক্তি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন।[১২৭] কিন্তু রামপালের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের সঠিক অবস্থা নিরূপণ করা যায় না।[১২৮] ইহা সর্বজনবিদিত যে পালযুগে তান্ত্রিক মতবাদ প্রভাবান্বিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল। তিব্বতে যে তন্ত্রবাদ অবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত তাহা সেইযুগেই ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে

প্রসারলাভ করে।[১২৯] বস্তুতঃ, পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের শেষ পৃষ্ঠপোষক বা শেষ রাজকীয় আশ্রয়স্বরূপ।[১৩০] রামপালের রাজত্বের পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যে পালবংশের শেষ রাজা মদনপালের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে পাল রাজবংশ তাঁহাদের শেষ আশ্রয়স্থল হইতে সেনরাজবংশ দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছিল।[১৩১] সেনগণ একাদশ শতাব্দীতে বাংলায় স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১৩২] সেনরাজাদিগের সময়ে বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। কারণ লক্ষণসেনের 'তর্পণদীঘি লেখ'তে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়।[১৩৩] সেনরাজগণ পালরাজাদের ন্যায় উদার ধর্মাবলম্বী ছিলেন না এবং সেই কারণে তাঁহারা একমাত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজাদর্শকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় উল্লেখ্য যে সেনরাজগণ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই।[১৩৪] বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব তখনও ছিল কিন্তু তাহাদের পূর্ব গৌরব প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্যে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যদিও সেনরাজগণ বৌদ্ধদিগকে নিপীড়ন করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না, কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা পোষণ করিতেন ইহা সর্বজনবিদিত।[১৩৫] যাহা হউক, উপসংহারে বলা যায় যে সেনরাজ্যের পরিমণ্ডল বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে অনুকূল না থাকিবার জন্য ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের ঘোর দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হয়।

২৫। থেব অট্‌ঠ, ১ম, পৃঃ ১৪৭

২৬। WI p. 46

২৭। অঙ্গুত্তব, ১ম, পৃঃ ২৫

২৮। জৈন উত্তবজ্ঝাযণ সুত্ত (উত্তবাধ্যাযণ সূত্র), ১, ১২-১৫

২৯। AIU p 21

৩০। অঙ্গুত্তব, ৩য, পৃঃ ৩৫

৩১। দীঘ, ১ম, পৃঃ ৮৫ , তুল ঃ বিনয, ২য, পৃঃ ১৯০

৩২। দীপ, ৩য, পৃঃ ৫৬-৬০ , মহা, ২য, ২৯-৩০ , তুল ঃ DPPN vol II p 286-87

৩৩। AIU p 21

৩৪। দেবদত্ত সর্বদা বুদ্ধেব সহিত চবম শত্রুতায লিপ্ত থাকিতেন। দ্রঃ বিনয, ২য পৃঃ ১৮৯

৩৫। ঐ

৩৬। বু ও বৌ পৃঃ ৫২

৩৭। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১৩৮ , ধম্ম অট্‌ঠ, ৪র্থ, পৃঃ ২১১

৩৮। EB , Fas I Acala—Ākan p. 316

৩৯। Ibid

৪০। থেব, গাথা নং ২৪১

৪১। অবদানশতকম, নং ৫৪

৪২। H. Kern এবং Jacobi Der Buddhismus und seine geschichte in Indien (Leipzig, 1882) p. 244 f.n 2

৪৩। EB , Fas Acala - Ākan p. 316

৪৪। BI p. 3

৪৫। জা, ৩য, পৃঃ ১২১

৪৬। AAHI p 59

৪৭। আর্য, ১ম, পৃঃ ৬০৩

৪৮। সংযুত্ত, ১ম, পৃঃ ৮২-৮৫ , তুল ঃ MAI p 11

৪৯। প্রা ভা ই পৃঃ ১২৭

৫০। সামঞ্ঞফল সুত্ত, দীঘ, ১ম, পৃঃ ৪৯-৮৬

৫১। ঐ

৫২। The Stūpa of Bharhut pp, 14 and 89, PL XVI, Fig. no. 3

৫৩। RPBAI p. 9

৫৪। মহা, ২য়, ৩২

৫৫। অঙ্গুত্তর, ২য়, পৃঃ ১৮২

৫৬। সুমঙ্গল, ২য়, পৃঃ ৬০৫-৬০৬

৫৭। EB, Fas. Acala—Ākaṅ p. 320

৫৮। RPBAI p 11

৫৯। সমন্ত, ১ম, পৃঃ ৯-১০

৬০। মহা অট্ঠ পৃঃ ১৪৫

৬১। মহা, ৩য়, ১৯-২২

৬২। EB., Fas · Acala-Ākan p 320

৬৩। বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা

৬৪। কিন্তু পালি অঙ্গুত্তরনিকায়ে বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যবর্গের তালিকাটিতে অজাতশত্রুর নামোল্লেখ নাই। দ্রঃ অঙ্গুত্তর, ১ম. পৃঃ ২৩-২৬

৬৫। EHSBBS p 89

৬৬। সুমঙ্গল, ২য়, পৃঃ ৫১৬-৫১৭

৬৭। প্রা ভা ই, ১ম, পৃঃ ১২৭

৬৮। DPPN vol I p 33

৬৯। EB, Fas. acala-Ākaṅ p 320

৭০। মহা, ২য়, ৩১-৩২ ; তুল ঃ MAI p 11

৭১। IHQ, III, 1927 p 509

৭২। PTDKA pp. 67-69

৭৩। মহা, ৪র্থ, ১

৭৪। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১৫৩

৭৫। যথা—ওপপাতিক সূত্র ও পরিশিষ্ট তুল ঃ LAIJC pp. 390-391

৭৬। AIU p 26

৭৭। ধম্ম অট্ঠ, ১ম, পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮ ; তুল ঃ RWW p 31 ; RPBAI p 15

৭৮। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ১৮৮, তুলঃ IC, Vol II p. 808

৭৯। IC. vol II p 808

৮০। সুত্ত, গাথা নং ৪২২

৮১। সংযুত্ত, ১ম, পৃঃ ৭৪

৮২। WI p. 46

৮৩। Ibid

৮৪। Bud, p. 10

৮৫। পৃঃ ৬২০

৮৬। DPPN vol II p 170 দ্রঃ ধম্ম অট্‌ঠ, ১ম, পৃঃ ৩৮৫

৮৭। Ibid, ঐ

৮৮। AIU p 5

৮৯। সংযুত্ত, ১ম, পৃঃ ৬৯-৭০

৯০। RLB p 49

৯১। মজ্‌ঝিম, ২য়, পৃঃ ১০০

৯২। সংযুত্ত, ১ম, পৃঃ ৬৯

৯৩। দহব সুত্ত, সংযুত্ত, ১ম, পৃঃ ৬৯

৯৪। কোসল সংযুত্ত

৯৫। DPPN vol II p 173

৯৬। Ibid p 174

৯৭। Bharhut p 46; Bharhut Inscriptions p 54

৯৮। মজ্‌ঝিম, ২য়, পৃঃ ১২৪

৯৯। জা, ১ম, পৃঃ ১৩৩, ৪র্থ, পৃঃ ১৪৪, ধম্ম অট্‌ঠ, ১ম, পৃঃ ৩৩৯

১০০। থেব অট্‌ঠ, ১ম, পৃঃ ৪৬০, তুলঃ DPPN voll. II p 171

১০১। থেরী অট্‌ঠ, পৃঃ ২২, সংযুত্ত, ১ম, পৃঃ ৯৭, অঙ্গুত্তর, ৩য়, পৃঃ ৩২ তুলঃ DPPN vol. II p 172

১০২। বু দ্ধ বৌ, পৃঃ ৫২

১০৩। RWW, II p 2

১০৪। বিমান, পৃঃ ৫-৬

১০৫। ধম্ম অট্‌ঠ, ৩য়, পৃঃ ১৮৮

১০৬। ধম্মচেতিয সুত্ত, ২য, পৃঃ ৭৫৩
১০৭। ঐ, জা অট্ঠ, ৪র্থ পৃঃ ১৫১
১০৮। AIU p. 6
১০৯। Anāgata, JPTS, 1886, p.37
১১০। DPPN vol II p 169 f.n 2
১১১। IC, vol VI, p. 411
১১২। DPPN vol, II p. 838 ; BIp.4 ; পুরাণেও প্রদ্যোতকে (পজ্জোতকে) 'ন্যাযবর্জিত' রাজা বলা হইযাছে PHAI p. 180
১১৩। RLSB p 29
১১৪। RLB p. 17
১১৫। Ibid p. 32
১১৬। ধম্ম অট্ঠ, ১ম, পৃঃ ১৯৬
১১৭। DPPN vol. II p. 839
১১৮। মজ্ঝিম, ৩য়, পৃঃ ৭
১১৯। বিনয, ১ম, পৃঃ ২৭৬ , মনোরথ, ১ম, পৃঃ ২১৬ , তুল ঃ DPPN vol. II p 838
১২০। পরিশিষ্ট, ৪র্থ, পৃঃ ৪৫-৪৬
১২১। DPPN vol II p. 838
১২২। গাথা নং ৪৯৬—৫০১ , Trans PB p 38-239 ; তুল ঃ বিমান অট্ঠ, পৃঃ ৪৯৬-৫০১ ; মনোরথ ১ম, পৃঃ ১১৬
১২৩। DPPN vol I p. 839
১২৪। থের অট্ঠ, ১ম, পৃঃ ৪৮৩ , মনোরথ, ১ম, পৃঃ ১১৬
১২৫। থের, গাথা নং ৪৯৬-৫০১
১২৬। বু ও বৌ, পৃঃ ৫২
১২৭। RPBAI p. 18
১২৮। DPPN vol. I p 193 , RPBAI p. 18
১২৯। বু ও বৌ, পৃঃ ৫২
১৩০। PHAI p. 131
১৩১। জা, ৪র্থ, পৃঃ ৩৭৫ , দিব্যা, পৃঃ ৫২৮
১৩২। BI p 4

১৩৩। জা, ৪র্থ, পৃঃ ২৮, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ২৩৬, তুল ঃ Buddha p 393

১৩৪। PHAI p 117

১৩৫। Ibid p 118, AAHI p 57

১৩৬। অপ, পৃঃ ৫৩৭, জা, ২য, পৃঃ ৩০

১৩৭। 'কথাসবিৎসাগব' ও 'প্রিযদর্শিকা' নাটকে তাঁহাব বিভিন্ন বাজ্য-জযেব কথা বলা আছে

১৩৮। DPPN vol I, p 279

১৩৯। Ibid

১৪০। Car Lec vol I Ch XV p 321

১৪১। DPPN vol I, p 379

১৪২। বুদ্ধ ও বৌ, পৃঃ ৫৩

১৪৩। বিনয, ২য, পৃঃ ২৯১

১৪৪। BL p 84

১৪৫। Ibid

১৪৬। সংযুত্ত, ৪র্থ, পৃঃ ১১০-১১৩

১৪৭। RPBAI p 19

১৪৮। সাবথ, ৩য, পৃঃ ২৭, জা অট্‌ঠ, ৪র্থ, পৃঃ ৩৭৫

১৪৯। সংযুত্ত, ৪র্থ, পৃঃ ১১০

১৫০। বুদ্ধ ও বৌ, পৃঃ ৫৩

১৫১। ঐ, RPBAI p 19

১৫২। পেত অট্‌ঠ, পৃঃ ১৪১

১৫৩। সাবথ, ৩য, পৃঃ ২৭

১৫৪। পপঞ্চ, ২য, পৃঃ ১২১, DPPN vol II p. 215

১৫৫। AIU p. 14

১৫৬। Gil Mss vol III, 2, p 16, তুল ঃ BCLV, vol I p 138

১৫৭। পপঞ্চ, অট্‌ঠ, ২য, পৃঃ ১২১, তুলঃ DPPN vol II p 215

১৫৮। ঐ, Ibid

১৫৯। বুদ্ধ 'ধাতুবিভঙ্গ সুত্ত' দেশনা কবিযাছিলেন।

১৬০। মজ্ঝিম, ৩য, পৃঃ ২৩৭-৪৭

১৬১। সংযুক্ত, ১ম পৃঃ ৩৫

১৬২। RPBAI p. 20

১৬৩। PHAI p 116

১৬৪। Ibid p 117

১৬৫। আদিচ্চ জা, ৩য, পৃঃ ৪৭০

১৬৬। ঐ

১৬৭। অবদান, নং ৪০

১৬৮। EHSBBS p. 190 ; দিব্যা, পৃঃ ৫৫০

১৬৯। RPBAI p 20

১৭০। অগ্গঞ্ঞ সুত্ত, দীঘ, ৩য, পৃঃ ৮৩—এস্থলে বুদ্ধ শাক্যগণকে কোসলরাজ পসেনদির প্রজা বলিযা উল্লেখ করিযাছেন ; তুলঃ মজ্ঝিম, ২য, পৃঃ ১২৪

১৭১। দিব্যা, পৃঃ ৬৭ , ললিত, পৃঃ ২৪৩

১৭২। AIU p 16 , BI p 18

১৭৩। Ibid , তুলঃ JRAS, 1897, p. 618 ; 1898, p. 588

১৭৪। CHI vol I p. 175

১৭৫। Ibid p. 176; AIU p. 16

১৭৬। DPPN vol. II p. 969

১৭৭। LB p. 22

১৭৮। সুত্ত, গাথা নং ৪২২-৪২৩, সোণদণ্ড সুত্ত, দীঘ, ১ম, পৃঃ ১১৫, তুলঃ মহাবস্তু, ২য, পৃঃ ১৯৮-৯৯ ; LB p 27

১৭৯। দীঘ, ২য, পৃঃ ১৬৫

১৮০। LB p. 20 ; PHAI p. 91

১৮১। Buddha p. 97

১৮২। PHAI p. 93

১৮৩। Ibid

১৮৪। BI p 19

১৮৫। Buddha p 97

১৮৬। RPBAI p 21

১৮৭। বু ও বৌ, পৃঃ ৫৩

১৮৮। কালুদায়ি বুদ্ধের সহিত সমদিবসে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন—Bu.

B S p 120

১৮৯। মহাবস্তু, ৩য়, পৃঃ ১০১

১৯০। তুল ঃ ঐ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৪৬-২৪৭

১৯১। ধম্ম অট্‌ঠ, ৩য়, পৃঃ ১৬৩

১৯২। DPPN vol II p. 969

১৯৩। LB p 53

১৯৪। Ibid

১৯৫। BL vol III p 2

১৯৬। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৭৬-৭৭

১৯৭। BIA p 38

১৯৮। RPBAI p. 22

১৯৯। LB p 58

২০০। ধম্ম অট্‌ঠ, ১ম, পৃঃ ৩৩

২০১। বিনয়, ২য়, পৃঃ ১৮১

২০২। চুল্ল, বিনয়, ২য়, ১০ , অঙ্গুত্তর, ৪র্থ, পৃঃ ২৭৪ , তুল ঃ RPBAI p 24 f n 157

২০৩। RPBAI p 25

২০৪। মহাব, বিনয়, ১ম, পৃঃ ৫৪

২০৫। ঐ

২০৬। মজ্ঝিম, ১ম, পৃঃ ৩৫৩ , সংযুক্ত, ৪র্থ, পৃঃ ১৮২ , তুল ঃ BI p 20 , RPBAI p 23

২০৭। কুণাল জাতক, জা, ৫ম, পৃঃ ৪১২

২০৮। ঐ , তুল ঃ DPPN vol II p 971

২০৯। মজ্ঝিম,১ম, পৃঃ ৯১-৯৫

২১০। RPBAI p 23

২১১। WB p 299 , RPBAI p 23

২১২। RPBAI p 23

২১৩। Ibid , বু ও বৌ, পৃঃ ৫৪

২১৪। AIU p 6

২১৫। RBBAI p 23

২১৬। বংসথ, পৃঃ ১৮০
২১৭। ঐ
২১৮। DPPN vol II p. 972
২১৯। মহা. ৮ম,১৮
২২০। RPPN vol II p 972
২২১। সূত্র, ৩৯৯
২২২। ঐ
২২৩। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ২৬ , ৩য়, পৃঃ ৪৯ , ৪র্থ, পৃঃ ২০৮
২২৪। মজ্ঝিম, ২য়, ২০১
২২৫। Hoernle, Uvā. II p 139 , বৃহ, উপ, ৩য়, ৮২ ; SBE XLV 71 ; অঙ্গুত্তর, ১ম, ২৬ ; তুলঃ PHAI p 107
২২৬। PHAI p. 106 ; বামা, ১ম, ৪৭-৭৮
২২৭। Ibid
২২৮। BI p. 40
২২৯। Ibid p 20
২৩০। PHAI p 106
১৩১। Dulva vol III p 40
২৩২। LB p 63
২৩৩। AAHI p 56
২৩৪। সংযুত্ত, ২য়, পৃঃ ২৬৭
২৩৫। সুমঙ্গল, ২য়, পৃঃ ৫২৬ ; মনোরথ, ২য়, পৃঃ ৭৬৫
২৬৬। PHAI p 109
২৩৭। Ibid ; IA, 1902 p 143 , 1908, p 78
২৩৮। PHAI p 110 , তুলঃ DPPN vol II p. 782
২৩৯। দীঘ, ২য়, পৃঃ ১৬৪ , তুলঃ DHAI p 110
২৪০। PHAI p. 110
২৪১। অঙ্গুত্তর, ৩য়, পৃঃ ২৩৯
১৪২। বু ও বৌ পৃঃ ৫৪ , PBBAI q. 25
২৪৩। ঐ , Ibid

২৪৪। মজ্ঝিম, ১ম, পৃঃ ২২৯ ; পপঞ্চ, ১ম, পৃঃ ৪৫৪
২৪৫। ঐ , ঐ
২৪৬। দীঘ, ২য় পৃঃ ১৬৯
২৪৭। ঐ , অঙ্গুত্তর, ২য় পৃঃ ১৯০ , ৫ম, পৃঃ ৩৮৯-৩৯০
২৪৮। DPPN Vol II p 781
২৪৯। দীঘ, ২য়, পৃঃ ১০২
২৫০। উদান অট্‌ঠ পৃঃ ৩২২
২৫১। DPPN Vol II p. 780 , বু ও বৌ পৃঃ ৫৪
২৫২। বু ও বৌ পৃঃ ৫৪
২৫৩। ঐ
২৫৪। ঐ
২৫৫। মহাবস্তু, ১ম, পৃঃ ২৫৩
২৫৬। দীঘ, ২য় পৃঃ ১৬৯ , অঙ্গুত্তর, ৩য়, পৃঃ ১৬৭ , ৫ম,পৃঃ ৩৮৯-৩৯০ , DPPN Vol II p 779
২৫৭। মহাবস্তু, ১ম, পৃঃ ২৭১
২৫৮। ধম্ম অট্‌ঠ, ৩য়, পৃঃ ৪৩৬
২৫৯। Jacobi, SBE XXII, 1885 p. 265
২৬০। AIU p. 17
২৬১। দীঘ, ২য়, পৃঃ ৭২
২৬২। ঐ
২৬৩। PHAI p. 113
২৬৪। LB p 20
২৬৫। DPPN Vol II p. 781
২৬৬। Ibid , P S, pp 53-54
২৬৭। বু ও বৌ পৃঃ ৫৪ , লিচ্ছবিদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ TAI
২৬৮। BI p. 26
২৬৯। DPPN Vol II p 453
২৭০। মহাভা, ২য়, ৩০, ৩ ও ১২ , তুল ঃ PHAI p 113
২৭১। AGI p. 714

২৭২। দীঘ, ২য়, পৃঃ ১৬৫

২৭৩। ASI, A.R., 1911-12, p 17ff ; JRAS, 1913, p. 152, তুলঃ PHAI p. 113

২৭৪। AGI p. 498 ; তুলঃ PHAI p. 114 ; TAI p 257

২৭৫। PHAI p. 114

২৭৬। AIU p. 4

২৭৭। জৈনকল্প সূ, বিভাগ ১২৮ ; নিবয়াবলী সূ. ; তুলঃ PHAI p. 112

২৭৮। AIU p. 8

২৭৯। সঙ্গীতি সুত্ত, দীঘ, ৩য় পৃঃ ২০৭ ; তুলঃ DPPN Vol II p. 194

২৮০। SBE Vol XI p. 102, কৌটিল্য পৃঃ ৩৭৮ . PHAI p 115

২৮১। PHAI p. 114

২৮২। এক প্রকাব মুদ্রা বিশেষ

২৮৩। বু ও বৌ পৃঃ ৫৫

২৮৪। উদান অট্‌ঠ, ১ম অ, পৃঃ ৭

২৮৫। অঙ্গুত্তব, ৪র্থ, পৃঃ ৪৩৮-৪৪৮

২৮৬। DPPN Vol II p. 454

২৮৭। উদান অট্‌ঠ পৃঃ ৪০৩

২৮৮। দীর্ঘ, ২য় পৃঃ ১২৬

২৮৯। 'সূকবমদ্দব'—R. O Pranke, H Oldenberg ও J. Fleet-এব মতে ইহা কোমল শূকবেব মাংস। PTS Dic, p. 271

২৯০। মহাপবিনিব্বান সুত্ত, দীঘ, ১ম, পৃঃ ১৬২-১৬৪, RPBAI p 32

২৯১। ঐ, Ibid

২৯২। ঐ. Ibid

২৯৩। BI p 19 ; DPPN Vol II p 453

২৯৪। মহাপরিনিব্বান সুত্ত, দীঘ, ১ম, পৃঃ ১৮২

২৯৫। WB p 305, RPBAI p 32

২৯৬। Ibid, p 306 ; Ibid., p 33

২৯৭। দীঘ, ২য়, পৃঃ ১৬৬
২৯৮। ঐ, পৃঃ ১৬৭
২৯৯। AIU p 8
৩০০। DPPN Vol II p 454
৩০১। Ibid
৩০২। Ibid
৩০৩। Kalpa Su of Bhadrabāhu তুল ; PHAI p. 112
৩০৪। PHAI p 115
৩০৫। DPPN Vol II p 345
৩০৬। RPBAI p 33
৩০৭। ৮ম অ, ২৮
৩০৮। ৪র্থ অ, ১, ৩
৩০৯। ২য়, ৩০, ১০-১১
৩১০। ২৯, ৭৩
৩১১। PHAI p 119
৩১২। CHI p 175
৩১৩। জা নং ৩৫৩
৩১৪। RPBAI p 33
৩১৫। বু ও বৌ পৃঃ ৫৫
৩১৬। সংযুত্ত, ৪র্থ, পৃঃ ১১৬ , অঙ্গুত্তর, ২য় পৃঃ ৬১
৩১৭। বু ও বৌ পৃঃ ৫৫
৩১৮। থের অট্ঠ, ১ম, পৃঃ ৭০
৩১৯। বু ও বৌ পৃঃ ৫৫
৩২০। ঐ , DPPN Vol II p. 345
৩২১। থের অট্ঠ, ১ম, পৃঃ ৭০
৩২২। অপ, ২য়, ৩৫৯
৩২৩। RPBAI p 33
৩২৪। DPPN Vol I p 689
৩২৫। PHAI p 175
৩২৬। DPPN Vol 1 p. 689

৩২৭। AGI p. 423

৩২৮। থেব, গাথা নং ৫২৯

৩২৯। জা অট্‌ঠ, ৫ম, পৃঃ ৪১৩

৩৩০। EHSBBS p. 165, এস্থলে বলা হইযাছে যে বুদ্ধেব মাতা ও স্ত্রী কোলিয়বংশীয়।

৩৩১। সং ৪র্থ, পৃঃ ৩৪০-৩৫৮

৩৩২। বু ও বৌ পৃঃ ৫৬

৩৩৩। জা অট্‌ঠ, ৫ম, পৃঃ ৪১২-৪১৩, ধম্ম অট্‌ঠ, ৩য়, পৃঃ ২৫৪, BL III p 70

৩৩৪। TAI p. 290 DPPN Vol 1 p 690

৩৩৫। মজ্ঝিম, ১ম, পৃঃ ৩৮৭

৩৩৬। মহাপরিনিব্বান সুত্ত, দীঘ, ২য়, পৃঃ ১৬৭

৩৩৭। ধম্ম অট্‌ঠ, ১ম, পৃঃ ১৬১ ; DPPN vol I p. 312

৩৩৮। PHAI p 194

৩৩৯। ধম্ম অট্‌ঠ, ১ম পৃঃ ১৬১, তুল ঃ DPPN Vol II p 312

৩৪০। কোন কোন পণ্ডিত বেঠদীপকে বর্তমান কাসিযা রূপে বর্ণনা কবিযাছেন, পুনবায় অন্যমতে বিহাবেব চম্পাবন জেলাব 'বেত্তৈ' হইল বেঠদীপ। AGI p. 714. RPBAI p 35

৩৪১। RPBAI p 35

৩৪২। Ibid

৩৪৩। Ibid

৩৪৪। BS p 135, Watters, II, pp 23-24, AGI p. 491

৩৪৫। Bim to A p 27 ; RPBAI p 35

৩৪৬। মোবিযদেব কোন কোন স্থানে শাক্যবংশোদ্ভূত বলা হইযাছে। দ্রষ্টব্য ঃ PHAI p 172

৩৪৭। DPPN Vol II p. 673

৩৪৮। Ibid

৩৪৯। দীঘ, ২য, পৃঃ ১৬৬

৩৫০। ঐ

৩৫১। Vedic Index, Vol 1 p 186

৩৫২। ৪র্থ, ৪, ১৬৫
৩৫৩। RPBAI p 34
৩৫৪। Ibid
৩৫৫। PHAI p 171-172
৩৫৬। Ibid, AIU p 17
৩৫৭। McCrindle's Trans pp 37-38 , AIU p 17
৩৫৮। PHAI p 174
৩৫৯। Ibid p 193
৩৬০। Ibid
৩৬১। মহা. Int p. XLII তুল ঃ PHAI p 193
৩৬২। বংসথ , ১৫৫
৩৬৩। ঐ , তুল ঃ PHAI p 194 f n 1 , BSI p 4
৩৬৪। Ibid p 195 , BSI p. 4
৩৬৫। মহা, Intro p XLII , তুল ঃ PHAI p. 195
৩৬৬। মহা, ৪র্থ, ৫০, ৬৩ , দীপ, পৃঃ ৪১-৪২ ও ১৬২ , মহাবোধি ৯৬, ২০
৩৬৭। RPBAI p 41
৩৬৮। Vide-BSI p 16-36
৩৬৯। Ibid p. 15
৩৭০। EMB Vol II p 32
৩৭১। BSI pp 34-35
৩৭২। ১২শ অধ্যায
৩৭৩। ব্ ও বৌ পৃঃ ৫৬
৩৭৪। হর্ষ, পৃঃ ১৯৯
৩৭৫। PHAI p 196
৩৭৬। পৃঃ ২
৩৭৭। RPBAI p 41
৩৭৮। Geiger's Mahā. p XLiii
৩৭৯। মহাবোধি
৩৮০। পৃঃ ৬১১

৫৮১। পৃঃ ৫. টী নং ১

৫৮২। RPBAI p. 43

৫৮৩। পৃঃ ৬১১

৫৮৪। RPBAI p. 43

৫৮৫। আর্য, পৃঃ ৬১১ , মহাবোধি পৃঃ ৫

৫৮৬। মহাবোধি পৃঃ ৫ ; মহাদেব সম্পর্কে আলোচনার জন্য পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৫৮৭। Schiefner p. 53

৫৮৮। আর্য পৃঃ ৬১১-৬১২

৫৮৯। ঐ

৫৯০। ঐ পৃঃ ৬১২

৫৯১। দ্ ও বৌ পৃঃ ৬৫ টীকা নং ১

৫৯২। Schiefner p. 55

৫৯৩। Ibid

৫৯৪। BSI p. 7

৫৯৫। RPBAI p 48

৫৯৬। MAI p 13

৫৯৭। PHAI p. 236

৫৯৮। Ibid

৫৯৯। ভা স , পৃঃ ৫৬

৬০০। পৃঃ ২৭

৬০১। Gieger's Trans. p. 27

৬০২। PHAI p 236 f.n. 6

৬০৩। AIU p 61

৬০৪। Ibid

৬০৫। মঃ, পৃঃ ৪৪০

৬০৬। DPPN Vol I pp. 846, 860 , RPBAI p. 54

৬০৭। JNI p 135

৬০৮। Ibid

৬০৯। ANI p 164

৪১০। CM and T pp. 299-308
৪১১। CII Vol I, Intro p. 1
৪১২। PHAI pp 267
৪১৩। AIU p. 70
৪১৪। সমন্ত, ১ম পৃঃ ৪৪
৪১৫। DPPN Vol I p. 264
৪১৬। সমন্ত, ১ম, পৃঃ ৪৪
৪১৭। PHAI p. 307
৪১৮। AIP p
৪১৯। AIU p 71
৪২০। EB Vol II, Fas 2 p. 178
৪২১। Ibid p 179
৪২২। সম্রাট অশোক একদা আজীবিকগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
৪২৩। মহা, ৫ম, ২০ ; মহাবোধি, পৃঃ ৯৮
৪২৪। ঐ, ১৮৯
৪২৫। ঐ
৪২৬। DPPN Vol I p 216
৪২৭। MAI p. 16
৪৮২। চত্তারি বস্সানি অনভিসিত্তো'ব রজ্জং কারেত্বা···সমন্ত, ১ম, পৃঃ ৪১
৪২৯। মহা, ২০শ. ৪০ ; দীপ , ৪র্থ, ২১
৪৩০। পরে দ্রষ্টব্য
৪৩১। EHI p 163 ; Asoka p. 3-6
৪৩২। মহা, ৫ম, ২১-২২ ; তুল ঃ DPPN Vol I p 217
৪৩৩। দিব্যা, পৃঃ ২৩৪-২৩৫
৪৩৪। ঐ পৃঃ ১৪০-১৪১
৪৩৫। EB Vol II Fas , 2 p. 190
৪৩৬। দীপ, ষষ্ঠ, ২, ২৫
৪৩৭। PHAI p 288
৪৩৮। Ibid

১৩৯। Ibid

১৪০। Ibid

১৪১। মহাবংশ—মহা. ১৫শ অধ্যায়

১৪২। অব. সূত্র নং ২

১৪৩। DPPN Vol I p 217-218

১৪৪। প্রা ভা ই. ১ম পৃঃ ২১৯

১৪৫। ঐ

১৪৬। ব. ও বৌ পৃঃ ৫৭ ; BSI p. 137 ; EB.. Vol II Fas 2 p. 185

১৪৭। EB Vol II, Fas 2. p. 184

১৪৮। ব. ও বৌ পৃঃ ৫৭

১৪৯। EB Vol II Fas. 2 p 184

১৫০। Ibid

১৫১। দীপ. ৬ষ্ঠ, ১, ২, ২৫

১৫২। Haltzsch's Asoka

১৫৩। ত্রিপিটক বহির্ভূত অন্যান্য জনপ্রিয় গ্রন্থ

১৫৪। বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের মহানুভাব

১৫৫। EB vol II, Fos 2 p. 183

১৫৬। BI p.p. 294-97

১৫৭। Bhan Asoka p 48

১৫৮। Bhābra Edict or Second Bairāt Edict

১৫৯। ADM p 34

১৬০। AAAF II, p 382 , ATR XV, 1825 p. 10

১৬১। দীপ. ৮ম, ১-১০ , মহা. ১২শ, ৩-১০ , সমন্ত, ১ম, পৃঃ ৬৩ , সাসন পৃঃ ৫-৬

১৬২। ঐ

১৬৩। সমন্ত, ১ম, পৃঃ ৬৩

১৬৪। পৃঃ ৫-৬

১৬৫। দীপ, ৮ম ১০, মহা, ১২শ, ৪০

১৬৬। দীপ, ৮ম অধ্যায়

৪৬৭। মহা, ৫ম অধ্যায
৪৬৮। EHI p 161 , RPBAI p 85
৪৬৯। দীপ, ৬ষ্ঠ অধ্যায , মহা, ৫ম অধ্যায
৪৭০। দীপ, ৭ম, ৪১ , মহা, ৫ম, ২৭৮
৪৭১। RPBAI p 87
৪৭২। দীপ, ৬ষ্ঠ অধ্যায , মহা, ৫ম অধ্যায
৪৭৩। ADM p 198
৪৭৪। বু ও বৌ পৃঃ ৫৭
৪৭৫। AHI p 329-330
৪৭৬। অশোক
৪৭৭। ঐ
৪৭৮। EHI p 203
৪৭৯। Hulzsch's Asoka
৪৮০। হর্ষ পৃঃ ৩০-৩১
৪৮১। AAHI p 113
৪৮২। Ibid
৪৮৩। AIU p 95
৪৮৪। PHAI pp 329-330
৪৮৫। Ibid , RPBAI p 102 , IHQ Vol V p 397
৪৮৬। PHAI p. 336 , AIU pp. 95-96
৪৮৭। RPBAI p 102
৪৮৮। PHAI p 345-346
৪৮৯। Ibid
৪৯০। IHQ XXII p. 81 , বু ও বৌ পৃঃ ৫৮
৪৯১। CHI p 99
৪৯২। বু ও বৌ পৃঃ ৫৮
৪৯৩। ঐ
৪৯৪। PHAI p 346
৪৯৪। বু ও বৌ পৃঃ ৫৮ , RPBAI p 105
৪৯৬। BCLV part I p 215

৪৯৭। Bharhut Inscriptions p. 102 , RPBAI p. 108-109

৪৯৮। RPBAI p. 109

৪৯৯। Bharhut Inscriptions p. 102

৫০০। PHAI p 354

৫০১। RPBAI p 109

৫০২। PHAI pp. 336-337

৫০৩। Ibid P. 339

৫০৪। RPBAI p. 113

৫০৫। Indo-G p. 97 , Milinda, ch. I XXV

৫০৬। QKM, I Intro. p. XVIII

৫০৭। AIU p. 113 ; OHI p. 124

৫০৫। Ibid

৫০৯। Milinda p. 6

৫১০। AIU p. 112

৫১১। CHI p 110

৫১২। AIU pp. 112-113

৫১৩। তুল ঃ স্তূপ অবদান, অবদান, নং ৫৭

৫১৪। বর্তমান শিয়ালকোট—PHAI p. 339

৫১৫। AIU p 113

৫১৬। Select Ins. p. 102

৫১৭। NIA Vol II, 1939-40 p. 647 , EI Vol XXIV, 1937-38 p 7 ; Select Ins, p. 103-4

৫১৮। AIU p. 115

৫১৯। GBI

৫২০। Milinda, Ch II p. 305

৫২১। Ibid,

৫২২। EI, XXIV, 7ff. XXVI, 318f. XXVII, ii, 52ff.

৫২৩। Ibid

৫২৪। Ibid

৫২৫। GBI p. 263

৫২৬। RPBAI p. 117

৫২৭। GBI p. 263

৫২৮। AIU p. 112

৫২৯। বং ও বৌ পৃঃ ৫৯

৫৩০। C II Pant I p. 65

৫৩১। Ibid

৫৩২। CHI Vol II p. 365

৫৩৩। নং ৩৬৪

৫৩৪। EI Vol VII, 1902-03 p. 55

৫৩৫। Ibid , RPBAI p 121

৫৩৬। EI Vol IV, 1896-97 pp 55-56

৫৩৭। AIU p 124

৫৩৮। EI Vol IV, 1896 97 p 55

৫৩৯। Ibid Vol XXI, 1931-32 p 259 , RPBA p. 123-124

৫৪০। CII Vol II, part I p 77 , RPBAIpp. 124-125

৫৪১। প্রা ভা ই, ১ম, পৃঃ ২৯১

৫৪২। MAPC III p 85-86 , তুল ঃ RPBAI p 126

৫৪৩। Ibid p 82-83 , মহাবস্তু, ১ম. পৃঃ ১৪৪ , DPPN Vol I p 470-471 , RPBAI p 127

৫৪৪। EHNI p. 62 , PHAI p. 394 AIU p 134

৫৪৫। প্রা ভা ই, ১ম, পৃঃ ২৯২

৫৪৬। ঐ

৫৪৭। ঐ

৫৪৮। ঐ

৫৪৯। BSI p. 142 , RPBAI pp. 128-29

৫৫০। CII II part I p 62

৫৫১। CII, II part I p. 62 , RPBAIp 130

৫৫২। RPBAI p. 133

৫৫৩। PHAI p. 405

৫৫৪। CII Vol II 1, lxiv , PHAI p 424

৫৫৫। San. Lit. p. 10

৫৫৬। PHAI pp. 411-414 , RFKE p 64-92 ; Vide paper on the date of Kanishka by A. L Basham, Leiden, 1968

৫৫৭। তুলঃ CII, Intro., Fleet p 56 ; JRAS ; 1913, p. 650, 987 ; AC p. cv , CII II ı xvıı

৫৫৮। PHAI pp. 418,

৫৫৯। ibıd ; RFKE p 73-74

৫৬০। PHAIp 419

৫৬১। PHAI p 420

৫৬২। H W. Bailey এর প্রবন্ধ JRAS, 1942 pt 1p. 19 তুলঃ PHAI p 42 f. n. 1

৫৬৩। শাহ-জী-কী-ঢেরী ধাতুপাত্রের উপর খোদিত তুলঃ RFKE p 88 , SVKI p. 24

৫৬৪। Ibıd p. 88-89

৫৬৫। আলবেরুনীও উহা উল্লেখ করিয়াছেন

৫৬৬। PHAI p 420

৫৬৭। Watters, I p 882 ;RFKE p. 72 ; বৃ ও বৌ পৃঃ ৫৯

৫৬৮। Hıuen Tsangএর বিবরণে স্থানটিকে কাশ্মীর এবং মোঙ্গলীয উপাদানে স্থানটিকে জলন্ধর বলা হইয়াছে—EHI p. 284 , f,n I ,

৫৭৯। Sehıefner, Chapter XII ; Gıl. Mss Vol I p. 20 ; MIB p. 121

৫৭০। Ibıd

৫৭১। Ibıd

৫৭২। Ibıd

৫৭৪। EHI p 283 ; Bud. S p. 71

৫৭৪। Ibıd

৫৭৫। IA Vol XXXII, 1903 p. 385 , EK p. 196

৫৭৬। EK p 108 ; 2500 years p. 49

৫৭৭। RPBAI p 147

৫৭৮। Ibid

৫৭৯। Bu-ston Vol I p 97, Gil Mss, Vol I, p 20 f n 3, MIB p 121

৫৮০। Ibid

৫৮১। WE p 311

৫৮২। Ibid

৫৮৩। Ibid, JRAS, 1003, p 191

৫৮৪। EHI p 272, PHAI p 430

৫৮৫। RPBAI p 149

৫৮৬। Ibid

৫৮৭। বাজ, পৃঃ ১২

৫৮৮। AGI p 99

৫৮৯। IHQ, 1951 p. 205

৫৯০। Ibid

৫৯১। RPBAI p 159

৫৯২। Ibid

৫৯৩। DKA p 71

৫৯৪। Ibid

৫৯৫। Ibid

৫৯৬। Ibid

৫৯৭। Ibid

৫৯৮। Ibid

৫৯৯। Ibid

৬০০। প্রা ভা ই ২য় পৃঃ ২৬৭

৬০১। MAI p 19

৬০২। Ibid

৬০৩। প্রা ভা বা ই,পৃঃ ৪০৫

৬০৪। IA Vol X, 1881, p. 669, JRASGBI Vol XII part II, 1882 p 570, PHAI p , HN-EI p. 6

৬০৫। Ibid

৬০৬। প্রা ভা রা ই পৃঃ ৪০১, MAI p 19

৬০৭। ঐ

৬০৮। AAHI p. 145

৬০৯। Ibid ; RPBAI p. 206

৬১০। দ্রঃ AAHI p. 145

৬১১। MAI p. 19

৬১২। Allahabad Stone Pillar Inscription of Samudragupta

৬১৩। PPBAI p 210

৬১৪। EHI pp. 294, 305, 347

৬১৫। RPBAI p 210

৬১৬। মহা, পৃঃ XXXIX, JA XV Mars-Avril, 1900, p. 316-317; IA XXXI, 1902 pp 192-193, 257

৬১৭। যে আসনে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন

৬১৮। RPBAI p. 211

৬১৯। IA XXXI, 1902, 192-195, BRWW Vol II, p. 133-135

৬২০। AAHI p 148

৬২১। Ibid

৬২২। Ibid

৬২৩। Travels of Fa-hien p. 322

৬২৪। CII Vol III p 31-34

৬২৫। বু ও বৌ পৃঃ ৬০

৬২৬। ঐ, Travels of Fa-hien p. lv

৬২৭। Travels of Fa-hien p 322

৬২৮। বু ও বৌ পৃঃ ৬০

৬২৯। GE pp 62-63

৬৩০। Ibid p 64, RPBAI p. 216

৬৩১। RPBAI p. 217

৬৩২। RPBAI p. 218 ; CII Vol III pp 45-47

৬৩৩। CII Vol III pp 261-262

৬৩৪। Ibid

৬৩৫। RPBAI p. 218

৬৩৬। EHI p. 329 , RPBAI p 221

৬৩৭। ARASI, 1914-15. p 124

৬৩৮। Ibıd RPBAI, p 223

৬৩৯। Ibıd pp 124-125

৬৪০। RPBAI p. 224-226

৬৪১। Ibıd

৬৪২। Ibıd

৬৪৩। Ibıd

৬৪৪। Ibıd

৬৪৫। Idıd

৬৪৬। Ibıd

৬৪৭। SHK

৬৪৮। Harsa

৬৪৯। Harsabardhan—A crıtıcal Study, JBORS Vol IX

৬৫০। বৃ ও বৌ পৃঃ ৬১

৬৫১। HAI p 309

৬৫২। বৃ ও বৌ পৃঃ ৬১

৬৫৩। ঐ, পৃঃ ৬২

৬৫৪। SBCI p 32

৬৫৫। Ibıd , Beal vol I pp 82-83

৬৫৬। Beal vol I pp. 213-214

৬৫৭। Ibıd

৬৫৮। Ibıd

৬৫৯। Ibıd

৬৬০। Ibıd

৬৬১। বৃ ও বৌ পৃঃ ৬১

৬৬২। ঐ

৬৬৩। ঐ পৃঃ ৬১

৬৬৪। Beal vol I p 214-22 , HAI p 308

৬৬৫। Ibid , Ibid

৯৬৬। Ibid ; Ibid

৬৬৭। 2500 years p 204

৬৬৮। Ibid

৬৬৯। বু ও বৌ পৃঃ ৬১

৬৭০। ঐ

৬৭১। ঐ পৃঃ ৬২ , SBCI p. 33

৬৭২। SBC p. 33

৬৭৩। AAHI p 161

৬৭৪। প্রা ভা ই, ২য, পৃঃ ২৭৯

৬৭৫। ঐ

৬৭৬। ঐ

৬৭৭। H Ben p 86

৬৭৮। Ibid , D.C Sarkar's Article IHQ XXVII ; প্রা ভা ই, ২য, পৃঃ ২৮১

৬৭৯। বু ও বৌ পৃঃ ৬২

৬৮০। Vide—Khālimpur Copper plate Inscription of Dharma-pāladev, S'loke no. 4 , 'মাৎস্যন্যায' অর্থাৎ বৃহৎমৎস্য যেবূপ ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস কবে

৬৮১। তিব্বতীয ঐতিহাসিক তাবনাথেব বর্ণনাতেও উক্ত ঘটনাব সমর্থন পাওয়া যায় H Ben p 98

৬৮২। H Ben p 100

৬৮৩। Sehiefner p. 208-209

৬৮৪। Ibid

৬৮৫। Khālimpur Copper plate Inscription

৬৮৬। H. Ben. p 100

৬৮৭। Sciefner p 204 , Bu-ston p 156

৬৮৮। H Ben p 101

৬৮৯। শ্লোক নং ২-৩

৬৯০। Schiefner p 204

৬৯১। AAHI p 165

৬৯২। একাদশ শতাব্দীর সোড্‌ডল রচিত 'উদয়সুন্দরীকথা' নামক গ্রন্থে ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামী' বলা হইয়াছে।

৬৯৩। AAHI p 166

৬৯৪। H Ben p 113

৬৯৫। Sceifner p 217

৬৯৬। Ibid p 157, বু ও বৌ পৃঃ ৬২

৬৯৭। MASI no 55 H Ben p 115

৬৯৮। Bu-ston p 156

৬৯৯। প্রা ভা ই, ২য়, পৃঃ ২৮৭

৭০০। H Ben p 116

৭০১। Ibid

৭০২। Ibid

৭০৩। Ibid, AAHI p 166

৭০৪। H Ben p 122

৭০৫। Vide-Nālandā copper-plate Inscription of Devapāla-deva,

৭০৬। H Ben p 122

৭০৭। বু ও বৌ পৃঃ ৬২

৭০৮। প্রা ভা ই, ২য় পৃঃ ২৮৮

৭০৯। ঐ

৭১০। H Ben p 127

৭১১। Ibid

৬১২। Ibid p. 136

৭১৩। Ibid

৭১৪। Ibid p 142

৭১৫। Ibid

৭১৬। Ibid

৭১৭। Ibid

৭১৮। প্রা ভা ই, ২য়, পৃঃ ২৯২

৭১৯। Ibid

৭২০। ঐ পৃঃ ২৯৩

৭২১। ঐ, পৃঃ ২৯৪

৭২২। দ্রষ্টব্য ঃ সান্ধ্যকাব নন্দীব 'বামচবিতমানস' ইহা একখানি সংস্কৃত ক্যব্যগ্রন্থ দ্রঃ MASI vol III no. 1

৭২৩। ঐ, তুলঃ H Ben p 150

৭২৪। SHAIB p 21

৭২৫। প্রা ভা ই, ২য় পৃঃ ২৯৫

৭২৬। ঐ

৭২৭। ঐ

৭২৮। পববর্তী অধ্যায আলোচিত হইবে

৭২৯। প্রা ভা ই, ২য় পৃঃ ২৯৫

৭৩০। ঐ

৭৩১। ঐ

৭৩২। ব্ ও বৌ পৃঃ ৬৩

৭৩৩। ঐ

৭৩৪। প্রা ভা ই, ২য়, পৃঃ ২৯৯

৭৩৫। H. Ben p 210

৭৩৬। Ibid

৭৩৭। Ibid p 428

৭৩৮। Ibid

———

বৌদ্ধধর্মের প্রসারে সঙ্গীতিগুলির ভূমিকা—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বৌদ্ধসংগীতি

বুদ্ধপরবর্তীযুগে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইতিহাসে বৌদ্ধ সংগীতিগুলির বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে। চারিটি অধিবেশন বা সংগীতি (আক্ষরিক অর্থে সম্‌গায়িত অর্থাৎ সমবেতভাবে আবৃত্তি) বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় বিশেষ। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক সংগীতিগুলির অনুষ্ঠানের সত্যতা লইয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন[১] তবুও ত্রিপিটকের বিবরণের সহিত কতিপয় সংগীতি বা বৌদ্ধসভার বিবরণ যুক্ত আছে বলিয়া এস্থলে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি হইতে প্রধানতঃ চারিটি সংগীতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।[২] যথা ঃ—

(১) প্রথম সংগীতি[৩]—পুনরায়, প্রথম সংগীতি অন্যান্য নামেও পরিচিত। যথা—প্রথম সংগায়ন, স্থবিরসংগীতি, প্রথম বিনয়সংগীতি, ধম্মবিনয়-সংগীতি, ধম্মসংগীতি, কাশ্যপসংগীতি ও পঞ্চসতিবিনয়সংগীতি।

(২) দ্বিতীয় সংগীতি—অন্যান্য পরিচিত নামগুলি হইল দ্বিতীয় সংগায়ন, দ্বিতীয়বিনয়সঙ্গীতি, সত্তসতিবিনয়সংগীতি।

(৩) তৃতীয় সংগীতি—ইহা তৃতীয় সংগায়ন ও অশোকসংগীতি নামে পরিচিত।

(৪) চতুর্থ সংগীতি—বা কণিষ্ক সংগীতি। ইহা উল্লেখ্য যে পালি সাহিত্যে কণিষ্ক সংগীতির পরিবর্তে সিংহলের বট্টগামণি সংগীতির বর্ণনা পাওয়া যায়। পালি ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধ সাহিত্যে চতুর্থ সংগীতি অর্থাৎ কণিষ্কের সংগীতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ইহা ব্যতীত, অপর একটি সংগীতির উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্যে যাহা মহাসংঘ বা মহাসংগীতি নামে পরিচিত। কিন্তু মহাসংগীতি রক্ষণ-শীল স্থবিরবাদিগের সংগীতি ছিল না বলিয়াই সাহিত্যে বর্ণিত[৪]। নিম্নে সংগীতিগুলির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি

প্রথম সংগীতি বা প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস

পরে মগধেব বাজধানী বাজগৃহে অনুষ্ঠিত হয।[৫] বুদ্ধেব পবিনির্বাণেব পব সর্বপ্রথম এই সংগীতি আহ্বান কবা হইযাছিল বলিযাই ইহা প্রথম সংগীতি নামে খ্যাত।[৬] প্রথম সংগীতিব বিববণ কেবলমাত্র পালি সাহিত্যেই নহে সকল বৌদ্ধ সম্প্রদাযেব বিনয় গ্রন্থেই পাওযা যায।[৭] এগুলিব মধ্যে মহাবস্তু[৮] নামক বৌদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থে, চৈনিক ও তিব্বতীয অনুবাদগ্রন্থে, চীনদেশীয পরিব্রাজকদিগেব ভ্রমণ বৃত্তান্তে, তিব্বতদেশীয ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহেও প্রথম সংগীতিব বিববণ বহিযাছে।[৯] এস্থলে উল্লেখ্য যে সকল প্রচলিত বিববণগুলিব মধ্যে সাদৃশ্য নাই, বহু প্রকাব পার্থক্য বহিযাছে।[১০] সর্বক্ষেত্রেই ইহা প্রামাণ্য যে বুদ্ধেব ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত বাণী একত্রিত কবিবাব উদ্দেশ্যেই তাঁহাব অন্যতম শিষ্য প্রবীণ মহাকস্সপ (বা মহাকাশ্যপ) স্থবিব উক্ত অধিবেশনটি আহ্বান কবিযাছিলেন।[১১] দীঘনিকাযেব[১২] মহাপবিনিব্বান সুত্তে[১৩] বলা হইযাছে যে বুদ্ধেব মহাপবিনির্বাণের পব সুভদ্দ নামক একজন বৃদ্ধ নূতন প্রব্রজ্যা গ্রহণকাবী ভিক্ষু বুদ্ধেব মৃত্যুতে বিলাপবত শিষ্যদিগকে সান্ত্বনা দিযা বলিযাছিলেন যে বুদ্ধেব মৃত্যুতে তাঁহাদেব বিলাপ কবিবার কারণ নাই পবন্তু বিনয নিয়মগুলি পালনেব কঠোবতা হইতে তাঁহারা মুক্তি পাইযাছে এবং তাঁহাবা তাহাদের ইচ্ছামত কাজ কবিতে পাবিবে।[১৪] চুল্লবগ্গ অনুযাযী[১৫] মহাকস্সপ স্থবিব বুদ্ধেব পবিনির্বাণলাভেব সময তথায উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যখন অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে লইযা পাবা হইতে কুশীনগব ভ্রমণ কবিতেছিলেন তখন আজীবিক সম্প্রদাযেব এক সন্ন্যাসী বুদ্ধেব পবিনির্বাণলাভেব সংবাদ মহাকস্সপকে দেন।[১৬] যাহা হউক, সুভদ্দেব উক্তিতে শঙ্কিত হইযা মহাকস্সপ বুদ্ধের ধর্ম ও বিনয অর্থাৎ বুদ্ধবচন যাহাতে যথাযথভাবে বক্ষিত হয তাহাব জন্য একটি অধিবেশনেব আহ্বান কবেন।[১৭] তিব্বতীয আখ্যানেও মহাকাশ্যপ বা মহাকস্সপকে সঙ্ঘনাযক (Head of the Order) হিসাবে বর্ণনা কবা হইযাছে।[১৮] কিংবদন্তী অনুযায়ী মগধবাজ অজাতশত্রুব বাজত্বকালে এবং তাঁহাব পৃষ্ঠপোষকতায সংগীতিটি সংঘটিত হইযাছিল।[১৯] বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বুদ্ধেব একনিষ্ঠ ভক্ত[২০] অজাতশত্রুব বাজধানী বাজগৃহকেই প্রথম সংগীতাযনেব উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচিত কবিযাছিলেন কাবণ তথায বৌদ্ধভিক্ষুদিগেব ধর্মেব প্রধান অঙ্গ 'চাবিনিস্সয'[২১] প্রালনেব সুব্যবস্থা ছিল।[২২] বস্তুতঃ বাজা অজাতশত্রুকে বৌদ্ধধর্মেব

ইতিহাসে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিব পৃষ্ঠপোষকবূপে অমব কবিযা বাখিযাছে।[২৩]

সংগীতিটিতে সর্বসমেত পাঁচশতজন অর্হত্বপ্রাপ্ত স্থবিব যোগদান কবিযাছিলেন।[২৪] বাজা অজাতশত্রু অধিবেশনটি যাহাতে সফলতা লাভ কবে তাহাব জন্য যথাযোগ্য সাহায্য কবিযাছিলেন। তিনি বৈভাব বা বেভাব পর্বতেব পার্শ্বে সপ্তপর্ণী (সত্তপন্নি) গুহাব দ্বাবে একটি বিশাল বমণীয সভামণ্ডপ নির্মাণ কবাইযাছিলেন।[২৫] ইহা স্বর্গেব দেবতাদিগেব পবিষদ-গৃহেব ন্যায জাঁকজমকপূর্ণ ছিল।[২৬] উপবোক্ত মণ্ডপটি অতীব মনোবম-ভাবে লতা ও মাল্য দ্বাবা সজ্জিত কবিযা মহামূল্যবান্ কম্বল বিছাইযা দিযা তাহাতে পঞ্চশত ভিক্ষুব উপবেশনেব ব্যবস্থা কবা হইযাছিল। মহামান্য সভাপতি মহাশযেব উপবেশনেব জন্য একটি মহিমান্বিত আসন (থেবাসন) তৈযাবী কবা হইযাছিল উপবন্তু বক্তা ভিক্ষুব জন্য কক্ষটিব মধ্যস্থলে একটি নির্দিষ্ট উচ্চ আসনেব (ধম্মাসন) ব্যবস্থা ছিল।[২৭]

পূর্বেই উক্ত হইযাছে যে সঙ্গীতিগুলি প্রকৃত অনুষ্ঠিত হইযাছিল কিনা সে সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। ইদানিংকালে, কোন কোন ঐতিহাসিক সর্বদিক বিচাব বিশ্লেষণেব দ্বাবা মতস্থিব কবিযাছেন যে অধিবেশনটি একটি বৃহৎ প্রাতিমোক্ষ[২৮] সম্মেলন ছিল। এই মতবাদটিব সপক্ষে উল্লেখ কবা যায যে ভিক্ষু আনন্দেব বুদ্ধেব ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে পবিচর্যায নিযুক্ত থাকাকালীন কিছু কিছু ভুলভ্রান্তিব স্বীকাবোক্তি।[২৯] উপবন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে প্রাতিমোক্ষসভায যেবূপ সভাপতি ধর্ম্ম ও বিনয সম্পর্কে ব্যাখ্যা কবিবাব জন্য দুইজন ভিক্ষুকে নিযুক্ত কবিতেন এক্ষেত্রেও সেই একই নিযম পালন কবা হইযাছে।[৩০] অপবপক্ষে, বলা যাইতে পাবা যায যে পালি ত্রিপিটক সাহিত্যেব চুল্লবগ্গেব তথ্যাদি প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ কবা যায কাবণ অন্যান্য বিববণগুলি মূলতঃ চুল্লবগ্গেব তথ্যেব উপবই নির্ভবশীল।[৩১] যাহা হউক, প্রত্যেকটি উপাদানেই বুদ্ধেব মহাপবিনির্বাণেব পবই বাজগৃহেব অধিবেশন এবং তথায ধর্ম ও বিনযেব পুনবাবৃত্তি সম্পর্কে তথ্যাদি বহিযাছে।

অধিবেশনটিব সমযকাল সম্পর্কে বলা যায যে ইহা বস্সাবাসেব দ্বিতীয মাসে (অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে) শুবু হইযাছিল।[৩২] পণ্ডিত শবৎচন্দ্র দাস মহাশয তাহাব গ্রন্থে[৩৩] বলিযাছেন যে অধিবেশনটি শ্রাবণ মাসেব শুক্লপক্ষেব

পঞ্চমীতিথিতে শুরু করা হইয়াছিল। এবিষয়ে উক্ত রহিয়াছে যে মহাকস্সপ সঙ্গীতায়নের জন্য বস্সাবাস বা (বর্ষাবাস)-ই উপযুক্ত সময় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন কারণ বর্ষাকালে অন্যান্য ভিক্ষুদিগের রাজগৃহে আসা সহজসাধ্য ছিল না।[৩৪]

সুমংগলবিলাসিনী ও সমন্তপাসাদিকা নামক অর্থকথাগুলিতে প্রথম সংগীতির অধিবেশনটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রহিয়াছে। সেস্থলে অধিবেশনটি আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পূর্বে হইতেই যথোপযুক্ত আয়োজন করিবার বিবরণ পাওয়া যায়। চুল্লবগ্গে রহিয়াছে যে রাজগৃহে সংগীতির আহ্বায়কগণ বর্ষাবাসের প্রথম মাসকাল ধরিয়া ভগ্ন ও জীর্ণপ্রায় স্থানটিকে রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা সংগীতির অধিবেশনের জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহামান্য মহাকস্সপ থের অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য অগ্রণী বা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাকস্সপ চারিশত নিরানব্বইজন অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু নির্বাচিত করিয়াছিলেন সংগীতিটিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে। কথিত আছে, সংগীতিতে যোগদানকারী ভিক্ষুদিগকে সর্বসম্মতিক্রমে ভোটদানের সাহায্যে নির্বাচিত করা হইয়াছিল। উক্ত ভিক্ষুগণ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ উপলক্ষ্যে এস্থলে একত্রিত হইয়াছিলেন। অতঃপর, অপর একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় হইল এই যে, ভিক্ষু আনন্দ সংগীতির অনুষ্ঠানের পূর্বে অর্হৎ ছিলেন না। সেই কারণে মহাকস্সপ থের আনন্দকে সংগীতিতে যোগদান করিবার অনুমতি প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আনন্দ ছিলেন বুদ্ধের একান্ত সচিববিশেষ কারণ আনন্দ সর্বদাই বুদ্ধের সহিতই বিচরণ করিতেন। ইহার ফলে বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কেও মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা আনন্দ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সেই কারণে কিছু ভিক্ষু আনন্দকে সংগীতি হইতে বাদ দেওয়ার জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন এবং অর্হৎ না হইয়াও বুদ্ধের ধর্মের প্রধান জ্ঞেয় রূপে তাঁহারা আনন্দকে সংগীতিটিতে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব রাখিয়াছিলেন।[৩৫] কথিত আছে যে আয়ুষ্মান্ আনন্দ সংগীতি আরম্ভের পূর্বদিনের রাত্রের তৃতীয়যামে অর্হত্বলাভ করিয়াছিলেন।[৩৬]

প্রথম সংগীতির অনুষ্ঠানটির কার্যাবলী ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। অনুষ্ঠানটির প্রারম্ভে স্থবির মহাকস্সপ ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে ধর্ম ও

বিনযেব মধ্যে বিনযেব আলোচনাকেই সর্বাগ্রে স্থাপন কবেন।[৩৭] সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী বিনযকেই সর্বোচ্চ স্থান দিযাছিলেন কাবণ প্রসিদ্ধ টীকাকাব বুদ্ধঘোষেব ব্যাখ্যানুসাবে বিনযনিযমগুলি বুদ্ধেব উপদেশাবলীব মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুবাতন। সেইহেতু বুদ্ধেব শিক্ষাবলীব সংবক্ষণেব জন্য বিনযগুলিব পুনঃ আলোচনাব সর্বাগ্রে প্রযোজন হইযা পড়িযাছিল।[৩৮] অতঃপব সভাপ্রধান মহাকস্সপ ভিক্ষুসংঘেব অনুমতিক্রমে (সংঘস্স পত্তকল্লং) সর্বপ্রথম ভিক্ষু উপালিকে আহ্বান কবেন। কাবণ উপালিই বুদ্ধেব নিকট হইতে সর্বান্তঃকবণে প্রতিটি বিনয নিযম শিক্ষা কবিযাছিলেন।[৩৯] উপালি ধম্মাসন বা বক্তাব আসনে একটি বত্নখচিত মহামূল্যবান্ পঙ্খসহযোগে উপবেশন কবিলে সভাব কার্য আবম্ভ হয। স্থবিব মহাকস্সপ উপালিকে সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা কবেন যে ভগবান্ বুদ্ধ প্রথম পাবাজিকা (বিনযপিটকেব অন্তর্গত পাতিমোকেখব প্রথম নিযম) কোথায বিধান কবিযাছিলেন (কথ পঞ্ঞত্তং)। উপালি ইহা বেসালিতে ঘটিযাছিল বলিযা উত্তব কবিলে মহাকস্সপ পুনঃ জিজ্ঞাসা কবেন যে ইহা কাহাকে লক্ষ্য কবিযা, কোন নিযমলঙ্ঘনজনিত অপবাধে উক্ত বিধান দেওযা হইযাছিল। অতঃপব নিযমগুলিব যাবতীয জ্ঞাতব্য বস্তু সম্পর্কে মহাকস্সপ ক্রমে ক্রমে প্রশ্ন কবিতে থাকেন ও উপালিও তাহাব প্রত্যুত্তব প্রদান কবেন। এইবুপে জানিতে পাবা যায যে কলন্দক পুত্র সুদিন্ন 'মৈথুন ধর্ম' (মেথুন ধম্ম) সম্পর্কে যে নিযম আছে উক্ত নিযমলঙ্ঘনজনিত অপবাধ কবিযাছিলেন যাহাব ফলস্ববূপ বুদ্ধ প্রথম পাবাজিকা নিযম বিধান কবিযাছিলেন।[৪০] দ্বিতীয পাবাজিকা সম্পর্কে উপালি উত্তব দেন যে বাজগৃহেব কুম্ভকাবপুত্র ধনিযকে প্রথম দ্বিতীয পাবাজিকা বিধান[৪১] দেওযা হইযাছিল। তৃতীয পাবাজিকা বিধান[৪২] বেসালিব কযেকজন ব্যক্তিব প্রাণীহত্যাকে কেন্দ্র কবিযা এবং চতুর্থ পাবাজিকা বিধানও[৪৩] ঘটে বেসালিতেই, কযেকজন ব্যক্তিব অলৌকিকত্ব প্রদর্শনেব দ্বাবা যাহা বিনযবিবুদ্ধ কার্য ছিল।

সুতবাং উক্ত সংগীতিব অনুষ্ঠানে স্থবিব মহাকস্সপেব বিনয সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি হইল—(১) বিনযেব বিষযবস্তু (২) কোন্ পবিপ্রেক্ষিতে নিযমটি ঘোষিত হইবাছিল (৩) কোন্ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য কবিযা (৪) নিযমটি কি (৫) নিযমটিকে নির্ভব কবিযা অপব কোন নিযমেব সূত্রপাত ঘটিযাছিল কিনা (৬) কখন এটিব লঙ্ঘনজনিত অপবাধ ঘটে (৭) কখন অপবাধ ঘটে না।[৪৪]

বস্তুতঃ সর্বপ্রথম প্রশ্নগুলি চারিটি পারাজিককে[৪৫] বেষ্টন করিয়াই ছিল। এইরূপে মহাকস্সপ উপালিকে উভয়বিনয় (উভতোবিনয়)[৪৬] সম্পর্কেও প্রশ্ন করেন এবং উপালিও ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নগুলির প্রত্যুত্তর দান করিতে সমর্থ হন।[৪৭] প্রশ্নোত্তরের পর্ব শেষ হইলে মহাকস্সপ থেরের নেতৃত্বে সর্ব-সম্মতিক্রমে ক্রমশঃ চারি পারাজিকা ধম্মের সংগ্রহের দ্বারা পারাজিকা খণ্ড, তেরোটি সংঘাদিসেস, দুইটি অনিয়ত সিক্খাপদ, ত্রিশটি নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়, বিরানব্বইটি পাচিত্তিয়, চারিটি পাটিদেসনীয়, পঁচাত্তরটি সেখিয় ও সাতটি অধিকরণসমথ সিক্খাপদ একত্রিত করিয়া দুইশত সাতাশটি মহাবিভঙ্গের নিয়ম স্থির করা হইয়াছিল।[৪৮]

অতঃপর উক্ত প্রণালীর দ্বারা ভিক্ষুনীবিভঙ্গও স্থির করা হইয়াছিল। ভিক্ষুনীবিভঙ্গে সর্বসমেত সাতটি খণ্ডে ৩১১টি সূত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৪৯] পুনরায় ইহাও উল্লেখ আছে যে সর্বসমেত উভয়বিভঙ্গটি ভাণবারতে[৫০] স্থাপিত হইয়াছিল। উভয়বিভঙ্গ স্থাপিত হইলে এই মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হইয়াছিল।[৫১] এইরূপে থের উপালির সহায়তায় প্রথম সংগীতিতে ক্রমশঃ মহাবিভঙ্গ ব্যতীত ৮০টি ভাণবার গঠনের মাধ্যমে খন্দক (মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ), ২৫টি ভাণবার পরিমাণ 'পরিবার' উল্লিখিত হইয়া সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিনয়পিটক স্থাপিত হয়।[৫২] ইহার পর থের উপালি রত্নখচিত ব্যজনটি রাখিয়া ধর্ম্মাসন হইতে অবরোহণ করিয়া নিজ আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান্ মহাকস্সপ সর্বাগ্রে বিনয় সংগায়ন করিয়া ধম্ম-সংগায়ন করিবার জন্য সংঘের অনুমতিক্রমে আয়ুষ্মান্ আনন্দ থেরকে বুদ্ধদেশিত 'ধম্ম' সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন।[৫৩] মহাকস্সপ প্রথমেই আনন্দকে প্রশ্ন করেন 'ব্রহ্মজাল সুত্ত'[৫৪] সম্পর্কে, যথা—বুদ্ধ কোথায়, কাহাকে, কি কারণে, কি প্রসঙ্গে ব্রহ্মজাল সুত্ত দেশনা করিয়াছিলেন। আনন্দও ধীরে ধীরে উত্তর দেন যে ব্রহ্মজালসুত্ত রাজগৃহ হইতে নালন্দা যাইবার পথে 'অম্বলটিঠকা' নামক রাজার বিশ্রামাগারে পরিব্রাজক সুপ্রিয় ও তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মদত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে দেশনা করিয়াছিলেন।[৫৫] সুমঙ্গলবিলাসিনীতে[৫৬] ব্রহ্মজাল সুত্তের আলোচনার পূর্বে সুত্তন্তপিটকের সংগায়নের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু সেস্থলে পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে প্রথম চারটি নিকায়ের বর্ণনা রহিয়াছে, খুদ্দকনিকায়ের কোন উল্লেখ নাই।[৫৭] অতঃপর মহাকস্সপের প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ থের ব্রহ্মজাল সুত্তের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে সমবেত

পাঁচশতজন অর্হৎ একত্রে ব্রহ্মজাল সুত্তন্ত আবৃত্তি করেন।[৫৮] কথিত আছে যে ইহাতে পৃথিবী প্রকম্পিত হইযাছিল।[৫৯]

মহাকস্সপ থের আনন্দকে 'সামঞ্ঞফল সুত্তন্ত'[৬০] সম্পর্কেও প্রশ্ন করেন। আনন্দ উত্তরে বলেন যে 'সামঞ্ঞফল সুত্তন্ত' রাজগৃহে জীবকের 'আম্রবাগানে' দেশিত হইযাছিল।[৬১] এইরূপ প্রণালীতে পর্যাযক্রমে পঞ্চনিকায সম্পর্কেও আলোচিত হইযা নিকাযসমূহ (যথা—দীঘ, মজ্ঝিম, সংযুত্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক) সংগৃহীত হয।[৬২] সুমঙ্গলবিলাসিনীর বৃত্তান্ত অনুসারে[৬৩] দীঘনিকাযের তেত্রিশটি সূত্রসহযোগে ৬৪টি ভাণবারে, মজ্ঝিমনিকায ৮০টি ভাণবারে, ১০০টি ভাণবারে সংযুত্তনিকায এবং ১২০টি ভাণবারে অঙ্গুত্তরনিকায সম্পন্ন হইযাছিল।[৬৪] এস্থলে উল্লেখ্য যে খুদ্দকনিকাযের ভাণবারের কথা সুমঙ্গলবিলাসিনীতে বলা নাই যদিও মূল চুল্লবগ্গে পঞ্চনিকাযের কথা স্পষ্টতঃই উল্লিখিত রহিযাছে।[৬৫]

যাহা হউক, পুনরায আনন্দ থেরের প্রসঙ্গে আসা যাক্। আনন্দ থের যদিও অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইযাছিলেন তথাপি তাঁহাকে সমবেত ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে কতকগুলি সামান্য ভুলভ্রান্তিজনিত অপরাধের (দুক্কট) জন্য অভিযোগের সম্মুখীন হইতে হয।[৬৬] আনন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রায সকল উপাদানেই দেখিতে পাওযা যায যথা,—পালি চুল্লবগ্গ ব্যতীত মহীশাসকদিগের বিনযে, ধর্মগুপ্তক মহাসংঘিক ও সর্বাস্তিবাদদিগের বিনযে ইত্যাদি।[৬৭] এক্ষেত্রে চুল্লবগ্গের বর্ণনা অনুযাযী পাঁচটি অপরাধ উল্লেখ করা হইতেছে।[৬৮] যেমন—

(১) ভগবান্ বুদ্ধ পরিনির্বাণকালে আনন্দকে বলেন যে সংঘের 'ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র' শিক্ষাপদগুলি ইচ্ছা করিলে ভিক্ষুগণ বাদ দিতে পারেন।[৬৯] অতঃপর প্রশ্ন ওঠে যে 'ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র' শিক্ষাপদ বলিতে বুদ্ধ কোন্ কোনগুলি বুঝাইযাছেন তাহা আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন কিনা।[৭০] কিন্তু আনন্দ স্বীকার করেন যে তিনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই কারণ বুদ্ধের জীবনাবসান ঘটিবে বুঝিতে পারিযা তিনি শোকে দুঃখে এতই মুহ্যমান হইযা পড়িযাছিলেন যে বুদ্ধকে নির্দিষ্ট করিযা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই।[৭১] অতঃপর ইহা কথিত আছে যে মহাকস্সপ সংঘে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদের নির্দিষ্টভাব না থাকিবার জন্য বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায সঙ্ঘের অনুমতিক্রমে তাহা অবিকৃতই রাখিযা দিযাছিলেন।[৭২]

(২) দ্বিতীয দুক্কট অপরাধ হিসাবে উল্লিখিত হইযাছে যে বুদ্ধের পোশাকে

সূচীকর্ম কবিবাব সময আনন্দ পোশাকটিব উপব দিযা পদচাবণা কবিযাছিলেন।[৭৩] উত্তবে আনন্দ বলেন যে সেইসময আনন্দকে সাহায্য কবিবাব জন্য অপব কেহ তথায উপস্থিত ছিলেন না যাহাব ফলে সূচীকর্মেব প্রযোজনে উক্ত কর্ম তাহাকে কবিতে হইযাছে।[৭৪]

(৩) আনন্দেব বিরুদ্ধে অপব অভিযোগ হইল যে বুদ্ধেব পবিনির্বাণেব পব আনন্দ নাবীসংঘকে সর্বাগ্রে শাস্তাব দেহবন্দনা কবিবাব সুযোগ দিযাছিলেন কেন।[৭৫] আনন্দ উত্তব দেন যে নাবীদিগেব মানসিক অবস্থাব কথা অনুভব কবিতে পাবিযা তিনি তাহাদিগকে বিলম্ব কবাইতে চাহেন নাই।[৭৬]

(৪) অপব যে অভিযোগটি আনা হইযাছিল আনন্দেব বিরুদ্ধে তাহা হইল এই যে যখন আনন্দকে বুদ্ধ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিযাছিলেন যে তিনি নশ্বব দেহ ত্যাগ কবিবেন তখন আনন্দ জীবদিগেব মঙ্গলার্থে বুদ্ধকে পুনবায এককল্প জীবিত থাকিতে অনুবোধ কবেন নাই কেন।[৭৭] আনন্দ স্পষ্টতঃই আক্ষেপ কবিযা উত্তব দেন যে তাঁহাব চিত্তে হযতো সেই সময কোন অকুশলতা পবিস্ফুট হইযাছিল বলিযাই তিনি বুদ্ধকে ঐরূপ অনুবোধ কবেন নাই।[৭৮]

(৫) পঞ্চম অপবাধটি হইল কেন আনন্দ নাবীদিগেব সমর্থনে নাবীদেব সঙ্ঘে প্রবেশেব জন্য তিনি বুদ্ধেব নিকট আবেদন জানান।[৭৯] বস্তুতঃ আনন্দ বুদ্ধেব বিমাতা মহাপজাপতি গোতমীব অনুবোধেই বুদ্ধেব নিকট নাবীসংঘ স্থাপনেব অনুমতি চাহিযাছিলেন। যাহা হউক, আনন্দ বিবৃত কবেন যে বুদ্ধকে মাতা মহাপজাপতি গোতমী শিশুকাল হইতে পবম মমতায লালনপালন কবিযা বড কবিযাছেন, সেইকাবণে পজাপতি গোতমীব প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবাই তিনি উহা কবিযাছিলেন।[৮০]

উপবোক্ত অভিযোগগুলি ব্যতীত অপবাপব বিনযগুলিতে আনন্দেব বিরুদ্ধে কযেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযোগেব উল্লেখ আছে। যাহা হউক, আনন্দ সকল অপবাধ মানিযা লইযা সংঘকে তুষ্ট কবিতে সমর্থ হইযাছিলেন।[৮১]

অনন্তব অপব একটি বিশেষ ঘটনাও প্রথম সংগীতিব কার্যাবলীব অন্তর্গত হইতে দেখা যায।[৮২] আনন্দ বিবৃত কবেন যে বুদ্ধ পবিনির্বাণলাভেব পূর্ব মুহূর্তে আনন্দকে নির্দেশ দেন যে ভিক্ষুসংঘ যেন ভিক্ষু ছন্নকে[৮৩] ব্রহ্মদণ্ড[৮৪] দেয। অতঃপব আনন্দেব নিকট 'ব্রহ্মদণ্ড' কি জানিতে চাওযা

হইলে আনন্দ বিবৃত কবেন যে তিনি এসম্পর্কে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিতে ভোলেন নাই। ছন্ন উগ্রস্বভাবেব ছিলেন ও অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে অবজ্ঞা কবিযা চলিতেন।[৮৫] সেই কাবণে বুদ্ধ ছন্নেব সহিত অন্যান্য ভিক্ষুদিগেব কথাবার্তা বলিতে, কোনবূপ পবামর্শ কবিতে বা উপদেশ দিতে নিষেধ কবিযা 'ব্রহ্মদণ্ড' দিযাছিলেন। ইহাব পব কথিত আছে যে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীব অনুবোধে আনন্দ কোসাম্বিতে বাজা উদেনেব বাজ্যে 'ঘোসিতাবামে' গমন কবিযা ছন্নেব নিকট ব্রহ্মদণ্ডেব কথা জানান।[৮৬] ছন্ন ইহা শ্রবণে নিদাবুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ কবিলে তিনি অচিবেই অর্হত্ত্ব লাভ কবিযা দণ্ডাদেশ হইতে মুক্ত হন।[৮৭] বস্তুতঃ ছন্নকে সর্বপ্রকাবে সামাজিক যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন কবিবাব শাস্তি দেওযা হইযাছিল।[৮৮]

চুল্লবগ্গে, প্রথম সংগীতিব কার্যাবলীব মধ্যে অপব একটি ঘটনাবও উল্লেখ আছে। ইহা জানা যায যে দক্ষিণগিবিব (বাজগৃহেব নিকটবর্তী কোন বনাঞ্চল) পুবাণনামক এক স্থবিব পাঁচশত ভিক্ষুসংঘ লইযা প্রথম সংগীতির ধর্ম ও বিনয অনুমোদিত হইবাব পব বাজগৃহেব বেলুবনে আসিযা অবস্থান কবেন।[৮৯] অতঃপব পুবাণকে সংগীতিতে যোগদানেব আমন্ত্রণ জানানো হইলে পুবাণ তাহাতে যোগদান কবেন নাই। উপবন্তু তিনি জানান যে তিনি বুদ্ধেব মুখনিঃসৃত বাণী অন্তবেই ধাবণ কবিযা আছেন। সুতবাং নূতন কবিযা সংগীতিতে যোগদান কবিবাব প্রযোজন তাঁহাব নাই।[৯০] ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত বিবৃত কবিযাছেন[৯১] যে দক্ষিণগিবিব পুবাণ থেব কযেকটি বিনয নিযমেব বদবদল কবিতে চাহিযাছিলেন।[৯২]

চুল্লবগ্গেব বিববণ অনুযাযী এইবূপে প্রথম সংগীতিতে ধর্ম ও বিনয সংস্থাপিত হইযাছিল। তথায ত্রিপিটকেব অপব শাখা অভিধর্মেব অস্তিত্বেব কথা জানা যায না। কিন্তু সুমঙ্গলবিলাসিনীতে উক্ত বহিযাছে যে আযুষ্মান্ অনুবুদ্ধ মহাথেব কস্সপেব নির্দেশে ক্রমে ক্রমে ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, ধাতুকথা, যমক, পট্ঠান আবৃত্তিপূর্বক 'অভিধম্ম' সংগৃহীত কবিযা, পাঁচশতজন অর্হৎ তাহা একত্রে আবৃত্তি কবিযা অভিধম্ম নির্দিষ্ট কবেন।[৯৩] অপবদিকে Thomas উল্লেখ কবিযাছেন যে অভিধর্ম সুত্তপিটকেব সহিত একত্রে সংগাযিত হইযাছিল।[৯৪] Rockhill সাহেব তিব্বতীয আখ্যান অনুসাবে বলিযাছেন যে 'অভিধম্ম' আযুষ্মান্ কস্সপই আবৃত্তি কবিযাছিলেন।[৯৫] যাহা হউক, উপবোক্ত শাস্ত্রগুলি

ব্যতীত সুমঙ্গলবিলাসিনীতে[৯৬] পনেরোটি খুদ্দকনিকায়ের গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—জাতক, মহানিদ্দেস, চুল্লনিদ্দেস[৯৭], পটিসম্ভিদামগ্গ, সুত্তনিপাত, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, চরিয়াপিটক, অপদান ও বুদ্ধবংস। উক্ত গ্রন্থানুসারে উপরোক্ত শাস্ত্রগুলি প্রথম সংগীতিতেই নির্দেশিত হয়।[৯৮] উপরন্তু দীপবংসে বলা হইয়াছে যে নবাঙ্গ[৯৯] বুদ্ধবচনও উক্ত সঙ্গীতিতে নির্ণয় করা হইয়াছিল।[১০০]

যাহা হউক, অপরাপর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিনয়গুলির মধ্যে 'মহাবস্তু'র[১০১] নামোল্লেখ করা যায়। সেস্থলে মহাকস্সপের স্থানে কাত্যায়নকে সংঘ পরিচালক হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং তথাকার আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল 'দশভূমি' সম্পর্কিত।

এইরূপে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশনে বুদ্ধের ধর্ম ও বিনয়ের পুনঃ পর্যালোচনার দ্বারা বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়া বিস্তারলাভ—ইহা নিঃসন্দেহে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদিও অধ্যাপক Oldenberg ও R O Franke প্রমুখ জার্মানদেশীয় পণ্ডিতগণ চুল্লবগ্গের প্রথম সঙ্গীতির বিবরণ কল্পনাপ্রসূত ও অমূলক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[১০২] তাঁহাদের মতে মহাপরিনিব্বান সুত্তন্তে বুদ্ধের পরিনির্বাণের যে বিবরণ রহিয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী ভিক্ষুগণ প্রথম সংগীতির কাহিনী রচনা করিয়াছেন।[১০৩] পুনরায় ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়াও তাঁহার গ্রন্থে[১০৪] কতকগুলি বিষয় উপস্থাপন করিয়াছেন যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে চুল্লবগ্গের বিবরণের দ্বারা সর্বদা স্থির সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় না।

চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলা হইয়াছে যে সারিপুত্ত ও মহামোগ্গল্লান প্রথম সংগীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। মহাবংসেও[১০৫] সারিপুত্তের যোগদানের বিবৃতি রহিয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক Kernএর মতে ফা-হিয়েনের বিবরণ গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ সাধারণের বিশ্বাস যে সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান উভয়েই বুদ্ধের পূর্বেই পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।[১০৬] পুনরায় হিউয়েন সাঙের কথা বলা যাইতে পারে। হিউয়েন সাঙের বিবৃতি প্রায় চুল্লবগ্গেরই অনুরূপ কয়েকটি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পার্থক্য ব্যতীত। হিউয়েন সাঙ যোগদানকারী সদস্য সংখ্যা পাঁচশত না করিয়া এক হাজার জন করিয়াছেন এবং তিনি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রথম সংগীতিতে

স্থবির আনন্দ 'সূত্রপিটক', উপালি 'বিনয়পিটক' ও মহাকাশ্যপ (মহাকস্সপ) স্বয়ং অভিধর্মপিটকের বিষয়গুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।[১০৭]

যাহা হউক, পালি, সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষায় যাবতীয় বৌদ্ধ বিবরণেই প্রথম সংগীতির বর্ণনা রহিয়াছে। এই সকল বিবরণগুলির মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মত পার্থক্যও রহিয়াছে। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার[১০৮] মতে বিবরণগুলির মূলে হয়ত কোন বাস্তব ঘটনা রহিয়াছে যাহা নিছক কল্পনাপ্রসূত নহে।[১০৯] কারণ ব্রাহ্মণ্য, আজীবিক, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ইতিহাসে দেখা যায় যে সভা, সংগীতি বা পরিষদ আহ্বান করিয়া তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি সংরক্ষণ করা হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও স্থবিরগণ চিরপ্রচলিত প্রথা যে অবলম্বন করিবে তাহা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়।[১১০] বস্তুতঃ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁহার অমূল্য বাণীসমূহ সংরক্ষিত করিবার কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বুদ্ধ কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই বলিয়া বৌদ্ধধর্মের স্থায়িত্বকল্পে অনুশাসনগুলির মূল্য ছিল অপরিসীম এবং সুশৃংখলভাবে নিয়মগুলির সংগৃহীত করাই ছিল একটি স্বাভাবিক চাহিদা।[১১১] সুতরাং উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে বিচার করিলে ঐ সংগীতিটি বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি সংরক্ষণের ইতিহাসেও অমর হইয়া আছে।[১১২]

প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠানে অপর একটি বিষয়ও নির্দেশিত হইয়াছে তাহা হইল গণতান্ত্রিকতা। বস্তুতঃ সংগীতিটির প্রারম্ভেই লক্ষ্য করা যায় গণতান্ত্রিকতার প্রভাব, মহাকস্সপ থের যিনি সংগীতিটি পরিচালনা করিয়াছিলেন তিনি গণতান্ত্রিক উপায়েই সংঘের কার্য চালাইয়াছিলেন। সংগীতিটির সকল সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। উপরন্তু শলাকার সাহায্যে সম্মতিদানের ব্যবস্থাও লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিটি কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসেই নহে তথা সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতি

দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির সূচনায় বলা যায় যে বুদ্ধ তাঁহার উপদেশ রক্ষা করিবার উপায় হিসাবে ও তাঁহার বচনের যথেচ্ছা ব্যাখ্যা যাহাতে না হয় তাহার জন্য নিম্নলিখিত চারিটি সত্য পালনের নির্দেশ দেন।[১১৩] যথা—

(১) নিষ্ফল কথাবার্তা না বলা, (২) কিছুদিন অন্তর অন্তর সভায় মিলিত হওয়া (৩) একত্রিতভাবে (সমগ্গা) ধর্মীয় কাজকর্ম করা এবং (৪) বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা ও সংঘপ্রধানকে মান্য করা।

উপরোক্ত নির্দেশগুলি প্রমাণ করে যে বুদ্ধ সংঘের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যার-পরনাস্তি উদ্বিগ্ন ছিলেন কিন্তু তিনি বৈদিক গ্রন্থসমূহের নিয়মের ন্যায় বুদ্ধবচন রক্ষা করিবার জন্য কোন উপায়ের কথা বলেন নাই। ফল-স্বরূপ, বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধবচনের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা শুরু হইয়া যায় যাহা সংশোধনের জন্য সর্বাগ্রে আহূত হয় প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতিরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের শিক্ষাপদগুলির ব্যতি-ক্রমের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিয়া যথার্থ বুদ্ধবচন রক্ষা করা।[১১৪] চুল্লবগ্গের দ্বাদশ খণ্ডে দ্বিতীয় সংগীতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবরণ রহিয়াছে। যদিও সেস্থলে ধর্ম বিনয়ের পুনঃ পর্যালোচনার কথার উল্লেখ নাই।[১১৫] ইহা ব্যতীত, সিংহলী ইতিবৃত্তগুলি অর্থাৎ মহাবংস,[১১৬] দীপবংস,[১১৭] মহা-বোধিবংস,[১১৮] ও সদ্ধম্মসংগহ[১১৯] মূলতঃ চুল্লবগ্গের বিবরণেরই অনুরূপ।[১২০] ইহা ব্যতীত, চীনা পর্যটকদিগের বিবরণে ও তিব্বতীয় বিনয় বা Dulvaa বিবরণেও দ্বিতীয় সংগীতির বর্ণনা পাওয়া যায়।[১২১]

দীপবংসে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের ঠিক একশত বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হইয়াছিল রাজা শিশুনাগ পুত্র অসোক বা (অশোক) কালাসোকের রাজত্বের সময়ে এবং রাজা কালাসোকের পৃষ্ঠ-পোষকতায় উক্ত সংগীতির অধিবেশনটি সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা বর্ণিত আছে যে বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ (বেসালিকা বজ্জিপুত্তকা ভিক্খু) বিনয় নিয়মের ব্যবহারের ব্যতিক্রম করিয়া সংঘে অনাচারের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা বিনয়বিরুদ্ধ দশবিধ আচরণ (দসবথূনি) বিধিসম্মত বলিয়া পালন করিতে থাকেন। উক্ত দশবস্তু বা দশবথূনি ছিল মূলতঃ নূতন অধিকার পাইবার আন্দোলন বিশেষ।[১২২] তাঁহাদের নূতন মতগুলি হইল[১২৩] ঃ—

(১) কপ্পতি সিঙ্গিলোণকপ্পো—দরকার অনুসারে ব্যবহারের জন্য ভিক্ষুগণ শৃঙ্গাধারে লবণ রাখিতে পারেন।[১২৪]

(২) কপ্পতি দ্বংগুলকপ্পো—'মধ্যাহ্নের পর, ছায়া দুই অঙ্গুল অতিক্রম না করা পর্যন্ত ভিক্ষুগণ ভোজন করিতে পারেন।'[১২৫]

(৩) কপ্পতি গামন্তরকপ্পো—ভিক্ষুগণ একবার ভোজন করিয়া পুনরায়

অন্য গ্রামে যাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।[১২৬]

(৪) কপ্পতি আবাসকপ্পো—এক সীমাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক পৃথক ভাবে উপোসথ পালন করিতে পারেন।[১২৭]

(৫) কপ্পতি অনুমতিকপ্পো—সংঘের উপস্থিত ভিক্ষুবর্গ অপর ভিক্ষুগণের অনুমতি পশ্চাতে গ্রহণ করিবেন, এই মনে করিয়া বিনয়কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন।[১২৮]

(৬) কপ্পতি আচিন্নকপ্পো—পূর্বাপর আচার্য কিংবা উপাধ্যায় স্থানীয় স্থবিরদিগের আচরিত প্রথামতে ভিক্ষুগণ আচরণ করিতে পারেন।[১২৯]

(৭) কপ্পতি অমথিতকপ্পো—ভিক্ষুগণ দুগ্ধ এবং দধির মধ্যবর্তী অবস্থার পানীয় পান করিতে পারেন।[১৩০]

(৮) কপ্পতি জলোগিকপ্পো—ভিক্ষুগণ ঝাঁঝালো তালরস পানীয় হিসাবে পান করিতে পারেন।[১৩১]

(৯) কপ্পতি অদসকং নিসীদনং—দশা বা ঝালরহীন আসন প্রমাণাতিরিক্ত হইলেও ভিক্ষুগণ তাহাতে উপবেশন করিতে পারেন।[১৩২]

(১০) কপ্পতি জাতরূপরজতং—ভিক্ষুগণ স্বর্ণ রৌপ্য বা মুদ্রাদি গ্রহণ করিতে পারেন।[১৩৩]

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত 'দসবত্থু' (দশবস্তু) বা বিনয়নিয়মের দশটি শিথিলতার বিষয়টি লইয়া ভিক্ষুসংঘে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইহা জানা যায় যে একদা কাকণ্ডকপুত্র যস (যশ) নামক জনৈক স্থবির বেসালিতে উপনীত হইয়া দেখেন যে উপোসথের দিন বজ্জিপুত্ত (বৃজিপুত্র) ভিক্ষুগণ তাঁহাদের আসনের সম্মুখে জলপূর্ণ একটি কাংস্যপাত্র রাখিয়া বিহারে সমাগত উপাসকদিগের নিকট হইতে সংঘের সাহায্যার্থে দান ভিক্ষা করিতেছেন।[১৩৪] ভিক্ষু যস বুদ্ধের অনুশাসন 'দশশিক্ষাপদ' অনুসারে স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ[১৩৫] নিষিদ্ধ বলিয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানান। ভিক্ষুগণ সংগৃহীত দানের বিভাজন করিয়া যসথেরকে ইহার অংশ দিতে চাহিলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে বজ্জিভিক্ষুগণ যসথেরকে শাস্তি দিবার মানসে 'পটিসারণীয়কম্মের'[১৩৬] বিধান দেন। বস্তুতঃ যস 'শ্রদ্ধাবান্ উপাসকদিগকে অকারণ নিন্দা ও তিরস্কার করিয়াছেন' এই যুক্তি উপস্থাপিত করিয়া বজ্জিদেশীয় ভিক্ষুগণ তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর যস উপাসকদিগের নিকট

গমন কবিযা তাঁহাব যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তাব দ্বাবা তাঁহাব মতবাদেব সপক্ষে বুঝাইতে সমর্থ হন।[১৩৭] ইহাতে বৃজিপুত্ত ভিক্ষুগণ পুনর্বাব যসকে কঠোবতম শাস্তি[১৩৮] দান কবিলে যস স্থবিব কৌশলে কোসাম্বিতে আসেন এবং পাঠেয বা পশ্চিমদেশীয ও অবন্তীব ভিক্ষুগণেব নিকট সংবাদ পাঠান যে অধর্মেব অভ্যুদয ও ধর্মেব গ্লানি নিবাবণকল্পে তাহাবা যেন অচিবে আসিযা উক্ত বিষযেব বিচাবেব ব্যবস্থা কবেন।[১৩৯] অতঃপব যস স্থবিব স্ববং সাণবাসী[১৪০] সম্ভূত স্থবিবেব নিকট উপস্থিত হইযা সকল বৃত্তান্ত নিবেদন কবেন। সম্ভূত স্থবিব যসেব পক্ষেই মত প্রকাশ কবেন।[১৪১] কথিত আছে সম্ভূত স্থবিব অহোগঙ্গ নামক পার্বত্য প্রদেশে বাস কবিতেন।[১৪২] তথায যস থেব পাবা, অবন্তী ও দক্ষিণদেশীয ভিক্ষুগণকে লইযা একটি সম্মেলন কবেনও বিচার্য বিষযটিব গুরুত্ব অনুধাবন কবিযা সোবেযবাসী বহুগুণসম্পন্ন বেবত নামক জনৈক স্থবিবেব সহাযতায তাহা নিষ্পত্তি কবিতে চাহেন।[১৪৩] ইহা জানা যায সহজাতি নামক স্থানে আযুষ্মান বেবতেব সহিত স্থবিবগণেব সাক্ষাৎ হয।[১৪৪] অতঃপব বেবতথেব দশবস্তু বিচাবেব পব যস প্রমুখ স্থবিবগণেব পক্ষ সমর্থন কবেন।[১৪৫] অপবদিকে বজ্জিদেশীয ভিক্ষুগণও চেষ্টা কবিতে থাকেন বেবত থেবকে নিজেদেব পক্ষে আনিবাব। কিন্তু তাহাদেব চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয।[১৪৬] অতঃপব বেবত থেব ও অন্যান্য পশ্চিমদেশীয ভিক্ষুগণ ভিক্ষুসংঘেব বিবাদ মীমাংসাব জন্য বেসালিতে সমবেত হইযাছিলেন। চুল্লবগ্গে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে যে মতগুলি লইযা বিভেদ সৃষ্টি হইযাছিল মূলতঃ বেসালি নগবেব বসবাসকাবী ভিক্ষুগণেব সহিত নির্জনবাসী ভিক্ষুগণেব (আবঞ্ঞকা)। কাবণ আবঞ্ঞে ভিক্ষুগণ অত্যন্ত একাগ্রতাব সহিত বিনযনিয়মগুলি পালন কবিতেন।[১৪৭]

যাহা হউক, সেই সময 'পথব্বেয' বা 'পথব্যাব' সংঘস্থবিব সব্বকাম (বা সব্বকামী) বেসালিতে উপস্থিত ছিলেন। চুল্লবগ্গেব বর্ণনা অনুযাযী সব্বকামী স্থবিব ছিলেন মহাস্থবিব আনন্দেব সমসাময়িক।[১৪৮] তিনি পশ্চিমদেশীয ভিক্ষুদিগের পক্ষ অবলম্বন কবিযাছিলেন।[১৪৯] এইবূপে বৌদ্ধসংঘে যে গোলযোগেব সূত্রপাত ঘটে তাহাব আইনতঃ মীমাংসাব জন্য এক মহাসভাব আযোজন কবা হয। পূর্বেই বলা হইযাছে যে বাজা কালা-সোকেব সহাযতায এবং তাঁহাব বাজত্বেব দশম বর্ষে অনুষ্ঠানটি সফলতা লাভ কবে।[১৫০] মহাবংসেব বর্ণনানুযাবী কালাসোক পূর্বে বজ্জিদেশীয

ভিক্ষুদিগের পক্ষে ছিলেন এবং পরে তাঁহার ভগিনীর প্রভাবে স্থবিরবাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।[১৫১] যাহা হউক, রেবত থেরের নির্দেশে পূর্বাঞ্চলীয ভিক্ষুগণের মধ্যে সব্বকামী, সাঢ়, খুজ্জসোভিত ও বাসবগামী—এই চারিজন স্থবির ও পশ্চিমাঞ্চলীয ভিক্ষুদিগের মধ্যে রেবত, সম্ভূত, যস ও সুমন স্থবিরকে বিচারক নির্বাচিত করা হয।[১৫২] অজিত নামক এক স্থবিরের উপর আসন নির্ধারণের ভার ন্যস্ত হয।[১৫৩] অতঃপর সংঘের অনুমতি-ক্রমে রেবত থের সব্বকামীকে একে একে দশবস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকেন, সব্বকামীও বিনযানুসারে তাঁহার মতামত জানাইযা সমগ্র ভিক্ষু-সংঘের সম্মুখে বজ্জিদেশীয ভিক্ষুদিগের মতবাদগুলি মূলধর্মের পরিপন্থী বলিযা ঘোষণা করেন।[১৫৪] চুল্লবগ্গে দ্বিতীয সংগীতির বর্ণনা এইস্থলেই শেষ হইযাছে।[১৫৫] কিন্তু দীপবংস, মহাবংস ও অন্যান্য ইতিবৃত্তগুলিতে দ্বিতীয সংগীতির পরবর্তী ঘটনারও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায। চুল্লবগ্গে উক্ত সংগীতির নামকরণ করা হইযাছে—সত্তসতিবিনয-সংগীতি।[১৫৬] সঙ্গীতিটির অধিবেশনের যথার্থ স্থানের নাম সম্পর্কে বিভিন্ন রচনায বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা পাওযা যায। দীপবংসে স্থানটির নাম 'কূটাগারসালা' বলা হইযাছে, মহাসংঘিকদিগের বিনযে সংগীতিস্থানটির নাম 'বালুকারাম' এবং Bu-stonএর বর্ণনায 'কুসুমপুর' বলিযা উল্লেখ করা হইযাছে।[১৫৭] দীপবংসের বিবরণ অনুযাযী সকল বৌদ্ধগ্রন্থের বিষযগুলি উক্ত সংগীতিতে আলোচিত ও সংশোধিত হইযাছিল।[১৫৮] অপর পক্ষে দীপবংসের একটি অধ্যাযে যোগদানকারী ভিক্ষুদিগের সংখ্যা ১,২০০,০০০ বলা হইযাছে।[১৫৯] পুনরায মহাবংসে[১৬০] উল্লেখ রহিযাছে যে রাজা কালাসোকের রাজত্বের দশম বর্ষে ১২,০০০ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে মহাস্থবির রেবত সর্বসমেত সাতশজন অর্হৎকে নির্বাচিত করিযাছিলেন ধর্মসভায অংশ গ্রহণ করিবার জন্য।[১৬১] পণ্ডিত Oldenberg এর মতে হযত দ্বিতীয সংগীতিতে প্রথম সংগীতির প্রভাব পড়িযাছিল এবং বুদ্ধবচনও প্রথম সংগীতির ন্যায সংগ্রহ করা হইযাছিল।[১৬২]

যাহা হউক, দীপবংস হইতে জানা যায যে সঙ্গীতির অধিবেশন সর্বসমেত আটমাস ধরিযা চলিযাছিল।[১৬৩] পুনরায, দীপবংসে উল্লেখ রহিযাছে যে বজ্জিভিক্ষুগণ রক্ষণশীল স্থবিরগণ কর্তৃক বিতাড়িত হন এবং দশহাজার বিতাড়িত ভিক্ষু একত্রিত হইযা বেসালির উপকণ্ঠে মহাবনের কূটাগারসালায়

অপর একটি মহাসভার আহ্বান করেন।[১৬৪] উক্ত মহাসভাটি মহাসংগীতি নামে খ্যাত এবং যাহারা মহাসংগীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম হয় মহাসংঘিক।[১৬৫] অধিকন্তু দীপবংসে ইহাও উক্ত আছে যে[১৬৬] বিতাড়িত বজ্জিভিক্ষুগণ ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলির মধ্যে কিছু কিছু রদবদল করেন এবং বুদ্ধবচন হইতে 'অভিধম্মপিটক' বাদ দেন। কিন্তু মহাবংসে মহাসংঘিক-দিগের সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও আলোচনা নাই।[১৬৭] বিভিন্ন উপাদান হইতে জানা যায় যে পূর্বাঞ্চলীয়গণ মহাসংঘিক নামে এবং পশ্চিমাঞ্চলীয়গণ থেরবাদী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।[১৬৮] পালি গ্রন্থগুলি ব্যতীত তিব্বতীয় বিনয় Dulvaতে,[১৬৯] ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণে প্রধানতঃ দীপবংসের বর্ণনার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়।[১৭০]

দ্বিতীয় সংগীতির অধিবেশনটির উপরোক্ত 'দশবস্তু'ই প্রধান কারণ হিসাবে পরিগণিত হইলেও অপর একটি ভিন্ন মতও দেখা যায় বসুমিত্র, বিনীতদেব প্রমুখ আচার্যদিগের তিব্বতীয় ও চীনা অনুবাদে।[১৭১] বৌদ্ধসংঘে প্রথম বিরোধিতার কারণ হিসাবে বসুমিত্র পণ্ডিত মহাদেবের প্রচারিত ধর্মমত (dogma) এক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিয়াছেন।[১৭২]

মহাদেব (বা নাগ) মথুরার এক ব্রাহ্মণবংশীয় অত্যন্ত বিদ্বান ও প্রজ্ঞা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।[১৭৩] কথিত আছে মহাদেব পাটলিপুত্রের কুক্কুটারামে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি সংঘরাজ হন। তিব্বতীয় ও চীনা বিবরণ অনুসারে দার্শনিকপ্রবর মহাদেবের প্রচারিত পাঁচ প্রকার মতবাদ যাহার জন্য ভিক্ষুসংঘে মতানৈক্য উপস্থিত হয় এবং মতানৈক্যের বিষয়গুলির নিষ্পত্তির জন্য দ্বিতীয় সংগীতি আহূত হয়, সেগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল[১৭৪]—

(ক) অর্হৎ অজ্ঞাতসারে পাপ করিতে পারেন ;

(খ) তিনি স্বয়ং যে অর্হৎ তাহা তিনি নাও জানিতে পারেন ;

(গ) কোন মতবাদ সম্পর্কে অর্হৎএর সন্দেহ থাকিতে পারে ,

(ঘ) গুরু ব্যতীত কেহ অর্হৎ হইতে পারেন না ,

'(ঙ) ধ্যানস্থ অবস্থায় হঠাৎ হা কষ্ট। হা কষ্ট। এইরূপ বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণের দ্বারা সত্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

অর্থাৎ মার্গজ্ঞানসূচক বিশিষ্ট উক্তিই অর্হৎদিগের মার্গফলপ্রাপ্তি নির্ণয় করিবার উপায়। ইহা পঞ্চবস্তু নামে খ্যাত। উক্ত 'পঞ্চবস্তু' বিচার সম্পর্কে

কথিত আছে যে নাগ, প্রত্যন্তবাসী, বহুশ্রুত ও সুশীল জাতীয় চারি শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়।[১৭৫] ভব্যপ্রণীত 'নিকায়-ভেদ-বিভঙ্গ-ব্যাখ্যান'নামক সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদেও উপরোক্ত বিবরণ পাওয়া যায় দশবস্তুর নিবারণের বর্ণনার সহিত।[১৭৬]

উপসংহারে বলা যায় যে সংগীতিটি লইয়া বিভিন্ন ধরণের আখ্যান পাওয়া যায় বটে কিন্তু বৌদ্ধ সংঘে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং বিরোধটির মীমাংসা করিবার জন্যই যে সংগীতিটির আহ্বান করা হইয়াছিল—এই সম্পর্কে সকল উপাদানগুলিই একমত। জনৈক পণ্ডিত এবিষয়ে উক্তি করিয়াছেন যে—"It was rather a division between the conservative and the liberal, the hierarchic and the democratic"।[১৭৭]

পুনরায় অপর একটি বিষয়ে আলোচনা না করিলে বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। Kernপ্রমুখ পণ্ডিতগণ সংগীতিটির সময়কাল লইয়া ভিন্ন-মত পোষণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে সংগীতিতে যোগদানকারী কোন কোন স্থবিরের বয়স বর্ণনামতে ১৪০, ১৫০, এমনকি ১৬৫ বৎসরও হইতে পারে যদি বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে সংগীতিটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা হয়। কারণ বুদ্ধের শিষ্য স্থবির আনন্দের সমসাময়িক বলিয়া কয়েকজন দ্বিতীয় সংগীতিতে যোগদানকারী স্থবির দীপবংসে বর্ণিত হইয়াছেন।[১৭৮] পণ্ডিতগণ একবাক্যে কিন্তু বেসালির বিনয়সংগীতির সত্যতা মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে এবং বর্তমান ত্রিপিটকসংগ্রহের বহুপূর্বেই ইহার অধিবেশন হইয়াছিল।[১৭৯] পালি বহির্ভূত কতকগুলি বিবরণে দ্বিতীয় সংগীতির কোন উল্লেখ নাই এবং প্রাপ্ত বিষয়গুলির মধ্যে বহু প্রকার অসঙ্গতি দেখিয়া R O Franke মন্তব্য করিয়াছেন যে দ্বিতীয় সংগীতির অনুষ্ঠান হয়ত আদৌ সংঘটিত হয় নাই।[১৮০] অপর দিকে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে Kern বা Franke এর মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে।[১৮১]

যাহা হউক, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ইহা অনস্বীকার্য যে দ্বিতীয় সংগায়নের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের অধিকতর প্রসারলাভ ঘটিয়াছিল এবং বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার উদ্ভবের ফলে বৌদ্ধ সংঘ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। বর্তমানে উত্তর বা উত্তরপূর্ব এশিয়ায় যে বহুল প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম তাহার মূল অন্তর্নিহিত রহিয়াছে দ্বিতীয় সংগীতিতে আলোচ্য বিষয় 'দশবস্তু'

সম্পর্কিত বিশালাকারে মতবিরোধের মধ্যে। পুনরায় ইহার পাশাপাশি এশিয়ার দক্ষিণে থেরবাদ অর্থাৎ রক্ষণশীল বা মূল বৌদ্ধধর্ম বর্তমানেও সমপরিমাণে প্রচলিত। পরিশেষে পণ্ডিত M M William এর উক্তি উল্লেখ করা যায়। তিনি দ্বিতীয় সংগীতি সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন যে—"this Second Council stands in a relation to Buddhism very similar to that which the Council of Nicaca bears to Christianity"[১৮২]

তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি

তৃতীয় সংগীতি মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল। স্থবিরবাদী গ্রন্থগুলিতে যথা, দীপবংস, মহাবংস, মহাবোধিবংস, সাসনবংস ও সদ্ধম্মসংগহ প্রভৃতি পালি বংস ও সংগ্রহশ্রেণীর গ্রন্থ, সমন্তপাসাদিকা প্রমুখ পালি অট্ঠকথাতে তৃতীয় সংগীতির বিবরণ রহিয়াছে। কিন্তু উত্তর দেশীয় অর্থাৎ তিব্বতী, চৈনিক বা সংস্কৃত অথবা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে উক্ত সংগীতির বিবরণ পাওয়া যায় না।[১৮৩] বিনয়পিটকের চুল্লবগ্গও তৃতীয় সংগীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। স্থবিরবাদী বা থেরবাদীদিগের গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী তৃতীয় সংগীতিটির বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত করা হইতেছে।

দীপবংসে[১৮৪] বর্ণনা রহিয়াছে যে দ্বিতীয় সংগীতির সাতশত জন স্থবির সদস্য বৌদ্ধশাসনের উন্নতি অব্যাহত রাখিয়া যথাসময়ে পরিনির্বাণ লাভ করিলে এবং বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২১৮ বৎসর গত হইলে পিয়দস্সী অসোক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রবল প্রতাপে জম্বুদ্বীপ বা ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার চারি বৎসর পরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক কার্য সম্পন্ন হয় এবং ইহারও পরবর্তী তিন বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলে তিনি যখন কুড়ি বৎসর বয়সে উপনীত হন তখন তিনি পাষণ্ডবিচারে (অর্থাৎ সমসাময়িক যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের ভালমন্দ বিচারে) সময় অতিবাহিত করিতেন।[১৮৫] অতঃপর কথিত আছে রাজা অশোক কোন্ মতবাদটি যথার্থ ও কোন্ মতবাদটি যথার্থ নহে (সারাসারং গবেসন্তো) তাহা বিচার করিবার মানসে তিনি নিগণ্ঠ (জৈন), অচেলক ও অন্যান্য পরিব্রাজকগণকে, ব্রাহ্মণ এবং অপরাপর তীর্থিকদিগকে স্বীয় বাসস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়া কোনও একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে সমবেত ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তিই প্রশ্নের উত্তর দিতে

সমর্থ হন না।[১৮৬] অতঃপর, নিগ্রোধ নামক এক অল্পবয়স্ক শ্রমণকে উক্ত প্রশ্ন করিলে নিগ্রোধ তাহার সদুত্তর দিলে অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।[১৮৭] পুনরায় ইহাও জানিতে পারা যায় যে তিনি তাঁহার পিতার দ্বারা পূর্বে পালিত ৬০,০০০ জৈন সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও আজীবিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া ৬০,০০০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে 'অসোকারাম' নামক বিহারে স্থাপনা করেন।[১৮৮] কিন্তু কথিত আছে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের লব্ধ সুযোগসুবিধা অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্তদিগের পক্ষে লোভনীয় হইয়া উঠে এবং ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন মতাবলম্বীগণ বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া বৌদ্ধ বিহারগুলিতে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ আচার ব্যবহার ও মতবাদ প্রচার করিতেন।[১৮৯] ইহার ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ঘোর দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হয় ও যথার্থ ধর্মের প্রসারলাভে বিঘ্ন ঘটিতে থাকে। যাহা হউক, গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুই শতাব্দী পরে বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি হইবার ফলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ই স্বীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বলিয়া বর্ণনা করেন।[১৯০] এমত অবস্থায় বৌদ্ধসংঘের মুখ্য উপদেষ্টা না থাকিবার জন্য যথার্থ বুদ্ধবচন স্থির করা সম্ভবপর হয় না এবং সংঘে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় Thomas সাহেবের মতে কোনও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বারা এক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় নাই, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুগণের দ্বারাই উহা সংঘটিত হইয়াছিল।[১৯১] পুনরায়, মহাবংসের বর্ণনার উল্লেখ করা যায় যেস্থলে বিবরণ রহিয়াছে যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তীর্থিকগণের বৌদ্ধভিক্ষুদিগের সহিত বসবাসকালেই সংঘে ঘোরতর সঙ্কটের সূত্রপাত হয় এবং বৌদ্ধভিক্ষু-গণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ভিক্ষুগণ তীর্থিকদিগের সহিত সংঘকর্ম করিতে অস্বীকৃতই হন। কথিত আছে, সেই সময় বৌদ্ধবিহারগুলিতে সংঘকর্ম অর্থাৎ উপোসথ বা পবারণাকম্ম বন্ধ হইয়া যায়। ইহাও জানা যায় যে ধর্মের এমতাবস্থা দেখিয়া তদানীন্তন সংঘনায়ক মোগ্গলিপুত্ত তিস্স বৌদ্ধবিহার 'অসোকারাম' ত্যাগ করিয়া উপরিগঙ্গার অহোগঙ্গপর্বতে গমন করেন এবং তথায় বসবাস করিতে থাকেন।[১৯২] ডঃ মজুমদার উল্লেখ করিয়াছেন যে সেই সময় পাটলিপুত্রের

'অসোকারামে' ৬০ ০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন।[১৯৩] যাহা হউক, সম্রাট অশোক যখন শুনিলেন যে বিহারগুলিতে উপোসথকর্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে তখন তিনি তাঁহার এক অমাত্যকে ভিক্ষুদিগের বিনয়বিহিত কার্য-গুলি যাহাতে সংঘে পুনঃ প্রবর্তিত হয় তাহার জন্য অসোকারামে প্রেরণ করেন।[১৯৪] কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষুগণ অমাত্যের আদেশমত রাজাদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিলে দুর্ভাগ্যবশতঃ অমাত্যটি তরবারীর আঘাতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুর মুণ্ডচ্ছেদ করেন।[১৯৫] অতঃপর রাজার এক ভ্রাতার (তিস্স যিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার) প্রাণনাশ করিতে গিয়া অমাত্যটি তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং উক্ত কার্য হইতে বিরত হন। ইহার পর রাজার নিকট গমন করিয়া অমাত্যটি সকল বিষয় নিবেদন করিলে ধম্মাসোক (রাজা অশোক) নির্দোষ ভিক্ষুদিগের প্রাণনাশের কুকর্মে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া পড়েন।[১৯৬] অনন্তর অশোক স্বীয় অপরাধের গুরুত্ব জানিবার মানসে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িলে বৌদ্ধভিক্ষুগণ তাঁহাকে অহোগঙ্গপর্বতে বসবাসকারী মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবিরকে পাটলিপুত্রে আনয়ন করিবার পরামর্শ দেন। অসোকও মোগ্গলিপুত্ত তিস্সকে আনয়ন করিয়া তাঁহার নিকট নিজ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলে মহাস্থবির তিস্স তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন যে তাঁহার অনিচ্ছায় বৌদ্ধ ভিক্ষু হত, হইয়াছে সুতরাং হত্যার দোষ অশোকের উপর বর্তাইবেনা।[১৯৭] কথিত আছে, ইহার পরবর্তী এক সপ্তাহ ব্যাপিয়া মোগ্গলিপুত্ত তিস্স রাজাকে বুদ্ধের ধর্মদেশনা করিলে রাজা তিস্স স্থবিরের নির্দেশানুযায়ী একটি বিচার সভার আহ্বান করেন যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম যথার্থভাবে রক্ষিত হয়। ইহা জানা যায় যে মোগ্গলিপুত্ত তিস্সের ধর্মদেশনার সপ্তম দিবসে উক্ত বিচার সভা আরম্ভ হয়।[১৯৮] সভাটিতে সম্রাট অশোক স্বয়ং মোগ্গলিপুত্ত তিস্সের সহিত অবস্থান করিয়া ভিক্ষু-দিগকে যথার্থ বুদ্ধদেশিত ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে বলেন। কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন ভিক্ষু বেশধারী তীর্থিকগণ তাহা বলিতে সমর্থ হন নাই। ইহাতে অল্প আয়াসেই তীর্থিকদিগকে চিহ্নিত করিতে সুবিধা হয় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ৬০,০০০ তীর্থিককে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইয়া বৌদ্ধসংঘ হইতে বিতাড়িত করা হয়।[১৯৯] অতঃপর কথিত আছে যে রাজা অশোক সত্যজ্ঞানসম্পন্ন প্রকৃত থেরবাদী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে প্রশ্ন করিয়া সঠিক উত্তর লাভ করিতে সমর্থ হন।[২০০] এরূপে রাজা অবগত

হন যে থেরবাদীগণই যথার্থ বুদ্ধবচনের ধারক ও বাহক।[২০১] অতঃপর সংঘকে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ শাশ্বতবাদী, উচ্ছেদবাদী, অন্তানন্তিকবাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল।[২০২] এস্থলে উল্লেখ্য যে থেরবাদীগণের পাশাপাশি বিভজ্জবাদী (যুক্তি তর্কের দ্বারা ধর্মকে বিশ্লেষণ-কারী) দিগেরও[২০৩] উল্লেখ রহিয়াছে। বিভজ্জবাদী থেরবাদীগণেরই অপর নামবিশেষ। ইহা জানা যায় যে উক্ত সমাগমে সর্বশুদ্ধ ৬০,০০০ তীর্থিকগণ ও ৬০,০০০০০ বিভজ্জবাদী (বা বিভাজ্যবাদী) ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।[২০৪] অতঃপর রাজার নির্দেশে 'উপোসথসভার' পুনরায় প্রচলন শুরু হয়।[২০৫] যাহা হউক, বিশালাকার ভিক্ষুসংঘের মধ্য হইতে মহাস্থবির মোগ্গলিপুত্ত তিস্স এক সহস্র বিদগ্ধ অর্হৎ ভিক্ষুকে নির্বাচন করিলে তাঁহাদের লইয়া তৃতীয় সংগীতিটি অনুষ্ঠিত হয়।[২০৬] কথিত আছে ঐ সকল ভিক্ষুগণের ছয়টি বিশেষ ক্ষমতা ছিল এবং তাঁহারা ত্রিপিটক সম্পর্কে অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। উপরন্তু তাঁহারা অর্হৎও ছিলেন। মহাবংসে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এক সহস্র ভিক্ষুসহকারে উক্ত স্থবির যথার্থ ধর্মশাস্ত্রগুলির পুনঃ পর্যালোচনা করিয়াছিলেন[২০৭] এবং উক্ত সংগীতিটিই তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতিরূপে খ্যাত। সংগীতিটির স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে জানা যায় যে ইহার কার্য নয় মাসে সম্পন্ন হয়।[২০৮] মহাবংসে পুনরায় উল্লেখ রহিয়াছে যে স্থবির মহাকস্সপ ও স্থবির যস যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতি যেরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন স্থবির তিস্স সেই ধারাই অবলম্বন করিয়াছিলেন।[২০৯] তৃতীয় সংগীতিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায়। কারণ উক্ত সংগীতিটিতে প্রথম অভিধর্ম্ম-পিটকের একখানি গ্রন্থ রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে থের মোগ্গলিপুত্ত তিস্স সংগীতিটির অধিবেশন চলাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে 'কথাবত্থুপ্পকরণ'[২১০] নামক অভিধর্ম্মপিটকের একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। অনেকে মনে করেন যে রাজা অশোকের একাদশ শিলালিপি 'কথাবত্থু'র বিষয়-বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত।[২১০] ইহা ব্যতীত, উক্ত সংগীতিতে পঞ্চনিকায়, দ্বিবিধ বিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবারাদি বিনয়পিটকের গ্রন্থসমূহ ও সত্তপ্পকরণ অভিধর্ম্ম-পিটকের গ্রন্থসমূহও গ্রন্থনা করা হইয়াছিল।[২১২]

ইহা জানা যায় যে সর্বশেষে মহামান্য তিস্স থের তাঁহার ৭২ বৎসর বয়সে অশোকের রাজত্বের ১৭ বৎসরের সময় 'মহাপবারণা উৎসব' সম্পন্ন করিয়া সংগীতিটির কার্যের অবসান ঘটান।[২১৩] কথিত আছে, অন্যান্য

সংগীতির ন্যায় তৃতীয় সংগীতির কার্যসমাপনকালে সদ্ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার হিতকার্যে সসাগরা পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়াছিল।[২১৪]

আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির অনুষ্ঠান লইয়া বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। সংগীতিটির সময়কাল, পৃষ্ঠপোষক নৃপতি সম্পর্কে, সংগীতিতে সংঘটিত বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়।[২১৫] পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিনয়পিটকের চুল্লবগ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতিদ্বয়ের বিবরণ দৃষ্ট হইলেও তৃতীয় সংগীতির ঘটনাটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। Thomas ইহার কারণ হিসাবে মন্তব্য করিয়াছেন যে হয়ত রাজা অশোকের রাজত্বকালের পূর্বেই চুল্লবগ্গ সম্পাদিত হইয়াছিল এবং সেকারণে অশোকের সময়কালের সংগীতিটির উল্লেখ ঐস্থানে নাই।[২১৬] অপর দিকে দীপবংস, মহাবংসের বিবরণ অনুযায়ী জানিতে পারা যায় যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২১৯ বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়[২১৭] এবং অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৩৬তম বর্ষে বিচারসভা ও সংগীতির অধিবেশন হইয়াছিল।[২১৮] পুনরায় 'সদ্ধম্মসংগহে'র বর্ণনানুযায়ী রাজ্যাভিষেকের পঞ্চদশবর্ষেই সংগীতিটি আহূত হইয়াছিল[২১৯] এবং ইহাও 'সদ্ধম্মসংগহে' উক্ত রহিয়াছে যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ২২৮তম বর্ষে অর্থাৎ অশোকের রাজ্যাভিষেকের সপ্তম বর্ষেই সংঘে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়।[২২০] কিন্তু ইহা উল্লেখ্য যে এযাবৎ আবিষ্কৃত অশোকের অনুশাসনগুলির মধ্যে তৃতীয় সংগীতির কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। যদিও সারনাথ, সাঁচি ও কোসাম্বির স্তম্ভলিপিগুলিতে[২২১] সংঘভেদ সম্পর্কে, সংঘভেদক ভিক্ষুভিক্ষুনীদিগের সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে তাহাদিগকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইয়া সংঘ হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য রাজাদেশ প্রচার করা হইয়াছিল।[২২২] যদিও অনুশাসনগুলির নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই কিন্তু 'সদ্ধম্মসংগহে'র বিবরণানুযায়ী লেখগুলি প্রিয়দর্শী (পিয়দস্সী) অশোকের অভিষেকের পঞ্চদশবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল।[২২৩] সুতরাং ইহা প্রমাণিত সত্য যে সেইসময় তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই সংঘভেদজনিত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার জন্য তিনি সংঘভেদ নিবারণকল্পে রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ আদেশ প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[২২৪] এস্থলে Dr. Fleetএর মতামত উল্লেখ না করিলে বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাঁহার মতে সংগীতিটি ইংরাজী জানুয়ারী

মাসেব মাঝামাঝি খৃঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে শুরু হইযা অক্টোবব মাসেই অর্থাৎ ঐ বৎসবেব শেষভাগে সমাপ্ত হয।[২২৫]

যাহা হউক, এস্থলে অন্যতম উল্লেখ্য বিষয হইল যে তিব্বতীয ও চীনা উপাদানে তৃতীয সংগীতিব বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই।[২২৬] কিন্তু অন্যান্য পালি উপাদানে সংগীতিটি বিস্তৃতরূপেই বর্ণনা কবা হইযাছে। ডঃ বেণীমাধব বড়ুযা মহাশয বলিযাছেন যে কোনও কোনও গ্রন্থে উক্ত সংগীতিটি 'অশোক সংগীতি' রূপে পবিচিত ছিল।[২২৭] বস্তুতঃ সম্রাট অশোকেব সমযেই যে সংগীতিটি অনুষ্ঠিত হইযাছিল সে বিষযে সন্দেহেব অবকাশ থাকে না। যদিও কোনও কোনও উপাদানে ধর্মাশোকেব সহিত কালাশোককে মিশাইযা ফেলা হইযাছে এবং উভযেব বাজত্বেব সমযকাল সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।[২২৮] বস্তুতঃ সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদাযেব বক্তব্য অনুযাযী ধম্মাশোক বা অশোকেব বাজত্বেব সমযকাল বুদ্ধেব পবিনির্বাণলাভেব দুই শতাব্দীব পবিবর্তে এক শতাব্দী পবে।[২২৯] পুনবায এস্থলে উল্লেখ্য বিষয হইল এই যে সম্রাট অশোকেব সমযে বৌদ্ধধর্মেব প্রধান উপদেষ্টারূপে ভিক্ষু উপগুপ্তেব নাম পাওযা যায সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে।[২৩০] Oldenberg এপ্রসঙ্গে মোগ্গলিপুত্ত তিস্স সম্পর্কে ব্যাখ্যা কবিযাছেন যে বেসালি ও পাটলিপুত্তেব সংগীতিকালেব মধ্যবর্তী সমযে সংঘভেদেব সূচনা হইযাছিল। সিংহলী উপাখ্যান অনুযাযী মোগ্গলিপুত্ত তিস্সকে সমগ্র বৌদ্ধসংঘেব প্রধান বলিযা বিবেচনা কবা ঠিক হইবে না।[২৩১] তাঁহাব মতে মহাস্থবিব তিস্স হযত কেবল-মাত্র একটি সম্প্রদাযেবই প্রধান ছিলেন এবং মহামোগ্গলি পুত্র তিস্সেব সম্প্রদাযই অপব সকল সম্প্রদাযেব মতবাদগুলিকে পবাস্ত কবিযা নিজস্ব মতামতেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কবিযাছিলেন।[২৩২] ইহাও অনস্বীকার্য যে তৃতীয সংগীতিব বিববণ যেহেতু স্থবিববাদ বা থেববাদী অর্থাৎ মোগ্গলিপুত্ত তিস্স সম্প্রদাযেব বিববণ সেহেতু থেববাদ সম্প্রদাযেব গ্রন্থে বা সিংহলী উপাদানগুলিতে উক্ত সংগীতিব বিস্তৃত বিববণ থাকিবেই।[২৩৩] বুদ্ধঘোষেব অট্ঠকথাতে এবং মহাবোধিবংস নামক অপব একটি পালি গ্রন্থেও মহাবংসেবই বিষযান্তব দেখা যায।[২৩৪] এক্ষেত্রে সদ্ধম্মসংগহেব পুনবায উল্লেখ কবা যাইতে পাবে যে উক্ত বর্ণনায সংগীতিটি সম্পর্কে বলা হইযাছে যে যথার্থ ধর্ম বা সত্যধর্ম স্থাপনাব উদ্দেশ্যেই সংগীতিটি আহূত হইযাছিল।[২৩৫] বাজা অশোকেব প্রসঙ্গে ঐতি-হাসিক V A Smith এব উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। তিনি তাঁহাব গ্রন্থে

বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে অশোক তাঁহার রাজত্বকালের অনুশাসনগুলিতে তৃতীয় সংগীতির বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই যদিও তিনি প্রজাদিগের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ও ধর্মভাব জাগ্রত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।[২৩৬] ইহার পাশাপাশি Thomas এর অপর মতামতও উল্লেখ করা যায়। তাঁহার মতে সম্মেলনের ঘটনাপ্রবাহগুলির সহিত লিখিতরূপের ঘটনাগুলির মধ্যে স্বভাবতঃই বিস্তর পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে কারণ তথ্যগুলি সংগীতিটি সংঘটিত হইবার ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী পরে লিখিত হইয়াছিল।[২৩৭] Thomas সংগীতিটির কার্যাবলী সম্পর্কে পুনরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে এটি একটি সভা বা সম্মেলন এবং তথায় বুদ্ধবচনগুলি একত্রিত করিবার কার্যে একহাজার জন অর্হৎ যুক্ত ছিলেন না, কেবলমাত্র দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির ন্যায় আটজন ভিক্ষুকে উক্ত কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।[২৩৮] উপরন্তু ভিক্ষু-দিগকে সংঘ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল সংগীতিটির অনুষ্ঠান সংঘটিত হইবার পূর্বে নহে, পশ্চাতে। এবিষয়ে তাঁহার মন্তব্য যে সিংহলী আখ্যান-গুলির বক্তব্য সঠিক নহে।[২৩৯]

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তৃতীয় সংগীতির অধিবেশনটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[২৪০] তাঁহার মতে কয়েক হাজার তীর্থিক সংঘে প্রবেশ করিয়া সংঘকে কলুষিত করিয়াছিল সাত বছর ধরিয়া কারণ তথ্য অনুযায়ী সংঘে সাত বৎসর উপোসথ কর্ম বন্ধ ছিল অশোকের রাজত্বের সকল স্থানেরই ভিক্ষুসংঘে. সুতরাং তাহা অশোকের অজ্ঞাত ছিল—এই তথ্য যুক্তিনির্ভর নহে।[২৪১] উপরন্তু ইহাও অনুমেয় যে মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্সের কথাও তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল কারণ অন্যান্য ভিক্ষুদিগের নির্দেশেই মোগ্‌গলি-পুত্তকে অশোক পাটলিপুত্রে ডাকাইয়া লইয়া আনেন। বস্তুতঃ ডঃ মজুমদার ইহাকে কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়ের সভা বা সম্মেলন বলিতেও দ্বিধাগ্রস্ত প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে।[২৪২]

এ প্রসঙ্গে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ উল্লেখ করা যায়। পাটলিপুত্র সম্পর্কে বর্ণনাকালে হিউয়েন সাঙ একটি 'ঘণ্টাবাদ্য স্তূপের' উল্লেখ করিয়াছেন যেস্থলে পাটলিপুত্রের তীর্থিকগণ ঘণ্টা বাজাইয়া তর্ক-যুদ্ধে বা বিতর্কসভায় অপরাপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিত।[২৪৩] কথিত আছে, বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বার বৎসর ধরিয়া তীর্থিকদিগের নিকট পরাজিত হইয়া তাহাদের অধীনে ছিলেন। অবশেষে খ্যাতনামা বৌদ্ধ

দার্শনিক ও পণ্ডিত নাগার্জুনেব এক শিষ্য পাটলিপুত্র নগবে আসিযা এক জনসভাব আযোজন কবেন এবং উক্ত সভায তিনি তীর্থিকগণেব মতবাদগুলি খণ্ডন কবিযাছিলেন।[২৪৪]

এক্ষেত্রে তীর্থিকগণ সম্পর্কে পণ্ডিত নলিনাক্ষ দত্ত[২৪৫] মন্তব্য কবিয়াছেন যে তীর্থিক (heretics) বলিতে বৌদ্ধসংঘেবই থেববাদী ভিন্ন অপব সম্প্রদায যথা, আচবিযবাদী[২৪৬] বা মহাসংঘিকগণ ও উহাব শাখাপ্রশাখাকেই বোঝাইত।[২৪৭] তাঁহাব মতে আচবিযবাদী ও থেববাদীগণেব মধ্যে বিনয-নিবমগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওযাব জন্য একই আবাসে বা বিহাবে থাকিযা দুই-পক্ষেব ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিমোক্ষেব অনুষ্ঠান বা উপোসথ পালন সম্ভবপব ছিল না এবং ইহাই ছিল মতবিবোধেব প্রধান কাবণ।[২৪৮] বস্তুতঃ, বাজা অশোক বিভিন্ন সম্প্রদাযেব অস্তিত্ব স্বীকাব না কবিযা সকল সম্প্রদাযকে পুনর্বাব এক কবিতে চাহিযাছিলেন।[২৪৯] অবশ্য অশোক স্বযং থেববাদীদিগেব সপক্ষে ছিলেন কিনা সে সম্পর্কেও ডঃ দত্ত সন্দেহ প্রকাশ কবিযাছেন।[২৫০] কিন্তু স্থবিব মোগ্গলিপুত্ত তিস্স যে থেববাদীদিগেব (বা বিভজ্জবাদী-দিগেব)[২৫১] সংঘনাযক ছিলেন সে সম্পর্কে দ্বিমত নাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সাঁচী স্তূপেব চিতাভস্মসম্বলিত পাত্রেব লেখতে তিস্স সম্পর্কে উদ্ধৃতি পাওযা যায। এই কাবণে Dr W Geiger ইহাকে প্রামাণ্য তথ্য বলিবা বর্ণনা কবিযাছেন।[২৫২] ইহাও জানা যায যে সেই সময সর্বাস্তিবাদী-শাখাব সংঘপ্রধান ছিলেন উপগুপ্ত।[২৫৩] পুনবায Prof Kern এব মন্তব্য উল্লেখ কবা যায। তিনি মহাবংসেব[২৫৪] আখ্যানেব প্রায সমর্থন কবিযা বলিযাছেন যে উক্ত সংগীতিটি মূলতঃ থেববাদীদিগেব বা বিভজ্জবাদীদিগেব একটি দলীয সম্মেলন ছিল।[২৫৫] উপবন্তু তিনি বলিযাছেন যে থেব মহিন্দ (মহেন্দ্র) যিনি তৃতীয সংগীতি অনুষ্ঠানেব পব সিংহল দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচাবেব উদ্দেশ্যে গমন কবিযাছিলেন তিনি মোগ্গলিপুত্ত তিস্সেব নিকট পাঁচটি নিকায, সাতটি অভিধর্মেব গ্রন্থ ও সম্পূর্ণ বিনয শিক্ষা কবিযা-ছিলেন।[২৫৬] পুনবায ডঃ দত্ত 'কথাবত্থু' গ্রন্থেব সম্পাদনা সম্পর্কে মন্তব্য কবিযাছেন যে ইহা নিশ্চিতভাবে তৃতীয সংগীতিব সুচিন্তিত ফসল-স্বরূপ।[২৫৭] উপবন্তু কোন কোন পণ্ডিত বলিযাছেন যে 'কথাবত্থু' গ্রন্থে বিভিন্ন সম্প্রদাযেব বিভিন্ন মতামতেব উল্লেখ আছে[২৫৮] যেগুলিব বক্তব্য একটি সংগীতি আহ্বানেব সপক্ষেই লইযা যায কিন্তু দ্রষ্টব্যেব বিষয হইল

'কথাবত্থু'তে সংগীতির অধিবেশন সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নাই।[২৫৯] পুনরায়, Thomas অপর একটি মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে 'কথাবত্থু' কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিরই রচনা নহে।[২৬০] উপরন্তু 'কথাবত্থু' গ্রন্থে বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রকার মতামত রহিয়াছে যাহা পরের অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

যাহা হউক, সকল আলোচনা একত্রিত করিলে স্বভাবতই কয়েকটি বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে—

(১) বিভজ্জবাদী বা থেরবাদীগণই বৌদ্ধধর্মের একমাত্র মূল সম্প্রদায়রূপে স্বীকৃত হইয়াছিল।[২৬১]

(২) বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তীর্থিকগণ সাময়িকভাবে ধর্মকে ম্লান করিয়াছিল কারণ ইহা সকল তথ্যেই স্বীকৃত যে পাটলিপুত্রে সাত বৎসর ধরিয়া তীর্থিকগণের প্রাধান্য বজায় ছিল কারণ থের-বাদীগণ সংঘে উপোসথ পালন সাত বৎসর বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

(৩) পরিশেষে তীর্থিকগণের পরাজয় এবং থেরবাদীগণের জয়লাভ ঘটিয়াছিল মোগ্গলিপুত্ত তিস্সের নেতৃত্বে, বস্তুতঃ দীর্ঘদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলা এবং থেরবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের জয়—ইহাই মূল বক্তব্যের বিষয়।[২৬২]

(৪) অশোকের অবদান কতখানি ছিল নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে কারণ অশোক কোন্ নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে সমর্থন করিয়াছিলেন তাহা অজ্ঞাত।[২৬৩]

এস্থলেই তৃতীয় সংগীতির আলোচনা শেষ হইবার কথা কিন্তু পালি বিবরণসমূহ বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠানের অব্যবহিতের পর যে আনুষঙ্গিক ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছে তাহার অত্যন্ত গুরুত্ব রহিয়াছে বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাসে।[২৬৪] ইহা সুবিদিত যে তৃতীয় সংগীতির কার্য সমাপ্ত হইবার পর মহাস্থবির মোগ্গলিপুত্ত তিস্স অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে সদ্ধর্ম স্থিতিশীল হয় তাহার জন্য চিন্তা করিয়া এক মহান্ কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।[২৬৫] কথিত আছে, তিনি নয়টি দূরবর্তী রাজ্যসমূহে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়জন ধর্মদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।[২৬৬] যথা—

(১) মজ্ঝান্তিক (বা মধ্যন্তিক) থেরকে—কাশ্মীর-গন্ধার রাজ্যে।[২২৭]

(২) মহাদেবকে—মহিষমণ্ডল বা মাহিস্মতিতে।[২৬৮]

(৩) বক্খিত (বক্ষিত) থেবকে—বনবাসীতে[২৬৯]

(৪) যবন বা যোনক ধম্মবক্খিতকে—অপবান্তবাজ্যে[২৭০]

(৫) মহাধম্মবক্খিত থেবকে—মহাবট্ঠ বা মহাবাষ্ট্রে[২৭১]

(৬) মহাবক্খিত থেবকে—যবনলোকে বা যবনবিষযে[২৭২]

(৭) মজ্ঝিম থেবকে—হিমবন্ত প্রদেশে[২৭৩]

(৮) সোন ও উত্তব থেবদিগকে—সুবন্নভূমি বা সুবর্ণভূমিতে[২৭৪]

(৯) মহিন্দ থেবকে—তম্বপন্নি বা তাম্রপর্ণীতে[২৭৫]

উপবোক্ত ধর্মপ্রচাবক ও ধর্মপ্রচাবব প্রেবিত স্থানগুলি সম্পর্কে দীপবংস, মহাবংস ও সাসনবংস ইত্যাদি আখ্যানগুলি প্রায একমত। কিন্তু ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত 'মহাকর্মবিভঙ্গে'ব[২৭৬] একটি তালিকাব নির্দেশ কবিযাছেন যাহাতে প্রদত্ত বর্ণনাটিব সহিত পালি ঐতিহ্যেব বিস্তব পার্থক্য বহিযা গিযাছে। যথা—

(১) মহাকাত্যাযনকে—অবন্তীবাজ্যে এবং অপবাপব পশ্চিমী দেশগুলিতে

(২) মধ্যান্দিনকে—কাশ্মীবে

৩) গবামপতিকে—সুবর্ণভূমিতে

(৪) পিণ্ডোল ভাবদ্বাজকে—পূর্ববিদেহতে

(৫) মহেন্দ্রকে—সিংহল দ্বীপে ও

(৬) পূর্ণ মৈত্রাযনীপুত্রকে—সুপ্পাবকতে (বর্তমান সোপবা) প্রেবণ কবা হইযাছিল।[২৭৭]

ডঃ দত্ত মন্তব্য কবিযাছেন যে মহাকর্মবিভঙ্গেব গ্রন্থকাব সম্ভবতঃ পূর্বেব বর্ণনাব সহিত পববর্তীকালেব উপাদানগুলিব বক্তব্য মিশ্রিত কবিযা ফেলিযাছেন।[২৭৮] মহাকর্মবিভঙ্গ সম্পর্কে ডঃ দত্ত বলিযাছেন যে উক্ত গ্রন্থটিব যদিও সঠিক সমযকাল নির্ণয কবা যায নাই, কিন্তু ধাবাবাহিক বক্তব্যগুলি হযত প্রামাণ্যই।[২৭৯]

যাহা হউক, সিংহলী আখ্যান অনুযাযী ধর্মপ্রচাবকগণ স্থানে স্থানে গমন কবিবাব সমযকালে তাঁহাদেব সহিত কযেকজন কবিযা স্থবিবও যাইত। কাবণ বুদ্ধেব নির্দেশমত প্রত্যন্তজনপদসমূহেব (মধ্যদেশেব) বহির্ভূত স্থানসমূহে উপসম্পদা কর্মেব জন্য পাঁচজন ভিক্ষুব উপস্থিতিব প্রযোজন।[২৮০] সুতবাং যাহাতে ভিক্ষুদিগেব উপস্থিতিব অভাবে উপসম্পদা কার্য ব্যাহত না হয তাহাব জন্য অন্যান্য ভিক্ষুগণেব নামোল্লেখও পাওযা যায যাঁহাবা

স্থবিরদিগের সহিত গমন করিতেন।[২৮১] যদিও মজ্ঝিম থের ও মহিন্দের সহচর ভিক্ষুদিগের নাম ব্যতীত অপর কোন প্রচারকদিগের সহচর ভিক্ষুর নাম পাওয়া যায় না।[২৮২]

মজ্ঝিম থেরের সহিত চারিজন ভিক্ষু যথা—কস্সপগোত্ত থের, মূলকদেব (অলকদেব), সহদেব এবং দুর্রভিসর থেরগণও হিমবন্ত প্রদেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন।[২৮৩] মজ্ঝিম থেরের অনুচরবৃন্দের ন্যায় মহিন্দ থেরের সহধর্মপ্রচারক হিসাবে চারিজন ভিক্ষুর নাম পাওয়া যায় যথা, ইট্ঠিয, উত্তিয, সম্বল ও ভদ্দসাল এবং সহচর হিসাবে সামণের (শ্রমণ) সুমনের নাম এবং উপাসক হিসাবে ভণ্ডুকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।[২৮৪] এস্থলে সামণের সুমনকে 'সংঘমিত্রার পুত্র' অর্থাৎ মহিন্দের ভাগিনেয় বলা হইয়াছে।[২৮৫]

অতঃপর প্রচারকদিগের কার্যাবলী বর্ণনা না করিলে তৃতীয় সংগীতির বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কথিত আছে, মজ্ঝন্তিক থের কাশ্মীর-গন্ধার রাজ্যে আকাশ মার্গে পাটলিপুত্ত নগর হইতে হিমালয় প্রদেশের আরবাল হ্রদে অবতরণ করিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে আরবালহ্রদবাসী নাগরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া মজ্ঝন্তিক থেরকে ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকেন। উহাতে স্থবির নিজ ঋদ্ধিবলে সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সময়োপযোগী ধর্মবক্তৃতার দ্বারা চুরাশী হাজার নাগগণকে এবং অন্যান্য বহু হিমালয়-বাসী যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্বদিগকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলাদিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর, থের মজ্ঝন্তিক 'আসীবিসোপম সুত্ত'[২৮৬] ব্যাখ্যার দ্বারা আশি হাজার মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন। ইহা জানা যায় যে তিনি শত সহস্র সাধারণ মানুষকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া কাশ্মীর ও গন্ধার রাজ্যে বুদ্ধের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

পরবর্তী ধর্মপ্রচারক মহাদেব থের সম্পর্কে জানিতে পারা যায় যে তিনি 'মহিষমণ্ডলে' গমন করিয়া 'দেবদূতসুত্ত'[২৮৭] ব্যাখ্যার দ্বারা চৌত্রিশ শত সহস্র মানুষের ধর্মচক্ষু উন্মোচিত করেন এবং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রহ্মদেশীয় আখ্যানগ্রন্থ 'সাসন-বংসে' (পৃঃ ১৬৭) থের মহাদেবের পরিবর্তে রেবত থেরের নামোল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত স্থানে বলা হইয়াছে যে অপর পাঁচজন ভিক্ষু রেবত থেরের সহিত মহিষ-মণ্ডলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন।[২৮৮]

থের মহাদেবের পরবর্তী ধর্মপ্রচারক হিসাবে নাম পাওয়া যায় রক্ষিত

থেবেব, যিনি বনবাসী বাজ্যে গমন কবিযা 'অনমতগ্গধম্ম সুত্তেব'[২৮৯] ব্যাখ্যাব দ্বাবা বনবাসীবাজ্যেব মানুষদিগেব মধ্যে ষাট সহস্র ব্যক্তিকে ধর্মজ্ঞান দান কবেন ও সাঁইত্রিশ শত সহস্র ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দেন। কথিত আছে পাঁচশত বৌদ্ধবিহাব তথায তৈযাবী কবা হইযাছিল।[২৯০]

যোনধম্মবক্ষিত থেব সম্পর্কে ইহা জানা যায যে তিনি অপবান্ত প্রদেশে গমনপূর্বক 'অগ্গিখন্ধোপমসুত্ত'[২৯১] ব্যাখ্যাব দ্বাবা অপবান্তবাসীদিগকে প্রসন্ন কবিযা সাঁইত্রিশ শত সহস্র মানুষকে সদ্ধর্মেব আস্বাদ দেন। কথিত আছে যে বাজপবিবাবেব সহস্র সংখ্যক পুবুষ ও সহস্র সংখ্যক স্ত্রীলোককেও তিনি প্রব্রজ্যা দান কবিযা তথায বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা কবেন।[২৯২]

পুনবায মহাধর্মবক্ষিত থেব মহাবাষ্ট্রে গমন কবিযা চুবাশি শত সহস্র-সংখ্যক ব্যক্তিগণকে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত কবিযা ও ত্রযোদশ সহস্র মানুষকে প্রব্রজ্যা দান কবিযা বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন কবিযাছিলেন। তিনি তথায 'মহানাবদকস্সপজাতক' দেশনা কবিযাছিলেন।[২৯৩]

থেব মহাবকখিত যবন বা যোনক বাজ্যে গমন কবিযা 'কালকাবাম সুত্ত'[২৯৪] দেশনাব দ্বাবা দেশবাসীকে সন্তুষ্ট কবিযা সাঁইত্রিশ শত সহস্রাধিক মানুষকে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত কবিযা এবং দশ সহস্র ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান কবিযা বৌদ্ধশাসনেব অশেষ উন্নতি সাধন কবিযাছিলেন।[২৯৫]

অপব একজন ধর্মপ্রচাবক হিসাবে নামোল্লেখ বহিযাছে মজ্ঝিম থেবেব। পূর্বেই বলা হইযাছে যে তিনি অপব চাবিজন ভিক্ষু লইযা হিমবন্তপ্রদেশে গমন কবিযা তথায 'ধম্মচক্কপবত্তন সুত্তন্ত'[২৯৬] প্রচাবেব দ্বাবা আশি কোটি মানুষকে মার্গফল লাভ কবিতে সাহায্য কবেন। অপব অনুচব স্থবিবগণ হিমাচল প্রদেশেব এক একটি বাজ্যে শত সহস্র ব্যক্তিগণকে প্রব্রজ্যা দান কবিযা তথায বুদ্ধেব শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত কবিযাছিলেন।[২৯৭]

ধর্মপ্রচাবেব অষ্টম স্থান হইল সুবর্ণভূমি বা সুবন্নভূমি। তথায সোণ থেব ও উত্তব থেব সুবর্ণভূমি দ্বীপবাসীগণকে এক দুষ্টা বাক্ষসীব হস্ত হইতে স্বীয ঋদ্ধিবলে উদ্ধাব কবিযাছিলেন।[২৯৮] সেস্থলে পুনবায জনসাধাবণেব নিকট 'ব্রহ্মজাল সুত্তন্ত'[২৯৯] দেশনাব দ্বাবা ষাট সহস্র মানুষকে ধর্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ কবেন ও দেড়হাজাব কুলপুত্র ও আড়াইহাজাব কুলপুত্রীকে প্রব্রজ্যা দান কবেন। এইবূপে সুবন্নভূমিতে বৌদ্ধশাসন অতীব প্রসাবলাভ কবিবা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবাছিল।

নবম ধর্মপ্রচারক মহিন্দ সম্পর্কে মহাবংস ও দীপবংসে অত্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। বস্তুতঃ তথায় তিনি একাধিকবার ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহলী রাজা দেবানং পিয় তিস্সকে (খৃঃ পূঃ ২৪৭-২০৭ অব্দে) 'চুল্লহত্থিপদোপম সুত্ত'[৩০০] দেশনার দ্বারা সকল দেশবাসীসহ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা ব্যতীত, তিনি 'সমচিত্ত সুত্তন্ত'[৩০১], সীল-ক্খন্দ, সংযুত্ত ধম্মকথা, পেতবথু,[৩০২] বিমানবথু[৩০৩] ও সচ্চসংযুত্তের দেশনার দ্বারা রাজঅন্তঃপুরচারিণী অনুলাদেবীকে অন্যান্য পাঁচশত রমণীসহ মার্গ-ফলপ্রাপ্তিতে সাহায্য করেন। উপরন্তু তিনি তথায় দেবদূত সুত্তন্ত, আসীবিসোপম সুত্ত, অনমতগ্গপরিযায সুত্ত, অগ্গিখন্ধোপম সুত্ত দেশনার দ্বারা বহু শত সহস্র ব্যক্তির মনে ধর্মজ্ঞান উন্মোচিত করেন ও ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩০৪] কথিত আছে যে সপ্তম দিবসে থের মহিন্দ রাজ-অন্তঃপুরে 'মহাঅপ্পমাদসুত্ত'[৩০৫] দেশনার অন্তে চৈত্যাগিরিতে গমন করেন।[৩০৬] ঐ সময় হইতেই লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বমহিমায় বিরাজমান ছিল।[৩০৭]

পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারা যায যে Geiger ধর্মপ্রচারক প্রেরণের ঘটনার যথার্থতা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।[৩০৮] তিনি এই সম্পর্কে সাঁচী স্তূপের (নং ২) অভ্যন্তরে রক্ষিত একটি ধাতুভাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন যাহার অভ্যন্তরের এবং উপরিভাগের আবরণে খোদিত দুইটি লিপি পাওয়া গিয়াছে যেগুলির দ্বারা বংসগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত বৌদ্ধ প্রচারক সম্পর্কিত বিবরণের সত্যতা প্রমাণিত হয়।[৩০৯] আবরণটির নিম্নের লিপিটি হইল ঃ

'সসপুরিস (স) মঝিমস'—বাংলা তর্জমা করিলে দাঁড়ায় 'মধ্যে [ইহার] সৎপুরুষ মধ্যমের (মজ্ঝিমের) [ধাতু বা দেহাবশেষ সুরক্ষিত রহিয়াছে।]'

অপর দিকে, অর্থাৎ আবরণটির উপরিভাগে অপর একটি লিপি খোদিত আছে ঃ—

'সপুরিস (স) কাসপগোতস হেমাবতাচরিযস।' '[ইহার অভ্যন্তরে] হৈমবতাচার্য সৎপুরুষ কাশ্যপগোত্রের [ধাতু সুরক্ষিত আছে।]"[৩১০]

উপরোক্ত দুইটি লিপি হইতে যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায যে মজ্ঝিম ও কস্সপগোত্রের থেরগণ হিমবন্ত বা হিমালযে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।[৩১১] কারণ মহাবংসের বর্ণনা অনুযায়ী মজ্ঝিম থের হিমবন্ত প্রদেশে ধর্মপ্রচারের দ্বারা অসংখ্য মানুষকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং দীপবংস হইতে

ইহাও জানা যায যে কস্সপগোত্রেব থেব মজ্ঝিম অন্যান্য সহচব ভিক্ষুদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমবন্ত প্রদেশে গমন কবিযাছিলেন।[৩১২] পুনবায উপবোক্ত স্তূপেই অপব কযেকটি ধাতুভাণ্ডেব আববণে খোদিত কযেকজন ধর্মপ্রচাবক এবং তাঁহাদেব অনুচববৃন্দেব নামোল্লেখ পালি বিববণগুলিব সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ বহন কবে।[৩১৩]

উপবন্তু তৃতীয বৌদ্ধ সংগীতিব সভাপতি মোগ্গলিপুত্ত তিস্সেব নামোল্লেখও একটি ধাতুভাণ্ডেব উপব খোদিত লেখতে পাওয়া যায, যথা—

'সপুবিসস মোগলিপুতস'—'[ইহাব অভ্যন্তবে] সৎপুরুষ মোগ্গলিপুত্রেব [ধাতু সুবক্ষিত আছে।]'[৩১৪] উপবোক্ত লেখগুলি পালি দীপবংস ও মহাবংসেব বিববণগুলিব সত্যতা প্রমাণ কবে।

অপবপক্ষে, ডঃ বেণীমাধব বড়ুযা লেখগুলি সম্পর্কে বলিযাছেন যে সম্রাট অশোকেব প্রচেষ্টায নির্মিত সাঁচীস্তূপগুলিব মধ্যে সকল স্তূপই যে তাঁহাব বাজত্বকালেই নির্মিত হইযাছিল বলা যায না।[৩১৫] অথবা হিমালয অঞ্চলে প্রেবিত প্রচাবকগণ অশোকেব জীবিতাবস্থায দেহত্যাগ কবিযাছিলেন কিনা এবং ধাতুভাণ্ডগুলি স্তূপে তাঁহাব দ্বাবাই স্থাপিত হইযাছিল কিনা উহাব কোন সঠিক প্রমাণ নাই।[৩১৬] পবন্তু বৌদ্ধগ্রন্থাদিব বর্ণনা অনুযাযী বলা যাইতে পাবা যায যে প্রত্যন্তজনপদসমূহে অর্থাৎ মধ্যদেশেব বহির্ভূত স্থানসমূহে বৌদ্ধধর্মেব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতিলাভ অশোকেব বাজত্বকালেই প্রথম সংঘটিত হয, ইহাব পূর্বে নহে।[৩১৭] তথ্যপ্রমাণ হিসাবে তৃতীয সংগীতিব অধিবেশনে বচিত 'কথাবত্থু' গ্রন্থখানিব উল্লেখ কবা যায যেটিব তৃতীয অধ্যাযে প্রসঙ্গানুক্রমে উল্লেখ বহিযাছে যে 'প্রত্যন্তবাসী মানুষদিগেব মধ্যে প্রব্রজ্যা ছিল না'।[৩১৮] অপবদিকে, কিংবদন্তী অনুসাবে বুদ্ধেব মহাপবিনির্বাণেব পবই তাঁহাব দেহধাতুবণ্টনেব বিববণ প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ বহিযাছে যে অশোক বুদ্ধেব দেহাবশেষ ভাবতেব অন্যান্য স্থানেও প্রেবণ কবিযাছিলেন।[৩১৯] বস্তুতঃ ইহা, কিংবদন্তী ও পিটক গ্রন্থগুলিব বিববণেব সামঞ্জস্য বক্ষা কবে।

ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত "নিকাযসংগহ"[২] নামক একখানি গ্রন্থেব উল্লেখ কবিযাছেন যে স্থলে ধর্মপ্রচাবেব বিববণ লিপিবদ্ধ বহিযাছে।[৩২১] এপ্রসঙ্গে ডঃ দত্ত পুনবায 'নাগার্জুনিকোণ্ডা' নামক লেখেব[৩২২] বিবৃতিব উল্লেখ কবিযাছেন যাহাব দ্বাবা সিংহলী ঐতিহ্য অনুযাযী থেববাদীগণেব বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচাবেব ঘটনাব ঐতিহাসিক সত্যতা মানিযা লওযা যায।[৩২৩] ইহা ব্যতীত,

অশোকের ত্রয়োদশ শিলালেখতে তাঁহার কলিঙ্গ বিজয়ের পরবর্তী সময়ে ধর্ম-বিজয়ের প্রসঙ্গে তাঁহার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ধর্মদূত পাঠাইবার কথাও উল্লিখিত রহিয়াছে।[৩২৪] উক্ত স্থানগুলি বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত মধ্যদেশের বহির্ভূত স্থান। সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে তাঁহার রাজত্ব-কালেই সমগ্র ভারতবর্ষে ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

উপরন্তু, জার্মান পণ্ডিত Grunweder তাঁহার একখানি গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে[৩২৫] সাঁচী স্তূপের পূর্ব দ্বারের মধ্য ও নিম্নস্থানের যে সকল স্থাপত্যকলা রহিয়াছে সেগুলি ধর্মপ্রচারের সপক্ষেই খোদিত। সময়কাল হিসাবে বলা হইয়াছে যে স্থাপত্যকলাগুলি ধর্মপ্রচারের ঘটনাবলীর একশত বা দেড়শত বৎসর পরেই নির্মিত হইয়াছিল।[৩২৬]

সুতরাং, তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি সম্পর্কে বলা যায় যে সংগীতিটির অধিবেশন লইয়া বহুল পরিমাণে মতান্তর থাকিলেও রাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রাপ্ত লেখ অনুযায়ী খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম পূর্বে ও দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর কানাড়া ও মাহিষ্মতি পর্যন্ত, পশ্চিমে ব্রোচ এবং সোপার ও উত্তরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং কাশ্মীর পর্যন্ত যেরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছিল তাহা যে কোন দেশের ধর্মীয় ইতিহাসে অভূতপূর্ব নজীর সৃষ্টিকারী ঘটনা বলা যায়।

চতুর্থ বৌদ্ধসংগীতি—

চতুর্থ বৌদ্ধসংগীতি চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে, তিব্বতদেশীয় লেখক তারনাথের গ্রন্থে ও অন্যান্য কতিপয় তিব্বতীয় উপাদানে উল্লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু সিংহলী ঐতিহ্য উক্ত সংগীতিটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।[৩২৭] বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সংগীতিটির বিশিষ্ট স্থান আছে। বস্তুতঃ দুইটি প্রধান কারণে সংগীতিটি বিশেষত্বের দাবী করিতে পারে যথা, উক্ত সংগীতিটি প্রথম পিটকযুগের সমাপ্তি এবং অর্থকথা বা বিভাষাশাস্ত্রের যুগের সূচনায় অর্থাৎ এই দুই যুগসন্ধির সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলা যায়। পুনরায় উল্লেখ্য বিষয় হইল সংগীতিটির অধিবেশনের সমাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের লিখিতরূপ প্রত্যক্ষ করা

যায।[৩২৮] ডঃ বেণীমাধব বড়ুযা ইহাকে কণিষ্কসংগীতি বলিযা চিহ্নিত কবিযাছেন।[৩২৯] সিংহলী উপাদানে যখন সম্রাট অশোকেব সমযে অনুষ্ঠিত তৃতীয বৌদ্ধ সংগীতিকে শেষ সংগীতি হিসাবে বর্ণনা কবিযাছে তখন অন্যান্য উপাদানে কণিষ্কেব সমযে অনুষ্ঠিত সংগীতিটিকেই সর্বশেষ এবং তৃতীয বৌদ্ধ সংগীতিবূপে চিহ্নিত কবিযাছে।[৩৩০] যাহা হউক, উক্ত সংগীতিটি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীব নিকটবর্তী সমযে সম্রাট কণিষ্কেব বাজত্বকালে অনুষ্ঠিত হইযাছিল।[৩৩১] হিউযেন সাঙ বর্ণনা কবিযাছেন যে বুদ্ধেব পবিনির্বাণেব ৩৯৯ বৎসব পবে গন্ধাববাজ কণিষ্ক বাজ্যাভিষিক্ত হইযা বহু দূববর্তী দেশসমূহ জয কবিযা নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত কবেন। অপবদিকে বাজকার্যেব মধ্যে অবসব সমযে পার্শ্ব নামক এক স্থবিবেব নিকট তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যযন কবিতেন।[৩৩২] কথিত আছে, তিনি প্রতিদিন ভিক্ষুদিগকে বাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ কবিযা তাঁহাদেব নিকট ধর্মকথা শ্রবণ কবিতেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদাযেব ভিক্ষুদিগেব নিকট বিভিন্ন প্রকাব শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিযা তিনি ধর্মেব প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইযা পড়েন। অতঃপব, পার্শ্ব বুদ্ধশাসনেব অবস্থা তাঁহাব নিকট বর্ণনা কবিযা বলেন যে বিভিন্ন সম্প্রদাযেব ভিক্ষুগণ স্বাধীনভাবে স্বীয স্বীয আচার্যেব অভিমত অনুসবণ কবিবাব ফলে সমগ্র শাসন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইযাছে।[৩৩৩] ইহা শুনিযা কণিষ্ক স্থবিবকে জানান যে ধর্মশাস্ত্রেব যথার্থ তাৎপর্যেব ব্যাখ্যা হওযা উচিত। সেই কাবণে বিভিন্ন সম্প্রদাযেব মতগুলি পর্যালোচনাব দ্বাবা পুনর্বাব ত্রিপিটক শাস্ত্রগুলি সংকলন কবিবাব অভিপ্রায ব্যক্ত কবেন।[৩৩৪] পার্শ্ব স্থবিবও বাজাব প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন কবিলে সম্রাটেব অভিপ্রায অনুসাবে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র আলোচনাব নিমিত্ত একটি মহাসভাব আযোজন কবা হয।[৩৩৫] কথিত আছে, স্থবিব বসুমিত্র উক্ত সভাব সভাপতি ছিলেন এবং পন্ডিত অশ্বঘোষ ছিলেন সহ-সভাপতি।[৩৩৬] ইহা জানিতে পাবা যায যে বসুমিত্রকে সভাপতি কবা হইবে কিনা তাহা লইযা কিযৎকাল আলোড়ন চলিযাছিল। কাবণ বসুমিত্র অর্হৎ ছিলেন না, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিই তাঁহাব লক্ষ্য ছিল এবং বোধিসত্ত্ববাদ ছিল তাঁহাব জীবনেব আদর্শ।[৩৩৭] কিন্তু তাঁহাব অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কেহ ছিলেন না, বর্ণনানুযাযী তিনি ছিলেন অসাধাবণ চবিত্রবান ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন অভিজ্ঞ পণ্ডিত।[৩৩৮] ইহাও জানা যায যে সংগীতিতে উত্থাপিত সকল দুবূহ প্রশ্নেব মীমাংসাব জন্য তাঁহাব উপবই নির্ভব কবিতে হইত।[৩৩৯] উক্ত

সংগীতিতে নিমন্ত্রিত হইযা দূববর্তী ও নিকটবর্তী বহু স্থান হইতে অসংখ্য শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুগণ কাশ্মীবে আসিযা উপস্থিত হইযাছিলেন।[৩৪০] কিন্তু ভিক্ষু সমাগম এত অধিক হইযাছিল যে বাজা কণিষ্কেব নির্দেশে তথাকাব ভিক্ষুসংঘ সংঘ-সভাপতি ভিন্ন অপবাপব ৪৯৯ জন অর্হৎকে নির্বাচিত কবিয়াছিলেন।[৩৪১] ঐ সকল স্থবিবগণ পাণ্ডিত্য ও ত্রিপিটক বিশাবদ ছিলেন।[৩৪২] ইহা জানা যায যে সংঘে বিভিন্ন প্রকাবেব আলাপ আলোচনাব মাধ্যমে সংগীতিটিব অনুষ্ঠানেব স্থান নির্বাচন কবা হয।[৩৪৩] তাবনাথ লিখিত সংগীতিটিব বিববণে উল্লিখিত বহিযাছে যে ইহা জলন্ধবে অনুষ্ঠিত হয। যদিও কোনও কোনও চীনা গ্রন্থে সংগীতিটি কান্দাহাবে অনুষ্ঠিত হইযাছিল বলিযা উল্লেখ বহিযাছে।[৩৪৪] যাহা হউক, ইহা জানিতে পাবা যায যে কাশ্মীবেব এক মনোবম স্থানে সংগীতিটিব অধিবেশনেব আযোজন কবা হয। তথায কণিষ্ক ভিক্ষুদিগেব বসবাসেব নিমিত্তএকটি অতীব মনোবম বিহাব তৈযাবী কবাইযা দেন।[৩৪৫] ইহা উল্লেখ্য যে বাজাব অভিপ্রায ছিল শীতপ্রধান কাশ্মীবেব পবিবর্তে স্বীয বাজধানী অথবা বাজগৃহেব সপ্তপর্ণী গুহাতেই সংগীতিটি আহ্বান কবিবাব।[৩৪৬] কিন্তু পার্শ্বপ্রমুখ ভিক্ষুগণ বাজগৃহে যাওযা সঙ্গত মনে কবেন নাই। কাবণ তাঁহাবা ভাবিযাছিলেন যে বাজগৃহে বিভিন্ন মতাবলম্বীব বহু আচার্য বিদ্যমান থাকিবাব জন্য সংক্ষিপ্ত সমযেব মধ্যে শাস্ত্রসমূহেব বিচাব কবাব এবং নূতন শাস্ত্র প্রণযন কবা সম্ভবপব হইবে না।[৩৪৭]

যাহা হউক, হিউযেন সাঙেব বিববণ হইতে জানিতে পাবা যায যে এই স্থলে ত্রিপিটক শাস্ত্র সংগ্রহ কবিযা, সংগীতিব সদস্যগণ প্রথমে এক লক্ষ শ্লোকেব 'উপদেশশাস্ত্র' নামক সূত্রপিটকেব টীকা গ্রন্থ, এক লক্ষ শ্লোকে 'বিনযবিভাষাশাস্ত্র' নামক বিনযপিটকের টীকা গ্রন্থ এবং এক লক্ষ শ্লোকে 'অভিধর্মবিভাষাশাস্ত্র' নামক অভিধর্মপিটকেব টীকা গ্রন্থ প্রণযন কবেন। কথিত আছে, সর্বসমেত তিন লক্ষ শ্লোকে বিভাষাশাস্ত্রগুলি সংকলিত হয।[৩৪৮] ইহা ব্যতীত, ত্রিপিটক শাস্ত্রেব যথার্থ ব্যাখ্যা নিবূপণেব জন্য বহু প্রাচীন নিদর্শন বিস্তৃতভাবে পবীক্ষাব দ্বাবা সাধাবণভাবে বৌদ্ধসাহিত্যেব দুবূহ ভাষাগুলি পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনাব দ্বাবা সেগুলিব অর্থ সম্পূর্ণবূপে পবিস্ফুট কবা হয এবং উক্ত কার্যের দ্বাবা বৌদ্ধধর্মেব গ্রন্থগুলিব সর্বত্র পবিব্যাপ্তি ঘটে।[৩৪৯] ডঃ বেণীমাধব বড়ুযা শ্লোকগুলিব শব্দেব

সমষ্টিগত সংখ্যা ছেষট্টি লক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৫০] শ্রীশরৎকুমার রায় বিদ্যারত্ন মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন যে উক্তসভায়মূলে বৌদ্ধশাস্ত্র অবলম্বনে উপদেশ, বিভাষা ও অভিধর্মবিভাষা নামক তিনখানি ভাষ্যগ্রন্থ সংস্কৃতে সংকলিত হয় যেগুলি মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের অন্তর্গত।[৩৫১] কথিত আছে যে ঐ সকল বিভাষা গ্রন্থের সমতুল্য কোন প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত ছিল না। বস্তুতঃ সংগীতির বিজ্ঞ স্থবিরগণ ত্রিবিধ বিভাষা গ্রন্থে ধর্মবিনয় বিষয়ক সকল কঠিন প্রশ্নের বিচার ও নিঃশেষে সকল বিশিষ্ট পদব্যঞ্জনের ব্যাখ্যা নির্দ্ধারণ করেন এবং ইহার ফলস্বরূপ বিভাষাগ্রন্থগুলি সর্বত্র সমাদর লাভ করে।[৩৫২]

সংগীতিটির অধিবেশনের ফলাফল সম্পর্কে বলা যায় যে রাজা কণিষ্ক ত্রিপিটক ও বিভাষাশাস্ত্রগুলি একটি তাম্রপট্টের উপর খোদাই করাইয়া ইহা একটি প্রস্তরাধারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।[৩৫৩] উপরন্তু ইহা রক্তবর্ণ তাম্রপট্টের উপর খোদাই করিবার জন্য রাজা কণিষ্ক আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৩৫৪] অতঃপর উহা স্থাপনা করিয়া তাহার উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়।[৩৫৫] যদিও উক্ত তাম্রপট্টটি অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয় নাই। হিউয়েন সাঙ পুনরায় বর্ণনা করিয়াছেন যে যাহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ঐ সকল শাস্ত্র হস্তগত ও স্থানান্তরিত করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরের চতুঃসীমায় যক্ষদিগকে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।[৩৫৬] বস্তুতঃ অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রসারে অবদানের ন্যায় সম্রাট কণিষ্ক উক্ত মহাধর্মানুষ্ঠান কার্য সমাপ্ত করিয়া সসৈন্য স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।[৩৫৭]

উপরে বর্ণিত হিউয়েন সাঙের চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির বিস্তৃত বিবরণের সহিত অন্যান্য উপাদানের বিবরণের বহু বৈসাদৃশ্য থাকিয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায় তারনাথ প্রদত্ত তিব্বতদেশীয় ইতিহাসের বর্ণনা।[৩৫৮] পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সংগীতিটির অনুষ্ঠানের স্থান তিব্বতীয় ইতিহাসে বলা হইয়াছে জলন্ধর। অপরদিকে অধিবেশনটি সম্পর্কে বহু বিভ্রান্তিকর তথ্যও রহিয়াছে। যথা—প্রথমতঃ তারনাথ ইহাকে তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতি বলিয়াছেন[৩৫৯] এবং বিবৃত করিয়াছেন যে এক শতাব্দীর অধিক-কাল ব্যাপিয়া বৌদ্ধসংঘের মধ্যে মতানৈক্য ও বাদবিতণ্ডার জন্য যে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইয়াছিল কণিষ্কের সংগীতিতে উহার নিষ্পত্তি ঘটে এবং পূর্ববর্তী অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি বিশুদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত হয়।[৩৬০]

উক্ত সংগীতিতে সমগ্র বিনয়পিটক সংকলিত হইয়াছিল, সূত্র ও অভিধর্ম পিটকের যে সকল অংশ পূর্বে লিখিত হয় নাই সে সকল অংশের লিখিতরূপ দেওয়া হইয়াছিল এবং যে সকল অংশ পূর্বে লিখিত হইয়াছিল সেই সকল অংশের সংশোধন করা হইয়াছিল [৩৬১]। এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারা যায় যে চতুর্থ সংগীতিতে পিটকের গ্রন্থগুলিকে একত্রিত করা হইয়াছিল।[৩৬২] Eliot সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন যে সকল প্রকার মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলির আবির্ভাবের উহাই সময়কাল।[৩৬৩] কিন্তু স্থবির সম্প্রদায় বা থেরবাদীগণকে উহার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার প্রতিবাদ উত্থাপন করিতে দেখা যায় নাই।[৩৬৪] কিন্তু উপরোক্ত বিবরণটি হইতে ঐতিহাসিক উপাদান কতখানি পাওয়া যায় তাহা বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। যদিও তিব্বতী ঐতিহ্য হইতে লব্ধ বিবরণ অনুযায়ী বুদ্ধের পরিনির্বাণের চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী পরে সম্রাট কণিষ্কের সময়ে যে একটি সংগীতির অধিবেশন হইয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য।[৩৬৫]

অতঃপর উল্লেখ্য যে গুপ্তযুগের লেখক পরমার্থ (৪৯৯-৫৬৯ অব্দ) তাঁহার গ্রন্থে[৩৬৬] একটি বৌদ্ধ সংগীতির বিবরণ দিয়াছেন যাহা প্রায় হিউয়েন সাঙের বিবরণাবলীর সমতুল্য। যদিও কিছু কিছু মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। পরমার্থ বলিয়াছেন যে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পাঁচশত বৎসর পরে কাত্যায়নী পুত্র নামক এক ভারতীয় অর্হৎ যিনি সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তিনি 'কিপিন' বা কাশ্মীরে গমন করিয়া পাঁচশত জন অর্হৎ ও পাঁচশত জন বোধিসত্ত্ব লইয়া সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের অভিধর্ম সংগ্রহ করিয়া আটটি গ্রন্থে ('ক-লন-ত' বা সংস্কৃত গ্রন্থ ও 'কন-তু' বা পালি গ্রন্থ) লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত সংকলনটি 'জ্ঞান-প্রস্থান' নামে পরিচিত।[৩৬৭] ইহার পর কথিত আছে, কাত্যায়নী পুত্র সর্বদিকে আহ্বান জানাইয়া ঘোষণা করেন যে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে যিনি যাহা অবগত আছেন তাহাই যেন জানান। অতঃপর পরমার্থের গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে যে বহু পরলোকগত আত্মা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাহাদিগের অনুস্মরণের দ্বারা ধর্মাদেশ সংগীতিতে প্রদত্ত হইয়াছিল।[৩৬৮] সংগীতিতে ধর্মাদেশগুলির মধ্যে যেগুলি সূত্র ও বিনয়ের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলি গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং যেগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে সেগুলিকে বর্জন করা হইয়াছিল।[৩৬৯] Eliot পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন যে নির্বাচিত অংশগুলি বিষয়ানুসারে একত্রিত করা হইয়াছিল। প্রজ্ঞাসম্পর্কিত শাস্ত্রগুলির নামকরণ হয় প্রজ্ঞাগ্রন্থ, ধ্যান-

সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির নাম হয় ধ্যানগ্রন্থ ইত্যাদি।[৩১০] উপরন্তু ইহাও উল্লিখিত রহিয়াছে যে আটখানি গ্রন্থের সংকলনের পরে এগুলির অর্থকথা বা বিভাষা গ্রন্থ লিখিবার জন্য বৌদ্ধ পন্ডিত অশ্বঘোষকে আহ্বান করা হইয়াছিল।[৩১১] কথিত আছে যে তিনি যখন কাশ্মীরে উপস্থিত হন তখন কাত্যায়নী পুত্র অশ্বঘোষের নিকট উক্ত আটখানি গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং অশ্বঘোষ এগুলির লিখিত রূপ দেন।[৩১২] ইহাও জানিতে পারা যায় যে অশ্বঘোষ বিরচিত অর্থকথাগুলির সম্পাদনার কাজ বার বৎসরে সম্পূর্ণ হয়।[৩১৩] অর্থকথাগুলি সর্বসমেত একলক্ষটি গাথা সম্বলিত ছিল। অনন্তর, কাত্যায়নী পুত্র একটি প্রস্তর ফলকের উপর একটি ঘোষণা লিপিবদ্ধ করেন যে "যাহারা উক্ত ধর্মে শিক্ষা করিবে তাঁহারা কাশ্মীরের বাহিরে গমন করিবে না এবং অষ্ট গ্রন্থ ও এগুলির বিভাষাশাস্ত্রের কোন উদ্ধৃতি যদি দেশের বাহিরে যায় তাহা হইলে অন্যান্য সম্প্রদায় বা মহাযান সম্প্রদায় সদ্ধর্ম কলুষিত করিবে।" অতঃপর ইহা বর্ণিত রহিয়াছে যে ঘোষণাটি রাজা কণিষ্কের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছিল।[৩১৪] অবশেষে কাশ্মীরের ভিক্ষুগণ উপদেবতাদিগকে নগররক্ষক হিসাবে প্রবেশ দ্বারে স্থাপনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছিল যে যদি কেহ যথার্থ ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে আসিত তাহা হইলে তাহাকে কোনরূপ বাধা দেওয়া হইত না। অপর একটি ঘটনা পরমার্থের গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে যে অযোধ্যানগরবাসী এক ব্যক্তি কাশ্মীরে ধর্মশিক্ষা করিয়া তাহার নিজের দেশে ফিরিয়া উহা অপরাপর ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দেন। পরমার্থের বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া ধরিলেও হিউয়েন সাঙ বর্ণিত শাস্ত্রগুলির শিক্ষা সম্পর্কে বিধিনিষেধের বিষয়টি নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়।[৩১৫]

পুনরায় অপর একটি বুদ্ধের জীবনীসম্বলিত তিব্বতদেশীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা যায় যাহাতে আছে যে পার্শ্বের নেতৃত্বে পাঁচশত জন অর্হৎ এবং বসুমিত্রের অধীনস্থ পাঁচশতজন বোধিসত্ত্ব উক্ত সমিতির কার্য সমাধা করেন।[৩১৬] তারনাথ এক্ষেত্রে পুনঃসংযোগ করিয়াছেন যে অর্হৎ ও বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অপর ৫০০ জন পন্ডিতও উক্ত সংগীতিতে যোগদান করেন।[৩১৭] ডঃ বি সি লাহা মন্তব্য করিয়াছেন যে মূল পাঁচশত জন যোগদানকারী সম্ভবতঃ পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলিতে দ্বিগুণ বা তিনগুণ সংখ্যার পরিণত হইয়াছেন।[৩১৮] ডঃ লাহার মতে আঠারোটি ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতামতগুলির সমন্বয় সাধন করাই চতুর্থ সংগীতির প্রধান কার্য ছিল এবং নূতনভাবে অর্থকথাগুলি

রচিত হইয়াছিল যাহাতে একই উদ্ধৃতির বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যার দ্বারা সকল সম্প্রদায়গুলি তুষ্ট হয়।[৩৭৯]

অপরদিকে বৌদ্ধ সংগীতি সম্পর্কে অধ্যাপক Kern কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ অভিমত উপস্থাপিত করিয়াছেন।[৩৮০] তাঁহার মতে হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী বিভাষাশাস্ত্র প্রণয়ন করাই সংগীতিটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সংগীতিটির অধিবেশন —এই সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৩৮১] ঐ সংগীতিতে ত্রিপিটকের একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং পিটক গ্রন্থের অংশবিশেষের সর্বপ্রথম লিখিতরূপ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই চীনা বিবরণে বিবৃত রহিয়াছে।[৩৮২] অপর একটি দ্রষ্টব্যের বিষয় হইল এই যে উক্ত সংগীতিতে গৃহীত বা সংশোধিত ত্রিপিটকের ভাষা ঠিক কি ছিল তাহা কোন বিবরণ হইতেই স্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায় না।[৩৮৩] অপরদিকে জিনানন্দ ভিক্ষু মহোদয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে যদিও কোন উপাদানেই চতুর্থ সংগীতিতে সংকলিত গ্রন্থগুলির ভাষা ঠিক কি ছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই তবুও সংস্কৃত ভাষাই যে চতুর্থ সংগীতিটিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল সে সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়।[৩৮৪] বস্তুতঃ ইহা সর্বজনবিদিত যে বসুবন্ধু বিরচিত 'অভিধর্ম-কোষ' গ্রন্থটি বিভাষাশাস্ত্রগুলির উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যশোমিত্রের অর্থকথাতেও প্রাচীন বিভাষাশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতির উল্লেখ রহিয়াছে।[৩৮৫] পুনরায় 'অভিধর্মামৃত' নামক গ্রন্থখানি বহুলাংশে এবিষয়ের সমাধান বলা যায়। গ্রন্থটির রচয়িতা ছিলেন ঘোষক।[৩৮৬] ইহা জানা যায় যে গ্রন্থখানি রাজা কণিষ্কের প্রায় সমসাময়িক যুগের এবং ইহা যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে কারণ উক্ত গ্রন্থখানিতে 'সংস্কৃত' বৌদ্ধধর্মের বা বৌদ্ধ-শাস্ত্রের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।[৩৮৭] অপরদিকে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে চীনা পরিব্রাজক সংস্কৃত ব্যতীত অন্য কোন পিটক-গ্রন্থের কথা সম্ভবতঃ জানিতেন না।[৩৮৮]

যাহা হউক, হিউয়েন সাঙের বর্ণনা এবং তিব্বতী ইতিহাসের বর্ণনা-গুলি সংগীতি আহ্বানের পাঁচ শতাব্দী পরের ইতিহাস হইলেও চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।[৩৮৯] উপরোক্ত আলোচনা হইতে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়—

(১) প্রথমতঃ চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিটি কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধ সাহিত্যেই পরিলক্ষিত হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলের অর্থাৎ সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশের সাহিত্যে অনুপস্থিত বা অবজ্ঞাত। সেই সময় কেবলমাত্র কাশ্মীরকেই পবিত্রভূমি বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে এবং কাশ্মীর ব্যতীত অন্যান্য স্থানগুলিকে সদ্ধর্মপ্রচারের পক্ষে প্রতিকূল মনে করা হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয়তঃ চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির উপর আলোচিত সকল উপাদানগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহা কোন বিশেষ মহাযান সম্প্রদায়ের অধিবেশন ছিল না উপরন্তু ইহা সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও আপোষপূর্ণ সমন্বয়সাধনের অধিবেশন বলা যায়।

(৩) তৃতীয়তঃ সংগীতিটির সাহিত্যিক মূল্যও নির্দ্ধারণ করা যায়। ত্রিপিটকের পুনঃ পর্যালোচনা, বিভাষা বা টীকাগ্রন্থের উদ্ভাবন ও সর্বাস্তিবাদী অভিধর্মপিটকের সংকলন চতুর্থ সংগীতিতেই লক্ষ্যণীয়।[৩১০]

পরিশেষে, ইহা না বলিলে বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যে ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন যে শাহ-জী-কী-ঢেড়ী নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি ধাতুপাত্রের উপর খোদিত লিপি প্রমাণ করে যে কণিষ্ক স্বয়ং সর্বাস্তিবাদী আচার্যদিগকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩১১] লিপিটি পরমার্থের বিবরণ যে উক্ত অধিবেশনটির মূল প্রেরণা ছিল সর্বাস্তিবাদী গ্রন্থকার 'কাত্যায়নীপুত্র' তাহা সমর্থন করে।[৩১২] উপরন্তু এই অধিবেশনের বিভিন্ন বিবরণ হইতে পরিগণিত হয় যে উক্ত সভা সর্বাস্তিবাদীদিগের কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহারাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্যই বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচিত হয় যদিও শেষ পর্যন্ত সর্বাস্তিবাদীদিগের মতই গৃহীত হইয়াছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পালি ঐতিহ্যে কিন্তু ঐ চতুর্থ বৌদ্ধ অধিবেশনটি সম্পূর্ণ অবহেলিত। ইহা সম্ভবতঃ একান্তভাবে সর্বাস্তিবাদীদের ছিল, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশন যেমন সম্পূর্ণরূপে থেরবাদী বা স্থবিরবাদীদিগের ছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন।[৩১৩]

যাহা হউক, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই অধিবেশনটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই সময় হইতেই প্রাচীনপন্থী অর্থাৎ হীনযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় হিসাবে মহাযানের আবির্ভাব ও দেশে দেশে মহাযানের বিস্তার সাধন।

উপরোক্ত চারটি প্রধান বৌদ্ধসংগীতি ব্যতীত পরবর্তীকালের অপরাপর

কয়েকটি সংগীতিরও উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যগুলিতে। যেমন—সিংহল বা শ্রীলঙ্কায় তিনটি সংগীতির, শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ডে নয়টির, ব্রহ্মদেশের বা মায়ানমারের ইতিহাসে প্রধান দুইটি ইহাদের মধ্যে অন্যতম। নিম্নে উক্ত সংগীতিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীলংকার সংগীতিগুলি

মহাবংস ও অপরাপর শ্রীলংকার উপাদানে শ্রীলংকায় সংঘটিত তিনটি বৌদ্ধ সংগীতির উল্লেখ রহিয়াছে।[৩৯৪] এগুলির মধ্যে প্রথমটি সংঘটিত হইয়াছিল রাজা দেবানংপিয় তিস্সের (খৃঃ পূ ২৪৭-২০৭) রাজত্বকালে। কথিত আছে, উক্ত সংগীতিটিতে পৌরোহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় অরিট্‌ঠ স্থবির।[৩৯৫] 'সদ্ধম্মসংগহ' নামক পালি গ্রন্থে ইহাকে চতুর্থ সংগীতি বলা হইয়াছে।[৩৯৬] এই গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী সম্রাট অশোকের পুত্র মহিন্দ যখন ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীলংকায় গমন করিয়াছিলেন তখন উক্ত সংগীতির অধিবেশনটি আহূত হয়। কথিত আছে, মহিন্দ থেরের প্রযত্নে অনুরাধপুরের থূপারাম চৈত্যে ঐ সংগীতিটি অনুষ্ঠিত হয়।[৩৯৭] ইহাও জানা যায় যে আটষট্টি জন মহাস্থবিরের নেতৃত্বে সহস্র সংখ্যক ভিক্ষু উক্তস্থানে সমবেত হইয়াছিলেন।[৩৯৮] অরিট্‌ঠ থের বিনয়পিটক আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং পূর্বের নিয়মানুসারে উক্ত সংগীতিতেও পিটকের নিকায়, অঙ্গ ও ধর্মস্কন্ধ বিভাগ অনুসারে সমগ্র ধর্ম্মবিনয়ের সংগায়ন হইয়াছিল। কিন্তু সংগীতিটির সময়কাল অর্থাৎ ইহা কোন সময় আরম্ভ ও কোন সময় সমাপ্ত হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না।[৩৯৯] সিংহলী উপাদানে অরিট্‌ঠ (অরিষ্ট) থেরকে মহিন্দের প্রথম শিষ্য বলা হইয়াছে ও আচার্য পরম্পরায় তাঁহাকে সপ্তম স্থান দেওয়া হইয়াছে।[৪০০]

ইহার পরবর্তী সংগীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল রাজা বট্টগামনি অভয়ের (খৃঃ পূঃ ১০১-৭৭) রাজত্বকালে। সদ্ধম্মসংগহ গ্রন্থে বট্টগামনির সংগীতিটিকে পঞ্চম সংগীতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।[৪০১] যদিও থেরবাদী-দিগের কোনও কোনও গ্রন্থ ইহাকে চতুর্থ সংগীতি বলিয়াছে।[৪০২] বুদ্ধের পরিনির্বাণের ৪৪৩ বৎসর পরে বট্টগামনি অভয়ের রাজত্বকালে অভয়গিরি নামক স্থানে একটি বিশাল বিহার নির্মাণের উল্লেখ রহিয়াছে[৪০৩] এবং

কথিত আছে যে রাজা ভিক্ষুসংঘকে উক্ত বিহারটি দান করিয়াছিলেন।[৪০৫] ইহা জানা যায় যে সুদূর ভবিষ্যতে সিংহল দ্বীপে বুদ্ধ শাসন যাহাতে যথাযথ রূপে সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য সিংহলবাসী ধর্মধর, বিনয়ধর, বহুশ্রুত ও জ্ঞানী ভিক্ষুগণ ঐ মহাবিহারে আসিয়া সমবেত হন। রাজা বট্টগামনি ভিক্ষু-সংঘের নির্দেশ মতো মগধরাজ অজাতশত্রুর নির্মিত সভামণ্ডপাদির ন্যায় সভামণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া সমবেত বহু শত সহস্র ভিক্ষুদিগের মধ্য হইতে কয়েক সহস্র উপযুক্ত ভিক্ষুকে সদস্য নির্বাচিত করিয়া এক সংগীতির আহ্বান করেন।[৪০৪] পূর্ববর্তী সংগীতিগুলির নিয়ম অনুসারে ইহাতে পিটক, নিকায়, অঙ্গ ও ধর্মস্কন্ধ বিভাগসহ ধর্মবিনয় আবৃত্তি করা হয়। অতঃপর অর্থকথাসহ ধর্মবিনয়সংযুক্ত ত্রিপিটক পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হয় যাহাতে বুদ্ধবচনসমূহ অর্থকথাসহ সংরক্ষিত হয়। ইহা সর্বজন-বিদিত যে বৌদ্ধগ্রন্থগুলি ইহার পূর্বে শিষ্যপরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে রক্ষা করা হইত।[৪০৫] ভিক্ষু জিনানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন যে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দ্বারা যখন মনুষ্যসমাজ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল তখন যাহাতে মূল বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি অর্থকথাসহ সংরক্ষিত থাকে তাহার জন্য মহা-স্থবিরগণ কর্তৃক উক্ত সংগীতিটির আহ্বান করিয়া অর্থকথাসহ শাস্ত্রগুলি বারংবার সংশোধন করিয়া তাম্রপত্রের উপর লিখিত হয়।[৪০৭] কেবল তাহাই নহে সেগুলি সঠিক কিনা তিনশতবার তাহা মিলাইয়া দেখা হইয়াছিল।[৪০৮]

উক্ত সংগীতিতে পাঁচশত জন পণ্ডিত ভিক্ষু মহাস্থবির রক্ষিতের সভাপতিত্বে সংগায়নে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪০৯] সংগীতিটির স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে অলুবিহার বা আলোকবিহার যাহা শ্রীলংকার মতলে গ্রামের আলোকগুহায় অবস্থিত ছিল। পরিশেষে বস্তুতঃ ইহাও জানিতে পারা যায় যে রাজার একজন অমাত্য অনুষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৪১০]

সদ্ধম্মসংগহের বিবরণ অনুসারে শ্রীলংকার রাজা দুট্‌ঠগামনি অভয়ের রাজত্বকালেও অপর একটি সংগীতি আহ্বান করা হয় যেস্থলে ধর্মবিনয়াদির সংগায়ন করা হইয়াছিল।[৪১১] ইহা উল্লেখ আছে যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের ৩৭৬ বৎসর পরে মহারাজ দুট্‌ঠগামনি অভয় যখন শ্রীলংকার রাজা ছিলেন তখন তিনি মরীচবতীবিহার, নবভৌমিক লোহপ্রাসাদ ও রত্নাবলি মহাথূপ নির্মাণ করাইয়া শ্রীলংকা ও জম্বুদ্বীপের ভিক্ষুদিগকে উৎসর্গ করিবার অভিপ্রায়ে সকল ভিক্ষুদিগকে তথায় আমন্ত্রণ জানান।[৪১১] কথিত

আছে, বিভিন্ন দেশ হইতে অসংখ্য ভিক্ষুদিগের সমাবেশ হয় অনুরাধপুরে এবং উক্ত সমাগমে সর্বসমেত ছিয়ানব্বই কোটি অর্হৎপ্রাপ্ত ভিক্ষু উপস্থিত হইয়াছিলেন।[৪১৩] দীপবংস ও মহাবংসের বিবরণ অনুসারে এই সমাগমে যোগদান করিবার জন্য ভারতের রাজগৃহ হইতে, ইসিপতন বা সারনাথ হইতে, জেতবনবিহার ও বৈশালির মহাবনবিহার হইতে, কৌসাম্বির ঘোসিতারাম হইতে, উজ্জেনীর দক্ষিণগিরিবিহার হইতে, পুপ্ফপুর বা পাটলিপুত্রের অসোকারাম হইতে, কাশ্মীর, পল্লবরাজ্য, যবননগরের রাজধানী অলসন্দ হইতে, বিন্ধ্যাচল, বুদ্ধগয়ার বোধিমণ্ডবিহার হইতে, বনবাসী অঞ্চল ও কেলাসবিহার হইতে বহুসংখ্যক ভিক্ষুসহ স্থবিরগণ অনুরাধপুরে গমন করেন। বলা বাহুল্য, দেশীয় অসংখ্য ভিক্ষুও তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সদ্ধম্মসংগহ অতঃপর উল্লেখ করিয়াছে যে বুদ্ধশাসনের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে তাহার জন্য সমবেত বিভিন্ন ভিক্ষুগণের আচার্য পরম্পরায় আনীত ত্রিপিটক অর্থকথাসহ আবৃত্তি করা হইয়াছিল।[৪১৪] ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া উক্ত সংগীতিটির সময়কাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে ইহা রাজা তিস্স ও বট্টগামনির রাজত্বকালের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।[৪১৫] পুনরায় প্রায় এক শতাব্দীর কিছু সময় পূর্বে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সিংহলের রত্নপুরে একটি সংগীতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সংগীতিটিতে পৌরোহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় হিক্কদুবে সিরি সুমংগল স্থবির। সংগীতিটি পাঁচমাস ধরিয়া চলিয়াছিল এবং ইহার পৃষ্ঠপোষকরূপে থের ইন্দমলগোদ রসনায়ক নিলমের নাম পাওয়া যায়।[৪১৬]

ইহা ব্যতীত, সংগীতিবংস[৪১৭] নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীলংকার অপর একটি সংগীতিরও উল্লেখ পাওয়া যায় যাহাকে ষষ্ঠ সংগীতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা রাজা মহানামের রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত হয় এবং জানা যায় যে টীকাকার বুদ্ধঘোষের সিংহলী বা শ্রীলংকার ভাষায় লিখিত অর্থকথাগুলি উক্ত সংগীতিতে মাগধী (বা পালি) ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল।[৪১৮]

অপর একটি সংগীতির উল্লেখ পাওয়া যায় রাজা সংঘবোধি প্রথম পরাক্রম বাহুর (খৃষ্টীয় ১১৫৩—১১৮৪ অব্দ) রাজত্বকালে।[৪১৯] উক্ত অধিবেশনটি অনুরাধপুরের রাজপ্রাসাদে এক বৎসর ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। ইহার সভাপতি ছিলেন মহাকাশ্যপ স্থবির এবং ইহা ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।[৪২০]

ইহা জানা যায় যে রাজা প্রথম পরাক্রমবাহু সংঘে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য আনিবার জন্য সংগীতিটি আহ্বান করেন এবং রাজা উক্ত কার্যে সর্বতো-ভাবে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন।[৪২১]

শ্যামদেশীয় সংগীতিগুলি

শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ডের সংগীতিবংস[৪২২] নামক গ্রন্থে কমপক্ষে নয়টি সংগীতির কথা উল্লিখিত আছে। গ্রন্থখানি থাইল্যাণ্ডের স্থবির সোমদেজ ফরা বনরতন (তদন্ত বনরতন) রাজা প্রথম রামের রাজত্বকালে (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে) রচনা করেন।[৪২৩] উক্ত গ্রন্থে নয়খানি সংগীতির মধ্যে প্রথম তিনটি বলা হইয়াছে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রীলংকায় এবং অষ্টম ও নবম থাইল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।[৪২৪] উক্ত গ্রন্থে প্রথম পাঁচটি সংগীতির বর্ণনা মহাবংস ও অন্যান্য সিংহলী ঐতিহ্যের অনুরূপ কিন্তু অবশিষ্ট চারিটি সংগীতির আখ্যানের মধ্যে শেষ দুইটিকে যথার্থ সংগীতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না।[৪২৫]

থাইল্যাণ্ডের অষ্টম সংগীতির উল্লেখ পাওয়া যায় রাজা শ্রীধর্ম চক্রবর্তী-তিলক রাজাধিরাজের সময়ে। ইনি উত্তর থাইল্যাণ্ডে রাজত্ব করিতেন এবং সংগীতিটি তাঁহার রাজধানী ছিয়েন মই (Chiengmai) এর মহাবোধি আরামে আহ্বান করা হইয়াছিল (২০০০ বুদ্ধাব্দ হইতে ২০২৬) বুদ্ধাব্দের মধ্যে এবং ইহা এক বৎসরকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল।[৪২৬] কথিত আছে থাইল্যাণ্ডের সকল বিদগ্ধ ভিক্ষুগণ সংগীতিটিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

থাইল্যাণ্ডের পরবর্তী সংগীতিটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে, ইহার সময়কাল ছিল ২৩৩১ বুদ্ধাব্দ।[৪২৭] ইহা জানিতে পারা যায় যে থাইল্যাণ্ড ও উহার প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে একদা যুদ্ধ বাধিলে ইহার প্রাচীন রাজধানী অযথিয় (অযোধ্যা) ধ্বংস করা হয় এবং ইহার ফলে ত্রিপিটকের বহু গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়।[৪২৮] উপরন্তু প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত দীর্ঘদিনের শত্রুতার ফলে বৌদ্ধ সংঘের পবিশুদ্ধতাও বিনষ্ট হয়। সেই সময়কার রাজা প্রথম রাম এবং তাঁহার ভ্রাতা অতঃপর পণ্ডিত স্থবিরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বৌদ্ধ সংঘের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিবার জন্য একটি সংগীতি আহ্বান করেন।

কথিত আছে, ২১৮ জন স্থবির এবং ৩২ জন উপাসক পণ্ডিতবর্গ একত্রিত হইয়া ক্রমান্বয়ে ত্রিপিটকের সংগায়ন করেন। উপরন্তু সংগায়নের পরবর্তী সময়েও থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা ইহা বহুল পরিমাণে প্রসারলাভ করিয়াছিল। সেই সময় উক্ত স্থানের বিহার ও প্যাগোডা-গুলির সংস্কার করা হইয়াছিল ও বহু নূতন বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।[৪২৫]

ব্রহ্মদেশের (মায়ানমারের) সংগীতিগুলি

মায়ানমারের ইতিহাসে রেঙ্গুনে পঞ্চম বৌদ্ধ সঙ্গীতায়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা ব্রহ্মদেশীয় রাজা মিন-ডন-মিনের (১৮৭১ খৃষ্টাব্দ, ২৪১৪ বুদ্ধাব্দে) রাজধানী মান্দালয়ে স্বয়ং রাজার পৃষ্ঠ-পোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়।[৪৩০] এই অনুষ্ঠানে ২,৪০০ জন পণ্ডিত ও জ্ঞানী স্থবিরগণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থবিরগণের মধ্যে স্থবির জাগরাভিবংস, স্থবির নরিন্দাভিধ্বজ ও স্থবির সুমংগলসামি ক্রমান্বয়ে পৌরোহিত্য করেন।[৪৩১] বস্তুতঃ উক্ত সংগীতিটিতে বৌদ্ধ ত্রিপিটক সাহিত্য ধারাবাহিক ও সংগতি-পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। কথিত আছে ত্রিপিটকের সংগীতায়নের দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে পাঁচমাস সময় লাগিয়াছিল। ইহাও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে পালি ছাড়াও বিভিন্ন প্রাপ্ত সংস্করণগুলি সংগ্রহ করিয়া তুলনামূলক বিচার করা হইয়াছিল এবং সমগ্র ত্রিপিটক ৭২৯টিরও বেশি প্রস্তর ফলকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল।[৪৩২] সর্বশেষ সংঘটিত সংগীতিটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল রেঙ্গুনেই, ১৯৫৪ সালের মে মাসে। উক্ত সংগীতিটিতে যোগদানের জন্য সমস্ত পৃথিবী হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতবর্গ ও ভিক্ষুগণ রেঙ্গুনে আসিয়াছিলেন।[৪৩৩] বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, শ্রীলংকা, নেপাল, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, লাওস ও পাকিস্তান হইতে ভিক্ষুগণ উক্ত সংগীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। মহামান্য স্থবির অভিধ্বজ মহারট্‌ঠগুরু ভদন্ত রেবত সংগীতিটির সভাপতিপদে আসীন ছিলেন। ব্রহ্মদেশের পাঁচশত জন ভিক্ষু যাঁহারা বুদ্ধের শাস্ত্র ও নিয়মকানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁহাদিগকে ত্রিপিটক পুনঃ পর্যালোচনা করিবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশের ভিক্ষুদিগকেও বৌদ্ধশাসন যথার্থরূপে ধরিয়া রাখিবার জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সংগীতিটি ১৯৫৪ সালে শুরু হয় ও ইহার

পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৫৬ সালের বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্বাণের আড়াই হাজারতম বৎসরে।[৪৩২]

যাহা হউক, সংগীতিগুলি আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যাইতে পারা যায় যে প্রাচীন সংগীতিগুলির মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে উক্ত বর্ণনাগুলি হয়ত বা কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত। কিন্তু এগুলির স্বকীয়তা, এগুলির সুদূর প্রসারী ফল হিসাবে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন অবশ্যই লক্ষ্যণীয় এবং পৃথিবী ব্যাপী শান্তি ও মৈত্রীবদ্ধতার জন্য সংগীতিগুলি যে ফলপ্রসূ মাধ্যম, ইহাও অনস্বীকার্য।

পাদটীকা

১। THBT p 27

২। কোষ, পৃঃ ২৩

৩। কোন কোন স্থানে 'সংগীতি' শব্দেব পবিবর্তে 'সংগ্রহ' ব্যবহাব কবা হইযাছে।

৪। তুল ঃ বু ও বৌ পৃঃ ৬৬

৫। চুল্লব, বিনয, ২য, ১১শ পৃঃ ২৮৪, দীপ, ৪র্থ . মহা, ৩য অধ্যায

৬। কোষ, পৃঃ ২৪

৭। ঐ, পৃঃ ২৫

৮। লোকোত্তববাদীদেব বিনযগ্রন্থ

৯। কোষ পৃঃ ২৫, চীনা উপাদানেব জন্য Suzukiব 'The First Buddhist Council' (Monist XIV), January, 1904 pp 252-253, R. O Franke 'JPTS, 1908, JRAS, 1908, তিব্বতীয উপাদানেব জন্য LBp 159

১০। THBT p 27, AIU p. 377

১১। প্রা ভা ই, ২য, পৃঃ ১২৪

১২। দীঘ, ২য খণ্ড

১৩। উক্ত সুত্তে সংগীতিটিব কিন্তু উল্লেখ নাই—OVP p xxviii, THBT p 28

১৪। "অলং আবুসো মা সোচিত্থ মা পবিদেবিত্থ, সুমুত্তা মযং তেন মহা-সমণেন, উপদ্দুতা চ হোম, ইদং বো কপ্পতি ইদং বো ন কপ্পতি তি, ইদানি পন মযং ইচ্ছিস্সাম তং কবিস্সাম যং ন ইচ্ছিস্সাম ন তং কবিস্সাম"—সুমঙ্গল, ১ম পৃঃ ২

১৫। বিনয, ২য, পৃঃ ২৮৪

১৬। TBC p 2

১৭। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ৩, অন্যান্য সম্প্রদাযেব গ্রন্থে অর্থাৎ মহীশাসক, ধর্মগুপ্তক, মহাসংঘিকদিগেব বিনযে সুভদ্রেব অধার্মিক কথাবার্তাই

সংগীতাযনেব প্রধান কাবণ বলিযা বর্ণনা কবা হইযাছে। কিন্তু সর্বাস্তিবাদী বিনযে সুভদ্দেব কথাবার্তাব উল্লেখ নাই। দ্রষ্টব্য ; TBC p 3

১৮। LB p. 148

১৯। দীপ, ৪র্থ, মহা, ৩য অধ্যায

২০। তিব্বতীয বিনয গ্রন্থ Dulva, ১১দশ অধ্যাযে অজাতশত্রুকে বুদ্ধেব ধর্মেব একনিষ্ঠ ভক্ত বলা হইয়াছে, তুল ঃ LB p. 151

২১। মহাব, বিনয, ১ম খণ্ড ঃ—
চাবিটি নিস্সয হইল—(ক) পিণ্ডিযালোপভোজনং অর্থাৎ খাদ্য হিসাবে পিণ্ডগ্রহণ (খ) পংসুকূলচীববং অর্থাৎ পাংশুবস্ত্র পবিধান (গ) বুক্খমূলসেনাসনং বা বৃক্ষতলে শযনাসন ও (ঘ) পূতিমুত্তভেসজ্জং অর্থাৎ ঔষধিবূপে গোমূত্র সেবন।

২২। AIU p 28

২৩। LB pp 150-151 ; পালি বিনযপিটকেব চুল্লবগ্গে বাজা অজাতশত্রুব নামোল্লেখ নাই কেবলমাত্র সংগীতিটি বাজগৃহে অনুষ্ঠিত হইযাছিল বলা হইযাছে।

২৪। চুল্লব, বিনয, ২য খণ্ড

২৫। তিব্বতীয উপাদানে সত্তপন্নি বা সপ্তপর্ণী গুহাব পবিবর্তে ন্যাগ্রোধ গুহা বা পিপ্পল গুহা বলা হইযাছে। তুল ঃ LB p 151 ; পুনবায অশ্বঘোষেব গ্রন্থে স্থলটি গৃধ্রকূটপর্বতেব ইন্দ্রশাল গুহা বলিয়া বর্ণিত। তুল ঃ 2500 years p 36

২৬। মহা, ৩য অধ্যায

২৭। AIU p 28

২৮। সংঘেব সদস্যগণ কোন অপবাধ কবিযা ফেলিলে তাহা হইতে মুক্ত হইবাব নিযমাবলীবিশেষ।

২৯। AIU p 378

৩০। Ibid

৩১। 2500 years p. 36

৩২। Mah Trans Intro p liii ; 2500 years p 37, Buddhism p 55

৩৩। বৌদ্ধ, পৃঃ 90

৩৪। এক্ষেত্রে একটি বিনযেব নিযম উল্লেখ্য যে একটি সভায প্রথমে যাঁহাবা যোগদান কবেননি, নূতন কবিযা তাহা তাঁহাদেব পক্ষে সম্ভবপব ছিল না। দ্রষ্টব্য ঃ TBC p 24, f n 69

৩৫। TBC p 3, 2500 years p. 37

৩৬। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ৪, Vin T, III, p 373-378

৩৭। ঐ, Ibid

৩৮। 'বিনযো নামো বুদ্ধ সাসনস্স আযু, বিনযে ঠিতে সাসনং ঠিতং হোতি। অস্মা পঠমং বিনযং সংগাযাম (বিনযই বুদ্ধেব শাসনেব জীবন, বিনয থাকিলেই শাসন থাকিবে। সেই কাবণে বিনয সম্পর্কে আলোচনা সর্বাগ্রে প্রযোজন।)—সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১১

৩৯। তুলঃ অঙ্গুত্তব, ১ম, পৃঃ ১৪৪—বুদ্ধ স্বযং বিনযধব (বিনয বিশেষজ্ঞ) ভিক্ষুদিগেব মধ্যে উপালিকেই শ্রেষ্ঠ বলিযা মন্তব্য কবিয়াছেন (এতদগ্গে ভিক্খবে মম সাবকানং ভিকখুনং বিনয-ধবানং যদিদং উপালি)—সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১১

৪০। মেথুনধম্ম—অর্থাৎ অব্রহ্মচর্য Vin. T., III p 374

৪১। থেযসংখাত—অর্থাৎ যাহা দেওযা হয নাই তাহা গ্রহণ কবা, Ibid, বু ও বৌ পৃঃ ৩৩

৪২। জীবিতবোবোপণ—জীবহত্যা, Ibid, ঐ

৪৩। উত্তবিমনুস্সধম্মা—অলৌকিকত্ব প্রদর্শন, Ibid ; ঐ

৪৪। THBT p 28

৪৫। অর্থাৎ যে যে অপবাধ কবিলে সংঘ হইতে বহিষ্কাব কবা হয

৪৬। অর্থাৎ একাধাবে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভযেব সম্পর্কিত বিনয, নিযমগুলি

৪৭। Vin T., III p 376

৪৮। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১৩

৪৯। ঐ

৫০। ৮০০০টি অক্ষব লইযা এক একটি ভাণবাব গঠিত হইত, দ্রষ্টব্য, P E D p 198

৫১। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১৩

৫২। ঐ

৫৩। ঐ

৫৪। দীঘনিকাযেব প্রথম সুত্ত

৫৫। দীঘ, ১ম, পৃঃ ১, Vin T, III p 376-377

৫৬। ১ম, পৃঃ ১৪

৫৭। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১৪

৫৮। ঐ

৫৯। ঐ

৬০। দীঘ, ১ম খণ্ড

৬১। ঐ

৬২। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১৪-১৫

৬৩। ঐ

৬৪। ঐ, পৃঃ ১৫

৬৫। চুল্লবগ্গ, বিনয, ২য খণ্ড

৬৬। 'আনন্দস্স দুক্কটানি'—ঐ

৬৭। TBC p 6-7

৬৮। চুল্লবগ্গ, বিনয, ২য খণ্ড

৬৯। ঐ LB p 28, TBC p. 5

৭০। ঐ

৭১। ঐ, তুল: 2500 years p 39

৭২। দীঘ, ২য, পৃঃ ১৫৪, তুল: TBC p 5

৭৩। চুল্লব পা পৃঃ ৪১১—"ভগবতো বস্সিকসাটিকং অক্কমিত্বা সিব্বেতি"।

৭৪। ইহা প্রাতিমোক্ষেব সেখিয নিযমেব অন্তর্গত। সেখিয নিযম-লঙ্ঘনজনিত অপবাধ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিযা বিবেচ্য, তুল: DEBMT p 240-241

৭৫। চুল্লব পা পৃঃ ৪১১—"মাতুগামেহি ভগবতো সবীবং পঠমং বন্দাপেসি।"

৭৬। 2500 years p. 39

৭৭। Ibid

৭৮। চুলব পা, পৃঃ ৪১১—"মাবেন পবিফুট্টিতচিত্তো ন ভগবন্তং যাচি।"

৭৯। TBC p. 6-8

৮০। Ibid

৮১। Ibid, 2500 years p 80

৮২। চুল্লব পা, লি পৃঃ ১১৩

৮৩। ছন্ন গোতম বুদ্ধেব বথেব সাবথি ছিলেন

৮৪। ইহা একটি উচ্চধবণেব শাস্তিমূলক দণ্ড ; ব্রহ্মদণ্ডেব উল্লেখ চুল্লবগ্গ ও মহাপবিনিব্বান সুত্তন্ত ব্যতীত অপব কোনও স্থানে নাই, তুলঃ TBC p 8

৮৫। Vin. T, III p 381

৮৬। চুল্লব পা, পৃঃ ৪১৪, Vin T, III p 385

৮৭। ঐ, Ibid, তুলঃ TBC p 9, 2500 years p 80

৮৮। কোষ, পৃঃ ১৫

৮৯। চুল্লব পা, পৃঃ ৪১১-৪১২

৯০। মহা, পৃঃ Liii, তুলঃ EMB, I p 324

৯১। BSI p. 234

৯২। Ibid, পুবাণেব সহিত থেব গবাংপতিবও উল্লেখ কবা যায যিনি সংগীতিব অধিবেশন এডাইযা চলিযাছিলেন---EMB, II, p 331

৯৩। বৌদ্ধ পৃঃ ৭১

৯৪। LB p 28

৯৫। RLB p 160

৯৬। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১৫

৯৭। পববর্তীকালে দুইটি নিদ্দেসকে একত্রিত কবিযা একখানি গ্রন্থ কবা হইযাছে

৯৮। সুমঙ্গল, ১ম, পৃঃ ১৫

৯৯। সুত্ত, গেয, গাথা, বেযাকবণ, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্ভুতধম্ম ও বেদল্ল—তুল ঃ বু ও বৌ পৃঃ ৯৮

১০০। দীপ, ৪র্থ, ১৮

১০১। লোকোত্তববাদীদেব বিনয

১০২। R O Fiankeব প্রবন্ধ JPTS, 1908, DVP Intro
১০৩। Ibid
১০৪। কোষ, পৃঃ ২৮-৩০
১০৫। মহা, ৩৭শ অধ্যায
১০৬। কোষ, পৃঃ ৩৩
১০৭। ঐ, পৃঃ ৩৪, কিন্তু চুল্লবগ্গে প্রথম সংগীতিতে অভিধর্ম্মপিটকেব অস্তিত্ব দেখা যায না
১০৮। ঐ
১০৯। ঐ
১১০। ঐ
১১১। 2500 yeais p 41
১১২। BIA p 53
১১৩। মহাপবিনিব্বান সুত্তন্ত. দীঘ, ২য, পৃঃ ৭৬-৭৭
১১৪। কোষ, পৃঃ ৩৫
১১৫। ঐ
১১৬। মহা, ৪র্থ অধ্যায
১১৭। দীপ, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায
১১৮। মহাবোধি, পৃঃ ৯৬
১১৯। সদ্ধম্ম, ২য অধ্যায
১২০। কোষ, পৃঃ ৪১
১২১। RLB p 180 ff
১২২। বৌদ্ধ, পৃঃ ৭২
১২৩। চুল্লব পা, পৃঃ ৪১৬
১২৪। সাবত্থিতে কথিত 'সুত্তবিভঙ্গ' অনুসাবে ইহা বিনযবিবদ্ধ—কোষ পৃঃ ৩৫
১২৫। বাজগহে কথিত 'সুত্তবিভঙ্গ' অনুসাবে ইহা বিনযবিবদ্ধ—কোষ, পৃঃ ৩৬
১২৬। সাবত্থিতে কথিত 'সুত্তবিভঙ্গ' অনুসাবে ইহা বিনযবিবদ্ধ—ঐ
১২৭। বাজগহে কথিত 'উপোসথসংযুত্ত' অনুসাবে ইহা বিনযবিবদ্ধ—ঐ

১২৮। অর্থাৎ অন্যান্য ভিক্ষুগণের সম্মতি পরে পাওয়া যাইবে ইহা মনে করিয়া কার্য করা, চম্পায় কথিত 'বিনয়বত্থু' অনুসারে ইহা বিনয়বিরুদ্ধ—ঐ, পৃঃ ৩৬-৩৭

১২৯। সাবত্থিতে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণের আচরণ প্রসঙ্গে কথিত। ইহাও বিনয়বিরুদ্ধ।—ঐ, পৃঃ ৩৭

১৩০। অর্থাৎ যে দই মন্থন করা হয় নাই তাহা পান করা ইহা সাবত্থিতে কথিত সুত্তবিভঙ্গের নিয়মানুসারে বিনয়বিরুদ্ধ।—ঐ, পৃঃ ৩৭। তুলঃ বু ও বৌ, পৃঃ ৬৪-৬৫, ৬ঃ বেণীমাধব বড়ুয়া 'অমথিত'র অর্থ করিয়াছেন অর্ধক্ষীর অর্ধদধি।—কোষ, পৃঃ ৩৭

১৩১। অর্থাৎ তাড়ি হওয়ার আগে সেই ঝাঁঝালো রস পানীয়রূপে ব্যবহার করা। কোসাম্বিতে কথিত সুত্তবিভঙ্গ অনুসারে ইহা বিনয়বিরুদ্ধ —ঐ ; বু ও বৌ, পৃঃ ৬৪-৬৫

১৩২। সাবত্থিতে কথিত সুত্তবিভঙ্গ অনুসারে ইহা বিনয়বিরুদ্ধ—ঐ, পৃঃ ৩৭-৩৮

১৩৩। রাজগহে কথিত সুত্তবিভঙ্গ অনুসারে ইহাও বিনয়বিরুদ্ধ—ঐ, পৃঃ ৩৮

১৩৪। বেসালিকা বজ্জিপুত্তকা ভিকখূ…ইবএ্‌এ ভিক্‌খুগেন পটিবীসং ঠপেত্বা ভাজেসুং—চুল্লব পা পৃঃ ৪১৬

১৩৫। তুলঃ বু ও বৌ পৃঃ ৩৩

১৩৬। এক্ষেত্রে উক্ত দোষে অভিযুক্ত ভিক্ষুকে গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত। দ্রঃ বজিববুদ্ধি টীকা পৃঃ ৫০৮

১৩৭। LB p. 30

১৩৮। 'উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম'—অর্থাৎ ভিক্ষুসংঘ হইতে বহিষ্কার করা। দ্রঃ DEBMT p. 37

১৩৯। কোষ পৃঃ ৩৯

১৪০। তিব্বতীয় Dulva-এর বিবরণ অনুযায়ী সম্ভূত ছিলেন মহীষ্মতী-বাসী। তুলঃ RLB p 176

১৪১। কোষ পৃঃ ৩৯

১৪২। চুল্লব পা, বিনয়পিটক

১৪৩। ঐ

১৪৪। ঐ

১৪৫। কোষ পৃঃ ৩৯

১৪৬। 2500 years p 43

১৪৭। চুল্লব পা, বিনযপিটক

১৪৮। ঐ , Mahā Trans p lv

১৪৯। কোষ, পৃঃ ৪০

১৫০। LB p. 31

১৫১। 2500 years p 44 , BSI p 15

১৫২। কোষ পৃঃ ৪০ , তুলঃ AIU p. 379

১৫৩। ঐ

১৫৪। LB p 31 , তুলঃ AIU p 379

১৫৫। 2500 years p 43

১৫৬। অর্থাৎ সাতশত ভিক্ষু লইযা যে বিনযসংগীতি (তস্মাযং বিনয-সংগীতি সত্তসতিকা তি বুচ্চতি) চুল্লব পা, পৃঃ ৪৩০

১৫৭। BSI p 16

১৫৮। এস্থলে উল্লেখ্য যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপাদান অর্থাৎ চুল্লবগ্গে দ্বিতীয সংগীতিব পববর্তী ঘটনাব বিববণ নাই।

১৫৯। দীপ, ৫ম, ২০

১৬০। মহা, ৪র্থ, ৬১-৬২

১৬১। LB p. 31

১৬২। OVP, vol I p XXXI

১৬৩। মহা, ৫ম, ২৯

১৬৪। দীপ, ৫ম, ৩০-৩১

১৬৫। ঐ , তুলঃ বু ও বৌ পৃঃ ৬৬

১৬৬। দীপ, ৫ম, ৩২-৩৮

১৬৭। LB p 33

১৬৮। AIU p 379

১৬৯। RLB p 171-180

১৭০। কোষ, পৃঃ ৪৩

১৭১। 2500 years p. 98 , বু ও বৌ, পৃঃ ৬৫

১৭২। J. Masuda 'Origin and Doctrines of Early Buddhist Schools', Asia Major Vol II, p. 14

১৭৩। Ibid p. 99

১৭৪। Masuda-র প্রবন্ধ, JL, C U. vol I p. 2-4 ; কোষ, পৃঃ ৪৯ ; বু ও বৌ, পৃঃ ৬৫

১৭৫। কোষ, পৃঃ ৪৯

১৭৬। 'Buddhist Notes—The Five Points of Mahādeva'—JRAS, 1910 p 413 , কোষ পৃঃ ৫০-৫৮

১৭৭। 2500 years p. 99

১৭৮। কোষ, পৃঃ ৪৩

১৭৯। MIB p 109

১৮০। দ্রঃ R O. Franke, JPTS, 1908 p. 70

১৮১। কোষ, পৃঃ ৪৩-৪৫

১৮২। Buddhism p 58

১৮৩। Mahā Trans, Intro p lvi ; কোষ, পৃঃ ৫৮ ; Bud S p 64

১৮৪। তৃতীয় সংগীতির বিবরণগুলির মধ্যে দীপবংসের বিবরণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া ধরা হয়। দ্রঃ Mahā. Trans , Intro. p lvi

১৮৫। দীপ, ৬ষ্ঠ, ১৪ ; তুল ঃ কোষ, পৃঃ ৫৮ পাদটীকা

১৮৬। কোষ, পৃঃ ৫৯

১৮৭। দীপ, ৬ষ্ঠ, ৫১

১৮৮। কোষ, পৃঃ ৫৯

১৮৯। AIU pp. 382-383

১৯০। Ibid

১৯১। THBT, pp 33-34

১৯২। মহা, ৫ম, ২৩৩ , তুল ঃ কোষ, পৃঃ ৫৯

১৯৩। AIU p. 382

১৯৪। মহা, ৫ম, ২৩৬-২৩৭

১৯৫। ঐ, ২৪০-২৪১

১৯৬। ঐ, ২৪৩

১৯৭। কোষ, পৃঃ ৫৯

১৯৮। তুলঃ Bud. S p 67

১৯৯। তুলঃ EMB, II p. 268 , 2500 years p 47

২০০। Ibid

২০১। Ibid

২০২। তুলঃ 'ব্রহ্মজালসুত্ত', দীঘ, ১ম, পৃঃ ১৩

২০৩। বিভজ্জবাদী সম্পর্কে পববর্তী অধ্যাযে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২০৪। কোষ, পৃঃ ৬০

২০৫। মহা, ৫ম, ২৭৪

২০৬। ঐ

২০৭। ঐ, ২৭৬-২৭৭

২০৮। ঐ, ২৮০

২০৯। ঐ, ২৭৭

২১০। অভিধর্ম্মপিটকেব একখানি গ্রন্থ , ঐ, ২৭৯

২১১। বৌদ্ধসাহিত্য পৃঃ ৩১

২১২। কোষ, পৃঃ ৬০

২১৩। মহা, ৫ম, ২৭৫-২৮০

২১৪। ঐ, ২৮১

২১৫। কোষ, পৃঃ ৬০-৬২

২১৬। LB p 35

২১৭। দীপ, ৬ষ্ঠ, ১ , মহা, ৫ম, ২১

২১৮। কোষ, পৃঃ ২৬০

২১৯। তুলঃ ঐ

২২০। ঐ, পৃঃ ৬০

২২১। *EB* vol II Fas 2 p *185* , সাঁচী লিপিতে স্পষ্টবূপে 'সংঘ-সমতা' শব্দটি উল্লিখিত বহিযাছে যাহাব দ্বাবা প্রমাণিত হয যে সংঘেব মধ্যে একতা চিবস্থাযী কবিবাব জন্য অশোক সচেষ্ট ছিলেন।

২২২। কোষ, পৃঃ ৬০-৬১

২২৩। ঐ

২২৪। ঐ

২২৫। Mahā Trans. Intro, p. lvii

২২৬। কোষ, পৃঃ ৫৮

২২৭। ঐ

২২৮। THBT p. 34 , Mahā Trans. Intro , p. lx

২২৯। LB p 182

২৩০। OVP, Intro p. XXXIII

২৩১। Ibid

২৩২। Ibid

২৩৩। Ibid, XXXII

২৩৪। THBT p 84

২৩৫। Ibid, p, 34

২৩৬। EHI p 161

২৩৭। THBT p. 36

২৩৮। Ibid

২৩৯, Ibid

২৪০। Bud. S p 67

২৪১। Ibid p 68

২৪২। Ibid

২৪৩। Watters II, p 100-101

২৪৪। Ibid , Beal vol. II p. 96 , Bud. S p 69

২৪৫। EMB vol II p. 269

২৪৬। আচরিযবাদকে থেববাদেব বিরুদ্ধপক্ষ বলা হইযাছে। থেববাদ যখন মূল ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংঘ, আচরিযবাদ তখন বহু সম্প্রদাযেব একত্রিত রূপ

২৪৭। EMB vol. II p. 269

২৪৮। Ibid

২৪৯। Ibid

২৫০। Ibid p 270

২৫১। পালিসাহিত্যে তৃতীয় সংগীতির বর্ণনায় থেরবাদীরা বিভজ্জবাদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। H Kernও মন্তব্য করিয়াছেন যে বিভজ্জবাদীদের মতবাদ ও শাস্ত্র প্রাচীন বা মূল থেরবাদীদেরই অনুরূপ। MIB p 111 , তুল: RLB p 182-196 ; THB p 271 , MR, 8th and 9th chap

২৫২। Mahā, Trans Intro , p XX

২৫৩। EMB, II, p. 270

২৫৪। মহা, ৭ম, ৪৩

২৫৫। MIB p 110

২৫৬। মহা, ৭ম, ৪৩ , তুল: Ibid

২৫৭। EMB, II p 270

২৫৮। যদিও সম্প্রদায়গুলির নামোল্লেখ নাই—দ্রঃ THBT p 36

২৫৯। CHI, vol I p 498 , THBT p 36, f n 2

২৬০। THBT p 37

২৬১। কথা অট্‌ঠ পৃঃ ৬ , বোধি, পৃঃ ১১০

২৬২। Bud S p 69

২৬৩। AIU p 383

২৬৪। মহা, ১২শ, ৩-১০

২৬৫। ঐ

২৬৬। ঐ, দীপ, ৮ম, ১-১৩ , বংসথ, ১ম, পৃঃ ৩১১ , মহাবংস অনুযায়ী উহা কার্ত্তিক মাসে সংঘটিত হইয়াছিল।

২৬৭। উত্তর ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের একটি জনপদ। কাশ্মীর বৌদ্ধসাহিত্যে সর্বদা গন্ধারের সহিত যুক্ত হইয়াই উল্লিখিত (জা, ৩য়, পৃঃ ৩৬৪, ৩৭৮) দ্রঃ AGI pp 675, 679 , তুল: GE p 69

২৬৮। Fleet-এর মতে নর্মদা নদীর একখানি দ্বীপ (JRAS, 1910, p 429), Rhys Davids-এর মতে আর্যদিগের সর্বদক্ষিণের বসতি, গোদাবরীর দক্ষিণে নিজামের রাজত্বে অবস্থিত Bud p 227

২৬৯। দক্ষিণ ভারতের উত্তর কানাড়াতে অবস্থিত। বুদ্ধের সময়কাল

হইতেই বনবাসীর নাম পাওয়া যায়। (GEB p. 66) Buhler-এর মতে তুঙ্গভদ্রা ও বরোদার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। C S. Upasak ইহাকে কদম্ব রাজবংশের রাজধানী বলিয়াছেন। (Sās Intro XVI)

২৭০। ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত 'অপরান্ত' বলিতে পশ্চিমী রাজ্যগুলি যথা, আলোর, ব্রোচ ও সোপরাকে বুঝাইয়াছেন। Fleet-এর মতে উহা পাশ্চাদ্‌দেশ বা পশ্চিম ভারতের স্থানগুলি যথা, উত্তর গুজরাট, কাথিয়াওয়ার, কচ্ছ ও সিন্ধু। (JRAS, 1910 p 427 , AGI p 690 , GEB p 56 , Geo, Dic p 9)। R G. Bhandarkar উহা উত্তর কোংকণকে বুঝাইয়াছেন যাহার রাজধানী সুপ্‌পারক বা সোপরা। (EHD p 23 , তুলঃ Burgess A R vol II, p 131) হিউয়েন সাঙ সিন্ধু, পশ্চিম, রাজপুতানা, কচ্ছ, গুজরাট এবং নর্মদা নদীর অববাহিকাতে চিহ্নিত করিয়াছেন। (His B p 27,f n 2)। অট্‌ঠ-কথাগুলিতেও অপরান্তকে জম্বুদ্বীপের পশ্চিমদিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

২৭১। ভারতের মহারাষ্ট্র, গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। (GEB p 59 ; Bud p. 227 , CTAI p 17) কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত ইহা শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ড ও লাওসে চিহ্নিত করিয়াছেন। (His. B p 29 f n. 1)

২৭২, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যবনলোক। (Fleet JRAS, 1910, p 427 , Indo-G p. 165-169) মহাবংসে (২৯ অধ্যায় ও মিলিন্দপঞ্‌হে (পৃঃ ৮২) অলসন্দক (কাবুলের নিকটবর্তী আলেক্সজান্দ্রিয়া) যবনরাজ্যভুক্ত।

২৭৩। ইহা মধ্য হিমালয়ের চীনরাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত (Bud p. 227)। Fergusson ও Burgess নেপালে চিহ্নিত করিয়াছেন। (CTAI p 17)

২৭৪, সাধারণতঃ, নিম্নব্রহ্মদেশ ও উহার সংলগ্ন স্থান। A. Phayre-এর মতে (HB p 10) ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ ও সংলগ্ন অংশ যাহার রাজধানী ছিল থাটন (সুধম্মপুর)। ডঃ মজুমদারের মতে

ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) লইয়া উহা গঠিত ছিল। (Suvarnabhūmi, part I, p 37) কিন্তু Geiger ডঃ মজুমদারের অভিমত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। (Mah Trans) Fleet-এর মতানুযায়ী (JRAS, 1910, p 428) ইহা বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল যাহাকে হিউয়েন সাঙ ka-la-na-su-fa-la-na (কর্ণসুবর্ণ) বলিয়াছেন। তিনি বিকল্প অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে মধ্য ভারতের শোননদীর দক্ষিণ তীরে হিরণ্যবাহ স্থানটিও সুবর্ণভূমি হইতে পারে। ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত উহাকে ব্রহ্মদেশের পরিবর্তে ভারতবর্ষে চিহ্নিত করাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। (EMB II p 271) মিলিন্দ-পঞ্হে (পৃঃ ৩৫৯) ইহাকে সমুদ্রবন্দর বলা হইয়াছে। পরিশেষে, Malalasekeraর অভিমত ব্যক্ত করা যায় যে সুবর্ণভূমি নামে হয়ত ভারতবর্ষে একটি ও বহির্ভারতেও অপর একটি স্থান ছিল। (DPPN II, p 1262)

২৭৫। ইহা শ্রীলঙ্কা বা সিংহলদ্বীপ।

২৭৬। মহাকর্মবিভঙ্গ, পৃঃ ৬১-৬২

২৭৭। EMB II p, 271-272

২৭৮। Ibid p 272

২৭৯। Ibid

২৮০। Ibid

২৮১। কোষ, পৃঃ ৬৩

২৮২। ঐ

২৮৩। মহাবোধি, পৃঃ ১১৫, সমন্ত, পৃঃ ৩১৭, দীপ, ৮ম, ১০, মহা, ১২শ, ৬, তুলঃ Mah, Trans p XIX

২৮৪। মহা, ১২শ, ৭

২৮৫। ঐ, ১৩শ, ৪-৫

২৮৬। His. B p 76, তুলঃ অঙ্গুত্তর, ২য়, পৃঃ ১১০-১১১

২৮৭। উক্ত সুত্তে তিন প্রকার মৃত্যুদূতের অর্থাৎ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বর্ণনা রহিয়াছে, দেবদূত সুত্ত, মজ্ঝিম, ৩য়, পৃঃ ১৭৮

২৮৮। Sās p. 167

২৮৯। সংযুক্ত, ২য়, পৃঃ ১৭৮, ইহাতে প্রধানতঃ সংসারের নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে। তুলঃ His B p 48

২৯০। His B p. 48, কোষ পৃঃ 64

২৯১, অঙ্গুত্তর, ৪র্থ, পৃঃ ১২৮, ইহা ভিক্ষুদের কর্তব্য সম্পর্কিত। কথিত আছে, উক্ত সুত্তটি শ্রবণ করিয়া যাঁহারা যথার্থ সুশীল ভিক্ষু ছিলেন না তাঁহারা অসুস্থ হইয়া পড়েন ও সংঘ ত্যাগ করেন এবং যথার্থ ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। দ্রঃ His. B p. 49

২৯২। কোষ, পৃঃ ৬৪

২৯৩। তুলঃ জা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ২১৯-২৫৫, মিথিলারাজ অংগাতি ও উরুবেল কস্সপের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের বর্ণনা রহিয়াছে

২৯৪। অঙ্গুত্তর, ২য়, পৃঃ ২৪, ইহা কালকসুত্ত নামেও খ্যাত। দ্রঃ মনোরথ, ২য় পৃঃ ৪৮২; তুলঃ DPPN I p. 573

২৯৫। কোষ পৃঃ ৬৪

২৯৬। Sās p 169, তুলঃ সংযুক্ত, ৫ম, পৃঃ ৪২০, বুদ্ধের বোধিজ্ঞান-লাভের পর প্রথম ধর্মপ্রচার হইল উক্ত সুত্তটি। বিনয়পিটকের দশম অধ্যায়ে, অন্যান্য বহু পিটকগ্রন্থে এবং পিটক বহির্ভূত গ্রন্থেও সুত্তটি উল্লিখিত।

২৯৭। কোষ পৃঃ ৬৩

২৯৮। His Bp. 48

২৯৯। দীঘনিকায়ের প্রথম সুত্ত

৩০০। মজ্‌ঝিম, ১ম, পৃঃ ১৭৫-১৮৪; ইহা বৌদ্ধভিক্ষুদিগের জীবন-যাত্রার বর্ণনা সম্বলিত। His Bp 32

৩০১। অঙ্গুত্তর, ১ম, পৃঃ ৬৩-৬৫

৩০২। খুদ্দকনিকায়ের গ্রন্থদ্বয়

৩০৩। ঐ

৩০৪। কোষ পৃঃ ৬৫

৩০৫। ধম্মপদের দ্বিতীয় সুত্ত

৩০৬। কোষ পৃঃ ৬৫

৩০৭। ঐ

৪০৮। Mah, Trans. p. XIX

৩০৯। Ibid , কোষ পৃঃ ৬৬ , EMB Vol II p 272

৩১০। Bhilsa Topes p 287 , BI p 299-301

৩১১। EMB Vol II p 272

৩১২। Mah Trans. p. XIX , কোষ পৃঃ ৬৬

৩১৩। Bhilsa Topes p 287 , BI p 291-301 ; কোষ পৃঃ ৬৬

৩১৪। Ibid p 316-317

৩১৫। কোষ পৃঃ ৬৭

৩১৬। ঐ

৩১৭। ঐ

৩১৮। ঐ

৩১৯, ঐ

৩২০। সিংহলদেশীয় গ্রন্থ। এস্থলে থেববাদী বা থেবিযনিকাযেব নিকট পবাজিত হইযা মহাসংঘিকদেব সংঘত্যাগেব উল্লেখ আছে। দ্রঃ EMB, Vol II p. 268

৩২১। Ibid p 272

৩২২। ইহা ৩য বা ৪র্থ শতাব্দীব , দ্রঃ EI, Vol XX pp 22-23

৩২৩। EMB Vol II p 273

৩২৪। কোষ পৃঃ ৬৮

৩২৫। Buddhist Kunst in Indien pp. 72-73

৩২৬। Mah Trans p XX , p 302

৩২৭। Bud. S p 69

৩২৮। কোষ পৃঃ ৭২

৩২৯। ঐ

৩৩০। ঐ

৩৩১। THB Ch XI , MIB p 121 , H and B Vol p 80

৩৩২। Watters. Vol I pp. 270-271

৩৩৩। বৌদ্ধ পৃঃ ৮২

৩৩৪। ঐ পৃঃ ৭৩

৩৩৫। ঐ

৩৩৬। ঐ

৩৩৭। বৌদ্ধ পৃঃ ৮২

৩৩৮, H and B Vol II, p. 78

৩৩৯। কোষ পৃঃ ৭৪

৩৪০। ঐ

৩৪১। ঐ

৩৪২। ঐ, পৃঃ ৭৩-৭৪

৩৪৩। ঐ, H and B Vol II p. 78 ; Bud. S. p 70

৩৪৪। H and B Vol II p 78

৩৪৫। Ibid, f n 2

৩৪৬। বৌদ্ধ পৃ. ৮২

৩৪৭। H and B Vol II p 78 ; কোষ পৃঃ ৭৪

৩৪৮। ঘোষ পৃঃ ; ৭৪

৩৪৯। ঐ

৩৫০। H and B, Vol p II p 78

৩৫১। Ibid

৩৫২। কোষ পৃঃ ৭৫

৩৫৩। বৌদ্ধ পৃঃ ৮২

থ৫৪। কোষ পৃঃ ৭৪

৩৫৫। Beal, Vol I pp. 152-156

৩৫৬। কোষ পৃঃ ৭৪

৩৫৭। Beal, Vol I pp 152-156

৩৫৮। কোষ পৃঃ , ৭৪

৩৫৯। Watters, Vol pp 270-271 , Beal, Vol I p. 151 , H and B Vol II p. 11 78

৩৬০। THB Ch X 11

৩৬১। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চৈনিক ও তিব্বতীয উপাদানে সিংহলী ঐতিহ্যে বর্ণিত অশোকেব বাজত্বকালে অনুষ্ঠিত তৃতীয সংগীতিব বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই।

৩৬২। H and B Vol 11 p. 80

৩৬৩। Ibid , পৃঃ ৭৫

৩৬৪। কোষ পৃঃ ৭৫

৩৬৫। H and B Vol II p. 80 তুল ঃ কোষ পৃঃ ৭৫

৩৬৬। Ibid, ঐ

৩৬৭। Watters, Vol I p 222, 298, and 270 , H and B Vol II p 80

৩৬৮। 'Life of Vasubandhu' Trans by Takakusu in T'oung Pao, 1908, p. 269

৩৬৯। H and B, Vol II p 79

৩৭০। Ibid

৩৭১। Ibid

৩৭২। Ibid

৩৭৩। Ibid

৩৭৪। Ibid

৩৭৫। Ibid

৩৭৬। Ibid

৩৭৭। Ibid p 80

৩৭৮। Bud S p 70 , কোষ পৃঃ ৭৫

৩৭৯। Ibid

৩৮০। Ibid

৩৮১। তুল ঃ ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের অংশ পরবর্তীকালে পুনরায় উদ্ধৃত হইয়াছে মনুসংহিতায় যদিও ভিন্ন উদ্দেশ্যে। দ্রঃ Bud S. p 71

৩৮২। MIB p 122

৩৮৩। Ibid

৩৮৪। Ibid

৩৮৫। Ibid

৩৮৬। 2500 years p 49

৩৮৭। Ibid

৩৮৮। 2500 years p 49

৩৮৯। Ibid
৩৯০। কোষ পৃঃ ৭১
৩৯১। 2500 years p. 49
৩৯২। H and B Vol II pp. 80-81
৩৯৩। RFKE p. 88 , the British Museum Quarterly, XXVIII, p. 45
৩৯৪। প্রা ভা ই, ২য়, পৃঃ ১২৮-১২৯
৩৯৫। ঐ
৩৯৬। কোষ পৃঃ ৭১
৩৯৭। ঐ
৩৯৮। ঐ
৩৯৯। 2500 years p. 50 , কোষ পৃঃ ৭১
৪০০। Ibid
৪০১। Ibid
৪০২। Ibid
৪০৩। কোষ পৃঃ ৭১ ; সাসনবংস গ্রন্থের বট্টগামনির সংগীতিকে চতুর্থ সংগীতি বলা হইয়াছে
৪০৪। 2500 years p. 50
৪০৫। Ibid
৪০৬। Ibid
৪০৭। Ibid
৪০৮। কোষ পৃঃ ৭৩
৪০৯। 2500 years pp. 50-51
৪১০, Ibid p. 51
৪১১। Ibid
৪১২। Ibid
৪১৩। কোষ পৃঃ ৭১
৪১৪। ঐ, পৃঃ ৭২
৪১৫। ঐ
৪১৬। ঐ
৪১৭। ঐ

৪১৮। ঐ

৪১৯। শ্যামদেশে প্রাপ্ত একখানি গ্রন্থ

৪২০। 2500 years p 51-52

৪২১। Ibid p. 52

৪২২। MIB p 132

৪২৩। Ibid , মহা, ৭০, ৪-১০ , ৭৮, ৫-১১ , Taw Sein Koর প্রবন্ধ TA, Vol XXII p 17

৪২৪। ভিক্ষু জিনানন্দ জানাইযাছেন যে উক্ত গ্রন্থেব দুইখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি ব্যাংককেব ন্যাশানাল লাইব্রেবীতে সংবক্ষিত বহিযাছে , ইহা ২৪৬৬ বুদ্ধাব্দে (১৯২৩ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয। দ্রঃ 2500 years, p 51 f n 1

৪২৫। 2500 years p 51

৪২৬। Ibid

৪২৭। Ibid

৪২৮। Ibid p 52

৪২৯। Ibid

৪৩০। Ibid

৪৩১। Ibid

৪৩২। Ibid

৪৩৩। Ibid

৪৩৪। Sangāyana Souvenir (Buddhasāsana Council, Rangoon) দ্রঃ 2500 years p 53

৪৩৫। ভাবতবর্ষ হইতে বাঙালী পণ্ডিত বাষ্ট্রপতি পুবস্কাবপ্রাপ্ত ভদন্ত ধর্মাধাব মহাস্থবিব মহোদয উক্ত সংগীতিতে যোগদান কবিযাছিলেন যিনি বর্তমানে কলিকাতাব পটাবী বোডস্থিত 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে' অবস্থান কবিতেছেন।

৪৩৬। 2500 years p 53

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিবর্তন—বিভিন্ন শাখাগুলির উদ্ভব—দুইটি প্রধান সম্প্রদায়—হীনযান ও মহাযান—মহাযানের বিবর্তন—পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের অবস্থার পর্যালোচনা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভগবান বুদ্ধের উপদেশাবলী গুরুশিষ্য-পরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত ছিল, কারণ বুদ্ধ তাঁহার কোন উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। অপরদিকে মুখপরম্পরায় রক্ষিত বৈদিক গ্রন্থসমূহের ন্যায় বুদ্ধের ভাষ্যগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। দীঘনিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সুত্তন্তে[১] দেখিতে পাওয়া যায় যে বুদ্ধ তাঁহার দেশনার যথেচ্ছ ব্যাখ্যার আশঙ্কা করিয়া চারিভাবে তাঁহার বাণীর সত্যতা নিরূপণের জন্য শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার আশঙ্কাই যথার্থরূপে প্রতিপন্ন হয় যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার ধর্মমতের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার তিরোভাবের কয়েকশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধসংঘে বিভেদের সৃষ্টি হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।[২] অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টির ফলে বৌদ্ধসংঘের উন্নতি ঘটে ও দেশে দেশে তাহা ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে।[৩]

অতঃপর সংঘে বিভেদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বুদ্ধের জীবিতাবস্থাতেও সংঘের মধ্যে কয়েকবার মতভেদ প্রকট হইতে দেখা যায় যাহা প্রায় বিভাজনেরই ইঙ্গিত দেয়। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম পালি সাহিত্যে উল্লিখিত মতবিরোধ ঘটে ধম্মধর[৪] ও বিনয়ধর[৫] ভিক্ষুদিগের মধ্যে। ইহা কোসাম্বিতে অতি ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ঘটিয়াছিল।[৬] অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংঘভেদের উল্লেখ পাওয়া যায় চুল্লবগ্গে।[৭] বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্তকে ঘিরিয়া মতবিরোধটি সূচিত হয়। দেবদত্ত সংঘে ভিক্ষুগণের জীবনযাত্রায় বহুল পরিমাণে কঠোরতা আনিতে চাহিয়াছিলেন[৮] এবং উক্ত বিষয়টি লইয়াই সংঘে মতভেদের সৃষ্টি হয় যদিও ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং তাহা দমন করেন।[৯] পুনরায়, নিকায় সাহিত্যে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থগুলিতেও অপর কয়েকটি ক্ষুদ্র কারণেই মতবিরোধের উল্লেখ রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে বুদ্ধ সংঘভেদ সৃষ্টিকারীদিগের বিরুদ্ধে কঠোর আদেশ জারী করিয়াছিলেন।

কারণ সংঘভেদ পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যার ন্যায় চরম দূষণীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য করা হইত। পুনরায় পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের অল্পদিনের মধ্যেই বুদ্ধের বচনগুলির যথেচ্ছ ব্যাখ্যার দ্বারা সংঘভেদের কারণ উপস্থিত হইলে বুদ্ধবচন যথার্থরূপে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির আহ্বান করা হয়।[১০]

যাহা হউক, ইহা বলা যায় যে বুদ্ধের বাণীর বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারাই বৌদ্ধধর্মে নিঃসন্দেহে ক্রমপরিবর্তন আসিয়াছিল এবং দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশনেই ইহা প্রকট হইয়া ওঠে। বেসালীর (বৈশালীর) বজ্জিপুত্তগণ আপনাদিগের আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম করিয়াই সংঘে প্রথম ভেদের আনয়ন করেন। পালি সাহিত্য পাঠ হইতে জানিতে পারা যায় যে বেসালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আহূত হইয়াছিল বেসালীর ভিক্ষুদিগের প্রবর্তিত দশটি বিনয়বিরুদ্ধ আচার আচরণ (দশবস্তু বা দসবত্থু) গ্রহণযোগ্য কিনা তাহা লইয়া আলোচনার জন্য।[১১] যদিও তিব্বতীয় ও চীনা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থসমূহে মতভেদের ভিন্ন কারণ দেখানো হইয়াছে।[১২] কিন্তু সংঘে মতভেদ আনয়ন ও সংঘভেদ—ঐতিহাসিক সত্যরূপেই প্রতিপন্ন। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দশ হাজারেরও অধিক ভিক্ষু বৌদ্ধসংঘ হইতে বাহির হইয়া বেসালীরই উপকণ্ঠে একটি মহাসভার আহ্বান করিয়াছিলেন যাহা মহাসংগীতি রূপে খ্যাত।[১৩] মহাসংগীতিতে যোগদানকারী ভিক্ষু-দিগকে বলা হইত মহাসংঘিক এবং রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী ভিক্ষুগণকে থেররবাদী (বা স্থবিরবাদী) বলিয়া অভিহিত করা হইত। ঐরূপে বিনয় নিয়মের লঙ্ঘনের দ্বারা সংঘে সর্বপ্রথম চূড়ান্ত মতভেদের উদ্ভব হইয়া বৌদ্ধ-সংঘ প্রধান দুইটি শাখা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়, যথা—থেরবাদ ও মহাসংঘিক। কালক্রমে উক্ত দুইটি শাখা হইতে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন উপশাখারও আবির্ভাব ঘটে।

অধ্যাপক ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টির বীজ মূলতঃ ভারতীয় দর্শনের মতবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল।[১৪] সেযুগে বুদ্ধের সহজ সরল মতবাদ সমগ্র মনুষ্য সমাজকে নাড়া দিয়াছিল। সাধারণ মানুষদিগের পাশাপাশি দেশের শিক্ষিত সমাজকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল বুদ্ধের আত্মাতত্ত্ব সম্পর্কীয় চিত্তাকর্ষক ও প্রায় নূতন মতবাদগুলি।[১৫] তাঁহারা বুদ্ধের উক্তির বিশদ ব্যাখ্যা বা মর্মার্থ

জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ আত্মাতত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে অন্য কোন ধর্মীয় উপদেষ্টা বা শাস্তা সমর্থ হন না। এই কাবণে, বুদ্ধেব উপদেশ সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচাবও শুবু হয। ঠিক যেইবূপ হিন্দুদর্শনে উপনিষদ হইতে ছযটি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদেব উদ্ভব হইতে দেখা যায[১৬] সেইবূপ বুদ্ধবচনেব বিভিন্ন ব্যাখ্যাব দ্বাবা বিভিন্ন সম্প্রদাযেবও সৃষ্টি হয। পুনবায বলা যায বৌদ্ধধর্মেব প্রতিটি শাখাবই তাঁহাদিগেব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদেব মূল, প্রাচীন বুদ্ধবচনেব মধ্যেই অন্তর্নিহিত বহিযাছে বলিযা দাবী কবেন। ইহাব ফলে বুদ্ধেব পবিনির্বাণেব পববর্তী সমযে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন প্রকাবে, বিভিন্ন উপাযে পবিপালনেব দ্বাবা বিপুল পবিমাণে দেশে বিদেশে বিস্তৃতি লাভ কবে। যাহা হউক, ডঃ দত্ত বুদ্ধেব পবিনির্বাণেব দুই এক শতাব্দীব মধ্যে বৌদ্ধধর্মেব বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাব উদ্ভবের কতকগুলি সম্ভাব্য কাবণ উল্লেখ কবিযাছেন।[১৭] তাঁহাব মতে সংঘে বিভাজনেব সর্বপ্রথম উল্লেখ্য কাবণ হইল সংঘে সর্বোচ্চ পদাধিকাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিব অভাব। বুদ্ধকে আনন্দ পবিনির্বাণেব পূর্বে জিজ্ঞাসা কবিযাছিলেন যে বুদ্ধেব অবর্তমানে কে তাঁহাদেব শাস্তা হইবেন। তখন বুদ্ধ উত্তব দেন যে বুদ্ধেব যে ধম্ম ও বিনযেব দেশনা সেগুলিই তাঁহাদেব শাস্তা।[১৮] বস্তুতঃ বুদ্ধ তাঁহাব দেশিত ধম্ম ও বিনযেব উপব অপবিমেয বিশ্বাস রাখিযাছিলেন কাবণ তাহা গূঢ় অর্থবহুল ছিল এবং তাঁহাব বিশ্বাস ছিল যে এগুলি সংঘকে বক্ষা কবিবে। অপবদিকে মজ্ঝিম নিকাযেব সামগাম সুত্তে[১৯] জৈন শাস্তা নিগণ্ঠ নাতপুত্তেব কথা বলা হইযাছে। সেস্থলে উল্লিখিত বহিয়াছে যে জৈন শাস্তার পবিনির্বাণেব পবই জৈন গোষ্ঠীব মধ্যে মতবিবোধ শুবু হইযাছিল। বুদ্ধও এ বিষযে সচেতন হইযা ধর্মেব মূল তত্ত্বগুলি পর্যালোচনাব দ্বাবা মতভেদেব কাবণ এবং এগুলি হইতে পবিত্রাণেব উপায সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কবিযাছিলেন।[২০] পুনবায মজ্ঝিমনিকাযেব অপবস্থানে ভিক্ষু আনন্দ ও ব্রাহ্মণ বস্সকাবেব একটি কথোপকথনেব উল্লেখ পাওযা যায যেস্থলে বস্সকাবেব প্রশ্ন ছিল যে কে বুদ্ধেব শিষ্যদিগেব আশ্রয হইবে, বুদ্ধ কাহাকেও নির্বাচন কবিযাছেন কিনা অথবা সংঘই তাহাদেব প্রধান পথপ্রদর্শকবূপে কোনও ব্যক্তিকে নির্বাচিত কবিযাছে কিনা।[২১] প্রশ্নেব উত্তবে আনন্দ বিবৃত কবেন যে বুদ্ধ সমগ্র সংঘ-প্রধানবূপে কাহাকেও নির্বাচন কবেন নাই সত্যই কিন্তু তাঁহাবা আশ্রযহীন

নহে কারণ ধর্মই তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ। অতঃপর তিনি প্রাতিমোক্ষ বা বুদ্ধদেশিত দণ্ডবিধির উল্লেখ করিয়া উহার বিধিনিষেধগুলি ব্যক্ত করিয়া বলেন যে সংঘের সর্বোত্তম ব্যক্তিরূপে কেহ নির্বাচিত না থাকিলেও প্রতিটি স্থানের বিহারেরই সংঘনায়ক রহিয়াছেন যাঁহারা সর্বজনবিদিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়।[২২] সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সংঘনায়কগণের তত্ত্বাবধানেই সংঘ পরিচালিত হইত। উপরন্তু, প্রতি উপোসথ দিবসে বুদ্ধবচনের পর্যালোচনার সময় দেখা যাইত যে বুদ্ধের যেগুলি সংক্ষিপ্ত উক্তি সেগুলির স্পষ্ট ও বিশদভাবে অর্থ বোধগম্য করিবার জন্য বিভিন্নরূপে সেগুলির ব্যাখ্যা করা হইতেছে।[২৩] এইরূপে সমগ্র উত্তরভারতে অবস্থিত সংঘগুলিতে বুদ্ধবচনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইতে থাকে এবং কোন মতবাদটি যথার্থ সেইটি নির্ধারণ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে সমগ্র বৌদ্ধসংঘে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।[২৪]

বৌদ্ধসংঘে ভাঙ্গনের দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ হিসাবে ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত বৌদ্ধসংঘেরই এক একজন বিশিষ্ট শাস্তা বা উপদেষ্টার ভূমিকা উল্লেখ করিয়াছেন।[২৫] ঐ এক একজন শাস্তাকে ঘিরিয়া দশ হইতে চল্লিশজন শিষ্য থাকিতেন যাহাদের শাস্তাগণ যথোপযুক্ত ধর্ম শিক্ষা দিতেন। এইরূপ দশজন বিখ্যাত শাস্তা বা উপদেষ্টার উল্লেখ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়।[২৬] যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের নির্দিষ্ট এক একটি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। যথা—সারিপুত্ত হইলেন মহাপঞ্ঞানং (অর্থাৎ যিনি উচ্চজ্ঞানের অধিকারীদিগের মধ্যে প্রধান) মহামোগ্গল্লান—ইদ্ধিমন্তানং—অর্থাৎ যিনি অলৌকিক ক্ষমতাশালীদিগের মধ্যে প্রধান, অনুরুদ্ধ—দিব্বচক্খুকানং—অর্থাৎ দিব্যচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান, মহাকস্সপ (ধুতবাদানং—ধুতঅনুশাসন গ্রহণকারীদের প্রধান), পুণ্ন মন্তানিপুত্ত (ধম্মকথিকানং—বুদ্ধের ধম্মসম্পর্কে প্রচারকারীদিগের মধ্যে মুখ্য), মহাকচ্চায়ন (সংখিত্তেন ভাসিতং বিত্থারেন অত্থং বিভজনন্তানং—অর্থাৎ যিনি বুদ্ধবচনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনাকারীদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান), রাহুল (সিক্খাকামানং—যিনি শিক্ষাগ্রহণকারীদিগের মধ্যে প্রধান), রেবত খদিরবনিয় (আরঞ্ঞকানং—আরণ্যক ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রধান), আনন্দ (বহুস্সুতানং—যিনি বহুশাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রধান) এবং উপালি (বিনয়ধরানং—যিনি বিনয়বিশারদ ব্যক্তিদিগের প্রধানরূপে গণ্য)। বস্তুতঃ বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদিগের মনোভাব অনুধাবন করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দান

কবিতেন। ফলে শিষ্যগণ এক একটি শাখায বিশেষ পারদর্শিতা লাভ কবিষাছিলেন।[২৭] ঐ সকল প্রধান প্রধান বুদ্ধশিষ্যাদিগেব শিক্ষার্থীগণ স্বতন্ত্রভাবে স্ব স্ব আচার্যেব বৈশিষ্ট্যসূচক উপাধিব সহিত সংযুক্ত হইত। যথা—মহাথেব সাবিপুত্তেব শ্রাবকদিগকে বলা হইত 'মহাপঞ্‌ঞাবন্তা', মহামোগ্গলানেব শ্রাবকগণ পবিচিত ছিলেন 'মহিদ্ধিকা' নামে, মহাকস্সপেব শিষ্যগণ পবিচিত ছিলেন 'ধুতবাদা' নামে ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হিউয়েন সাঙ তাঁহাব ভ্রমণকাহিনীতে ব্যক্ত কবিযাছেন যে বিভিন্ন শুভদিনে তিনি লক্ষ্য কবিযাছেন বুদ্ধেব মুখ্য শিষ্যগণ স্ব স্ব শাখাব ভিক্ষুকর্তৃক পূজিত হইতেছেন, যেমন—বিনযবাদীগণ উপালিকে, শ্রমণগণ বাহুলকে, সুত্তবাদীগণ পুন্ন মন্তানিপুত্তকে, ভিক্ষুনীগণ আনন্দকে বন্দনা কবিতেছেন ইত্যাদি।[২৮] এক্ষেত্রে ভিক্ষুনীগণেব আনন্দকে শ্রদ্ধা জানাইবাব কারণ হিসাবে উল্লেখ কবা যাইতে পাবা যায যে আনন্দেব ঐকান্তিক প্রচেষ্টাব দ্বাবাই ভিক্ষুনীগণ সংঘে স্থান পাইযাছিল। অতঃপব বিভিন্ন বৌদ্ধশিষ্যাদিগেব মধ্যে বুদ্ধেব ধর্ম সম্পর্কে কোনও মতভেদ গডিযা না উঠিলেও, বিভিন্ন আচার্যকে ঘিবিযা দেখিতে পাওযা যায যে বিভাজনেব সৃষ্টি হইযাছিল এবং পববর্তীকালে এক একজন আচার্যকে ঘিবিযা এক একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীব কালক্রমে সৃষ্টি হইযাছিল।[২৯]

ডঃ দত্ত পুনবায পালি সাহিত্যেব এক একটি বিশেষ ধাবা লইযা কিছু কিছু ভিক্ষুব বিশেষজ্ঞতাই সংঘে বিভাজনেব অপব সম্ভাব্য কাবণ হিসাবে উপস্থাপন কবিযাছেন।[৩০] যেমন উল্লেখ কবা যায় সুত্তন্তিকদিগেব (যাঁহাবা সুত্তপিটকবিশাবদ ছিলেন), বিনয়ধবদিগেব (অর্থাৎ যাঁহাবা বিনযনিযমবিশাবদ), মাতিকাধবগণেব (অর্থাৎ যাহাবা মাতিকা বা অভিধম্মে পাবদর্শী), ধম্মকথিকগণেব (বা বুদ্ধেব ধর্মবিষযে দক্ষ) ও দীঘভানক, মজ্ঝিমভানকগণেব (অর্থাৎ যাহাবা নিকাযগুলিব আবৃত্তিতে দক্ষ)।[৩১] উপবোক্ত ধাবকগণ নিঃসন্দেহে স্মবণ ও আবৃত্তিব দ্বাবাই পালি সাহিত্যেব ভিন্ন ভিন্ন শাখা ধারণ কবিযা বাখিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ কবা যায যে প্রথম সংগীতিতে উপালি বিনযশাখাব ধাবক এবং আনন্দ ধম্মেব ধাবক বলিযা সুপবিচিত ছিলেন বলিযা তাহাদিগকেই ধম্ম ও বিনয আবৃত্তি কবিতে অনুবোধ কবা হইযাছিল। এইবূপেই পববর্তীকালে ধম্মকথিক ও বিনযধবদিগেব মধ্যে মতভেদেব সূচনা হয এবং বলা বাহুল্য, ইহাতে অপবাপব ভিক্ষুগণও কোন

না কোন পক্ষ সমর্থন করেন[৩২] এবং ভিক্ষুগণ অপর পক্ষের উপর কর্তৃত্ব করিবার মানসে স্ব স্ব পক্ষকে উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং ফলস্বরূপ ক্রমে ক্রমে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয় এইভাবে পালি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলি সংরক্ষিত করিতে যাইয়া বৌদ্ধধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।[৩৩] যথা—বিনয়ধরদিগের হইতে থেরবাদী শাখা, সুত্তান্তিকদিগের হইতে সৌত্রান্তিক শাখা, অভিধর্ম্মীদিগের হইতে সর্বাস্তিবাদী শাখা এবং বিভাষা (অর্থকথা) হইতে বৈভাষিক শাখার সৃষ্টি হয়।[৩৪]

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও ডঃ দত্ত অপর কয়েকটি সম্ভাব্য কারণেরও উল্লেখ করিয়াছেন যেগুলির জন্য বৌদ্ধসংঘে বিভাজন ত্বরান্বিত হইয়াছিল। যথা—বুদ্ধের বিনয়নিয়মগুলির শিথিলতা ও ধর্মীয় কঠোরতা হ্রাসের অনুমোদন ইত্যাদিগুলিও সংঘে ভাঙনসৃষ্টিকারী কারণ হিসাবেই ধরা যায়।

সুতরাং ইহা দ্রষ্টব্য যে বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই সংঘে যে মতভেদের সৃষ্টি হয় তাহা বুদ্ধ তাঁহার নিজস্ব অসীম চিত্তাকর্ষক দেশনা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা রোধ করিলেও পরবর্তীকালে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুই এক শতাব্দীর মধ্যেই তাহা অদমনীয় হইয়া উঠে ও বৌদ্ধ সংঘে অষ্টাদশটিরও অধিক শাখার উদ্ভব হয়।[৩৫] শাখাগুলিকে পুনরায় উপশাখাতেও বিভক্ত হইতে দেখা যায় যদিও শাখাগুলি উদ্ভবের সঠিক সময়কাল নির্ণিত হয় নাই।[৩৬]

যাহা হউক, পালি কথাবত্থুতে, সিংহলী মহাবংসে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তিব্বতীয় ও চীনা অনুবাদগুলিতে, যথা—সময়ভেদব্যূহ চক্র, নিকায়ভেদবিভঙ্গব্যাখ্যান, সময়ভেদোপরচনচক্রেনিকায়ভেদোপদেশন-সংগ্রহনাম হইতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদ জানিতে পারা যায়।[৩৭] উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত 'সময়ভেদব্যূহচক্র' গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য হিসাবে গণ্য।[৩৮] সকল গ্রন্থগুলিই বৌদ্ধসংঘে যে বজ্জিপুত্তরা দশটি বস্তুর উপস্থাপনা করিয়া সংঘের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল এ বিষয়ে একমত এবং তাহারা যে মহাসংঘিক নামে পরিচিত হইয়া বিপুল উৎসাহে নিজেদের ধর্মমত প্রচার করিয়া একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল ইহাও সর্বজনবিদিত।[৩৯] বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়—হীনযান ও মহাযানের মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের গোড়া-পত্তন করে মহাসংঘিকগণই। কালক্রমে, মহাসংঘিকদিগের মধ্যে পুনরায় সাতটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়[৪০] এবং স্থবিরবাদী বা থেরবাদীগণের

পাওয়া যায় এগারোটি শাখার উল্লেখ।[৪১] মহাসংঘিক হইতে উদ্ভাবিত শাখাগুলি হইল—(ক) একব্যবহারিক (খ) চৈতিক বা চৈত্যক (লোকোত্তর বা চৈত্যবাদ) (গ) কৌকুট্টিক বা গোকুলিক (ঘ) বহুশ্রুতীয় (ঙ) প্রজ্ঞপ্তিবাদ (চ) পূর্বশৈল ও (ছ) অপরশৈল।[৪২] উপরোক্ত শাখাগুলির মধ্যে চৈত্যবাদ (লোকোত্তর) ও শৈলসম্প্রদায়ই ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং দক্ষিণ ভারতে ইহাদের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।[৪৩]

পুনরায়, স্থবিরবাদীদের এগারোটি শাখার নাম হইল— (১) মহীশাসক (২) বাৎসীপুত্রীয়, (৩) সম্মিতীয় (৪) ছন্নগারিক (৫) ভদ্রযানীয় (৬) ধর্মোত্তরীয় (৭) সর্বাস্তিবাদ (৮) ধর্মগুপ্তিক ৯) কাশ্যপীয় (১০) হৈমবত ও (১১) সংক্রান্তিক। এস্থলে উল্লেখ্য যে থেরবাদী বা স্থবিরবাদীগণের এগারটি শাখার মধ্যে সর্বাস্তিবাদীগণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।[৪৪] ইহা ব্যতীত, অপর কয়েকটি উপশাখা বা উপদলের উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধসাহিত্যগুলিতে, যদিও কালক্রমে উপশাখাগুলি কিছুদিনের মধ্যে নিজেদের স্বকীয়তা হারাইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। উপরোক্ত শাখাউপশাখাগুলি ব্যতীত 'বিভজ্যবাদ' (বা বিভজ্জবাদ) নামক অপর একটি শাখার উল্লেখ তৃতীয় সংগীতির অধিবেশনের ইতিহাসে পাওয়া যায়।[৪৫] মহাবংসানুসারে বিভজ্জবাদীগণই সংগীতিটির আহ্বায়ক ছিলেন।[৪৬] পুনরায় ইহাও উল্লিখিত আছে যে বিভজ্জবাদ থেরবাদেরই অভিন্ন রূপ।[৪৭] উপরন্তু বলা হইয়াছে যে মহাবিহারের বিভজ্জবাদীগণই ছিলেন একমাত্র প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়।[৪৮] কিন্তু থেরবাদী শাখাউপশাখার তালিকাটিতে বিভজ্জবাদীদিগের কোন উল্লেখ নাই।[৪৯] থেরবাদী হইতে কালক্রমে মহীশাসক ও বজ্জিপুত্তকশাখা, বজ্জিপুত্তক হইতে ধর্মোত্তরিক, ভদ্রযানিক, ছন্নগারিক ও সম্মিতীয়শাখা, এবং মহীশাসক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সর্বাস্তিবাদী ও ধর্মগুপ্তিকশাখা।[৫০]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে Kern সাহেব বৌদ্ধধর্মের শাখাগুলির তিনটি প্রাথমিক বিভাগ দেখাইয়াছেন, যথা—স্থবিরবাদ বা থেরবাদ, মহাসংঘিকবাদ ও বিভজ্য বা বিভজ্জবাদ।[৫১] তাঁহার মতে স্থবিরবাদীগণ পুনরায় সর্বাস্তিবাদ ও বাৎসীপুত্রীয় (যাঁহারা শ্রীলংকার ইতিহাসে বজ্জিপুত্তক নামে পরিচিত) নামক দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন। দীপবংসে মহীশাসকদিগের মতবাদ থেরবাদ ও সর্বাস্তিবাদ মতবাদের মধ্যবর্তী স্থানে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫২]

পুনরায় অধ্যাপক Kern মূলসর্বাস্তিবাদ নামক একশাখাকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বিভজ্জবাদীদিগের হইতেও প্রাচীন শাখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৫৩] অপর একটি উপাদানেও বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের কিছু সময় পরে রাজা অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধসংঘ দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে, যথা—স্থবিরবাদ ও মহাসংঘিকবাদ।[৫৪] পুনরায় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে থেরবাদীগণ দুইটি শাখায়, যথা—সর্বাস্তিবাদ ও হেতুবাদে বা বিভজ্জবাদে বিভক্ত হন। প্রাচীন থেরবাদ হৈমবত নামেও পরিচিত ছিল।[৫৫]

যাহা হউক, এখন দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির পরবর্তীগণ যে আঠারোটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার উদ্ভব হইয়াছিল সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে। ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত তাঁহার গ্রন্থে Dr Bareauর বর্ণনা[৫৬] উদ্ধৃত করিয়া বিভিন্ন উপাদানে শাখাগুলির উদ্ভব সম্পর্কে আলোচিত অংশটি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। Dr Bareau সম্ভবতঃ শাখাগুলির সৃষ্টিতত্ত্ব ও উপাদান তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।[৫৭] প্রথমতঃ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন শ্রীলংকার উপাদান দীপবংসে (৪র্থ শতাব্দী) বর্ণিত শাখাগুলি, বুদ্ধঘোষের কথাবত্থুপ্পকরণের অর্থকথার তালিকায় বর্ণিত শাখাগুলি, যাহা পুনরায় ছয়টি ভাগে বিভক্ত, যথা—রাজগিরিক, সিদ্ধার্থিক, পুব্বসেলিয়, অপরসেলিয়, হিমবত ও বাজিরিয়। উপরোক্ত ছয়টি শাখার মধ্যে প্রথম চারিটিকে বুদ্ধঘোষ 'অন্ধকে'র[৫৮] অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পুনরায়, তিনি উত্তরপথক, হেতুবাদী ও বেতুল্লকদিগের মতবাদগুলিও আলোচনা করিয়াছেন। হৈমবত ও বাজিরিয়গণ উত্তরাপথকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ব্যতীত, চৈতিয়বাদীগণের উত্তরাঞ্চলের উপশাখা হিসাবে একব্যোহারিক, পঞ্ঞত্তিবাদ ও বহুস্সুতিযের উল্লেখ করিয়াছেন পুনরায় যেগুলি মহাসংঘিকগণের দক্ষিণাপথের শাখা হিসাবে বর্ণিত।[৫৯]

দ্বিতীয়তঃ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে পণ্ডিত ভব্য প্রণীত সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থে হৈমবতদের স্থবিরবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং হেতুবাদীদিগকে সর্বাস্তিবাদীগণের সহিত একাত্ম বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।[৬০] উক্ত উপাদানটি শ্রীলংকার ঐতিহ্যে বর্ণিত মহাসংঘিকদিগের উপশাখাগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, কাশ্মীরের ঐতিহ্যানুসারে অপর কয়েকটি গ্রন্থ এ স্থলে

উল্লেখ্য যথা—(১) 'সারিপুত্র-পরিপৃচ্ছাসূত্র' এবং উহাতে বর্ণিত মহাসংঘিক-দিগের শাখাগুলি। যদিও মূল গ্রন্থটি সুলভ নহে, ইহার চীনা অনুবাদটি পাওয়া যায়। (২) সর্বাস্তিবাদী শাখার বসুমিত্রের 'সময়ভেদোপরচনচক্র' গ্রন্থটি। ইহারও তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ রহিয়াছে। উক্ত উপাদানে হৈমবতদিগকে স্থবিরবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। (৩) সংঘপালের 'মঞ্জুশ্রী-পরিপৃচ্ছাসূত্রের' চীনা অনুবাদ। এই গ্রন্থটিতে হৈমবতদিগকে সর্বাস্তিবাদীগণের উপশাখা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। যদিও উক্ত গ্রন্থটির তালিকা যথার্থ নহে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এই উপাদানে মহাসংঘিকদিগের উপশাখাগুলির তালিকায় লোকত্তরবাদী, অপরশৈল, পূর্বশৈল ও উত্তরশৈলগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[৬৮]

পুনরায়, বিনীতদেব এবং 'ভিক্ষুবর্ষাগ্রপৃচ্ছা' গ্রন্থের লেখক আঠারটি শাখাকে পাঁচটি প্রধান দলের অন্তর্গত করিয়াছেন।[৬২] যথা—প্রথম ও দ্বিতীয় দলে রহিয়াছে মহাসংঘিক, ইহার মধ্যে পূর্বশৈল, অপরশৈল, হৈমবত, লোকোত্তরবাদ ও প্রজ্ঞপ্তিবাদ অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় দল হিসাবে সর্বাস্তিবাদী-দিগকে বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মূলসর্বাস্তিবাদ, কাশ্যপীয়, মহীশাসক, ধর্মগুপ্ত, বহুশ্রুতীয়, তাম্রশাটিয় ও বিভজ্যবাদের একটি অংশের অন্তর্ভুক্তি রহিয়াছে। চতুর্থ দল সম্মিতীয়দিগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কৌরু-কুল্লক, অবন্তক এবং বাৎসীপুত্রীয়দিগকে এবং পঞ্চমদল স্থবিরবাদীদিগের মধ্যে রহিয়াছে জেতবনীয়, অভয়গিরিবাসী এবং মহাবিহারবাসীগণ।[৬৩]

যাহা হউক, ডঃ দত্ত মন্তব্য করিয়াছেন যে বিনীতদেবের বর্ণনা সম্ভবতঃ পরবর্তীকালের যাহার ফলস্বরূপ তাঁহার বিবরণে কিছু পরবর্তীকালের শাখার অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়াছে এবং কিছু পুরাতন শাখা বাদ পড়িয়া গিয়াছে।[৬৪]

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ তাঁহার গ্রন্থের বিয়াল্লিশতম পরিচ্ছেদে[৬৫] ভব্য, বসুমিত্র, বিনীতদেব ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের তালিকায় বর্ণিত বৌদ্ধ-ধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলির সহিত প্রচলিত অন্যান্য শাখাগুলির তুলনা করিয়াছেন যাহার দ্বারা কথাবত্থুতে আলোচিত উত্তরাপথক শাখাগুলি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পুনরায় উত্তরাপথক শাখা ভব্যের উত্তরীয় ও বসুবন্ধুর সংক্রান্তিবাদ (পালি গ্রন্থেও যাহা উল্লিখিত এবং যাহা হইতে সৌত্রান্তিকের উদ্ভব) যাহা ব্রাহ্মণ্য দর্শনশাস্ত্রে যথা—শংকরভাষ্যে ও 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' উল্লিখিত হইয়াছে।[৬৬] পুনরায় Prof. Lamotte তাঁহার

গ্রন্থে বিভিন্ন লেখে প্রাপ্ত বিভিন্ন দলগুলির ভৌগোলিক বিভাজনের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন যাহার দ্বারা শাখাগুলি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।[৬৭]

পূর্বেই উক্ত রহিয়াছে যে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দল বা শাখা নানান ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেও শেষ পর্যন্ত দলগুলি নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে না পারিয়া স্বকীয়তা হারাইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির সহিত মিশিয়া যায়।

বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখা ও উপশাখাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

(ক) ১) মহাসংঘিক শাখা

পূর্বেই উক্ত রহিয়াছে যে সংঘে সর্বপ্রথম ভেদ সৃষ্টি করেন বজ্জিদেশীয় ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় সংগীতির প্রাক্‌কালে, যাহারা পরবর্তীকালে মহাসংঘিক নামে খ্যাত। হিউয়েন সাঙ মহাসংঘিকদিগের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়াছেন যে "পাটলিপুত্রের অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ভিক্ষুগণই মহাসংঘিক শাখার প্রবর্তক।[৬৮] পালি সাহিত্যের অভিধম্মপিটকের কথাবত্থুতে[৬৯] মহাসংঘিক-দিগের উল্লেখ রহিয়াছে। উপরন্তু, বুদ্ধঘোষ কথাবত্থুপ্পকরণ অর্থকথায় পুনরায় মহাসংঘিকদিগরে বিভিন্ন ভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন যে 'একচ্চে মহাসংঘিকা' অর্থাৎ 'মহাসংঘিকদিগের মধ্যে একদল' উক্তিটি মহাসংঘিকদিগের বিভাজনের সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়।[৭০] ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত বলিয়াছেন যে মহাসংঘিকগণ, যাহারা মগধে বসবাস করিতেন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ধারায় ছড়াইয়া পড়েন। একটি ধারা যায় উত্তরে এবং অপরটি দক্ষিণে। পুনরায় উত্তরের ধারাটি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়, যথা—একব্যবহারিক, কৌকুলিক বা কৌরুকুল্লক, বহুশ্রুতীয়, প্রজ্ঞপ্তিবাদ এবং লোকোত্তরবাদ।[৭১] কথিত আছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় মতভেদের ফলে উক্ত উপদলগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। যাহা হউক, কথাবত্থুতে বর্ণিত 'একচ্চে মহাসংঘিকা' বলিতে দক্ষিণের মহাসংঘিকশাখাকেই বুঝাইয়াছেন যাঁহারা অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতী এবং ধান্যকটক অঞ্চলে বসবাস গড়িয়া তুলিয়াছিল।[৭২] ইহাদিগের উপদলগুলি নাগার্জুনকোন্ডার পার্বত্যঅঞ্চলে অবস্থান করিতেন। উপদলগুলি হইল পুব্বসেলিয় বা উত্তরসেলিয়, অপরসেলিয়, সিদ্ধত্থিক, রাজগিরিক, চেতিয়ক—যাহাদের বুদ্ধঘোষ সমগ্রভাবে 'অন্ধকগণ' বলিয়া

অভিহিত করিয়াছেন তাঁহার অর্থকথায়।[৭৩] পুনরায়, উত্তরের শাখাগুলির মধ্যে বুদ্ধঘোষ অপর কয়েকটি উপশাখারও উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কথাবত্থু গ্রন্থটিতে ইহাদিগের মতবাদ নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত নাই।[৭৪] অপর-দিকে চীনা পর্যটক ইৎসিং (৬৭১-৬৯৫ অব্দ)এর উল্লেখ করা যায়, তিনি বলিয়াছেন যে মহাসংঘিকগণ মগধ ব্যতীত পশ্চিম ভারতের লাট ও সিন্ধু অঞ্চলে এবং উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে বসবাস করিতেন।[৭৫]

বর্তমানে, উত্তরাঞ্চলীয় মহাসংঘিকদিগের সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মগধের পাটলিপুত্র অঞ্চলেও মহাসংঘিক-দিগের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়াছে। উত্তরাঞ্চলের মহাসংঘিকদিগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎকীর্ণলিপি হইল মথুরায় প্রাপ্ত খৃঃ পূঃ ১২০ অব্দে প্রাপ্ত লিপিটি। আফগানিস্থানেও মহাসংঘিকদিগের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ এস্থলে মহাসংঘিকশাখার তিনটি বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন।[৭৬] পুনরায় কুষাণরাজ হুবিষ্কের রাজত্বকালে বুদ্ধের দেহ-ধাতু সম্বলিত একটি পাত্রের সম্পর্কে জানা যায়[৭৭] যাহা মহাসংঘিকশাখার আচার্যের প্রযত্নে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।[৭৮] কথাবত্থু ব্যতীত মহাবস্তু অবদান (ইহা মহাসংঘিকদিগের বিনয় গ্রন্থ), বসুমিত্রের, ভব্য এবং বিনীত-দেবের গ্রন্থেও ঐ সম্প্রদায়ের মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।[৭৯] পশ্চিম ভারতে প্রাপ্ত দুইটি লেখ হইতেও মহাসংঘিকদিগের প্রভাব সম্পর্কে জানিতে পারা যায়।[৮০] বোম্বাই প্রদেশে কার্লে গুহামন্দিরে প্রাপ্ত লেখতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী মহাসংঘিক সম্প্রদায়ের ভিক্ষু-দিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি গ্রাম দান করেন এবং অপরটি হইল বাশিষ্ঠীপুত্র সিরিপুলুমায়ির রাজত্বকালের, যেসময়ে নয়টি কুঠুরিযুক্ত একটি কক্ষ মহাসংঘিকদিগের উদ্দেশে দান করা হইয়াছিল।[৮১] মহাসংঘিকদিগের দ্বিতীয় দল হিসাবে দক্ষিণ ভারতীয় শাখার যাহারা পাটলিপুত্র হইতে কলিঙ্গের মধ্য দিয়া অন্ধপ্রদেশে গমন করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উল্লেখ করা যায়। হিউয়েন সাঙও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে অন্ধপ্রদেশে মহাসংঘিক নামক বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা ছিল যাহারা স্থবিরবাদীদের ন্যায় বিনয়নিয়ম-গুলি পালন করিতেন। উপরন্তু তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচারিত মহাযান সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।[৮২] দক্ষিণ

ভাবতীয শাখাগুলি প্রধানতঃ অমবাবতী, জগ্গযপেত ও নাগার্জুনকোণ্ডা পবিবেষ্টিত গুণ্টুব জেলা ও কৃষ্ণা জেলাতে বিশেষ প্রসাবলাভ কবিযাছিল।[৮৩] বিশেষতঃ চৈত্যক বা চেতযিক ও শৈল বা সেলিয উপশাখাগুলি এবিষযে অগ্রণী ভূমিকা লইযাছিল। অমবাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডা লেখগুলিতে (৩য় অথবা ৪র্থ খৃষ্টাব্দেব) মহাসংঘিকদিগের উপশাখা হিসাবে অপব কযেকটি দলেবও উল্লেখ বহিযাছে যথা—হংঘি[৮৪] (অবিয-হঘান), চৈতিক (চেতিযবাদক), অপবমহাবনসেলিয (মহাবনসেলিয), পুবসেলে, বাজগিবি-নিবাসিকা (বাজশৈল) সিদ্ধার্থিকা, বহুশ্রুতীয ও মহীশাসক।[৮৫] উপবোক্ত শাখাগুলিব দুই একটি বাদ দিলে এগুলি প্রধানতঃ স্থানীয দল এবং বলা বাহুল্য, এগুলি মহাসংঘিকদিগেব উপশাখা।[৮৬] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অমবাবতী স্তূপ (খৃঃ পূঃ ২য বা ৩য শতাব্দী) ও নাগার্জুনকোণ্ডাব স্মৃতিসৌধটি (খৃষ্টীয ৩য বা ৪র্থ শতাব্দী) যাহা সম্পূর্ণরূপে মহাসংঘিকদিগেব ধর্মমত প্রসাবেব সাক্ষ্য বহন কবে সেগুলি সকল বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগেব নিকট অন্যতম তীর্থস্থানরূপে পবিগণিত হইযাছে।

অপবদিকে মহাসংঘিকদিগেব প্রামাণ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বলা যায যে প্রথম সংগীতিতে যে বিনয ও সুত্তপিটক সংকলিত হইযাছিল তাহাব মধ্যে বহু গ্রন্থই মহাসংঘিকগণ গ্রহণ কবেন নাই। দ্বিতীয সংগীতিব পব মহাসংঘিকগণেব আহূত 'মহাসংগীতি' নামক অধিবেশনটিতে তাঁহাবা সূত্র ও বিনয-পিটকেব পবিবর্তন সাধন কবিযাছিলেন যথেচ্ছ ব্যাখ্যাব দ্বাবা।[৮৭] কথিত আছে যে, মহাসংঘিকদিগেব সম্পূর্ণ ভিন্ন (পালি ত্রিপিটক সাহিত্য ব্যতীত) ত্রিপিটক সাহিত্য ছিল।[৮৮] তাঁহাদেব পিটকগ্রন্থগুলিতে পবিবাবপাঠ, অভিধম্মপ্পকবণ, পটিসম্ভিদামগ্গ, নিদ্দেস এবং জাতক অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই স্থলে ডঃ দত্ত মন্তব্য কবিযাছেন যে হযত বা উপবিউক্ত গ্রন্থগুলি অপবাপব পিটক গ্রন্থ হইতে পববর্তীকালে সম্পাদিত হয।[৮৯] মহাসংঘিকদিগেব পিটক সংগ্রহেব উল্লেখ স্পষ্টরূপে অমবাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডা লেখতেও পাওযা যায।[৯০] অপবদিকে হিউযেন সাঙ মহাসংঘিকদিগেব পিটকেব পাঁচটি ভাগেব কথা উল্লেখ কবিযাছেন, যথা—সূত্র, বিনয, অভিধর্ম, ধাবণী ও প্রকীর্ণক।[৯১] ধর্ম বা সূত্রপিটক ও বিনয বা বিনযপিটকেব প্রধানতঃ দুইটি পৃথক পৃথক ভাগেব উল্লেখ পাওযা যায। যথা—মহাসংঘিক

দিগের সংকলন বা আচারিযবাদ এবং প্রথম সংগীতিতে সংকলিত ধর্ম ও বিনয সম্বলিত থেববাদ।[৯২] হিউযেন সাঙ পুনবায উল্লেখ কবিযাছেন যে তিনি দক্ষিণে ধান্যকটকে অর্থাৎ মহাসংঘিক অধ্যুষিত স্থানে দুইজন ভিক্ষুব নিকট অভিধর্ম শিক্ষা কবিযা ৬৫৭ টি সংস্কৃত গ্রন্থ ভাবতবর্ষ হইতে চীন দেশে লইযা গিযা সেগুলিব চীনা অনুবাদ কবেন।[৯৩] লেখক বিনীতদেবেব (অষ্টম শতাব্দী) মতে প্রাকৃতভাষাতেই তাহাদেব সাহিত্য সংকলিত হইযাছিল।[৯৪] মহাসংঘিকদিগেব মূল গ্রন্থ বলিতে কেবলমাত্র মহাবস্তু বা মহাবস্তুঅবদান নামক একখানি গ্রন্থই পাওযা যায যাহা মহাসংঘিকশাখাব উপদল লোকোত্তববাদীগণেব বিনযপিটকেব একখানি গ্রন্থবিশেষ।[৯৫] গ্রন্থটিব ভাষা মিশ্র সংস্কৃত বা বৌদ্ধ সংস্কৃত। গ্রন্থটি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয চতুর্থ শতাব্দীব মধ্যবর্তীসমযে রচিত হইযাছিল।[৯৬] মহাসংঘিকদিগেব সাহিত্য সম্পর্কে Bu-ston বলিযাছেন যে ইহাদেব পিটক প্রাকৃত ভাষায লেখা হইযাছিল।[৯৭] পুনবায, Csoma Korosএব মতে মহাসংঘিকদিগেব সূত্রগুলি একটি বিকৃত উপভাষায বচিত।[৯৮] পুনবায Wassiljew ও Bu-stonএব ন্যায প্রাকৃতেই মহাসংঘিক-দিগেব সাহিত্য বচিত হইযাছিল বলিযা মন্তব্য কবিযাছেন।[৯৯]

যাহা হউক মহাসংঘিকদিগেব ধর্মীয মতবাদগুলি আলোচনা কবিলে দেখা যায যে তাহাবা প্রধানতঃ থেববাদীদিগেব ন্যায চতুবার্যসত্য, অষ্টাংগিকমার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, স্কন্ধেব অনত্যতা, আনাত্মবাদ, বোধিপক্ষীয ধর্ম, বোধ্যঙ্গ প্রভৃতি বক্ষণশীল বৌদ্ধধর্মেব গূঢ় সত্যগুলি স্বীকাব কবিযা লইযাছেন।[১০০] বুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহাদেব মতবাদ হইল বুদ্ধেবা লোকোত্তব বা অতিমানব, তাঁহাদেব জাগতিক আসক্তি (সাস্রবধর্ম) নাই। তাঁহাবা নিবন্তব সমাধিমগ্ন। পালি মজ্ঝিমনিকাযেব অবিযপবিযেসনা সুত্তে[১০১] বলা হইযাছে যে বুদ্ধ সর্বজ্ঞ, তিনি নির্বাণলাভেব জন্য সতত উন্মুখ নন। তিনি যথার্থ সত্যকে সম্যক্-রূপে জানিযাছেন এবং তাঁহাব জ্ঞাত সূক্ষ্ম এবং গূঢ় জ্ঞানযুক্ত সত্যকে জগতে ছড়াইযা দিযাছেন। বস্তুতঃ মহাসংঘিকগণ বুদ্ধেব উপব দেবত্ব আবোপ কবিযাছিলেন।[১০২] তাঁহাদেব মতে দেহ ও জীবন অফুবন্ত শক্তিসম্বলিত, তাঁহাবা এক মুহূর্তেই জগতেব সকল বস্তু অবগত হন (এক ক্ষণিকচিত্ত)। পবিনির্বাণলাভেব কাল পর্যন্ত তাঁহাবা ক্ষযজ্ঞান ও অনুৎপাদ জ্ঞান-সমন্বিত।[১০৩] ইহাও উল্লেখ্য যে মহাসংঘিকদিগেব এই মতবাদ হইতেই বৃহত্তম মহাযান সম্প্রদাযেব সৃষ্টি হয।[১০৪]

বুদ্ধ ব্যতীত বোধিসত্ত্বসম্পর্কীয় মতবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে মহাসংঘিকগণ প্রধানতঃ মহাস্থবির মহাকস্সপের সংগীতিতে সংকলিত ধর্মবিনয়ের গ্রন্থগুলিকেই অনুসরণ করিয়াছেন।[১০৫] তাঁহাদের মতে বোধিসত্ত্বগণ অতিমানব এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না। বোধিসত্ত্বগণ জন্মাবধি কাম, পরশ্রীকাতরতা ও হিংসাবর্জিত। বস্তুতঃ, থেরবাদীদিগের ন্যায় অর্হত্ব লাভ করা মহাসংঘিকদিগের আদর্শ ছিল না। থেরবাদীদের মতে অর্হৎ হইলে নির্বাণ লাভ করা যায় ও পুনর্জন্ম রোধ করা যায়। কিন্তু মহাসংঘিকদিগের নিকট এই লক্ষ্য সংকীর্ণ মনে হইয়াছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে মানুষের জীবনের লক্ষ্য আরও বৃহৎ কিছু হওয়া উচিৎ যাহা হইল 'বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি'।[১০৬] ইহা ব্যতীত, মহাসংঘিকগণ পঞ্চ বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়, নির্বাণ, স্রোতাপন্ন, অব্যাকৃত, মনধাতু ও মৃত্যুর পূর্বে বা পশ্চাতের ঘটনা সম্পর্কে নূতন তথ্যাদি উপস্থাপন করিয়াছেন।[১০৭] পুনরায়, ইহাও উল্লেখ্য যে মহাসংঘিকগণ চীবর পরিধানের ন্যায় বিনয় নিয়মগুলি পালনের ক্ষেত্রেও ভিন্ন মতামত পোষণ করিতেন।[১০৮]

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান দুইটি মহাসংঘিক সম্প্রদায় হইতে পুনরায় কতকগুলি শাখার উদ্ভব হয়, যাহাদের মধ্যে শৈল উপশাখাগুলি এবং চৈত্যকগণই প্রধান ছিলেন। তাঁহারাও বুদ্ধের উপর দেবত্ব আরোপে, বোধিসত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণায়, অর্হৎতত্ত্বের পরিবর্তে বুদ্ধত্বকে জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণে বিশেষভাবে জোর দিতেন এবং তাঁহারা মনের আদি পবিত্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন যাহা পরবর্তীকালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের পূর্বসূরীস্বরূপ। সর্বশেষ বলা যায় যে মহাসংঘিকরাই সর্বপ্রথম 'চৈত্যবন্দনা'র প্রচলন করেন যাহাতে উক্ত কার্যের দ্বারা পুণ্যফল লাভ করা যায়।[১০৯]

(২) বহুশ্রুতীয়

বহুশ্রুতীয় সম্প্রদায় মহাসংঘিকগণেরই পরবর্তীকালের একটি শাখা বলিয়া ধরা হয়। এই সম্প্রদায়টির উল্লেখ অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডা শিলালিপিতে রহিয়াছে[১১০]। কথিত আছে সম্প্রদায়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন বহুশ্রুত বা বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য যাহার জন্য উক্ত শাখাটির নামকরণ হয় বহুশ্রুতীয়।[১১১] বহুশ্রুতীয় শাখার সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র নামক

একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় যাহার রচয়িতা ছিলেন হরিবর্মন।[১১২] কথিত আছে হরিবর্মন বুদ্ধের পরিনির্বাণের নয়শত বৎসর পরে গ্রন্থখানি রচনা করেন।[১১৩] তিনি পূর্বে সাংখ্যশাখার আচার্য ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে সৌত্রান্তিক শাখার আচার্য কাশ্মীরের কুমারলব্ধের শিষ্য হন। বহুশ্রুতীয় শাখাটি মহাসংঘিক সম্প্রদায়ের উপশাখা হইলেও এই শাখাটির সহিত সর্বাস্তিবাদ মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[১১৪] মহাসংঘিকদিগের অপর জনপ্রিয় শাখা শৈলদিগের মতবাদের সহিতও বহুশ্রুতীয়দিগের কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে।[১১৫]

যাহা হউক, বহুশ্রুতীয়দিগের ভিত্তিগত ধর্মমতগুলি যথা, বুদ্ধের অনিত্য মতবাদ, দুঃখ, শূন্য, অনাত্ম ও নির্বাণ সম্পর্কিত উপদেশগুলিকে লোকোত্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং উপরোক্ত উপদেশ ব্যতীত অপর দেশনাগুলি তাঁহাদের মতে হইল লৌকিক। সংঘ সম্পর্কে তাঁহাদের মত হইল সংঘ পার্থিব সকল নিয়মকানুনের ঊর্দ্ধে। অপরদিকে, সংঘভেদ সৃষ্টিকারী মহাদেবের পাঁচটি মতবাদ[১১৬] (propositions) বহুশ্রুতীয়গণ স্বীকার করিতেন। আচার্য পরমার্থের মতে উক্ত উপশাখাটি বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুইটি শাখা শ্রাবকযান বা হীনযান ও মহাযানের মতবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে।[১১৭] তাহাদের মতবাদে দুইপ্রকার নৈরাত্ম্যের (আত্মায় অবিশ্বাস) কথা বলা হইয়াছে, যথা—আত্মনৈরাত্ম্য (অর্থাৎ পৃথক পৃথক আত্মায় অবিশ্বাস) ও ধর্মনৈরাত্ম্য (অর্থাৎ সকল বস্তুর আত্মায় অবিশ্বাস)। উপরন্তু রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলির ন্যায় জগৎ বহুবিধ বা ৮৪,০০০ স্কন্ধের সমন্বয়ে গঠিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অপরদিকে, মহাযানীদের ন্যায় ইহারা দুইপ্রকার সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন যথা—পরমার্থ (absolute) সত্য ও সংবৃতি (conventional) সত্য। তাঁহাদের মতে, পরমার্থ সত্যের দিক হইতে দেখিলে 'সর্বশূন্যতা' লক্ষ্যনীয় এবং সংবৃতি বা জাগতিক সত্যের দিক হইতে বিচার করিলে জগৎ ৮৪,০০০ স্কন্ধে গঠিত। পুনরায় শীল (সদাচার), সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা), প্রজ্ঞা (জ্ঞান), বিমুক্তি (মুক্তি) এবং বিমুক্তির জ্ঞানদর্শনের মাধ্যমে যে বুদ্ধকায় বা ধর্মকায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাতেও ইহারা বিশ্বাসী ছিলেন।[১১৮] ইহারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের পারমার্থিক বা অলৌকিকভাব স্বীকার করেন নাই কিন্তু বুদ্ধের বিশিষ্ট শক্তিকে ইঁহারা

স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যেমন, বুদ্ধের দশবল[১১৯] ও চারিপ্রকার আত্ম-বিশ্বাস বা বৈশারদ্য স্বীকার করিয়াছেন থেরবাদীদিগের ন্যায়। তাঁহারা ছিলেন বর্তমানে বিশ্বাসী, অতীত বা অনাগতের অস্তিত্বকে তাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন।[১২০] ডঃ দত্ত বলিয়াছেন যে বহুশ্রুতীয়গণ বুদ্ধের উপদেশাবলীকে নীতার্থ (বা দ্ব্যর্থহীন) ও নেয়ার্থ (দ্ব্যর্থযুক্ত)—এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।[১২১]

সর্বশেষে দ্রষ্টব্যের বিষয় হইল এই যে বহুশ্রুতীয় উপশাখাটি সর্বাস্তিবাদী-শাখার কাত্যায়নীপুত্রকে তাঁহাদের অন্যতম উপদেষ্টারূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।[১২২] পালি অভিধম্মগ্রন্থ 'কথাবথু' কিন্তু বহুশ্রুতীয়দিগের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।

(৩) প্রজ্ঞপ্তিবাদ

আচার্য বসুমিত্র ও বিনীতদেবের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে প্রজ্ঞপ্তিবাদ উপশাখাটি মহাসংঘিক হইতেই উদ্ভূত ও ইহার মতবাদ প্রধানতঃ পরবর্তী-কালের অন্যান্য মহাসংঘিকদিগের মতবাদের সমতুল্য। অভিধর্মকোশ[১২৩] গ্রন্থটিতে বলা হইয়াছে যে মূল মহাসংঘিকদিগের দুইশত বৎসর পরে প্রজ্ঞপ্তিবাদ মতবাদটি উৎপন্ন হয়। বহুশ্রুতীয়গণ মহাসংঘিকদের উপদল হইলেও সর্বাস্তিবাদীদিগের অনুসরণকারী ছিল, কিন্তু প্রজ্ঞপ্তিবাদীরা সম্পূর্ণ রূপেই মহাসংঘিকদের মতবাদযুক্ত ছিলেন।[১২৪] আচার্য পরমার্থ মনে করেন যে এই সম্প্রদায়টির উদ্ভব হয় বহুশ্রুতীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভবের অনেক পরে। ইহাও জানিতে পারা যায় যে বহুশ্রুতীয়গণ নিজেদের পৃথক করিবার জন্য বহুশ্রুতীয়-বিভজ্যবাদী বলিয়া পরিচয় দিতেন।[১২৫] প্রজ্ঞপ্তিবাদীদিগের মতবাদ সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায় তাঁহারা পিটকস্থিত বুদ্ধের শাসনগুলি মনে করিতেন এবত্র প্রজ্ঞপ্তিযুক্ত (অর্থাৎ তথাকথিত), সংবৃতি (লৌকিক) ও হেতুফলযুক্ত (কর্মফলযুক্ত)। ইহাদের মতে স্কন্ধ ও দুঃখ সহযোগী নহে। দ্বাদশায়তনও ইহারা অবাস্তব বলিয়া মনে করিতেন। উপরন্তু তাঁহাদের মতে মার্গলাভ বা মৃত্যুর পশ্চাতে রহিয়াছে কর্মফল এবং কর্ম হইল বিপাকের হেতু ও বিপাকহেতু হইল বিপাকের ফল।[১২৬]

(৪) চৈত্যবাদ

চৈত্যবাদীগণ মহাসংঘিকদিগের অপর একটি উপশাখা বলিয়াই

পরিগণ্য।[১২৭] বুদ্ধঘোষের কথাবখুঅখকথায পরবর্তীকালের মহাসংঘিক-দিগকে পৃথক করিযা উল্লেখ করা হইযাছে—'একচ্চে মহাসংঘিক' বলিযা।[১২৮] কথিত আছে যে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য মহাদেব (দ্বিতীয সংগীতির আচার্য মহাদেব নহে) উক্ত সম্প্রদাযটি প্রচার করেন। মহাদেব একটি পাহাড়ের উপর বাস করিতেন এবং এই কারণে তাঁহার সম্প্রদাযের নাম হয চৈত্যবাদ।[১২৯] এই সম্প্রদাযটির নামকরণ সম্পর্কে অপর মতবাদটি হল এই যে সম্প্রদাযটি চৈত্যের পূজার্চনা করিত সেই কারণে চৈত্যবাদ।[১৩০] চৈত্যবাদীরা পুনরায লোকোত্তরবাদী বলিযাও পরিচিত।[১৩১] অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডা শিলালিপিতে উক্ত সম্প্রদাযটির উল্লেখ পাওযা যায। সুবিখ্যাত শৈলসম্প্রদায বা অন্ধক সম্প্রদাযটি চৈত্যবাদ হইতেই উদ্ভূত।[১৩২]

চৈত্যবাদীদিগের মতে চৈত্যনির্মাণ, চৈত্যপূজা ও চৈত্য প্রদক্ষিণ করিলে পুণ্যফল লাভ হয। দানধ্যানেও পুণ্যফল লাভ করা যায এবং অর্জিত পুণ্য জ্ঞাতি ও বন্ধুদিগের হিতার্থে নিযোগ করা যায। এইরূপ ভক্তিবাদ বৌদ্ধ-সমাজে বৌদ্ধধর্মকে অত্যন্ত জনপ্রিয করিযা তুলিযাছিল। তাঁহারা বুদ্ধের দশবলে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মনে করিতেন যে বুদ্ধ রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি হইতে মুক্ত ও দশবলযুক্ত এবং সেইজন্য তাঁহারা বুদ্ধকে অর্হত্ত্বপদ হইতেও উচ্চতর স্থানে স্থাপন করিযাছিলেন।[১৩৩]

(৫) বিভিন্ন শৈলসম্প্রদায়গুলি

পূর্বেই বলা হইযাছে যে মহাসংঘিকদিগের পরবর্তী শাখাগুলির মধ্যে শৈলসম্প্রদাযগুলি অর্থাৎ পূর্ব বা উত্তর শৈল (পুব্বসেলিয) ও অপরশৈল (অপরসেলিয) অত্যন্ত জনপ্রিযতা ও গুরুত্ব লাভ করে।[১৩৫] এখানে উল্লেখ্য যে ডঃ দত্ত চৈত্যবাদ পূর্বশৈলদিগের অন্তর্ভুক্ত করিযাছেন কিন্তু ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চৈত্যবাদকে ভিন্ন করিযা দেখাইযাছেন।[১৩৬] বসুমিত্রের বর্ণনাতেও শৈলশাখাগুলির মধ্যে চৈত্যশৈল একটি ভিন্ন শাখা বলিযা উল্লিখিত আছে। সম্ভবতঃ পূর্বশৈল শাখাই হইল চৈত্য বা চৈত্যকশাখা।[১৩৭]

মহাসংঘিকদিগের একটি শাখা যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছড়াইযা পড়িযা-ছিল তখন অপর একটি শাখা বিস্তারলাভ করে শ্রীপর্বত ও ধনকণ্টকে (গুণ্টুর জেলায)। শেষোক্ত শাখাটিই হইল শৈলসম্প্রদায। পূর্বেই বলা হইযাছে যে ইহারা অন্ধক নামেও পরিচিত ছিল। অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডায

প্রাপ্ত শিলালেখতেও শৈলদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা জানা যায় যে শৈল-শাখাটি কৃষ্ণানদীর পার্শ্ববর্তী স্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল কারণ তাঁহাদের বহুসংখ্যক বিহার কৃষ্ণানদীর পার্বত্য অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।[১৩৮]

শৈলদিগের সাহিত্য ছিল সম্পূর্ণরূপে মহাসংঘিকদিগের অনুরূপ এবং ইহাদের বুদ্ধ ও অর্হৎ সম্বন্ধীয় ধারণা সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। কিন্তু দুইটি বিষয়ে তাহাদিগের চিন্তাধারা মহাসংঘিকদের তুলনায় অগ্রবর্তী ছিল। তাঁহারা বোধিসত্ত্বদিগকেও লোকোত্তর মনে করিতেন। ইহা ব্যতীত, তাঁহারা মনের আদি পবিত্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহাদের মতে অপবিত্র বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াই মনের পবিত্রতা নষ্ট হয়।[১৩৯] এস্থলে উল্লেখ্য যে শৈলশাখার মতবাদগুলি যেমন, বুদ্ধের উপর দেবত্ব আরোপ, বোধিসত্ত্ব-সম্পর্কিত ধারণা, অর্হৎতত্ত্বের পরিবর্তে বুদ্ধত্বকে জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ, কারও মনের আদি পবিত্রতায় বিশ্বাস ইত্যাদিগুলি পরবর্তীকালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিশেষতঃ বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায়।[১৪০] সুতরাং মহাসংঘিকসম্প্রদায়ের শৈলশাখাগুলি নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের পূর্বসূরী বলা যায়।

উপরোক্ত মহাসংঘিকসম্প্রদায়ের শাখা ব্যতীত অপর কয়েকটি উপদলের উল্লেখ বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে বৈতুল্য-বাদীগণ (পালিঃ বেতুল্লবাদী) সিংহলদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।[১৪১] ইহাদের ধর্মমত প্রধানতঃ অভয়গিরি মহাবিহারকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।[১৪২] হিউয়েন সাঙ অভয়গিরি বিহারবাসী ভিক্ষুদিগকে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত স্থবিরবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১৪৩] তাঁহার মতে বেতুল্লকগণ স্থবিরবাদী বিনয় নিয়মগুলি পালন করিতেন এবং ধর্মীয় দিক হইতে ইঁহারা মহাযান ‘শূন্যতা মতবাদ’ অনুসরণ করিতেন।[১৪৪]

(খ) ১। স্থবিরবাদ বা থেরবাদীশাখা

পালি ও সংস্কৃত উপাদান অনুযায়ী বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে থেরবাদ (স্থবিরবাদ) শাখা হইল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, রক্ষণশীল ও মূল সম্প্রদায়।[১৪৫] স্থবিরবাদী সম্পর্কে সিংহলী ইতিবৃত্তে উল্লিখিত রহিয়াছে যে একমাত্র স্থবিরবাদীরাই ছিলেন মূল সম্প্রদায় এবং ইহা হইতেই সতেরোটি দল ভিন্ন

হইয়া যায়।[১৪৬] থেরবাদীগণ কোনও কোনও গ্রন্থে বিভজ্জবাদী (বিভজ্যবাদী) রূপে চিহ্নিত হইয়াছে।[১৪৭] ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ করিয়াছেন যে থেরবাদীগণ বিশ্লেষণাত্মক ধর্মোপদেশের জন্য বিভজ্যবাদী বলিয়া অভিহিত।[১৪৮] পুনরায় উল্লেখ্য যে অভিধম্মপিটকের 'কথাবত্থু' নামক গ্রন্থটিতে থেরবাদ বা বিভজ্যবাদের পরিবর্তে 'সকবাদ' অভিধা গ্রহণ করা হইয়াছে।[১৪৯] পালি সাহিত্যের পণ্ডিতবর্গ যথা, অধ্যাপক Kern, Rhys Davids এবং অপর কয়েকজন মন্তব্য করিয়াছেন যে সমগ্র পালি সাহিত্য থেরবাদী সম্প্রদায়ের মতবাদই প্রকাশ করিতেছে এবং বুদ্ধের আদি ধর্মমতগুলি পালি গ্রন্থসমূহেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[১৫০] যদিও পালি ত্রিপিটক সাহিত্যের মূলভাষা এবং স্থান কাল ইত্যাদি লইয়া বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে। বিনয়পিটকে[১৫১] বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ নিজ নিজ ভাষায় বুদ্ধবচন শিক্ষা করিতে অনুমোদন করিয়াছিলেন। (অনুজানামি ভিক্খবে সকনিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুনিতুং)। তিব্বতীয় ঐতিহ্যে রহিয়াছে যে সর্বাস্তিবাদীগণ তাহাদের ধর্মমত সংস্কৃতে, সম্মিতীয়গণ অপভ্রংশে, মহাসংঘিকগণ একটি বিকৃত ভাষায় (এক ধরণের প্রাকৃত) এবং থেরবাদীগণ পৈশাচী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।[১৫২] এবিষয়ে মধ্য যুগের একটি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি 'বিমলপ্রভা'র[১৫৩] উল্লেখ করা যায় যেস্থানে মন্তব্য করা হইয়াছে যে পিটকগুলি ৯৬টি দেশের ৯৬টি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল।[১৫৪] সেস্থলে পুনরায় উল্লেখ রহিয়াছে যে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সংগীতিকারগণ তথাগতের নির্দেশানুযায়ী (তথাগতনিয়ামেন) ত্রিপিটক সাহিত্য মাগধীভাষায়, সূত্রান্তগুলি সিন্ধুভাষায়, পারমিতাগুলি সংস্কৃতে, মন্ত্রতন্ত্রগুলিও সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, অপভ্রংশে এবং ম্লেচ্ছভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।[১৫৫] যাহা হউক, তিব্বতীয় উপাদান অনুযায়ী থেরবাদীগণের পিটকগুলি ছিল পৈশাচী ভাষায়। পণ্ডিত Grierson এর মতে পৈশাচী ভাষার আবাসস্থল ছিল ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে তক্ষশিলার নিকট কেকয় ও গন্ধার অঞ্চলে এবং ইহা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে ছড়াইয়া কোংকণ উপকূল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল।[১৫৬] পৈশাচী ভাষায় লিখিত 'বৃহৎকথা' নামক একখানি গ্রন্থের কথা জানা যায় যাহা পশ্চিম ভারতের উজ্জয়িনী নামক স্থানের পণ্ডিত গুণাঢ্য রচনা করিয়াছিলেন। পুনরায় ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া সুবিখ্যাত পণ্ডিত Sten Konow পৈশাচীকে বিন্ধ্যপর্বত

অঞ্চলের ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পালি হইল পৈশাচী ভাষার লিখিতরূপ। তিব্বতীয় ইতিবৃত্তেও উক্তমতের সমর্থন মেলে।[১৫৭]

অপরদিকে, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁহার বর্ণনায় মহাযান সম্প্রদায়ের স্থবিরবাদীদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১৫৮] তাঁহার মতে গয়া, কলিঙ্গ ও সুরাটে মহাযানী স্থবিরবাদীশাখার ভিক্ষুগণ বসবাস করিতেন। পুনরায়, তিনি সমতট, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের ভিক্ষুদিগের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কিন্তু মহাযানী ছিলেন না।[১৫৯] তিনি শ্রীলংকারও দুই প্রকার থেরবাদী শাখার বর্ণনা দিয়াছেন যেমন, তিনি মহাবিহারবাসী ভিক্ষুগণকে উল্লেখ করিয়াছেন হীনযান স্থবির রূপে, অভয়গিরিবাসীদিগকে উল্লেখ করিয়াছেন মহাযানী স্থবির রূপে।[১৬০] ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত বলিয়াছেন যে থেরবাদ প্রথম স্থাপিত হয় পাটলিপুত্রে এবং ইহা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হয় ও কাঞ্চী হইয়া অবশেষে সিংহলদেশে দৃঢ়ভাবে স্থায়িত্ব-লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে সুবিখ্যাত টীকাকার ধর্ম্মপাল দক্ষিণের দ্রাবিড় অঞ্চলের মানুষ ছিলেন।[১৬১]

ইহাদের সংকলিত ত্রিপিটক সাহিত্য সম্পর্কে নূতন তথ্য বলিতে হিউয়েন সাঙের বর্ণনার উল্লেখ করা যায় যে তিনি থেরবাদী সূত্র, শাস্ত্র এবং বিনয়ে চৌদ্দটি খণ্ড চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন যদিও এগুলির কোনরূপ নিদর্শন বর্তমানে পাওয়া যায় না।[১৬২]

যাহা হউক, থেরবাদীগণ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ্য বিষয় হইল যে ইহারা বুদ্ধ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে বুদ্ধ একজন মানুষই যদিও তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি একান্ত নিজস্ব প্রচেষ্টায় বোধিজ্ঞানলাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছিলেন।[১৬৩] আবার তাঁহাকে কোন কোন পিটক সাহিত্যে 'দেবাতিদেব' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।[১৬৪] থেরবাদীদিগের মতে বুদ্ধের ধর্মগত ছিল অতি সহজ, সরল। বুদ্ধ বলিয়াছেন পাপ হইতে দূরে থাকা, কুশল কর্ম করা এবং চিত্তশুদ্ধি রাখা এগুলিই প্রধান ধর্ম যেগুলি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা লভ্য হয়। শীল অর্থাৎ সদাচার, সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মোচন। শীল বা সদাচার সাধারণতঃ দশশীল বা দশ শিক্ষা-পদকেই বোঝায়, যেমন প্রাণীহত্যা, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, সুরাপান, বিকালভোজন, নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ, মাল্যসুগন্ধির

ব্যবহাব, উচ্চাসন ব্যবহাব ও সোনাব্‌পা গ্রহণ হইতে বিবত থাকা। দশশীল বৌদ্ধভিক্ষ্‌দেব অবশ্য পালনীয কর্তব্য।[১৬৫] দশটি অকুশল কর্মপথ হইতে বিরতি অর্থেও শীলসম্‌হকে কখনও কখনও বর্ণনা কবা হইযাছে।[১৬৬] দশটি অকুশল কর্মপথ হইল—প্রাণীহত্যা, চৌর্য, ব্যভিচাব, মিথ্যাভাষণ, প্‌ব্‌ষবাক্য, পিশ্‌নবাক্য, সংভিন্নপ্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদ্‌ষ্টি।[১৬৭] তাঁহাদেব মতে সমাধি বা চিত্তেব একাগ্রতাব জন্য চল্লিশটি কর্মস্থান বা সমাধিব আলম্বনে যে কোন একটিকে আশ্রয কবিলে সমাধিলাভ কবা যায।[১৬৮] প্রজ্ঞা অর্থাৎ যাহা জ্ঞানেব উন্মোচন কবে তাহা অপববিদিকে অবিদ্যাব্‌প অন্ধকাব দ্‌ব কবে। প্‌নরায প্রজ্ঞাব অন্‌শীলনে চাবি আর্যসত্যে ও প্রতীত্যসম্‌ৎপাদ বা কার্যকাবণনীতি যাহা চক্রাকাবে বর্ণিত—সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয। এই কার্যকাবণনীতিব বৈশিষ্ট্য হইল দ্‌ঃখেব উৎপত্তি ও নিবোধ প্রদর্শন। থেববাদীদেব জগৎ ও আত্মা সম্পর্কে মতবাদও কোনব্‌প জটিলতাবর্জিত। তাঁহাদেব মতে জগতেব সকল বস্তুই অনিত্য, দ্‌ঃখময ও অনাত্ম। উপবন্তু জগতের সকল জীব ও বস্তুই ক্ষণভঙ্গ্‌ব ও বিনাশধর্মী। কাবণ উৎপাদ ও বিনাশশীল সকল সংস্কৃত ধর্ম যথা—ব্‌প, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব ও বিজ্ঞান-এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। জাতি, জবা ও মবণ এগ্‌লি সংস্কৃত ধর্মেবই লক্ষণ। থেববাদীদেব মতে মধ্যমমার্গ বা মজ্ঝিমপটিপদাই হইল ম্‌ক্তিব পথ। অসংযত ভোগ ও কঠোব তপস্যা উভযই নিন্দনীয ও পবিত্যাজ্য।[১৬৯] ভগবান্‌ ব্‌দ্ধেব নির্দেশিত মধ্যমপন্হাকে আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গেব সাহায্যে ব্যাখ্যা কবা হইযাছে।[১৭০] চতুরার্যসত্যই থেববাদীদেব ম্‌লস্‌ত্র। যথা—দ্‌ঃখ, দ্‌ঃখসম্‌দয়, দ্‌ঃখনিবোধ ও দ্‌ঃখনিবোধগামিনী পটিপদা। প্‌নবায, দ্‌ঃখনিবোধগামিনীপটিপদা বা দ্‌ঃখনিবোধেব উপায়কে আর্যঅষ্টাংগিকমার্গেব সাহায্যে ব্যাখ্যা কবা হইযাছে। দীঘ-নিকাযেব মহাপবিনিব্বান স্‌ত্তন্তে ব্‌দ্ধেব বাণী উক্ত বহিযাছে যে চাবি আর্য-সত্যেব জ্ঞান ও উপলব্ধিব অভাবেব জন্যই আমাদিগকে জন্ম হইতে জন্মান্তবে ভ্রমণ কবিতে হইযাছে।[১৭১] এই সত্য অন্‌পলব্ধিব জন্যই জীবগণ সংসাবে বাবংবাব জন্মগ্রহণ কবেন ও অশেষ ক্লেশ ভোগ কবেন। ইহাব পব আসে কর্মবাদেব কথা। ব্‌দ্ধেব কর্মবাদ থেববাদীদিগেব পিটকসাহিত্যে এক অনন্যসাধাবণ স্থান লাভ কবিযাছে। তাঁহাব মতে কর্মেব সাহায্যেই মান্‌ষ স্‌ফল বা কুফল লাভ কবে। ব্‌দ্ধ কর্মেব উপব জোব দিয়া বলিযাছেন যে

‘কর্মই’ আমার সম্পদ, কর্মই আমার উত্তরাধিকারী, কর্মই আমার গতি, কর্মই আমার বন্ধু, কর্মই আমার আশ্রয়, কল্যাণকর বা পাপ যে কর্মই করি না কেন আমি সেটির উত্তরাধিকারী হইব। (কম্মস্সকোম্হি কম্মদায়াদো, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণো, যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দায়াদো ভবিস্সামি।) থেরবাদীগণের চরম আদর্শ হইল অর্হত্ত্ব-প্রাপ্তি বা নির্বাণ লাভ। পালি সাহিত্যে নির্বাণলাভের চারিটি স্তরের কথা বলা হইয়াছে যথা—স্রোতাপন্ন বা সোতাপন্ন (যিনি নির্বাণ লাভের জন্য সাধনার স্রোতে ভাসিয়াছেন), সকৃদাগামী বা সকদাগামী (অর্থাৎ যাহাকে নির্বাণলাভের জন্য ইহ জগতে আর একবার মাত্র জন্ম নিতে হয়), অনাগামী (যাহাকে নির্বাণলাভের জন্য আর জন্ম নিতে হয় না) ও অর্হৎ[১৭২] (যিনি অরি অর্থাৎ ক্লেশ হনন বা হত করিয়াছেন)। সুতরাং যিনি পরমপদ নির্বাণ লাভ করেন তিনি হন অর্হৎ। নির্বাণ সকল প্রকার পার্থিব দুঃখ, বাসনা ও মোহমুক্ত অবস্থা যাহা অনির্বচনীয় ও যাহা বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। পরবর্তীকালে, থেরবাদী সম্প্রদায়ের আচার্য অনুরুদ্ধ (৮-১২ শতাব্দী) ‘অভিধম্মত্থসংগহ’ নামক গ্রন্থে নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া অভি-ধর্মের সারতত্ত্ব চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ সম্পর্কে সুন্দর তথ্যবহুল আলোচনা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তিব্বতীয় উপাদানে থেরবাদ শাখার স্রষ্টা হিসাবে মহাকাত্যায়নের উল্লেখ করা হইয়াছে[১৭৩] যিনি অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোতের আচার্যের শিষ্য ছিলেন। যদিও পালি ঐতিহ্যে বিনয়ধর হিসাবে উপালিকেই বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার পরবর্তীকালের শিষ্যপরম্পরার নামোল্লেখও পালি গ্রন্থগুলিতে রহিয়াছে।[১৭৪] সারনাথ শিলালিপি ও নাগার্জুনকোণ্ডা শিলালিপিতেও প্রাচীনকাল হইতেই থেরবাদী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে।[১৭৫] দক্ষিণ ভারতের সুপণ্ডিত Ayengar Swami বলিয়াছেন যে কাঞ্চিপুরমের পার্শ্ববর্তী স্থানে থেরবাদী সম্প্রদায় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।[১৭৬] বস্তুতঃ আচার্য বুদ্ধঘোষ এবং ধম্মপালও কাঞ্চিপুরমে তাঁহাদের থেরবাদী ধর্মশিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে রাজা অশোকের রাজত্বকালে অশোকের পুত্র মহিন্দ সিংহল দ্বীপে (শ্রীলংকায়) থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত স্থান হইতেই থেরবাদ মতবাদ ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার), থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি স্থানে বিস্তারলাভ করে।

(২) সর্বাস্তিবাদ

মহাসংঘিকশাখার ন্যায়স্থবিরবাদ বা থেরবাদ অন্ততঃ একাদশটি বা তাহারও অধিক শাখাতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বাস্তিবাদ উক্ত একাদশটি থেরবাদ বা হীনযানের শাখাগুলির মধ্যে ছিল অন্যতম।[১৭৭] তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী রাহুলভদ্র ছিলেন সর্বাস্তিবাদশাখার প্রতিষ্ঠাতা।[১৭৮] কথিত আছে, রাহুলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব ছিলেন রাহুলভদ্রের গুরু[১৭৯]। সর্বাস্তিবাদীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল মথুরা কিন্তু পরবর্তীকালে গন্ধার এবং কাশ্মীরে ইহা স্থানান্তরিত হয়।[১৮০] ইহা জানা যায় যে, অশোকের সময় হইতে কণিষ্কের সময়কাল পর্যন্ত সর্বাস্তিবাদ মতবাদ উত্তর ভারতে বিশেষ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।[১৮১] কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে উক্ত ধর্মমত মধ্য এশিয়ায় এবং চীনদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।[১৮২] থেরবাদী-গণের অপর একটি শাখা মূলসর্বাস্তিবাদীদের বিনয় গ্রন্থে[১৮৩] ও অশোকা-বদানের চীনা অনুবাদে[১৮৪] মথুরায় বৌদ্ধধর্মের বহুল বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে[১৮৫] যেস্থলে সর্বাস্তিবাদ শাখার সুপণ্ডিত ভিক্ষু উপগুপ্ত সম্পর্কেও বহু তথ্য রহিয়াছে।[১৮৬] অভিধর্মকোশব্যাখ্যা নামক গ্রন্থে উপগুপ্ত বিরচিত 'নেতৃপদশাস্ত্র' গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত সর্বাস্তিবাদীশাখার উৎপত্তির সময় কাল মহীশাসক ও মহাসংঘিকদিগের উৎপত্তির কিয়ৎকাল পরে বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্বাস্তিবাদ শাখা আদৌ বসুমিত্রের বা অন্যান্য পরবর্তীকালের লেখক-দিগের মতানুযায়ী থেরবাদ হইতে সরাসরি উদ্ভূত নহে।[১৮৭] ডঃ দত্ত পুনরায় বলিয়াছেন যে থেরবাদের অপরশাখা মূলসর্বাস্তিবাদের সহিত সর্বাস্তি-বাদের বহুলাংশে পার্থক্য ছিল, বস্তুতঃ মূলসর্বাস্তিবাদীগণ সর্বাস্তিবাদীদের মতবাদগুলিকে পরিবর্তন করিয়া নিজেদের মত করিয়া লইয়াছিলেন।[১৮৮] এস্থলে উল্লেখ্য যে সর্বাস্তিবাদীগণ বৈভাষিক নামেও পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।[১৮৯] পরবর্তীকালের সর্বাস্তিবাদীগণ বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলি হইতে তাহাদের বিভাষা বা টীকাভাষ্যের উপর বেশি জোর দিয়াছিলেন এবং এই কারণে তাঁহারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট 'বৈভাষিক' নামে চিহ্নিত হইয়াছিলেন।[১৯০] এই সম্প্রদায়টির অপর নামগুলি ছিল হেতুবাদ ও মুরুন্তক।[১৯১] কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক সর্বাস্তিবাদ শাখার একজন প্রধান

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১৯২] কথিত আছে, কণিষ্ক এক বৌদ্ধভিক্ষুব নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যযনকালে বিভিন্ন সম্প্রদাযেব বিভিন্ন মতামত জ্ঞাত হইযা কোন মতটি গ্রহণীয তাহা স্থিব কবিতে না পাবিযা একটি বৌদ্ধ সংগীতিব আহ্বান কবেন। বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসে ইহা চতুর্থ সংগীতি নামেই পবিচিত।[১৯৩] ইহা জানা যায যে উক্ত সংগীতিতে বিনয, সূত্র ও অভিধর্মেব গ্রন্থগুলি সংকলিত কবিযা একটি স্তূপে বাখিযা দেওযা হইযাছে, যদিও তাহা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয নাই।[১৯৪] গ্রন্থগুলিব ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং এই কাবণে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে কবেন যে যেহেতু মহাযান সম্প্রদাযেব গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে বচিত সেহেতু সর্বাস্তিবাদ শাখাটিও মহাযান সম্প্রদাযভুক্তই।[১৯৫] অপব উল্লেখযোগ্য বিষয হইল যে কাশ্মীবে কণিষ্কেব সমযকালে প্রাপ্ত সাহ-জী-কি-ঢোবী নামক স্থানে প্রাপ্ত ধাতুভস্ম সম্বলিত পাত্রেব লেখ হইতে জানা যায যে সর্বাস্তিবাদী শাখাব আচার্যগণকে ঐগুলি উৎসর্গ কবা হইযাছিল।[১৯৬] পুনবায সর্বাস্তিবাদী শাখাব অনুগামী আচার্য বসুবন্ধুব কথা উল্লেখ কবা যায যিনি তাঁহাব 'অভিধর্মকোশ' গ্রন্থে প্রাচীন সর্বাস্তিবাদ মতবাদ ব্যতিবেকে কাশ্মীবেব বৈভাষিকদিগেব মতবাদই প্রচাব কবিযাছিলেন।[১৯৭] বস্তুতঃ কাশ্মীব ও গন্ধাবে বৈভাষিক মতবাদই বহুল প্রচাবিত ছিল।[১৯৮] অধ্যাপক Takakusu তাঁহাব প্রবন্ধে বৈভাষিকগণকে সর্বাস্তিবাদী হইতে পৃথক কবিযা দেখাইযাছেন।[১৯৯] পুনবায অধ্যাপক Przyluski সর্বাস্তিবাদ মতবাদেব উৎপত্তিব সমযকাল স্থাপন কবিযাছেন দ্বিতীয বৌদ্ধ সংগীতিব অনুষ্ঠানেব সময হইতে।[২০০] তাঁহাব মতে যশ থেব প্রধানতঃ তাঁহাব সংগীতিতে দুইটি স্থান হইতে ভিক্ষু সংগ্রহ কবিযাছিলেন যথাক্রমে, কৌশাম্বী-অবন্তী এবং মথুবা হইতে। অতঃপব বলিতে পাবা যায যে জনশ্রুতি অনুযাযী কৌশাম্বী-অবন্তী হইতে থেববাদী এবং মহীশাসক শাখা এবং পববর্তী স্থান মথুবাতে সর্বাস্তিবাদী শাখাব উদ্ভব হয।[২০১] সর্বাস্তিবাদ নামকবণেব যুক্তি হইল এই যে এই শাখাব মতবাদ 'সকল বস্তুই অস্তিত্বশীল' (সর্বং অস্তি) যাহাব বীজ সংযুক্ত নিকাযে[২০২] লভ্য হয। সর্বাস্তিবাদীগণ থেববাদী অন্যান্য শাখাগুলিব মধ্যে একমাত্র বাস্তববাদী (realist) বলিযা উল্লিখিত।[২০৩] অপব একটি উল্লেখযোগ্য বিষয হইল এই যে কোনও কোনও গ্রন্থে দেখা যায যে সর্বাস্তিবাদীগণ অশোককে তাঁহাদেব পৃষ্ঠপোষক বূপে বর্ণনা কবিযাছেন[২০৪] এবং তাঁহাবা

অশোকের আচার্য হিসাবে মোগ্গলিপুত্ত তিস্সের পরিবর্তে উপগুপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায় সর্বাস্তিবাদীদিগের অবদান সাহিত্যেও অশোক সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে।[২০৫] তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ বলিয়াছেন যে অপরান্ত, কাশ্মীর ও তুখার নামক স্থানের সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষুদিগকে মুক্তহস্তে দান করা হইত।[২০৬]

সর্বাস্তিবাদ মতবাদের উৎপত্তির সময়কাল বুদ্ধের পরিনির্বাণের ১৫০ বৎসর পরেই ধরা যায়।[২০৭] বসুমিত্রের 'সময়ভেদোপরচনচক্র' গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে সর্বাস্তিবাদী মতবাদ স্থবিরবাদীদিগের হইতে উদ্ভব হয় ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে।[২০৮] ভব্য, বিনীতদেব এবং ইৎসিং এর বর্ণনাতেও উক্ত মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়।[২০৯] ইৎসিং বৌদ্ধ সংঘের চারটি প্রধান বিভাজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—সর্বাস্তিবাদ, স্থবিরবাদ, সম্মিতীয়বাদ ও মহাসংঘিকবাদ।[২১০] ইহা ব্যতীত, দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত কিছু লিপি পাওয়া যায় যেগুলি মথুরা, পেশোয়ার, কাশ্মীর ও বালুচিস্তানে সর্বাস্তিবাদ মতবাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।[২১১]

সর্বাস্তিবাদীদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বলা যায় তিব্বতীয় উপাদানের সমর্থনে প্রাপ্ত পূর্ব তুর্কীস্থান ও গিলগিটে পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায় যে সর্বাস্তিবাদীদের সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত[২১২] এবং ইহাদের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম সম্বলিত সম্পূর্ণ ত্রিপিটক সাহিত্যও ছিল।[২১৩] ইহাদের সাহিত্যের প্রধানতঃ চীনা ও তিব্বতীয় অনুবাদ লভ্য হয়। উক্তি পাণ্ডুলিপি মধ্য এশিয়া, পূর্ব তুর্কীস্তান, গিলগিট ও নেপালে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, মাধ্যমিকবৃত্তি, সূত্রালঙ্কার, দিব্যাবদান, অভিধর্মকোশ ইত্যাদি গ্রন্থগুলির উক্তি হইতে বলা যায় যে সর্বাস্তিবাদীগণ হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।[২১৪] এক্ষেত্রে সাহিত্য-গুলি সর্বাস্তিবাদীদিগের না মূলসর্বাস্তিবাদীদিগের তাহা লইয়া মতভেদ আছে। আপাতদৃষ্টিতে দুইটি শাখার সাহিত্য অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কারণ উভয় শাখার আগম অর্থাৎ নিকায় সাহিত্য একই। কিন্তু বিনয়ের গ্রন্থগুলি ও কিছু অবদানগ্রন্থের উপস্থাপনায় দুইটি শাখার মধ্যে পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে।[২১৫] ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত তাঁহার গ্রন্থে সর্বাস্তিবাদীদের সাহিত্যগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

কথিত আছে, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিং চীনদেশে সর্বাস্তিবাদীদের পিটক গ্রন্থগুলি লইয়া গিয়াছিলেন[২১৬] এবং হিউয়েন সাঙ স্বয়ং ছয়শত সাতটি বৌদ্ধ পিটকগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীনাভাষায় অনুদিত করেন।[২১৭] ইহার মধ্যে সূত্র, বিনয় এবং শাস্ত্র (অভিধর্ম) মিলাইয়া ৬৭টি গ্রন্থ হইল সর্বাস্তিবাদীদিগের।[২১৮] Yamakami Sogen, Sylvain Levi, La Vallee Poussin, Stcherbatsky, Rosenberg ও অন্যান্য বহু পণ্ডিত ইহাদের ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। উপরন্তু সর্বাস্তিবাদীদের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলিও বর্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে।[২১৯]

যাহা হউক, সর্বাস্তিবাদী ও থেরবাদীদিগের তত্ত্ব ও নিয়মগুলির পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উভয় মতবাদের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।[২২০] যেমন—যৌগিক বস্তুর অনিত্য মতবাদ, কর্মবাদ, নির্বাণবাদ (কেবলমাত্র ক্লেশাদি নিবারণের দ্বারাই যা লব্ধ হয়) ইত্যাদি।[২২১] পুনরায় জ্ঞানপ্রস্থান সূত্রে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তনাদি, অষ্টাদশ ধাতু ও দ্বাদশ কার্য-কারণনীতিযুক্ত প্রতীত্যসমুৎপাদ, ত্রিলোক (কাম, রূপ ও অরূপধাতুযুক্ত), চারিজন্ম (অণ্ডজ, সংস্বেদজ, জরায়ুজ ও ঔপপাতিক)[২২২] এবং চতুরকল্প[২২৩] (অন্তর, মহা, সার ও শূন্যকল্প) সম্পর্কে সর্বাস্তিবাদীগণ থেরবাদীদের মতবাদই অনুসরণ করিয়াছিলেন বলা যায়।[২২৪] ইহাদের মত হিসাবে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায় পঞ্চস্কন্ধের। সর্বাস্তিবাদীগণ 'পঞ্চস্কন্ধ' অর্থাৎ যাহার দ্বারা একটি দেহ সংগঠিত হয় তাহাতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এগুলিকে তাঁহারা পঁচাত্তরটি উপাদানে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারা মনে করিতেন উপাদানগুলির মৃত্যু নাই, অস্তিত্ব পরম্পরায় এগুলি স্থিত থাকে।[২২৫] সেই কারণে বর্তমান দেহ অতীতের ফলশ্রুতি ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ। পঁচাত্তরটি উপাদান বা দ্রব্যের মধ্যে ৭২টি দ্রব্য অনিত্য ও সংস্কৃত (compounded) ধাতু ও অবশিষ্ট তিনটি যথা—আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ অসংস্কৃত ও নিত্য।[২২৬] পুনরায় ৭২টি সংস্কৃত ধর্মকে প্রধান চারিটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং উক্ত ৭৫টি ধাতু পরস্পর কার্যপরম্পরায় যুক্ত হেতু ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে। এই কারণে উক্তশাখাটির অনুগামীদিগকে হেতুবাদীও বলা হয়।[২২৭] সর্বাস্তিবাদ মতে বুদ্ধ যখন 'অনিত্যের' কথা বলিয়াছেন তখন তিনি উপাদান দ্বারা গঠিত যৌগিক বস্তুর অনিত্য ভাবই বুঝাইয়াছেন,

উপাদানগুলির অনিত্যভাব বোঝান নাই। অর্থাৎ তাঁহারা উপাদানগুলি নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী বলিয়াছেন। সর্বাস্তিবাদ আচার্যদিগের 'ত্রিকালসৎ'— ব্যাখ্যাতে থেরবাদীদের সহিত মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায় পালি 'কথাবত্থু' গ্রন্থে। এস্থলে সর্বাস্তিবাদ শব্দটির অর্থ ও ইহার বিভিন্ন শাখাগুলির দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা রহিয়াছে। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে কেবলমাত্র বর্তমানেই নহে, ধর্মমাত্রই ত্রিকাল সৎ অর্থাৎ ধর্মের অনাগত, বর্তমান ও অতীত এই তিনকালের অস্তিত্বই ইঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[২২৮] প্রাচীন ভারতে ত্রিকালবাদ লইয়া কেবলমাত্র বৌদ্ধ আচার্যগণের মধ্যে নহে, ন্যায়, ব্যাকরণ, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রের আচার্যদিগের মধ্যেও বিস্তর মতপার্থক্য ছিল।[২২৯] পুনরায় বলা যায়[২৩০] সাংখ্যের সৎকার্যবাদের সহিত সর্বাস্তিবাদ মতবাদের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে। বুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণা থেরবাদীগণেরই অনুরূপ এবং বুদ্ধকে তাঁহারা দিব্যভাবযুক্ত মানুষ বলিয়াছেন।[২৩১] অর্হৎ সম্পর্কে সর্বাস্তিবাদীদিগের মতবাদ হইল যে অর্হৎদিগের চ্যুতি আছে। সকল অর্হৎ অনুৎপাদ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। ইহারা প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের অধীন ও অতীত কর্মের ফল ভোগ করেন।[২৩২] তাঁহাদের মতে একজন স্রোতাপন্নের অর্থাৎ যিনি নির্বাণলাভের চারিটি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরে উপনীত হইয়াছেন তাঁহার কিন্তু চ্যুতি নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে তীর্থিকগণও অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জীবের অন্তরাভাবে অর্থাৎ জীবের বর্তমান জীবন ও পরবর্তী জীবনের অন্তরের অস্তিত্বে ইহাদের বিশ্বাস ছিল। ইহারা বোধিসত্ত্বদের সাধারণ মানুষ (পৃথকজন) বলিয়াই মনে করিতেন।[২৩৩] তাঁহাদের মতে সাধারণ মানুষও রাগ ও ক্রোধ (প্রতিঘ) ধ্বংস করিতে পারেন। তাহারা একাধারে সর্ববস্তুর স্থায়িত্বে বিশ্বাসী কিন্তু জীবের নিত্যতায় অবিশ্বাসী। পুনরায় উল্লেখ করা যায় ইঁহাদের মতে সমাহিত অবস্থায় সাধক কথা বলিতে পারেন এবং সমাহিত অবস্থায় কাহারও মৃত্যু ঘটে না।[২৩৪]

পরিশেষে সর্বাস্তিবাদী শাখাগুলি আলোচনা করা যায়। পণ্ডিত বসু-মিত্রের মতে স্থবিরবাদ হইতে প্রথমে সর্বাস্তিবাদ ও পরবর্তী সময়ে সর্বাস্তিবাদ হইতে মহীশাসক, কাশ্যপীয় ও সংক্রান্তিকবাদ উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় মহীশাসক হইতে ধর্মগুপ্তিক মতবাদের উৎপত্তি।[২৩৫]

যাহা হউক, বর্তমানে স্থবিরবাদের অন্যান্য শাখাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

(৩) মহীশাসক

উপরোক্ত শাখাটির উৎপত্তি লইয়া বিভিন্ন প্রকার মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। পালি উপাদান অনুযায়ী এই সম্প্রদায়টির উৎপত্তি হয় বাৎসীপুত্র সম্প্রদায়ের সহিত স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের মিলন হইতে।[২৩৬] অপরদিকে ইহাদের উপাদান অনুযায়ী মহীশাসক হইতে সর্বাস্তিবাদ মতবাদের উৎপত্তি।[২৩৭] ডঃ নলিনাক্ষ দত্তের মতে মহীশাসকগণই অন্যান্য থেরবাদী শাখার মধ্যে সর্বপ্রথম বিভক্ত হইয়াছিল এবং মহীশাসক হইতেই সর্বাস্তিবাদ ও অন্যান্য উপশাখা-গুলি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়।[২৩৮] বস্তুতঃ ইহা জানা যায় যে মহীশাসক সম্প্রদায়টির মধ্যে দুইটি ভাগ ছিল যাহা দুইটি পৃথক পৃথক সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল।[২৩৯] যেমন, পূর্ব মহীশাসক দলটি সম্ভবতঃ প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির সময়কালের দক্ষিণগিরির পুরাণ স্থবিরের[২৪০] দ্বারাই সৃষ্ট। কথিত আছে, পুরাণ স্থবির বুদ্ধের নির্দেশিত খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে বিনয়নিয়ম বিরুদ্ধ সাতটি নূতন নিয়মের প্রচলন করেন।[২৪১] মহী-শাসকদের বিনয়পিটকে পুরাণ স্থবিরকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। ফলস্বরূপ পুরাণ স্থবির ও তাঁহার অনুগামীদিগের একটি দলগঠন করিবার ইংগিত পাওয়া যায় যদিও কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া তাহাদের সুস্পষ্ট কোন পরিচিতি ছিল না।[২৪২] অধ্যাপক Przyluski তাঁহার গ্রন্থে চৈনিক উপাদানগুলি হইতে প্রাপ্ত মহীশাসক ও ধর্মগুপ্তক বিনয়গ্রন্থগুলি সম্পর্কে বিবৃতিকালে পুরাণ স্থবিরের মতবাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।[২৪৩] উক্ত গ্রন্থানুসারে ইহা জানা যায় যে মহীশাসক গোষ্ঠীর স্থবির কৌণ্ডিণ্য ছিলেন প্রধান স্থানে এবং পুরাণ স্থবিরকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে।[২৪৪] উপরন্তু মহীশাসক বিনয়ে বিবরণ রহিয়াছে যে প্রথম সংগায়নের পরে পুনর্বার শাস্ত্রগুলি আবৃত্তি করা হইয়াছিল এবং সর্বসমক্ষে পুরাণের মতবাদগুলি স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল।[২৪৫] 'জাতকঅট্ঠকথা' নামক গ্রন্থের সূচনায় স্থবির বুদ্ধদেব উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার এক মহীশাসক সম্প্রদায়ের বন্ধুর প্ররোচনায় তিনি 'জাতকঅট্ঠকথা' গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন।[২৪৬] অধ্যাপক Przyluski পুনরায় বিবৃত করিয়াছেন যে

মহীশাসক সম্প্রদায় 'মহাবন্তক' নামেও পরিচিত ছিলেন এবং চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন মহীশাসক বিনয়ের প্রচলন শ্রীলংকায় ৫ম শতাব্দীতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[২৪৭] তাঁহার মতে, মহীশাসক সম্প্রদায় মহিংসকমণ্ডল ও অবন্তীতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, অতঃপর সিংহলেও ইহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলে জানা যায়।[২৪৮] ইহা ব্যতীত, Przyluski 'নাগার্জুনকোণ্ডা লেখের' উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে বনবাসী রাজ্যের রাণী নাগার্জুনকোণ্ডাতে একটি স্তম্ভ ও বিহার তৈয়ারী করাইয়া মহীশাসক সম্প্রদায়ের আচার্যদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।[২৪৯] ইহারা বনবাসীরাজ্যে বা দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সাক্ষ্যও বহন করে।[২৫০]

যাহা হউক, বসুমিত্র মহীশাসকদিগের মতবাদ সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। থেরবাদী সম্প্রদায়ের ন্যায় মহীশাসকগণ কেবলমাত্র বর্তমান অস্তিত্বেই বিশ্বাসী ছিলেন।[২৫১] তাহাদের মতে নয়টি অসংস্কৃত ধর্ম হইল—(১) প্রতিসংখ্যানিরোধ বা জ্ঞানসহযোগে নিবৃত্তি (২) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বা জ্ঞানহীন নিবৃত্তি অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে কার্য-গুলির নিবৃত্তি ঘটা (৩) আকাশ বা মহাশূন্য (৪) আনেঞ্জতা বা নিশ্চলতা (৫) কুশলধর্মতথতা বা কুশল ধর্মের গুণাগুণ (৬) অকুশল-ধর্মতথতা বা অকুশলধর্মের গুণাগুণ (৭) অব্যাকৃতধর্মতথতা অর্থাৎ কোন ধর্মই নয়, এটিও নয় অপরটিও নয় (৮) মার্গাংগতথতা বা পথের অংগের গুণাগুণ এবং (৯) প্রতীত্যসমুৎপাদতথতা বা প্রতীত্যসমুৎপাদনের গুণাগুণ।[২৫২] শেষোক্তটি অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদতথতা মহাসংঘিকদিগের তালিকায়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

মহীশাসকগণ থেরবাদীদের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন যে অর্হৎদিগের ধর্ম-জীবনে চ্যুতির কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম স্তরে অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গে[২৫৩]উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের কিন্তু চ্যুতির সম্ভাবনা আছে।[২৫৪] মহীশাসকদিগের মতে দেবতাগণই কেবলমাত্র পবিত্র জীবনের অধিকারী হন বলা যায় না এবং কখনও তীর্থিকগণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইতে পারেন না।[২৫৫] ইহারা বুদ্ধকে সাধারণ মানুষ হিসাবে পরি-গণিত করিয়াছেন যেহেতু বুদ্ধ সংঘেরই অন্তর্ভুক্ত সেহেতু বুদ্ধকে দান দেওয়া অপেক্ষায় সংঘকে দান করা অধিকতর শুভফলদায়ক বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহারা বুদ্ধ অপেক্ষা সংঘের গুরুত্ব অধিকতর বলিয়া মনে করিতেন।[২৫৬]

ইহাদের মতে কামধাতুলোকে সাধারণ লোকের রাগ ও প্রতিঘ (ক্রোধ) বিনাশ হয় না। সংস্কার প্রতি মুহূর্তেই ধ্বংস হয়। ইন্দ্রিয়ের উপাদানগুলি যথা—চিত্ত ও চৈতসিক পরিবর্তনশীল। ইহারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে শীলবিষয়ক তিনটি মার্গ যথা সম্যক্‌বাক্য, সম্যক্‌কর্মান্ত ও সম্যক জীবিকাকে মার্গলাভের উপায় হিসাবে ধরেন নাই। কারণ তাঁহাদের মতে এগুলির সহিত মানসিক কর্মের যোগ নাই। তাঁহারা বর্তমান জীবন এবং পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বের মধ্যে কোন অন্তরাভাব মানিতেন না।[২৫৭]

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে পূর্বমহীশাসকগণ ও উত্তর মহীশাসকদিগের মতবাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। সর্বাস্তিবাদীদের ন্যায় পরবর্তী মহীশাসকদল অতীত, অনাগত ও অন্তরাভাবের অস্তিত্ব মানিতেন। স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুগুলি সূক্ষ্ম বীজ হিসাবে ইহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। যাহা হউক, এককথায় বলা যায় যে পূর্ব মহীশাসকদের সহিত স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের এবং উত্তর মহীশাসকদের সহিত সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল।[২৫৮]

(৪) কাশ্যপীয়

ডঃ অনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাশ্যপীয়দিগকে সর্বাস্তিবাদীরই একটি শাখা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন[২৫৯] যদিও উভয় শাখার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।[২৬০] অপরদিকে স্থবিরবাদী বা বিভজ্যবাদীদিগের সহিত কাশ্যপীয় মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।[২৬১] ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত কাশ্যপীয়দের তিনটি উপাদানে প্রাপ্ত তিন প্রকারের পরিচিতির উল্লেখ করিয়াছেন যেমন—স্থাবিরীয়, সদ্ধর্মবর্ষক বা সুবর্ষক।[২৬২] স্থবিরবাদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্থাবিরীয়। 'সদ্ধর্মবর্ষক' নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় ভব্যের গ্রন্থে। পুনরায় অপর নাম 'সুবর্ষক' তারনাথের তিব্বতীয় উপাদানে এবং Ch'en lun-এর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।[২৬৩]

কাশ্যপীয়দিগের সাহিত্য সম্পর্কে Prof Przyluski লিখিয়াছেন যে ইহাদেরও ধর্মগুপ্তকদিগের সমতুল্য ত্রিপিটক ছিল, যথা,—বিনয়পিটকের পাঁচটি বিভাগ—ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ, ভিক্ষুনী প্রাতিমোক্ষ, কঠিন, মাতৃকা এবং একোত্তর, সুত্তপিটকের পাঁচটি বিভাগ যথা, দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, একোত্তরাগম, সংযুক্তাগম এবং ক্ষুদ্রকাগম ও অভিধর্মপিটকের সাতটি বিভাগ, যথা—

সপ্রশ্নকবিভংগ, অপ্রশ্নকবিভংগ, সংগ্রহ ও অন্যান্য ধর্মগুপ্তিক অভিধর্মপিটকের গ্রন্থগুলি।[২৬৪]

গ্রন্থকার বসুমিত্র কাশ্যপীয় মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।[২৬৫] অর্হৎদিগের সম্পর্কে কাশ্যপীয়গণ বলিয়াছেন যে ইহারা ক্ষয়জ্ঞান ও অনুৎপাদজ্ঞানসম্পন্ন এবং অর্হৎগণ বীতরাগসম্পন্ন। সংস্কারগুলি ইহাদের মতে প্রতি মুহূর্তেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতীত কর্মের ফলে সংস্কারের উৎপত্তি হয়, বিপাক ফলও আছে বলিয়া ধরা হয়। পালি 'কথাবত্থু' গ্রন্থটিতে[২৬৬] কাশ্যপীয় মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে কাশ্যপীয়গণ সর্বাস্তিবাদ ও স্থবির বা বিভজ্যবাদদিগের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন।[২৬৭]

(৫) সংক্রান্তিকবাদ বা সৌত্রান্তিকবাদ

পালি সাহিত্যের উপাদান অনুযায়ী সংক্রান্তিকবাদ কাশ্যপীয় সম্প্রদায়েরই একটি শাখা এবং 'সৌত্রান্তিক' সংক্রান্তিকবাদ হইতে উৎপন্ন। পুনরায় ইহা জানা যায় যে সংক্রান্তিক হইতে পরিশেষে উদ্ভব হয় সুত্তবাদীগণের।[২৬৮] কিন্তু প্রখ্যাত লেখক বসুমিত্রের মতে সম্প্রদায় দুইটি এক এবং অভিন্ন।[২৬৯] বসুমিত্রের মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণের চারি শতাব্দী পরে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় সর্বাস্তিবাদ হইতে যাহা সৌত্রান্তিক বা সংক্রান্তিক নামেই পরিচিত।[২৭০] ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত সম্প্রদায়টির প্রাচীনত্বের সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সংক্রান্তিক অর্থাৎ 'একটি অস্তিত্ব হইতে অপর একটি অস্তিত্বে রূপান্তর' ছিল ইহাদের প্রধান মতবাদ।[২৭১] অর্থাৎ সংক্রান্তিক নামটি হইতেই জানা যায় যে উক্ত সম্প্রদায়টি সংক্রান্তিতে অর্থাৎ সত্তার দেহান্তর প্রাপ্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন।[২৭২] বসুমিত্র উক্ত ধর্মমত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহা স্কন্ধ ধর্মের রূপান্তর স্বীকার করিয়াছে অর্থাৎ 'একটি অস্তিত্ব হইতে অপর একটি অস্তিত্বে' রূপান্তর যাহা সম্মিতীয় মতবাদ—'কেবলমাত্র পুদ্গলেরই দেহান্তর ঘটে'—ইহার বিরুদ্ধবাদী। এক্ষেত্রে মহাসংঘিকদিগের মতবাদ উল্লেখযোগ্য যে ইহা একটি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান যাহা সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত থাকে এবং এই শাখাটি সূক্ষ্মবিজ্ঞানতত্ত্ব মহাসংঘিকদিগের হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহা যোগাচার সম্প্রদায়েরও মতবাদ।[২৭৩] বুদ্ধ সম্পর্কে সৌত্রান্তিকদিগের বিশ্বাস হইল এই যে সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধ হইবার শক্তি নিহিত রহিয়াছে যাহা

মহাযানদিগের ধর্মমতের একটি অংগবিশেষ।[২৭৪] অপরদিকে ইহারা বলিয়াছেন যে একই সময়ে একই সঙ্গে অনেক বুদ্ধের আবির্ভাব হইতে পারে না, বুদ্ধরা যুগপৎ আবির্ভূত হন। ইহাদের মতে অর্হৎদিগের দেহ পবিত্র, কারণ ইহা জ্ঞান হইতে উদ্ভূত।[২৭৫] স্কন্ধের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইহাদের মতবাদ উল্লেখ করিয়া বসুমিত্র বলিয়াছেন যে আর্যমার্গ (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ) ব্যতীত স্কন্ধের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে না। অর্থাৎ ইহা পরিস্ফুট হইতেছে যে ইহাদের মতে স্কন্ধগুলি সূক্ষ্মই হোক বা স্পষ্টই হোক এগুলি নির্বাণেই শেষ হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন বৌদ্ধদিগের স্কন্ধের ক্ষণিক অস্তিত্বের মতবাদের বিরোধী।[২৭৬] স্কন্ধ যেগুলি এক-স্বভাবজাত (একরস) বা এককভাবেই বাস্তব এবং যেগুলির পাঁচটি বিভিন্নতা নাই সেগুলি একটি অস্তিত্ব হইতে অপর একটি অস্তিত্বে স্থিত হয়। ভাব-বিবেক[২৭৭] তাঁহার তর্কজাল গ্রন্থে[২৭৮] এই সম্প্রদায় সম্পর্কে বলিয়াছেন যে পুদ্গলের বাস্তববাদিতায় ইহারা বিশ্বাসী ছিলেন যাহা ব্যাখ্যা করা যায় না, যাহা স্কন্ধ হইতে পৃথকও নহে আবার অভিন্নও নহে।[২৭৯] এক্ষেত্রে সম্মিতীয়দিগের 'পুদ্গল' সম্পর্কীয় মতবাদের উল্লেখ করা যায় যেগুলির লয় ঘটিয়াছে নির্বাণে।

সুবিখ্যাত দার্শনিক বসুবন্ধু তাঁহার 'অভিধর্মকোশ' গ্রন্থে সৌত্রান্তিক-দিগের মতবাদগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত বলিয়াছেন যে বসুবন্ধু যদিও সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তবুও তাঁহার গ্রন্থগুলিতে কোনও কোনও সময়ে সৌত্রান্তিক ধর্মমতেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।[২৮০] উপরন্তু তিনি ক্ষেত্রবিশেষে সর্বাস্তিবাদীদের স্থানে সৌত্রান্তিকদের মতবাদ আলোচনা করিয়াছেন। এই কারণে সর্বাস্তিবাদী আচার্য সংঘভদ্র বসুবন্ধুর কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।[২৮১] এস্থানে উল্লেখ করা যায় যে অধ্যাপক La Vallee Poussin অভিধর্মকোশের ফরাসী অনুবাদে সর্বাস্তিবাদ ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।[২৮২] উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে সৌত্রান্তিকগণ সর্বাস্তিবাদীগণের অভিধর্ম পিটককে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেন নাই।[২৮৩] এ বিষয়ে সৌত্রান্তিকগণ বসুবন্ধুকে সমর্থনই করিয়াছেন। সৌত্রান্তিকগণের মতে বুদ্ধবচন বাগবিজ্ঞপ্তি।[২৮৪] অসংস্কৃত ধর্মের প্রকৃত অস্তিত্ব সৌত্রান্তিকগণ স্বীকার করেন নাই। সৌত্রান্তিকগণ চিত্তবিপ্রযুক্ততা অস্বীকার করেন অর্থাৎ

তাঁহাদের মতে সংস্কারগুলি চিত্তের সহিত যুক্ত নহে। ইহারা সর্বাস্তিবাদ মতবাদ—অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। উপরন্তু চিত্ত, চৈতসিকের বিভেদ লইয়াও সর্বাস্তিবাদীদিগের সহিত তাহাদের বৈসাদৃশ্য উল্লিখিত হইয়াছে।[২৮৫]

পরিশেষে বলা যায় যে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়টি শ্রাবকযান বা হীনযান ও মহাযান মতবাদের সংযোগকারী সেতুবিশেষ।[২৮৬]

(৬) ধর্মগুপ্ত বা ধর্মগুপ্তিক

কথিত আছে ধর্মগুপ্তকগণ মহীশাসক সম্প্রদায় হইতেই বিভক্ত হইয়াছিল[২৮৭] কিন্তু নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে ধর্মগুপ্তকরা মহীশাসক সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন মতই পোষণ করিতেন।[২৮৮] ইহাদের মতে যথার্থ বুদ্ধবচনগুলির অস্তিত্ব নাই। সেই কারণে ইহারা সর্বাস্তিবাদ 'প্রাতিমোক্ষের' নিয়মগুলি প্রামাণিক বলিয়া ধরেন নাই।[২৮৯] যাহা হইক, অভিধর্মকোশ গ্রন্থে ধর্ম-গুপ্তিকদিগের সম্পর্কে বহু তথ্য রহিয়াছে।

ধর্মগুপ্তিকদিগের সাহিত্য সম্পর্কে বলা যায় যে ইহাদের স্বতন্ত্র ত্রিপিটকের অস্তিত্ব ছিল এবং[২৯০] ইহাদিগের নিজস্ব বিনয় গ্রন্থের উল্লেখ চীনা উপাদানেও পাওয়া যায়।[২৯১] সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'অভিনিষ্ক্রমণসূত্র' ধর্মগুপ্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া খ্যাত। ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে ২৮০ অব্দ হইতে ৩১২ অব্দের মধ্যে ইহার চীনা অনুবাদ করা হইয়াছিল।[২৯২] পুনরায় অধ্যাপক Przyluski বসুমিত্রের গ্রন্থের অর্থকথার বিবরণ অনুসারে বর্ণনা করিয়াছেন যে মধ্য এশিয়া ও চীনদেশে ধর্মগুপ্তিকরা একদা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।[২৯৩] পুনরায় De Groot মন্তব্য করিয়াছেন যে চীনদেশের বৌদ্ধবিহারগুলিতে ধর্মগুপ্তিকদিগের 'প্রাতিমোক্ষের' পঠন-পাঠনের প্রচলন ছিল।[২৯৪] 'প্রাতিমোক্ষ' সর্বপ্রথম ১৫২ খৃষ্টাব্দে K'aung-seng-kai নামক এক ব্যক্তি চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।[২৯৫] তৃতীয় শতকে ধর্মগুপ্তিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ইরাণেও লক্ষ্য করা যায়। Przyluski বলিয়াছেন যে কিপিনের (বর্তমান কাশ্মীর) অধিবাসী বুদ্ধযশ ধর্মগুপ্তিক-দিগের বিনয় চীনদেশে প্রচলন করেন এবং সেই সময় হইতেই উত্তর-পশ্চিম ভারত ধর্মগুপ্তিকদিগের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। Przyluski পুনরায় সিংহলদেশীয় আখ্যানে প্রাপ্ত ধর্মপ্রচারক যোনক ধর্মরক্ষিতের।

(যিনি অপরান্তরাজ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন) সহিত ধর্মগুপ্তিকদিগের যুক্ত করিয়াছেন।[২৯৬] তাঁহার মতে ধর্মরক্ষিত ও ধর্মগুপ্ত নামটি সমার্থক।

ইহাদিগের ধর্মমত সম্পর্কে বসুমিত্র লিখিয়াছেন যে যদিও ইহা সর্বাস্তি-বাদীদিগের শাখা বলিয়াই গণ্য তবুও ইহাদের মতবাদ ছিল প্রায় মহা-সংঘিকদের সমতুল্য।[২৯৭] ইহাদিগের প্রধান প্রধান মতবাদগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে ইহারা সংঘ ও স্তূপে দান করাকে পুণ্যার্জনের প্রকৃত পন্থা বলিয়া মনে করিতেন। অধিকন্তু সংঘে দান করা অধিকতর পুণ্যকাজ বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস ছিল কারণ বুদ্ধ স্বয়ং ছিলেন সংঘের অন্তর্ভুক্ত।[২৯৮] তাহাদের মতে শ্রাবকযান ও বুদ্ধযান—উভয় যানের লক্ষ্যই বিমুক্তি, কিন্তু মার্গ ছিল ভিন্ন ভিন্ন।[২৯৯] ইহারা প্রচার করিতেন যে আজীবিকগণ অলৌকিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। অর্হৎগণ অনাস্রব ও বীতরাগ সম্পন্ন। তাঁহাদের মতে সাধকদিগের সত্যজ্ঞানলাভ অতর্কিতেই ঘটে। বস্তুতঃ উপরোক্ত ধর্মমতটি সর্বাস্তিবাদীদিগের মতামতের বিপক্ষে কিন্তু থেরবাদীগণের সপক্ষে।[৩০০] অভিধর্মকোশ গ্রন্থে[৩০১] ধর্মগুপ্তিকদের সম্পর্কে বহু তথ্য রহিয়াছে। পুনরায় আচার্য বসুবন্ধু ইহাদিগকে 'দার্ষ্টান্তিক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩০২]

(৭) সম্মিতীয়

সম্মিতীয় সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন সম্মিতীয়গণ সর্বাপেক্ষা প্রভাবসম্পন্ন ও জনপ্রিয় সম্প্রদায় হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।[৩০৩] ইহা জানা যায় যে রাজা হর্ষবর্ধন উক্ত সম্প্রদায়টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী সম্মিতীয় শাখার সংঘে যোগদান করিয়াছিলেন।[৩০৪] কিন্তু এস্থলে উল্লেখ্য যে হর্ষবর্ধনের পূর্ববর্তী সময়ে সম্মিতীয় শাখার জনপ্রিয়তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যদিও তাহাদিগের 'পুদ্গলবাদ' মতটি সম্পর্কে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির গ্রন্থে বিস্তৃত সমালোচনা রহিয়াছে। অভিধম্মপিটকের 'কথাবথু' নামক গ্রন্থেও উক্ত মতবাদটি প্রধান প্রশ্ন রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং থেরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তাহা খণ্ডনও করা হইয়াছে।

বসুমিত্র তাঁহার গ্রন্থে[৩০৫] উল্লেখ করিয়াছেন যে সম্মিতীয় সম্প্রদায় বুদ্ধের পরিনির্বাণের তৃতীয় শতাব্দী পরে প্রসার লাভ করে। ইহা প্রধানতঃ বাৎসীপুত্রীয়সম্প্রদায় হইতে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহা বাৎসীপুত্রীয় সম্মিতীয় শাখা বলিয়া আখ্যা পায়।[৩০৬] কথাবথুগ্রন্থে উল্লেখ অছে যে বাৎসীপুত্রীয় সম্প্রদায়টি সম্রাট অশোকের সময়েও প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে, গুপ্তরাজাদের সময়কালের সারনাথের একটি লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে উক্ত শাখা গুপ্তরাজাদের সময়েও অস্তিত্বশীল ছিল। উপরন্তু ইহারা ছিল থেররবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত।[৩০৭] আবিষ্কৃত লেখটি প্রমাণ করে যে সারনাথ উক্ত সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।[৩০৮] যদিও সর্বাস্তিবাদীগণ খৃষ্টীয় ৩০০ শতাব্দীতে সারনাথের প্রধান সম্প্রদায়রূপে স্থান অধিকার করিয়াছিল।[৩০৯] কিন্তু পরবর্তীএক শতাব্দী পরেই সম্মিতীয় শাখাটির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।[৩১০] ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত উল্লেখ করিয়াছেন যে যদিও সম্মিতীয়গণ খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে প্রসার লাভ করে নাই কিন্তু ক্রমে ক্রমে উক্ত সম্প্রদায়টি প্রাধান্য পাইয়া শেষ পর্যন্ত হর্ষবর্ধনের সময়ে প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৩১১]

হিউয়েন সাঙ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে সম্মিতীয় শাখার বিভিন্নস্থানে জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—অহিচ্ছত্র, সাংকাশ্য, হয়মুখ, বিশোক, বারাণসী, কর্ণসুবর্ণ ইত্যাদি স্থানে। চীনা পরিব্রাজক পুনরায় বলিয়াছেন যে মালব, সিন্ধু এবং প্রতিবেশী স্থানসমূহে, যথা—আনন্দপুর, A-tien-po, Pi-to-shih-lo এবং A-fan-tuতেও উক্ত শাখার সমপরিমাণে প্রচলন ছিল। সম্মিতীয় শাখার প্রথম উপদেষ্টারূপে নাম পাওয়া যায় অবন্তীরাজ্যের মহাকাত্যায়নের যিনি তৃতীয় সংগীতির পরে স্থবির মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স দ্বারা ধর্মপ্রচারার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন।[৩১২] উক্ত বর্ণনাটি সম্মিতীয়গণের সহিত মূল পালি থেররবাদ সম্প্রদায়ের যোগাযোগেরই নির্দেশ দেয়। এস্থলে উল্লেখ্য যে কোনও কোনও উপাদানে সম্মিতীয়দিগকে 'অবন্তক' বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে[৩১৩] যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উক্ত শাখাটির সহিত অবন্তীর বা মালবদেশের সম্পর্ক ছিল। আচার্য বিনীতদেবের মতে সম্মিতীয় সম্প্রদায়টি পুনরায় তিনটি উপশাখায় বিভক্ত ছিল, যথা—কুরুকুল্লক, অবন্তক ও বাৎসীপুত্রীয়।[৩১৪] Bu-ston সম্মিতীয় শাখাটির অনুগামীদিগের পরিধানের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কেও সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।

হিউয়েন সাঙ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বলিয়াছেন যে তিনি সম্মিতীয় শাখার পনেরখানি গ্রন্থ চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।[৩১৫] অপর চীনা পর্যটক ইৎসিং ইহাদের অপর একটি বিনয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। [৩১৬] কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে সম্মিতীয়শাখার কেবলমাত্র একখানি গ্রন্থেরই অস্তিত্ব পাওয়া যায় চীনা অনুবাদে। গ্রন্থটির নাম হইল 'সম্মিতীয়শাস্ত্র' বা 'সম্মিতীয়নিকায়শাস্ত্র' যাহাতে সম্মিতীয়শাখার ধর্মমতগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। [৩১৭] উক্ত গ্রন্থটির বহু উদ্ধৃতি 'কথাবত্থু' নামক 'গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। ডঃ দত্ত মন্তব্য করিয়াছেন যে সম্মিতীয়দিগের সূত্রপিটকের গ্রন্থগুলি পালি সুত্তপিটকের গ্রন্থগুলির প্রায় সমতুল্য। [৩১৮]

তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুসারে সম্মিতীয়দিগের পিটক অপভ্রংশ ভাষায় পাওয়া যায়। [৩১৯] আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ মালব ও গুজরাটে প্রচলিত ভাষাই অপভ্রংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। [৩২০] ডঃ দত্তের মতে সম্ভবতঃ সম্মিতীয়দিগের নিজস্ব একটি পিটকের অস্তিত্ব ছিল যাহা শ্রুতিপরম্পরায় প্রচলিত ছিল এবং ইহার লিখিতরূপ দেওয়া হয় গুপ্তরাজত্বকালে। [৩২১]

সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের ধর্মমত জানিবার জন্য প্রধানতঃ থেরবাদী ও সর্বাস্তিবাদীদিগের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হয়, যথা—কথাবত্থু, অভিধর্ম-কোশব্যাখ্যা ও বিজ্ঞানকায়শাস্ত্র। ইহা ব্যতীত, অধ্যাপক Stcherbatsky[৩২২], Yamakami Sogen [৩২৩] তাঁহাদিগের গ্রন্থে সম্মিতীয়দের মূল বক্তব্য-গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, ইহাদের মূল মতবাদ হইল 'পুদ্গল' সম্পর্কিত। ইঁহারা জীবের 'পুদ্গল' নামক বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ইহাদের মতে পুদ্গল ভিন্ন জীবের পুনর্জন্ম হয় না। এবং পুদ্গল হইল বর্ণনাতীত ও অপরিবর্তিত। আচার্য বসুবন্ধু তাঁহার অভিধর্মকোশ গ্রন্থে ও দার্শনিক নাগার্জুন তাঁহার মধ্যমকশাস্ত্রতে উক্ত মতবাদের খণ্ডন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।[৩২৪] পুদ্গল ও স্কন্ধ একই অভিন্ন নহে।[৩২৫] তাহাদের মতে স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুর সমষ্টিকে সাধারণভাবে পুদ্গল বলা হয়। আচার্য শান্তরক্ষিত তাঁহার গ্রন্থে[৩২৬] পুদ্গল ও স্কন্ধকে একই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'তত্ত্বসংগ্রহের' টীকাকার কমলশীলেরও 'পুদ্গল' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।[৩২৭] মাধ্যমিক শাখার অপর আচার্য চন্দ্রকীর্তির আলোচনাতে সম্মিতীয়দিগের 'পুদ্গলবাদ' সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে।[৩২৮]

কথাবত্থু ও বসুমিত্রের গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে এই সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্য হইল এই যে ইহারা একটি পুদ্গল বা আত্মায় বিশ্বাসী যেটির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে সম্মিতীয় মতবাদে। ইহারা স্কন্ধ সম্পর্কে বলিয়াছে যে পুদ্গল ব্যতীত স্কন্ধগুলির দেহান্তর ঘটিতে পারে না।[৩২৯] পুনরায় দার্শনিক ভাববিবেকের 'তর্কজাল' গ্রন্থে আত্মা সম্পর্কে একই বক্তব্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে।[৩৩০] ইহাদের বুদ্ধ, নির্বাণ, নির্বাণের স্তরগুলি সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তাধারা থেরবাদী ও সর্বাস্তিবাদীদিগের ন্যায়।[৩৩১] সংস্কার সম্পর্কে ইহাদের মত হইল কতকগুলি সংস্কার কোনও কোনও সময়ে বর্তমান থাকে পুনরায় কতকগুলি আবার প্রতিমুহূর্তেই বিনষ্ট হয়। পঞ্চ-বিজ্ঞান রাগ বা বিরাগ কিছুই আনিতে সক্ষম নহে।[৩৩২] অর্হৎদিগের সম্পর্কে ইঁহারা বলিয়াছেন যে তাহাদের পতন অসম্ভব নহে এবং তীর্থিকগণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা অলৌকিক জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম।[৩৩৩] জীবের অন্তরাভবে অর্থাৎ জীবের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যবর্তী স্থানের ইহারা বিশ্বাস করিতেন। মহীশাসকদিগের ন্যায় এই সম্প্রদায়ও অষ্টাঙ্গিকমার্গের মধ্যে পাঁচটি মাত্র মার্গে বিশ্বাসী ছিল।[৩৩৪]

উপরোক্ত বৌদ্ধধর্মের প্রধান প্রধান শাখা ও উপশাখাগুলি ব্যতীত অপর কয়েকটি সম্প্রদায়ের নাম বসুমিত্রের 'অষ্টাদশনিকায় সংগ্রহ' গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে, যথা—হৈমবত, ধর্মোত্তরীয়, ভদ্রযানীয় ও ছন্নগারিক ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে হৈমবত শাখাটি[৩৩৫] সম্পর্কে ভব্য ও বিনীতদেব বলিয়াছেন যে ইহা মহাসংঘিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদিও বসুমিত্রের মতে ইহাদের প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলি ছিল সর্বাস্তিবাদীদিগের অনুরূপ।[৩৩৬] সিংহলী ইতিবৃত্তগুলিতে হৈমবত বা হেমবতিকগণ পরবর্তীকালের শাখারূপে গণ্য অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের আঠারোটি ভাগের পরবর্তী সময়ে উহা উদ্ভূত হইয়াছিল।[৩৩৭] যাহা হউক, পরস্পর বিরোধী বিবৃতির ফলে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল ডঃ দত্ত তাহা কিছুটা লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্বাস্তিবাদ বা স্থবিরবাদ হইতে উৎপন্ন হইলেও হৈমবতশাখা ধর্মীয় মতবাদের দিক হইতে মহাসংঘিকদিগের নিকটসম্বন্ধীয়।[৩৩৮] অপর-দিকে অধ্যাপক Przyluski হৈমবতদিগকে কাশ্যপীয়দের সহিত একাত্ম করিয়াছেন।[৩৩৯] অপর তিনটি শাখা যথা—ধর্মোত্তরীয়, ভদ্রযানীয় ও ছন্ন-গারিক সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের মতবাদেরই অনুগামী বলা যায়।[৩৪০]

অপরদিকে ইৎসিংও (নবম শতাব্দী) অষ্টাদশ বৌদ্ধ শাখাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং তিনি উক্ত প্রাচীন অষ্টাদশ শাখাগুলিকে একত্রিত করিয়া সর্বসমেত প্রধান চারিটি ভাগে বা নিকায়ে[৩৪১] ভাগ করিয়াছেন, যথা (ক) আর্যমহাসংঘিকনিকায়—ইহার পুনরায় সাতটি শাখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (খ) আর্যস্থবিরনিকায় (গ) আর্যমূলসর্বাস্তি-বাদনিকায়—ইহার চারিটি উপশাখা উল্লিখিত ও (ঘ) আর্যসম্মিতীয়নিকায়—ইহারও চারিটি উপশাখার বিবরণ দিয়াছেন।[৩৪২]

ইহা ব্যতীত, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক মতবাদের ভেদের জন্যও সেই যুগে বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়। 'অভিধর্মকোশের' গ্রন্থকার বসুবন্ধুর সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধদর্শনের চারিটি প্রধান শাখার নাম পাওয়া যায়, যথা—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগ বা যোগাচার।[৩৪৩] পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উপরোক্ত অষ্টাদশ সম্প্রদায়গুলির উৎপত্তি হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনশত বৎসরের মধ্যেই, যদিও সকল সম্প্রদায়গুলি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে না পারিয়া কালক্রমে পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়।[৩৪৪]

মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে উক্ত চারিটি সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন।[৩৪৫] ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি শাখা প্রাচীন বা হীনযানের অন্তর্গত এবং অপর দুইটি মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত।

বৈভাষিক সম্প্রদায় বৈভাষিকদের মতবাদ বলিতে সর্বাস্তিবাদীদিগের মতবাদই বুঝায় কারণ সর্বাস্তিবাদীগণ কাশ্মীরের অধিবেশনে বিভাষাশাস্ত্র বা অর্থকথা শাস্ত্রের প্রচলন করিয়া বৈভাষিক নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন।[৩৪৬] উপাদানগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে বৈভাষিকগণ কাশ্মীরকেই বৌদ্ধধর্মের একমাত্র রক্ষণশীল ও পবিত্র স্থান হিসাবে পরিগণিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বসুবন্ধু ও অসঙ্গ বৈভাষিক ধর্মমতটি কাশ্মীরের বাহিরেও প্রচার করেন, ফলস্বরূপ মহাযানের সহিত উক্ত ধর্মটি সহজেই মিশিয়া যায়।[৩৪৭] অপরদিকে উল্লেখ্য যে বৈভাষিক ধর্মের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই কারণ চতুর্দশ শতাব্দীতেও ইহার অস্তিত্ব বজায় ছিল। কথিত আছে, ইহাদিগের নিজস্ব অভিধর্মশাস্ত্রই ইহাদের প্রধান ও প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল।[৩৪৮] ইহারা সূত্র অর্থাৎ সূত্রপিটককে কোন গুরুত্ব দিতেন না। ইহাদিগের মতবাদ ছিল যে বুদ্ধ একজন সাধারণ মানুষ, সাধনার দ্বারাই নির্বাণের প্রথম স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল এবং

মহাপরিনির্বাণের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন।[৩৪৯] বুদ্ধ তাঁহার প্রজ্ঞাশীলতা ও বিচক্ষণতার দ্বারাই অতিমানবিক স্তরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইৎসিংও বৈভাষিকদিগের ধর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। অপরদিকে মাধবাচার্য উল্লেখ করিয়াছেন যে বৈভাষিকগণ বিভাষাশাস্ত্র হইতেই নিজস্ব মতবাদ গড়িয়া তোলেন বলিয়াই তাঁহারা বৈভাষিক নামে পরিচিত হন।[৩৫০] ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অপরাপর সম্প্রদায়গুলি এই মতবাদেরই আংশিক খণ্ডনে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই কারণে বৈভাষিক শাখাটি বৌদ্ধদর্শনের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। উপরন্তু William সাহেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে বৈভাষিক দর্শন বহু প্রাচীনকাল হইতেই অস্তিত্বশীল রহিয়াছে, বস্তুতঃ কণিষ্কের সমকালের অধিবেশনের পূর্ব হইতেই এবং ইহাদিগের মতবাদ বাস্তবানুগ হইলেও সম্ভবতঃ তাহা সঠিকভাবে বা নিয়মানুযায়ী সংকলিত হয় নাই।[৩৫১] যাহা হউক, বৈভাষিকদিগের সংস্কৃতে রচিত সাতখানি অভিধর্ম গ্রন্থ মূলশাস্ত্র ছিল, যথা—জ্ঞানপ্রস্থান, প্রকরণবাদ, বিজ্ঞানকায়, ধর্মস্কন্ধ, প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র, ধাতুকায় ও সংগীতিপর্যায়।[৩৫২] উপরোক্ত গ্রন্থগুলির উপর পুনরায় বহু বিভাষা বা টীকাগ্রন্থ রচিত হয়।

বৈভাষিকগণ অস্তিবাদী (realist), তাঁহাদিগের মতে মন ও অতিরিক্ত সবই সত্য। বাহ্য বা জাগতিক বস্তুসমূহের জ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অপর দার্শনিক শাখা সৌত্রান্তিকের মতে বাহ্যবস্তু অনুমানসিদ্ধ। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকদিগের মতবাদের মধ্যে বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নির্বাণকে ইঁহারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন আনন্দপূর্ণ স্তররূপে। সর্বাস্তিবাদীদিগের ন্যায় বৈভাষিকগণও ৭৫টি ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইহাদিগের মধ্যে ৭২টি সংস্কৃত ধর্ম ও ৩টি অসংস্কৃত ধর্ম। পরন্তু ইহারা ধর্মসমূহকে সাস্রব (অর্থাৎ মলযুক্ত) ও অনাস্রব (বা মলহীন) বলিয়াছেন। পুনরায় সাস্রব-ধর্মগুলির পরিচিতি সংস্কৃত ধর্ম নামে ও অনাস্রবধর্মগুলি অসংস্কৃত ধর্ম নামে খ্যাত। সংস্কৃত ধর্মগুলি হেতুসমূহ হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে। অপরদিকে অসংস্কৃতধর্ম অহেতুক। ইঁহারা ৭২টি সংস্কৃত ধর্মকে পুনরায় চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন। আত্মা বা পুদ্গলের অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার করেন না। ইহাদিগের মতে জীবের উৎপত্তি হয় স্কন্ধ ও মহাভূতের সমন্বয়ে। পরিশেষে উল্লেখ্য 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বৈভাষিক ধর্মমতে

স্বীকৃত।[৩৫৩] বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মতবাদটি আচার্য ভদন্ত ধর্মত্রাত, ঘোষক, বুদ্ধদেব ও বসুমিত্র তাঁহাদের গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।[৩৫৪] ধর্মত্রাত সম্পর্কে জানিতে পারা যায় যে তিনি আর্যদেবের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাব কাল হইল ৩য় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। তিনি 'মহাবিভাষা', উদানবর্গ এবং সংযুক্তাভিধর্মশাস্ত্রও রচনা করেন।[৩৫৫] অপর লেখকদ্বয় ঘোষক ও বুদ্ধদেব সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না।[৩৫৬]

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়

বৈভাষিক সম্প্রদায়ের কিছুকাল পরেই সৌত্রান্তিক শাখার উৎপত্তি হয়। সৌত্রান্তিকগণকে যদিও হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয় তথাপি উক্ত সম্প্রদায়টির মহাযান বৌদ্ধধর্মের সহিত কোন কোন স্থানে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৩৫৭] সম্প্রদায়টির প্রতিষ্ঠাতা হইলেন আচার্য কুমারলব্ধ (বা কুমারলাত)। ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কুমারলাতের শিষ্য হরিবর্মনের (খৃঃ ২য় শতাব্দী) নামও সম্প্রদায়টির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৫৮] পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে সৌত্রান্তিকগণ বৈভাষিকদিগের মতবাদগুলিই পুনঃ পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং অভিধর্মকে বর্জন করিয়া একমাত্র সূত্রকেই তাঁহাদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের মতে অভিধর্ম নূতন কোন বস্তু নহে, সূত্র হইতেই অভিধর্ম উদ্ভূত।[৩৫৯] বস্তুতঃ ইহা ধরা হয় যে অভিধর্মের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতেও সূত্রগুলি প্রাচীন।[৩৬০] সৌত্রান্তিকগণ সূত্রগ্রন্থগুলি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়াই ইহাদিগের নামকরণ হয় সৌত্রান্তিক। সৌত্রান্তিক শাখার ধর্ম ও দর্শন পূর্বেই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে।

সৌত্রান্তিকগণ বুদ্ধকে অতিমানব হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে বুদ্ধ দশটি বিশেষ বল, চারিটি বৈশারদ্য ও তিনটি স্মৃত্যুপস্থানের অধিকারী।[৩৬১] এই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ হইল হরিবর্মনের 'সত্যসিদ্ধশাস্ত্র।[৩৬২] দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে বৈভাষিকের ন্যায় ইঁহারাও মন ও তাহার অতিরিক্ত সর্ববস্তুকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে বাহ্যবস্তু অনুমানসিদ্ধ। পুদ্গলশূন্যতা ও ধর্মশূন্যতা—এই দুইটিই সৌত্রান্তিকদিগের মূল সূত্র। ইহারা সংবৃতি (জাগতিক) ও পরমার্থ (অতিপ্রাকৃত)—উভয় সত্যকেই স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের

মতে অনিত্যতাই ধর্মসমূহের লক্ষণ। পুনরায় ধর্মসমূহ শূন্যস্বভাব বিশিষ্ট ও অলীকমাত্র। নির্বাণ সম্পর্কে ইঁহারা বলিয়াছেন যে নির্বাণ অবস্তুক। হিউয়েন সাঙ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে যখন তিনি শ্রুঘ্ন নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন তখন তিনি সৌত্রান্তিকদিগের বিভাষাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৩৬৩] পণ্ডিত Eliot এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে চীনা পরিব্রাজকগণ সম্প্রদায়গুলির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র দেখিয়া বা শুনিয়াই, কোন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁহারা ভারতীয় ঐতিহ্যকে দেখেন নাই।[৩৬৪] ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে মতবাদটির অপর নাম ছিল সর্ববৈনাশিক।[৩৬৫]

মাধ্যমিক সম্প্রদায়

মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দুইটি দার্শনিক শাখায় বিভক্ত ছিল যথা—মাধ্যমিক ও যোগাচার। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তাধারা লইয়া বিভিন্ন প্রকার মতামত ও অনুমান শুরু হইয়াছিল, যাহার ফলস্বরূপ বিভিন্ন বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি। শুরু হইতেই লক্ষ্য করা যায় যে এগুলি ছিল অধিবিদ্যামূলক ধারণা এবং অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মতবাদকে নস্যাৎ করিবার জন্যই বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক চিন্তাধারার অবতারণা।[৩৬৬] আচার্য নাগার্জুন ছিলেন মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মূল ও প্রাচীন প্রবক্তা এবং মাধ্যমিকদর্শন প্রধানতঃ নাগার্জুনের মধ্যমকশাস্ত্রকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য আচার্য আর্যদেবের 'চতুঃশতক' নামক গ্রন্থও মাধ্যমিক দর্শনের আলোচনাসম্বলিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মহাযান সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া চীন, জাপান ও তিব্বতে সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃতে পাওয়া যায়।[৩৬৭]

আচার্য নাগার্জুন দ্বিতীয় শতকে দক্ষিণভারতে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। নাগার্জুনদেশিত মাধ্যমিক দর্শনকে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাযানের প্রধান মতবাদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৩৬৮] উপরন্তু Dr. Masuda নাগার্জুন সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়াছেন, তিনি নাগার্জুনকে বলিয়াছেন 'the greatest Buddhist thinker since Buddha।'[৩৬৯] যাহা হউক, এপ্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ্য অধিবিদ্যামূলক ধারণা হইল 'শূন্যতা' সম্পর্কিত এবং আচার্য নাগার্জুন শূন্যতা বা শূন্যবাদ

indescribable absolute-কে মুখ্যরূপে উপস্থিত করিয়া মাধ্যমিক দার্শনিক মতবাদটির প্রচলন করেন।[৩১০] যদিও অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্যগণও 'শূন্যতা' সম্পর্কে তাঁহাদিগের গ্রন্থে ভিন্নরূপে আলোকপাত করিয়াছেন।[৩১১] বস্তুতঃ সমগ্র ভারতবর্ষেই সেযুগে 'শূন্যবাদ' সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদটি আলোড়ন তুলিয়াছিল।[৩১২] নাগার্জুন তাঁহার গ্রন্থে কারিকা বা গাথার সাহায্যে শূন্যবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধের 'মধ্যমপন্থা' বা মজ্ঝিমপটিপদার দ্বারা শূন্যবাদ বুঝাইয়াছেন। এস্থলে উল্লেখ্য যে Thomas সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে উহা বুদ্ধদেশিত 'ধম্মচক্কপ-বত্তন' সুত্তে বর্ণিত 'মজ্ঝিমপটিপদা'কেই বুঝাইয়াছে না অন্য কোন অর্থে স্থাপিত হইয়াছে।[৩১৩] নাগার্জুন তাঁহার দর্শনকে মধ্যমক (মধ্যমৈব মধ্যমকং) বা মধ্যমকশাস্ত্র বলিয়াছেন। উক্ত শাস্ত্রের অনুসরণকারীগণ মাধ্যমিক (মধ্যমকং অধীযতে বিদন্তি বা মাধ্যমিকাঃ) বলিয়া পরিচিত। অপরদিকে নাগার্জুন সর্বাস্তিবাদের আপোসহীন বাস্তববাদ অথবা যোগাচারের আদর্শবাদ কোনটাই গ্রহণ করেন নাই।[৩১৪] নাগার্জুন বস্তুতঃ প্রচলিত শূন্যতা বা শূন্যবাদ মতকে উন্নততর অবস্থায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব সংযোজন ছিল দার্শনিক বিরোধিতা অর্থাৎ সকল বস্তুকে অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার।[৩১৫] তাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে 'his most original contribution was the dialectic'।[৩১৬] এস্থলে সকল প্রশ্নকে খণ্ডন করা হইয়াছে চারিভাবে বিশ্লেষণের দ্বারা। 'অস্তি-নাস্তি বিচারের' (dialectic) উৎপত্তি হিসাবে বুদ্ধের উক্তিকেই নির্ণয় করা যায়। উক্ত বিচারে বুদ্ধ স্বয়ং চতুর্দশটি প্রশ্নকে 'অব্যাকৃত' বা ব্যাখ্যার ঊর্দ্ধে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।[৩১৭] যে চারিভাবে বিচার-বিশ্লেষণ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা হইল—

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

(গ) হ্যাঁ না—দুইটিই

(ঘ) হ্যাঁও নয়, নাও নয়।

বস্তুতঃ উক্ত চারিটি পর্যায়ান্বিত বা ক্রমই নাগার্জুনের মূলসূত্র। এগুলি চতুষ্কোটি (tetralemma or quadrilemma) রূপে উপস্থাপিত।[৩১৮] যদিও উক্ত চারিটি পর্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়কে নূতন বলা যায় না কারণ বুদ্ধ

স্বয়ং সংযুক্তনিকায়ে[৩৭৯] উক্ত পদ্ধতিতেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।[৩৮০] নাগার্জুন মূলতঃ 'প্রসঙ্গবাক্য' বা 'reductio ad absurdum' যুক্তিবাদের দ্বারা অন্যান্য মতবাদগুলি খণ্ডন করিয়াছেন। প্রসঙ্গ বা reductio ad absurdum একটি প্রয়োগিক শব্দবিশেষ।[৩৮১] নাগার্জুন স্বয়ং 'বিগ্রহব্যাবর্তনী' (গাথানং ২৯) গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন যে মাধ্যমিকদিগের কোনও দোষ পাওয়া যাইবে না কারণ মাধ্যমিকদের নিজস্ব কোন প্রতিজ্ঞা বা মতামত নাই। (নাস্তি চ মম প্রতিজ্ঞা তস্মান্ নৈবাস্তি মে দোষঃ)। যাহা হউক, মাধ্যমিক দর্শনের শূন্যতাই হইল মূলসূত্র। শূন্যতা, সংসার এবং নির্বাণ একই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া বিবেচিত। ইহাদের মতে অস্তি-নাস্তি, নিত্য-অনিত্য বা আত্মা-অনাত্মা প্রভৃতি কোনটির দ্বারাই মধ্যমপন্থা বা মাধ্যমিককে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে।—

অস্তীতি শাশ্বতগ্রাহো নাস্তীত্যুচ্ছেদদর্শনং।
শাশ্বতোচ্ছেদনির্মুক্তং তত্ত্বং সৌগতসম্মতং॥[৩৮২]

প্রকৃতপক্ষে, অস্তি বলিতে বস্তুকে শাশ্বত এবং নাস্তি বলিতে বস্তুকে অশাশ্বত বলিয়া স্বীকার করা হয়। সেই কারণে অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের কোনটাই স্বীকৃত নহে—এটি আপেক্ষিক সম্বন্ধমাত্র (relative)। এপ্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের উক্তি স্মর্তব্য—'By Sūnaytā, therefore, the Mādhyamika does not mean absolute non-being, but relative being.'[৩৮৩] বস্তুতঃ বারাণসীতে বুদ্ধের 'মধ্যমপ্রতিপদা' বা মধ্যমপন্থার ব্যাখ্যা নৈতিক অর্থে এবং মাধ্যমিকদের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক অর্থেই গ্রহণীয়।[৩৮৪] মাধ্যমিক মতে সত্যকে দুই প্রকারে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য। সংবৃতি বা ব্যবহারিক সত্য হইল অজ্ঞান বা মোহ এবং পরমার্থ হইল লোকোত্তর জ্ঞান বা পারমার্থিক জ্ঞান উপবস্তু। শূন্য বা শূন্যতা অর্থটি পরমার্থেরই সমতুল্য বলিয়া ধরা হয়।[৩৮৫] অপরদিকে, সংবৃতি হইল 'উপায়' ও পরমার্থ হইল 'পরিণাম'। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অর্থাৎ 'একটির উপর নির্ভর করিয়া অপর একটির উৎপাদ'—এই কার্য-কারণনীতিকে নাগার্জুন আটটি নেতিবাচক অবস্থার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ 'জাগতিক কার্যকারণ,' কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এইটি নির্বাণ বা শূন্যতা।[৩৮৬]

নাগার্জুনের পরবর্তীকালে মাধ্যমিক গোষ্ঠীর আচার্য হন শিষ্য আর্যদেব

(৩য় শতাব্দী) এবং আর্যদেবের পরবর্তী আচার্যগণ হইলেন বুদ্ধপালিত, ভাববিবেক (৫ম শতাব্দী), চন্দ্রকীর্তি (৬ষ্ঠ শতাব্দী) ও শান্তিদেব (৭ম শতাব্দী)। উপরোক্ত আচার্যদিগের মধ্যে চন্দ্রকীর্তির 'প্রসন্নপদা' নামক মাধ্যমিককারিকার টীকাগ্রন্থখানিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৩৮৭] নাগার্জুন স্বয়ং 'অকুতোভয়' নামক একখানি মাধ্যমিককারিকার টীকাগ্রন্থ রচনা করেন।[৩৮৮] কথিত আছে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে অর্থাৎ নাগার্জুনের মৃত্যুর চারশ বৎসর পরে মাধ্যমিকসম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, যথা—মাধ্যমিকপ্রাসঙ্গিক ও মাধ্যমিকস্বাতন্ত্রিক। আচার্য বুদ্ধপালিত 'প্রাসঙ্গিক' মতবাদের এবং ভাববিবেক 'স্বাতন্ত্রিক' মতবাদের প্রবর্তক। বুদ্ধপালিত মধ্যমকশাস্ত্রের 'মধ্যমকবৃত্তি' নামক টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। ভব্য বা ভাববিবেক কিন্তু মাধ্যমিক দর্শন সম্পর্কে স্বতন্ত্র বা নিজস্ব মতামত উপস্থাপিত করিয়াছেন।[৩৮৯] যাহা হউক, পরবর্তীকালে চীনদেশীয় T'ien-tai ও Tan-lum সম্প্রদায় দুইটি মাধ্যমিক শাখা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। অপরদিকে জাপানদেশীয় Sanron শাখাটির উৎপত্তিও মাধ্যমিক সম্প্রদায় হইতেই।[৩৯০]

যোগাচার সম্প্রদায় (বিজ্ঞানবাদ)

আচার্য নাগার্জুন যখন নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন তাঁহার অনুগামীদিগের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় লইয়া মতভেদ দেখা যায় এবং ইহার ফলস্বরূপ মহাযান সম্প্রদায়ের অপর গোষ্ঠী যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ দর্শনের জন্ম।[৩৯১] কথিত আছে, যোগাচার সম্প্রদায়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৈত্রেয় বা মৈত্রেয়নাথ (৩য় শতাব্দী)।[৩৯২] যদিও যোগাচার দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন অসংগ (৪র্থ শতাব্দী)।[৩৯৩] Eliot অসংগকে মৈত্রেয়-নাথের শিষ্য ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৩৯৪] অসংগ সম্পর্কে Eliot সাহেব বলিয়াছেন যে তিনিই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা বা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ আনয়ন করেন।[৩৯৫] যাহা হউক, উক্ত সম্প্রদায়টি বোধিলাভের জন্য যোগমার্গের উপরই নির্ভর করিত বলিয়া ইহাকে যোগাচার-দর্শন বলা হয়।[৩৯৬] অসংগের রচিত দুইখানি গ্রন্থের কথা জানিতে পারা যায় যেগুলি সংস্কৃতে লেখা হইয়াছিল, যথা—মহাযান-সূত্রালংকার[৩৯৭] ও বোধিসত্ত্বভূমি।[৩৯৮] গ্রন্থদুটিতে বোধিসত্ত্বের বোধিজ্ঞানলাভের জন্য যে কয়েকটি

স্তর অতিক্রম করিতে হয় তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। অপরদিকে উল্লেখ্য যে অসংগ তাঁহার গ্রন্থে গুপ্তপ্রভাবপূর্ণ গূঢ় মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।[৩৯৯] যোগাচার মতে বোধিসত্ত্বকে বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব-লাভের জন্য দশটি ভূমি বা সাধনমার্গের দশটি স্তর (দশভূমি) অতিক্রম করিতে হয়।[৪০০] যোগাচার দর্শন পুনরায় বিজ্ঞানবাদ নামেও পরিচিত।[৪০১] অসংগের ভ্রাতা বসুবন্ধু যিনি প্রথমে সর্বাস্তিবাদীশাখাভুক্ত ছিলেন পরে যোগাচারদর্শনের ক্ষেত্রে বিচরণ করেন তিনিও উক্ত সম্প্রদায়টি বিজ্ঞানবাদ বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাবাদ বলিয়া অভিহিত করেন।[৪০২] যোগাচার দর্শন হীনযানের বাস্তববাদকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং এই দর্শন হইল একান্ত-ভাবেই আদর্শবাদী। ইহা বিজ্ঞপ্তিমাত্র অর্থাৎ সমস্ত কিছুরই যথার্থ অস্তিত্ব নাই, বস্তুতঃ ইহাদিগের মতে বিজ্ঞান, চিত্ত বা মনই একমাত্র সত্য ও অপর সবই মিথ্যা। পুনরায় বলা যায় দর্শনের ব্যবহারিক দিকটিই যোগাচার দেখাইয়াছে অপরদিকে বিজ্ঞানবাদ ইহার আনুমানিক ভিত্তির উপর ন্যস্ত।[৪০৩] এককথায় বিজ্ঞানমাত্রতাই পারমার্থিক সত্য। এস্থলে বিজ্ঞান দুইভাবে স্বীকৃত—প্রকৃতি বিজ্ঞান (অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াই হইল প্রকৃতি বিজ্ঞান) ও আলয় বিজ্ঞান বা জ্ঞানসমষ্টি যাহা সকল ধর্মের বীজস্বরূপ।[৪০৪] আলয় বিজ্ঞান হইল[৪০৫] তথাগতগর্ভ। আচার্য বসুবন্ধু রচিত 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'তে বিজ্ঞান-বাদের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।[৪০৬] আলয়বিজ্ঞান সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ইহা সর্বদা আলয় অর্থাৎ স্রোতের ন্যায় পরিবর্তিত হইতেছে। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সহিতই স্রোতের ধারাটি স্থির হইয়া যায়।[৪০৭] অপর আচার্য স্থিরমতি যিনি বসুবন্ধুর 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'র উপর টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছেন যে 'আলয়' ভালমন্দ সকল ধর্মেরই বীজ বহন করে।[৪০৮] বস্তুতঃ 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' বসুবন্ধুর শ্রেষ্ঠ রচনা। বসুবন্ধু দীর্ঘকাল নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন।[৪০৯] ইনি কেবলমাত্র টীকাকার বা দার্শনিকই ছিলেন না, তিনি একজন প্রসিদ্ধ তর্কশাস্ত্রবিদও ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

যোগাচার মতে নৈরাত্ম্য দুইটি—পুদ্গলনৈরাত্ম্য (আত্মার অনস্তিত্ব) ও ধর্মনৈরাত্ম্য (পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর অনস্তিত্ব)।[৪১০] পুনরায় বলা যায় যে পুদ্গলনৈরাত্ম্যের জ্ঞান ক্লেশাবরণের নিরসনে লাভ করা যায় এবং ধর্মনৈরাত্ম্যের জ্ঞান লাভ করা যায় জ্ঞেয়াবরণের নিরাকরণে। দুইটি

নৈরাত্ম্যই অনস্তিত্ব জ্ঞানলাভের জন্য একান্ত দরকারী। ইহাদের মতে সত্য তিন প্রকার—পরিকল্পিত (কল্পনাপ্রসূত), পরতন্ত্র (পরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ কার্যকারণসম্পর্ক যুক্ত) ও পরিনিষ্পন্ন (সর্বোত্তম সত্য)। পুনরায় পরিকল্পিত ও পরতন্ত্র সত্য মাধ্যমিক সংবৃতি সত্যের সহিত এবং পরিনিষ্পন্ন সত্য, পরমার্থ সত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই দর্শন একান্তভাবেই আদর্শবাদী, মাধ্যমিক দর্শনের সীমাবদ্ধ বাস্তববাদকেও স্বীকার করে নাই। যোগাচারের মতে এই বিশ্ব স্বপ্নের ন্যায় অলীক, তথতা অথবা ধর্মধাতু, নাগার্জুন যাহাকে শূন্যতা বলিয়াছেন তাহাই একমাত্র সত্য। পরিশেষে বলা যায় যে মাধ্যমিক দর্শনের তুলনায় কম প্রভাবশালী হইলেও, যোগাচারদর্শন শাখায় বহু বিখ্যাত দার্শনিক ও তর্কশাস্ত্রবিদ দিগের আবির্ভাব হইয়াছে। যথা—অসংগ, বসুবন্ধু, স্থিরমতি ব্যতীত দিঙ্‌নাগ (৫ম শতাব্দী), ধর্মপাল (৭ম শতাব্দী), ধর্মকীর্তি (৭ম শতাব্দী), শান্তরক্ষিত (৮ম শতাব্দী) এবং কমলশীল (৮ম শতাব্দী) প্রভৃতি।[৪১১]

চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং বর্ণনা করিয়াছেন যে বসুবন্ধুর আটখানি গ্রন্থ সেযুগে পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হইত। গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রমাণ-সমুচ্চয়, ন্যায়প্রবেশ ও প্রজ্ঞাপারমিতাপিণ্ডার্থ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। বসুবন্ধুকে বৌদ্ধ তার্কিকগ্রন্থের প্রবর্তক বলা যায়। ব্রাহ্মণ তর্কশাস্ত্রবিদ্ উদ্যোতকর, কুমারিলভট্ট ও পার্থসারথি মিশ্র তাঁহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। শঙ্করস্বামীন, ধর্মপাল ও ঈশ্বরসেন ছিলেন বসু-বন্ধুর বিখ্যাত শিষ্যবর্গ। কাঞ্চীর অধিবাসী ধর্মপাল পরবর্তীকালে নালন্দার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া যোগাচার দর্শনের বহুল উন্নতি সাধনও করিয়াছিলেন। বিখ্যাত আচার্য শীলভদ্র ছিলেন ধর্ম-পালের শিষ্য যাঁহার নিকট চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৪১২] শীলভদ্র ছিলেন নালন্দার সর্বশেষ বিজ্ঞানবাদী অধ্যক্ষ। পরবর্তী বিজ্ঞানবাদ দর্শন সম্পর্কীয় গ্রন্থকার হইলেন হরিভদ্র যিনি পালরাজা ধর্ম-পালের সমসাময়িক ছিলেন। বিজ্ঞানবাদী ধর্মপালের শিষ্য ছিলেন ধর্ম-কীর্তি। ধর্মকীর্তি দিঙ্‌নাগের 'প্রমাণসমুচ্চয়ের' টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। ধর্মকীর্তি হিন্দু সাংখ্যদর্শনেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তর্ক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। বিখ্যাত 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থটি ধর্মকীর্তিরই রচনা।

হীনযান ও মহাযান

উপরোক্ত চারিটি দার্শনিক মতবাদ একত্রিত হইয়া পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশিয়া যায়, যথা—হীনযান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলিত হইয়া যায় বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক এবং মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশিয়া যায় মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শনের শাখাদুটি।[৪১৩] মহাযান সম্প্রদায় মূল বৌদ্ধধর্ম হীনযান বা থেররবাদী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যদিও উক্ত মতবাদটি মহাযানীগণ স্বীকার করেন না।[৪১৪] জাপানের পণ্ডিতবর্গের মতে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহার উপদেশবাণী দুইভাগে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সাধারণদের জন্য অর্থাৎ সাধারণ ভিক্ষুদিগের জন্য তিনি তাহাদিগের বোধগম্য জাগতিক চিন্তাধারাযুক্ত উপদেশ (ব্যক্ত উপদেশ) দিয়াছেন, অপরদিকে যাঁহারা ধর্মসাধনায় অগ্রগামী ছিলেন তাহাদিগের তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বাদি (গূহ্য উপদেশ) শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং উভয় সম্প্রদায়ের আচার্যগণ বুদ্ধের ধর্মদেশনার পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।[৪১৫]

হীনযান ও মহাযান—কথাদুটির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে প্রথম উল্লেখ করিতে হয় মহাসংঘিকদিগের, যাঁহারা দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির সময় নিজস্ব কিছু উদারপন্থী মতবাদ আনয়ন করিয়া বৌদ্ধ-সংঘ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। মহাসংঘিকগণ থেররবাদীদিগকে 'অধম্মবাদী' বা 'পাপভিক্ষু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।[৪১৬] ইহারাই পরবর্তীকালে থেররবাদী হইতে মহাধিকরণের জন্য নিজেদেরপরিচিতি স্থাপন করেন মহাযান-রূপে এবং সেইসঙ্গে থেররবাদীদের অভিহিত করিল হীনযানী বলিয়া।[৪১৭] কিন্তু এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য হইল যে মহাযানী কর্তৃক হীনযানী আখ্যা রক্ষণশীল সম্প্রদায় গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা থেররবাদী ও স্থবিরবাদী অভিধাই গ্রহণ করেন।[৪১৮] যোগাচার সম্প্রদায়ের আচার্য অসংগের 'সূত্রালংকার' গ্রন্থে হীনযানীদের 'হীন' বলার সপক্ষে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।[৪১৯] মহাসংঘিকদিগের বিভিন্ন শাখা মহাযান বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশে যে সাহায্য করিয়াছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলিয়াছেন যে মহাযান সম্প্রদায় কেবলমাত্র মহাসংঘিক বা অন্য কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ফসল নহে, ইহা প্রচলিত বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মের শাখাগুলি হইতে কিছু কিছু গ্রহণ বা বর্জন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।[৪২০] এখন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ইহার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে

তিনটি স্তর বা পর্ব রহিয়াছে, যথা—আভিধর্মিক স্তর অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর হইতে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত, বুদ্ধের গূঢ় শিক্ষাতত্ত্বের ক্রমবিকাশের স্তর যাহা প্রধানতঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এবং মন্ত্রতন্ত্রসম্বলিত বৌদ্ধধর্মের স্তর যাহার বিকাশ ঘটিয়াছিল পঞ্চম শতাব্দী হইতে হাজার শতাব্দী পর্যন্ত।[৪২১]

প্রথম স্তরে বলা যায় যে বৌদ্ধধর্মের আদিরূপ অক্ষুণ্ণই ছিল। ইহা প্রধানতঃ ছিল মনোবিদ্যাগত অর্থাৎ বাস্তববাদী জীবসাধারণের মানসিকতার বিশ্লেষণ, যার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল ধ্যানযোগ। উক্ত সময়কে সকল তত্ত্ব পালিভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল।[৪২২] দ্বিতীয় পর্বে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ধর্মসংক্রান্ত বিধানাবলীর বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার প্রবণতা দ্বারা যাহা মহাসংঘিকগণ দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির পূর্বে আনয়ন করিয়াছিলেন।[৪২৩] তখন বিহার জীবনের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলেও তাঁহাদের মতবাদের সহিত নূতন বোধিসত্ত্ব[৪২৪] (যিনি বুদ্ধত্ব বা বোধিজ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হইয়াছেন) আদর্শযুক্ত হইয়াছিল। এই আদর্শানুসারে যে কোন ব্যক্তি, তিনি গৃহী বা সন্ন্যাসী যাই হোন না কেন পুণ্যকাজের দ্বারা যোগ্যতা অর্জন করিয়া বুদ্ধত্বলাভ করিতে পারিতেন।[৪২৫] প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা বস্তুর স্বভাব বা যথাযথভাবে বস্তুকে জানাই ছিল সেই যুগের বৌদ্ধধর্মের আদর্শ।[৪২৬] এই সময়ই সংস্কৃত ভাষা বা বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক এক কথায় নূতন আদর্শযুক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই মহাযান নামে খ্যাত।[৪২৭]

বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিবর্তনের শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম 'তন্ত্রযানে' বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই সময় কয়েকটি তান্ত্রিকশাখা গড়িয়া উঠিয়াছিল যথা—মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান প্রভৃতি। এইরূপে গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের বহুল পরিবর্তন সাধিতহইয়া কালক্রমে হিন্দুধর্মের দেবতাদিগের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও বৌদ্ধ দেবদেবীর আগমন ঘটিয়া উহা এক সম্পূর্ণ নূতন ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। এই নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান দেবদেবী ছিলেন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এবং তাহাদিগের পত্নীগণ। ইহা ব্যতীত পিশাচী, মাতঙ্গী, ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদিরাও তন্ত্রযান শাখায় স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। বস্তুতঃ অতিপ্রাকৃত ক্ষমতালাভ করাই উক্ত তন্ত্রযানের উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, তন্ত্রযান সম্পর্কে পরে আলোচনা করা

হইবে। বর্তমানে মহাযান সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হইতেছে।

এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য হইল মহাযানীদিগের আদর্শ 'বুদ্ধত্বলাভ', হীনযানীদিগের ন্যায় অর্হত্বলাভ নহে। অপরদিকে মহাযানীরা স্বয়ং নির্বাণ লাভে উন্মুখ নহে, তাঁহারা চান জগতের হিতার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে। বস্তুতঃ ইহজগতের প্রতিটি মানুষের মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করানোই ছিল মহাযানীদের মুখ্য উদ্দেশ্য[৪২৮]। মহাযান বৌদ্ধধর্মের অপর একটি আদর্শ হইল বোধিসত্ত্ববাদ বা বোধিসত্ত্বকল্পনা।[৪২৯] কিন্তু বোধিসত্ত্বের কল্পনাটির একটি ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পালিসুত্তগুলিতে কোথাও বুদ্ধ ব্যতীত অপর কাহারও বুদ্ধত্ব লাভের কথা বলা নাই কিন্তু বোধিসত্ত্বের কথা বহুল পরিমাণে রহিয়াছে।[৪৩০] পালি ত্রিপিটকশাস্ত্রে বুদ্ধ অতি প্রাকৃতশক্তির অধিকারী হিসাবে দাবী করা হয়নি, উপরন্তু তাঁহার অনেক যুগের অনেক জন্মের সযত্ন প্রয়াসের ফলেই গভীর অন্তর্দৃষ্টিলাভের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালে মহাপদান সুত্তে[৪৩১] গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী ছয়জন বুদ্ধের নাম পাওয়া যায় যথা—বিপস্সি (বিপশ্যি), সিখি (শিখি), বেস্সভূ (বিশ্বভূ), ককুসন্দ (ককুছন্দ), কোনাগমন (কনকমুনি) ও কস্সপ (কাশ্যপ)[৪৩২]। বুদ্ধবংসে[৪৩৩] গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তিনি দীপংকর বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও কথিত আছে যে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মেত্তেয় (মৈত্রেয়) আবির্ভূত হইবেন পরবর্তীকালে এবং উহা সকল সম্প্রদায়েরই বিশ্বাস।[৪৩৪] অভিধম্মপিটকের পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি নামক গ্রন্থে পুনরায় পচ্চেকবুদ্ধের (প্রত্যেকবুদ্ধ) উল্লেখ আছে যাঁহারা সম্মাসম্বুদ্ধ (সম্যক্‌সম্বুদ্ধ) ব্যতিরেকে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধ। পচ্চেকবুদ্ধগণ বুদ্ধত্বলাভ করিয়া ধর্মপ্রচার করেন না সম্মাসম্বুদ্ধের ন্যায়।[৪৩৫] সর্বাস্তিবাদীদের অবদান সাহিত্যে বোধিসত্ত্বধারণার প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। সেস্থলে বুদ্ধের শিষ্যদিগের এবং পচ্চেকবুদ্ধের বোধি-জ্ঞানলাভের কথা বলা হইয়াছে।[৪৩৬] এ সম্পর্কে বলা হয় যে অবদান সাহিত্যের ধ্যানধারণা মহাযান হইতেই লওয়া হইয়াছে।[৪৩৭] থেরবাদী গ্রন্থগুলির মধ্যে বুদ্ধবংস ব্যতিরেকে চরিয়াপিটকেও বোধিসত্ত্ব ধারণাটি লক্ষ্য করা যায়। এস্থলে বুদ্ধত্বলাভের আটটি শর্ত বা অবস্থার কথা ব্যক্ত হইয়াছে।[৪৩৮] এগুলির সহিত ছয়টি চর্যা বা গুণের (পারমিতা বা পারমী)

কথাও উল্লিখিত হইয়াছে যেগুলি পুনরায় অপর চারটি সহিত যুক্ত হইয়া দশপারমিতায় পূর্ণতালাভ করে।[৪৩৯] সুতরাং ইহা অনস্বীকার্য যে বোধিসত্ত্বচেতনা বৌদ্ধধর্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া ছিল এবং বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর উক্ত চেতনাটিরই ক্রমবিকাশ ঘটে। স্পষ্টভাবে বলিতে পারা যায় যে বোধিসত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদটিই প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিণতিবিশেষ।

যাহা হউক, প্রাচীন বোধিসত্ত্ব ধারণার মহাযান বৌদ্ধধর্মে ঈষৎ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। উক্তমতে বোধিসত্ত্বগণকে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা জগতের দুঃখ নিবারণের জন্য আকাশ ও জগতের স্থিতিকাল পর্যন্ত নিজেদের স্থিতি কামনা করেন।[৪৪০] উক্ত বোধিসত্ত্ব ধারণা হইতে ইহা স্পষ্ট হয় যে মহাযান বৌদ্ধধর্মে বোধিসত্ত্ব কেবলমাত্র করুণার প্রতিমূর্তিই নয় তিনি দুঃখেরও প্রতিমূর্তি।[৪৪১] তাঁহারা কামনা করেন যে জগতের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সর্বদুঃখভোগ যেন তাঁহারা নিজেরাই করেন এবং তাহাদের কুশল কর্মের দ্বারা যেন জগতে সুখ আসে।[৪৪২] অধ্যাপক Basham-এর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক যে 'বোধিসত্ত্বের সহিত খৃষ্টধর্মের দুঃখব্রতী ত্রাণকর্তার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে'।[৪৪৩] খৃষ্টধর্মে যীশুখৃষ্টকে জগতের সর্বপাপের ভার স্বয়ং বহন করিয়া জীবনদান করিতে দেখা যায়। সুতরাং খৃষ্টধর্ম হয়ত বা বোধিসত্ত্ব কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। যদিও ইহা পাশাপাশি মন্তব্য করা যায় যে সকল মহাপুরুষগণের চিন্তাধারাই সমপর্যায়ের—প্রাণীজগতকে সকল অকুশল বা পাপ হইতে রক্ষা করা। বস্তুতঃ মহাযানধর্মের এই বিবর্তনে হয়ত বা বৈদেশিক ভাবধারার প্রভাব ছিল। Basham-এর মতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে শক, গ্রীক ও কুষাণ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে পশ্চিমের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়, পারস্য ও তার পরবর্তী অঞ্চল হইতে বিভিন্ন প্রকার ভাবধারার ভারতে প্রবেশের ফলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে বৈদেশিক প্রভাবের সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে।[৪৪৪]

যাহা হউক, থেরবাদীগণ তাঁহাদিগের সাহিত্যে দশটি পারমিতা বা মহত্তম গুণের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, উপায়, কৌশল্য প্রণিধান এবং বল।[৪৪৫] কয়েকটি নামের বৈসাদৃশ্য ব্যতীত পারমিতাগুলির মহাযানেও উপস্থাপিত এবং প্রধানতঃ দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা—এই পারমিতাগুলি পালনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া

হইয়াছে।[৪৪৬] পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে জনসাধারণের মধ্যে মহাযান মতবাদ প্রচারের কৃতিত্ব মহাসংঘিক ও ইহাদের বিভিন্ন শাখার প্রাপ্য[৪৪৭]। বস্তুতঃ মহাসংঘিকরাই বুদ্ধের উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া বুদ্ধের বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের পূজা শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও বুদ্ধমূর্তি পূজার প্রচলন হয়। দেশের মন্দির ও বিহারগুলিতে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে মহাযান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ধর্মের বহুল রূপান্তর ঘটিয়া যায়।[৪৪৮] পুনরায়, বোধিসত্ত্বদিগের মনোবৃত্তির (অধিমুক্তিচর্যা) দশটি ভূমির কল্পনা করিবার কথা উল্লেখ করা যায়। যথা—প্রমুদিতা (আনন্দপূর্ণ স্থান), বিমলা (অকলঙ্ক, বিশুদ্ধ স্থান), প্রভাকরী (পবিত্রপ্রভাযুক্ত স্থান), অর্চিষ্মতী (বীর্যযুক্ত উজ্জ্বল স্থান), সুদুর্জয়া (দুর্জেয় স্থান), অভিমুখী (প্রতীত্যসমুৎপন্নের দিকে অভিমুখী স্থান), দূরংগমা (ধ্যানসহযোগে দূরে গমন করিবার স্থান), অচলা (স্থিরাবস্থাযুক্ত স্থান), সাধুমতী (কুশল চিন্তার স্থান) ও ধর্মমেঘা (ধর্ম বা জ্ঞানের মেঘযুক্ত স্থান)[৪৪৯]। উপরোক্ত দশটি ভূমি অতিক্রম করিলে বোধিসত্ত্বগণের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটে।[৪৫০] অপরদিকে বলা যায় যে পাপী মানুষদিগের উদ্ধারের জন্য মধ্যস্থ হিসাবে বোধিসত্ত্বগণ বিরাজিত যাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল জীবগণের প্রার্থনা পূরণ করা। এক্ষেত্রে সম্রাট অশোকের নামোল্লেখ করা যায় যাঁহার ভূমিকা বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ক্ষেত্রে ছিল না। কারণ, তাঁহার শিলালিপিগুলি প্রমাণ করে যে বৌদ্ধদিগের জীবনচর্যার পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাতে অশোকের রীতিমতো প্রেরণা ছিল। ইহা ব্যতীত, বৌদ্ধধর্মকে দূরদূরান্তে প্রচার করিয়া তিনি ধর্মের মৌলিক পরিবর্তন প্রায় অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কারণ জনসমষ্টির আকাঙ্খা পূরণ করিতে যাইয়া ধর্মের পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।[৪৫১] এক কথায় বলিতে পারা যায় যে হীনযান ধর্মে ব্যষ্টির মুক্তি লক্ষ্য ছিল, পাশাপাশি মহাযান ধর্মের লক্ষ্য ছিল সমষ্টির মুক্তি।[৪৫২] এ প্রসঙ্গে জাতকের কথা বলা যায় যেস্থলে উক্ত রহিয়াছে যে শুধুমাত্র মানুষের মূর্তিতেই নহে প্রস্তর মূর্তিতেও বোধিসত্ত্বগণ আবির্ভূত হন।[৪৫৩] চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং যখন ভারতে আসেন তখন তিনি দুইটি যানেরই পাশাপাশি অস্তিত্বের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন[৪৫৪]। তিনি বলিয়াছেন যে যাঁহারা বোধিসত্ত্বের বন্দনা করিত ও মহাযান সূত্র শিক্ষা করিত তাঁহারা মহাযানী বৌদ্ধ ও যাঁহারা তা করিত না তাঁহারা হীনযানী বলিয়া

খ্যাত ছিলেন।[৪৫৫] এক্ষেত্রে 'যান' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভিক্ষু সংঘবক্ষিত 'যান' কথাটি সাধাবণ ভাবে অর্থাৎ 'গমন কবিবাব যন্ত্র' অর্থে না বলিযা 'জীবনেব একটি ধাবা' অর্থে ব্যবহাব কবিবাব পবামর্শ দিযাছেন।[৪৫৬] পুনবায 'যান' শব্দটিব অর্থ কবা হইযাছে মার্গ অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্তিব মার্গ। বস্তুতঃ 'যান' শব্দটিব প্রথম ও ব্যাপক উল্লেখ পাওযা যায 'সদ্ধর্মপুণ্ডবীক সূত্রে' (খৃষ্টীয ১ম শতাব্দীব পূর্বেদ)।[৪৫৭] মোটামুটিভাবে, তিনটি যানেব বর্ণনা পাওযা যায প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে, যথা, সাবকযান (শ্রাবকযান) —অর্থাৎ যিনি শ্রবণ কবেন বা শিক্ষার্থীগণ, পচ্চেকবুদ্ধযান (প্রত্যেকবুদ্ধযান)—যিনি বহির্জগতেব সকল সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ এককভাবে অর্হত্বলাভ কবিযাছেন ও বোধিসত্ত্বযান বা সম্ভাবনাসূচক বুদ্ধ যিনি জন্মজন্মান্তব ধবিযা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিব জন্য পাবমী ও দশভূমি পূর্ণ কবিযাছেন এবং জগতেব সকলেব হিতেব জন্য আত্মোৎসর্গ কবিযাছেন।[৪৫৮]

অপবদিকে বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা কবিবাব কালে সর্বাগ্রে উল্লেখ কবা যায বোধিচিত্ত ও প্রণিধানবলেব। বোধিচিত্ত দুই প্রকাবেব, যথা—প্রজ্ঞা (অতিপ্রাকৃত জ্ঞান) ও কবুণা (সর্বজনীন প্রেম)।[৪৫৯] Suzuki বলিযাছেন যে বোধিচিত্ত সকল 'নিমিত্তবাদ' হইতে মুক্ত অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আযতন এবং অষ্টাদশ ধাতু—সর্ববস্তু হইতেই বোধিচিত্ত মুক্ত এবং ইহা সর্বজনীন নির্দিষ্ট নহে।[৪৬০]

পুনবায মহাযানে বুদ্ধেব তিনটি কাযেব (ত্রিকায) কল্পনা কবা হইযাছে। যথা, নির্মাণকায, সম্ভোগকায ও ধর্মকায।[৪৬১] মহাযানেব সদ্ধর্মপুণ্ডবীক[৪৬২] ও সুবর্ণপ্রভাস সূত্রে কাযগুলি সম্পর্কে বিস্তাবিত আলোচনা বহিযাছে।[৪৬৩] পুনবায 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপাবমিতা' সূত্রে ও নাগার্জুনেব 'মাধ্যমিক শাস্ত্রে' দুইটি কাযেব কথা বলা হইযাছে, যথা—বূপ বা নির্মাণকায এবং ধর্মকায। যোগাচাব বৌদ্ধধর্মে সম্ভোগকাযেব উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত, সূত্রালংকাব, অভিসমযালংকাবকাবিকা, পঞ্চবিংশ-তিসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপাবমিতা. বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি গ্রন্থেও বিভিন্নভাবে বুদ্ধেব কাযেব কল্পনা কবা হইযাছে।[৩৬৪] ফবাসী অধ্যাপক Masson-Ourel তাঁহাব একটি প্রবন্ধে অংগুত্তব নিকাযে বুদ্ধেব একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা কবিযা দেখাইযাছেন যে মহাযান কাযকল্পনাব বীজ হীনযানীদেব মধ্যে অন্তর্নিহিত বহিযাছে।[৩৬৫] মহাসংঘিকদেব গ্রন্থেও ত্রিকায কল্পনাব কথা বহিযাছে।

যাহা হউক, এক কথায় বলা যাইতে পারা যায় যে মহাযান ধর্মে বুদ্ধের তিনটি কায়ের বর্ণনা রহিয়াছে। হীনযানীদিগের নিকট বুদ্ধ ছিলেন একজন সর্বজ্ঞ পুরুষ। পরবর্তী সময়ে ক্রমে ক্রমে তাঁহার উপর অতিমানবিক, পরিশেষে অতিদৈব গুণাবলী আরোপ করা হয়। বস্তুতঃ তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয় ব্রহ্মলোকের অন্যান্য দেবতাদিগের ঊর্ধ্বে। মহাযানীদিগের নিকট কিন্তু বুদ্ধ চিরন্তন, শাশ্বত। তাঁহার উৎপত্তিও নাই, ক্ষয়ও নাই। তিনি সত্য, তিনি সৃষ্টির শেষ। তিনি অবর্ণনীয়। ত্রিকায় ধারণা বুদ্ধের দেহসম্বলিত। এই ধারণা অনুসারে নির্মাণকায় হইল গৌতম বুদ্ধের পার্থিব আকার বা মনুষ্যরূপী বুদ্ধ। এই শরীরে তিনি জগতের সাধারণ মানুষ এবং সৃষ্ট-জীবনকে পরিচালনা করিয়া জগতের হিতসাধন করেন। বুদ্ধের উক্ত আকারই কোন কোন গ্রন্থে রূপকায় বলিয়া খ্যাত।[৪৬৬] এই দেহে তিনি শ্রাবক ও জনসাধারণকে শিক্ষা দেন। নির্মাণকায় কল্পনা সাধারণ মানুষকে পূজা করিবার ও ভক্তি প্রকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়াছিলেন। সেই কারণে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে কূট ও গূঢ় দার্শনিক তথ্য সম্বলিত হইয়াও মহাযান বৌদ্ধধর্ম সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ আলোড়ন তুলিয়াছিল।[৪৬৭]

সম্ভোগকায় হইল বুদ্ধের জ্যোতির্ময় কায় বা রূপ। উক্ত রূপে বুদ্ধ কদাচিৎ উন্নত মননশীল শিষ্যবর্গকে উপদেশ দেওয়া বা তাঁহাদিগের আকাঙ্খা পূরণ করিবার জন্য মহাপুরুষের লক্ষণযুক্ত দেহ ধারণ করেন। সম্ভোগকায় বুদ্ধ স্বর্গে অবস্থান করেন এবং সম্ভোগকায় বুদ্ধ স্বর্গের (কোন কোন মহাযান গ্রন্থে যাহা সুখাবতী বলিয়া উল্লিখিত) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেবতা।[৪৬৮] পরিশেষে ধর্মকায় কল্পনা যাহা বুদ্ধের প্রকৃত কায়। অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্মকায় হইল শাশ্বত, বিশুদ্ধ ও চিরশান্ত নিরাকার অবস্থা, যাহা সমগ্র বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত যাহা তথতা (suchness) বলিয়াও বর্ণিত।[৪৬৯] নির্মাণকায় ও সম্ভোগকায় বহু কিন্তু ধর্মকায় এক।[৪৭০] বোধিসত্ত্বগণ ক্লেশাবরণ (অপবিত্রতার আবরণ) ও জ্ঞেয়াবরণ (যাহা সত্যকে ঢাকিয়া রাখে) দূর করিয়া উক্ত বিশুদ্ধ ধর্মকায় লাভ করেন।[৪৭১] হীনযানীদের মত মহাযানীরাও বিশ্বাস করিত যে জগৎ দুঃখময়। কিন্তু মহাযানীরা হীন-যানীদের ন্যায় দুঃখবাদী ছিলেন না এবং ছিলেন আশাবাদী।[৪৭২] মহাযানী মতবাদ অনুসারে জগতে ভালমন্দ, দুঃখসুখ সবই আছে। তৎসত্ত্বেও প্রত্যেকের মুক্তিলাভের উপায় রহিয়াছে। মূলতঃ হীনযানীরা বাস্তব-

বাদী এবং মহাযানীরা আদর্শবাদী। বুদ্ধ 'শূন্যতা' ও 'অনাত্মতা' শব্দ দুটি ব্যবহার করিয়াছেন এক অর্থে এবং মহাযানীরা ব্যবহার করিয়াছেন ভিন্ন অর্থে।[৪৭৩] হীনযানীদের নিকট 'শূন্যতা' বা অনাত্মতার অর্থ হইল আত্মার অনস্তিত্ব বা পুদ্গলশূন্যতা।[৪৭৪] কিন্তু মহাযানীগণ পুদ্গলও ধর্ম—উভয়েরই নৈরাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মশূন্যতা মহাযানীদের মতে পার্থিব জগতের অনস্তিত্ব ভাব।[৪৭৫] মহাযানীরা মনে করিতেন যে উভয় প্রকার শূন্যতা সম্যক্‌রূপে অবহিত না হইলে প্রকৃত সত্যোপলব্ধি করা যাইবে না এবং তাহাদিগের মতে উভয় প্রকার শূন্যতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা হইতে পারে যদি দুইটি আবরণ যথা, ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ দূরীভূত করা যায়।[৪৭৬] ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রেও মহাযানী ও হীনযানীদিগের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় হীনযানীরা প্রচার করিতেন যে বুদ্ধের নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ অনুসরণ করিলেই অর্হৎ হইতে পারা যায়।[৪৭৭] কিন্তু মহাযানীদের মতে একজন উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে উক্ত আচরণবিধি শূন্য, সংসারে থাকিয়া সংসারী ব্যক্তির নিকট যেইরূপ স্ত্রী পুত্র সংসার সম্পর্কিত ধারণা শূন্য। উক্ত আচরণবিধি হইল জলাশয় পারাপারের জন্য ভেলার ন্যায়। অর্থাৎ, জলাশয় অতিক্রম করিবার পর ভেলাকে যেরূপ ত্যাগ করিতে হয় পার্থিব মানুষ তাঁহার অপরিণত ইন্দ্রিয়সমূহের জন্য নানা প্রকার স্বপ্নের বা মরীচিকার ন্যায় অলীক ভুলভ্রান্তির মধ্যে বাস করেন যেগুলি উপলব্ধির মধ্যেই তাঁহার মুক্তির উপায় নিহিত, বস্তুতঃ উপলব্ধির দ্বারাই ক্লেশাবরণ ত্যাগ করা যায় এবং জ্ঞেয়াবরণ দূর হয়।[৪৭৮] মহাযানে পুনরায় চারি প্রকার ব্রহ্মবিহারের উল্লেখ আছে। যথা—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।[৪৭৯] যথাযোগ্য মননশীলতার সহিত উক্ত চারিটি ব্রহ্মবিহার সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করিলে চিত্তের প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায় ও চিত্তবিশুদ্ধি লাভ করা যায়।[৪৮০] পরিশেষে ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে হীনযান মতবাদ ছিল নীতিসর্বস্ব, অপরপক্ষে মহাযান ছিল ভাবাবেগ জড়িত ও প্রধানতঃ দর্শনমূলক।[৪৮১] ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিকে সমর্থন করিয়া বলা যায় যে উভয় সম্প্রদায়ের মতবাদই একটি অপরটির সম্পূরক এবং একটিকে বাদ দিয়া অপরটি সম্পর্কে পৃথক করিয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে।[৪৮২]

বৌদ্ধধর্মের উপরোক্ত প্রধান দুইটি বিভাজনের পরবর্তীকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে হীনযানের তুলনায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম

তৎকালীন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে আলোড়ন তুলিয়াছিল এবং মহাযান দিকে দিকে প্রসারলাভ করিয়া মধ্য এশিয়া, চীনদেশ কোরিয়া ও জাপানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অপরদিকে, কেবলমাত্র শ্রীলংকায় হীনযান ধর্ম নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে ইহা মায়ানমার (বার্মা), থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহা জাতীয় ধর্ম হিসাবে পরিগণিত হয়।[৪৮৩] অপরদিকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল হইতে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত প্রধান ভারতীয় ধর্ম হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন লেখ হইতে।[৪৮৪] বস্তুতঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে এক হাজারেরও বেশী যে লেখগুলি খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে সেগুলির অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত।[৪৮৫] ইহা ব্যতীত তৎকালীন পূর্বভারতের শিল্প নির্দশন যথা, অমরাবতী ও নাগার্জুনিকোণ্ডার শিল্পের নিদর্শনও ঐ একই ইঙ্গিত বহন করে।[৪৮৬] কণিষ্কের সময়ে নির্মিত পেশোয়ার চৈত্যটিও সিন্ধু নদীর পরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির প্রমাণস্বরূপ অসংখ্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।[৪৮৭] কুষাণ ব্যতীত অন্যান্য রাজ-বংশ যথা পশ্চিমের ক্ষত্রপগণ, সাতবাহন, ইক্ষ্বাকুগণও বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এস্থানে উল্লেখ্য যে মহাযান বৌদ্ধধর্মই যে একমাত্র জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা নহে অমরাবতী লেখ ও নাগার্জুনকোণ্ডা লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে হীনযান সম্প্রদায়ের মহাসংঘিকশাখা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতেই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৪৮৮] নাগার্জুনকোণ্ডা লেখতে পুনরায় উল্লেখ আছে যে শ্রীলংকার থেররাদী সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদিগকে একটি বিহার দান করা হইয়াছিল।[৪৮৯] উপরন্তু নাগার্জুনকোণ্ডার মহাচৈত্যের উল্লেখ করা যায় যাহা ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলের বৌদ্ধদিগের অন্যতম তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে।[৪৯০] ইহা বলা যায় যে গুপ্তযুগের পূর্বে অর্থাৎ প্রথম তিন শতাব্দীর বৌদ্ধধর্ম একটি বৃহৎ অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পুনরায় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ গুপ্তযুগে ভারতের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে একটি ধারণা করা যায়।[৪৯১] ফা-হিয়েন সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে

আসিয়াছিলেন। ফা-হিয়েনের বর্ণনানুযায়ী পাটলিপুত্রে হীনযান ও মহাযান —উভয় গোষ্ঠীর দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিহার ছিল।[৪১২] ঐ সকল বিহারগুলিতে ছয় সাতশত ভিক্ষু বাস করিতেন এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ জ্ঞানার্জনের জন্য তথায় আসিতেন সেই সময়।[৪১৩] উত্তর ভারতে তিনি হীনযান সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[৪১৪] কিন্তু ইহাও জানিতে পারা যায় যে মহাযানের সহিত প্রতিযোগিতায় হীনযান দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।[৪১৫] ইহা প্রমাণিত হয় প্রধানতঃ মথুরা ও সারনাথের ভাস্কর্য হইতে যেস্থলে মহাযানের অত্যন্ত সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বলিয়াছেন যে সপ্তম শতাব্দীতে হীনযান সম্প্রদায় ভারতবর্ষ হইতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মতে কেবলমাত্র পশ্চিম ভারতেই বৌদ্ধধর্ম পূর্ণগৌরবে বিরাজমান ছিল।[৪১৬] সুতরাং বলা যাইতে পারা যায় যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম যখন এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসার অনেকখানিই স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল।[৪১৭] যাহা হউক, সেই সময় ভারতীয় সংস্কৃতিতে নূতন করিয়া তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত সময়েই ভারতীয় ধর্মে মায়াবিদ্যা ও যৌন অতীন্দ্রিয়বাদের আদিম ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়া বৌদ্ধধর্মকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।[৪১৮]

বস্তুতঃ মন্ত্র, তন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস, মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বা যোগবিধি মহাযানে প্রবেশ করিয়া ধর্মজগতে উৎপন্ন হয় এক অভিনব মহাযান ধর্মের, যাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামে খ্যাত। সাধারণভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলিতে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরিত রূপকেই বুঝায় সুতরাং ভারতবর্ষে মহাযান বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী অধ্যায়রূপে উল্লেখ করা যায় মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযানের।[৪১৯] কথিত আছে, যোগাচার শাখাটির বিজ্ঞানবাদ অনুশীলনের দ্বারা কালক্রমে কতকগুলি গূঢ় রহস্যমূলক গুপ্তবিদ্যার আবির্ভাব হয় বৌদ্ধধর্মে।[৫০০] ইহা অষ্টম শতাব্দীতে পূর্বভারতে আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশেও ও বিহারে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। অধ্যাপক Kern তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতবাদ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে তন্ত্রযান বহু পূর্বকাল হইতেই অস্তিত্বশীল ছিল এবং আচার্য অসংগের সময় (৩০০ অব্দ) হইতে ধর্মকীর্তির সময়কালের (৬২৫-৬৭৫ অব্দ)

মধ্যে উহা গুহ্যরূপে ধারণ করিয়াছিল।[৫০১] তিনি পুনরায় পালরাজত্ব-কালের বহু ব্যক্তির কথা বলিয়াছেন যাঁহারা বিভিন্ন প্রকার মোহিনীবিদ্যা ও মন্ত্রতন্ত্রযুক্ত বজ্রাচার্য ছিলেন এবং বিস্ময়কর অলৌকিক কার্যকলাপের সহিত যুক্ত ছিলেন[৫০২]। তারনাথের মতে সাধনার সহিত যোগবিধির বিশেষ তফাৎ ছিল না। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—'Tantrism is so today, a popularised and at the same time, regarded form of Yoga, because the objects are commonly of a coarser character, and the practices partly more childish, parts more revolting'।[৫০৩]

বস্তুতঃ পাল রাজাদের সময়কালে বিখ্যাত বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহারটি তান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থানস্বরূপ ছিল।[৫০৪] মগধের গঙ্গানদীর উত্তর তীরবর্তী স্থানে বিক্রমশীলা বিহারটি অবস্থিত ছিল। ইহা বজ্রযান বা মন্ত্র-বজ্রযানাচার্যদিগের প্রধান কেন্দ্র ছিল।[৫০৫] এপ্রসঙ্গে বলা যায় যে মন্ত্র-তন্ত্রের কিছু কিছু ধারণা পালি সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায় কারণ 'পরিত্তসুত্তের' (রক্ষাকারী সূত্র) উচ্চারণের দ্বারা আবৃত্তিকার যে সকল প্রকার অকুশলতা থেকে রক্ষা পাইতে পারেন তাহা পালি সাহিত্যেই বলা রহিয়াছে।[৫০৬] পরবর্তীকালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছিল। আচার্যগণ এবং তাহাদিগের অনুসরণকারীরা উক্ত মন্ত্রের ব্রতধারী (initiates) বলিয়া চিহ্নিত হইত। এস্থলে উল্লেখ্য যে ইহাদের প্রতীকচিহ্ন বা ভাষা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না।[৫০৭]

ইহার পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হইল হিন্দু দেবদেবীর ন্যায় বৌদ্ধধর্মে বহু দেবতাদিগের অনুপ্রবেশ, যাহাদের সাধনার দ্বারা ভক্তগণ মনে করিতেন যে তাঁহারা সিদ্ধি বা পূর্ণতা লাভ করিবেন।[৫০৮] এইরূপে বুদ্ধ দেবতায় পরিণত হন এবং কোনও কোনও সময়ে দেখা গিয়াছে যে বহু দেবী পরিবেষ্ঠিত হইয়া তিনি উপবেশন করিয়া আছেন।[৫০৯] এখন দেখা দরকার সঠিক কোন সময় হইতে বুদ্ধ দেবতারূপে প্রতিপন্ন হন। মৌর্যসম্রাট অশোকের সময়কাল পর্যন্ত বৌদ্ধদিগের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হইতে দেখা যায় নাই।[৫১০] কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে সর্বাগ্রে বুদ্ধের প্রতীক চিহ্নরূপে রিক্ত আসন, ধর্মচক্র, বোধিপত্র, পদ্ম, পাদুকা, পূতাস্থি ইত্যাদি পূজা করা হইত। কিন্তু মহাযান ধর্মের আগমনের সঙ্গেসঙ্গে

বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ শুরু হয় বুদ্ধবন্দনা বা বুদ্ধপূজার নিমিত্তে এবং ক্রমশঃ বুদ্ধ দেবাতিদেব হইয়া যান। তাহাকে বিভিন্নরূপে পূজা করিবার নিমিত্তে বিভিন্ন প্রকার মূর্তিও নির্মিত হইতে থাকে।[৫১১] ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে সেই সময়ে বৌদ্ধদেবতা ও হিন্দুদেবতা মিশিয়া গিয়াছিল।[৫১৩] মহাযান বৌদ্ধধর্মে প্রধানতঃ ভক্তিরই প্রাধান্য ছিল যাহার জন্য উহাতে পূজা, আরাধনা ও সেবার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত[৫১৪]। যাহা হউক, এইরূপে ভবিষ্যৎ একজন বুদ্ধের কল্পনা করিয়া ভাবীবুদ্ধ মৈত্রেয়ের পূজাও আরম্ভ হয়।[৫১৪] কেবলমাত্র তাহাই নহে ক্রমশঃ বিভিন্ন গুণ ও ধ্যান বিশিষ্ট কাল্পনিক বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে মহাযান বৌদ্ধধর্মে।[৫১৬] কালক্রমে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি হয় পুনরায় যাহাদিগের ধ্যানপ্রভাবে আত্মস্বরূপ হইতে এক একজন ধ্যানী বোধিসত্ত্বের উদ্ভব হয়, উদ্ভূত হন মানুষী বুদ্ধগণ যাঁহারা বোধিসত্ত্বদিগেরই প্রতিচ্ছবি।[৫১৭] এইরূপে সৃষ্টি হয় আদিবুদ্ধের ধারণা যাহা ব্যাপকরূপে ভারতবর্ষের বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আদিবুদ্ধের মতবাদের বিস্তৃত প্রচার পরিলক্ষিত হয়।[৫১৮] যদিও প্রখ্যাত পণ্ডিত Waddelএর মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতকেই আদিবুদ্ধ মতবাদের সূত্রপাত ঘটে।[৫১৯] আদিবুদ্ধ অর্থাৎ 'আদিকল্পিত বুদ্ধ' হইতেই অন্যান্য ধ্যানীবুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র নালন্দা বিহারে আদিবুদ্ধের মতবাদ উৎপন্ন হইয়াছিল।[৫২০] কিন্তু ইহা জানিতে পারা যায় যে খৃষ্টীয় ৩য় বা ৪র্থ শতকে আচার্য মৈত্রেয়নাথ তাঁহার মহাযান 'সূত্রালঙ্কার' গ্রন্থে আদিবুদ্ধকে স্বীকার করেন নাই।[৫২১] বজ্রযান শাখার 'কালচক্রযান' তন্ত্রে 'আদিবুদ্ধ' মতবাদের প্রথম প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কালচক্রতন্ত্র ভারতবর্ষে দশম শতাব্দীতেই প্রবর্তিত হইয়াছিল।[৫২২] মহাযান মতে প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধ হইলেন এক একটি কালচক্রের অধীশ্বর এবং প্রত্যেক ধ্যানী বোধিসত্ত্ব হইলেন এক একটি কালচক্রের স্রষ্টা। ধ্যানী বোধিসত্ত্বেরই মানুষী বুদ্ধ হইলেন সেই কালচক্রের শাস্তা ও নশ্বর প্রতিনিধিবিশেষ। বর্তমান কালচক্র হইল চতুর্থ কালচক্র, তিনটি কালচক্র ইতিপূর্বেই অতিবাহিত হইয়াছে। বর্তমান কালচক্রের অধীশ্বর হইলেন অমিতাভ বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর হইলেন কালচক্রের স্রষ্টা এবং শাক্যমুনি বা গৌতম বুদ্ধ হইলেন ঐ কালচক্রের মানুষী

বুদ্ধ।[৫২৩] উপরন্তু ইহাও জানিতে পারা যায় যে শাক্যমুনির মহাপরি-নির্বাণের পাঁচ হাজার বৎসর পরে পঞ্চম কালচক্রের সৃষ্টি হইবে এবং উহার ভাবী মানুষীবুদ্ধ হইবেন মৈত্রেয় যিনি অজিত নামেও পরিচিত।[৫২৪] বর্তমানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বরূপে তুষিত স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। যাহা হউক মহাযান 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' গ্রন্থে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু অসংগের সাধনতন্ত্র যাহা সাধনমালায় বর্ণিত হইয়াছে সেস্থলেই প্রথম বিস্তৃতরূপে ধ্যানী বুদ্ধগণের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫২৫] গুহ্যসমাজ-তন্ত্র বা তথাগতগুহ্যক ধ্যানীবুদ্ধগণের মন্ত্র, গাত্রবর্ণ বা সঙ্গী অধিপতি এবং তাঁহার দ্বাররক্ষক সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে। যাহা হউক, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধগণ হইলেন—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ বা অমিতায়ু-(স) ও অমোঘসিদ্ধি। ইহাদিগের পাঁচজন বোধিসত্ত্ব হইলেন যথাক্রমে সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, অবলোকিতেশ্বর ও বিশ্বপাণি। অতঃপর বোধিসত্ত্বগণের পাঁচজন মানুষী বুদ্ধ হইলেন ক্রকুসন্ধ, কনকমুনি, কশ্যপ, গৌতম ও মৈত্রেয়। অপর একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয় হইল যে হিন্দুধর্মের দেবতাদিগের ন্যায় সকল বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের পত্নীদিগেরও কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ সকল দেবীরা হইলেন বজ্রধাত্রীশ্বরী, লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা ও তারা।[৫২৬] উপরোক্ত নামগুলি বিভিন্ন উপাদানে কিছু কিছু পার্থক্য সহকারে দেখিতে পাওয়া যায়। অপর উল্লেখ্য বিষয় হইল এই যে উপরোক্ত পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, পঞ্চবোধিসত্ত্ব ও পঞ্চমানুষীবুদ্ধ ব্যতীত ত্রিরত্ন অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘেরও প্রতীকদেবতা কল্পনার মাধ্যমে পূজা করা হইত। যাহা হউক, দেবীরাই ছিলেন দেবতাদিগের শক্তিবিশেষ। দেবতাদিগকে কল্পনা করা হইত সুদূর এবং অক্রিয়রূপে এবং দেবীদের সক্রিয়রূপে। সুতরাং দেবীদের সাহায্য ব্যতীত দেবতাদিগের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না। উপরন্তু যৌনমিলনের আদলে স্বর্গীয় সৃষ্টিকার্যকে কল্পনা করা হইত। এই সকল চিন্তাপ্রসারের পাশাপাশি যৌন প্রতীক, উপরন্তু ধর্মীয় আচার হিসাবে যৌন মিলনও হিন্দুদিগের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের কোনও কোনও শাখায় প্রবেশ করিয়াছিল।

যাহা হউক. পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মহাযান ইহার উদার মনোভাবের জন্য সাধারণ মানুষের নিকটবর্তী হইয়া অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ইহার ফলে স্থানীয় ধর্মমতগুলির ন্যায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেও মন্ত্র, ধারণী

ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটিয়া তান্ত্রিক মহাযানের সৃষ্টি হয়।[৫২৭] তান্ত্রিক মহাযানের প্রথম পদক্ষেপ বা সূচনা হইল মন্ত্রযান। মন্ত্রযান হইতে পুনরায় সৃষ্টি হয় বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযানের। এস্থলে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন যানগুলির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

মন্ত্রযান

মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া সাধনার যে পথ তাহাই মন্ত্রযান। অদ্বয়বজ্র সংগ্রহের তত্ত্বরত্নাবলী গ্রন্থে মহাযানের দুইটি বিভাজনের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়।[৫২৮] পারমিতানয়ের তুলনায় মন্ত্রনয়ের তত্ত্ব সুগভীর ও সূক্ষ্ম এবং সাধারণ মানুষের তাহা বোধগম্য নহে। লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজ গ্রন্থের টীকা 'বিমলপ্রভা'তে দেখা যায় যে পারমিতানয় সম্পূর্ণ-রূপে সংস্কৃতে রচিত অপরদিকে মন্ত্রনয় সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ উপরন্তু স্থানীয় ভাষায় যথা, শবর ইত্যাদি অমার্জিত ভাষাতেও রচিত হইয়াছিল।[৫২৯] বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য শাখার ন্যায় মন্ত্রযানও মনুষ্যত্বের বিকাশ, উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সাহায্য করে। মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মে কোন সময় প্রথম তান্ত্রিকতার পদক্ষেপ ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে বিভিন্ন প্রকার মতামত লক্ষ্য করা যায়। যোগাচারশাখার অন্যতম আচার্য অসংগকেই প্রথম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রদেষ্টা বলা হয়। কথিত আছে, অসংগ ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়ের নিকট তুষিত স্বর্গে গমন করিয়া গুহ্যধর্মে দীক্ষিত হন।[৫৩০] অপর একটি মত হইল যে মাধ্যমিক দর্শনের ব্যাখ্যাতা নাগার্জুন প্রকৃতপক্ষে উক্ত গুহ্যবিদ্যাটির স্রষ্টা যিনি ঐতিহ্যানুযায়ী স্বর্গীয় বুদ্ধ বৈরোচনের বোধিসত্ত্ব 'বজ্রসত্ত্বে'র নিকট দক্ষিণ ভারতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।[৫৩১] কিন্তু তিব্বতীয় উপাদান অনুযায়ী নাগার্জুন সরহপাদ নামক এক বিখ্যাত সিদ্ধাচার্যের নিকট মন্ত্রশিক্ষা করেন।[৫৩২] অসংগের একখানি মহাযান গ্রন্থ, 'সূত্রালংকারে' তান্ত্রিক যৌনাচারযুক্ত যোগসাধনার বর্ণনা রহিয়াছে। তথায় 'পরাবৃত্তি' শব্দটি বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে এবং স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে যৌনাচারের পরাবৃত্তির দ্বারা সর্বোত্তম স্থান লাভ করা যায় যোগবিধিতে।[৫৩৩] অধ্যাপক Sylvain Le'vi 'যৌনাচারের পরাবৃত্তি' বলিতে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের গুহ্যশক্তিযুক্ত মিলনের কথাই বুঝাইয়াছেন যাহা তান্ত্রিকধর্মে একটি বিশিষ্ট

স্থান অধিকার করিয়া আছে।[১৩৪] পণ্ডিত Winternitz কিন্তু তাঁহার একটি প্রবন্ধে[১৩৫] Lévi-র উপরোক্ত মন্তব্যটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে 'পরাবৃত্তির' অর্থ হইল 'ইহার ত্যাগ করা'। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে[১৩৬] স্পষ্টতঃই উল্লেখ করিয়াছেন যে 'মৈথুনস্য পরাবৃত্তি' উক্তিটি যথার্থই তান্ত্রিক যৌনাচারযুক্ত যোগসাধনাকেই বুঝাইতেছে যাহার দ্বারা পরম সুখকর অনুভূতিসম্পন্ন স্থান লাভ করা যায় এবং উক্ত গুহ্য ও পরম সুখকর মিলনের মর্মার্থই সূত্রালংকার গ্রন্থে দেওয়া রহিয়াছে। উপরোক্ত ডঃ বাগচীর মত যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে অসংগের সময়-কালে অর্থাৎ ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল বলা যায়।[১৩৭]

যাহা হউক, উপরোক্ত আলোচনাগুলির পাশাপাশি অপর একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করা যায় যে মন্ত্রতন্ত্রযুক্ত তান্ত্রিকতা ভারতবর্ষে বহুপূর্ব হইতেই অস্তিত্বশীল ছিল এবং উহাই বৌদ্ধধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়া একটি গূঢ় রহস্যময় বৌদ্ধধর্মের সূচনা করিয়াছিল।[১৩৮] বস্তুতঃ বেদ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মন্ত্রনয়ের অস্তিত্ব সমভাবে বিরাজমান।[১৩৯] কথিত আছে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহার উচ্চমননশীলযুক্ত অনুগামীদের জন্য ইহা প্রবর্তন করেন।[১৪০] এ বিষয়ে ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করিয়াছেন যে যদিও বুদ্ধ সর্বপ্রকার যাগযজ্ঞ, পশুবলি, যাদুবিদ্যা, ডাইনী বা পিশাচতন্ত্র ইত্যাদির বিরোধী ছিলেন, তথাপি তাঁহার দেশনার মধ্যে মুদ্রা, মণ্ডল, তন্ত্র ইত্যাদির অস্তিত্ব ছিল। বস্তুতঃ বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ এতবেশি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল যে কোন ধর্মের পক্ষে কিছু কিছু অলৌকিকত্বের ব্যবহার দেখানো ব্যতীত অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন ছিল। বুদ্ধও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত বহুজনকে সহজেই আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অলৌকিক গুহ্যসাধনার অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছিলেন তাঁহার ধর্মে।[১৪১] বস্তুতঃ, বুদ্ধের চারিটি ঋদ্ধি (ইদ্ধি) বা অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানা যায় যেগুলি উচ্চমননশীল ভিক্ষুদিগেরও করায়ত্ত ছিল।[১৪২] আচার্য শান্তরক্ষিত বিরচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক গ্রন্থ এবং ইহার টীকাগ্রন্থেও (কমলশীল রচিত) বলা হইয়াছে যে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ইত্যাদিগুলি বুদ্ধ স্বয়ং দেশনার করিয়াছিলেন তাঁহার উপাসকদিগের কুশলার্থে।[১৪৩] কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে ইদ্ধিতে বিশ্বাস থাকাই বুদ্ধের তান্ত্রিকতার অনুমোদনের যথেষ্ট প্রমাণ বলা যায় না। অপরদিকে

শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের বক্তব্যকেও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না কারণ উক্ত আচার্যদের গ্রন্থগুলি বুদ্ধের সময়ের বহু পরবর্তীকালের রচনা (চতুর্দশ শতাব্দীর)।[৫৪৪] উপরন্তু বুদ্ধদেশিত পরিত্তসুত্ত বা রক্ষাকারী মন্ত্রোচ্চারণের কথা ধরিলেও বুদ্ধের তান্ত্রিকতার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।[৫৪৫]

যাহা হউক, কোন বিতর্কে না যাইয়া বলিতে পারা যায় যে তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ কোন বিশেষ সময়ে বা কোন বিশেষ জনকে ঘিরিয়া হয় নাই। মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাস, গুহ্যশক্তিকে জাগরিত করিবার জন্য কোন বিশেষ শব্দ বা মন্ত্র উচ্চারণ ভারতীয় সভ্যতার সহিত অতীতকাল হইতেই মিশিয়া আছে এবং সেই বিশ্বাসের প্রতিফলনই হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। স্তূপবন্দনা, গুহ্য বোধিমণ্ডলের প্রতি শ্রদ্ধা বা বুদ্ধের জ্ঞানলাভের নিদর্শন স্বরূপ উক্ত বোধি-বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া কোন বৃত্ত—এগুলি প্রাচীন বৌদ্ধধর্মেও ছিল। বস্তুতঃ বুদ্ধের বিভিন্ন প্রকার দেহভঙ্গি বা দেহের অঙ্গবিন্যাস অতীন্দ্রিয়বাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে মন্ত্রতন্ত্র, মুদ্রা (অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গির বা দেহভঙ্গির) এবং মণ্ডলের (রহস্যময় নক্‌শা) তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রসারের পথ প্রশস্তই করিয়াছিল।[৫৪৬] ঐতিহ্যানুযায়ী অসংগকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধান প্রচারক বলিলেও অসংগের সময়কালের বা আরও পূর্বের আগমশাস্ত্রে তান্ত্রিকতার মূল উপাদানগুলি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে অভিনবগুপ্তের (১০ম শতাব্দী) 'তন্ত্রালোক' গ্রন্থের উল্লেখ করা যায় যাহা সম্ভবতঃ প্রাচীন আগমশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উভয়ের অতীতের সাংস্কৃতিক পটভূমি একই বা অভিন্ন।[৫৪৭] এখন মন্ত্রযানের মন্ত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্‌। বস্তুতঃ মন্ত্র হইল এমন একটি বস্তু যাহা মনকে সুরক্ষিত করে অর্থাৎ ইহা মূলবীজ যাহা মনের বিচ্যুতি রোধ করে, অপরদিকে বলিতে পারা যায় ধ্যানে চিত্তসংযোগের পক্ষে মন্ত্র একটি কার্যকারী পন্থা। মন্ত্রগুলি মহাযানে ধারণী হিসাবে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল যেটি আক্ষরিক অর্থে বলা যায় 'যার দ্বারা কোন কিছু ধারণ করা যায়' (ধার্য্যতে অনয়া ইতি) অর্থাৎ রহস্যময় অক্ষর যেগুলির দ্বারা একজন মানুষের ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় বা ধরিয়া রাখে।[৫৪৮] আচার্য বসুবন্ধু বিরচিত

'বোধিসত্ত্বভূমি' গ্রন্থটিতে ধারণী সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে এবং অর্থহীন মন্ত্রগুলির ধারণের দার্শনিক ব্যাখ্যাও রহিয়াছে।[৫৪৯]

বোধিসত্ত্বভূমি অনুযায়ী বোধিসত্ত্বের ধারণী হইল চারি প্রকারের। যথা—ধর্মধারণী (অর্থাৎ স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও বলপ্রাপ্ত হওয়ার মন্ত্র), অর্থধারণী (ধর্মের অর্থপ্রাপ্ত হওয়ার মন্ত্র), মন্ত্রধারণী (পূর্ণতালাভের মন্ত্র) ও বোধিসত্ত্বধারণী অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের প্রাপ্ত ক্ষান্তি (নিবৃত্তি) লাভের জন্য ধারণী (বোধিসত্ত্বক্ষান্তিলাভায চ ধারণী)।[৫৫০] পুনরায় বসুবন্ধু অর্থহীন মন্ত্রগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "ইতি মিটি কিটি ভিক্ষংতি পদানি স্বাহা"—মন্ত্রটির 'ইতি মিটি কিটি' ইত্যাদির কোন অর্থ নাই। কিন্তু উক্ত নিরর্থক এবং অর্থশূন্য মন্ত্রের উচ্চারণের দ্বারা মানুষ যাহাতে বুঝিতে পারে যে মন্ত্রের ন্যায় জগৎসংসারের সকল বস্তুই অর্থহীন ও শূন্য। অপরদিকে, নঞর্থক অর্থদ্বারা একটি পারলৌকিক অর্থ সাধকদিগের মনে উৎপন্ন হয় যাহার দ্বারা বস্তুর সম্যক্‌রূপ সাধকগণ বুঝিতে পারে।[৫৫১] (স এষাং মন্ত্রপদানাং এবং সম্যক্ প্রতিপন্ন এবং অর্থং স্বয়ং এবা'শ্রুত্বা।) ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য একটি বীজমন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা—'প্রং'। ইহা তাঁহার মতে কোন দেব বা দেবীর সাংকেতিক চিহ্নবিশেষ। যেমন, প্রজ্ঞাপারমিতামন্ত্র যাহা মহাযান গ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' হইতে প্রজ্ঞাপারমিতা-ধারণীর মাধ্যমে প্রজ্ঞাপারমিতা মন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, ইহারই বীজমন্ত্র 'প্রং'। এইরূপে 'অ' বৈরোচনের, 'য' অক্ষোভ্যের, 'র' রত্নসম্ভবের, 'ব' অমিতাভের, 'ল' অমোঘসিদ্ধির এবং 'হুম্' বজ্রসত্ত্বের বীজমন্ত্র। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 'হেবজ্রতন্ত্রে' উল্লিখিত তথাগতের বীজমন্ত্র হইল 'ওম্ আঃ হুম্ ফট্ স্বাহা'।[৫৫২]

মন্ত্রের সহিত গভীরভাবে মুদ্রারও যোগ রহিয়াছে বৌদ্ধতন্ত্রে, বিশেষ বিশেষ হাতের আঙুল ও চিহ্নের সাহায্যে মুদ্রাগুলি দেখানো যায়।[৫৫৩] অদ্বয়বজ্রসংগ্রহে চারিটি মুদ্রার কথা বলা আছে যেগুলি মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে একটি পুঁথি রহিয়াছে যাহাতে ১৫৮টি বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার রঙীন ছবি রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে কোন কোনটি বজ্র, পদ্ম, ঘণ্টা, তরবারি, শঙ্খ, পুষ্পগুচ্ছ, মালা ইত্যাদি হাতে ধরিয়া থাকিবার মুদ্রা রহিয়াছে। পুনরায় পুষ্প, বারি, ধূপ, বাতি ও অন্যান্য পূজোপকরণ অর্পণ করিবার মুদ্রাও উহাতে রহিয়াছে। বিভিন্ন

প্রকার যন্ত্রসঙ্গীত বাজাইবার মুদ্রাও পুস্তকটিতে বিদ্যমান। মূলতঃ পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া দুঃখ মুক্তির উপায়সকল মুদ্রাগুলিতে নির্দেশিত।[৫৫৪]

মন্ত্রতন্ত্রগুলির শব্দের গোপনীয়তা ও মুদ্রাগুলি স্পর্শের গোপনীয়তার সঙ্গে শারীরিক সংস্পর্শের ব্যাপারটিও আসিয়া যায়। এইরূপ মুদ্রা ও মন্ত্র সহযোগে মণ্ডল বা রহস্যাবৃত বৃত্তের প্রবর্তন ঘটিয়া যৌনাচারযুক্ত যোগ-সাধনার পদক্ষেপ ঘটে। পুনরায়, বিবর্তনের ফলে যৌন চারযুক্ত সাধনাই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং অপরাপর আচার-আচরণ, রীতিনীতিগুলি মূলতঃ মণ্ডলরচনার প্রস্তুতির জন্যই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।[৫৫৫] এস্থলে বলা যায়, মন্ত্রযানে মণ্ডলরচনা করা হইয়াছে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া। মণ্ডলে সংঘবদ্ধ প্রক্রিয়ার অনুশীলন বস্তুতঃ বর্তমান মনস্তত্ত্বেও দৃঢ় সংঘবদ্ধতার প্রক্রিয়ারই অনুশীলন। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে বোধিমণ্ডল বা বোধিবৃক্ষের বৃত্ত যাহাতে অবস্থান করিয়া বুদ্ধ চরম সত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া ধর্মীয় মণ্ডল প্রক্রিয়ার প্রবর্তন।[৫৫৬] পুনরায় যখনই গূঢ়বিদ্যার অনুপ্রবেশের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের দ্বারোদ্ঘাটন ঘটে তখনই অন্যান্য উপকরণগুলি যথা—দেবতা, উপদেবতা, ভূত, পিশাচ, যাদুবিদ্যা বা মায়াবিদ্যার সমতুল্য যাবতীয় গুপ্তবিদ্যা দ্রুত তাহাতে প্রবেশ করিয়া ধর্মীয় তত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়া মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ আবশ্যিক হইয়া ওঠে। ইহার সহিত যোগসাধনা যুক্ত হয়, যথা—হঠযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ ও রাজযোগ ইত্যাদির যাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে প্রসারিত করিতে থাকে। অতঃপর এইরূপেই ছয়টি পারমিতা (Perfections) মণ্ডলরচনার প্রতি পদক্ষেপে পরস্পর সম্পর্কিত এবং কুশল বা অকুশল রূপে চিহ্নিত। অপরাপর পাঁচটি হিন্দুতন্ত্রের বস্তু, যথা, মৎস্য, মদ্য, মাংস, মাৎসর্য, মুদ্রা বা মৈথুন অনিবার্যরূপে বৌদ্ধধর্মে ঢুকিয়া যায়। যদিও উপরোক্ত পঞ্চ 'ম' কারের স্পষ্ট উল্লেখ বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে পাওয়া যায় না কিন্তু পঞ্চকামগুণের তথায় উল্লেখ রহিয়াছে যেগুলির ভোগের দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়।[৫৫৭] পরিশেষে বলা যায় মন্ত্রযানের যাবতীয় বস্তু গুরুসহযোগে অনুপ্রবেশের প্রস্তুতিপর্ব—"সাধকের স্বোপার্জিত ধারণশক্তির উপায়স্বরূপ।"[৫৫৮] গুরুর মাধ্যমে জীবসত্তার সহিত পরমসত্তার অবিচ্ছেদ্য একাত্মবোধ জাগ্রত হয়। কথিত আছে যে মনুষ্যগুরু যিনি স্বয়ং

যোগাভ্যাস করিয়াছেন এবং উত্তরসাধককে কঠিন পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম, তিনি ব্যতীত মন্ত্রযানের বার্তা উদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য।[৫৫৯]

বজ্রযান

মন্ত্রযানের ন্যায় বজ্রযান বলিতেও পরবর্তীকালের সকল বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাখাগুলিকেই বুঝাইত।[৫৬০] বজ্রকে নির্ভর করিয়া যে সাধনার পথ বা যান উহাই বজ্রযান এবং ইহার অনুগামীগণ হইলেন বজ্রাচার্য।[৫৬১] মহাযানী বজ্রযান চিন্তাধারা যথা 'বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের দাক্ষিণ্য ও সাহায্য মুক্তি অর্জনের সহায়ক'—ইহার সহিত নূতন মোহিনী অতীন্দ্রিয়বাদযুক্ত করিয়া বিশ্বাস উৎপন্ন হইল যে মোহিনী শক্তি আয়ত্ত করিয়া ইহজগতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর। উক্ত শক্তিকেই 'বজ্র' বলা হইত এবং উহাই বজ্রযান। বজ্রযানী-দিগের 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' নামক গ্রন্থটিতে বজ্রযান সম্প্রদায়ের মন্ত্র, মুদ্রা, দেবতা, ধ্যান ইত্যাদি বৌদ্ধতন্ত্রসাধনোক্ত উপাচার, বিধি ও অনুষ্ঠানগুলির কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়, যদিও গ্রন্থটি হইতে বজ্রযানের সঠিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা যায় না।[৫৬২] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের মতে বজ্রযানী বৌদ্ধরাই ধর্মসাধনায় তন্ত্রাচারের প্রবর্তন করেন।[৫৬৩] এপ্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বজ্রযান সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্যের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'Vajrayāna literally means the adamantine path or vehicle, but its technical meaning is the 'S'unya Vehicle' where S'unya is used in a special sense to represent Vajra"।[৫৬৪] অর্থাৎ শূন্যতা অর্থেই বজ্রের ব্যবহার। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহে (পৃঃ ৩৭) বলা হইয়াছে 'শূন্যতা যাহা দৃঢ়, বলিষ্ঠ, অবিভাজ্য যাহা অভেদ্য, যাহা ধ্বংসের ঊর্দ্ধে তাহাই বজ্র'।[৫৬৫] শূন্যতা স্বভাবতঃই পরিবর্তনাতীত যাহা বজ্রের ন্যায় কঠিন ও দুর্ভেদ্য এবং এইরূপেই শূন্যতা বজ্রতে রূপান্তরিত হইয়াছে বজ্রযানে। বস্তুতঃ শূন্যতা হইল এই যানে মহাসুখশূন্যতা বা মুক্তি যাহা হইল 'অনুত্তরসম্যক্‌সম্বোধি' রূপ।[৫৬৬] বস্তুতঃ 'মহাসুখ' হইল প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের নির্বাণেরই সমার্থক চিন্তাধারা। তন্ত্রতে নির্বাণকে বর্ণনা করা হইয়াছে সর্বদা সুখময় অবস্থা রূপে। ইন্দ্রভূতির জ্ঞানসিদ্ধি ও পদ্মবজ্রের গুহ্যসিদ্ধি নামক গ্রন্থগুলিতেও বজ্রযান সম্পর্কে আলোচনা

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও বলা যায় যে আলোচনাগুলি পূর্ণাঙ্গ নহে যার ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণা করাও সম্ভবপর হয় না।[৫৬৭]

যাহা হউক, গ্রন্থগুলি হইতে বজ্রযানের ছয় প্রকার তান্ত্রিক নিম্নস্তরের অকুশল আচারের কথা জানিতে পারা যায় যেগুলি 'অভিচার' নামে খ্যাত, যথা, মারণ (মৃত্যু ঘটানো), মোহন (উচ্চারণ করা), স্তম্ভন (বা অবশ করা), বিদ্বেষণ (বা বিদ্বেষবশত ক্ষতি করা), উচাটন (বা তাড়ানো) এবং বশীকরণ।[৫৬৮] ইহা ব্যতীত, 'অদ্বয়সিদ্ধি' (পৃঃ ৩৬) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যৌনাচারযুক্ত যোগবিধি। পুনরায় উল্লেখ্য, বজ্রযানের সকল দেবদেবী, পূজোপকরণ, যোগবিধি ও আচারঅনুষ্ঠান বজ্র দ্বারা চিহ্নিত। 'শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্রে' বজ্রযানের পাঁচটি বোধিসত্ত্ব কুলের বর্ণনা রহিয়াছে এবং তাহাদিগের নিকটবর্তী হইবার পন্থাও তথায় নির্দিষ্ট রহিয়াছে। পুনরায় মোহ, দ্বেষ ও রাগাদির স্থানেও ধ্যানীবুদ্ধ দ্বারা নির্দিষ্ট। যথা, মোহ (বৈরোচন ও তাঁহার শক্তি বজ্রধাত্রীশ্বরী দ্বারা চিহ্নিত), দ্বেষ (অক্ষোভ্য ও তাঁহার শক্তি লোচনার দ্বারা চিহ্নিত), রাগ (অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডরার দ্বারা চিহ্নিত) ইত্যাদি এবং ইহাদিগের ভিত্তি বজ্র বা শূন্যতার উপর নির্ভরশীল।[৫৬৯] শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্রানুযায়ী পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ কুলের ধ্যানধারণা বজ্রযান সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল।[৫৭০] সাধনমালা গ্রন্থে বজ্রযানের বহু দেবদেবীগণের সাধনা বা ধ্যানের উল্লেখ আছে। বজ্রযানের সর্বোচ্চ দেবতা হইলেন বজ্রসত্ত্ব (বজ্র=শূন্যতা, সত্ত্ব= কেন্দ্রীভূত বিশুদ্ধ সারাংশ), যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত (বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা) এবং যিনি আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উভয়দিক হইতে শূন্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট। বস্তুতঃ বজ্রসত্ত্ব বজ্রযানের অপরাপর দেবতাদিগের শীর্ষে অবস্থান করেন।[৫৭১] বজ্রযানের মন্ত্রতন্ত্রগুলিতে বজ্রসত্ত্বেরই আহ্বান করা হইয়াছে। পুনরায় জ্ঞান-সিদ্ধি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে বোধিচিত্তই বজ্র[৫৭২] এবং কঠোর সাধনার ফলে সাধকের বোধিচিত্তের বজ্রস্বভাব লাভ হইয়া বোধিচিত্ত স্থির স্বভাবপ্রাপ্ত হয়।[৫৭৩] বোধিচিত্ত হইল চিত্তের এমন এক অবস্থা যাহা বোধি বা সম্যক্ জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। বজ্রযানে মৈথুনযোগে চিত্তের যে চরম আনন্দঘনভাব উৎপন্ন হয় তাহাই বোধিচিত্ত।[৫৭৪] বস্তুতঃ মহাযানের বোধিচিত্তের ধারণা তন্ত্রযানে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। পুনরায় বলা যায় যে বোধিচিত্ত দুই প্রকার চিত্তের সমর্থক যথা—শূন্যতা ও করুণা। বজ্রযানে

এবং পববর্তীকালেব সহজযানে শূন্যতা ও কবুণাকে দেখানো হইযাছে নাবী-পুরুষেব ধাবণায বা প্রজ্ঞা ও উপাযেব ধাবণায, যাহাদেব মিলনেব ফলে বোধিচিত্তেব লাভ হয মূলতঃ যৌনাচাবযুক্ত যোগসাধনাব মাধ্যমে।[৫৭৫] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অসঙ্গেব যোগবিধিতেও বীজ ও ভ্রূণেব মিলনেব দ্বাবাই বোধিচিত্তেব উৎপত্তিব কথা বলা আছে। বজ্রযানে যাহাবা বজ্রস্বভাব লাভ কবিযাছেন তাহাবা বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধব। বজ্রযানে গুরুই যথাসর্বস্ব যিনি স্বয়ং বজ্রধাবী হন। পুনবায 'ক্রিযাসংগ্রহনামপঞ্জিকা' গ্রন্থেও বজ্রযানেব দেবীগণের নাম পাওযা যায যাঁহাবা সকলেই ছিলেন বজ্রধাবী। যথা—বজ্ররূপিণী, বজ্রভাস্কবী, বজ্রহংকাবী, বজ্রবিলাসিনী, বজ্রমোহিনী, বজ্রখেচবী, বজ্রাসনী, বজ্রবসনী, বজ্রত্রাসনী, বজ্রস্পর্শিনী, বজ্রচেতনা ইত্যাদি। পূর্বেই বলা হইযাছে যে শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্রে বহু বজ্রযানী দেবদেবীব স্থান, কুল, স্থানেব অধীশ্বব ইত্যাদিব সুশৃঙ্খল বর্ণনা বহিযাছে।[৫৭৬] উক্ত গ্রন্থে প্রথম পাঁচজন ধ্যানী-বুদ্ধ, তাঁহাদেব মন্ত্র, মণ্ডল, শক্তি বা সঙ্গিনীব বর্ণনা পাওয়া যায়। ধ্যানীবুদ্ধ-দিগেব বিভিন্ন বর্ণ, অভিব্যক্তি, বিভিন্ন ক্রিযাকলাপ ইত্যাদিব বিস্তৃত বিববণ বহিযাছে সাধনমালা নামক গ্রন্থটিতে। যাহা হউক তন্ত্রসাধনা প্রধানতঃ গুরুপ্রধান এবং ইহা গুরুশিষ্য পবম্পবাযই জনপ্রিযতা লাভ কবে। ইহাদিগেব দেশনা ও গুপ্ত গাথাগুলি সঙ্গীতেব মাধ্যমে প্রচাবিত হইযা বজ্রাচার্যগণ সপ্তম শতাব্দীতে বিপুল জনসমর্থন লাভ কবে।[৫৭৭] চীনা পবিব্রাজকগণ যথা, ফা-হিযেন, হিউযেন সাঙ, ইৎসিং তাহাদিগেব ভ্রমণবৃত্তান্তে বজ্রযান দেবতা-দিগেব উল্লেখ কবিযাছেন।[৫৭৮] ইহা ব্যতীত, শান্তিদেবেব (সপ্তম-অষ্টম অব্দ) 'শিক্ষাসমুচ্চয' নামক গ্রন্থেও বজ্রযান দেবদেবীব উল্লেখ আছে। শান্তি-দেবেব পববর্তীকালে বৌদ্ধতন্ত্রসাহিত্য গডিযা ওঠে ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বহুল জনপ্রিয়তা লাভ কবে।[৫৭৯] সাধনমালা ব্যতীত 'নিষ্পন্নযোগাবলী' গ্রন্থে[৫৮০] সর্বসমেত ষোলজন কবিযা তিনদল বোধিসত্ত্বেব উল্লেখ আছে[৫৮১] যেস্থলে প্রথম দলটিব মধ্যে সমন্তভদ্র প্রধান এবং দ্বিতীয ও তৃতীয দলে ভাবীবুদ্ধ মৈত্রেয প্রধান।[৫৮২] পুনবায বজ্রযানেব মধ্যে কিছু কিছু হিন্দু দেবদেবীব অনুপ্রবেশ ঘটিযাছে যেমন—সবস্বতী, গজপতি, শিব, বা মহাদেব, হিন্দুদিক-পালগণ, নযটি গ্রহ, যক্ষ, কিন্নব, গন্ধর্ব, নক্ষত্র, মাস, তিথি, বাশি, ঋতু ইত্যাদি। বস্তুতঃ সকল প্রকাব হিন্দু চিন্তাধাবাই বৌদ্ধতন্ত্রে স্থান পাইযাছে।[৫৮৩]

অপরদিকে ডঃ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে মহাযানের বোধিসত্ত্বযান ধারণাই বজ্রযানের পূর্বসূরীবিশেষ[৫৮৪] এবং মহাযানের যোগাচার শাখা যাহা বিভিন্ন যোগবিধিসম্বলিত প্রধানতঃ বজ্রযানের জনক। পুনরায় মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের উল্লেখ করা যায় যে স্থলে বিভিন্ন দেবদেবীর বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প গ্রন্থটি 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' হইতে প্রাচীন বলিয়াই বর্ণিত। ইহা ব্যতীত প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রেও বিভিন্নভাবে বুদ্ধবন্দনার উল্লেখ আছে।[৫৮৫]

তিব্বতীয় পণ্ডিত Kazi Dawa-Samdup তাঁহার 'শ্রীকালচক্রসম্ভারতন্ত্রে' বজ্রযানকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—ক্রিয়াতন্ত্রযান, চর্যাতন্ত্রযান ও যোগতন্ত্রযান। পুনরায় যোগতন্ত্রযান 'মহাযোগতন্ত্রযান' 'অনুত্তরযোগ-তন্ত্রযান' ও 'অতিযোগতন্ত্রযানে' বিভক্ত। প্রথম দুইটিকে 'নিম্নস্তরের তন্ত্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে কারণ এগুলিতে আচারআচরণ, অনুষ্ঠান, দেবদেবীর পূজার্চনার অস্তিত্ব ছিল এবং শেষোক্ত শাখাটি উচ্চতন্ত্ররূপে অভিহিত কারণ এগুলির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সত্যলাভ সম্ভবপর ছিল।[৫৮৬]

যাহা হউক, ইহা বলা যাইতে পারে যে বজ্রযান তন্ত্রজগতে একটি বিপ্লব আনিয়াছিল। ইহা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের ধ্যানধারণার সহিত প্রজ্ঞা বা শক্তির প্রথম আনয়ন, বিভিন্ন দেবদেবী ও তাঁহাদের দর্শনলাভের জন্য সাধনা, মন্ত্রতন্ত্র, যন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, গূঢ় যোগবিধি, গুহ্যসাধনা—সকল বস্তুই বজ্রযানের অবদান ইহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে তান্ত্রিক বজ্রযানের দুইটি প্রধান উপাদান হইল মন্ত্র ও যন্ত্র। বজ্রযান মতে মন্ত্র যদি সঠিক উচ্চারণ করা যায় এবং যন্ত্র (মোহিনী প্রতীক) যদি সঠিক অঙ্কন করা যায় তাহলে পূজারীকে দেবতাগণ মোহিনী শক্তি দান করিতে বাধ্য হন। তান্ত্রিক বৌদ্ধমন্ত্রগুলির মধ্যে "ওম্ মণিপদ্মে হুম্" (আহা। মণিই প্রকৃত পদ্ম) অত্যন্ত জনপ্রিয়। উক্ত মন্ত্রটি তাৎপর্যমণ্ডিত। ইহা সম্ভবতঃ বুদ্ধের সহিত প্রজ্ঞাপারমিতার, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের সহিত তারার যৌন মিলনের ইঙ্গিত বহন করিতেছে।

তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত স্থানগুলি হইল নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা এবং জগদ্দল বিহার। পরিশেষে উল্লেখ্য যে সুবিখ্যাত পণ্ডিত শান্তরক্ষিত তন্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।[৫৮৭]

সহজযান

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে 'সহজের' প্রয়োগিক অর্থ হইল অদ্বৈত সুখ বা মহা-সুখকর অবস্থা।[৫৮৮] বস্তুতঃ সহজযান হইল বজ্রযানের সাধনারই সূক্ষ্মতর স্তরবিশেষ। সহজযান বা তান্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ পাল রাজবংশের সময়কালে বাংলাদেশে এবং ইহার আশেপাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সহজ-যানে শূন্যতা হইল প্রকৃতিও করুণা হইল পুরুষ। শূন্যতা ও করুণার মিলনে উৎপাদন হয় বোধিচিত্তের যাহা প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মিলনে যোগমার্গের এক অনির্বচনীয় সুখকর অবস্থা যাহা মহাসুখ নামে অভিহিত। অপরদিকে সেই যুগের জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলি সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না পরন্তু ধ্যানধারণা, মন্ত্রতন্ত্র, মুদ্রাধারণী ইত্যাদিগুলি জনসাধারণকে সহজেই আকৃষ্ট করে এবং প্রচলিত ধারণা পাল্টাইয়া উক্ত ক্রিয়াকলাপগুলিই বুদ্ধত্বলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। সহজযানে প্রধান ভূমিকা হইল গুরু বা আচার্যের। তাঁহারা সিদ্ধরা সিদ্ধাচার্যরূপে খ্যাত। বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ে শূন্যতাকে বা সাধনমার্গের সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থানকে ধরা হইয়াছে সহজরূপে যাহার প্রাপ্তি হইল শ্রেষ্ঠতম। সহজিয়াতে মহাযানের শূন্যতা ও করুণা 'প্রজ্ঞা ও উপায়'রূপে চিহ্নিত যেমন হিন্দুতন্ত্রে শক্তি ও শিব এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা ও কৃষ্ণ।[৫৮৯] প্রজ্ঞা ও উপায়ের অদ্বৈতভাবই হইল সহজযানের মহাসুখ বা সহজ সুখ যাহার দ্বারা সাধন মার্গে সর্বোচ্চভাব লাভ হয়। বস্তুতঃ সহজযানে নারীপুরুষের মিলনের দ্বারাই মুক্তি লাভ করা যায় বলিয়া বিবেচিত এবং ইহা সহজযোগের শেষ পর্যায়, ইহা সহজ সমাধি বা শূন্যসমাধিস্থান রূপে পরিগণিত। বস্তুতঃ ভেদজ্ঞানবর্জিত মহাসুখকর স্থানে উন্নীত হইয়া সাধকগণ মুক্তিলাভ করেন।

মন্ত্রযানের সহিত সহজযানের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 'সহজের' আক্ষরিক অর্থ হইল যাহা 'সহজাত' অর্থাৎ যাহা 'একত্রে জন্মায়'। বস্তুতঃ সহজযানের শিক্ষা কোন বুদ্ধিবৃত্তিযুক্ত প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত নহে, ইহা একটি পালনীয় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা যেটি আয়ত্ত করা বা বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। উপরন্তু সহজযান স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তির (intuition) দ্বারা বাস্তবতার দিকে পরিচালিত করে এবং এই কারণে ইহা বিলুপ্ত হয় নাই। মহাযানের ঐরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন গুরুগণ যাহারা সিদ্ধাই নামে

অভিহিত। সহজযানের গুরুসর্বস্ব মতবাদের দ্বারা চরম কাম্যবস্তু লাভ করা যায়। বস্তুতঃ গুরুর উপদেশ ভিন্ন ইহাদিগের সাধনার প্রণালী ও সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। গুরুগণ দীক্ষিত শিষ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও ধর্মতত্ত্ব বুঝাইতেন না এবং গুরুশিষ্যপরম্পরা সীমাবদ্ধতায় এগুলির প্রসার ও প্রচার ছিল। ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী তাঁহার 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' গ্রন্থে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৫৯০] তিব্বতীয় ঐতিহ্যেও সিদ্ধাচার্যদের নাম পাওয়া যায়।

. বৌদ্ধতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ সাধনমালায় শূন্যতা ও করুণার অদ্বৈতভাবকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে কখনও যুগনদ্ধ ও কখনও নপুংসক-রূপে।[৫৯১] যুগনদ্ধ ও অদ্বৈতের চিন্তাধারা একই। বস্তুতঃ হিন্দুতন্ত্রের মৈথুন বা কামকলারীতি 'যাহা কামকলাবিলাসে' ব্যাখ্যাত তাহার সহিত বৌদ্ধতন্ত্রের যুগনদ্ধরীতির কোন প্রভেদ নাই।[৫৯২] বৌদ্ধ হেবজ্রতন্ত্র নামক গ্রন্থে সমরস বা সমতার কল্পনা করা হইয়াছে।[৫৯৩] সমরস (অদ্বয়) বৌদ্ধ বা হিন্দু উভয় তন্ত্রেই যৌনাচারযুক্ত যোগবিধির দ্বারাই কেবলমাত্র লভ্য বলিয়া পরিগণিত। উক্ত ধর্মমতটির প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বাংলাদেশেরই সক্রিয় ভূমিকা ছিল।[৫৮৪] সিদ্ধাই বা সিদ্ধাচার্যগণের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করা সহজসাধ্য নহে কিন্তু সিদ্ধাচার্যগণ যে দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছিলেন তাহা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়।[৫৮৫] বহু সিদ্ধাই সাহিত্য রচনাও করিয়াছিলেন। সিদ্ধাইগণের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনের নামোল্লেখ করা যায় যথা—সরহ, নাগার্জুন, তিল্লোপাদ, নারোপাদ, অদ্বয়বজ্র ও কাহ্নপাদ। ইহা ব্যতীত, লুইপাদ, শবর, ভুসুকু, কুক্কুরির নামও সিদ্ধাচার্যের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে সরহ পূর্বভারতের রাজ্ঞী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষিত হন ও পরবর্তীকালে নালন্দার আচার্য হন। তান্ত্রিক নাগার্জুন ছিলেন সরহের শিষ্য। অন্যান্য আচার্যগণও নালন্দার সহিত যুক্ত ছিলেন। ইহারা বাংলা-দেশে অবস্থান করিয়া প্রাচীন বাংলাভাষায় বহু কাব্য রচনা করেন যেগুলি বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম নিদর্শন বলিয়া খ্যাত।[৫৯৬] এগুলিকে চর্যাপদ বলা হইত। ডঃ বিধুশেখর ভট্টাচার্য এগুলিকে আশ্চর্যচর্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিছু কাব্য বা ঐরূপ দোহা পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নও সম্পাদনা করিয়াছেন তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে।[৫৯৭] লুইপাদ ছিলেন সিদ্ধাচার্যগণের

প্রথম আচার্য। পণ্ডিত শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান লুইপাদের সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে, লুইপাদ ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান একত্রে 'অভিসময়বিভঙ্গ' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন যাহা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত হয়। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি তিব্বতে গমন করেন। অতীশ দীপঙ্কর সম্ভবতঃ বাংলাদেশীয় চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫৯৮] তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে চন্দ্রদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। উক্ত চন্দ্রবংশীয় শ্রীগোপীচন্দ্র গূঢ় বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।[৫৯৯] সিদ্ধাচার্য লুইপাদ শ্রীজ্ঞান হইতে কিয়দংশে অগ্রজ ছিলেন সুতরাং ইহা ধরা যায় যে দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে লুইপাদের অস্তিত্ব ছিল।[৬০০] পুনরায় হেবজ্রতন্ত্রের অর্থকথা রচনা করেন পণ্ডিতাচার্য শ্রীকাহ্নপাদ। ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী উক্ত অর্থকথাটির সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে নির্ধারণ করিয়াছেন।[৬০১] অপরদিকে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহপাদকে প্রথম সিদ্ধাচার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৬০২] তাঁহার মতে সরহপাদ এবং লুইপাদ উভয়েই শবরপাদের শিষ্য। অপরদিকে, সরহপাদ ছিলেন হরিভদ্রের শিষ্য এবং হরিভদ্র ছিলেন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মগ্রন্থের লেখক শান্তরক্ষিতের শিষ্য। হরিভদ্র পালরাজ ধর্মপালের (৭৭০-৮১৫ অব্দ) সমসাময়িক ছিলেন সুতরাং সরহপাদ অষ্টম শতাব্দীতে নিশ্চিতরূপে বর্তমান ছিলেন এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে বৌদ্ধ দোহা ও গাথাগুলি অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছিল।[৬০৩] পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ধারাবাহিকরূপে সিদ্ধাচার্যদিগের তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থে।

চর্যাপদগুলি প্রধানতঃ মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই প্রতিচ্ছবিসম্বলিত। ইহার মধ্যে শূন্যতা বা বিজ্ঞানবাদের মতবাদ যাহা মৈত্রেয়, অসঙ্গ ও বসুবন্ধু প্রবর্তিত, তাহারও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৬০৪] চর্যাপদের প্রথম দোহাটি 'চিত্ত' সম্পর্কিত যাহা প্রবোধ বাগচী মহাশয় তিব্বতীয় অনুবাদের অর্থানুযায়ী স্থির করিয়াছেন।[৬৫০] বস্তুতঃ, সহজযানের অধিকাংশ গ্রন্থই তিব্বতীয় অনুবাদে সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং এককথায় বলা যায় যে দোহা-কোষ ও চর্যাগীতিগুলি সহজযানের সাধনপদ্ধতিরই ধারক। যাহা হউক, সহজযান মন্ত্রযানের পাশাপাশি তিব্বতে, চীনে, এবং জাপানেও ছড়াইয়া পড়ে।

সহজযানেব অনুষ্ঠানগুলি বর্তমানেও গভীবভাবে প্রভাবিত। অপবদিকে, বৈষ্ণব সহজিযা প্রেম কিন্তু বৌদ্ধ সহজিযা সম্প্রদায হইতেই উদ্ভূত। বাধা-কৃষ্ণেব সহজিযা প্রেম বা যুগল প্রেম বৈষ্ণব সহজিযা সম্প্রদাযেব মুখ্যবস্তু। বৌদ্ধ সহজযানেব শেষ পর্যাযে 'মহাসুখ' বৈষ্ণবদিগেব সহজস্থানেব সহিত মিশিযা গিযাছে।[৬৬০] বৈষ্ণবগণ সহজস্থানটিকে বর্ণনা কবিযাছেন সর্বোচ্চ-প্রেমেব স্থান হিসাবে এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রে বাধাকৃষ্ণেব মিলনেব ফলেই তাহা উদ্ভূত। সহজিযা মতে শ্রীচৈতন্যদেব স্বযং স্ত্রীশক্তি সহকাবে সহজ সাধনা কবিযাছিলেন।[৬০৭] অপবদিকে বৌদ্ধ সহজিযাগণ বর্ণনা কবেন যে ভগবান্ বুদ্ধ স্বযং স্ত্রী গোপাব সহিত সহজ সাধনা অভ্যাস কবিবাছিলেন।[৬০৮] যাহা হউক, একটি বিষয স্পষ্ট যে সহজিযা সম্প্রদাযে বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগেব মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম ও বক্ষণশীল বৌদ্ধধর্মেব মধ্যে ব্যবধান কমিযা গিযাছিল কাবণ বৌদ্ধধর্মেব প্রকৃতি পবিবর্তিত হইযাছিল এবং ইহাব ফলস্ববূপ উভযেব সমন্বযেব পথ প্রস্তুত হইযাছিল বলা যায। সিদ্ধাচার্যগণই মূলতঃ উক্ত পবিবর্তনেব সহাবক ছিলেন। ইহা-দিগেব সাহিত্য সম্পর্কে বলা যায যে যদিও মহাযান বৌদ্ধধর্মেব প্রকাশেব মাধ্যম ছিল সংস্কৃত, সিদ্ধাচার্যগণ প্রকাশেব মাধ্যম হিসাবে অপভ্রংশ ও বঙ্গ ভাষাকেই গ্রহণ কবিযাছিলেন। বঙ্গভাষায সিদ্ধাচার্যদিগেব সংকলিত গ্রন্থ হইল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয'। অপবদিকে সিদ্ধাচার্যগণ সংস্কৃতেও গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন বলিযা জানা যায যাহা কেবলমাত্র তিব্বতীয অনুবাদেই লভ্য। এইবূপে মোট ৫৩টি গ্রন্থেব নাম পাওযা যায যাহাব মধ্যে হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয সবহ ও কান্হপাদেব দুইটি দোহাকোষ উদ্ধাব কবিযা প্রকাশ কবেন। পূর্বেই বলা হইযাছে যে ডঃ প্রবোধ বাগচী মহাশযও তিল্লোপাদেব একটি দোহাকোষেব পাণ্ডুলিপি, সবহেব অপব দুইটি দোহা-কোষেব কিছু কিছু অংশ এবং অন্যান্য দোহাকোষেব বিভিন্ন অংশ প্রকাশ কবেন। এগুলি হইতে সহজযানেব মূলনীতি সম্পর্কে একটি ধাবণা কবা যায। পববর্তীকালে বাংলাদেশেব সহজিবা ধর্ম সহজযান হইতে উদ্ভূত বলা যায। বাংলা সহজিযা ধর্মেব আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাসেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বৌদ্ধ সহজযানেব মূল সূত্রগুলি দেখিতে পাওযা যায। সহজযানীদেব নিকট মন্ত্রতন্ত্র, জপতপেব কোন মূল্য ছিল না। তাঁহাদেব কাছে দেহবাদ বা কাযসাধনই একমাত্র সত্য বলিযা বিবেচ্য। পবম সত্য বা মহাসুখ উপলব্ধি

করিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকলবস্তু, সংসার জ্ঞান, আত্মপরভেদ, সংস্কার ইত্যাদি সকল বোধ লোপ পায়। ইহাদের মতে সহজযানের আদর্শ হইল কায়সাধন কারণ শরীরের মধ্যেই রহিয়াছে সকল গুপ্তলীলা, সুতরাং সাম্যভাবনা শূন্য চিত্তপ্রধান, সহজের রূপ নিষ্কলুষ ও নিস্তরঙ্গ, ইহাতে পাপপুণ্যের প্রবেশ নাই। সহজে মন স্থির করিয়া যে সাম্যভাবনা করিতেছে সেই একমাত্র সিদ্ধ। সিদ্ধাচার্যগণের দোহাগুলিতেও উপরোক্ত মতই ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের মতে বৈরাগ্যসাধন পাপ এবং পাশাপাশি সুখের সাধনের ঊর্দ্ধে পুণ্য নাই। বস্তুতঃ মধ্যযুগের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবীর, দাদু, তুলসীদাস ইত্যাদি বহু সাধককবির চিন্তাধারার মধ্যে সহজযানীদিগের মতবাদের সুস্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সহজযানীদিগের অপর বৈশিষ্ট্য হইল গুরুবাদ। তাহাদের মতে একমাত্র যোগ্য গুরুই শিষ্যকে সহজশিক্ষা দিতে পারেন। যিনি গুরু-কৃপালাভ করেন তাঁহার কাছে অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। গুরুর পক্ষে শিষ্যকে তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। সহজযানী গুরুগণ মনে করিতেন প্রত্যেক শিষ্যের একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রবণতা থাকে এবং এই প্রবণতা অনুযায়ী তাঁহারা প্রত্যেক শিষ্যকে এক একটি কুলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এইরূপে পাঁচটি কুলের নাম পাওয়া যায়, যথাক্রমে—ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী এবং ব্রাহ্মণী। জীবদেহের পাঁচটি মূল উপাদান ও মহাভূত অনুযায়ী প্রত্যেক কুলের স্বরূপ নির্দিষ্ট হয়। পাঁচটি কুল হইল প্রজ্ঞা বা শক্তির পাঁচটি দিক। সাধকের পক্ষে সাধনার সময় তাহার বিশেষ শক্তিকে অনুসরণ করাই হইল মূল কাজ। পাঁচটি কুলের পাশাপাশি সহজযানে পাঁচ শ্রেণীর সাধকের কথাও বলা আছে। গুরুর কাজ হইল মূলতঃ শিষ্যের মধ্যে কোন কুলের প্রাধান্য তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া সেই পথেই শিষ্যকে পরিচালিত করা। সহজযানীদের মতে মহাসুখের স্থান ছিল মস্তিষ্কের উচ্চতম প্রদেশে। দেহের অভ্যন্তরে স্থিত বত্রিশটি নাড়ীর মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়া শক্তি সেই মহাসুখকর স্থানে পৌঁছায়।

দেহের অভ্যন্তরে স্থিত নাড়ীগুলির বিভিন্ন নামও রহিয়াছে, যথা—ললনা, রসনা, অবধূতী, প্রবণা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণরূপিনী, সামান্যা, সুমনা, কামিনী ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে ললনা, রসনা ও অবধূতী নাড়ীগুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অপর নাড়ী অবধূতী ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুষুম্না একই বলিয়া

চিহ্নিত। সহজযানীদের মতে দেহের অভ্যন্তরে পদ্মের পাঁপড়ি অথবা চক্রের ন্যায় বিভিন্ন স্থিতিকাল আছে এবং উর্দ্ধগামী শক্তি ওই গুলি অতিক্রম করিয়া মহাসুখকর স্থানে গিয়া পৌঁছায়।

যাহা হউক, পরবর্তীসময়ে লক্ষ্যণীয় যে সিদ্ধাচার্যগণের প্রভাবে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিবর্তন ঘটিয়া উহা শাক্তসম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া গিয়া এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় যাহা যোগেরই একটি শাখা 'হঠযোগ' নামে খ্যাত।[৬০৯] অপরদিকে শাক্ত ও গূঢ় রহস্যময় যোগের সংমিশ্রণে শাক্তদিগের কৌল বা কুলধর্মের সূচনা হয় যাহার সাহিত্যগুলি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। এগুলি মূলতঃ বৌদ্ধ রহস্যবাদ সম্বলিত।[৬১০] পরিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের ন্যায় শাক্তদিগের মধ্যেও কুল বলিতে শক্তি বা নারীকে বুঝায় এবং অকুল বলিতে বুঝায় শিবকে। অন্তর্নিহিত শক্তিকে অভিহিত করা হইত কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে। কৌল গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রহস্যবাদই কৌল গ্রন্থগুলির মুখ্য উপজীব্য।[৬১১] ইহা ব্যতীত, নাথ সাহিত্য, অবধূত, সহজিয়া ও বাউল সাহিত্যের মধ্যে গূঢ় বৌদ্ধধর্ম মিশিয়া যায়। উপরন্তু ইহা কয়েকটি স্থানীয় লোকায়ত ধর্মের সৃষ্টি করে যদিও এগুলি প্রথমে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রধর্মের বর্ণাশ্রম স্বীকার করে নাই। কিন্তু নাথ সম্প্রদায় ক্রমশঃ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া একটি পৃথক বর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাথধর্ম প্রধানতঃ সিদ্ধাচার্যগণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত কারণ নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত মৎস্যেন্দ্রনাথকেই বলা হইয়াছে সিদ্ধাই লুইপাদ। মৎস্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত গোরক্ষনাথ, মীননাথ, চৌরংগীনাথ অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। উপরন্তু নয়জন নাথ আচার্যের নামও সাহিত্যগুলিতে পাওয়া যায়।[৬১২] নাথধর্ম এক সময়ে উত্তর ও পূর্ববাংলায় বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। নাথদিগের জনপ্রিয় গাথাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন বাংলাসাহিত্য গড়িয়া ওঠে। ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্পষ্টরূপে নাথ সম্প্রদায়কে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেরই অপর একটি শাখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুনরায় ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে বাংলার নাথগণ প্রাচীন আজীবিক সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও তাত্ত্বিক দিক হইতে ইহা স্বতন্ত্রই ছিল।[৬১৩] অবধূত নামক অপর একটি সম্প্রদায় সিদ্ধাচার্যদিগের প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বলা হয়। কারণ, অবধূতিনাড়ী বৌদ্ধ যোগসাধনারই অন্যতম অংগ।[৬১৪] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য নিত্যানন্দ

একজন অবধূত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অবধূতগণের ধর্মের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।[৬১৫] সহজিয়াগণ বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং চৈতন্যদেব সহজিয়াদিগের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কারণ চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ সহজযানের বহু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে।[৬১৬] বাউল সম্প্রদায় সম্পর্কেও তথ্য দেওয়া যায় যে বাউলদেরও একমাত্র 'সহজসুখ'ই কাম্য।[৬১৭] এপ্রসঙ্গে বাংলাদেশে নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রচারিত 'ধর্ম সম্প্রদায়' নামক অপর এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যায় যাহারা কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়।[৬১৮]

কালচক্রযান

বজ্রযানেরই অপর একটি শাখা হইল কালচক্রযান। কালচক্রের অর্থ হইল 'ধ্বংসের চক্র' এবং কালচক্রযান হইল যে যান কালচক্র বা ধ্বংসের চক্র হইতে রক্ষা করে।[৬১৯] তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী কালচক্রযানের উদ্ভব হয় প্রধানতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে শম্ভল নামক স্থানে। কালচক্রযান পালরাজবংশের সময়ে বাংলাদেশে প্রসারলাভ করে।[৬২০] ইহা কথিত আছে যে দশম খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মধ্যভারতে 'শ্রীকালচক্রতন্ত্র' প্রবর্তিত হয় এবং পরবর্তীকালে একাদশ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের মধ্য দিয়া উহা তিব্বতে প্রবেশ করে।[৬২১] এ প্রসঙ্গে L. A. Waddell বলিয়াছেন যে দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি হয় তাহা কাশ্মীর ও নেপালে ভয়াল, ভয়ঙ্কর রূপ নেয় এবং সেই সময় বহু দানবীয় কালচক্র মূর্তির প্রচলন হয়। বুদ্ধেরও দানবীয়রূপ পরিলক্ষিত হয় উপরন্তু বহু সাধনারও সৃষ্টি হয় দানবীয় বুদ্ধকে ঘিরিয়া।[৬২২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Waddell এর ন্যায় কালচক্রের সহিত কাল বা ভয়াল তান্ত্রিকতার যোগাযোগ না দেখাইয়া তিনি কালের অর্থ করিয়াছেন 'সময়' তথা—মৃত্যু ও ধ্বংসের সময়রূপে।[৬২৩]

এপ্রসঙ্গে কালচক্রমূলতন্ত্রের উৎপত্তির সময়কাল সম্পর্কে বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুযায়ী অভিনিষ্ক্রমণ সূত্রের (তিব্বতীয় পাগ-সাম-জোঙ্-জাঙ্) নামোল্লেখ করা যায় যেস্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে যে বুদ্ধ স্বয়ং ইহা শ্রীধান্য-কটকে দেশনা করিয়াছিলেন। Alexander Csoma de Koros এর মতে শম্ভল নামক স্থানে ইহা ৯৬৫ অব্দে প্রবর্তিত হয়। শ্রীকালচক্রতন্ত্র নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থখানিতে উক্ত তন্ত্রে

দানবীয় বুদ্ধের প্রবর্তনের সমর্থনে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। উপরন্তু তথায় বর্ণনা রহিয়াছে যে ভগবান্ বুদ্ধের বক্তব্য অনুযায়ী জগৎসংসার একটি দেহের আবর্তে অবস্থান করিতেছে এবং সময় বা কাল, ইহার বিভাজন ও পুনঃবিভাজনের দ্বারা (অর্থাৎ দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বৎসর ইত্যাদি) ও প্রাণবায়ুর দ্বারা আবর্তিত। [৬২৪] এক্ষেত্রে প্রাণ ও অপানের নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ফল-লাভের বর্ণনাও তথায় রহিয়াছে। বস্তুতঃ কালচক্রযান মতে 'কালচক্র' শূন্যতা ও করুণার প্রতীক। ইহার উৎপত্তি ও ক্ষয় কিছুই নাই। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে কালচক্রে এবং সকল বস্তুর উদ্ভবও এই কালচক্রেই। ত্রিকাল অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ও মহাযান ত্রিকায় যথা—সম্ভোগকায়, নির্মাণকায় ও ধর্মকায় কালচক্রেই নিহিত। কালচক্রযানীদিগের উদ্দেশ্য হইল নিয়ত পরিবর্তনশীল কালচক্রকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া নিজেদের কালচক্রের ঊর্ধ্বে স্থাপন করা। ইহাদের মতে যোগসাধনার দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ুকে আয়ত্তের মধ্যে আনিলে প্রাণক্রিয়া রুদ্ধ হয় ও কালকে জয় করা যায়। এই সম্প্রদায়ের সাধনবিধি সহিত জ্যোতিষশাস্ত্র বা জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক বহু তথ্যের যোগাযোগ রহিয়াছে।

অপর একটি বিষয় হইল কালচক্রতন্ত্রের আদিবুদ্ধ ধারণা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দশম খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মধ্যভারতে আদিবুদ্ধের ধারণার উদ্ভব হয়। [৬২৫] আদিবুদ্ধকে পূজা করা হয় অগ্নিশিখার সাহায্যে কারণ আচার্যগণ মনে করেন যে অগ্নিশিখা শাশ্বত, ঔপপাতিক ও স্বঅস্তিত্বশীল। স্বয়ম্ভূ-পুরাণে আদিবুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে নেপালেই আদিবুদ্ধের ধারণার সর্বপ্রথম বিকাশলাভ ঘটে অগ্নিশিখারূপে এবং অপর বৌদ্ধদেবতা মঞ্জুশ্রী শিখাটি সংরক্ষণের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেন যাহা প্রাচীন 'স্বয়ম্ভূ চৈত্য'রূপে নেপালে পরিচিত। [৬২৬] ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, "আদিবুদ্ধে উৎসর্গিত বিশেষ তন্ত্রই হইল কালচক্রতন্ত্র।" G P Malalasekeraর মতে আদিবুদ্ধো ধারণার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্মের উপদেশগুলি থেকেই। থেররবাদী মতে বুদ্ধ ইচ্ছা করিলেই স্বয়ং একটি পূর্ণকল্পের জন্য মানবজীবন যাপন করিতে পারিতেন। [৬২৭] পুনরায় মহাযান 'সুখাবতীব্যূহ' নামক গ্রন্থে রহিয়াছে যে একজন বুদ্ধ কোটি কোটি কল্প জীবিত থাকিতেপারেন। [৬২৮] পুনরায় বেতুল্যক সম্প্রদায়ের লোকোত্তরবাদীদের

মতে শাক্যমুনি সশরীরে পৃথিবীতে আবির্ভূত না হইলেও তিনি তাঁহার প্রতিনিধি পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ইহা ব্যতীত, মহাবস্তু নামক গ্রন্থে সুবর্ণপ্রভাসসূত্রে বুদ্ধসম্পর্কে একই চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। R N Salatore [৬২৯] আদিবুদ্ধ মতবাদকে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বজ্রযান সম্প্রদায়ের মহত্তম দেবতা হইলেন বজ্রধর আদিবুদ্ধ, যিনি শূন্যের মূর্তকরণ এবং যাহা হইতে ধ্যানী বুদ্ধগণ আবির্ভূত হন। আদিবুদ্ধ সর্বজনপূজিত হইলেও তাঁহার নামে কোন প্রার্থনা বা মন্ত্রাদির উল্লেখ নাই যদিও পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ অথবা 'ধ্যানমগ্ন বুদ্ধগণ' তাঁহার শক্তির দ্বারাই সৃষ্ট। [৬৩০] পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের তালিকায় কখনও কখনও বজ্রসত্ত্বের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যাহাকে Alice Getty বর্ণনা করিয়াছেন আদিবুদ্ধ বলিয়াই। [৬৩১] আদিবুদ্ধ যখন মানবীয় আকারে প্রতিনিধিত্ব করেন তখন তিনি বজ্রধর (বজ্রের বাহক, বজ্র হস্তে ধারণ করেন) নামে পরিচিত হন। [৬৩২] বজ্রধরকে নানাবিধ আকারেও দেখিতে পাওয়া যায় যথা—ভয়ঙ্কররূপে, ত্রিমুখবিশিষ্টরূপে, শক্তিকে আলিঙ্গনাবদ্ধরূপে ইত্যাদি। কোন কোন তিব্বতীয় উপাদানে বজ্রধরকে বজ্রসত্ত্বের সহিত একাত্ম হইয়াছে। [৬৩৩] বজ্রধর যখন একাকী তখন বজ্র তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ও ঘণ্টা বাম হস্তে এবং হস্ত দুইটি বজ্রহুংকার মুদ্রায় বুকের দুইপার্শ্বে কোনাকুনিভাবে স্থাপিত। তিনি শক্তি বা সঙ্গিনীর সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় প্রজ্ঞাপারমিতা বলিয়া অভিহিত। [৬৩৪] বজ্রধর হইলেন শূন্যের প্রতিমূর্তি, প্রজ্ঞাপারমিতা হইলেন করুণার। শূন্য ও করুণা মিশিয়া এক্ষেত্রে হইয়াছেন একাত্ম বা অদ্বৈত। সাধনমালা, নিষ্পন্নযোগাবলী ইত্যাদি গ্রন্থে কালচক্রযানের নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাপণ্ডিত অভয়াকরগুপ্ত কালচক্রযানের তথ্যসম্বলিত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নিষ্পন্নযোগাবলী গ্রন্থে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব ব্যতীত বিভিন্ন ধরণের দেবতা যেমন—দশদিকপাল ও তাহাদিগের শক্তি, জীবজন্তুর মস্তকসম্বলিত দেবীগণ উপরন্তু কালচক্রমণ্ডলের বহু পক্ষীমুখী দেবতাগণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধনমালায় 'বজ্রবারাহী' সাধনে (নং ২১৭) ডাকিনী, লামা, খণ্ডরোজা, রূপিণীগণের তান্ত্রিক আচারে স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বহু হিন্দু দেবদেবীও বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিতে স্থান পাইয়াছেন, যেমন—সরস্বতী, গণপতি ইত্যাদিও সাধনমালায় তাহাদের জন্য সাধনা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত, দার্শনিক দেবতাগণও নিষ্প-

প্রয়োগাবলী গ্রন্থে বর্ণিত, যেমন—দ্বাদশ পারমিতা। সকল পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশগুলির মধ্যে।[৬৩৫]

উপসংহারে বলা যায় যে গৌতমবুদ্ধ প্রবর্তিত মৈত্রীমূলক সদ্ধর্ম যাহা অন্যতম বিশিষ্ট ধর্মরূপে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সগৌরবে বিরাজিত ছিল তাহা স্বকীয়তা হারাইয়া বুদ্ধদেশিত মূল তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া এক অপরিমিশ্র বা নূতন ধর্মে পরিণত হইয়াছিল কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই।

———

পাদটীকা

১। দীঘ, ১ম, পৃঃ ৭৬-৭৭

২। বু ও বৌ পৃঃ ৬৪

৩। ঐ

৪। ধম্মধব—অর্থাৎ ধম্ম বা সুত্তপিটক সম্পর্কে শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন

৫। বিনযধব—বিনয সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী

৬। BSI p. 38

৭। চুল্লব, ৭ম, ৩, ১৪

৮। ঐ

৯। ঐ

১০। পূর্ব অধ্যাযেই আলোচিত

১১। চুল্লব, ১২শ অধ্যায ; দসবথু সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা কবা হইয়াছে

১২। মহাদেবের পঞ্চবিতর্কিত মতবাদ পূর্বে দ্রঃ

১৩। বু ও বৌ পৃঃ ৬৬

১৪। EHSBBS p 110

১৫। Ibid

১৬। HSL pp. 162-63

১৭। BSI p 42 ; EHSBBS p 110

১৮। যো মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মম অচ্চযেন সত্থা—দীঘ, ২য়. পৃঃ ১৫৪

১৯। মজ্ঝিম, ২য, পৃঃ ১০৫

২০। কিনিথ সুত্ত, ঐ পৃঃ ১০৩

২১। গোপকমোগ্গল্লান সুত্ত নং ১০৮

২২। মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত, দীঘ. ২য়, পৃঃ ৭৭

২৩। EHSBBS p. 112

২৪। Ibid

২৫। Ibid
২৬। মজ্ঝিম, ৩য়, পৃঃ ১১৮
২৭। EHSBBS p 113
২৮। Ibid pp 113-14
২৯। Ibid p. 114
৩০। Ibid
৩১। Ibid p. 115 , BSI p 44
৩২। Ibid
৩৩। Bud p 147 , BSI p. 46
৩৪। BSI p 46
৩৫। Ibid, pp 48-50
৩৬। Points of controversy, Intro
৩৭। বু ও বৌ পৃঃ ৬৪
৩৮। ঐ
৩৯। EHSBBS p 124
৪০। বু ও বৌ পৃঃ ৬৬
৪১। ঐ
৪২। ঐ , BSI p 60
৪৩। ঐ পৃঃ ৬৪ , AIU pp 380-81
৪৪। ঐ , Ibid p 380
৪৫। মহা, ৫ম অধ্যায
৪৬। ঐ
৪৭। MIB pp 110-11 , RLB pp 182-96
৪৮। Ibid , দীপ, ৫ম, ৩৯ , বোধিবংস পৃঃ ৯৬ , কথা অট্ঠ পৃঃ ২-৫
৪৯। MIB p.111
৫০। Ibid
৫১। Ibid
৫২। Ibid
৫৩। Ibid

৫৪। Ibid ; Kathā Atte pp XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXX111

৫৫। Ibid

৫৬। L S D P V, BEFEO, 1956 p. 16

৫৭। BSI p 51

৫৮। শ্রীলংকার ইতিহাসে অন্ধকেব বর্ণনা বহিযাছে। মহাসংঘিকাদিগেব দক্ষিণদেশীয শাখাগুলি সমষ্টিগতভাবে অন্ধক নামে পরিচিত। দ্রঃ BSI p 71

৫৯। BSI p 68

৬০। Ibid

৬১। Ibid p. 52

৬২। Ibid

৬৩। Ibid

৬৪। Ibid

৬৫। Schiefner pp. 270-74

৬৬। BSI p. 53

৬৭। HDBI p. 578 ; তুল ঃ BSI pp. 54-59

৬৮। BSI p 69

৬৯। কথাবথু গ্রন্থটিতে সাধাবণভাবে মহাসংঘিকদেব ১৬ প্রকার মতবাদেব উল্লেখ আছে।

৭০। BSI p. 68

৭১। ইহা জানা যায যে লোকোত্তববাদীগণই প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের বৃহৎ দুইটি সম্প্রদাযেব মধ্যে মহাযান সম্প্রদাযের বীজ বোপণ করিয়াছিল। দ্রঃ BSI p. 68

৭২। BSI pp 68

৭৩। Ibid pp 68-69

৭৪। Ibid p 69

৭৫। Takakusu—RBR, Intro. p. XXX111

৭৬। BSI p. 70

৭৭। Wardak Vase Inscription, দ্রঃ EL Vol XI p. 211

৭৮। BSI P 70

৭৯। বু ও বৌ পৃঃ ৭৫

৮১। 2500 years p 113

৮১। Ibid

৮২। কিন্তু Dr Bareau উক্ত মত সমর্থন করেন নাই। দ্রঃ BSI p 72

৮৩। Ibid, বু ও বৌ পৃঃ ৭৫, 2500 years pp. 13-114

৮৪। EI, XX pp. 17, 20

৮৫। BSI p 72, 2500 years p. 113

৮৬। Ibid

৮৭। Ibid p. 62

৮৮। Ibid

৮৯। Ibid, তুল, Rhys Davids 'Hibbert Lecture' p. 42; OVP Vol I, Intro p XXXIV

৯০। BSI P 92

৯১। 2500 years p 110, বু ও বৌ পৃঃ ৭৪

৯২। Ibid, ঐ

৯৩। চীনা Nanjio Catalogueএ দুইটি মহাসংঘিক গ্রন্থের যথা—ভিক্ষুবিনয় ও ভিক্ষুনীবিনয়ের উল্লেখ আছে যেগুলি কেবলমাত্র চীনাভাষাতেই সংরক্ষিত। দ্রঃ 2500 years pp 110-11

৯৪। বু ও বৌ পৃঃ ৭৪

৯৫। মহাবস্তুঅবদানের বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা

৯৬। 2500 years p 111

৯৭। Bu-ston Vol III p 100, তুলঃ Ibid

৯৮। JASB, 1838 p 134

৯৯। 2500 years p 111

১০০। ঐ, বু ও বৌ পৃঃ ৭৫

১০১। মজ্ঝিম, ১ম, পৃঃ ১৭১

১০২। BSI p 76

১০৩। 2500 years p. 114

১০৪। Ibid

১০৫। Ibid

১০৬। EHSBBS p. 136 , মহাবস্তু, ১ম, পৃঃ ১

১০৭। 2500 years pp. 15-116

১০৮। Ibid, p 116 ; R Kimura Introduction to the 'History of Early Buddhist Schools', Sir A M S. J V no 3 p. 126

১০৯। মহাবস্তু, ২য, পৃঃ ৩৬২ ; EHSBBS p 136

১১০। 2500 years p .116

১১১। Ibid , বু ও বৌ পৃঃ ৭৫

১১২। BSI p 74

১১৩। Ibid

১১৪। Ibid

১১৫। Ibid

১১৬। দ্বিতীয সংগীতি সম্পর্কিত আলোচনায দ্রষ্টব্য

১১৭। 2500 years pp. 116-17 ; বু ও বৌ পৃঃ ৭৬

১১৮। Ibid p 117

১১৯। যথা—স্থানাস্থানজ্ঞান, কর্মবিপাকজ্ঞান, নানাধিমুক্তিজ্ঞান, নানাধাতুজ্ঞান, ইন্দ্রিযববাববসজ্ঞান, সর্বত্রগামিনী প্রতিপৎজ্ঞান, সর্বধোনবিমোক্ষসমাধি-সমাপত্তিসংক্লেশব্যবদানব্যুত্থানজ্ঞান, পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান, চ্যুত্যুৎপত্তিজ্ঞান ও আশ্রবজ্ঞান। মহাব্যুৎপত্তি পৃঃ ৯-১০ ; মহাব্যুৎপত্তি, পৃঃ ৯, ১০ মহাবস্তু পৃঃ ১৫৯-৬০

১২০। 2500 years p. 117 , বু ও বৌ পৃঃ ৭৬

১২১। EHSBBS p 126 ; সমাধিবাজ সূত্র পৃঃ ৭৮

১২২। Ibid p 74

১২৩। ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ২৪

১২৪। BSI p. 127 , দ্রঃ Paul Demiéville, L' origine des sects bouddhiques in Mélanges chinois et bouddhiques, Vol I, 1931-32, pp 49-50

১২৫। Ibid , বু ও বৌ পৃঃ ৭৬

১২৬। বু ও বৌ পৃঃ ৭৬
১২৭। BSI p 72
১২৮। Ibid p 105
১২৯। বু ও বৌ পৃঃ ৭৬
১৩০। ঐ
১৩১। ঐ
১৩২। ঐ
১৩৩। ঐ
১৩৪। BSI p 68
১৩৫। Ibid p 124
১৩৬। বু ও বৌ পৃঃ ৭৬
১৩৭। BSI p 68 , তুল ঃ কোশ, ৪র্থ পৃঃ ১২১
১৩৮। Ibid
১৩৯। Ibid
১৪০। AIU p 381
১৪১। Ibid
১৪২। Ibid
১৪৩। Ibid
১৪৪। BSI p, 228
১৪৫। Ibid
১৪৬। EHSBBS p 227
১৪৭। দীপ, ৫ম, ৫১—সত্তবস ভিন্নবাদো একো বাদো অভিন্নকা
১৪৮। OVP Vol I, Intro p Xlii
১৪৯। বু ও বৌ পৃঃ ৬৭ , মজ্ঝিম, ২য, পৃঃ ৯৯, ১৯৭
১৫০। Points of Con , p Xli
১৫১। EHSBBS p 138
১৫২। চুল্লব, ৩৩,১
১৫৩। 'Buddhismus' pp 268, 295 , Csoma Korosi, JASB, Vol VII p 142

১৫৪। MS no 4727, DCSMGC

১৫৫। ASB, Vol I p 77 , তুল ঃ EHSBBS pp 138-39

১৫৬। EHSBBS pp. 138-39

১৫৭। BCV pp 119-20

১৫৮। EHSBBS p 230

১৫৯। Watters, Vol II p 238

১৬০। Ibid p. 188

১৬১। Ibid

১৬২। EHSBBS p 230

১৬৩। Ibid

১৬৪। 2500 years p. 101

১৬৫। Ibid

১৬৬। পূর্বে দ্রষ্টব্য

১৬৭। বু ও বৌ পৃঃ ৬৮

১৬৮। ঐ

১৬৯। ঐ, টীকা ১

১৭০। মহাব, বিনয, ১ম, পৃঃ ১০

১৭১। অষ্ট অংগ বা সাধনার উপায হইল—সম্মাবাচা (সম্যক্ বাক্য), সম্মাদিট্‌ঠি (সম্যক দৃষ্টি), সম্মা আজীবো (সম্যক্ জীবিকা), সম্মা সংকপ্পো (সম্যক্ সংকল্প), সম্মা কম্মন্তো (সম্যক্ কর্ম), সম্মা বায়ামো (সম্যক্ প্রচেষ্টা), সম্মা সতি (সম্যক্ স্মৃতি) ও সম্মা সমাধি (সম্যক্ সমাধি), বু ও বৌ পৃঃ 42

১৭২। চতুন্নং ভিক্‌খবে অরিযসচ্চানং অননুবোধা অপ্পটিবেধা একমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হাকঞ্চ—মহাপরিনিব্বান সুত্ত, দীঘ, ১ম

১৭৩। অরি+হন্=অর্হৎ দ্রঃ BSI p 238

১৭৪। EHSBBS p. 229 ;

১৭৫। Ibid

১৭৬। Ibid

১৭৭। Aiyengar Swami 'A Buddhist School at Kāñchi' (Proceedings of the 4th Oriental Conference, Allahabad)

১৭৮। BSI p 134

১৭৯। AIU p 380, Bu-ston Vol II p 100, তথায় উক্ত আছে যে থেববাদীগণ দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল যথা—মহীশাসক ও বজ্জিপুত্তক (বা বাৎসীপুত্রীয) এবং মহীশাসক হইতেই সর্বাস্তিবাদীদিগেব উদ্ভব। দ্রঃ BSI p 140

১৮০। প্রা ভা ই, ২য, পৃঃ ১২৫, কোশব্যাখ্যা পৃঃ ৭১৪, ৭১৯

১৮১। AIU p 380

১৮২। BSI p 135, AIU p. 380

১৮৩। Ibid, Ibid

১৮৪। Gil MSS. Vol III, ch. I

১৮৫। A-yu-wang-tchuan, trans Samghabhadra (506 A D) French Trans Przyluski, Légende de l'émpereur Aśoka

১৮৬। BSI p 135

১৮৭। Ibid, কোশব্যাখ্যা, ২য, পৃঃ ৪৪

১৮৮। BSI p 136

১৮৯। I-tsing, Takakusu pp XXIII-IV

১৯০। AIU p 380

১৯১। Ibid, তুল: SBT p 165, বু ও বৌ পৃঃ ৭২

১৯২। বু ও বৌ পৃঃ ৭২

১৯৩। 2500 years p 105

১৯৪। পূর্ব অধ্যাযে আলোচিত

১৯৫। 2500 years p 105

১৯৬। বু ও বৌ পৃঃ ৭৩

১৯৭। BSI p 152

১৯৮। কথিত আছে, বসুবন্ধু যদিও সর্বাস্তিবাদী শাখাবই অনুগামী ছিলেন পববর্তীকালে তাঁহাব ভ্রাতা অসংগেব প্রভাবে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবেন।

১৯৯। BSI p 136

২০০। JPTS, 1904-05 p 119
২০১। Przyluski p 308
২০২। BSI pp. 136-37
২০৩। সংযুক্ত, ৪র্থ, পৃঃ ১৫, তুলঃ মজ্ঝিম, ১ম, পৃঃ ৩; 2500 years পৃঃ ১০৫-১০৬
২০৪। 2500 years পৃঃ ১০৬
২০৫। BSI p 139
২০৬। Ibid
২০৭। Schiefner p 38, তুলঃ BSI p 139
২০৮। BSI p 140
২০৯। Ibid
২১০। Ibid
২১১। Ibid pp 140-41
২১২। BSI pp 141-44
২১৩। Ibid p 145
২১৪। Ibid, EHSBBS p 151, মধ্য এশিয়ায় Dr. Stein এর নেতৃত্বে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায় যে সর্বাস্তিবাদীদের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃত ত্রিপিটক ছিল।
২১৫। BSI p 145, বু ও বৌ পৃঃ ৭৩
২১৬। BSI p 146
২১৭। Ibid, pp. 146-58; EHSBBS pp 151-61
২১৮। Ibid, p. 152, Watters, Vol I pp 20-21
২১৯। Ibid
২২০। বু ও বৌ পৃঃ ৭৩
২২১। AIU p 380, BSI p 158
২২২। SBT p, 165
২২৩। Ibid
২২৪। Ibid p. 178
২২৫। EHSBBS p 161
২২৬। Ibid

২২৭। 2500 years ete p 107

২২৮। Ibid

২২৯। ব. ও বৌ পৃঃ ৭৩, 2500 years p 106

২৩০। EHSBBS p 162

২৩১। সাংখ্যদর্শনে 'সৎকার্যকে' জন্মের হেতু বলা হইয়াছে

২৩২। EHSBBS p 162

২৩৩। 2500 years p 106, ব. ও বৌ পৃঃ ৭৩

২৩৪। Ibid

২৩৫। ব. ও বৌ পৃঃ ৭৪, বিশদ আলোচনার জন্য ODD p 12

২৩৬। BSI p 129

২৩৭। ব. ও বৌ পৃঃ ৬৯

২৩৮। ঐ

২৩৯। BSI p 129

২৪০। 2500 years p 104

২৪১। পুরাণস্থবির প্রথম সংগীতিতে যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়

২৪২। BSI p 130

২৪৩। Ibid

২৪৪। Przyluski p. 31

২৪৫। BSI p 130

২৪৬। Ibid

২৪৭। 2500 years p. 104

২৪৮। BSI p 130

২৪৯। 2500 years p 104, ব. ও বৌ পৃঃ ৬৯

২৫০। EI, Vol XX p. 36, মহা, ১২শ, ৩১, ২৯ শ, ৪২, GEB p 66

২৫১। BSI p 131

২৫২। Ibid p 132

২৫৩। 2500 years p 104

২৫৪। অর্হত্ত্বলাভ করিতে হইলে ভিক্ষুদিগকে চারিটি সাধনার স্তর অতিক্রম করিতে হয়, যথা—স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ।

২৫৫। 2500 years pp. 104-105 , বু ও বৌ পৃঃ ৬৯

২৫৬। Ibid p 105 , ঐ

২৫৭। Ibid

২৫৮। Ibid

২৫৯। বু ও বৌ পৃঃ ৭০

২৬০। ঐ পৃঃ ৭১

২৬১। 2500 years p 104

২৬২। BSI p 185 ; বু ও বৌ পৃঃ ৭১

২৬৩। Ibid

২৬৪। Ibid

২৬৫। Ibid p 186

২৬৬। Ibid

২৬৭। কথা, ১ম, পৃঃ ৮

২৬৮। বু ও বৌ পৃঃ ৭১ , 2500 years pp. 108-109

২৬৯। 2500 years p. 109

২৭০। Ibid , বু ও বৌ পৃঃ ৭২

২৭১। BSI p 186 , Masuda, Asia Major Vol II p. 17

২৭২। Ibid p 187

২৭৩। 2500 years p 109

২৭৪। Ibid

২৭৫। Ibid

২৭৬। Ibid

২৭৭। বস্তুতঃ ক্ষণিকত্ববাদ (momentariness) সম্পর্কে বলা যায় যে ইহা স্কন্ধের প্রতি মুহূর্তে উৎপত্তি ও প্রতিমুহূর্তে বিনাশ অর্থাৎ 'একটি উৎপত্তির পরমুহূর্তে বিনাশ হইয়া অপর একটির উৎপত্তি ও বিনাশ' ইত্যাদির নির্দেশ করে ; EMB p 39

২৭৮। ভাববিবেক আচার্য নাগার্জুনের 'মাধ্যমিককারিকার' টীকাগ্রন্থের লেখক

২৭৯। Obermiller p 380

২৮০। BSI p 187

২৮১। Ibid

২৮২। Ibid

২৮৩। Ibid p 188

২৮৪। কোশ, ১ম, পৃঃ ৩

২৮৫। ঐ পৃ ২৫

২৮৬। BSI p 189

২৮৭। 2500 yeasrs p. 109 , বৃ ও বৌ পৃঃ ৭২

২৮৮। Ibid p 108

২৮৯। বৃ ও বৌ পৃঃ ৭১

২৯০। BSI p 183

২৯১। বৃ ও বৌ পৃঃ ৭১ , অধ্যাপক Przyluski তাঁহাদিগেব ত্রিপিটকেব উল্লেখ কবিযাছেন। দ্রঃ BSI p. 183

২৯২। Nanjio Cat p 1117

২৯৩। BSI p 183 , Trans by S Beal 'The Romantic Legend of S'ākya Buddha

২৯৪। Ibid p. 184

২৯৫। Ibid

২৯৬। Ibid

২৯৭। Ibid

২৯৮। Ibid

২৯৯। Ibid

৩০০। বৃ ও বৌ পৃঃ ৭১

৩০১। BSI p 185 , বৃ ও বৌ পৃঃ ৭১

৩০২। ষষ্ঠ অধ্যায, পৃঃ ২৭

৩০৩। BSI p 186

৩০৪। EHSBBS p 163

৩০৫। Ibid p 162

৩০৬। ভিন্ননিকাযধর্মচক্রশাস্ত্র, চীনাভাষা হইতে অনুবাদ করিযাছেন J Masuda, JL, Vol I p. 2.
৩০৭। ERE Vol XI p 168
৩০৮। EHSBBS p 163
৩০৯। বু ও বৌ পৃঃ ৭১
৩১০। EHSBBS p 163
৩১১। Ibid
৩১২। Ibid
৩১৩। BSI p 195
৩১৪। Ibid
৩১৫। Bu-ston Vol II p. 99
৩১৬। Watters Vol I pp. 20-21
৩১৭। Takakusu pp. 7, 66, 140
৩১৮। BSI p 196
৩১৯। Ibid
৩২০, EHSBBS p 164
৩২১। Ibid
৩২২। Ibid
৩২৩। দ্রঃ Stcherbatsky 'Soul Theory of the Buddhists'
৩২৪। SBT
৩২৫। বু ও বৌ পৃঃ ৭০
৩২৬। BSI pp. 197, 203
৩২৭। তত্ত্বসংগ্রহ পৃঃ ৩৩৬-৪৯
৩২৮। BSI p 196
৩২৯। মধ্যমকবৃত্তি পৃঃ ২৭৬
৩৩০। দ্রঃ BSI p. 196
৩৩১। Ibid
৩৩২। Ibid
৩৩৩। বু ও বৌ পৃঃ ৭০
৩৩৪। ঐ পৃঃ ৭১ ; 2500 years p. 108

৩৩৫। EHSBBS p 165, EREXI p 168 ff, 2500 years p 108, 'সম্মিতীয় নিকায়তন্ত্র' (ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন অধ্যাপক Venkataraman) নামক গ্রন্থটিতে আত্মা বা সম্মিতীয়-দের 'পুদ্গল' সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা রহিয়াছে। তুলঃ BSI pp 198-99

৩৩৬। হৈমবত নাম হইতে জানা যায় যে সম্প্রদায়টির উৎপত্তিস্থল হইল হিমাচলপ্রদেশ। দ্রঃ বু ও বৌ পৃঃ ৭০

৩৩৭। Masuda p. 53, BSI p 189

৩৩৮। BSI p 189

৩৩৯। Ibid

৩৪০। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রঃ Le Concile de Rājagṛha pp 317-18

৩৪১। BSI p 223

৩৪২। অর্থাৎ একটি দল বা গোষ্ঠী

৩৪৩। H and B Vol II pp 101-102, Takakusu p 15

৩৪৪। Takakusu, JPTS, 1905, pp. 67-146

৩৪৫। বু ও বৌ পৃঃ ৭৭

৩৪৬। Buddhism p 157, H and B Vol II p 90, Takakusu, JPTS, 1905 pp 67-146

৩৪৭। পূর্ব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য

৩৪৮। H and B Vol II p 90

৩৪৯। Ibid p 92, MIB p 126

৩৫০। Ibid p 91

৩৫১। Buddhism p 157

৩৫২। Ibid

৩৫৩। বু ও বৌ পৃঃ ৭৭

৩৫৪। ঐ পৃঃ ৭৮

৩৫৫। MIB p 128

৩৫৬। Ibid

৩৫৭। Schiefner pp 4, 61, 67

৩৫৮। H and B Vol II p. 92

৩৫৯। দ্রঃ বু ও বৌ পৃঃ ৭৮

৩৬০। H and B Vol II p. 92

৩৬১। Ibid

৩৬২। MIB p. 126

৩৬৩। বু ও বৌ পৃঃ ৭৮

৩৬৪। H and B Vol II p. 92

৩৬৫। Ibid

৩৬৬। বু ও বৌ পৃঃ ৭৮

৩৬৭। HBT p. 212

৩৬৮। CBN, Intro p. 3

৩৬৯। HBT p 214

৩৭০। বু ও বৌ পৃঃ ৭৯

৩৭১। HBT p. 214, f. n 1

৩৭২। Ibid p. 213

৩৭৩। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র উল্লেখ্য .

৩৭৪। HBT p. 214

৩৭৫। Ibid p 219

৩৭৬। প্রা ভা ই, ২য, পৃঃ ১৩৪

৩৭৭। CBN, Intro p. 15

৩৭৮। Ibid

৩৭৯। 'ইহ চতুর্দশ অব্যাকৃত বস্তুনি ভগবতা নির্দিষ্টানি'—প্রসন্নপদা, ২২, ১২

৩৮০। CBN, Intro p 16

৩৮১। ২২শ অধ্যায, ৯০, ১৬

৩৮২। দ্রঃ ন্যাযদর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থ Philosophy of Reflection Vol I p. 253

৩৮৩। CBN., Intro p 12

৩৮৪। বু ও বৌ পৃঃ ৭৯

৩৮৫। IP Vol I p. 661

৩৮৬। বু ও বৌ পৃঃ ৭৯

৩৮৭। H and B Vol II p. 38

৩৮৮। বু ও বৌ পৃঃ ৭৯

৩৮৯। দ্রঃ CBN. উক্ত গ্রন্থে STCHERBATSKY প্রসন্নপদার পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন

৩৯০। HBT p 219

৩৯১। CBN, Intro p 13

৩৯২। 2500 years p 122

৩৯৩। Ibid

৩৯৪। Ibid , বু ও বৌ পৃঃ ৮০

৩৯৫। বু ও বৌ পৃঃ ৮০ , H and B Vol II p 87

৩৯৬। H and B, Vol II p 87

৩৯৭। Ibid

৩৯৮। 2500 years p 122 , বু ও বৌ পৃঃ ৮০

৩৯৯। Trans. S Lévi, 1907-II

৪০০। উক্ত নামেই STCHERBATSKYর একটি সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়, Muséon, 1905-06

৪০১। দ্রঃ মহাযান-সূত্রালংকার, ১৮শ অধ্যায় ৭১-৭৩

৪০২। বু ও বৌ পৃঃ ৮০

৪০৩। 2500 years p 122

৪০৪। বু ও বৌ . পৃঃ ৮০ ঃ দ্রঃ Péri-র প্রবন্ধ BEFEO, 1911, pp 339-90 , EHI pp 328-34, Watters Vol I pp. 210, 355-59, Schiefner, Ch XIV , Grunwedel, Mythologie p 35

৪০৫। 2500 years p 123

৪০৬। Ibid

৪০৭। ইহা সর্বাগ্রে চীনাভাষায় অনুবাদ করেন ধর্মরুচি (৮২০ অব্দ)—Nanjio Catalogue , দ্বিতীয়টি করেন পরমার্থ ও তৃতীয়টি হিউয়েন সাঙ।

৪০৮। 2500 years p 123

৪০৯। Ibid

৪১০। উক্ত গ্রন্থটির বিষয়বস্তু লইয়া দুইখানি কাব্যগ্রন্থ বাহির হয়, যথা— বিংশতিকা ও ত্রিংশতিকা, দ্রঃ MB p 43

৪১১। প্রা ভা ই, ২য়, পৃঃ ১৩৫

৪১২। 2500 years p. 123

৪১৩। MIB p. 127

৪১৪। বু ও বৌ পৃঃ ১৬২

৪১৫ MIB p. 126, HSHMOMB p. 70

৪১৬। CBN Intro. p 1

৪১৭। Ibid

৪১৮। HSHMOMB p 12

৪১৯। Ibid

৪২০। বু ও বৌ পৃঃ ৮১

৪২১। ঐ

৪২২। ঐ পৃঃ ৮১-৮২

৪২৩। CBN, Intro p 2

৪২৪। Ibid

৪২৫। Ibid pp. 2-3

৪২৬। P-E Dic p. 491

৪২৭। H and B Vol II p 7

৪২৮। CBN, Intro. p 3

৪২৯, Ibid

৪৩০। বু ও বৌ পৃঃ ৮২

৪৩১। পালি 'সত্ত' শব্দটির অন্যান্য অর্থের জন্য দ্রঃ HBT p 167 f n 1

৪৩২। HBT p. 167

৪৩৩। দীঘ, ২য়, পৃঃ ১

৪৩৪। ঐ

৪৩৫। তুলঃ ললিত পৃঃ ৫, মহাবস্তু, ৩য় পৃঃ ২৫০

৪৩৬। HBT p. 168

৪৩৭। Ibid pp. 168-169

৪৩৮। দ্রঃ দিব্যা পৃঃ ৫০, ২০৯

৪৩৯। HBT pp 169-170
৪৪০। দ্রঃ বুদ্ধবংশ, ২য়, পৃঃ ৫৯, তুলঃ জা অট্ঠ, ১ম, পৃঃ ১৪
৪৪১। HBT P. 172
৪৪২। বু ও বৌ পৃঃ ৮২
৪৪৩। WI p 277
৪৪৪। বু ও বৌ পৃঃ ৮২
৪৪৫। WI p 278
৪৪৬। Ibid p 266
৪৪৭। AIU p 386
৪৪৮। বু ও বৌ পৃঃ ৮২
৪৪৯। HSHMOMB p, 73, AIU pp 386-87
৪৫০। AIU p, 387
৪৫১। MB pp 86-88
৪৫২। বু ও বৌ পৃঃ ৮২
৪৫৩। WI p 266
৪৫৪। প্রা ভা ই, ২য় পৃঃ ১৩১
৪৫৫। Buddhism p 159
৪৫৬। Takakusu p. 14
৪৫৭। H and B Vol II p 2
৪৫৮। CBN, Intro p 29
৪৫৯। বৌ ধ দর্শন পৃঃ ১৩৪-৩৫
৪৬০। CBN, Intro p 30, MB pp 81-85
৪৬১। SMB p. 1
৪৬২। CBN, Intro p 31
৪৬৩। MB pp 158-177
৪৬৪। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র পৃঃ ৩১১ ইত্যাদি
৪৬৫। সুবর্ণপ্রভাস সূত্র পৃঃ ৪-৮
৪৬৬। MB pp 141, 156
৪৬৭। Ibid pp 141-142

৪৬৮। Article on 'Les trois corps du Bouddha' JA. 1913 p. 581 : তুলঃ MB p 145
৪৬৯। প্রা ভা ই: ২য়, পৃঃ ১৩৩
৪৭০। MB p. 158 ff ; বৌ ধ দর্শন পৃঃ ১৭৬-৭৭
৪৭১। Ibid p. 162 ; ঐ পৃঃ ১৭৮
৪৭২। Ibid p 289
৪৭৩। Ibid
৪৭৪। Ibid
৪৭৫। প্রা ভা ই, ২য়, পৃঃ ১৩২
৪৭৬। CBN, Intro. p, 33
৪৭৭। পুদ্গল ও আত্মন সমথার্থক শব্দ
৪৭৮। CBN. Intro. p. 33
৪৭৯। Ibid : MB pp. 182-183
৪৮০। প্রা ভা ই, ২য় পৃ. ১৩৩
৪৮১। বু ও বৌ পৃঃ ৮৩
৪৮২। ঐ
৪৮৩। H and B Vol II p. 4
৪৮৪। বু ও বৌ পৃঃ ৮৩
৪৮৫। WI p. 206
৪৮৬। AIU pp. 389-390
৪৮৭। Ibid p 390
৪৮৮। Ibid
৪৮৯। Ibid
৪৯০। Ibid
৪৯১। Ibid
৪৯২। Ibid
৪৯৩। BICP p. 82
৪৯৪। Ibid
৪৯৫। EHI p. 312
৪৯৬। Ibid p. 313

৪৯৭। প্রা ভা ই, ২য়, পৃঃ ১৩৮
৪৯৮। BICP p 82
৪৯৯। Watters
৫০০। ব্ ও বৌ পৃঃ ৮৩ , প্রা ভা ই, ২য়, পৃঃ ১৪০
৫০১। ঐ পৃঃ ৮৪ , 2500 years p 358
৫০২। 2500 years p 358
৫০৩। Schiefner p. 201
৫০৪। MIB p 133
৫০৫। Ibid
৫০৬। Ibid
৫০৭। Schiefner p 257
৫০৮। 2500 years pp 358-359
৫০৯। Ibid p, 359
৫১০। Ibid
৫১১। Ibid
৫১২। বৌ ধ দর্শন পৃঃ ১৫৬
৫১৩। ঐ
৫১৪। IBI p 24
৫১৫। দ্রঃ মহাযান (হিন্দি) পৃঃ ৮৭
৫১৬। বৌ ধ দর্শন পৃঃ ১৫৬
৫১৭। ঐ
৫১৮। ঐ
৫১৯। ঐ , আদি পৃঃ ঙ
৫২০। আদি পৃঃ গ
৫২১। BTL p 130
৫২২। JASB, Vol II, 1833 p 57 , আদি পৃঃ ১
৫২৩। মহাস্, ৯ম, পৃঃ ৭৭ , তুলঃ আদি পৃঃ ঘ
৫২৪। ERE Vol I p 95
৫২৫। Ibid

৫২৬। MIB p, 68

৫২৭। IBI p. 41

৫২৮। শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্র Ed B Bhattacharya , TB p. 23

৫২৯। ORC p. 16

৫৩০। TB p. 52

৫৩১। MS RASB no 4724 p. 30 (A)

৫৩২। ORC p. 17 , TB p. 53

৫৩৩। Ibid , *Ibid*

৫৩৪। Ibid, Ibid p 54

৫৩৫। মৈথুনস্য পরাবৃত্তৌ বিভুত্বং লভ্যতে পরং /
বুদ্ধ সৌখ্য-বিহারে 'থ দারা সংক্লেশ দর্শনে ॥—সূত্রালংকার

৫৩৬। ORC p. 18

৫৩৭। 'Gūhyasamāja Tantra and the Age of Tantra ; IHQ IX, 1

৫৩৮। ST p 92

৫৩৯। ORC p. 18

৫৪০। TB p. 54

৫৪১। Ibid

৫৪২। ORC p 18

৫৪৩। ORC pp. 18-19 , BE p. 48

৫৪৪। BE p. 19

৫৪৫। ORC p. 19

৫৪৬। Ibid

৫৪৭। Ibid

৫৪৮। Ibid

৫৪৯। Ibid p. 20

৫৫০। Ibid p. 20-21

৫৫১। Ibid p 21

৫৫২। বোধিসত্ত্বভূমি পৃঃ ২৭২-৭৪

৫৫৩। ঐ পৃঃ ২৭৩

৫৫৪। TB p, 57

৫৫৫। হিন্দুতন্ত্রেও প্রায় একই ধরণের মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রঃ Ibid

৫৫৬। তন্ত্রশাস্ত্রের ও যোগশাস্ত্রের মুদ্রার স্বরূপ ভিন্ন। হটযোগে মুদ্রার অর্থ হইল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশীতন্ত্রগুলিকে বা শ্বাসপ্রশ্বাসকে আয়ত্তে আনা, দ্রঃ ORC p 22

৫৫৭। Ibid

৫৫৮। Ibid p, 23

৫৫৯। TB p, 55-56

৫৬০। ORC p. 23

৫৬১। Ibid ,

৫৬২। 2500 years

৫৬৩। TB p, 63

৫৬৪। Lamaism p 15

৫৬৫। TB p 70

৫৬৬। বিবেকানন্দের সাধনায় মন্ত্র ভাবনা পৃঃ ১০

৫৬৭। ঐ পৃঃ ১১

৫৬৮। অদ্বয় পৃঃ ৩৭

৫৬৯। "এসো অহং অনুত্তর-সম্যক্‌সম্বোধিমার্গং আশ্রয়ামি যদ্ উত বজ্রযানং ॥"—সাধনমালা, ১ম, পৃঃ ২২৫

৫৭০। TB p 71

৫৭১। Ibid

৫৭২। শ্রীগুহ্য পৃঃ ১৫৪

৫৭৩। TB p 70

৫৭৪। বৌদ্ধ দর্শন পৃঃ ২৭

৫৭৫। বোধিচিত্তং ভবেৎ বজ্রং—বু ও বৌ পৃঃ ৮৪

৫৭৬। বু ও বৌ পৃঃ ৮৪

৫৭৭। ঐ

৫৭৮। বৌদ্ধ দর্শন পৃঃ ২৭

৫৭৯। শ্রীগুহ্য পৃঃ ৬

৫৮০। বৌ ধ দর্শন পৃঃ৩৪

৫৮১। ঐ পৃঃ ৩৫

৫৮২। ঐ

৫৮৩। অভযকাব বিবচিত

৫৮৪। নিষ্পন্ন পৃঃ ৪৬, ৫০ ও ৬৭

৫৮৫। GNB p. 47

৫৮৬। IBI p 344

৫৮৭। Ibid p. 8

৫৮৮। IBI p 32

৫৮৯। তুলঃ পদ্মতন্ত্র—এস্থলে বৈষ্ণবতন্ত্রের চাবটি অধ্যায় দেখা যাব, যথা—জ্ঞানপাদ, যোগপাদ, ক্রিযাপাদ ও চর্যাপাদ। দ্রঃ JPTS, 1901, p, 900

৫৯০। IBI p, 41

৫৯১। ORC p. 361

৫৯২ Ibid p XXXVI

৫৯৩। তুলঃ H Ben p 419

৫৯৪। ORC p. 30

৫৯৫। কাম, গাথা ২, ৫ ও ৭, টীকা ৭

৫৯৬। হেবজ্রতন্ত্র MS, p 22 (B)

৫৯৭। H Ben p 419

৫৯৮। Ibid

৫৯৯। দ্রঃ Materials for Critical Edition of the Old Bengal Caryāpadas, Part I, reprinted from the JDL Vol XXX

৬০০। ORC p. 5 , তুলঃ দোঁহা, ১ম খণ্ড

৬০১। H Ben p 418

৬০২। Ibid

৬০৩। ORC p. 8

৬০৪। কিন্তু এ বিষযে যথেষ্ট সন্দেহেব অবকাশ বহিযাছে। দ্রঃ Ibid

৬০৫। Ibid p. 9

৬০৬। Ibid ; দোঁহা পৃঃ ২১

৬০৭। Ibid p 35

৬০৮। দ্রঃ বাংলা মাসিক পত্রিকা, শ্রীভাবতী, ১ম, নং ৭

৬০৯। ORC pp 120-121

৬১০। শ্রীচৈতন্য, মধ্যলীলা, ১৫শ অধ্যায

৬১১। ORC p 115

৬১২। H Ben p 422

৬১৩। Ibid

৬১৪। Ibid

৬১৫। ORC p 206

৬১৬। Ibid p 200, H Ben p. 423

৬১৭। H Ben p 423

৬১৮। শ্রীচৈতন্য, মধ্য, ৩য

৬১৯। H Ben p 424

৬২০। Ibid p 425

৬২১। DLBB p

৬২২ MBFO, Intro p 8

৬২৩। H Ben p 421

৬২৪। ERE Vol I p 95

৬২৫। Lamaism p 15

৬২৬। ORC p 24

৬২৭। Ibid p 25

৬২৮। তুলঃ JASB Vol II, 1833, p 57

৬২৯। IBI p 43

৬৩০। আদি, পৃঃ ৫

৬৩১। ঐ

৬৩২। EIC p 17

৬৩৩। ERE, Vol I p 213

৬৩৪। আদি পৃঃ ৩০

৬৩৫। GNB p 4

৬৩৬। Ibid

৬৩৭। Ibid

৬৩৮। Ibid p 323

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়, অবনতি ও অবলুপ্তি

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের দ্রুত প্রসার ও বিস্তারলাভের আলোচনার প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য হইল বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও পতন। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের উন্নতির কারণগুলি আলোচনা করা যতখানি সহজ অবনতির কারণগুলি আলোচনা করা ঠিক ততখানি সহজসাধ্য নহে। যে বৌদ্ধধর্ম একদা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইয়াছিল তাহা কেন কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারত বহির্ভূত অন্যান্য দেশগুলিতে স্থান করিয়া নিল। যদিও ইহা সত্য যে জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, উত্থান ও পতন—দুইটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পতন আকস্মিক ঘটিয়াছিল বলা যাইবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা প্রায় ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এখন দেখা দরকার যে 'ধর্ম ভারতীয় আর্যসভ্যতার উৎস হইতে উত্থিত হইয়া ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতাকে নূতন আস্বাদ প্রদান করিয়াছিল' তাহা শেষ পর্যন্ত অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হইল কেন।

বস্তুতঃ, অষ্টম শতাব্দী হইতেই বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয় এবং মধ্য-যুগের অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতবর্ষ হইতে ইহার প্রায় অবলুপ্তি ঘটে। উক্ত অবলুপ্তির সময়কাল ও কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকবৃন্দ বিভিন্ন মতামত দিয়াছেন। বর্তমানে সেগুলিই আলোচিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্মের তিরোধান সম্পর্কিত তথ্য জানিবার জন্য প্রধানতঃ চীনা পরিব্রাজকদিগের বর্ণনা ও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ও তাহার পরবর্তীযুগের অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারতীয়, সিংহলী, তিব্বতীয় ও চীনা সাহিত্যগুলির বর্ণনার উপর নির্ভর করিতে হয়। যদিও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বৌদ্ধসাহিত্য-গুলি হইতে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না বৌদ্ধধর্মের তিরোধান বিষয়ে। Dr R C. Mitra দেশীয় বৌদ্ধসাহিত্যগুলির নীরবতার স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্মের ঔজ্জ্বল্যে হয়তো ইহার তিরোধানের রূপ

ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—"The rise of the sun and its waxing midday splendour often turn men's thought away from the melancholy survey of its softly dying rays."[১] বৌদ্ধসাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের স্বপক্ষে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। চীনা পরিব্রাজকগণ যথা—ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ অব্দ), সাংযুম (৫১৮ অব্দ), হিউয়েন সাঙ (৬২৯-৬৪৫ অব্দ), ও ইৎসিং (৬৭১-৬৯৫ অব্দ) এবং পরবর্তীকালে হুইচাও (৭২৬-৭২৯ অব্দ), ঔকোং (৭৫১-৭৯০ অব্দ), কি-যে (৯৭৬ অব্দ) এবং চাউ-জু-কুয়া (১২২৫ অব্দ) ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের দ্বারা নানারূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদিগের রচনা অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়াই বিবেচ্য। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতীয় ইতিহাস জানিবার জন্য চীনা পরিব্রাজকদিগের নিকট আমরা ঋণী।[২] এস্থলে উল্লেখ্য যে পরিব্রাজকগণ সকলেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতি লক্ষ্য করিয়াছেন। চৈনিক বৃত্তান্তগুলি হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের যথা—কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর ও পশ্চিম ভারত, বাংলাদেশ, উড়িশা ও দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি ধারণা করা যায়। ইহা ব্যতীত, সমসাময়িক সংস্কৃতে, তিব্বতীয় ও চীনা সাহিত্যগুলিতেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কাশ্মীরের বৌদ্ধধর্ম

প্রধানতঃ হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিঙের বর্ণনা, কল্হনের 'রাজতরঙ্গিনী', তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের ও বু-স্টোনের বর্ণনা হইতে সামগ্রিকভাবে কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীরের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে পরস্পর বিরুদ্ধ বর্ণনা থাকিবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গঠন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যাহা হউক, সর্বাগ্রে উল্লেখ্য হইল তারনাথ ও বুস্টোনের বর্ণনা—যাঁহারা বলিয়াছেন যে কাশ্মীরের রাজা তুরুস্ব যিনি সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তিনি

বৌদ্ধধর্মের অন্যতম নিপীড়ক ছিলেন।[৩] উপরন্তু ইহাও জানিতে পারা যায় যে রাজা তুরুস্কের পুত্র মহাসম্মত কিন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।[৪] কথিত আছে মহাসম্মত কাশ্মীর, তুখার ও গজনী একত্রিত করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য তৈয়ারী করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অত্যাচারী রাজা তুরুস্কই ছিলেন কাশ্মীরাধিপতি মিহিরকুল বা মিহিরগুল[৫] যিনি শেষ পর্যন্ত মালবরাজ যশোধর্মন কর্তৃক ৫৩০ খৃষ্টাব্দে ধ্বংস হন। রাজতরঙ্গিনীতেও প্রায় উক্ত বর্ণনাই লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র মিহিরকুলের ধার্মিক পুত্রের নামোল্লেখের ক্ষেত্রে তফাৎ দেখা যায়। কিন্তু কাশ্মীরের প্রাচীন শাসকদিগের ধারাবাহিক ইতিহাস কাশ্মীর সম্পর্কীয় উপাদানগুলি হইতে স্থাপন করা যথাযথভাবে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সকল উপাদানগুলিই একমত যে কাশ্মীরের কুষাণ শাসনের অবসানের পরই বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটে।[৬] সপ্তম শতাব্দীতে যখন হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তিনি কাশ্মীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে "সেই সময় উক্ত রাজ্যটিকে বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান বলিতে পারা যায় না কারণ অপরাপর তীর্থিকদিগের মন্দিরগুলিই ছিল কাশ্মীরের প্রধান আকর্ষণ।"[৭] অপরদিকে ইহাও বর্ণিত আছে যে কাশ্মীরের কোনও কোনও স্থানে সমভাবেই বৌদ্ধধর্ম বিরাজমান ছিল।[৮] হিউয়েন সাঙ অন্ততঃপক্ষে তথায় ৫০০০ জন ভিক্ষুসম্বলিত ১০০টি বৌদ্ধবিহার দেখেন এবং ইহা বর্ণিত আছে যে হিউয়েন সাঙ স্বয়ং বৌদ্ধবিহারগুলির ভিক্ষুদিগের সহিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মীয় আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। সামগ্রিকভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৌদ্ধশাস্ত্রের পঠন-পাঠন প্রচলিতই ছিল এবং বিহারগুলি রাজাদিগের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করিত।[৯] পুনরায় রাজতরঙ্গিনী হইতে জানিতে পারা যায় যে দ্বিতীয় প্রবরসেন নামক এক নৃপতি একটি বিশালকায় বুদ্ধমূর্তি তথায় নির্মাণ করান। হিউয়েন সাঙ উক্ত রাজার নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। ইৎসিং ও অপর পরিব্রাজক হিউয়েন হোয়েই কাশ্মীরকে ভিক্ষুদিগের তীর্থস্থান হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের মতে সমসাময়িক রাজা ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।[১০]

কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিহাসে বলা হইয়াছে যে উক্ত স্থানের রাজাগণ ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিগণ বৌদ্ধবিহারগুলিতে যথেচ্ছ দান করিতেন।

পুনরায়, ঔ-কোং যখন ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে যান তখন তিনি তথায় ৩০০টি বিহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যেস্থলে শীল ও বিনয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হইত। উপরন্তু তিনি আনন্দবিহারের উল্লেখ করিয়াছেন যেটি রাজা দুর্লভবর্ধনের রাণী অনংগলেখা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন।"[১১] অপরদিকে ইহাও জানিতে পারা যায় যে অনংগলেখা বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করাইয়াছিলেন এবং কথিত আছে ব্রাহ্মণদিগকেও দান করিতেন। কল্হণ তাঁহার গ্রন্থে[১২] অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রাজাদিগেরও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে দানের কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, সেইযুগে শিক্ষাদীক্ষা, সাংস্কৃতিক দিক হইতে বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু তারনাথ ও Bu-ston সেযুগের কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থকারদিগের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—শান্তিপ্রভ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ শিবস্বামী, চন্দ্রমিত্র ইত্যাদির। পুনরায়, রাজতরঙ্গিনী অনুযায়ী রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় যিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া কথিত, তিনিও বহু বৌদ্ধবিহার ও চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন শংকুন যিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। কথিত আছে, ললিতাদিত্য মন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী একটি বুদ্ধমূর্তি মগধরাজ্য হইতে আনাইয়া শ্রীনগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজার জামাতা ঈশানচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রীও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

কিন্তু পরবর্তী রাজা ক্ষেমগুপ্তের সম্পর্কে রাজতরঙ্গিনী হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি বৌদ্ধধর্মের উৎপীড়ক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বিখ্যাত জয়েন্দ্রবিহার অগ্নিসংযোগ করিয়া ধ্বংস করেন, তথাকার বুদ্ধমূর্তি নষ্ট করিয়া শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩] ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন যে উক্ত ধর্মীয় অত্যাচারের পশ্চাতে সম্ভবতঃ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল।[১৪] পুনরায়, পরবর্তীকালের দুইজন রাজার নাম পাওয়া যায়, যথাক্রমে কলস (১০৬৩-৮৯ অব্দ) ও কলসের পৌত্র হর্ষ (১০৮৯-১১০১ অব্দ) যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের উৎপীড়করূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া আছেন। হর্ষ সম্পর্কে বলা হয় যে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করা তাঁহার নিকট অত্যন্ত উল্লাসের বিষয় ছিল। কিন্তু ডঃ রমেশ চন্দ্র মিত্র হর্ষ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে হর্ষের বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধাচরণ কেবলমাত্র তাঁহার অবৌদ্ধ মনোভাবের জন্যই বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।[১৫] অপরদিকে, হর্ষের আদেশে তাঁহার নিযুক্ত এক কর্মচারী যখন মন্দির বিধ্বংস-কারী কার্যে মূর্তিগুলি ধ্বংস করিয়াছিলেন তখন কেবলমাত্র পৃথকভাবে

বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের চিতাভস্মই নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া কোনও স্থানে লিপিবদ্ধ করা নাই।[১৬] অপরদিকে, কল্হণ উল্লেখ করিয়াছেন যে বিশালাকার দুটি বুদ্ধমূর্তি যেগুলি পরিহাসপুর ও শ্রীনগরে স্থাপিত ছিল সেগুলি রাজার মূর্তি ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কথিত আছে যে শ্রমণ কুলশ্রী ও প্রসিদ্ধ গায়ক কনকের বিশেষ অনুরোধে রাজা হর্ষ মূর্তি দুটি নিষ্কৃতি দেন।[১৭] অপরদিকে তিব্বতীয় উপাদানে একটি তথ্য পাওয়া যায় যে একটি সংস্কৃত স্তোত্র যথা, 'অষ্ট-মহাচৈত্য-বন্দনা-স্তোত্র' রাজার নামেই আরোপিত করা হইয়াছিল। [১৮] হর্ষের পরবর্তী যুগেও কাশ্মীরের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়, রাণী বা অমাত্যদিগের বিশেষ প্রযত্নে বহু প্রতিষ্ঠান নির্মিত হইবার উল্লেখ পাওয়া যায় রাজতরঙ্গিনীতে (৮ম অধ্যায়)। সুতরাং বলা যায় যে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম যাহা ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিল ক্ষেমগুপ্ত, কলস ও হর্ষপ্রমুখ অত্যাচারী রাজাদিগের সময়ে তাহা পুনরুজ্জীবিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল হইতেই, যদিও তথায় শৈবধর্মেরই প্রাধান্য ছিল।

অপর একটি উল্লেখ্য বিষয় হইল ব্রাহ্মণ কল্হণ যিনি শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন তিনিও তাঁহার 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যত্নসহকারে বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তথায় রাজতরঙ্গিনীর রচনাকাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার কথা তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কল্হণ তাঁহার গ্রন্থে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে হর্ষের রোষ হইতে বুদ্ধমূর্তির রক্ষা পাইবার প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করিয়াছেন।

অপরদিকে, চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং কাশ্মীরের বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন যেগুলিতে বর্ণিত রহিয়াছে যে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি কাশ্মীরে বসবাস করিয়া বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। উপরন্তু, চীনদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত বৌদ্ধগ্রন্থগুলির আদান-প্রদানের দ্বারা কাশ্মীরের পণ্ডিতবর্গের সহিত অত্যন্ত সুসম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। চীনা বিবরণগুলি হইতে ইহাও জানিতে পারা যায় যে বৌদ্ধ শিক্ষার পীঠস্থান নালন্দার সহিতও কাশ্মীরের বৌদ্ধ পণ্ডিতবর্গের সুসম্পর্ক ছিল। [১৯] বস্তুতঃ বৌদ্ধতর্কশাস্ত্রগুলির কাশ্মীরেই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। Bu-stonএর রচনায় বহু বৌদ্ধ তার্কিকের নাম রহিয়াছে যাঁহারা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে জ্যোতিষ্কের ন্যায় জাজ্বল্যমান ছিল। [২০] পুনরায়, কাশ্মীরের 'আরিগোম সারদা লেখ' অনুযায়ী কাশ্মীরের পরবর্তী রাজাগণ

দ্বাদশ শতাব্দীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহাবগুলিব পুনঃসংস্কাব কবিযাছিলেন। সেই সমবকাব বহু বিশালাকাব স্তূপ ও মন্দিব আবিষ্কৃত হইযাছে যেগুলি মহাযান বৌদ্ধধর্মেব পুনবুত্থান নির্দেশ কবে। ইহা ব্যতীত, বহু মহাযান মূর্তিব অস্তিত্বেব কথাও জানিতে পাবা যায যাহা সুস্পষ্টবূপে প্রমাণ কবে যে দ্বাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম সকল বাধাবিঘ্ন কাটাইযা কাশ্মীবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।[২১]

কিন্তু ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে একটি স্থানীয মুসলমান বংশ সিংহাসন লাভ কবিযা বৌদ্ধধর্মেব প্রভূত ক্ষতিসাধন কবে যাহাব ফলে কাশ্মীব হইতে বৌদ্ধ-ধর্মেব বিলুপ্তি ঘটে।[২২] কথিত আছে দশম শতাব্দীব শেষার্দ্ধে যখন গজনীব সুলতান ভাবত আক্রমণ কবেন তখন সমতল হইতে বিতাড়িত হইযা বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু কাশ্মীবে আশ্রয নেন। কিন্তু উক্ত ভিক্ষুগণ কর্তৃক কাশ্মীবে বৌদ্ধধর্ম পুনবুজ্জীবিত হইযাছিল কিনা তাহা জানা যায না। বস্তুতঃ কাশ্মীবেব বৌদ্ধধর্মেব অবলুপ্তি মুসলমান শাসনকালে অত্যন্ত ধীবগতিতেই সম্পন্ন হইযাছিল। ষোড়শ শতাব্দীব শেষে মুঘল সম্রাট আকববেব সহিত সভাকবি আবুল ফজল যখন কাশ্মীব সফবে যান তখন তিনি কাশ্মীবে কিছু বযস্ক ব্যক্তি দেখিযাছিলেন যাহাবা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদেব কোন পাণ্ডিত্য ছিল না।[২৩] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য আবুল ফজল তাঁহাব গ্রন্থে কিন্তু বৌদ্ধধর্মেব কাশ্মীব হইতে লুপ্ত হইবাব সমযকাল নিশ্চিত কবিযা বলেন নাই কেবলমাত্র উল্লেখ কবিযাছেন যে কাশ্মীবে বৌদ্ধধর্মেব অবলুপ্তিব ঘটনা বহু পূর্বকাল হইতেই ধীবে ধীবে সংঘটিত হইতেছিল।[২৪] ডঃ বমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয মনে কবেন যে হযত বা মুসলমান শাসনকালে বহু ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ কবিযা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিতে হইযাছিল। কাশ্মীবেব অপব প্রদেশ লাডাকেও একই ঘটনাব পুনবাবৃত্তি ঘটিযাছিল। সেস্থানে ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণকাবীদেব সংখ্যা হ্রাস পাইযাছিল এবং সেই কাবণে অন্যান্য সম্প্রদাযেব তুলনায বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ হীনপ্রভ হইযা পড়েন। বস্তুতঃ মুসলমান আক্রমণেব বহু পূর্ব হইতেই সংঘেব নিযমকানুনেব শিথিলতাব সঙ্গে বৌদ্ধধর্মেব পতন শুরু হয। বাজতবঙ্গিনী হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কিছু বিবাহিত ভিক্ষুব কথা জানিতে পাবা যায যদিও পাশাপাশি বক্ষণশীল ভিক্ষুদিগেবও অস্তিত্ব ছিল। সেইসমব প্রধানতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেব প্রচলন শুবু হয এবং ভিক্ষুদিগেব পাশাপাশি

নৃপতিগণও তান্ত্রিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, যদিও তথাকার সকল ভিক্ষুই উক্ত তান্ত্রিকতার সহিত যুক্ত ছিলেন কিনা তাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই। কিন্তু কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম—উভয় ধর্মই তান্ত্রিকতার প্রভাবে প্রায় সমপর্যায়ে অবস্থান করে এবং শিববুদ্ধ মিশিয়া একীভূত হইয়া গিয়া একত্রেই তথায় প্রচারিত হইতে থাকে। ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, অধ্যাপক Kern ও ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় শিব ও বুদ্ধের কিরূপে ধর্মীয় সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহার সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।[২৫] অধ্যাপক Kern এ প্রসঙ্গে আচার্য মহাদেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন[২৬] যিনি তাঁহার পাঁচপ্রকার মতবাদ বৌদ্ধসংঘে আনিবার চেষ্টা করিয়া সংঘে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারা যায় যে মহাদেবের আখ্যানগুলিতে শৈবধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। পুনরায় হিউয়েন সাঙও একই মহাদেবের উল্লেখ করিয়াছেন।[২৭] সুতরাং কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি যে শৈবধর্মের অস্তিত্বশীল ছিল বহু পূর্বকাল হইতেই, তাহা অনস্বীকার্য। পুনরায় বিদেশী আক্রমণকারী ইউচির উল্লেখ করা যায় যিনি শৈবধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয় ধর্মকেই সমভাবে শ্রদ্ধা করিতেন।[২৮] বলাবাহুল্য, পরবর্তীকালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম একত্রিতই হইয়া গিয়াছিল।

অতঃপর, কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির প্রসঙ্গে বলা যায় যে কাশ্মীরের বৌদ্ধধর্ম নিপীড়ক রাজন্যকুলের হস্তে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও পরবর্তী রাজাদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহা পুনরুজ্জীবিত হয় মহাযান বৌদ্ধধর্মরূপে। বস্তুতঃ রাজা হর্ষের অত্যাচার হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও রেহাই পায় নাই। অপরদিকে একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার সাহিত্যে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। পরিশেষে ইহা বলা যায় যে ভগবান্ বুদ্ধের জন্মদিন তথাকার ব্রাহ্মণ্য পঞ্জিকাতে একটি পবিত্র দিনরূপে চিহ্নিত এবং তথায় বুদ্ধের জন্মোৎসব অত্যন্ত উৎসাহসহকারে পালন করা হয়। সুতরাং কাশ্মীরে ধর্মীয় অত্যাচারের দ্বারাই বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইয়াছিল ইহা বলা হয়ত সমীচীন হইবে না।[২৯]

সিন্ধুপ্রদেশের বৌদ্ধধর্ম

সিন্ধু প্রদেশের বৌদ্ধধর্মের সঠিক অবস্থার কথা আরবদের বিজয়ের

সময়কাল বা তৎপববর্তী কয়েকটি বৎসব পর্যন্ত জানিতে পাবা যায়। হিউয়েন সাঙ তাঁহাব ভ্রমণবৃত্তান্তে সিন্ধুপ্রদেশে কয়েকশত বিহাবেব কথা ও বিহাবগুলিতে ১০,০০০ আচার্যের অবস্থানেব কথা বলিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তথাকাব বেশিব ভাগ ভিক্ষু কিন্তু শিক্ষাদীক্ষাব সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এবং তাঁহাবা নিম্নস্তবেব জীবন যাপন কবিতেন। অপবদিকে কিছু নির্জনবাসী ভিক্ষুব কথাও বলিয়াছেন যাঁহাবা সদাসর্বদা অর্হত্ত্বলাভেব জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। অপব চীনা পবিব্রাজক ইৎসিং বর্ণনা কবিয়াছেন যে সম্মিতীয় সম্প্রদায় উক্ত স্থানে এবং লাট অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ কবিয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্মেব অন্যান্য সম্প্রদায়েব অনুগামীদিগেব এস্থলে কোনরূপ অস্তিত্ব ছিল না।[৩০] পুনবায় হিউয়েন সাঙ বর্ণনা কবিয়াছেন যে দেশেব বাজা এবং জনসাধাবণ মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়েবই পৃষ্ঠপোষকতা কবিতেন ও দেশেব শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত সহৃদয়তাব সহিত পবিচালিত হইত। হিউয়েন সাঙেব বর্ণনানুযায়ী ৭২৭ খৃষ্টাব্দেব পব আববগণ সিন্ধু দেশ আক্রমণ কবিয়া দেশ ধ্বংস কবেন।[৩১] ইহাও জানিতে পাবা যায় যে হিউয়েন সাঙ আবব আক্রমণেব সময়ে তথায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কাবণে তাঁহাব বর্ণনায় কিছু নূতন তথ্যও পাওয়া যায় যেগুলি অপব কোথাও লিপিবদ্ধ কবা নাই। যাহা হউক, তাঁহাব বর্ণনা হইতে পবিস্ফুট হয় যে আবব আক্রমণকেই কেবলমাত্র সিন্ধুপ্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম উৎখাতেব জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কবা যায় না।[৩২]

অপবদিকে মুসলমানী সাহিত্যগুলিতে লিপিবদ্ধ বহিয়াছে যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীবা মুসলমান আক্রমণকাবীদেব পক্ষই অবলম্বন কবিয়াছিলেন।[৩৩] পুনবায় 'চাচ্‌নামা'[৩৪] নামক আববদেশীয় গ্রন্থে সিন্ধুপ্রদেশেব বৌদ্ধদিগেব সম্পর্কে বহু তথ্য বহিয়াছে। গ্রন্থখানি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেব অস্তিত্বেব সাক্ষ্য বহন কবে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী বলিয়া কিছু ব্যক্তিব কার্যকলাপেব কথা উল্লেখ কবিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগেব আচাব-আচবণ ও ব্যবহাবিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতঃই প্রমাণ কবে যে তাঁহাবা বৌদ্ধই ছিলেন।[৩৫] মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বুদ্ধকে 'বুদ্দ' বা 'বুধ' বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন এবং বৌদ্ধ আচার্যদিগকে 'সামাণ' বলিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন।[৩৬] গ্রন্থগুলিব একস্থানে উল্লেখ আছে যে বৌদ্ধধর্ম উত্তব পশ্চিম ভাবত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।[৩৭] অপব লেখক গাবদিদিব বর্ণনাতেও

'শমণ'দিগের উল্লেখ রহিয়াছে।[৩৮] অপরদিকে, তারনাথ বর্ণনা করিয়াছেন যে হীনযান সম্প্রদায়ের 'সৈন্ধবশ্রাবক' নামক একটি শাখা ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হইয়া নবম শতাব্দীতে পালরাজগণের সময়কালে নির্মিত বুদ্ধগয়ার রৌপ্য নির্মিত মহাযান হেরুক মূর্তিটি ধ্বংস করিতে যান।[৩৯] এস্থলে উল্লেখ্য যে 'শ্রাবকগণ' যদি সম্মিতীয় শাখারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে বলা যায় যে সিন্ধুপ্রদেশে পরবর্তীকালে পুনরায় বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল। উপরন্তু পালরাজগণের লেখগুলিতে কথিত আছে যে সিন্ধুপ্রদেশে বহু ভিক্ষু বসবাস করিত এবং সিন্ধুদেশে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচারও ছিল।[৪০] সুতরাং বলা যায় যে নবম ও দশম শতাব্দীতে যখন বঙ্গ ও মগধে পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে তখন সিন্ধুদেশেও তাহা পুনরুজ্জীবিত হয়। ইহাও উল্লেখ্য যে Father Heras ও D. R Bhandarkar এর নেতৃত্বে বহু বুদ্ধমূর্তি ঐ সকল অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কিন্তু সঠিক কোন্ সময়ে এবং কিভাবে বৌদ্ধধর্ম সিন্ধুপ্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল তাহা রহস্যাবৃতই থাকিয়া গিয়াছে। ডঃ রমেশ চন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন যে সিন্ধুপ্রদেশের সম্মিতীয় সম্প্রদায় উক্ত স্থানে হিন্দুদিগের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে উক্ত সম্প্রদায় হিন্দুদিগের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছিল। পুনরায়, বৌদ্ধধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সহিত মুসলমান ধর্মীয় চিন্তাধারারও মিলন ঘটিয়াছিল, বস্তুতঃ মুসলমানী সুফিদিগের রহস্যাবৃত মতবাদ বৌদ্ধদিগের গূঢ় বা গুহ্য মতবাদেরই অনুরূপ। ঐসলামিক 'ফণা' বা 'মকত্তামৎ' মতবাদের সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা যায়।[৪১] অতঃপর ইব্রাহিম ইব্‌নু আদমের বল্ক যুবরাজের গৃহত্যাগের দ্বারা সুফি সন্ন্যাসী হওয়ার ঘটনাটি বুদ্ধের গৃহত্যাগের ঘটনার কথাই মনে করিয়া দেয়।[৪২]

অবশেষে, সিন্ধু প্রদেশের বৌদ্ধধর্মের পর্যালোচনার বর্ণনায় চীনা পর্যটকের (১২২৫ অব্দ) বিবরণের উল্লেখ করা যায় যেস্থলে উক্তস্থানের অধিবাসীদিগের কথা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা বুদ্ধের দেহের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহ কামনা করিতেন। যদিও উক্ত স্থানের নাম বলা হইয়াছে 'Nan-ni-hua-to' যাহা Rockhill ও Herth সাহেব সিন্ধুপ্রদেশের নামান্তর বলিয়াছেন।[৪৩]

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্ম

উত্তব ও পশ্চিম ভাবতে বৌদ্ধধর্মের অবনতিব ইতিহাস জানিবাব জন্য প্রধানতঃ তিব্বতীয ঐতিহাসিক তাবনাথেব বর্ণনাব উপব নির্ভব কবিতে হয। তাবনাথেব মতে তথাকাব বিভিন্ন প্রকাবেব প্রচলিত লোককথাগুলি হইতে প্রকৃত ঘটনা উদ্ধাব কবা সহজসাধ্য নহে। এপ্রসঙ্গে বলা যায যে বৌদ্ধধর্মের বিস্তাবেব স্বস্থানেব অর্থাৎ বুদ্ধগযা, নালন্দা ইত্যাদি স্থানেবও ধর্মের অবলুপ্তিব কোন নির্দিষ্ট তাবিখ বা প্রকৃতিব সঠিক বর্ণনা কবা যায না। কুমাবিল ভট্ট বা শংকবেব ঘটনাগুলিব ঐতিহাসিক দিক হইতে কতখানি প্রভাব পডিযাছিল বৌদ্ধধর্মের উপব অথবা বৌদ্ধধর্মের পববর্তী পাবিবর্তনশীল পদক্ষেপ অর্থাৎ তন্ত্রযান ও ইহা হইতে পুনঃপাবিবর্তন ইত্যাদিগুলি সম্পর্কে এত ভিন্ন ভিন্ন তথ্য বহিযাছে যে কোন উপসংহাব কবা অত্যন্ত কঠিন হইযা পডে। অপবদিকে, বাজাদিগেব শিলালিপি বা অন্যান্য প্রামাণ্য তথ্যেব অভাব হইতেই প্রমাণিত হয না যে কোনও বাজাব পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলেই ধর্মের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

যাহা হউক, অষ্টম শতাব্দীতে Huci-Ch'ao ব বর্ণনায জলন্ধব ও গুজবাটে (বা বাজপুতানায) বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতিব বিববণ পাওযা যায। পুনবায, নবম শতাব্দীব ঘোস্রাবা লেখতে বীবদেব নামক একজন বৌদ্ধভিক্ষুব উল্লেখ পাওযা যায যিনি পেশোযাবেব কণিষ্ক বিহাবে শিক্ষাগ্রহণ কবিযাছিলেন।[88] Eliot ও Dowsen সাহেব এবিষযে 'তবকৎ-ই-আকববী' গ্রন্থে উল্লিখিত নাজিমুদ্দিনেব বিববণেব উল্লেখ কবিযাছেন। তথায বলিযাছেন যে যেস্থলে সুলতান মামুদেব (১০২২ অব্দ) ভাবত অভিযানেব বর্ণনা বহিযাছে সেস্থলে জনৈক 'সিংহ' অধ্যুষিত স্থানেব উল্লেখ বহিযাছে। Eliot উক্ত স্থানটিকে শাক্যসিংহ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগেব অধ্যুষিত স্থান বলিযা চিহ্নিত কবিযাছেন।[85]

অপবদিকে বলভী বাজ্য সম্পর্কে হিউযেন সাঙ বলিযাছেন যে তথায তিনি ১৭০টি বৌদ্ধবিহাব ও ৩০০ জন আচার্য দেখিযাছেন। যদিও উক্তস্থানে তিনি তীর্থিকদিগেব মন্দিব দেখিযাছেন ২৫০টি। তিনি পুনবায বলিযাছেন যে তথাকাব বাজাগণ অন্যান্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও বৌদ্ধবিহাব গুলিতেও দান কবিতেন।[86] অপব পবিব্রাজক ইৎসিং বর্ণনা কবিযাছেন যে মালব নামক স্থানে তিনি সম্মিতীয সম্প্রদাযেব বহুল প্রচাব অবলোকন কবিবা-

ছিলেন।[৪৭] উপরন্তু ইহাও জানিতে পারা যায় যে সম্মিতীয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে বুদ্ধমূর্তির পূজা করা হইত।[৪৮] হিউয়েন সাঙের সময়কালে মগধ ও মালবে যেরূপ বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ছিল সেইরূপ ইৎসিংএর সময়ে বলভী ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থান।[৪৯] উপরন্তু ইহাও জানিতে পারা যায় যে মুসলমান আক্রমণের পরবর্তী সময়েও রাজপুতানা বা সিন্ধুগুজরাট অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং উপরোক্ত স্থান হইতে সঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। উপরন্তু অষ্টম শতাব্দীতে গুজরাটের রাজার একটি লেখ হইতে ও কাশিয়াতে বা কুশীনগরে প্রাপ্ত একটি কলচুরি রাজাদের প্রস্তর ফলকে প্রাপ্ত লেখ (একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর) হইতে বৌদ্ধধর্মের ঐ সকল স্থানে পুনরু-খানের কথাই জানিতে পারা যায়।[৫০]

তিব্বতীয় উপাদানে বাংলাদেশের রাজা নয়পালের সহিত তীর্থিক রাজা কর্ণের একটি যুদ্ধের উল্লেখ রহিয়াছে যেস্থলে বর্ণনা রহিয়াছে যে কর্ণ মগধ অধিকার করিতে সমর্থ না হইয়া কিছু বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করেন ও পবিত্র বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি স্বদেশে বহন করিয়া লইয়া যান।[৫১] উক্ত কর্ণকে পণ্ডিতগণ কলচুরিরাজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৫২] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে বৌদ্ধ মহাথের দীপংকর, নয়পাল ও কর্ণরাজা উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে সাহায্য করেন। সুতরাং লুণ্ঠনরাজের ঘটনার পশ্চাতে যে কোনরূপ ধর্মীয় ঘৃণা কাজ করিয়াছিল তাহা হয়ত সঠিক নহে।[৫৩] পুনরায় কলচুরিদিগের শাসনকালের মলয়সিংহের রেওয়া লেখের (১১৯২ অব্দ) উল্লেখ করা যায় যাহা বৌদ্ধধর্মের প্রতি কলচুরিদিগের শ্রদ্ধার সাক্ষ্যই বহন করে। পুনরায় বুন্দেলখণ্ডে একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ ও ইহার প্রতি অবৌদ্ধজন কর্তৃক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ঘটনা ১১৭৮ অব্দের চরখরি লেখ হইতে জানিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত, মহোবা, মধ্য ভারতের সিরপুর, গোপালপুরে (জব্বলপুরের নিকটবর্তী) বহু বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সময়কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে।[৫৪] Kielhorn সাহেবও সারনাথের একটি লেখে (১০৫৮ অব্দ)র উল্লেখ করিয়াছেন যেস্থলে কলচুরিরাজার সমরকালের মহাযান বুদ্ধমূর্তির উল্লেখ রহিয়াছে।[৫৫] ইহা ব্যতীত অষ্টম বা নবম শতাব্দীর শ্রাবস্তীর জেতবনে, কৌশাম্বীতে, বোধগয়ায় প্রাপ্ত লেখগুলির উল্লেখ করা যায় যেগুলি মুসলমান আক্রমণের এক শতাব্দীকাল পরেও বৌদ্ধ-

ধর্মেব প্রসাবেব নিদর্শন বহন কবে।[৫৬] পুনবায়, নালন্দাব দশম শতাব্দীব একটি লেখেব বিবরণে বৌদ্ধধর্মেব অস্তিত্ব নির্দেশ কবে। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণেব মতে তথায় বহু মন্দিব ও বিহাব মুসলমান আক্রমণেব পবও তৈযাবী হইযাছিল।[৫৭] তাবনাথও তাঁহাব বর্ণনায় গুজবাট, বাজপুতানা ও দক্ষিণভাবতে মুসলমান বিজযেব পববর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম পুনবুজ্জীবিত হয বলিযা বর্ণনা কবিযাছেন।[৫৮] সুতবাং উত্তব ও উত্তব-পশ্চিম ভাবতে মুসলমান আক্রমণেব সহিতই বৌদ্ধধর্ম বিলীন হইযাছিল বলা যায না।

বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম

পণ্ডিতবর্গ বাংলাদেশে এবং ইহাব নিকটবর্তী স্থানে বৌদ্ধধর্মেব অবনতিব কাবণেব স্বপক্ষে চিত্তাকর্ষক ঘটনাব উপস্থাপনা কবিযাছেন। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বহুদিন তমসাবৃত থাকিযা পালবাজাদেব সমযে নূতন উদ্যমে আত্ম-প্রকাশ কবিযাছিল যদিও ভাবতেব অন্যান্য স্থানে তদবধি বৌদ্ধধর্মেব সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটে নাই। কিন্তু বাংলাব বৌদ্ধধর্মে অর্থাৎ ইহাব আচাব আচবণেব মধ্যে গূঢ়, রহস্যময বিদ্যার অনুপ্রবেশেব দ্বাবা পূর্বভাবতে বৌদ্ধধর্ম এক নূতন বূপ লাভ কবিযাছিল। বস্তুতঃ পূর্বভাবতে বৌদ্ধধর্ম নিঃশেষ হইবাব পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত প্রসাবলাভ কবিযাছিল বলিযা জানা যায। নাগার্জুনিকোণ্ডা (২য বা ৩য শতাব্দী) লেখ অনুযাযী[৫৯] প্রাচীনকালেও বংগদেশ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয স্থান ছিল। সেস্থলেব মানুষদিগকে সিংহলদেশেব ভিক্ষুবা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত কবিযাছিল। ৫ম শতাব্দীতে ফা-হিযেনও বংগদেশে বৌদ্ধধর্মেব প্রসাবতাব কথা উল্লেখ কবিযাছেন। অপব পবিব্রাজক ইৎসিংও পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীব ববেন্দ্র বা উত্তববঙ্গে, বোগুবা জেলাব মহাস্থানগড়ে, বিহাবিলে (বাজসাহী) বহু মহাযান দেবদেবীব মূর্তিপ্রাপ্তিব কথা উল্লেখ কবিযাছেন।[৬০] অষ্টম শতাব্দীব একটি শ্যামদেশীয মূর্তিবও উল্লেখ কবা যায যাহাতে বাংলাদেশেব প্রভাব সুস্পষ্ট।[৬১] পুনবায শৈবধর্মাবলম্বী শাসকদিগকেও মহাযান বৌদ্ধধর্মেব পৃষ্ঠপোষকতা কবিতে দেখা গিযাছে। হিউয়েন সাঙ যিনি সমতট হইতে তাম্রলিপ্তি ভ্রমণ কবিযাছিলেন তথায হিন্দুদেব-মন্দিবেব পাশাপাশি বৌদ্ধবিহাবগুলিব অস্তিত্ব লিপিবদ্ধ কবিযাছেন যদিও নির্দিষ্টবূপে 'বংগদেশে' উল্লেখ তাঁহাব ভ্রমণবৃত্তান্তে নাই।[৬২] তিনি বাজ-মহলেব নিকটবর্তী কজঙ্গল, সমতট উপবন্তু শশাঙ্কেব বাজ্য কর্ণসুবর্ণতেও

সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের কিছু বিহার ও বৌদ্ধভিক্ষুদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যে ধর্মীয় অত্যাচারের প্রসঙ্গে বলা যায় যে শশাঙ্ক নিজস্ব রাজ্য হইতেই বৌদ্ধধর্মের উৎখাত করিতে পারেন নাই।[৬৩] তবে ইহা সত্য যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল, বস্তুতঃ ফা-হিয়েন যে সংখ্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা হইতে হিউয়েন সাঙ পুনঃ হ্রাস সংখ্যা দেখিয়াছেন এবং পররবর্তীকালে ইৎসিং বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত ক্ষীণ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন। যদিও ইৎসিং-এর বর্ণনানুযায়ী তাম্রলিপ্ত সেই সময় সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান ছিল কারণ ইৎসিং স্বয়ং তথায় সংস্কৃত গ্রন্থ শিক্ষা করিয়া চীনা ভাষায় তাহা অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।[৬৪] ইৎসিং ব্যতীত অপর দুইজন চীনা বিশেষজ্ঞ যথা—তাওলিং ও তাও-তাচেং-তেং বৌদ্ধ ধারণী ও নিদানশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন তাম্রলিপ্তিতেই। সেই সময় তাম্রলিপ্ত সর্বাস্তিবাদীদিগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হইয়াছিল।[৬৫] সমতটের সেং-তাচে নামক অপর এক বৌদ্ধভিক্ষুর নাম পাওয়া যায় যিনি সমতটের সেই সময়কার রাজার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। উপরন্তু তথাকার ব্রাহ্মণ শীলভদ্র ছিলেন হিউয়েন সাঙের আচার্য। বস্তুতঃ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমতটে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।[৬৬] যদিও হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় পরিস্ফুট হয় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জনপ্রিয়তা বৌদ্ধধর্মকে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিতেছিল। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে বাংলাদেশের বৌদ্ধ-বিহারগুলি ক্রমশঃ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইতেছিল এবং জনসাধারণ তাঁহাদিগের নিজ গৃহনির্মাণের জন্য ধ্বংসস্তূপ হইতে বিভিন্ন উপকরণ লইয়া যাইতেন।[৬৭] কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাংলার পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল তাহা পালরাজগণের বিভিন্ন লেখ-গুলি হইতেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইহাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে যদিও পাল-রাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন তবুও তাঁহাদিগের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য দেশীয় আচার আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকেই অনুসরণ করিতেন। বস্তুতঃ, লিখিত উপকরণ ও স্থাপত্যকলার নিদর্শন ইত্যাদিগুলি প্রমাণিত করে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পালযুগে পাশাপাশি মিলিয়া মিশিয়া সহাবস্থান করিত। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা ধর্মপালদেবের 'খালিমপুর তাম্রপট্টের' উল্লেখ করা যায়, যেস্থলে

ধর্মপালদেবের সহিত তাঁহার সুযোগ্য পত্নীর সম্পর্কের বর্ণনাতে তুলনা করা হইয়াছে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর সম্পর্কের।[৬৮] ইহা ব্যতীত, বাংলার অপরাপর বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শাসকদিগের নামও পাওয়া যায় যেমন, পূর্ববাংলার চন্দ্রবংশীয় শাসকগণ বৌদ্ধ ছিলেন। সান্ধ্যকর নন্দীর 'রামচরিত' নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজা রামপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দুদেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করিতেছেন।[৬৯] ইহা ব্যতীত, বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান বুদ্ধগয়াতেও চতুর্মুখ শিবের প্রতিষ্ঠা করিতে দেখা গিয়াছে যাহা ধর্মপালের ভাস্করের পুত্রের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[৭০] পরবর্তীকালে দশম-একাদশ শতাব্দীতেও দেখা গিয়াছে বুদ্ধ ও বাসুদেবের সহাবস্থান।[৭১] অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী বৈষ্ণবরাজারা মহাযান দেবতাদের মন্দিরে মুক্তহস্তে দান করিতেন।[৭২] উপরন্তু, কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করা যায় যেস্থলে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির অবাধে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যেমন—বৈষ্ণবরাজা বর্মণদিগের সময়কালে সর্বানন্দ তাঁহার 'তর্কসর্বস্ব' নামক তর্কশাস্ত্রের একটি গ্রন্থে বৌদ্ধগ্রন্থবিদ্ অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দকাব্য' হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন।[৭৩] সুতরাং বর্মণরাজাদিগের সময়কালেও বৌদ্ধগ্রন্থগুলি সমাদরই লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'ও বিষ্ণুর অবতারদিগের মধ্যেই বুদ্ধের স্থান হইয়াছে।[৭৪] কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণই নহে শাক্তরাজাদিগের সময়েও দেখা গিয়াছে মহাযান দেবতামণ্ডলীর মধ্যে হিন্দুদেবদেবীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে এবং বুদ্ধ হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে সশ্রদ্ধ স্থান করিয়া লইয়াছেন।[৭৫] ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের গ্রন্থে[৭৬] বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীদের সংমিশ্রণের কথা অতীব মনোরমরূপে আলোচিত হইয়াছে।

অপরদিকে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৌদ্ধ দেবতাদিগের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ সদ্ধর্মপুণ্ডরীক গ্রন্থে ব্রহ্মা প্রজাপতির উল্লেখ রহিয়াছে এবং বুদ্ধকে পিতামহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৭৭] ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে উপনিষদে 'পদ্মফুল'কে যেরূপ সৃজনশীল বস্তু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে সেইরূপ বৌদ্ধধর্মেও উক্ত চিন্তাধারা হইতেই বৌদ্ধ 'ওম্ মণিপদ্মে হুম্' মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং গূঢ় সাধনার ক্ষেত্রেও হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম একাঙ্গীভূত হইয়াছে।[৭৮] বস্তুতঃ, বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের অনুপ্রবেশের সঙ্গেই দুইটি ধর্মের বিভেদ দূর। হয়

এবং বৌদ্ধধর্মে বিপ্লব আসিয়া বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন সংঘটিত হয়।[৭৯] অপরদিকে, সেনরাজাদের সময়কালে জানিতে পারা যায় যে ক্রমান্বয়ে চারিজন সেনরাজার রাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধধর্ম বাংলা ও বিহার হইতে ব্রহ্মদেশের পাগান, পেগু, আরাকান ও কোকি নামক স্থানে বিস্তারলাভ করে।[৮০] পুনরায়, পাল যুগেই হিন্দুসমাজে ধর্মশাস্ত্রের উদ্ভব হয়, যদিও বাংলা ও বিহারের বৌদ্ধধর্মের প্রভূত ক্ষতিসাধন ঘটিয়াছিল মুসলমান আক্রমণের ফলেই। তবকত-ই-নাসিরি[৮১] নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে মুসলমানগণ বিক্রমশীলা বিহারের বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবার জন্য একজনও 'মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণকে' (অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে) বাঁচাইয়া রাখেন নাই। সম্ভবতঃ মুসলমানগণ বিহারগুলিকে বিরুদ্ধপক্ষের দুর্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ভ্রমবশতঃ তথায় নির্বিচারে ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহারা মনে করিতেন যে বৌদ্ধ-বিহারগুলিতে বহু মূল্যবান্ ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ উক্ত কারণেই মুসলমান লুঠতরাজ তথায় সংঘটিত হয়, কেবলমাত্র ধর্মীয় উন্মাদনার জন্যই নহে।[৮২] তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ মনে করেন যে মগধদেশের বিহারগুলির ক্ষেত্রেও সমবিবৃতিই প্রযোজ্য।[৮৩] পুনরায় বলা যায় যে 'মিনহাজ-ই-সিরাজ' নামক গ্রন্থে বাংলায় কোন মুসলমান আক্রমণের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ বাংলাদেশের ভিক্ষুগণ বিহারের মুসলমান আক্রমণের কথা জানিতে পারিয়া পূর্ব হইতেই বাঁচিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বালণ্ডা পরগনা' নামক একটি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা একদা বৌদ্ধবিহারের অবস্থানের জন্য খ্যাত ছিল, তাহা বর্তমানে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল।[৮৪] ডঃ রমেশ চন্দ্র মিত্রের মতে হয়ত বা সেনরাজবংশের সময়ে বহু বৌদ্ধ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তারনাথের বর্ণনাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।[৮৫] তারনাথ 'যোগী' বলিয়া একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা সিদ্ধাই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন।[৮৬] তিনি পুনরায় বলিয়াছেন যে লাভসেনের রাজত্বকালে বৌদ্ধভিক্ষুরা মুসলমানরাজ বা তুরস্করাজ চন্দ্রকে বিহার আক্রমণের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন। মুসলমানী উপাদানেও উহার সমর্থন পাওয়া যায়। তবকৎ-ই-নাসিরি (পৃঃ ৫২২) ও তবকৎ-ই-আকবরী[৮৭] গ্রন্থে তারনাথের বিবৃতির সমর্থন পাওয়া যায় যে বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী

বিহারটি পূর্ব হইতেই হিন্দুশাসকদিগের অধিকারে ছিল এবং ওদন্তপুরীর বহু ভিক্ষুকে হত্যা করিয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান দুটিকে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। কথিত আছে, ওদন্তপুরীর প্রাচীন সংঘারামের স্থানে মুসলমানগণ একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন। যাহা হউক, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যে মুসলমান আক্রমণের বিরোধিতা করেন নাই তাহা সর্বজনবিদিত। পরবর্তীকালের শূন্যপুরাণের বর্ণনাতেও ইহা প্রমাণিত হয়। অপরদিকে হিন্দুমুসলমানদিগের মধ্যে সম্পর্কের অত্যন্ত অবনতি ঘটিলে উভয় সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক ব্যক্তি নূতন ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় হিন্দু-সমাজেও 'নবশাখ' বা জাতিগত দিক হইতে একটি নূতন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।[৮৮] ইহার মধ্যে হিন্দু বর্ণাশ্রমের সমান্তরাল জাতিবৈষম্যেরই অস্তিত্ব ছিল। যাহা হউক, সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্তদের দুই ধরণের প্রবণতা দেখা যায়, এক হইল ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ অথবা মধ্যযুগে উদ্ভাবিত সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া যাওয়া[৮৯] যথা—নাথ, অবধূত, সহজিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলির সহিত। অপরদিকে, চৈতন্যদেবের সময়েও বৌদ্ধদিগের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায়। যদিও বাংলাদেশে মুসলমান বিজয়ের পর বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থানের বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ আদৌ কোনরূপ মন্তব্য করেন নাই। কেবলমাত্র কখনও কখনও গ্রন্থগুলিতে বৌদ্ধদিগের ক্ষীণ অস্তিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজা রণবংকমল্লের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ 'ময়নামতী তাম্রপট্ট'-হইতে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায়।[৯০] ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজয়রক্ষিত নামক এক ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ মাধবের 'নিদানের' টীকা রচনা করেন। এস্থলে দ্রষ্টব্যের বিষয় হইল যে উক্ত টীকাকার যে 'আরোগ্যশালীয়' নামক উপাধিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কিন্তু বুদ্ধেরই একটি অভিধাবিশেষ।[৯১] অপরদিকে, লেখককে কিন্তু বৌদ্ধ বলা যায় না কারণ টীকাগ্রন্থটি হিন্দুদেবতা 'গণেশ-বন্দনা'র দ্বারা আরব্ধ যদিও মূল গ্রন্থটিতে শিববন্দনা সর্বাগ্রে রহিয়াছে। পুনরায়, বাঙালী কবি রামচন্দ্র কবিভারতীর নাম উল্লেখ করা যায় যিনি বৌদ্ধ ছিলেন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি স্বদেশে নিরাপত্তার অভাববোধ করিলে দেশত্যাগ করিয়া ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে সিংহলদেশে গমন করেন এবং তথাকার রাজা তাঁহাকে 'বৌদ্ধা গমচক্রবর্তী' নামে অভিহিত করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন।[৯২] ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে 'পরমসৌগত' উপাধিধারী এক

শাসকের বর্ণনায়, চতুর্দশ শতাব্দীতে একটি কোবিযাদেশীয় লেখতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের বর্ণনা রহিয়াছে।[৯৩] হরিশচন্দ্রের সাভার লেখতে[৯৪] সর্বাগ্রে বুদ্ধের আহ্বান রহিয়াছে এবং বর্ণনা রহিয়াছে যে হরিশচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণ দশবল বুদ্ধের পূজারী ছিলেন। যদিও উক্ত লেখটির বর্ণনা যথার্থ কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না।[৯৫] ইহা ব্যতীত, ১৩৬৫ অব্দের একটি গ্রন্থে যথা জাভা-প্রপঞ্চতেও[৯৬] ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুনরায় ১৪৬৫ অব্দের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে যাহার লেখকরা বৌদ্ধই ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৯৭] সুতরাং বলা যায় যে যথার্থ বৌদ্ধগণের অবস্থান ছিল হিন্দু সমাজের মধ্যেই।

ইহা ব্যতীত, উল্লেখ করা যায় বৌদ্ধপণ্ডিত বনরতনের (১৩৮৪-১৪৬৮ অব্দ) যিনি নেপালের একটি বিহারে আজীবন বসবাস করিয়াছিলেন, তিনি বৌদ্ধবিহার অধ্যুষিত স্থান সন্নগরের অধিবাসী ছিলেন।[৯৮] পুনরায় ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার গ্রন্থে পাণ্ডু-ভূমি-বিহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা চতুর্দশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত অস্তিত্বশীল ছিল।[৯৯] তিব্বতীয় তারনাথ একজন বাঙালী রাজা চগলরাজের বর্ণনা দিয়াছেন যিনি বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধস্থাপত্যগুলির সংস্কার করাইয়া স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১০০] অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের বর্ণনা পাওয়া যায় যাহাদিগের মধ্যে তারনাথের তান্ত্রিক গুরু বুদ্ধগুপ্তের বৌদ্ধাচার্য হিসাবে নামোল্লেখ করা যায়। অপরদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চৈতন্যদেবের জীবনী সম্বলিত চূড়ামণিদাসকৃত একখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে বৌদ্ধগণ চৈতন্যদেবের জন্মলগ্নে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১০১] তবে ইহা বৈষ্ণব গ্রন্থকারের অতিরঞ্জিত বর্ণনা বলিয়াই অনেকে মনে করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ ও বুদ্ধদেবের প্রজ্ঞা বা জ্ঞানতত্ত্ব পরস্পরের পরিপূরক।[১০২] ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে সহজিয়া, নাথ, যোগী যাঁহারা সিদ্ধাই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন এবং অবধূত বাউল ইত্যাদিগণের ধর্মীয় আচরণবিধিতে বৌদ্ধ রীতিনীতিরই প্রভাব রহিয়াছে।[১০৩] উপরন্তু ডঃ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ করিয়াছেন যে নামগুলির মধ্যেও বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট যথা—মহাস্থান, বাজসেন (বজ্রাসন), ধামরাই-(ধর্মরাজিকা হইতে), উয়াড়ী (উপকারিতা হইতে)।[১০৪] পুনরায় তিনি

বাংলাদেশের পুরাতন পদবীগুলির উল্লেখ করিয়াছেন যথা—মিত্র, কর, পালিত, রক্ষিত, ধর, চন্দ (চন্দ্র), গুইন (গোমিন), হুই (ভূতি) ইত্যাদি যে গুলি পুনরুজ্জীবিত বৌদ্ধধর্মের সহিতই যুক্ত। [১০৫]

অপরদিকে ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে বৌদ্ধসাধনতন্ত্র যেগুলি যক্ষিণী, কিন্নরী, নাগ, কর্ণপিশাচী সম্পর্কিত সেগুলি এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন কোন গুপ্তস্থানে সুরক্ষিত। [১০৬] কারণ গ্রামের বহু অভ্যন্তরের ভূতপ্রেত তাড়াইবার ওঝাগণ বৌদ্ধতন্ত্রের গ্রন্থ 'ভূত-ডামর-তন্ত্রের' মন্ত্র ব্যবহার করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র মনে করেন যে মুসলমানদিগের মৃত মহাপুরুষের কবরে বন্দনা অর্থাৎ পীর পীরাস্তি বা গোর পীরাস্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বৌদ্ধ চৈত্য বা স্তূপে ধাতুভস্মের পূজারই অনুকরণে করা হয়।[১০৭] উপরন্তু বাংলার দোঁহাগানগুলিতে বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়কে নিশ্চিতভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতেই উদ্ভূত বলিয়াছেন। [১০৮] ধর্মঠাকুরের শূন্যমূর্তি ও নিরঞ্জনসম্বলিত ধ্যান বৌদ্ধদিগের শূন্যতারই প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করা হইয়াছে [১০৯] যদিও ডঃ মিত্র এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক 'ধর্মঠাকুর' প্রসঙ্গে K P Chattopadhyay, ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন যে ধর্মঠাকুর প্রধানতঃ বাংলাদেশের যোদ্ধাশ্রেণী বা নিম্নবর্ণ ডোমদিগের দেবতা।[১১০] বস্তুতঃ ধর্মপূজার আচারআচরণবিধি বা নিয়মকানুন বৌদ্ধদিগের হইতেও বহু প্রাচীন. ইহা অনার্যদিগের পূজার্চনা বলিয়াই পরিগণিত করা শ্রেয়। যদিও উক্ত আচারবিধিতে পরবর্তীকালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। [১১১] ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি কচ্ছপের খোলসের উপর খোদাই করা একটি লেখ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে ভগবান্ বুদ্ধকে আহ্বান করা হইয়াছে জনসাধারণের 'সমৃদ্ধি ও মুক্তির' অগ্রদূত হিসাবে।[১১২] ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে যিনি লেখটি সম্পাদনা করিয়াছিলেন তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিলেন কারণ যদি তিনি বৈষ্ণব হইয়া বুদ্ধের আহ্বান করিতেন তাহা হইলে তিনি বুদ্ধের সহিতই বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারদিগেরও বন্দনা করিতেন। [১১৩]

যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশ হইতে কখনই সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয় নাই কারণ পরিসংখ্যান অনুযায়ী [১১৪] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ৩,৩০,৫৬৩

জন বৌদ্ধ বসবাসকারীদের সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। যদিও উক্ত বৌদ্ধগণ তিব্বতীয় লামাদিগের অনুসরণকারীই বলা হইয়া থাকে। অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্বের বৌদ্ধগণ ব্রহ্মদেশীয় আচারআচরণের অনুসরণকারী।[১১৫] ইহা ব্যতীত, বাংলাদেশে বৌদ্ধদিগের পুনরুত্থানও লক্ষ্যণীয় যদিও ইহা সমাজের অল্প সংখ্যক্ চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আসামে বৌদ্ধধর্ম

হিউয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী আসামে প্রথম হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল। কিন্তু তাঁহার মতে বৌদ্ধধর্ম তথায় গুপ্তভাবে অবস্থান করিত কারণ তিনি সেস্থানে কোন বৌদ্ধবিহার অবলোকন করেন নাই। তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচুর সংখ্যক দেবমন্দির তিনি তথায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সেস্থানের রাজাগণ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না বটে কিন্তু পণ্ডিত বা বৌদ্ধশ্রমণদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। হিউয়েন সাঙ স্বয়ং আসামে অত্যন্ত উষ্ণ সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন।[১১৬] রাজা ইন্দ্রপালের (১০৫০ অব্দ) সময়কালের একটি তাম্রপত্রে তথাগত বুদ্ধের অনুশাসন সম্বলিত একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে দশম শতাব্দীতে সম্ভবতঃ কিছু সময়ের জন্য বৌদ্ধধর্ম আসামে বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল।[১১৭] অপরদিকে Sir Edward Gait মন্তব্য করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম কোন সময়েই আসামে বা কামরূপে বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রাচীনকালের আসামের গ্রন্থগুলিতে বৌদ্ধধর্মের অতি ক্ষীণ উল্লেখ রহিয়াছে।[১১৮] গৌহাটিতে একটি জনার্দন বুদ্ধ মূর্তির উপাসনা করা হয় কিন্তু পণ্ডিত Bloch এর মতে ঐটি আদৌ বুদ্ধমূর্তি নহে, উহা বিষ্ণুমূর্তি।[১১৯]

পরিশেষে বুদ্ধ ও বিষ্ণু একত্রিত হওয়ার পশ্চাতে একটিই উপযুক্ত যুক্তি দেওয়া যায় যে বৌদ্ধধর্ম তথায় হয়ত এককালে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম

উড়িষ্যা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থলরূপে পরিগণিত সুতরাং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে উড়িষ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ উড়িষ্যাতে বৌদ্ধ-ধর্মের ক্রম অবলুপ্তির প্রমাণস্বরূপ বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিখিত নিদর্শন পাওয়া

গিয়াছে। হিউয়েন সাঙ উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু দেবমন্দির ও জৈন-দিগের দেবপ্রতিষ্ঠানে অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন যেগুলির সংখ্যা বৌদ্ধ স্থাপত্য নিদর্শনের সংখ্যায় অধিকতর। অপরদিকে ৭ম শতাব্দীর মল্লার লেখতে [১২০] বর্ণনা পাওয়া যায় যে শিবভক্ত মহাশিবগুপ্ত শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধ স্থবিরদিগকে বসবাসের নিমিত্তে গ্রাম দান করিতেছেন। চৈনিক বিবরণগুলিতে সে যুগে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার সাক্ষ্য বহন করে। [১২১] উপরন্তু জানিতে পারা যায় যে চীনদেশের সহিত উড়িষ্যায় বসবাসকারী বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল।

অপরদিকে, বৌদ্ধরাজা শুভকরের নেউলপুর লেখ[১২২] হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা শুভকর পালরাজগণের ন্যায় রক্ষণশীল বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিতেন। উপরন্তু তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার পুত্র সম্পর্কেও একই উক্তি করা যায়। রাজা শুভকরের সমযকালের বহু বোধিসত্ত্ব মূর্তি কটকের পার্বত্য অঞ্চলে ও উদয়গিরিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রাজ্ঞ নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবনী হইতে জানিতে পারা যায় যে সেযুগে নালন্দার ন্যায় উড়িষ্যাও বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থান ছিল। অতঃপর বোনাই লেখের[১২৩] উল্লেখ করা যায় যেস্থলে উল্লিখিত রহিয়াছে যে 'উদয়বরাহ' নামক এক পরম সৌগতশাসক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন। ইহা ব্যতীত, অপর একটি লেখ হইতে নন্দবংশীয় রাজাদের নাম জানা যায় যাঁহারা বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন।[১২৪] পুনরায় দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলিতে কিছু বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে যাহা স্পষ্টতঃই বুদ্ধের হিন্দুধর্মের মধ্যে দেবতারূপে অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত দেয়। কেবলমাত্র থেরবাদীদিগেরই বুদ্ধমূর্তি নহে, মহাযান সম্প্রদায়ের বহু দেবদেবীর মূর্তি ছড়াইয়া আছে উদয়গিরি, ললিতগিরি, জাজপুর ও রত্নগিরিতে যেগুলি সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর। ইহা ব্যতীত, বহু তান্ত্রিক দেবদেবির মূর্তিও উড়িষ্যার বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। [১২৫]

এস্থলে উল্লেখ্য যে উড়িষ্যায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের কথা তিব্বতীয় পাগ-সাম-জোঙ্-জাং[১২৬] নামক গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। পরবর্তীকালের সিদ্ধাই সন্ন্যাসীদিগেরও এস্থলে অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত, দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের সময়ও বহু ভিক্ষুকে উড়িষ্যায় আশ্রয়

গ্রহণ করিতে দেখা যায়।[১২৩] তারনাথের বর্ণনানুযায়ী ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণ হইতে উড়িষ্যা অব্যাহতি পাইয়াছিল কারণ অন্যান্য সুপরিচিত বৌদ্ধবিহারগুলি যথা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা ধ্বংসের সম্মুখীন হইলে উড়িষ্যাতেই বৌদ্ধ পণ্ডিতবর্গ স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রতাপরুদ্র নামক এক রাজার কথা জানিতে পারা যায় যিনি বৌদ্ধ-ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন,[১২৮] কিন্তু পরবর্তী সময়ে উক্ত রাজা বৌদ্ধ-ধর্মের একজন উৎপীড়ক বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।[১২৯] লামা তারনাথের বর্ণনায় আচার্য বুধগুপ্ত উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। উপরন্তু উড়িষ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলি পর্যালোচনা করিলে একটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির সম্ভবতঃ পূর্বে বৌদ্ধমন্দিরই ছিল।[১৩০] চণ্ডীদাসের একটি প্রচলিত গাথা পাওয়া যায় যেস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিগুলি বুদ্ধের ত্রিরত্নেরই প্রতীক।[১৩১] বিভিন্ন উপাদানে নীলাচল বা পুরীর মন্দিরের বুদ্ধঅবতারকে শ্রদ্ধা জানানোর কথা বলা হইয়াছে। মধ্যযুগীয় বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থেও জগন্নাথদেবকে বুদ্ধেরই প্রতীকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারাতেও জগন্নাথদেবকে উপায়রূপে, সুভদ্রাকে প্রজ্ঞারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাদিগের মিলিতরূপ হইতেছেন বলরাম যাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বোধিচিত্ত এবং যাহা অপরদিকে জাগতিক পৃথিবীস্বরূপ বলা হইয়াছে।[১৩২]

ইহা ব্যতীত, উড়িষ্যার বাথুরি বা বাউড়িজাতি বৌদ্ধ বলিয়াই পরিচিত। অপরদিকে, 'মহিমধর্মী' নামক উড়িষ্যার এক সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করা যায় যাঁহারা বুদ্ধের পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে বিশ্বাস করেন। পুরীজেলায় এবং কটকের নিকটবর্তী স্থানে 'সরক' নামক একটি জাতির কথা জানিতে পারা যায় যাঁহারা খণ্ডগিরিতে বৎসরে একবার মিলিত হন বুদ্ধদেব বা চতুর্ভুজের পূজোপলক্ষে। সরকগণ (প্রাকৃত শব্দ শ্রাবক একটি) ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা বাংলাদেশের বৈরাগী বা যোগীদিগের ন্যায়। ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতেও সরকগণ বৌদ্ধজনসাধারণেরই অন্তর্ভুক্ত।[১৩৩]

যাহা হউক, উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে বলা যায় যে যদিও উড়িষ্যাতে বৌদ্ধধর্মের সুরক্ষিত রূপ পরিলক্ষিত হয় তবুও তথাকার বৌদ্ধধর্মকে প্রধান

ধর্ম বলিতে পারা যায় না। কারণ অষ্টম শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধধর্ম উড়িষ্যাতে পরিপূর্ণ রূপ পায় তখনও হিন্দুধর্ম ও শৈবধর্মের বহুল প্রচার পরিলক্ষিত হয়। পুনরায় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের মধ্যে বুদ্ধের দেবতারূপে অনুপ্রবেশও লক্ষ্যণীয়।

দক্ষিণভারতের বৌদ্ধধর্ম

দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে বলা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর পর তথাকার বৌদ্ধধর্মের তথ্য সম্পর্কীয় কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায়। উক্ত তথ্যগুলি একত্রিত করিলে দেখা যাইবে যে নবম শতাব্দীতে শংকরাচার্যের সংস্পর্শে আসিয়াই যে বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা ঠিক নহে। ডঃ রমেশ চন্দ্র মিত্র পুনরায় বলিয়াছেন যে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণেও তাহা সংঘটিত হয় নাই উপরন্তু দক্ষিণভারতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ষোড়শ শতাব্দীতেও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় নাই।[১৩৪]

বস্তুতঃ শংকরের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই বৌদ্ধধর্মের অবনতি শুরু হইয়াছিল কারণ হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুযায়ী অন্ধ্র, ধান্যকটক, চুল্য বা চোলপ্রদেশে এবং মালকূট নামক স্থানে বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হইয়াছিল। ইৎসিং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে কিন্তু দক্ষিণভারতের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে প্রায় নীরব। কেবলমাত্র তিনি নেগাপত্তম বা ন-কিয়া-পো-তন-নরের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে সিংহলী বৌদ্ধগণ নেগাপত্তম ভ্রমণ করিয়াছিলেন।[১৩৫] নেগাপত্তম বৌদ্ধদিগের দক্ষিণভারতের অন্যতম তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। Chavannes তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে সেস্থলে কোইয়ু-লো-কিয়া (কৌলোক) নামক একটি সুবিখ্যাত বিহার ছিল। কথিত আছে ইহা বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের দ্বাদশ যোজন উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। বিহারটির প্রতিষ্ঠাতা ছিল দক্ষিণ ভারতের এক রাজা। ইহা জানিতে পারা যায় যে বিহারটি দক্ষিণভারতের ভিক্ষুদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল।[১৩৬] Huei-Ch'ao নামক এক চীনা পরিব্রাজক উল্লেখ করিয়াছেন যে ৭২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্র ভ্রমণকালে বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধমঠ ও মহাযান ও হীনযান—উভয় সম্প্রদায়েরই বৌদ্ধভিক্ষু ঐস্থলে দেখিতে পাইয়াছিলেন। উপরন্তু Huei Ch'ao বৌদ্ধমঠগুলি সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থে।[১৩৭] পুনরায়, বিভিন্ন সংস্কৃত নাটকে যেমন, মালতীমাধবে,

বাণভট্টের কাদম্বরীতে দক্ষিণভারতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তান্ত্রিক বজ্রযান সম্প্রদায় দক্ষিণভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।[১৩৮] উপরন্তু পুনরায় বলা যায় যে তিব্বতীয় উপাদানানুযায়ী তিব্বতী রাজা স্রোন-সাঙ-গাম-পো একাদশমুখযুক্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত হইতেই তিব্বতে আনাইয়াছিলেন।[১৩৯] চতুর্দশ শতাব্দীর 'নিকায়সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে বজ্রযানকে বজ্রপর্বত সম্প্রদায় বলা হইয়াছে যাহাকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন দক্ষিণ ভারতের শ্রীপর্বতের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১৪০]

দক্ষিণ ভারতে বহু বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অবস্থান করিতেন, যথা—দিঙ্‌নাগের শিষ্য শংকরস্বামিন্‌, ধর্মপাল, ধর্মকীর্তি ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত, অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ জগতে কতগুলি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল যেগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হইল কুমারিল ভট্টের আবির্ভাব ও উৎপীড়ন, যদিও ঘটনাগুলির বর্ণনা পরস্পর-বিরোধী। সপ্তদশ শতাব্দীর 'কেরলোৎপত্তি' নামক গ্রন্থের বর্ণানুযায়ী নবম শতাব্দীতে দক্ষিণদেশীয় এক রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৪১] উপরন্তু তামিল সাহিত্যেও বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন দক্ষিণী টীকাগ্রন্থে, কন্নড় টীকাগ্রন্থগুলিতেও বৌদ্ধদিগের কার্যকলাপের উল্লেখ আছে। আরব ভূ-পর্যটক রসিদ-উদ-দিন ১৩১০ অব্দে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে মালবের বিভিন্ন স্থানে যথা—ফাকনুর, মঞ্জরুর, হিলি, জাঙ্গুলি, কুলম প্রভৃতি স্থানগুলি বৌদ্ধ বা শমণী অধ্যুষিত স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৪২] অপরদিকে বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধাবতার সম্পর্কে পুরাণে একটি স্বতন্ত্র গাথা রহিয়াছে।[১৪৩] ইহা ব্যতীত, ৮৪৩ অব্দের কন্‌হেরী লেখতে,[৪৪১] হরিষেণের বৃহৎকথাকোষ,[১৪৫] চালুক্যরাজ তৃতীয় জয়সিংহের লেখতে[১৪৬] বৌদ্ধদিগের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। চোলরাজা-দিগের স্থাপত্যকলায়ও বৌদ্ধধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল।[১৪৭] অপরদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি ব্রহ্মদেশীয় লেখতে উল্লেখ আছে যে চোলদিগের রাজত্বকালে নেগাপত্তনমে ব্রহ্মদেশ হইতে কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু আসিয়া-ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নেগাপত্তনমে বহু বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে বস্তুতঃ, দক্ষিণভারতের কোনও কোনও স্থানের যেমন, কাঞ্চীর প্রস্তর

মূর্তিগুলির সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রস্তর মূর্তিগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[১৪৮]

ভারতের পশ্চিম উপকূলে অর্থাৎ মালাবারেও বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। মাঙ্গালোর ও ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানের মন্দিরগুলিতে মহাযান সম্প্রদায়ের স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত লেখমালাও আবিস্কৃত হইয়াছে যাহার সময়কাল সাধারণভাবে দশম শতাব্দী বলা যায়।[১৪৯] অপরস্থান মহীশূরেও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বজায় ছিল। ইহা ব্যতীত অমরাবতী অঞ্চলে, কৃষ্ণা জেলায়, কাঞ্চীপুরেও বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমায় বিরাজিত ছিল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত। চীনা, ব্রহ্মদেশীয়, কোরিয়ার উপাদানগুলি হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী-কালে বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের কথা জানিতে পারা যায়। যাহা হউক্ এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে দক্ষিণভারতের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে ডঃ রমেশ মিত্র মন্তব্য করিয়াছেন যে সেস্থানে বৌদ্ধধর্ম যদিও উত্তর ভারতের যেকোন স্থান অপেক্ষা অধিকতর উজ্জীবিত ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে ইহা অবলুপ্তির পথে আগাইয়া যায়।[১৫০]

উপরোক্ত বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির নির্দিষ্ট কয়েকটি বিশেষ কারণ নিরূপণ করা যায়। যথা— (১) হিন্দুধর্মের নবশক্তিলাভ (২) অবৌদ্ধ শাসকদিগের প্রতিকূলতা (৩) মুসলমানী আক্রমণ (৪) বৌদ্ধ সংঘে অনৈক্য (৫) ধর্মবিশ্বাসের অধঃপতন (degeneration) (৬) বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি-করণ (৭) দুঃখবাদ মতবাদ (৮) নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস ও সর্বশেষে (৯) হিন্দুধর্মের সহিত একাত্মতা।

হিন্দু ধর্মের নবশক্তিলাভ

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ হিসাবে কোনও কোনও পণ্ডিত দক্ষিণভারতের কয়েকজন হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতার কথা বলিয়াছেন। যখন বৌদ্ধধর্ম ইহার বৈপ্লবিক মতবাদ লইয়া বৈদিক, উপরন্তু উপনিষদের চিন্তাধারারও আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া জনসাধারণকে দ্রুত বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছিল

ঠিক তখনই হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকগণ আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকেন। বস্তুতঃ, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীকাল হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে উদ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, উদয়নাচার্য, রামানুজাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ধর্মাচার্যগণ বৌদ্ধধর্মবিরোধী দার্শনিক ধর্মমত প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মকে বলা বাহুল্য, একটি দৃঢ় ভূমিতে স্থিত করিয়াছিলেন। ঐসকল আচার্যগণ বেদ ও পুরাণকে প্রামাণ্য হিসাবে স্থির করিয়া জনসাধারণের উপর একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যাহা হিন্দুসমাজে নববলের সঞ্চার করে। ফলস্বরূপ, সাধারণ মানুষজন বৌদ্ধধর্মের উপর ক্রমশঃ আস্থা হারাইতে থাকেন।

এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য ব্যক্তি হইলেন কুমারিল ভট্ট। ইহা জানিতে পারা যায় যে কুমারিল ভট্ট বিহারের ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে শৈবধর্মাবলম্বী হন এবং একজন অত্যন্ত শক্তিশালী বৌদ্ধধর্মবিরোধী ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হন।[১৫১] কথিত আছে, কুমারিলের সময় উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন সুধন্বা এবং রাজা সুধন্বা কুমারিলের প্ররোচনায় বৌদ্ধদিগের সংহারে বদ্ধপরিকর হন। তিনি তাঁহার অধস্তনদের আদেশ করেন যে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতে যত আবাল-বৃদ্ধ বৌদ্ধ আছেন সকলকে হত্যা করিতে, নতুবা রাজকর্মচারীরা বধ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন[১৫২] যদিও উক্ত বিবরণটির সত্যতা লইয়া পণ্ডিতমহলে বিভ্রান্তি রহিয়াছে।[১৫৩] কারণ উক্ত রাজা সম্পর্কে অপর কোন তথ্য পাওয়া যায় না উপরন্তু বলা যায় যে সুধন্বার আসমুদ্র-হিমাচল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবিস্তারের কথাও অতিশয়োক্তি। ডঃ অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সুধন্বার আদেশটি অতিশয়োক্তি হইলেও সম্পূর্ণভাবে অন্তঃসারশূন্য নহে।[১৫৪] কারণ 'কেরল উৎপত্তি'[১৫৫] নামক কেরলের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে কুমারিল ভট্ট কেরল হইতে বৌদ্ধদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।[১৫৬] উপরন্তু তিব্বতীয় উপাদানেও কুমারিল ভট্টকে অন্যতম বৌদ্ধধর্মের নিপীড়ক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[১৫৭] সুতরাং বৌদ্ধধর্মের অবনতির ইতিহাসের সহিত যে কুমারিল ভট্টের নাম যুক্ত থাকিবে তাহাতে দ্বিমত নাই। গোপীনাথ কবিরাজ কুমারিল প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "...was one

of the most potent forces actively employed in bringing about this decline"[১৫৮]

কুমাবিলেব প্রসঙ্গে পুনবায উল্লেখ্য যে কুমাবিলেব বচনাগুলিতে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী কোন মনোভাব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয নাই। উপবন্তু বৌদ্ধধর্মীয চিন্তাধাবাকে (যেহেতু উপনিষদ হইতেই বৌদ্ধধর্মেব মতবাদেব আগমন বলিযা ধবা হয) তিনি প্রামাণ্য হিসাবেই গ্রহণ কবিযাছিলেন।[১৫৯] কুমাবিল বৌদ্ধধর্মকে সাংখ্য, যোগ, পঞ্চতন্ত্র ও পাশুপত ইত্যাদিব সমপর্যাযেই স্থাপন কবিযাছিলেন। উপবন্তু ইনি বিজ্ঞানবাদ মতবাদকে সুযুক্তিপূর্ণ বলিযা স্বীকাব কবিযাছেন।[১৬০]

পববর্তী প্রসঙ্গ দক্ষিণ ভাবতেব হিন্দু দার্শনিক সুবিখ্যাত শঙ্কবাচার্য সম্পর্কিত। ভাবতীয ধর্মীয ইতিহাসে শংকবাচার্যেব চিন্তাধাবা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্ভবতঃ ৭৮৮ অব্দে কোচিনে কালাদি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ কবেন, যদিও তাঁহাব জন্মস্থান লইযা পণ্ডিত মহলে বিভিন্ন মতামত আছে।[১৬১] শংকবাচার্যকে নম্বুদ্রিবি ব্রাহ্মণ বলা হইযাছে যাঁহাবা মালাবাব নামক স্থানেব বাসিন্দা ছিলেন। কথিত আছে তিনি হিমালযেব বদ্রীনাবাযণেব মন্দিবটি নির্মাণ কবিযাছিলেন। শংকব সম্পর্কে বহু প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত আছে যেগুলি হইতে তাঁহাব সম্পর্কে একটি ধাবণা কবা যায। তিনি আচার্য গোবিন্দেব শিষ্য ছিলেন, এবং গোবিন্দ ছিলেন আচার্য গৌডপাদেব শিষ্য। শংকব কতকগুলি অতি জনপ্রিয সূত্র ও টীকাগ্রন্থেব বচযিতা যেগুলি প্রধানতঃ উপনিষদ, বেদান্তসূত্র ও ভগবদগীতা হইতে গৃহীত হইযাছিল। ইহা ব্যতীত, তিনি ভাবতেব অতিবিখ্যাত চাবিটি মঠেবও প্রতিষ্ঠাতা, যথা—শৃঙ্গেবী, পুবী, দ্বাবকা ও পূর্বে উল্লিখিত বদ্রীনাথেব মঠ।[১৬২]

শংকবকে ঘিবিযা বহু অপবাদমূলক প্রবাদ অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মেব নিপীডক হিসাবে প্রবাদ ছডাইযা বহিযাছে। তিব্বতীয উপাদানে বলা হইযাছে যে শংকবেব আগমনে বৌদ্ধবিহাবগুলি কম্পমান হইত এবং ভিক্ষুগণ ছত্রভঙ্গ হইযা পলাযন কবিত।[১৬৩] উপবন্তু, সুদূব নেপালেব বৌদ্ধভিক্ষুদিগেব উপবও তাঁহাব প্রভাব পবিলক্ষিত হয।[১৬৪] শংকবাচার্যেব আত্মজীবনী-গুলিতে বর্ণিত বহিযাছে যে শংকবাচার্য বৌদ্ধদিগেব বিবুদ্ধে অভিযান চালাইযা আসমুদ্রহিমাচলেব বৌদ্ধদেব ধ্বংস কবিযাছিলেন।[১৬৫] শংকব

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে বুদ্ধ মানুষের শত্রুবিশেষ এবং বুদ্ধের শিক্ষা হইল বিরুদ্ধ ও পরস্পর দ্বন্দ্বমূলক।[১৬৬] বস্তুতঃ এসম্পর্কে সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয় তাঁহার গুরু আচার্য গোবিন্দ এবং গোবিন্দের গুরু গৌড়পাদের। গৌড়পাদের দর্শন যাহা তাঁহার স্বয়ং নামাঙ্কিত গ্রন্থে বর্ণিত তাহা বৌদ্ধ-দর্শনের সহিত কোন কোন স্থানে এরূপ নিবিড়ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে যে গৌড়পাদকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিতে হইয়াছে যে তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা তাঁহার স্বভাবোক্তি, বুদ্ধের কথা নহে।[১৬৭] মহাযান সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদপূর্ণ উক্তি তাঁহার গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত আছে এবং উক্ত কারণে অনেকে মনে করেন যে তিনি স্বয়ং বৌদ্ধই ছিলেন।[১৬৮] গৌরপাদের 'অলাতশান্তি' গ্রন্থটিতে মাধ্যমিক দর্শন সম্পর্কে বহু আলোচনা রহিয়াছে।[১৬৯] গৌড়পাদের একটি ক্ষুদ্র রচনা 'দশাবতারস্তোত্র'তেও তিনি বুদ্ধকে একজন পরম যোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়া দেবতাদের স্থানেই বসাইয়াছেন।[১৭০] উপরন্তু, শংকরের শিষ্য সুরেশ্বর বৌদ্ধ তার্কিক ধর্মকীর্তিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে মহান্ বৌদ্ধ বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।[১৭১] ইহাও উল্লেখ্য যে তাঁহার রচনায় ধর্মকীর্তির প্রতি বা ধর্মকীর্তির আচার্যের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ দেখানো হয় নাই।[১৭২] অপরদিকে, ইহা কথিত আছে যে শংকরাচার্যের 'শৃংগেরী মঠ' বৌদ্ধবিহারের স্থানেই এবং বৌদ্ধবিহারের ভাবধারায় নির্মিত হইয়াছিল।[১৭৩] উপরন্তু, শৃংগেরী মঠের স্থাপত্যকলাতেও বৌদ্ধ নিদর্শন সুস্পষ্ট।[১৭৪] মঠটির সংলগ্ন গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্তির কথা জানিতে পারা যায় যেটি বর্তমানেও শৃঙ্গেরী স্বামীর ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত হয়। এবিষয়ে Sir Charles Eliotএর মন্তব্য উল্লেখ্য—"Sankar's approval both in theory and in practice of the monastic life is Buddhistic rather than Brahmanical।"[১৭৫] অপরদিকে শংকরের 'মায়াবাদ' মতটি পদ্মপুরাণে তীব্রনিন্দাসহকারে 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধদর্শন' বলিয়া বর্ণিত।[১৭৬] বস্তুতঃ শংকরের মূলতত্ত্বগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক দর্শন সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত না থাকিলে তাঁহার 'অদ্বৈত' মতবাদটি বুঝিতে পারা যাইবে না। শংকরের 'মোক্ষ' সম্পর্কিত ধারণা বৌদ্ধ নির্বাণবাদ ধারণামাত্র এবং নাগার্জুনের 'শূন্যতা' মতবাদ শংকরের 'নির্গুণব্রহ্মে'রই সমতুল্য।[১৭৭] সুতরাং কেহ কেহ মনে করেন যে শংকরাচার্য বৌদ্ধধর্মের আদৌ বিরোধিতা করেন নাই উপরন্তু ইহার আংশিক মত ও ভাবধারার

দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হন এবং উক্ত কারণেই তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হইয়াছে।[১৭৮]

যাহা হউক, কুমারিল ও শংকরাচার্য—উভয়েই ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এপ্রসঙ্গে শ্রীশরৎকুমার রায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে—"যে সকল সুধী বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নূতন হিন্দুধর্মের প্রাধান্য কীর্তন করিতেন, তাঁহারা এই ধর্মের উচ্চনীতি বরণ করিয়াই ইহাকে পরাভূত করিয়া থাকিবেন।"[১৭৯]

কুমারিল ভট্ট ও শংকরাচার্য ব্যতীত উদয়নাচার্য, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্রের নামও উল্লেখ করা যায় যাঁহারা অনর্গল প্রচেষ্টার দ্বারা বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।[১৮০]

(২) অবৌদ্ধশাসকদিগের প্রতিকূলতা

মৌর্যসম্রাট অশোকের সময়ের পরবর্তীকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে বৌদ্ধধর্ম অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র ভারতবর্ষে উপরন্তু বহির্ভারতেও নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা তাঁহার মৃত্যুর সহিতই ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। অপরদিকে অশোকের মৃত্যু মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাঙনের সংকেতবিশেষ। অশোকের উত্তরসূরীগণের মধ্যে তাঁহার প্রপৌত্র সম্প্রতি ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী। তথ্যানুযায়ী বৃহদ্রথ ছিলেন শেষ মৌর্য শাসক যিনি ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হন। দিব্যাবদানে বলা আছে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া শুঙ্গরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক তারনাথও পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিদ্বেষী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৮১] তাঁহার গ্রন্থে রহিয়াছে যে পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদিগের উপর চূড়ান্ত নির্যাতন চালান এবং বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসের চেষ্টা করেন। বহু বৌদ্ধস্তূপ তিনি ভূমিসাৎ করেন ও প্রত্যেক বৌদ্ধ শ্রমণের কর্তিত মস্তকের জন্য তিনি একশত দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কারের ঘোষণা করেন। কেবলমাত্র তারনাথই নহে, চীনা ও জাপানী ঐতিহাসিকগণও ধর্মের নির্যাতনকারীদিগের মধ্যে পুষ্যমিত্রকে প্রথমার্দ্ধেই স্থান দেন।[১৮২] দিব্যাবদানই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপাদান যাহাতে পুষ্যমিত্রের উৎপীড়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে কথিত

আছে যে পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট অশোক নির্মিত প্রসিদ্ধ কুক্কুটারাম বিহারটি পুষ্যমিত্র ধ্বংস করেন এবং তিনি শাকলদেশের সকল শ্রমণদিগকে হত্যা করেন।[১৮৩] এস্থলে হিউয়েন সাঙের বর্ণনা উল্লেখ করা যায় যিনি কুক্কুটারাম বিহারের ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া প্রমাণিত হয় না যে ইহা কোন হিংসাত্মক ধ্বংসলীলা. উপরন্তু ইহা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।[১৮৪] কিন্তু তারনাথের বর্ণনানুযায়ী পুষ্যমিত্র মধ্যদেশ হইতে জলন্ধর পর্যন্ত বহু বিহারে অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করেন এবং বহু পণ্ডিত ভিক্ষুকেও হত্যা করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ হ্যাভেলের মতে পুষ্যমিত্রের বৌদ্ধদিগের প্রতি কোন ধর্মীয় বিদ্বেষ ছিল না, বস্তুতঃ পুষ্যমিত্র মনে করিতেন যে বৌদ্ধসংঘ রাজশক্তির বিরুদ্ধে হীন চক্রান্তে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং এই কারণেই তিনি বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন।[১৮৫] যদিও উক্ত মতামতটি সন্দেহাতীতভাবে সত্যরূপে ধরা যায় না। ইহাও উল্লেখ্য যে পুষ্যমিত্রের নিপীড়নের ঘটনা যাহা দিব্যাবদান ও তারনাথের বর্ণনায় পাওয়া যায় তাহা কিন্তু পরস্পর-বিরোধী বর্ণনা।[১৮৬] ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীও পুষ্যমিত্রের বিরোধিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[১৮৭] সর্বোপরি পুষ্যমিত্রের নিপীড়নের বিপক্ষে বলা যায় যে শুঙ্গযুগে বহু বৌদ্ধস্তূপ. বহু বৌদ্ধ স্থাপত্যকলার নিদর্শন পাওয়া যায় যেগুলি তৈয়ারী করা হইয়াছিল বা সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল উক্ত শুঙ্গযুগেই এবং জনসাধারণের বিপুল সমর্থন সহযোগে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য শুঙ্গ যুগে নির্মিত ভারহুত ও সাঁচীস্তূপ ভারতীয় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ। এক্ষেত্রে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে ভারহুত ও সাঁচীর ন্যায় উন্নত ধরণের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন দেশের রাজন্যবর্গের বিরোধিতা থাকিলে কোনমতেই পাওয়া যাইত না।[১৮৮]

বৌদ্ধধর্মের নিপীড়করূপে পুষ্যমিত্রের পরবর্তী রাজা হইলেন দুর্ধর্ষ হূণরাজ মিহিরকুল বা মিহিরগুল। কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণীতে' মিহিরকুলের বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী কার্যকলাপের বিবরণ রহিয়াছে এবং হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে ও মহাযানধর্মগ্রন্থ মঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।[১৮৯] কহ্লণ মিহিরকুলকে তাঁহার নিষ্ঠুরতার জন্য রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে মৃত্যুদেবতা 'যমে'র সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১৯০] উপরন্তু কহ্লণ মন্তব্য করিয়াছেন যে মিহিরকুলের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা

সম্পর্কে বাক্য উচ্চাবণ কবিলেও অপবিত্র হইতে হয। অপবদিকে, উক্ত বচনা হইতে পুনবায জানিতে পাবা যায যে মিহিবকুল ব্রাহ্মণদিগেব পৃষ্ঠপোষকতা কবিতেন। তিনি শৈব উপাসক ছিলেন উপবন্তু শ্রীনগবে মিহিবেশ্বব নামক একটি শিবমন্দিব নির্মাণ কবাইযাছিলেন।[১৯১] তাঁহাব সমযকালে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলিও প্রমাণ কবে যে তিনি শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাব 'মিহিব' নামেব অর্থ হইল সূর্য এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পতে উক্ত হইযাছে যে একজন সূর্যচিহ্নযুক্ত বৌদ্ধবিদ্বেষী বাজা ব্রাহ্মণদিগেব পৃষ্ঠপোষকতা কবিতেন। এপ্রসঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য যে মিহিবকুল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা কবিবাব জন্য একজন বৌদ্ধপণ্ডিত চাহিলে তাঁহাব নিকট একজন অযোগ্য ভিক্ষু পাঠানো হয। হিউযেন সাঙ বর্ণনা কবিযাছেন যে ইহাতে মিহিবকুল সমগ্র দেশ ব্যাপিযা বৌদ্ধসংঘেব উচ্ছেদেব আদেশ দেন।[১৯২] কথিত আছে, মগধেব বৌদ্ধবাজা বালাদিত্যেব বাধাদানে মিহিবকুলেব সহিত বালাদিত্যেব ঘোবতব যুদ্ধ বাধে এবং মিহিবকুল মগধ-বাজেব নিকট বন্দী হন। যদিও পবে তিনি মুক্ত হইযা যান বাণীব অনুগ্রহে। ইহাব পব তিনি কাশ্মীবেব বাজসিংহাসন অধিকাব কবিযা বৌদ্ধদিগেব প্রতি নির্যাতন শুরু কবেন। হিউযেন সাঙেব বর্ণনানুযাযী এক হাজাব স্তূপ, ছযশত সংঘাবাম তিনি ধ্বংস কবেন। কথিত আছে, তিনি আমৃত্যু ধ্বংসলীলা চালাইযা নযশত কোটি বৌদ্ধ উপাসকেব মৃত্যু ঘটান।[১৯৩] বাজ-তবঙ্গিণীতে বলা হইযাছে যে মিহিবকুল তিনকোটি মানুষকে হত্যা কবিযা-ছিলেন। উপবন্তু ইহাও উল্লিখিত আছে যে তাঁহাব কোপ হইতে তাঁহাব নিকট আত্মীযবাও বেহাই পান নাই।[১৯৪] কথিত আছে যে তিনি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিযা আত্মহনন কবিযাছিলেন।[১৯৫] পুনবায, হিউযেন সাঙেব বর্ণনায পাওযা গিযাছে যে মিহিবকুল কিপিনেব বৌদ্ধসংঘ উৎখাত কবিযা বুদ্ধেব পবিত্র 'ভিক্ষাপাত্র' ধ্বংস কবেন।[১৯৬] অন্যান্য গ্রন্থেও ইহাব সমর্থন পাওযা যায। মিহিবকুল ব্যতীত অপব এক বাজা উজ্জযিনীব সুধন্ব বৌদ্ধধর্মেব নিপীডক হিসাবে খ্যাত। কিন্তু বাজা সুধন্বা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওযা যায না।[১৯৭] অপব এক হূণ বাজা তোবমানেব একটি শীলমোহব কৌশাম্বীব ঘোষিতাবাম বিহাবেব ধ্বংসাবশেষে পাওযা গিযাছে যাহা নির্দেশ কবে যে কৌশাম্বীব বৌদ্ধস্থাপত্যগুলি হূণবাই ধ্বংস কবেন।[১৯৮] পুনবায Joseph Edkinsএব বর্ণনায পাওযা যায

যে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মণদিগের উৎপীড়নের ফলে বহু ভারতীয় চীন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৯৯] অধ্যাপক Joshiর মতে ইহাও হূণ-রাজাদিগের নিপীড়নের জন্যই ঘটিয়াছিল।[২০০] উপরোক্ত কারণে পণ্ডিতগণ হূণরাজাদের নিপীড়ন ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করেন।

অপর বৌদ্ধ নির্যাতনকারী রাজা হিসাবে গৌড়রাজ শশাঙ্কের নাম উল্লেখ-যোগ্য। হিউয়েন সাঙের ভারত পরিভ্রমণের কয়েক বৎসর পূর্বেই শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটে। শশাঙ্কের সময়কালের প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি প্রমাণ করে যে শশাঙ্ক জাতিতে ব্রাহ্মণ ও শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন।[২০১] কথিত আছে শশাঙ্ক পরমসৌগত থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।[২০২] হিউয়েন সাঙ শশাঙ্কের অত্যাচার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে শশাঙ্ক কুশীনগরের বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে উৎখাত করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরে বুদ্ধের পদচিহ্নসম্বলিত একটি পবিত্র শিলা তিনি গঙ্গা-জলে নিক্ষেপ করেন ও বুদ্ধগয়ার পবিত্র বোধিবৃক্ষটি উৎপাটিত করিয়া অবশিষ্টাংশে তিনি অগ্নিসংযোগ করেন। ইহাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে শশাঙ্ক একটি বুদ্ধমূর্তি উৎপাটিত করিয়া তথায় শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন [২০৩]এবং ইহাও জানিতে পারা যায় যে সর্বশেষে তিনি পাপের ফলস্বরূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখকষ্ট সহযোগে মৃত্যুবরণ করিয়া-ছিলেন।[২০৪] কিন্তু এক্ষেত্রে ডঃ রমেশচন্দ্র মিত্র মন্তব্য করিয়াছেন যে বৌদ্ধ-দিগকে নির্যাতনের পশ্চাতে ধর্মীয় উন্মাদনা অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রেরণাই কাজ করিয়াছিল কারণ শশাঙ্কের চিরশত্রু হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি শত্রুর ধর্মের স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিসাধন করিয়াছিলেন।[২০৫] অপর বৌদ্ধ সাহিত্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতাতেও শশাঙ্ক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে শশাঙ্ক রাজনৈতিক কারণেই বৌদ্ধদিগের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন কারণ বৌদ্ধভিক্ষুগণ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত শশাঙ্কের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন।[২০৬] যাহা হউক, বিভিন্ন উপাদানে বর্ণিত ঘটনাগুলি অতিশয়োক্তি বলিয়া ধরিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে তিনি একজন ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদিগের উপর যে নিদারুণ আঘাত হানেন তাহাতে বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব ক্ষতি সাধিত হয় এবং বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া পড়ে।[২০৭]

সর্বশেষে বলিতে পারা যায় যে উপরোক্ত নৃপতিগণের ব্যক্তিগত অত্যাচার ছিল সাময়িক এবং এগুলি কদাচ সাম্প্রদায়িকতার আকার পরিগ্রহ করিতে পারে নাই।[২০৮]

(৩) মুসলমান আক্রমণ

কোন কোন ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্মের অভ্যুত্থানকে বৌদ্ধ-ধর্মের পতনের অন্যতম কারণ করিয়া মনে করেন। ইহা অনস্বীকার্য যে উত্তরভারতের সীমান্তপ্রদেশে, কাশ্মীর, পাঞ্জাবপ্রদেশে মুসলমানদিগের অমানবিক অত্যাচারে ভারতের বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ক্ষতিসাধন ঘটে। ঐতিহাসিক V Smith এর মতে সকল ধর্মীয় উৎপীড়ককারীদিগের মধ্যে মুসলমানগণই ছিলেন সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী।[২০৯] বস্তুতঃ মুসলমানদিগের অত্যাচারের সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করিতেছে। ইহা জানিতে পারা যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহম্মদ বিন্ ইক্তিয়ার খিলজি যিনি কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি ছিলেন তিনি বিহারের ওদন্তপুরী মহাবিহারটি আক্রমণ করিয়া বিহারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন।[২১০] অগ্নিসংযোগের দ্বারাও হত্যা-লীলা চালাইয়া তিনি বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু অমূল্য পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করেন ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে হত্যা করিয়া বৌদ্ধধর্ম বিলোপের চেষ্টা করেন। ওদন্তপুরী বিহার ছিল পূর্ব ভারতের শিক্ষাদীক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এবং বিহারগুলিই ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্রবিশেষ। সেই কারণে বলা যায় যে বিহারগুলি ধ্বংসের সহিতই বৌদ্ধভিক্ষুদিগের জীবনযাত্রা স্তব্ধ হইয়া যায়। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম বিহারকেন্দ্রিক ছিল এবং বিহারগুলি আদৌ সুরক্ষিত ছিল না বলিয়া প্রায় বিনা প্রতিরোধেই বক্তিয়ার ওদন্তপুরী মহাবিহারটি দখল করেন এবং মহাবিহারের যাবতীয় বস্তু হস্তগত করিয়া সকল মুণ্ডিত-মস্তক ভিক্ষুদিগকে হত্যা করেন।[২১১] ইহা কথিত আছে যে বিহারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু জানিবার জন্য যখন পণ্ডিতের সন্ধান করা হয় তখন বুঝিতে পারা যায় যে সেগুলি পাঠোদ্ধার করিবার জন্য বিহারের একজনও জীবিত নাই, বস্তুতঃ তুর্কী সৈন্যরা কাহাকেও অত্যাচার হইতে রেহাই দেয় নাই। এইরূপেই বৌদ্ধধর্ম উত্তরভারতের শেষ আশ্রয়স্থল হইতে মুসলমানদের তরবারীর আঘাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এস্থলে উল্লেখ্য বিষয় হইল মুসলমানগণ একমাত্র বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ মন্দির ও বুদ্ধ মূর্তিই

বিনষ্ট করে নাই, তাহারা সমপরিমাণেই হিন্দু মন্দির, হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ নষ্ট করিয়াছে, চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অবহেলিত থাকিয়াও হিন্দুধর্মের যাহা টিঁকিয়া গিয়াছে বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে ঘটে নাই।[২১২] মুসলমান আক্রমণের তীব্রতা হিন্দুধর্ম সহ্য করিতে পারিলেও বৌদ্ধধর্ম তাহা পারে নাই। এ বিষয়ে বলা যায় যে মুসলমান আক্রমণের বহুপূর্ব হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল। এইস্থলে Sir Charles Eliotএর মন্তব্য উল্লেখ করা যায় " but whereas Hinduism was spread over the country, Buddhism was concentrated in the great monasteries and when these were destroyed there remained nothing outside them capable of withstanding .the violence of the Moslims ..[২১৩] কিন্তু পাশাপাশি ইহাও বলা যায় যে ধর্মীয় অত্যাচার একটি ধর্মের অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতার আনয়ন করে কিন্তু একটি অত্যন্ত সুপ্রচলিত ধর্মকে হত্যা করিতে পারে না।[২১৪] বিদেশে খৃষ্টধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্পেন ও আর্মেনিয়াতে ধর্মীয় অত্যাচারের পরেও খৃষ্টধর্মের পুনরুত্থান এবং মধ্যযুগে ভারতবর্ষে মোঘলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নির্যাতন হিন্দুধর্ম কাটাইয়া ওঠে।[২১৫] এবিষয়ে শ্রীশরৎকুমার রায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।[২১৬]

বস্তুতঃ, এই দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পরেও উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল। অপরদিকে বাংলাদেশে সেন রাজত্বকালের কিছু পরেই মুসলমান তুর্কী ও আফগানরা বাংলাদেশ জয় করিয়া লয় এবং ধর্মান্ধ মুসলমানগণ কেবলমাত্র দেশীয় রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনই নহে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও ধ্বংস করে। বৌদ্ধদিগকে তাঁহারা মূর্তিপূজক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং তারই ফলে তাঁহারা নিষ্ঠুর উপায়ে বৌদ্ধদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধবিহারগুলি, স্থাপত্যকলা প্রভৃতি-সকল বস্তুই ভাঙ্গচুর ওঅগ্নিসংযোগের দ্বারা বিনষ্ট করা হয়। কথিত আছে, নালন্দার গ্রন্থাগারটিতে মুসলমানরা যে আগুন লাগাইয়াছিল তাহা কয়েকমাস ধরিয়া নির্বাপিত হয় নাই। এবিষয়ে মুসলমান ঐতিহাসিক মিঁরাজাদের 'তবকত্-ই-নাসিরি' গ্রন্থের উদ্ধৃতি লক্ষ্যণীয়।

সেস্থলে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে সুলতান আদেশ দিয়াছিলেন যে সকল মন্দিবগুলি নাফ্‌তা ও আগুনেব দ্বাবা পুড়াইয়া ভূমিসাৎ কবিয়া দিতে।[২১৭] সেই সময় বহু ভিক্ষু দেশ ছাড়িয়া নেপাল ও তিব্বতে পলায়ন কবেন[২১৮] কাবণ সুলতানেব হুকুম ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ নতুবা মৃত্যু। উক্ত গ্রন্থ হইতে পুনবায় জানিতে পাবা যায় যে উক্ত স্থানেব অধিকাংশ মানুষ ছিলেন ব্রাহ্মণ ও মুণ্ডিতমস্তক (অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু)। যাহা হউক, যাহাবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন নাই তাহাদিগকে নিষ্ঠুবভাবে হত্যা কবা হইয়াছিল এবং দেশেব বিশালসংখ্যক বমণীদেব ও শিশুদেব লুণ্ঠন কবা হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইসলামেব জয়যাত্রায় মুসলমানগণ গর্বিতই হইয়াছিলেন।[২১৯] উপবন্তু ইহাও উল্লিখিত আছে যে 'Islam is a religion of sword' এবং উক্তিটিব সমর্থনে কোবাণেব (আল-কোবাণ) উদ্ধৃতি বিবৃত কবা যায়—

" Prescribed for you is fighting, though it is hateful unto you "[২২০]

"Truely those who do not believe our verses we shall fry in the fire"[২২১]

"Whoever fights for the way of Allah and is killed or victorious will receive a glorious reward"[২২২] ইত্যাদি।

এবিষযে বামাই পণ্ডিতেব 'শূন্যপুবাণেব' সুবিখ্যাত বর্ণনা উল্লেখ্য যাহা মুসলমানদিগেব অত্যাচাবেব বিভীষিকাব একটি পবিপূর্ণ চিত্র তুলিযা ধবিয়াছে।[২২৩] যদিও পববর্তীকালেব লেখকগণ এবিষযে অর্থাৎ কোবাণেব উদ্ধৃতিব দুইটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। তাহাদেব মতে মহম্মদেব জীবিতকালেব শত্রুদেব বাধা দিবাব জন্য উক্ত উদ্ধৃতিগুলি উল্লিখিত এবং 'যুদ্ধ' সামবিক যুদ্ধ অর্থে নহে, ইহা সম্পূর্ণবূপে আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহৃত।[২২৪] ইহাব স্বপক্ষে তাঁহাবা কোবাণেবই যুক্তি উদ্ধৃত কবিয়াছেন—"There is no compulsion in Religion"[২২৫]

"Defend yourself against your enemies, but attack them not first Allah loveth not aggressors".[২২৬]

অপবদিকে, উল্লেখ্য যে আববগণ বৌদ্ধ শ্রমণদিগেব প্রতি অত্যাচাব কবেন নাই এবং পববর্তীকালে বৌদ্ধ ও মুসলমানদিগেব মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও নমনীয় মনোভাবপূর্ণ সম্পর্কই লক্ষ্য কবা যায়।[২২৭]

লামা তারনাথ লিখিয়াছেন যে মুসলমানদিগের আক্রমণে বৌদ্ধ মন্দিরগুলি ধ্বংস হইবার পরবর্তী সময়ে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলস্বরূপ, ভারতবর্ষের নানাস্থানে বহু বৌদ্ধ অভিলেখের নিদর্শন পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, মুসলমানদিগের মগধজয়ের পরও দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে, রাজপুতানায় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। যদিও ঐসকল স্থানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চর্চাও পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু, শ্রীচৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তখন সেস্থানে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার ছিল কারণ তথায় তাহার সহিত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের তার্কিক আলোচনা হইয়াছিল। সুতরাং বলা যায় না যে মুসলমানদের আক্রমণেই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলা যুক্তিযুক্ত নহে।[২২৮]

বৌদ্ধসংঘে মতভেদ

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের কারণগুলির মধ্যে বৌদ্ধসংঘের অন্তর্নিহিত মতবিরোধকে প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষভাবে দায়ী করা যায়। বুদ্ধ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহার অনুজ্ঞা বা আদেশই ছিল সর্বোচ্চ যে কারণে সংঘে বৃহদাকারে কোনরূপ মতবিরোধ ঘটিতে পারে নাই। এবিষয়ে প্রধানতঃ দুইটি মতবিরোধের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায় যাহা বৃহদাকার ধারণ করিতে পারিত। প্রথমটি ঘটিয়াছিল কৌশাম্বীতে, তথায় ধম্মধর (অর্থাৎ যাঁহারা ধম্মতে বা সুত্তপিটকে পারদর্শী) এবং বিনয়ধর (অর্থাৎ যাঁহারা বিনয়পিটকে পারদর্শী) ভিক্ষুদিগের মধ্যে বুদ্ধের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলি সম্পর্কিত মতবিরোধ উপস্থিত হইলে নির্দিষ্ট ভিক্ষুদিগের শিষ্যবর্গও নিজ নিজ আচার্যের পক্ষ অবলম্বন করিলে সংঘে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।[২২৯] উপরন্তু ইহাও জানিতে পারা যায় যে সেস্থানের উপাসকগণও উক্ত মতবিরোধে নিজ নিজ পক্ষ অবলম্বন করেন।[২৩০] যাহা হউক, বুদ্ধ বহু শ্রমে নিজ দেশনার দ্বারা উক্ত বিরোধের মীমাংসা করিতে সমর্থ হন।[২৩১] যদিও মতবিরোধটিকে সংঘভেদ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায় না কিন্তু ইহা যে সংঘভেদ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক ছিল তাহা অনস্বীকার্য। পুনরায় দেবদত্তকৃত মতবিরোধের উল্লেখ করা যায়। দেবদত্ত সংঘের ভিক্ষুদিগের অধিকতর কঠোর জীবন যাত্রা চাহিয়াছিলেন। এবিষয়ে

তিনি সংঘে পাঁচটি কঠোর নিয়ম প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন।[২৩২] কিন্তু বুদ্ধ দেবদত্তের প্রস্তাবে রাজী হন নাই বস্তুতঃ তিনি প্রতিটি ভিক্ষুর জন্য অতিরিক্ত কঠোর নিয়ম আরোপ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না যেহেতু সংঘে ধুতাংগ (যাহা কঠোরতর ছিল) নিয়মটি[২৩৩] উপস্থাপিত ছিল এবং যে সকল ভিক্ষু ইহা অভ্যাস করিত তাঁহারা 'ধুতবাদী' বলিয়া সংঘে পরিচিত ছিল। অতঃপর, বুদ্ধ দেবদত্তের কঠোরতর নিয়মগুলির প্রচলনের অনুমতি দেন নাই। ইহাতে দেবদত্ত বহু অনুচর সমেত সংঘ পরিত্যাগ করেন।[২৩৪] দেবদত্তের ঘটনা যদিও প্রায় সংঘভেদের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু বিনয়পিটকের চুল্লবগ্গে ইহাকে সংঘভেদ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই।[২৩৫]

ইহা ব্যতীত, উল্লেখ্য হইল সুভদ্রের উক্তি যে সুভদ্র বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ঠিক পরবর্তী সময়েই মন্তব্য করেন যে বুদ্ধের পরিনির্বাণলাভে বুদ্ধদেশিত নিয়মকানুনের বিধি-নিষেধের হস্ত হইতে তাঁহারা রক্ষা পাইয়া বাঁচিয়াছেন। বস্তুতঃ সুভদ্রের মন্তব্যের মধ্যেই বিভেদের বীজ অঙ্কুরিত ছিল বলা যায়।[২৩৬] পুনরায় উল্লেখ করা যায় যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁহার চিতাভস্মের বিভাজন লইয়াও কিছু কিছু বিরোধের সূচনা হইয়াছিল। বুদ্ধ তাঁহার জীবদ্দশাতেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার অবর্তমানে সংঘে মতভেদ উপস্থিত হইবে। সেকারণে বুদ্ধ স্বয়ং সংঘের বিভাজন রোধ করিবার জন্য চারিটি নিয়মের নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহাতে সংঘ বহুদিন পর্যন্ত অস্তিত্বশীল থাকে।[২৩৭] উপরন্তু সংঘভেদ করিবার প্রচেষ্টাকে তিনি পাঁচটি চূড়ান্ত অন্যায়ের একটি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যথা, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা ইত্যাদি অপরাধের ন্যায় সংঘভেদের চেষ্টা করিলে সেই ব্যক্তিও সমপরিমাণে শাস্তিযোগ্য হইবে বলিয়া তিনি নির্দেশ দিয়াছেন।[২৩৮]

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তী সময়ে সুভদ্র ব্যতীত অপরাপর ছয়জন ভিক্ষুর যথা— উপানন্দ, মেত্তিয়ভুম্মক, ছন্ন ইত্যাদি ভিক্ষুদিগের নাম করা যায় যাঁহারা বিনয় নিয়ম ভঙ্গ করিতে উৎসাহী ছিলেন। বাংলাদেশের বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড়ে মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী হরফে লিখিত একটি শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যেস্থলে 'ছবগ্গীয়' নামক এক বিদ্রোহী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ রহিয়াছে।[২৩৯] ইহা ব্যতীত, প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির আখ্যানে দক্ষিণগিরির পুরাণ থেরের ও থের গবম্পতির কথা লিপিবদ্ধ

বহিযাছে। গবম্পতিব নিকট প্রথম সংগীতিতে বদ্ধেব নিধাবিত ধর্মবিনয সম্পর্কে মতামত চাহিলে গবম্পতি প্রথম সংগীতিব নিধাবিত বদ্ধেব উপদেশাবলীকে গ্রহণযোগ্য বলিযা মনে কবেন নাই।[২৪০] পবাণ থেব সম্পর্কেও বলা যায যে তিনি সস্পষ্ট মন্তব্য কবেন যে তিনি প্রথম সংগীতিতে যোগদান কবিবেন না কাবণ তিনি ভগবানেব মখনিঃসৃত উপদেশাবলী যাহা স্বযং শনিযাছেন তাহাই ধাবণ কবিযা থাকিবেন।[২৪১] পবাণেব উক্ত বক্তব্যটিতে সংগীতিব প্রতি অবজ্ঞাব ভাবই প্রকাশ পাইতেছে বলিযা কোন কোন পণ্ডিত মনে কবেন।[২৪২] এইবপে বদ্ধ নির্দিষ্ট ধর্মাবলী পালনেব ক্ষেত্রে দেখা যায যে বদ্ধেব শিষ্যবর্গ তাঁহাব মহাপবিনির্বাণেব এক শতাব্দীকালেব মধ্যেই সনির্দিষ্ট বেখাপথ হইতে সবিযা গিযাছেন এবং সংগীতিতে নির্ধাবিত শিক্ষাপদগলিব পালন লইযা বৌদ্ধসংঘেব মধ্যেই বিবাদ বিসংবাদেব উপস্থাপনা ঘটিযাছে। যদিও দ্বিতীয সংগীতি আহূত হইযাছিল পনর্বাব বিনযনিযমগলি স্থিব কবিবাব জন্যই কিন্তু বৈশালীব ভিক্ষগণ দশটি নিযমকানন সংক্রান্ত বিবোধেব সত্রপাত কবিযা মল স্থবিববাদী সম্প্রদায হইতে বিভক্ত হইযা 'মহাসংগীতি' নামক অপব এক সংগীতিব আহ্বান কবিযা স্থবিববাদ ও মহাসংঘিক—দইভাগে বিভক্ত হইযা যায।

সতবাং ইহা নিশ্চিতবপে বলা যায যে উপবোক্ত বর্ণনাগলি যথার্থ বলিযা স্থিব কবিলে বিভেদেব বীজ সংঘে বদ্ধেব জীবিতাবস্থাযই বোপিত হইযা বদ্ধেব পবিনির্বাণেব পববর্তী দ্বিতীয শতাব্দীব মধ্যেই শাখাপ্রশাখা বিস্তাব কবিযা মহীবহে পবিণত হয, এবং প্রত্যক্ষ না হইলেও পবোক্ষভাবে ইহা ভাবতবর্ষে বৌদ্ধধর্মেব প্রায অবলপ্তিব কাবণ হিসাবেই বিবেচনা কবা যায।

আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মের বিকৃতিকরণ

কুষাণবাজ কণিষ্কেব বাজত্বকালে জলন্ধবে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিব সমযকালে মহাসংঘিকদিগেব গ্রন্থ বচিত হইতে দেখা যায এবং সেই সময হইতেই মহাসংঘিকগণ মহাযান সম্প্রদাযভুক্ত বলিযা গণ্য হইতে থাকে। পবেই বলা হইযাছে যে মহাযান পনবায মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান প্রভৃতি নানান শাখায বিভক্ত হইযা পডে। বস্তুতঃ পালবাজাদেব সমযকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন যান বা বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেব প্রচলন দেখা যায যেগলি মল বৌদ্ধধর্মের অশেষ ক্ষতিসাধন করিযা ধর্মেব মধ্যে বিকৃতির

আনযন কবে এবং অবশেষে হিন্দুদিগেব তন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র মিলিযা মিশিযা একাকাব হইযা যায।

এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ কবা দবকাব মহাযান বৌদ্ধধর্মেব। বস্তুতঃ মহাযান বৌদ্ধধর্ম নিঃসন্দেহে বৌদ্ধধর্মেব বিপুল বিস্তৃতিব জন্য প্রশংসনীয কিন্তু অপবদিকে মহাযানই বৌদ্ধধর্মেব গুণগতমানেব অধঃপতন ত্বরান্বিত কবিযাছিল।[২৪৩] Sir Charles Eliot মন্তব্য কবিযাছেন যে "it was to the corruptions of the Mahāyana rather than of the Hīnayāna that the decay of Buddhism in India was due।"[২৪৪] মহাযান প্রধানতঃ মূর্তিপূজা, প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চাবণ, জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ও বীতিনীতিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পবিব্রাজক ইৎসিং লিখিযাছেন যে মহাযান বলিতে প্রধানতঃ বোধিসত্ত্বদিগেব পূজার্চ্চনা ও মহাযানসূত্রগুলিব পঠনপাঠনই বুঝাইত।[২৪৫] উপবন্তু মহাযানেব মধ্যে বহু লোকাশ্রবী চিন্তাভাবনা, সাধাবণ উপাসকদিগেব মনোগত চাহিদা ইত্যাদিব অনুপ্রবেশ ঘটিযা বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মেব নিকটবর্তী কবিযাছিল এবং পূর্বেই বলা হইযাছে যে একসমযে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মকে পৃথক কবা সম্ভবপব ছিল না। বস্তুতঃ, উপাসক-উপাসিকাগণ বিষ্ণু ও বুদ্ধ, শিব ও অবলোকিতেশ্বব, তাবা ও পার্বতীব মধ্যে কোন বূপ পার্থক্য নির্ণয কবিতে পাবিত না। অপবদিকে মহাযান সম্পর্কে বলা যায যে মহাযান ধর্ম অত্যন্ত উচ্চস্তবেব ধর্ম, ইহা বুঝা বা আযত্ত কবা অর্থাৎ মহাযান ধর্মানুসবণ বহু সমযকাল ধবিযা বহু পবিশ্রমে কবিতে হয।[২৪৬] সুতবাং স্বাভাবিক কাবণেই মহাযানী আচার্যগণ ইহাব জন্য সহজ পন্থাব উদ্ভাবন কবিযাছিলেন। আচার্যেবা 'ধাবণী' মুখস্থ কবা বা জপ কবা, 'ধাবণী' পুঁথি পূজার্চনা কবাব অনুমোদন কবিযাছিলেন যাহাব দ্বাবা মহাযানেব পাঠ, স্বাধ্যায ও যোগেব সম পর্যাযেব ফল লাভ কবা যাইত। সংক্ষিপ্ত অর্থশূন্য মন্ত্র যথা, 'ওঁ ধুনু ধুনু ক্লীং ফট্ স্বাহা' প্রভৃতি হইল ধাবণী। এইবূপে মহাযান মতে পূজা কবিবাব জন্য বিশালসংখ্যক ধাবণী তৈযাবী কবা হইযাছিল মহাযানে[২৪৭] এবং ইহা জানিতে পাবা যায যে নালন্দাবিহাবে সেই সময উপবোক্ত জনপ্রিয উপাযে বৌদ্ধধর্মেব শিক্ষা দেওযা হইত।

যাহা হউক, ইহা অনস্বীকার্য যে বৌদ্ধসংঘেব মান নানাভাবে নিম্নস্তবে নামিযা যায এবং এই কাবণেই প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মে বিকৃতিব অনুপ্রবেশ ঘটে।

শরৎকুমার রায়মহাশয় বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে নানান পথে প্রবেশমান বিকৃতি-গুলির আলোচনা করিয়াছেন।[২৪৭] সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে মহাযানীদের মধ্যে ধর্মের সরলীকরণ করিবার জন্য সাধারণ উপাসক ও ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রভেদ প্রায় তুলিয়া দেওয়া হয় যাহার ফলে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ইহার সুযোগ গ্রহণ করে[২৪৮] এবং সংঘের মান গুণগতদিক হইতে নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে নামিতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের অবনতির ইতিবৃত্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় বিবৃত করিয়াছেন যে সহজযানীরা বৌদ্ধধর্মকে সহজ করিতে গিয়া ব্যভিচারের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা ক্রমশঃ বাবু, বিলাসী এবং অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়েন।[২৪৯] অধ্যাপক যোশীও বর্ণনা করিয়াছেন যে বোধিসত্ত্বযান অনুসরণকারী[২৫০] ভিক্ষুরা ক্রমশঃ বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়, কল্হণের 'রাজতরঙ্গিনী'[২৫১] ও 'চাচ্‌নামা'[২৫২] গ্রন্থেও বিবাহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মহাযানীরা বোধিসত্ত্বের উচ্চ চিন্তাধারা গ্রহণের সহিতই মনে করিতেন যে শাক্যমুনি বুদ্ধ যেহেতু বিবাহিত ছিলেন সেহেতু বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বিবাহ করিতে পারেন।[২৫৩] মহাযানী বৈতুল্যবাদী-দিগের মধ্যে ইহাও প্রচলিত ছিল যে কোন কোন বিশেষ কারণে 'মৈথুন ধর্ম্ম পালন করা যায়।[২৫৪] এ বিষয়ে অধ্যাপকফেশী মন্তব্য করিয়াছেন যে নারীশক্তি সহযোগে তন্ত্রসাধনার উৎস হয়তো ইহাই।[২৫৫] বস্তুতঃ মূল বৌদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব ছিল না, দেবতার পূজার্চনারও ইহাতে কোন স্থান ছিল না। কিন্তু বুদ্ধের মৃত্যুর চার পাঁচ শতকের মধ্যেই বৌদ্ধ বিহারগুলিতে প্রথমে বুদ্ধের প্রতীকচিহ্ন ও পরে বুদ্ধমূর্তিপূজার প্রচলন হয়। কেবলমাত্র শাক্যমুনি বা গৌতম বুদ্ধই নহেন ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধদিগের পঞ্চশক্তি বা সঙ্গিনীদের পূজারও প্রচলন ঘটে। পঞ্চ বোধিসত্ত্বের মধ্যে জ্ঞানের দেবতা মঞ্জুশ্রী ও করুণার প্রতিমূর্তি অবলোকিতেশ্বর অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজার প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন—"তিনি (অবলোকিতেশ্বর) মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল, অনেক পদ হইতে লাগিল, অনেক মস্তক হইতে লাগিল। তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধরিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পরে

অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী ও ভৈবববাও বৌদ্ধগণেব উপাস্য হইযা দাঁড়াইল।"

"বুদ্ধ দেবতা মানিতেন না। তাঁহাব শিষ্যবা শেষে ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, ভৈবব, ভৈববী প্রভৃতিব উপাসনা কবিযা আপনাবা অধঃপাতে গেল, আব সঙ্গে সঙ্গে দেশটা সুদ্ধ অধঃপাতে দিল।"[২৫৬] ডঃ বমেশ চন্দ্র মিত্রও বৌদ্ধধর্মেব প্রায তিবোধানেব কাবণ হিসাবে সবাসবি দাযী কবিযাছেন সংঘেব মধ্যেই বৌদ্ধধর্মেব বিকৃতিকবণকে বা সংঘকে কলুষিত কবাকে।[২৫৭] পববর্তীকালে বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতেও ইহাব সাক্ষ্য প্রমাণ বর্তমান। চীনাভাষায অনূদিত একটি সূত্রে ধর্মেব পতন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী কবা হইযাছে যে—'ভিক্ষুগণ সকল পাপ কর্ম কবিযা আনন্দলাভ কবিবে। তাঁহাবা চৌর্যকার্যে যুক্ত হইবে, লুণ্ঠনবাজ কবিবে, গবাদিপশু চবাইবে ও কৃষিকার্য কবিবে। তাহাবা নিম্নস্তবেব কাজকর্ম কবিবে, দেশেব বাজাগণও বাজকার্য কবিবে না।'[২৫৮] পুনবায 'বাষ্ট্রপালপবিপৃচ্ছা' গ্রন্থেও সমপর্যাযেব ভবিষ্যৎবাণীব উল্লেখ আছে যে বুদ্ধ একস্থানে দুঃখপ্রকাশ কবিযা বলিযাছেন যে ভিক্ষুগণ নেশায আক্রান্ত হইবেন, বিবাহ কবিবেন ও জাগতিক ইন্দ্রিযসুখ ভোগ কবিবেন।[২৫৯] কেবলমাত্র চৈনিক উপাদানেই নয, জাপানেব উপাদানগুলিতেও বুদ্ধেব শিষ্যবর্গেব অপবিত্রতা ও ধর্মচ্যুতিব উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত, 'চন্দ্রগর্ভপবিপৃচ্ছা'[২৬০] গ্রন্থেও ভিক্ষুদিগেব নিম্নস্তবেব মনোবৃত্তিব কথা বলা আছে। উক্ত স্থানে পুনবায সাবধানবাণী উচ্চাবিত হইযাছে যে অন্যান্য স্থানেব বাজাগণ দেশ আক্রমণ কবিযা ত্রিবত্ন ও সংঘকে দেশ হইতে লইযা যাইবে। ইহা ব্যতীত, চীনা পবিব্রাজকদিগেব মধ্যে হিউযেন সাঙেবও উল্লেখ কবা যায। তিনি দুঃখ প্রকাশ কবিযা বিবৃত কবিযাছেন ভবুকচ্ছেব ভিক্ষুদেব বিদ্যাশিক্ষায অবহেলাব কথা, চোলদেশেব ভিক্ষুগণ কর্তৃক নিম্নস্তবেব অভ্যাসেব কথা এবং সিন্ধু প্রদেশেব লালসাভোগী আচার্যগণেব লাম্পট্যেব কথা।[২৬১]

যাহা হউক, বৌদ্ধসংঘেব নৈতিক অধঃপতনকে যদিও ভাবতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মেব প্রায অবলুপ্তিব কাবণ হিসাবে ধবা হয তবুও ইহা অনস্বীকার্য যে ভাবতবর্ষেব কোন কোন অংশে বৌদ্ধধর্মেব পতনেব সূচনা হইলেও সকলস্থানে তাহা সমভাবে ঘটে নাই। বস্তুতঃ ভাবতেব কিছু কিছু স্থানে খৃষ্টীয ষোড়শ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমায বিবাজিত ছিল।[২৬২] ডঃ বমেশ চন্দ্র

মিত্র মহাশয মন্তব্য করিযাছেন যে কোন দীর্ঘস্থাযী ধর্মকেও কোন না কোন সময়ে অধঃপতনের সম্মুখীন হইতে হয। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায মধ্যযুগের শেষে ক্যাথলিক চার্চেও দুরাচার বা অনাচারের প্রবেশ ঘটিযাছিল। কিন্তু তার ফলে ইউরোপে খৃষ্টান ধর্মের বিনাশ ঘটে নাই, উপরন্তু খৃষ্টধর্ম পরবর্তীকালে তাহার দুর্বলতাকে পরিহার করিযা সতেজ হইয়া উঠিযাছিল। আশ্চর্যের বিষয হইল বৌদ্ধধর্ম কিন্তু অধঃপতনের সাময়িক দুর্বলতাকে কাটাইযা উঠিতে পারে নাই এবং ইহার পুনরুত্থানও ঘটে নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধসংঘের অধঃপতনের সূচনা হইযাছিল বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই নারীসংঘের স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই। বুদ্ধ বারংবার নারীদিগের সংঘে স্থান দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি নারীসংঘের স্থাপনার সহিতই সংঘের আয়ু পাঁচশত বৎসর হ্রাস পাওযার সাবধানবাণী উচ্চারণ করিযাছেন।[২৬৩] চুল্লবগ্গে বহু বিচিত্র অপরাধ ও তাহার প্রাযশ্চিত্তের কথা জানিতে পারা যায যাহার দ্বারা বুদ্ধের উক্তির মূল্যাযন করা যায।[২৬৪] বুদ্ধ স্বযং যখন হইতে স্ত্রীলোকদিগের প্রব্রজ্যা দিযা ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিলেন সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য সংঘের নিযমে কঠোরতা আনিতে হইযাছিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের ভিন্ন ভিন্ন নিযম-কানুনের ন্যায ভিন্ন ভিন্ন বিহারও নির্দিষ্ট হইযাছিল। পরবর্তীকালে দেখিতে পাওযা যায বুদ্ধের পরিনির্বাণের পাঁচ ছয শত বৎসর পর হইতেই ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন এবং এইরূপে একদল গৃহস্থ ভিক্ষুর পরিচয পাওযা যায।[২৬৫] এবিষযে 'বৌদ্ধভারত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে গৃহস্থ ভিক্ষুদল গঠিত হইবার পরমুহূর্ত হইতেই বৌদ্ধধর্মে ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করে। ঐ সকল গৃহস্থ ভিক্ষুদল হইতে সংঘের ভিক্ষুদিগের সম্মান ও প্রতিপত্তি বেশি ছিল। গৃহস্থ ভিক্ষুদের 'আর্য' নামে অভিহিত করা হইত এবং ক্রমে ক্রমে গৃহস্থ ভিক্ষুরা সংখ্যায বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কথিত আছে, ঐ সকল গৃহস্থ ভিক্ষুর সন্তানরা আপনা আপনিই ভিক্ষু বলিযা পরিচিত হইত। সংঘের ভিক্ষুদের ন্যায গৃহস্থ ভিক্ষুদের ত্রিশরণ, দশশীল গ্রহণ, পোষধব্রত ধারণ ইত্যাদি পালনের দ্বারা বহু সময ক্ষয করিতে হইত না।[২৬৬] উক্ত স্থানে পুনরায উল্লিখিত রহিযাছে যে গৃহস্থ ভিক্ষুদিগের পুত্ররা হিন্দুদের সমাজের সংস্কার 'পৈতা' গ্রহণের ন্যায ত্রিশরণ গ্রহণ, পঞ্চশীল গ্রহণ করিত। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত

আছে যে আমাদেব দেশে 'জাত-বৈষ্ণব' বলিযা একটি সম্প্রদায আছে, সেকালেও সেইব‌ূপ 'জাতভিক্ষ‌ু' নামক একটি সম্প্রদাযেব উদ্ভব হইযাছিল। গ‌ৃহস্থ ভিক্ষ‌ুবা সমাজেব অন্যান্য ব্যক্তিব ন্যায একাধাবে কাজকর্ম কবিযা জীবিকানির্বাহ কবিতেন আবাব ভিক্ষান্ন গ্রহণ, ধর্মকর্ম, প‌ূজাপাঠ ইত্যাদিও কবিতেন। কিন্তু বেশি লেখাপডা শেখা, ধ্যানধাবণা কবা বা ভাবনা চিন্তা কবাব অবসব তাহাদেব থাকিত না। "এইব‌ূপে বৌদ্ধধর্মেব পৌবোহিত্যেব কাজটি ম‌ূর্খদেব হস্তে পডিযা বৌদ্ধধর্মেব ক্ষতি হইতে লাগিল।"[২৬৭] অপবদিকে প্রকৃত ভিক্ষ‌ুবা কিন্তু বিহাবেই থাকিতেন এবং বিহাবেব জমিজমাব আয হইতেই কোনব‌ূপে জীবনধাবণ কবিতেন।

অপবদিকে, বাজনৈতিক অস্থিবতায ব‌ৃহৎ বাজশক্তিগ‌ুলি ক্রমশঃ ছোট ছোট বাজ্যে পবিণত হইতেছিল এবং অন্যান্য পাবিপার্শ্বিক অবস্থাব চাপে পডিযা বাজাবাও বিধর্মী হইযা উঠিতেছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগেব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তাঁহাবা বাজসম্মান হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। বাজাগণও বিধর্মী পণ্ডিত প্রতিপালন কবিতে পাবিতেন না, স‌ুতবাং প্রকৃত ভিক্ষ‌ুদেব এবং বৌদ্ধ বিহাব-গ‌ুলিব অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয হইযা দাঁডাইল।[২৬৮] চবিত্রহীন, পাপাচাব-য‌ুক্ত সামাজিক বৌদ্ধগণেব ক্রিযাকাণ্ডে লোকসাধাবণেব মধ্যে বৌদ্ধসমাজেব প্রতি অশ্রদ্ধা জমিযা বৌদ্ধসমাজ ধর্মবলহীন দ‌ুর্বল হইযা পডিল।[২৬৯]

স‌ুতবাং বৌদ্ধধর্মেব পতনেব ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মেব নৈতিক অধঃপতন বা বৌদ্ধধর্মেব বিকৃতিকবণ যে বহ‌ুলাংশে দাযী তাহা অনস্বীকার্য।

রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস—

জৈনধর্মেব ন্যায বৌদ্ধধর্মকেও দেশেব বাজবাজাগণেব প‌ৃষ্ঠপোষকতাব উপব নির্ভব কবিতে হইত। বাজন্যবর্গ ব্যতীত সমাজেব বহ‌ু বিত্তশালী ব্যক্তিও বৌদ্ধধর্মেব প্রচাবে প্রভূত সাহায্য কবিযাছিলেন। প‌ূর্বেই বলা হইযাছে যে বৌদ্ধধর্ম প্রসাবেব ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা লইযাছিলেন মগধেব বাজা বিম্বিসাব ও অজাতশত্র‌ু। ইহা ব্যতীত, বহ‌ু উচ্চবিত্ত শ্রেষ্ঠী (সেট্‌ঠী), গ‌ৃহপতি(গহপতি)বাও ব‌ুদ্ধেব একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং ধর্মেব প্রসাবেব ক্ষেত্রে তাঁহাদিগেব অবদানও নগণ্য নহে। প‌ুনবায, মৌর্যয‌ুগেব সম্রাট

অশোকের কথা বলা যায় যিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচারের ক্ষেত্রে স্বদেশে ও বহির্দেশে অগ্রণী ভূমিকা লইয়াছিলেন। পুনরায় বৃহৎশক্তিরূপে উল্লেখ করা যায় কুষাণসম্রাট কণিষ্কের নাম যিনি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিহ্নিত। পরবর্তীকালের উত্তরভারতের রাজাদিগের মধ্যে হর্ষবর্ধনের নাম করা যায় যিনি অন্যান্য ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মেরও বহুল উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সর্বশেষ উল্লেখ্য বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে পালরাজাগণের নাম যাঁহাদিগের সহায়তায় তান্ত্রিক মতবাদযুক্ত মহাযান বৌদ্ধধর্ম উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহারা বহু বৌদ্ধবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। যাহা হউক, পালদিগের রাজত্বের অবসানের সহিতই বৌদ্ধধর্মের দিগন্তবিস্তৃত প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হইতে থাকে। বস্তুতঃ পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের শেষ পৃষ্ঠপোষক, ইঁহাদিগের তিরোধানের সহিত বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটিয়া বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিপর্যয় নামিয়া আসে এবং ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইয়া কালক্রমে তাহা হিন্দুধর্মের কুক্ষিগত হয়। সুতরাং রাজাদের আনুকূল্যের অভাবও বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের একটি অন্যতম কারণরূপেই বিবেচ্য।

বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদ

ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র ঐকান্তিক 'দুঃখবাদ'কে উক্ত ধর্মের বিপর্যয়ের একটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।[২৭০] বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রথমাবস্থায় যদিও বৌদ্ধধর্মের নূতন রূপের চমক সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল পরবর্তীকালে সর্বদা নিরানন্দময় দুঃখবাদ যথা—জগৎ দুঃখময়, জন্ম দুঃখময়, দুঃখময় জরা, ব্যাধি প্রভৃতি জীবনের যাবতীয় বস্তু দুঃখময় মতবাদ সাধারণ মানুষকে নিরুৎসাহই করিয়াছিল। বস্তুতঃ বুদ্ধ সর্বদা দুঃখবাদই প্রচার করিয়াছেন। মানুষ কিন্তু দুঃখ চায় না, চায় সুখ, অপার আনন্দ ও আনন্দময় জীবন যদিও তাহা সহজলভ্য নহে। তত্ত্বমূলক দুঃখবাদ সাধারণ মানুষকে সাময়িকভাবে আকৃষ্ট করিলেও পরবর্তী সময়ে ততখানি আকৃষ্ট করে নাই। সেই কারণে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বৌদ্ধধর্মের দুঃখতত্ত্বও এই ধর্মের বিপর্যয়ের একটি কারণবিশেষ।[২৭১]

হিন্দুধর্মের প্রভাব

পূর্বেই বলা হইযাছে বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসেব পববর্তী পর্যাযে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মেব মধ্যে আচাব আচবণেব ক্ষেত্রে কোন প্রভেদ কবা সহজসাধ্য ছিল না। হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী এই পাঁচশত বৎসবেব মধ্যে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মাচার্যগণেব দ্বাবা বহুল প্রচাবিত হইযাছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য হইলেন কুমাবিল ভট্ট, শংকবাচার্য, উদযনাচার্য, বামানুজাচার্য প্রমুখ হিন্দু দার্শনিকগণ। উহাবা তাঁহাদিগেব দার্শনিক ধর্মমত প্রচাব কবিষা হিন্দুধর্মকে একটি সুদৃঢ় স্থানে স্থাপন কবিযাছিলেন। উক্ত ধর্মাচার্যগণেব চবিত্রেব প্রভাব ও তাঁহাদেব প্রচাবিত ধর্মমতগুলি লোক-সাধাবণেব উপব প্রবর্তিত হইযাছিল এবং লোকসাধাবণ দলে দলে ইহাদিগেব প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইযা নব উদ্যমে হিন্দুসমাজেব প্রাধান্য স্বীকাব কবিযা লইযাছিলেন। এবিষযে শবৎকুমাব বায মহাশয মন্তব্য কবিযাছেন যে 'যে সকল সুধীগণ বৌদ্ধধর্মেব বিবুদ্ধে দণ্ডাযমান হইযা নূতন হিন্দুধর্মেব প্রাধান্য কীর্তন কবিতেন, তাঁহাবা এই ধর্মেব উচ্চনীতি ববণ কবিযাই ইহাকে পবাভূত কবিযা থাকিবেন।'[২৭২] ইহা সর্বজনবিদিত যে শংকবাচার্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয কাবণ, পূর্বেই উক্ত বহিযাছে যে তাঁহাব দর্শন ও মতবাদে নাগার্জুনেব সম্পূর্ণ প্রভাব পবিলক্ষিত হয যাহা অপবদিকে উপনিষদেব প্রাচীন ঐতিহ্যেব সমপর্যাযেব বলা যায।[২৭৩] পুনবায, আচার্য গৌড়পাদেব নামোল্লেখ কবা যায যিনি শংকবেব আচার্যেব গুবু ছিলেন। গৌড়পাদেব চিন্তাধাবা বৌদ্ধদর্শনেব সহিত এবূপভাবে মিশিযা গিযাছে যে তাঁহাকে বলিতে হইযাছে যে সেগুলি তাঁহাব নিজস্ব কথা, সেগুলি আদৌ বুদ্ধেব বক্তব্য নহে।[২৭৪]

যাহা হউক, কোন কোন ঐতিহাসিকেব মতে হিন্দুধর্মেব মধ্যে বৌদ্ধধর্মেব অনুপ্রবেশই ভাবতবর্ষে বৌদ্ধধর্মেব বিপর্যযেব অন্যতম কাবণ হইযা দাঁড়াইযাছিল।[২৭৫] বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম বৌদ্ধদিগেব কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণবূপে অঙ্গীভূত কবিযা লইযাছিল। এ প্রসঙ্গেও শ্রীশবৎকুমাব বাযের মন্তব্য উল্লেখ্য—'বুদ্ধেব অষ্টাঙ্গিক সাধনামূলক ধর্ম ভাবতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয নাই, উহা নিখিল ভাবতেব চিবন্তন উদাব ধর্ম মধ্যে স্বীয স্বতন্ত্র সত্তায মিশাইযা দিযাছিল।'[২৭৬] অতঃপব গুপ্তযুগেব ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচনা

করিলে দেখা যাইবে যে গুপ্তরাজাগণ যাঁহারা 'পরমভাগবত' বলিয়া খ্যাত ছিলেন তাঁহারাও বৌদ্ধ পণ্ডিত ও বৌদ্ধ বিহারগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। পুনরায় অন্যান্য কয়েকজন রাজার নামোল্লেখ করা যায় যাঁহারা বৌদ্ধ না হইয়াও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, যেমন—কাথিয়াওয়াবের মৈত্রক রাজাগণ—যাঁহারা শৈবধর্মাবলম্বী হইয়াও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কামরূপের রাজা কুমার বৌদ্ধ ছিলেন না বটে কিন্তু তিনি বৌদ্ধ শ্রমণ ও বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। উপরন্তু উড়িষ্যার ভৌমকারগণের উল্লেখ করা যায় যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াও বৌদ্ধ বিহারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। অপর উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন, যিনি মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে খ্যাত হইয়াও বুদ্ধ ব্যতীত শিব এবং সূর্যেরও উপাসক ছিলেন।[২৭৭] পালরাজগণের সম্পর্কেও একই উক্তি করা যায় যে তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন বটে কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না, কারণ তাঁহাদিগের রাজত্বকাল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক বলিয়া ইতিহাসে চিহ্নিত।[২৭৮] পালরাজগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের জন্য কেবলমাত্র বিহারই নির্মাণ করেন নাই, তাঁহারা বিভিন্ন হিন্দুমন্দিরও নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক তারনাথ উল্লেখ করিয়াছেন যে পালরাজাদিগের মন্ত্রীগণ ছিলেন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী এবং তাঁহারা বৌদ্ধ চৈত্যগুলিতে কিছু কিছু হিন্দুদেবতাদিগের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাসেও সেই একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় রহিয়াছে হিংসপুরের অবৌদ্ধগণ বৌদ্ধদিগের আচারআচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গয়ার পবিত্র স্থানটি ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নেপালের বৌদ্ধগণের উল্লেখ করা যায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ উভয় ধর্মই বা দেবমন্দিরগুলির উৎপত্তি বৌদ্ধবিহার হইতে।[২৭৯]

যাহা হউক, বুদ্ধ যে ভারতীয় জনসাধারণের মনে স্থায়ী স্থান করিয়া লইয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বস্তুতঃ, সমগ্র ভারতবর্ষের হাজার হাজার বিহারে, অসংখ্য স্তম্ভগাত্রে, প্রাচীরে, প্রাকারে, সর্বত্র বুদ্ধের মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। পালি ও সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহার দেশনাগুলির খনিবিশেষ, বহু সম্রাট ও দার্শনিক দ্বারা তাঁহার উপদেশাবলী সমাদৃত। উপরন্তু তাঁহার ধ্যানধারণাও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উচ্চ

প্রশংসিত। বুদ্ধ সর্বশেষে হিন্দুদিগেব অবতাবরূপে প্রতিষ্ঠিত। ষষ্ঠ শতাব্দীব মৎস্যপুবাণেব গাথাগুলিতে সপ্তম শতাব্দীব মহাবলিপুবমেব পল্লবস্তম্ভে উৎকীর্ণ গাথায় বিষ্ণুব নবম অবতাবরূপে বুদ্ধ চিহ্নিত।[২৮০] মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য প্রাচীন পুবাণগুলিতে যথা—বায়ু ও বিষ্ণুপুবাণে বুদ্ধকে বলা হইয়াছে মোহিনীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। পদ্মপুবাণেব 'ক্রিযাযোগসাবে' বুদ্ধেব ভূযসী প্রশংসা কবা হইযাছে।[২৮১] জযদেবেব 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে বুদ্ধকে 'কেশবশবীব' বলা হইযাছে।[২৮২] কাশ্মীবেব নীলমত পুবাণে বুদ্ধেব জন্মদিনটি পবিত্র দিন হিসাবে পালন কবিবাব বীতিব কথা বলা আছে।[২৮৩] অপবদিকে, শংকবেব ক্ষুদ্রকায 'দশাবতাবস্তোত্রেব' কথা বলা যায যেস্থলে বুদ্ধকে শংকব শ্রদ্ধাসহকাবে যোগী বলিযা উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট গভীব ধ্যানমগ্ন, বস্তুতঃ বুদ্ধেব দেবত্বকে তিনি মানিযা লইযাছেন।[২৮৪] ইহা ব্যতীত, ববাহপুবাণ (৪র্থ, ২য), যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিব অর্থকথায[২৮৫] (পৃঃ ৩৪৮), কাশ্মীবেব কবি ক্ষেমেন্দ্রেব 'দশাবতাবচবিতে' (১ম, ২য), মাঘেব 'শিশুপাল বধে'ও (পঞ্চদশ অধ্যায, ৫৮) বুদ্ধ দশাবতাবেব মধ্যে উল্লিখিত। কিন্তু মহাভাবতেব শান্তিপর্বে দশাবতাবেব মধ্যে বুদ্ধেব নামোল্লেখ নাই।[২৮৬] ইহা ব্যতীত, ইলোবাব দশাবতাব গুহায বুদ্ধেব মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায। ববাহমিহিবেব 'বৃহৎসংহিতা'য (৫৭, ৪), ভাগবতপুবাণ ও বিষ্ণুপুবাণেও বুদ্ধ উল্লিখিত। দক্ষিণ ভাবতেব একটি নবম শতাব্দীব গাথা পাওযা যায যেস্থানে অবতাবরূপী বুদ্ধেব জনপ্রিযতাব কথা বলা হইয়াছে।[২৮৭] বস্তুতঃ মধ্যযুগীয ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রগুলিতে দশাবতাবেব উল্লেখ বহিযাছে।[২৮৮]

এইরূপেই বুদ্ধ একজন প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবতারূপে পর্যবসিত হইয়াছেন। এস্থলে পুনবায উল্লেখ্য যে আচার্য শংকবেব স্থাপিত মঠগুলি প্রধানতঃ বৌদ্ধসংঘেব ধ্যানধাবণাব উপবই প্রতিষ্ঠিত।[২৮৯] তাঁহাব 'মাযাবাদ' ও 'অদ্বৈতবাদ' মাধ্যমিক বৌদ্ধদর্শনেব উপবই বিন্যস্ত বলা যায, কাবণ ডঃ বমেশ চন্দ্র মিত্রেব মতে মাধ্যমিকদর্শন না বপ্ত কবিলে শংকবেব দর্শন বুঝিতে পাবা যায না।[২৯০]

পবিশেষে, বৌদ্ধতন্ত্রেব সম্পর্কে বলা যায যে তন্ত্রেব ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা এমনভাবে একীভূত হইযা গিযাছিল যে দুইটি ধর্মকে পৃথকভাবে নির্দেশ কবা সম্ভবপব হয না। এক্ষেত্রে Dr. Joshiব উদ্ধৃতি উল্লেখ কবা যায—'Lastly, the Tantra practices harmonized the two systems

so completely that Buddhism's independent existence might have appeared needless or even impossible.'[২৯১] পণ্ডিতবর্গ যথা—Smith সাহেব,[২৯২] ডঃ রাধাকৃষ্ণণ,[২৯৩] ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া,[২৯৪] প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মহাশয়,[২৯৫] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার,[২৯৬] ডঃ বগেশচন্দ্র মিত্র,[২৯৭] Sylvain Levi [২৯৮] এবং অপরাপর কয়েকজন ব্যক্তি একবাক্যেই মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটে অজ্ঞাতসারেই প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম একত্রিত হওয়ার জন্য।[২৯৯] বস্তুতঃ মহাযান হিন্দুধর্মের অনেকাংশই গ্রহণ করিয়াছিল এবং নিজ ধর্মে হিন্দুধর্মের বহু মৌলিক উপাদান ঢুকাইয়া লইয়াছিল। অপরদিকে, হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের মূলাংশগুলিই সম্পূর্ণ-রূপে গ্রাস করিয়া লইয়াছিল। যেমন—বুদ্ধকেই ধরা হইয়াছিল বিষ্ণুর অংশরূপে, বিষ্ণুর দশম অবতারের মধ্যে বুদ্ধ নবম অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্যের উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। অধ্যাপক Joshi উদ্ধৃত করিয়াছেন—"well conceived and bold stroke of policy (which) cut the ground from under the feet of Buddhism"।[৩০০] পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যাগযজ্ঞের মূল্য হ্রাস ও জাতিভেদের কঠোরতার শিথিলতা বা হিন্দুধর্মের অন্যতম মুখপাত্র শংকরের বৌদ্ধধর্মের প্রভাবযুক্ত ধর্মীয় মঠের স্থাপনা—এগুলিও ধীর পদক্ষেপে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের মধ্যে ঢুকাইয়া লইতেছিল। আধুনিক হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ বহুলাংশেই অজ্ঞাতসারে সমাদৃত হইয়াছে এবং বুদ্ধ ধীরে ধীরে হইয়াছেন 'a maker of modern Hinduism।'[৩০১] ডঃ Joshi মন্তব্য করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও বৌদ্ধধর্ম যে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারক—এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অভাব রহিয়া গিয়াছে। উপরন্তু তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন যে বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মের সঠিক রূপ নিরূপণ করিতে পারেন নাই।[৩০২] অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিয়মকানুন সমাজকে বেষ্টন করিয়াই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম আদৌ সামাজিক হইতে পারে নাই ইহা প্রধানতঃ মঠ বা বিহারগুলিকেই বেষ্টন করিয়া ছিল। ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র পাণ্ডের মতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পতনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হইল যে বৌদ্ধধর্ম সামাজিকপ্রভাব বিস্তার করিতে বিফল হইয়াছিল।[৩০৩] ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত মন্তব্য করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্মকে কখনই সামাজিক বিপ্লব বলা

যায না।[৩০৪] বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মে কখনও হিন্দুধর্মেব ন্যায় গৃহস্থদেব জন্ম, মৃত্যু, বিবাহেব জন্য নির্দিষ্ট কোন প্রাচীন নিযম নির্ধাবণ কবা হয নাই।[৩০৫] ফলে, পববর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মেব সহজ বিস্তাব হইলেও উহা ক্রমে ক্রমে জনসাধাবণেব সমর্থন হাবাইতে থাকে প্রধানতঃ সমাজকে দূবে সবাইযা বাখাব জন্যই। এস্থলে উল্লেখ্য যে বৌদ্ধমঠ ও প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশী আক্রমণেব সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইযা যায কিন্তু পাশাপাশি হিন্দুধর্মকে সমাজ বাঁচাইযা বাখে।[৩০৬] বর্ণাশ্রম প্রথা যাহা হিন্দুধর্মেব কাঠামোবিশেষ তাহাব মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চবর্ণেব ব্যক্তিগণ অর্থাৎ পুবোহিত শ্রেণীবা একাধাবে গার্হস্থ্যধর্ম পালন কবিতেন ও সমাজ পবিচালনাও কবিতেন। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মেব ক্ষেত্রে দেখা গিযাছে সংঘেব কোনবূপ নিযমকানুন ছিল না সমাজকে পবিচালনা কবাব বা উপাসকদিগকে শাস্তিবিধান কবাব। যাবতীয নিযম-কানুন ও শাস্তিবিধানেব ধাবা কেবলমাত্র সংঘেব সদস্যদিগেব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হিউযেন সাঙ লিখিযাছেন যে বৌদ্ধ উপাসকগণ হিন্দুদিগেব জাতি-ভেদ প্রথাব সামাজিক নিযম মানিযা চলিতেন।[৩০৭] অপবদিকে, আচার্য উদযন দাবী কবিযাছেন যে বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগেবই আচাব-আচবণ, বীতিনীতি গ্রহণ কবিযাছিলেন এবং তাঁহাব মতে এমন কোন ব্রাহ্মণ্যধর্মেব আচাব-আচবণ, বীতিনীতি, শাস্ত্র বা দর্শন নাই যাহা বেদবহির্ভূত।[৩০৮] এবিষযে ডঃ বমেশচন্দ্র মিত্রমহাশযও বলিযাছেন "Buddhism never cut itself asunder from the parent stalk of Brahmanism"।[৩০৯] তিনি পুনবায মন্তব্য কবিযাছেন যে বৌদ্ধসংঘেব ধর্মসংক্রান্ত নিযমপ্রণালী ব্রাহ্মণ্যধর্মেব বর্ণাশ্রমেব মধ্যে চতুর্থ আশ্রমেব অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসীদিগেব জীবনপ্রণালীই গ্রহণ কবিযাছে।[৩১০] ডঃ বাধাকৃষ্ণণেব উক্তি এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয। তিনি বলিযাছেন—"The Buddha did not feel that he was announcing a new religion He was born, grew up, and died a Hindu He was restating with a new emphasis the ancient ideals of the Indo-Aryan civilisation."[৩১১] অপবদিকে উমেশ মিত্র মহাশয মন্তব্য কবিযাছেন যে "both the rise and the decline of Buddhism began almost simultaneously"[৩১২]

যাহা হউক, উপবোক্ত বর্ণনাগুলি হইতে উপসংহাবে ইহা নির্দ্বিধায বলা যায যে ভাবতবর্ষে বৌদ্ধধর্মেব ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটিযা পবিশেষে

অবনতি বা বিকৃতির জন্যই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ] হইতে নির্বাসিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কারণ কেবলমাত্র বিকৃতি মৈত্রীমূলক সদ্ধর্মকে কখনই ইহার যথার্থ গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।[৩১৩] বস্তুতঃ "আর্য সভ্যতার বিশাল বক্ষ হইতে যে ধর্ম তরঙ্গ পর্বত সমান উত্থিত হইয়াছিল সেই তরঙ্গ উক্ত সভ্যতার সহিতই বিলীন হইয়াছে। বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক সাধনামূলক ধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, উহা নিখিল ভারতের চিরন্তন উদার ধর্ম মধ্যে স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তায় মিশাইয়া দিয়াছিল"।[৩১৪] ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ উড়িষ্যায় এখনও এই ধর্মের অস্তিত্ব রহিয়াছে।[৩১৫] Eliot সাহেবের রচনা হইতে জানা যায় কটক জেলার বরম্বা, তিগরিয়া ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলের শরকজাতিগণ নিজেদের বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহার মতে 'শরক' কথাটির উৎপত্তি 'শ্রাবক' হইতে এবং সম্ভবতঃ শরকগণ প্রাচীন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁহারা এক স্বতন্ত্র হিন্দু সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হয়। ইহাদিগের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে কোন সুস্পষ্টবোধ নাই কিন্তু ইহারা বৎসরে একবার বুদ্ধদেব যাহা 'চতুর্ভুজ' নামে পরিচিত, উক্ত দেবতার আরাধনার নিমিত্তে উড়িষ্যার খণ্ডগিরির একটি গুহায় সমবেত হয়।[৩১৬] শ্রী শরৎকুমার রায় উল্লেখ করিয়াছেন যে "অহিংসা পরম ধর্ম"— শীলটির দ্বারা তাঁহাদিগের সর্বপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানের সূচনা হয়।[৩১৭] ইহা ব্যতীত, পুরীর জগন্নাথদেবেরমন্দিরকেও ইঁহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। Eliot সাহেবের আলোচনা হইতে অনুমান করা যায় যে পুরীর মন্দির হয়ত বা একদা বৌদ্ধমন্দির ছিল।[৩১৮] উপরন্তু, শ্রীশরৎকুমার রায় উল্লেখ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে যথা—খররোনা, বলেরপুর গ্রাম, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাদিপুর, শিলাগুড়ি, জয়তারা, বাঁশফুলি, বিলকান্দি ও হাড়জুড়িতে হন্দ, রক্ষিত, দত্ত, প্রামাণিক, সিংহ, দাস ইত্যাদি উপাধিযুক্ত শরাকজাতীয় বসবাসকারী ব্যক্তিরা পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা মাছ মাংস খান না, সুরাপানও করেন না। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহাদিগের সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে—"ইহারা পূর্বে বৌদ্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই"।[৩১৯]

সর্বশেষে উল্লেখ করা যায় যে বৌদ্ধধর্ম মূল ভারতভূমিতেই গ্রথিত হইয়া

কালক্ষেপে নবনব আকাব ধাবণ কবিযা বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ কবিয়াছিল। এবিষযে Dr Joshi মন্তব্য কবিযাছেন—"Buddhism is a truely universal Religion"[৩২০] এবং তাঁহাব মতে উক্ত সর্বজনীনতাব জন্যই বৌদ্ধধর্ম ভাবতবর্ষেব বাহিবে যথা—সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কোবিযা, তিব্বত, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তাবলাভ কবিযাছে।

পাদটীকা

১। DB p 1
২। Hand B, Vol II p. 107 , DB p 5
৩। DB p. 20
৪। Ibid
৫। Ibid
৬। Ibid
৭। Si-yu-ki, Vol IV p. 195
৮। Gil, MSS Vol I, Introduction
৯। DB pp 20-21
১০। Chavannes p 46
১১। বাজ, ৪র্থ, ৩ , তুলঃ DB p 21
১২। ঐ
১৩। DH p 22
১৪। Ibid
১৫। Ibid p 23
১৬। Ibid
১৭। বাজ, ৭ম, পৃঃ ১০৯৫-৯৮
১৮। IHQ, 1941 p 223 ff.

১৯। দ্রঃ Nanjio Catalogue p. 456 ; তুল ঃ DB pp. 24-25
২০। HMSIL pp. 123, 131, 134-35, 142
২১। DB p. 26
২২। Ibid
২৩। Ayeen-i-Akbari, Vol III p 212 , DB p. 26
২৪। Ibid , Ibid
২৫। Gil MSS, Vol I p. 12 , MIB p 117 , DB p. 28
২৬। পূর্বেই উল্লিখিত
২৭। Watters, Vol I p. 269
২৮। H and B Vol II p. 109 ; DB p. 28
২৯। DB p. 29
৩০। Ibid p. 30
৩১। Ibid
৩২। Ibid
৩৩। Ibid
৩৪। চাচ্‌নামা গ্রন্থখানি ১২১৬ খৃষ্টাব্দে পার্শীভাষায় অনূদিত হইয়াছিল
৩৫। DB p 33
৩৬। Ibid p, 34
৩৭। Ibid
৩৮। Bulletin of the SOS, Vol XII p. 626
৩৯। Schiefner p. 221 ; তুল ঃ DB p. 34
৪০। IHQ, Sept., 1927 p. 586-87
৪১। DHNI Vol I p 24
৪২। Ibid
৪৩। FNSI p. 146
৪৪। IA, 1888 p. 309
৪৫। HI Vol II p. 465
৪৬। DB p. 37
৪৭। HSBBS pp. 296-302

৪৮। AG p. 230

৪৯। Takakusu p. 177

৫০। DB p 39

৫১। তুলঃ IPLS

৫২। DB p 39

৫৩। Ibid

৫৪। Ibid p 40

৫৫। Ibid

৫৬। Ibid p 44

৫৭। MSIL p 149

৫৮। DB p 48

৫৯। EI Vol XX p. 23

৬০। Chavannes p 82

৬১। বা বৌদ্ধ পৃঃ ৪৬

৬২। DB p. 50

৬৩। Ibid

৬৪। Ibid

৬৫। Chvaannes p 100

৬৬। DB p. 51

৬৭। Ibid p 52

৬৮। Khālimpur Copper plate Inscription of Dharmapāla-deva

৬৯। DB p 52

৭০। Ibid

৭১। JRASB. 1949 p 101

৭২। DB p 56

৭৩। প্রা বাং পৃঃ ৩১

৭৪। DB p 56

৭৫। Ibid pp 58-59

৭৬। The Indian Buddhist Iconography

৭৭। EI Vol XIX p. 97

৭৮। TB p 115 ; DB p. 64

৭৯। Bouddhisme, opinion sur l'histoire de la dogmatique p 397, তুল: DB p. 65

৮০। DB p. 78 Tabkat-i-nāsiri

৮১। P. 552, তুল: HI Vol II p. 306

৮২। DB p. 80

৮৩। Ibid

৮৪। DB p 80

৮৫। Sehiefner p. 255

৮৬। Ibid

৮৭। Ed Nizamuddin p 50

৮৮। DB p 82, H. Ben. Vol I p. 578

৮৯। Ibid

৯০। IHQ, 1933 p. 288

৯১। DB p 83

৯২। Ibid

৯৩। Ibid, Cat of Sans. MSS, ASB, Vol I p 117

৯৪। Dacca Review, 1920-21 p 175; তুল: H Ben Vol I p. 418 f. n 9

৯৫। DB p 84

৯৬। IHQ, 1937 p 597

৯৭। DB p 84

৯৮। R du T p 163

৯৯। বাংলা ই পৃঃ ৫৮

১০০। তাঁহার মৃত্যুকাল ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ দ্রঃ DB p. 84

১০১। Proceedings of JRASB, 1895 p. 55

১০২। প্রা বাং পৃঃ ৪০

১০৩। BCLV I p. 75

১০৪। Ibid; তুল: DB p. 85

১০৫। DB pp. 85-86

১০৬। Report of the Sixth Oriental Conference p. 370

১০৭। DB p. 86

১০৮। Pro. of ASB, 1894 p. 135, JASB, 1894 pp. 55-61, 65-68

১০৯। DB p 87

১১০। JRASB VIII pp 99-135, Article on 'Is the cult of Dharma a living relic of Buddhism in Bengal?, BCLVI

১১১। DB p 88

১১২। Ibid pp 88-89

১১৩। Ibid p 89, JRASB XV, 1949 p 101

১১৪। Census Report of India Vol V 1931 p 404

১১৫। DB p. 89

১১৬। Beal-Hiuen Tsang Vol II p 195

১১৭। IHQ, Vol III p. 750

১১৮। HA p 26

১১৯। DB p 90

১২০। EI Vol XXIII p. 115

১২১। DB p 96

১২২। EI Vol XV p 1

১২৩। JB ORS XV pp 87-91

১২৪। DB pp 97-98

১২৫। A S R of Mayurbhanj, Vol I p LXXVII

১২৬। অভিনিষ্ক্রমণসূত্র

২২৭। DB p 98

১২৮। পাগ-সাম-জোঙ-জাং গ্রন্থটিতে উক্ত বাজাকে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলা হইযাছে

১২৯। DB p. 99

১৩০। Ibid

১৩১। Ibid

১৩২। IGI Vol XX p 410

১৩৩। DB pp. 100-101

১৩৪। Ibid p 103

১৩৫। Chavannes p 144

১৩৬। BEFEO Vol II p. 256-59

১৩৭। DB p. 104

১৩৮। JA, 1934 p 212

১৩৯। Obermiller, Vol II p 184

১৪০। DB p 104

১৪১। HK Vol I p, 460

১৪২। HI Vol I p 68

১৪৩। Memoirs ASI vol XXVI pp 5-6

১৪৪। IA XIII p 134

১৪৫। বৃহৎকথাকোষ ,সূচনা পৃঃ ৯৯ ও ১৯৯

১৪৬। IA XVIII p. 270

১৪৭। Cholas Vol II Pt II p 485

১৪৮। HIIA p. 119

১৪৯। DB p 110

১৫০। Ibid p 124

১৫১। H and B' Vol II p 207

১৫২। মাধবের শংকরদিগ্বিজয় , তুলঃ JRAS, 1898 p 208 ; H and B Vol II p. 207 , DB p 128

১৫৩। DB p. 128 ; SBCI p. 312

১৫৪। বৃ ও বৌ পৃঃ ১৭৪

১৫৫। HK Vol I p 453 f n. 1 ,

১৫৬। BK p 179

১৫৭। Obermiller, Vol II p 152 ; Schiefner p. 177

১৫৮। SBCI p 313

১৫৯। দ্রঃ Tantravārtika Vol I Intro pp VI-VII

১৬০। HD, Vol II p 721, Vol II p. 841

১৬১। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সম্মানার্থে কালাদিতে একটি বৃহৎ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও তাঁহার জন্মস্থানের নাম 'চিদাম্বরাই' বলিয়া উল্লিখিত। দ্রঃ H and B, Vol II p 207, f n. 3

১৬২। H and B Vol II p 208

১৬৩। Wassilieff p 67

১৬৪। Le Nepal Vol II p 96

১৬৫। শংকর, ১ম, পৃঃ ৯৩

১৬৬। ব্রহ্মসূত্র-শংকরভাষ্য, ২য়, ২, ৩২

১৬৭। IP Vol II p 468, তুলঃ গৌড়পাদ, ৪র্থ কারিকা, ৯৯

১৬৮। HIP p 423-24

১৬৯। DB p. 129

১৭০। Memoirs ASI Vol XXVI p 5

১৭১। DB p 130

১৭২। JBBRAS Vol XVIII p 95

১৭৩। JMS,1918, p 151

১৭৪। Ibid p. 298

১৭৫। H and B Vol II p. 211

১৭৬। উত্তর খন্ড, ২৩৬ অধ্যায়

১৭৭। DB p 130

১৭৮। H and B Vol II p 211, বৃ ও বৌ পৃঃ ১৭৪, SBCI p. 313

১৭৯। বৌদ্ধ পৃঃ ২১৫

১৮০। SBCI p. 314

১৮১। MIB p 118, Schiefner p 81

১৮২। বৃ ও বৌ পৃঃ ১৬৯

১৮৩। দিব্যা পৃঃ ৪৩৪

১৮৪। Vogoges des Pilerins Bouddhistes trad par Stanislaus Julien, Vol II p 6

১৮৫। বু ও বৌ পৃঃ ১৬৯-৭০
১৮৬। DB p. 125
১৮৭। PHAI p 349
১৮৮। DB p 126, বু ও বৌ পৃঃ ১৭০
১৮৯। SBCI p. 320
১৯০। বাজ, ১ম, পৃঃ ২৮৯
১৯১। তদেব, পৃঃ ৩০৫-৩০৭
১৯২। SBCI p. 320
১৯৩। Watters, Vol I p. 288-89
১৯৪। বাজ, ১ম, পৃঃ ৩০৯-১০
১৯৫। SBCI p 321
১৯৬। Watters, Vol I p 290
১৯৭। DB p. 128, SBCI p. 321
১৯৮। SBCI p. 321
১৯৯। CB p. 99
২০০। SBCI p 321
২০১। H Ben, Vol I p 67
২০২। হর্ষ পৃঃ ৩২১
২০৩। Watters Vol II pp. 48, 111, 115
২০৪। DB p 126
২০৫। Ibid pp. 126-27
২০৬। DB p. 127, তুল : G and B, Vol II p. 12
২০৭। বু ও বৌ পৃঃ ১৭১, SBCI p. 322
২০৮। বৌদ্ধ পৃঃ ২১৪
২০৯। বু ও বৌ পৃঃ ১৭২
২১০। DB p. 148
২১১। বু ও বৌ পৃঃ ১৭২
২১২। DB p. 149
২১৩। H and B Vol II pp 112-13
২১৪। DB p 148

২১৫। Ibid

২১৬। বৌদ্ধ, পৃঃ ২১৬

২১৭। বোধি, ৩য়, নং ২ পৃঃ ১১

২১৮। ঐ

২১৯। ঐ

২২০। Āl-Koran 2 : 212

২২১। Ibid, 4 : 56

২২২। Ibid, 4 : 78

২২৩। 'শাশ্বতবঙ্গ' পৃঃ ৯৬

২২৪। বোধি, ৩য়, নং ২ পৃঃ ১২

২২৫। Āl-Koran 2 : 256

২২৬। Ibid 2 : 190 তুলঃ বোধি, ৩য়, নং ২ পৃঃ ১৩

২২৭। DB p 149

২২৮। বৌদ্ধ পৃঃ ২১৭

২২৯। বিনয়, ১ম, ১০, মজ্ঝিম, কোসাম্বি সুত্ত; ধম্ম অট্‌ঠ, কোসাম্বিবথু

২৩০। ঐ

২৩১। BSI p 38

২৩২। Ibid p. 39

২৩৩। যাঁহারা ইচ্ছা করিতেন তাঁহারা কঠোরতর ধুতাঙ্গ নিয়মের অভ্যাস করিতে পারিতেন।

২৩৪। বিনয়, ২য়, ৭ম অধ্যায়

২৩৫। BSI p 39, এস্থলে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের উক্তি বর্ণনা করা যায় যিনি কর্ণসুবর্ণে দেবদত্ত সম্প্রদায়ের তিনটি বৌদ্ধবিহারের অবস্থানের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্রঃ BSI p 38 f.n 1.

২৩৬। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

২৩৭। মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত, দীঘ, ১ম, পৃঃ ৬-৭৭; তুলঃ BSI p 37

২৩৮। BSI p 37

২৩৯। বা বৌ পৃঃ ৩৭

২৪০। BSI p. 42
২৪১। "অপি চ যথেব মযা ভগবতো সম্মুখা সুতং, সম্মুখা পটিগ্গহিতং তথেবাহং ধারেস্সামীতি"—চুল্লবগ্গপালি পৃঃ ৪১২
২৪২। SBCI p. 44
২৪৩। Ibid p. 309
২৪৪। H and B Vol II p 6
২৪৫। It-sing p. 18
২৪৬। বৌদ্ধ পৃঃ ২০৭
২৪৭। ঐ
২৪৮। ঐ
২৪৯। ঐ
২৫০। দ্রঃ 'নাবাযণ' পত্রিকা তুল ঃ বৌদ্ধ পৃ ঃ ২০৭
২৫১। Watters Vol II p. 252
২৫২। Ibid Vol III p. 12
২৫৩। Chachnāmā ed. Eliot and Dowson p. 147
২৫৪। SBCI p. 309
২৫৫। Ibid
২৫৬। Ibid pp 309-10
২৫৭। বৌদ্ধ পৃঃ ২০৮
২৫৮। DB p. 139
২৫৯। Face of Lotus Sūtra, BEFEO Vol V pp 296-99; Cat of Nhnjio p 465 তুলঃ DB pp. 139-40
২৬০। HIL Vol II p 331, তুলঃ DB p. 140
২৬১। Obermiller Vol II p 171 ff
২৬২। DB p 143
২৬৩। Ibid
২৬৪। বিনয, ২য পৃঃ ৩৭৬
২৬৫। DB p 139
২৬৬। বৌদ্ধ পৃঃ ২০৯
২৬৭। ঐ
২৬৮। ঐ

২৬৯। ঐ পৃঃ ২১১

২৭০। ঐ

২৭১। বৃ ও বৌ পৃঃ ১৭৩

২৭২। ঐ

২৭৩। পৃঃ ২১৫

২৭৪। DB p 129

২৭৫। IP Vol II p 464

২৭৬। Ibid Vol I p 609, SBCI p. 316

২৭৭। বৌদ্ধ পৃঃ ২১৫

২৭৮। SBCI p 316

২৭৯। HB p 397, 414 ff.

২৮০। Schiefner Ch XXVIII, তুলঃ H and B Vol II p. 111

২৮১। SBCI pp. 316-17

২৮২। মৎস্য কুর্মো ববাহশ্চ নারসিংহো'থ বামনঃ। বামো বামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী ইতি চ ক্রমাৎ ॥—মৎস্যপুরাণ, ২৮৫,৬-৭ দ্রঃ MASI Vol XXVI no 26 p 5

২৮৩। DB p 137

২৮৪। গীতগোবিন্দ, ১ম, ৯

২৮৫। DB p. 137

২৮৬। MASI Vol XXVI no 26 p. 5

২৮৭। আনন্দ আশ্রম প্রণীত

২৮৮। SBCI p 318

২৮৯। Ibid

২৯০। Ibid

২৯১। CHI Vol I p 587

২৯২। DB p 138

২৯৩। SBCI p. 318

২৯৪। EHI p 368

২৯৫। IP Vol I p. 609

২৯৬। PHBP p 19

২৯৭। AMV III pp. 420-21
২৯৮। CH India Vol IV pp. 47-78
২৯৯। DB pp. 150-55
৩০০। Le Nepal Vol II p 317
৩০১। SBCI p 322
৩০২। Ibid
৩০৩। N. N. Basu 'Modern Buddhism', ASM, 1911, Vol. I pp CV-CCIXIII ; BCLV part I pp. 75-87 , CH India Vol IV pp. 273-99
৩০৪। SBCI p 427 f n 147
৩০৫। Ibid p. 323
৩০৬। দ্রঃ Dr N Dutt's article on 'Buddha Jayanti Souvenir p 97
৩০৭। SBCI p. 323
৩০৮। Ibid
৩০৯। Ibid p 303
৩১০। আত্মতত্ত্ববিবেক (চণ্ডিবাম শাস্ত্রী সম্পাদিত) পৃঃ ৪১৭
৩১১। DB pp. 149-51
৩১২। Ibid p. 151
৩১৩। 2500 years, Foreword pp. IX, XIII
৩১৪। JGJRI Vol IX pt. 1, 1951 pp 111-22
৩১৫। বৌদ্ধ পৃঃ ২১১
৩১৬। ঐ পৃঃ ২১৫
৩১৭। ঐ পৃঃ ২১৭ ; H and B Vol II p. 114
৩১৮। H and B Vol II p. 114
৩১৯। বৌদ্ধ পৃঃ ২১৮
৩২০। H and B Vol II p. 114

দ্বিতীয় ভাগ

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—বহির্বিশ্বে

দ্বিতীয় ভাগ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—বহির্বিশ্বে

সূচনা

সকল ধর্ম তাহা যত মহান্ হোক না কেন, কতকগুলি অনুকূল বাহ্য কারণের দ্বারাই বিস্তারলাভ করিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই। বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসারলাভ করিয়াছিল কিন্তু পৃষ্ঠপোষক নৃপতিগণ ঠিক ততখানি শক্তিমান ছিলেন না যে তাঁহারা স্ব স্ব নাতিবৃহৎ রাজ্যের বাহিরে বৌদ্ধধর্মকে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁহার পরাক্রমশালী পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত ও পিতা বিন্দুসারের অর্জিত সুবিস্তৃত রাজ্য লাভ করিয়া উক্ত কার্য করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াই উক্ত ধর্মকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে ও বহির্বিশ্বে প্রচার করিতে উদ্যোগী হন এবং বলা বাহুল্য মৈত্রীমূলক বৌদ্ধধর্ম তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে অন্যতম ধর্মরূপে প্রতিপন্ন হয়। সেই কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মহামহিম সম্রাট অশোকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

যাহা হউক, অশোকের রাজত্বকালের অনুশাসন লিপিগুলি পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায় যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াই ধর্মযাজকরূপে তিনি সর্বপ্রযত্নে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে রত হন। সিংহলী ইতিবৃত্ত দীপবংস ও মহাবংসে উক্ত রহিয়াছে যে তাঁহার সময়কালেই তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতি আহ্বান করা হয় এবং সংগীতির পরিসমাপ্তির পর সভাপতি মহামোগ্গলিপুত্ত তিস্সের পরামর্শ-মত নয়টি বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নয়টি স্থানে ধর্মদূত প্রেরণ করেন,[১] যথা—কাশ্মীর-গন্ধার (কাশ্মীর অঞ্চল), মহিসমণ্ডল বা মহিংসক-মণ্ডল (মহীশূর), বনবাস (সম্ভবতঃ রাজপুতানা), অপরন্তক (পশ্চিম পাঞ্জাব), মহারাষ্ট্র, যোনক (ব্যাকট্রিয়া ও গ্রীকরাজ্যসমূহ), হিমবন্ত বা চীন (মধ্য হিমালয়), সুবর্ণভূমি (নিম্ন ব্রহ্মদেশ) ও সিংহল দ্বীপে (শ্রীলংকা)। তাঁহার অপরাপর অনুশাসনগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে চোলদেশে

(মাদ্রাজ), পাণ্ড্য (মাদুবাই), সত্যপুবা (সাতপুবা পর্বতশ্রেণী), কেবল (ত্রিবাংকুব), সিবিযাব গ্রীকবাজ এণ্টিযোকাসেব বাজ্যেও তাঁহাব অভিপ্রায অনুযাযী বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হইযাছিল। ইহা ব্যতীত, সমগ্র ভাবতবর্ষ ও আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, দক্ষিণ হিন্দুকুশ প্রভৃতি বাজ্য সম্রাট অশোকেব সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।[২] তাঁহাব ধর্মদূতগণ মিশব, এপিবস, মেসিডন ও সিবিণেব গ্রীক নৃপতিগণের নিকটেও গমন কবিযাছিলেন।[৩] বস্তুতঃ সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মেব পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃতিব জন্য তাঁহাব সর্বস্ব সমর্পণ কবিযাছিলেন। তিনি পুত্র মহেন্দ্র (মহিন্দ) ও দুহিতা সংঘমিত্রাকেও ধর্মপ্রচাবেব উদ্দেশ্যে সিংহলদ্বীপে প্রেবণ কবিযাছিলেন।[৪] কেবলমাত্র সিংহলবাজ তিস্সই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবেন নাই সিংহল বাজকুমাবী অনুলাও সংঘমিত্রাব নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিযা বৌদ্ধ ভিক্ষুনী হইযাছিলেন। বস্তুতঃ, এশিযা, ইউবোপ ও আফ্রিকা—তিনটি মহাদেশেই অশোক প্রেবিত ধর্মপ্রচাবকগণ গমন কবিযাছিলেন।

বর্তমানে আলোচনাব সুবিধার্থে বহির্বিশ্বে বৌদ্ধধর্মেব বিস্তাবেব ইতিহাসকে প্রধানতঃ দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ কবা যায। যথা—(ক) দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিযাব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস ও (খ) উত্তব ও উত্তবপূর্ব এশিয ব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বৌদ্ধধর্ম যেবূপ দক্ষিণে সিংহল (শ্রীলংকা), ব্রহ্মদেশ (মাযনমাব), শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), কাম্বোডিযা (কামপুচিযা), চম্পা (ভিযেতনাম), ইন্দোনেশিযা (জাভা, সুমাত্রা, বালি, বোর্ণিও) ইত্যাদি স্থানে ছডাইযা পডিযাছে তদ্রূপ, উত্তবে অর্থাৎ মধ্য এশিযা (কাশগড, কুছ, টাবফান, খোটান), তিব্বত, চীন, কোবিযা, জাপান, মঙ্গোলিয়াতেও প্রভূত বিস্তৃতিলাভ কবিযাছে। বর্তমানে যে দুইটি প্রধান অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মেব বিস্তৃতি ঘটে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কবা হইতেছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিযা বলিতে একটি বিস্তৃত অঞ্চল বুঝায। ইহাব মধ্যে প্রধানতঃ সিংহলদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোডিযা, চম্পা, লাওস ও ইন্দোনেশিযাব দ্বীপপুঞ্জগুলিতে বৌদ্ধধর্মেব বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা যায।

সিংহলে (শ্রীলংকায়) বৌদ্ধধর্ম

সিংহলী ঐতিহ্যানুযায়ী বৌদ্ধধর্ম সিংহলদ্বীপে প্রথম প্রবর্তন করেন স্থবির (মহেন্দ্র) খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। উক্ত সময়ে সিংহল দ্বীপের রাজা ছিলেন মুটসিবের দ্বিতীয় পুত্র দেবানংপিয়তিস্স।[৫] সিংহলের অনুরাধপুরের নিকটবর্তী মিস্সক পর্বতে (বর্তমান মিহিনতালে) মহিন্দের সহিত সিংহলের রাজা দেবানংপিয়তিস্সের প্রথম সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি আখ্যানগুলিতে সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে। কথিত আছে মহিন্দ রাজার জ্ঞানরেত্তার পরিচয় পাইয়া 'চূলহত্থিপদোপম সুত্ত'[৬] দেশনা করিয়াছিলেন এবং উক্ত দেশনাই শ্রবণ করিয়া রাজা স্বয়ং তাঁহার অনুচরবৃন্দসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৭] উপরন্তু ইহাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে মহিন্দের সহিত অপর ছয়জন স্থবির যথা—ইথিয়, উত্তিয়, সম্বল, ভদ্দসাল, সংঘমিত্রার পুত্র শ্রমণ সুমন ও উপাসক ভন্ডুকও সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।[৮] ইহার পর স্থবির মহিন্দ দেবানংপিয়তিস্স রাজার অনুরোধে অনুরাধপুরে গমন করেন। ইহা জানা যায় যে তাঁহার দেশনায় মুগ্ধ হইয়া তথাকার অসংখ্য ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। রাজা দেবানংপিয়তিস্স অনুরাধপুরের দক্ষিণে মহামেঘবনে বিহার নির্মাণ করাইয়া ভিক্ষুদিগের বসবাসের জন্য দান করেন। দীপবংসের বর্ণনানুযায়ী[৯] উক্ত 'মহামেঘবন মহাবিহার' সিংহলদেশের প্রথম বৌদ্ধবিহাররূপে খ্যাতিলাভ করে এবং ইহাই পরবর্তীকালে 'মহাবিহার' সম্প্রদায়রূপে সুপ্রসিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ, সিংহলের মহাবিহার পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। ইহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে 'the great centre of Buddhist culture and learning in the island, the stronghold of the Theravāda'।[১০] মহিন্দ তথায় ছাব্বিশ দিন অবস্থান করিয়া যথাক্রমে, অগ্গিক্খন্ধোপম সুত্ত[১১], পেতবত্থু, বিমানবত্থু,[১২] সচ্চসংযুত্ত,[১৩] দেবদত্ত সুত্ত,[১৪] বালপণ্ডিত সুত্ত,[১৫] ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত[১৬] ইত্যাদি দেশনার দ্বারা অসংখ্য ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। ইহা ব্যতীত, উক্ত রাজার সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধের পবিত্র চিতাভস্ম, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র, বিভিন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র ও বোধিবৃক্ষের শাখার আনয়ন সিংহল দ্বীপের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনাবিশেষ। সিংহলদেশের রাজকুমারী অনুলার থেরী সংঘমিত্রার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণের দ্বারা সিংহলে ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠাও অপর স্মরণীয় ঘটনা এবং উহা সংঘটিত হয় উক্ত রাজার সময়-

কালেই। যাহা হউক, ইহা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যায় যে মহিন্দের ধর্ম-প্রচারের পূর্বে সিংহলদ্বীপে কোন সুসংবদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না।[১৭] বস্তুতঃ বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ যাহার নিম্নে ভগবান্ বুদ্ধ সম্যক্সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটি শাখাই সিংহল দ্বীপে লইয়া গিয়া 'মহামেঘ-বনে' রোপণ করা হইয়াছিল। বর্তমান যুগেও লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী-দিগের নিকটে উক্ত বৃক্ষটি একটি বিশিষ্ট শ্রদ্ধার বস্তু। ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন 'up to this date it flourishes as one of the most sacred objects of veneration and worship for millions of Buddhists'।[১৮] উপরন্তু বলা যায় ইহা ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে সুসম্পর্কের ইঙ্গিতবাহী। পরবর্তীকালে উক্ত বৃক্ষের চারা অনুরাধপুরের পার্শ্ববর্তী স্থানে যথা—উত্তরে তিবক্ক গ্রামে ও জম্বুকোলপট্টনতে, দক্ষিণে কাজরগ্রামে (বা কটরগ্রামে) ও চন্দনগ্রামে রোপণ করা হইয়াছিল এবং পুনরায় বত্রিশটি চারা সমগ্র সিংহলদ্বীপেই বিতরণ করা হইয়াছিল।[১৯] বর্তমানে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম জাতীয় ধর্মরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। এবিষয়ে Rev. Walpolo Rahula-র মন্তব্য অত্যন্ত বিষয়োপযোগী—'Mahinda's arrival in Ceylon can be regarded as the beginning of Sinhalese culture. He brought to Lankā not only a new religion but also a whole civilisation then at the height of its glory.'।[২০]

দেবানংপিয়তিস্স রাজার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী উত্তিয় সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং উত্তিয়ের রাজত্বকালের অষ্টমবর্ষে মহিন্দের এবং নবমবর্ষে সংঘমিত্রার পরিনির্বাণ ঘটে।[২১] কথিত আছে, রাজা উত্তিয় তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁহাদিগের চিতাভস্মের উপর স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[২২] উত্তিয়ের পরবর্তীকালে সিংহলদ্বীপ তামিল আক্রমণকারীদিগের হস্তে চলিয়া যায়। রোহণের কাকবণ্ণ তিস্সের পুত্র দুট্ঠগামনী তামিল আক্রমণকারীকে যুদ্ধে পরাস্ত ও হত্যা করিয়া পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুট্ঠগামনী (১০১-৭৭ খৃষ্টপূর্ব) সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। দুট্ঠগামনী স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাবংসে উক্ত রহিয়াছে যে বিদেশী রাষ্ট্র

হইতে বহু বৌদ্ধভিক্ষু দুট্ঠগামনী রাজার সময়ে মহাস্তুপের (রুবনবালিয়ের) ভিত্তি স্থাপনের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে সিংহল একসময়ে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল।[২৩] বলা বাহুল্য, বৌদ্ধধর্মকে বেষ্টন করিয়াই সিংহলদেশে শিল্প, সাহিত্য ও অন্যান্য সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

দুট্ঠগামনীর পরবর্তী রাজা ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদ্ধাতিস্স (খৃঃ পূঃ ৭৭-৫৯ অব্দ)। সদ্ধাতিস্সের রাজত্বকালের অষ্টমবর্ষে বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়। বিহারগুলির মধ্যে অনুরাধপুরের দক্ষিণগিরি-বিহার সিংহলের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।[২৪]

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা হইলেন বট্টগামনী অভয়।[২৫] ইনি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিংহলের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ইনি সকল নৃপতিগণের মধ্যে অগ্রগণ্যরূপে বর্ণিত। দীপবংস ও মহাবংস অনুসারে সমগ্র ত্রিপিটক সাহিত্য ও উহার অর্থকথাগুলির লিখিতরূপ দেওয়া হয় খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর কয়েক দশক পূর্বে যাহা বট্টগামনী অভয়ের রাজত্বকালেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা হয়।[২৬] কথিত আছে, আচার্যশিষ্যের পরম্পরায় রক্ষিত বুদ্ধবচনের লিখিতরূপ দিবার জন্য একটি সংগীতি আহ্বান করা হয় যাহাতে যথার্থ বুদ্ধবচনের কোনরূপ বিকৃতি না ঘটে।[২৭] অতঃপর সিংহল সংঘের তৎপরতায় পাঁচশতজন যোগ্য ভিক্ষু গাতল নামক স্থানের 'আলুবিহারে' সমবেত হইয়া সমগ্র বুদ্ধবচন আবৃত্তি করেন এবং এগুলির লিখিতরূপও সংকলিত হয়। উক্ত সংগীতিতে বিনয়পিটকের সর্বশেষ গ্রন্থ 'পরিবারপাঠ' যাহা সিংহলবাসী স্থবির 'দীপে'র দ্বারা রচিত হইয়াছিল তাহা ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইরূপে সমগ্র পালি বা স্থবিরবাদী ত্রিপিটক সাহিত্য যাহা বর্তমানে সুলভ তাহা সিংহলবাসী ভিক্ষু-দিগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত, সিংহলদেশীয় উপাদানগুলিতে বর্ণিত রহিয়াছে যে রাজা বট্টগামনী অভয় 'অভয়গিরি' নামক একটি বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন।[২৮] কথিত আছে, উক্ত অভয়গিরিবাসীদিগের সহিত মহাবিহারবাসী ভিক্ষুদিগের সংঘাত বাঁধিয়াছিল। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং বলিয়াছেন যে মহাবিহারবাসীদের ন্যায় অভয়গিরিবাসীরা থেরবাদী বা স্থবিরবাদী বৌদ্ধধর্মেরই একটি শাখাবিশেষ।

অভয়গিরিবাসী সম্প্রদায়ের শাস্ত্র মহাবিহারবাসীদেরই অনুরূপ ছিল কিন্তু বিনয়পিটকের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। উপরন্তু দুইটি সম্প্রদায়ের ভাবধারা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।[২৯] ইহা কথিত আছে যে ভারতবর্ষের বজ্জিপুত্ত সম্প্রদায়ের আচার্য ধম্মরুচির শিষ্যবর্গ সিংহলদ্বীপে আসিয়া অভয়গিরিবিহারে বসবাস করিতেন। অভয়গিরির ভিক্ষুগণও বজ্জিপুত্তক সম্প্রদায়ের উদারপন্থী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা ধম্মরুচিক নামে পরিচিত হন।[৩০] বস্তুতঃ উক্তদেশের রাজন্যবর্গ মহাবিহার এবং অভয়গিরিবিহার—উভয় সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইহার ফলে, সিংহলদেশের সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির অশেষ উন্নতি সাধিত হয়। পুনরায়, পরবর্তীকালের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভেদের সূত্রপাত হইয়া চারিটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে তাঁহারা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।[৩১] উক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কেবলমাত্র মহাবিহারবাসীগণের মধ্যেই রক্ষণশীল বৌদ্ধধর্ম সংরক্ষিত হইতে দেখা যায়।[৩২] মহাবংসে সিংহলদেশের সংঘভেদ সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে অতি অল্প। কিন্তু নিকায়সংগ্রহ[৩৩] নামক একখানি ধর্মীয় ইতিহাসে যাহা ১৩৯৫ অব্দে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সংঘভেদ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তৃতীয় শতাব্দীর রাজা বোহারিক তিস্সের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তাঁহার সময়ে 'বৈতুল্যবাদ'[৩৪] নামক একটি সম্প্রদায়ের সিংহলে উদ্ভব হয়। কথিত আছে, রাজা লোহারিকতিস্স যিনি মহাবিহারবাসীদের সমর্থক ছিলেন, তিনি এবং অপরাপর অভয়গিরি বিহারবাসী ভিক্ষুগণ বৈতুল্যবাদকে অবদমিত করিয়া রক্ষণশীল বৌদ্ধধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।[৩৫]

পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দীতে সিংহলদ্বীপের রাজা হন গোঠাভয়। কথিত আছে, গোঠাভয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বৈতুল্যবাদীদের দমন করিতে সক্ষম হন। গোঠাভয় বৈতুল্যবাদী বা বেতুল্যবাদীদের গ্রন্থাদি অগ্নিতে প্রজ্বলিত করেন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের আচার্যদিগকে সিংহলদ্বীপ হইতে নির্বাসিত করিয়া দেন। ইহা জানিতে পারা যায় যে কোনও কোনও আচার্য দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন।[৩৬]

পঞ্চম অব্দের সিংহলদ্বীপের রাজা ছিলেন বুদ্ধদাস। রাজা বুদ্ধদাসের রাজত্বকাল সিংহলদ্বীপের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার

করিয়া আছে। উক্ত সময়ে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন সিংহলদ্বীপ পরিভ্রমণে গিয়া অভয়গিরিবিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইৎসিং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে তিনি অভয়গিরিবিহারে সেই সময় পাঁচ হাজার ভিক্ষুকে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিলেন। অপরদিকে জানিতে পারা যায় যে সেই সময় মহাবিহারবাসীদিগের সংখ্যা ছিল তিন হাজার।[৩৭] উপরোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহলে অভয়গিরিবাসী ভিক্ষুদিগেরই প্রাধান্য ছিল। অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা মহানামের (৪০৯-৪৩১ অব্দ) সময়ে সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার আচার্য বুদ্ধঘোষ সিংহলদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।[৩৮] বুদ্ধঘোষ বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী গ্রামে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আচার্য রেবতের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে বুদ্ধঘোষ তাঁহার আচার্যের পরামর্শে সিংহলের অনুরাধপুরে গমন করিয়া মহাবিহারেঅবস্থান করেন।[৩৯] উক্ত স্থানে তিনি সিংহলী ভাষায় রচিত ত্রিপিটক গ্রন্থের অর্থকথাগুলি পালিভাষায় অনুবাদ করেন।[৪০] তাঁহার সিংহলে রচিত সকল গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বিসুদ্ধিমগ্গই' সর্বপ্রথম রচিত হয় বলিয়া জানা যায়। বিসুদ্ধিমগ্গ বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি যথা—শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অবলম্বনে রচিত।[৪১] বিসুদ্ধিমগ্গকে পণ্ডিতবর্গ 'তিনটি পিটকের টীকাগ্রন্থসহ সংক্ষিপ্তসারবিশেষ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুগের অপর দুইজন আচার্য যথা, বুদ্ধদত্ত ও ধর্মপালের নামোল্লেখ করা যায় যাঁহারা বহু পালি টীকাগ্রন্থ রচনার দ্বারা সিংহলের পালি সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। পুনরায় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে পরবর্তী একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কয়েকজন রাজার নামোল্লেখ করা যায়, যথা—প্রথম মোগ্গল্লান ও কুমার ধাতুসেনের, যাঁহারা বৌদ্ধধর্মকে তাঁহাদিগের আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া ধর্মের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল যে সেই সময় মহাবিহার বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থানরূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং ভারতবর্ষের আচার্যদিগের মহাবিহারে বসবাসের মাধ্যমে ভারতের সহিত সিংহলদ্বীপের একটি নিরবচ্ছিন্ন সুসম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।[৪২] অপরদিকে সিংহল হইতে বহু বৌদ্ধভিক্ষু ভারতবর্ষের পবিত্রস্থান বুদ্ধগয়ায় তাঁহাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে আসিয়াছিলেন। উপরন্তু চীনদেশীয় গ্রন্থ 'হিং-

চোযান' হইতে জানা যায় যে সিংহলী ভিক্ষুগণেব বুদ্ধগযায বসবাসেব জন্য বিহাব স্থাপন কবা হইয়াছিল।[৪৩] এবিষযে দুইখানি সংস্কৃত অভিলেখেব উল্লেখ কবা যায় যেস্থলে বর্ণনা বহিযাছে যে মহানাম নামক এক সিংহলী ভিক্ষু বুদ্ধগযাব বৌদ্ধবিহাব স্থাপন কবিবাব নিমিত্তে একটি বুদ্ধমূর্তি উপহাব দিযাছিলেন।[৪৪] ইহা ব্যতীত, বুদ্ধগযায বহু সিংহলদেশীয ব্যক্তিব উল্লেখ-যোগ্য দানেব কথাও জানিতে পাবা যায।[৪৫] অপবদিকে, সপ্তম শতাব্দীব একজন কলিঙ্গবাজাব নাম পাওযা যায যিনি সিংহল পবিভ্রমণে যাইযা পবিবাব-পরিজন সমেত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবিযাছিলেন।[৪৬] ইহা বর্ণিত বহিযাছে যে তৃতীয দল্ল মোগ্গল্লানেব (৬১১-৬১৭ অব্দ) সময়কালে এবং তাঁহাব পৃষ্ঠ-পোষকতায সমগ্র ত্রিপিটক আবৃত্তি কবা হইযাছিল।[৪৭] পববর্তী বাজা সিলামেঘবন্নেব (৬১৯-৬২৮ অব্দ) সমযে সংঘেব মধ্যে বিশৃঙ্খলাব সৃষ্টি হইযাছিল। যাহাব ফলে সেই সমযে বাজাদেশ দেওযা হইযাছিল যে সকল ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত হইযা 'উপোসথ' পালন কবিতে হইবে।[৪৮] উপরন্তু বাজা দ্বিতীয দাঠোপতিস্স (৬৫৯-৬৬৭ অব্দ), সপ্তম অগ্গবোধি (৭২২-৭৬৬ অব্দ), প্রথম সেনবাজা (৮৩১-৮৫১ অব্দ), দ্বিতীয সেনবাজা (৮৫৩-৮৮৭ অব্দ), চতুর্থ কস্সপ (৮৯৮-৯১৪ অব্দ), পঞ্চম কস্সপ (৯২৯-৯৩৯ অব্দ), চতুর্থ মহিন্দ (৯৫৬-৯৭২ অব্দ) ও পঞ্চম সেনবাজাব নামোল্লেখ কবা যায যাঁহাদিগেব বাজত্বকালে প্রায সর্বদাই বৌদ্ধসংঘে বিভিন্ন ধবনেব বিশৃঙ্খলা লাগিযা থাকিত।[৪৯] যাহা হউক, বলা যাইতে পাবা যায যে ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত সিংহলে প্রবল বাজনৈতিক অস্থিবতা ও ভিক্ষুসংঘে বিশৃঙ্খলাব জন্য বৌদ্ধসংঘেব উন্নতি ও প্রসাব সম্পূর্ণবূপে ব্যাহত হয।[৫০] সেই সময বাজনৈতিক ও ধর্মীয অস্থিবতা দমন কবিবাব মানসে সিংহলেব বাজধানী অনুবাধপুব হইতে পোলোন্নবুবতে স্থানান্তবিত কবা হয।[৫১] পবিশেষে বাজা প্রথম বিজযবাহু (১০৭২ অব্দ) দেশেব চোল আক্রমণকাবীদিগকে পবাজিত কবিযা সিংহলেব সিংহাসনে আবোহণ কবেন। বিজযবাহুব সমযকালে বৌদ্ধধর্মও নবজীবন লাভ কবিযাছিল।[৫২] চুল্লবংসে কথিত আছে যে উক্ত সমযেব বাজা সুষ্ঠবূপে দেশে সংঘকর্ম কবাইবাব জন্য ব্রহ্মদেশেব (মাযানমাবেব) বাজা অনুবুদ্ধেব নিকট হইতে পাঁচজন ভিক্ষুকে চাহিযা পাঠাইযাছিলেন।[৫৩] বাজা অনুবুদ্ধও ব্রহ্মদেশ হইতে বহু শিক্ষিত ভিক্ষুকে সিংহলে প্রেবণ কবিযাছিলেন। অতঃপব, দেশেব অসংখ্য

ব্যক্তি বৌদ্ধসংঘে যোগদান কবিযাছিলেন। উক্ত সমযেব অপব ঘটনা হইল বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহাব নির্মাণ।[৫৪] বস্তুতঃ, বাজা বিজযবাহুব বাজত্বকাল সিংহলেব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসে অমবত্ব লাভ কবিযাছে।[৫৫]

ইহাব পববর্তীকালেব সিংহলেব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস বহুলাংশে অন্ধকাবাচ্ছন্ন। বিজযবাহুব দেহত্যাগেব পবই দেখিতে পাওযা যায বাজ্যে অভ্যন্তবীণ গোলযোগ ও বাজনৈতিক অস্থিবতা যাহাব ফলে বৌদ্ধধর্ম পুনবায বিপর্যযেব সম্মুখীন হয।[৫৬] সিংহলে বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসেব পববর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বাজা প্রথম পবাক্রমবাহুব বাজত্বকাল যে বাজাব পৃষ্ঠপোষকতায স্থবিববাদ বা বক্ষণশীল বৌদ্ধধর্মেব পুনবুজ্জীবন ঘটে। বস্তুতঃ প্রথম পবাক্রমবাহুব সমযকাল সিংহলেব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসে একটি অনন্যসাধাবণ অধ্যাযবিশেষ।[৫৭] কথিত আছে, পবাক্রমবাহু বৌদ্ধসংঘেব পুনবুত্থানেব জন্য আন্তবিক প্রচেষ্টা চালাইযা বৌদ্ধধর্মকে পবিশুদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও উন্নতিব চবম শিখবে স্থাপন কবেন। উপবন্তু, তাঁহাব বাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত বহু গ্রন্থও বচিত হইযাছিল।[৫৮]

পবাক্রমবাহুব মৃত্যুব পব পুনবায সিংহলে বৌদ্ধধর্ম বিপর্যযেব সম্মুখীন হয। কাবণ হিসাবে উল্লেখ কবা যায সিংহাসনেব অধিকাব লইযা বাজনৈতিক অস্থিবতা ও বিদেশী আক্রমণ। যাহা হউক, পুনবায দ্বিতীয বিজযবাহু (১১৮৬-১২৫৭ অব্দ), বাজা নিস্সংকমল্ল (১১৮৯-১১৯৮), দ্বিতীয পবাক্রমবাহু ও ষষ্ঠ পবাক্রমবাহুব (১৪১২-১৪৬৮) বাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম বহুলাংশে সজীবতা লাভ কবে। উপবোক্ত বাজাগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহাবা সিংহলে বৌদ্ধধর্মেব ও সংঘেব প্রভূত উন্নতি সাধন কবিযা-ছিলেন।[৫৯] উক্ত বাজাদেব সমযে বহু ধর্মীয স্থাপত্যকলাব নিদর্শনও লব্ধ হইযাছে। কিন্তু জানা যায যে উন্নতিব পাশাপাশি পশ্চিমী শক্তিগুলিব আক্রমণে সিংহলদ্বীপে ঘোব দুর্দিন আসিযা উপস্থিত হয। একে একে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও বৃটিশ শক্তিবর্গ সিংহলদ্বীপ আক্রমণ ও দখল কবিলে সিংহলেব ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম তমসাবৃত হইযা যায। বস্তুতঃ ঐসকল দিনগুলিতে সিংহলেও বৌদ্ধসংঘেব বিভাজন লক্ষ্যণীয। ইহাব পববর্তী-কালে জানিতে পাবা যায যে ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত স্থান হইতে পণ্ডিতবর্গকে সিংহলে লইযা যাওযা হয এবং তাহাদিগেব

সহাযতায বৌদ্ধধর্ম ও সংঘ পুনবায সঞ্জীবনী শক্তি লাভ কবে। বলা বাহুল্য, বর্তমান যুগে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয উপবন্তু প্রধান ধর্মরূপে বিবাজিত।

যাহা হউক, বর্তমানে তিনটি সম্প্রদায বা নিকায সিংহলে দেখিতে পাওযা যায, যথা—শ্যামনিকায, অমবপুবনিকায ও বামঞ্ঞনিকায। উপবোক্ত সম্প্রদায বা নিকাযগুলিব স্থানানুসাবে নামকবণ কবা হইযাছে যথা, শ্যামদেশ হইতে যে নিকাযেব সৃষ্টি তাহা শ্যামনিকায, অমবপুব ও বামঞ্ঞদেশ হইতে যে সকল সম্প্রদাযেব উদ্ভব উহা যথাক্রমে অমবপুব ও বামঞ্ঞনিকাব।[৬০] শ্যামনিকায অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যাণ্ডিব বণকীর্তি শ্রীবাজসিংহেব সমযকালেই সৃষ্ট, অমবপুবনিকায ক্যাণ্ডিব ধম্মজ্যোতি নামক ভিক্ষুব দ্বাবা সৃষ্ট যাঁহারা ব্রহ্মদেশেব অমবপুব নামক স্থানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিযাছিলেন। বামঞ্ঞনিকায স্থাপিত হইযাছিল অম্বগহপতি শ্রী শবণংকব ও পুবকদণ্ডবে শ্রীপঞ্ঞানন্দেব সহাযতায।[৬১] এইস্থলে উল্লেখ্য যে সর্বাগ্রে শ্যাম ও অমবপুব সম্প্রদাযেবই অস্তিত্ব ছিল। উক্ত দুইটি সম্প্রদাযেব মধ্যে শ্যাম বা সিযাম নিকাব কেবলমাত্র সমাজেব উচ্চশ্রেণীব জন্য নির্ধাবিত ছিল যাহাব প্রতিবাদস্বরূপ অমবপুব নিকাযেব সৃষ্টি। বামঞ্ঞনিকায উপবোক্ত তিনটি সম্প্রদাযেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা নবীন। বর্তমানে উপবোক্ত তিনটি সম্প্রদাযেব মধ্যে মিত্রতা বহিযাছে। বস্তুতঃ, সম্প্রদাযগুলি বক্ষণশীল স্থবিববাদ সম্প্রদাযভুক্ত। ইহাদিগেব মধ্যে কেবলমাত্র বিনয নিযমেব বদবদল ব্যতীত অপব কোনরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওযা যায না।[৬২]

পবিশেষে বলা যায যে বর্তমানে সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম ধর্মরূপে বিবাজমান। উক্তদেশেব জনসংখ্যাব সত্তবভাগ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ইহা ব্যতীত, ছয হাজাবেবও বেশি বৌদ্ধবিহাব সমগ্র দ্বীপটিতে ছড়াইযা আছে যাহাতে পনেবা হাজাবেবও বেশি ভিক্ষু বসবাস কবেন। বিহাবগুলি কেবলমাত্র বসবাসেব জন্যই নহে, ওইগুলি শিক্ষাদীক্ষাবও পীঠস্থান।[৬৩]

ব্রহ্মদেশে (মায়ানমারে) বৌদ্ধধর্ম

সিংহলী ঐতিহ্যগুলিতে কথিত আছে যে সিংহলদেশে যেরূপ তৃতীয বৌদ্ধ সংগীতিব অব্যাহতিব পবে ধর্মপ্রচাবক প্রেবণ কবা হইযাছিল ঠিক তদ্রূপ ব্রহ্মদেশে বা মাযানমাবেও ধর্মপ্রচাবকগণ গমন কবিয়াছিলেন। নিম্নব্রহ্মে বা

সুবর্ণভূমিতে গিয়াছিলেন সোণ ও উত্তর নামক দুইজন স্থবির[৬৪] (থের) এবং উত্তরকো অর্থাৎ অপরান্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন যোনকধম্মরক্‌খিত থের।[৬৫] এই-স্থলে উল্লেখ্য যে Smith সাহেব[৬৬] ও Dr Kern[৬৭] তৃতীয় সংগীতির অধিবেশন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। উপরন্তু বলা যায় যে অশোকের পঞ্চম ও ত্রয়োদশ শিলালেখতেও বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারক পাঠাইবার তালিকা রহিয়াছে কিন্তু তথায় সুবর্ণভূমির নামোল্লেখ নাই।[৬]

যাহা হউক, সুবর্ণভূমির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মতামত লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মদেশীয় 'কল্যাণীশিলালেখ'তে[৬৯] নিম্ন ব্রহ্মদেশই সুবর্ণভূমি বলিয়া কথিত।[৭০] উপরন্তু উক্ত লেখ এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেগুলি নিম্ন ব্রহ্মদেশে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি প্রমাণ করে যে বৌদ্ধ-ধর্ম তথায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই বিস্তারলাভ করিয়াছিল।[৭১] কল্যাণী শিলালেখতে নিম্ন ব্রহ্মদেশ পুনরায় রামঞ্‌ঞদেশ রূপেও উল্লিখিত।[৭২] বস্তুতঃ সুবর্ণভূমি ভারতীয় বণিকদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ কথাকোষে, বৃহৎকথায়, বৌদ্ধ মহাজনক জাতকে, সুপ্পারক জাতকে, মিলিন্দপঞ্‌হ ইত্যাদি গ্রন্থে সুবর্ণ-ভূমির কথা উল্লিখিত রহিয়াছে।[৭৩] ব্রহ্মদেশীয় উপাদানগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে যে প্রসিদ্ধ পালি টীকাকার বুদ্ধঘোষ (৫ম শতাব্দী) যখন সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন তখন তিনি বহু বৌদ্ধশাস্ত্র সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মদেশে লইয়া আসেন এবং সেগুলি তিনি ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।[৭৪] সুতরাং ইহা বলিতে পারা যায় যে স্বয়ং বুদ্ধঘোষের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম সুবর্ণ-ভূমিতে বিশেষ প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। এক্ষেত্রে ব্রহ্মদেশীয় ঐতিহাসিক উপাদানগুলি ব্যতীত চীনা পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত উল্লেখ করা যায় সেস্থলে 'কঙ্‌-তাই-লিন-ইয়াং' নামক একটি স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। তথায় উক্ত রহিয়াছে যে কয়েক হাজার বৌদ্ধশ্রমণ কঙ্‌-তাই-লিন-ইয়াংএ বসবাস করিত। 'লিঙ্‌ ইয়াং' স্থানটিকে শ্রীক্ষেত্র (বর্তমান প্রোম) শহরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।[৭৫] তৃতীয় শতাব্দীর নাগার্জুনিকোণ্ডা লেখতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মদেশে তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বর্তমান ছিল।[৭৬] পুনরায় L. Finotএর নাম করা যায় যিনি হ্মামওবাজার (Hamwaza) নিকটবর্তী মোগান নামক স্থানে প্রাপ্ত দুইখানি স্বর্ণময় অভিলেখের বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে তিনটি করিয়া অনুচ্ছেদসহ দুইখানি পালি লিপি পাওয়া গিয়াছে।[৭৭] যথা—

প্রথম অনুচ্ছেদ—

যে ধম্মা-হেতুপ্পভবা তেসং-হেতুং-তথাগত আহ তেসং-চ-যো-নিবোধো এবং-বাদি-মহাসমণো-তি। (সকল ধর্ম যাহা কারণ হইতে উদ্ভূত, তথাগত তাহা দেশনা করেন এবং এগুলির নিরোধের কথাও তিনি প্রচার করেন। মহাশ্রমণ এইরূপ ধর্মকেই ধরিয়া আছেন।)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ—

চত্তারো-ইদ্ধিপাদা চত্তারো-সম্মপ্পধানা চত্তারো সতিপট্ঠানা চত্তারি-অরিয়-সচ্চানি চতুবেসা-বজ্জানি পঞ্চিন্দ্রিযানি পঞ্চ-চক্খূনি চ্ছ।

(চারিপ্রকার ঋদ্ধিপথ, চারিপ্রকার সম্যক্ প্রচেষ্টা, চারিপ্রকার স্মৃতি, চারিপ্রকার আর্যসত্য, চারিপ্রকার বৈশারদ্য, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ চক্ষু ইত্যাদি)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ—

অসাদ্ধারণানি সত্তভোল্ঝংগ [৭৮] মগ্গ নবলোকুত্তর ধম্ম দসবলানি চুদ্দস বুদ্ধ-কোনি অট্ঠারস-বুদ্ধ ধম্মানি।

(আর্যপথ নবলোকুত্তর ধর্মের দশবল, চৌদ্দশ বুদ্ধ কোনি [৭৯] অষ্টাদশটি আবেণিক ধর্ম বা বুদ্ধের গুণাবলী।)

দ্বিতীয় লিপিটির প্রারম্ভেও বৌদ্ধ রীতিনীতি অনুযায়ী বুদ্ধবন্দনা রহিয়াছে এবং উহা বুদ্ধের নামাঙ্কিত।

ইহা ব্যতীত, অপর একটি পালি প্রস্তরলিপির উল্লেখ করা যায় যাহা হামওযাজার নিকটবর্তী বাউবাউগ্যি প্যাগোডার মূলাধারে রক্ষিত।[৮০] হামওযাজাতে কুড়িটি পত্র সম্বলিত একটি গ্রন্থও লভ্য হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থখানিতে ত্রিপিটক হইতে নয়টি উদ্ধৃতি রহিয়াছে।[৮১] পুনরায়, মধ্যব্রহ্মদেশে হামওযাজার নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে স্বর্ণময় পত্র পাওয়া গিয়াছে পালিভাষায় খোদিত-লিপিসহ।[৮২] উহা ষষ্ঠ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতীয় কন্নড়লিপিতে রক্ষিত হইয়াছিল।[৮৩] সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দক্ষিণ ভারতীয় স্থবির-বাদ বা রক্ষণশীল বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং হামওযাজা ও ইহার নিকটবর্তী স্থানে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পালি সাহিত্য ও ভাষা সুপ্রচলিত ছিল।[৮৪] এস্থলে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের (১৬শ শতাব্দী) উক্তির উল্লেখ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে হীনযান বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশের পাগান এবং পেগুতে সম্রাট অশোকের সমযকাল হইতেই প্রচলিত ছিল কিন্তু মহাযান ধর্ম তথায় আচার্য বসুবন্ধুর শিষ্য প্রচলন করেন এবং ব্রহ্মদেশে হীনযান

ও মহাযান—উভয় সম্প্রদায়ের সহাবস্থান বহুদিন ধরিয়াই লক্ষ্য করা যায়।[৮৫]

চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং (৭ম শতাব্দী) তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে শ্রীক্ষেত্রের (চীনা : Shih-li-ch-ta-lo বা পুরাতন প্রোম) অধিবাসীদিগের সম্পর্কে বলিয়াছেন যে তাঁহারা ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের) উপাসক ছিলেন। ইৎসিং তথাকার চারিটি নিকায় বা সম্প্রদায় যথা—আর্যমহাসংঘিক, আর্য-স্থবির, আর্যমূলসর্বাস্তিবাদ এবং আর্যসম্মিতীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।[৮৬] ইহা ব্যতীত, ইৎসিং-এর বর্ণনানুযায়ী প্রোমের সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বহু বৌদ্ধ-শিল্পকলার নিদর্শনের কথাও জানিতে পারা যায়। এগুলির মধ্যে রহিয়াছে ভূস্পর্শ মুদ্রায় প্রাপ্ত একটি বুদ্ধমূর্তি, চারি দেবতাবেষ্টিত অপর একটি বুদ্ধের মূর্তি, ধর্মচক্র ও হরিণসহ একটি বুদ্ধমূর্তি (যাহা বারাণসীর মৃগদাবের প্রথম ধর্মদেশনার ইঙ্গিতবহ) ইত্যাদি।[৮৭] পুনরায়, রাজগৃহের কয়েকটি ঘটনা যথা, নালাগিরি হস্তীকে বশ করা, গৌতমবুদ্ধের জন্মের ঘটনা এবং গৌতমকর্তৃক মারবিজয় ইত্যাদি ঘটনাগুলির ভাস্কর্যও হামওয়াজাতে দেখিতে পাওয়া যায়।[৮৮] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে উপরোক্ত ভাস্কর্যগুলি ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যেই তৈয়ারী করা হইয়াছিল।[৮৯] নিম্ন-ব্রহ্মের কেবলমাত্র প্রোমই নহে থাটন নামক স্থানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধ-ধর্মের অন্যতম পীঠস্থানরূপে।

নিম্নব্রহ্মদেশ ব্যতীত উত্তরব্রহ্মে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সম্পর্কে বলা যায় যে ব্রহ্মদেশস্থ স্থলপথেই বাংলাদেশ ও চীনদেশের সহিত নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং বহু ধর্মপ্রচারক স্থলপথেই উত্তরব্রহ্মে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।[৯০] পণ্ডিত T S Eliotও স্থলপথেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উল্লেখ করিয়াছেন।[৯১] উক্ত স্থানে লব্ধ বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বা ইতিবৃত্ত-গুলি হইতে জানা যায় যে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তন্ত্রযান মিশ্রিত মহাযান তথায় বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।[৯২]

পুনরায়, ব্রহ্মদেশের রাজা অনিরুদ্ধের (বা অনোরথের) উল্লেখ করা যায় যিনি ব্রহ্মদেশীয় ঐতিহ্যানুসারে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ছিল ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ব্রহ্মদেশীয় উপাদানগুলির বর্ণনা অনুযায়ী উত্তর ব্রহ্মে সেই সময় 'সমণকুত্তক' নামক ভেকধারী বা নকল ভিক্ষুগণ বাস

করিতেন যাঁহারা তন্ত্রসাধনা করিতেন। কথিত আছে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেন এবং নিজেদের গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকরূপে পরিচয় দান করিতেন।[৯৩] উপরন্তু তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণের পোষাক পরিধান করিতেন ও পশু-পূজক ছিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশের কাপালিকের ন্যায় বলি দেওয়া পশুর মস্তক গলায় ঝুলাইয়া রাখিতেন। তাঁহারা প্রচার করিতেন যে তাঁহাদের তুষ্ট করিলে তাঁহারা সর্বপাপ হইতে মানুষকে মুক্ত করিতে সক্ষম। সর্বোপরি যদিও তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ন্যায় মঠে বা বিহারে বসবাস করিতেন কিন্তু ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন না।[৯৪]

যাহা হউক, Glass Palace Chronicles[৯৫] নামক একখানি ব্রহ্মদেশীয় ইতিবৃত্তে এবং অন্যান্য ব্রহ্মদেশীয় আখ্যানগুলিতে রাজা অনিরুদ্ধের (একাদশ শতাব্দী) সময়কালে স্থবির অরহন্ত (সিন অরহন) নামক এক বৌদ্ধ আচার্য নিম্ন ব্রহ্মদেশের সুধর্ম্মপুর (বা থাটন) হইতে অরিমদ্দনপুর (বা পাগানে) আসিয়াছিলেন।[৯৬] কথিত আছে, অরহন্ত স্থবির অরি বা সগণকুত্তকদের প্রচারিত ধর্মের অসারতা প্রমাণ করিয়া যথার্থ বুদ্ধদেশিত ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার ধর্মশ্রবণে রাজা অনিরুদ্ধ এবং দেশের বহু ব্যক্তিও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। অরহন্ত স্থবির রাজার অনুরোধে পাগানে অবস্থানকালে রাজাকে নিম্ন-ব্রহ্মের সুধর্ম্মপুর হইতে সদ্ধর্ম আনয়নের পরামর্শ দেন। ইহাতে রাজা অনিরুদ্ধ নিম্নব্রহ্মের শাসক মনোহারির (মনুহ) নিকট বুদ্ধদেশিত ত্রিপিটক গ্রন্থ ও ধাতুভস্ম চাহিয়া পাঠান। কিন্তু মনোহারি উহা প্রেরণ করিতে অসম্মত হইলে রাজা অনিরুদ্ধ থাটন আক্রমণ করিয়া রাজা মনোহারি সহ সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র ও বুদ্ধের চিতাভস্ম বত্রিশটি শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া উত্তর ব্রহ্মে লইয়া আসেন। উপরন্তু অন্যান্য স্থান যথা, সিংহল (যেস্থানে বৌন্ধধর্ম বা সন্ধর্ম অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল) হইতে বৌন্ধশাস্ত্রগুলি আনয়ন করিয়া সকল শাস্ত্রগুলি তিনি মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাজা অনিরুন্ধ কর্তৃক বহু বৌন্ধবিহার ও চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। Glass Palace Chronicles অনুযায়ী[৯৭] অনিরুন্ধ পিটকগুলি স্থানীয় ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অনূদিত করাইয়াছিলেন।[৯৮] রাজা অনিরুন্ধ দ্বারা স্থাপিত বিখ্যাত 'সোয়ে-জি-গাং' প্যাগোডার কথা উল্লেখ করা যায় যেস্থলে বুন্ধের 'দন্তধাতু' সুরক্ষিত রহিয়াছে। ইহা জানা যায় যে রাজা জীবিতাবস্থায় সোয়ে-জি-গাং প্যাগোডার কার্য সমাধা করিতে পারেন নাই।[৯৯] ঐতিহাসিক G E.

Harvey মন্তব্য করিয়াছেন যে অন্যান্য দেবালয়গুলি যখন সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য হইয়া গিয়াছে তখন সোয়েজিগাং প্যাগোডায় প্রতিদিন সমভাবে জনসমাগম ঘটিতেছে।[১০০] উক্ত মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি ব্যতীত বুদ্ধকে বন্দনারত বহু দেবতা ও উপদেবতার মূর্তি রহিয়াছে। বুদ্ধের ধাতুভস্মের উপরও বহু চৈত্য রাজা অনিরুদ্ধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এককথায় বলা যায় যে অরহন্ত স্থবিরের সহায়তায় অনিরুদ্ধ ধর্মকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং উক্ত কারণে রাজা অনিরুদ্ধ ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

অনিরুদ্ধের পুত্র কন্‌ঝিথও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি পিতার অসম্পূর্ণ 'সোয়েজিগাং' নির্মাণের কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। কন্‌ঝিথ অপরদিকে সুবিখ্যাত আনন্দমন্দির বা আনন্দপ্যাগোডারও নির্মাণকর্তা। কথিত আছে, আনন্দমন্দির ভারতীয় সন্যাসীদিগের ঋদ্ধিবলে দর্শিত হিমালয়ের নন্দমূলগুহার অনুকরণে তৈয়ারী করা হইয়াছিল। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় আনন্দ মন্দিরটি পূর্বাঞ্চলীয় স্থাপত্যগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[১০১] কন্‌ঝিথ সম্পর্কে জানিতে পারা যায় যে তিনি বুদ্ধগয়ার পবিত্র মহাবোধি মন্দিরটির পুনঃ সংস্কার করান। উপরন্তু তিনি ভারতবর্ষের এক চোলরাজাকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে সাহায্য করেন।[১০২] কন্‌ঝিথের রাজত্বকাল পালি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও 'স্বর্ণযুগ' বলা যায়। কন্‌ঝিথের রাজধানী অরিমদ্দন বা পাগান বৌদ্ধধর্মের বা বৌদ্ধ সাহিত্যের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে। কথিত আছে, কন্‌ঝিথের পরবর্তী শাসকগণও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।[১০৩]

পুনরায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। ঐ সময়ে ছপট বা ছপদ যিনি উত্তরাজীবের শিষ্য ছিলেন তিনি সিংহলদ্বীপে গমন করেন। ছপদ সিংহলের মহাবিহারে উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ছপদ দশ বৎসরকাল সিংহলে অতিবাহিত করিয়া পাগানে অপরাপর চারিজন ভিক্ষু যথা, সীবলী, তামলিন্দ, আনন্দ ও রাহুলকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরিয়া তাঁহারা প্রচলিত সংঘের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া ভিন্নভাবে উপসম্পদাকর্ম করিলে তথায় 'সিহল সম্প্রদায়ে'র সৃষ্টি হয়।[১০৪] অপরদিকে, পুরাতন দেশীয় সম্প্রদায় যাহা অরহন্ত স্থবিরের সহায়তায় সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা 'মরম্ম বা ব্রহ্মদেশীয় সম্প্রদায়'

রূপে খ্যাতি লাভ করে। এইরূপে স্পষ্টতঃই বৌদ্ধ সঙ্ঘে দুইটি পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে পুনরায় সিংহল সম্প্রদায় তিন-ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কথিত আছে, রাহুল সর্বাগ্রেই সংঘ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাহা হউক, ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রদায় দুটির মধ্যে মরম্ম সংঘ অপেক্ষা সিংহল সংঘই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।[১০৫]

পুনরায়, সপ্তদশ অব্দে ব্রহ্মদেশে অপর একটি বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত মত-বিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায় ব্রহ্মদেশীয় উপাদানগুলিতে। মতবিরোধটি ঘটে ভিক্ষুদিগের অঙ্গবাস ব্যবহারের এবং বিনয় নিয়ম পালনের তারতম্যের জন্য। উক্ত মতবিরোধটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে পারুপণ (উভয় স্কন্ধ আবৃত) ও একংসিক (অর্থাৎ স্কন্ধের একাংশ আবৃত) মতবিরোধরূপে খ্যাত।[১০৬] উক্ত মতবিরোধটি এক শতাব্দীকাল ধরিয়া চলিয়া ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। সাসনবংস নামক গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে যে গুণাভিলংকার নামক এক স্থবির তাঁহার শিষ্যবর্গকে স্কন্ধের একাংশ ঢাকিবার নির্দেশ দেন।[১০৭] অপরদিকে বুদ্ধংকুর, চিত্ত, সুনন্দ ও কল্যাণ স্থবিরগণ উক্ত মতের বিরোধিতা করিলে সংঘে স্পষ্টতঃই দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। অবশেষে ব্রহ্মদেশে বোধপ্রা (১৭৮২ অব্দ) নামক রাজার হস্তক্ষেপে উক্ত মতান্তরটির নিষ্পত্তি ঘটে এবং পারুপণ ব্যবহার অর্থাৎ উভয় স্কন্ধ আবৃতের নিয়মটিই দেশের সর্বত্র রাজাদেশে স্থির হয়।[১০৮]

মরম্ম বা ব্রহ্মদেশের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তথায় পঞ্চম সংগীতির আহ্বান যাহা রাজা মিন-ডন-মিনের রাজত্বকালে মান্দালয়ে ১৮৭১ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। কথিত আছে, উক্ত সংগীতিতে ২400 জন পণ্ডিত ভিক্ষু যোগদান করিয়াছিলেন এবং বিশিষ্ট স্থবিরগণ যথা—জাগরাভিবংস, নরিন্দাভিধ্বজ ও সুমঙ্গলস্বামী উক্ত সংগীতিতে প্রধান প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তথায় ত্রিপিটকের পুনর্বার পর্যালোচনা করা হয় এবং শাস্ত্রগুলি অন্যান্য দেশের সংস্করণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া সেগুলি প্রস্তরফলকের উপর খোদাই করা হয়।[১০৯] অতঃপর, ১৯54 অব্দে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে ষষ্ঠ বৌদ্ধ সংগীতি আহূত হইয়াছিল।[১১০] সংগীতিটির স্থায়িত্বকাল ছিল দুই বৎসরকাল। বস্তুতঃ, ইহা বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের আড়াই হাজার বৎসরে সংঘটিত হয়। উক্ত সংগীতিতে দেশবিদেশের বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত

ভিক্ষু যোগদান করিয়াছিলেন। সংগীতিটির সভাপতি ছিলেন অভিধ্বজ মহারাষ্ট্রগুরু ভদন্ত রেবত স্থবির।

পরিশেষে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা যায় যে তথাকার বৌদ্ধধর্ম প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানেও সমপ্রচারিত। উপরন্তু, ব্রহ্মদেশে যে বিশালাকার পালি সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একমাত্র সিংহলদেশ ব্যতীত অপর কোন দেশে পরিলক্ষিত হয় না।[১১১] বর্তমানে ব্রহ্মদেশে তিনটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায় অস্তিত্বশীল, যথা— সুধম্ম, সোয়েগিন ও দ্বার সম্প্রদায়। উক্ত তিনটির মধ্যে সুধম্ম সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বাধিক প্রচলিত। সোয়েগিন সম্প্রদায় রাজা মিন-ডন-মিনের রাজত্বকালেই উদ্ভব হয় জাগর মহাস্থবিরের সহায়তায়। উপরোক্ত 'সুধম্ম' ও 'সোয়েগিন' সম্প্রদায় দুইটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র মতভেদের দ্বারাই সৃষ্ট। 'দ্বার' সম্প্রদায় কায়দ্বার, বচিদ্বার ও মনদ্বার সম্পর্কিত এবং উহা সম্পাদিত কর্ম অপেক্ষা দ্বারশুদ্ধির উপরই বেশি জোর দেয়।[১১২]

শ্যামদেশে (থাইল্যাণ্ডে) বৌদ্ধধর্ম

ব্রহ্মদেশের পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত শ্যামরাজ্য ১৯৪৭ সাল হইতে থাইল্যাণ্ডরূপে অভিহিত হইয়াছে। ইহার অধিবাসীগণ 'থাই' নামে সুপরিচিত যাহার বাংলা অর্থ হইল 'মুক্ত'। থাইগণ উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে শ্যামদেশে প্রবেশ করিয়া সমগ্র শ্যামরাজ্য দখল করিয়া সর্বসমেত এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন।[১১৩] কিন্তু 'শ্যাম' বা 'সিয়াম' অভিধাটি বহু প্রাচীন, ইহাদিগের উল্লেখ চীনা বর্ষপঞ্জী, সংস্কৃত সাহিত্য ও সিংহলী ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়।[১১৪] শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্মের সঠিক কোন্ সময়ে প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটে তাহা লইয়া পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশের ইতিহাস সমভাবে শ্যামরাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শ্যামদেশের ঐতিহ্যানুযায়ী সম্রাট অশোকের সময়কালেই শ্যামরাজ্যে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়।[১১৫] সিংহলী ইতিবৃত্তে বলা হইয়াছে যে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির পর সোণ ও উত্তর স্থবিরদ্বয় ব্রহ্মদেশের সুবর্ণভূমিতে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামদেশীয় উপাখ্যানে রহিয়াছে যে সোণ ও উত্তর শ্যামদেশেও ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং উক্ত স্থবিরদ্বয়ের শ্যামদেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কারণ

হিসাবে বলা যায় যে হয়ত প্রাচীনকালে শ্যামদেশ সুবর্ণভূমির 'অন্তর্গতই' ছিল। অপরদিকে, ব্রহ্মদেশীয় ইতিবৃত্ত 'সাসনবংসে' মহারট্‌ঠ বা মহানগররট্‌ঠ (মহারাষ্ট্র) কে শ্যামদেশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে উক্তস্থানে অশোক প্রেরিত ধর্মদূত গমন করিয়াছিলেন।[১১৬] অতঃপর ইহাও উল্লেখ্য যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীকাল হইতে শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের সপক্ষে কোনরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না।[১১৭]

যাহা হউক, শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ডকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা, উত্তর শ্যামদেশ (আধুনিক বয়াবলয়), মধ্য শ্যামদেশ (মেনাম নদীর উপত্যকায় অবস্থিত), উত্তরপূর্ব শ্যামরাজ্য (যাহা প্রধানতঃ ৮০০ ফুট উচ্চ মালভূমির দ্বারা গঠিত) এবং মালয় উপদ্বীপের শ্যামদেশীয় অঞ্চল। উপরোক্ত চারিটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। উত্তর শ্যামদেশ ছিল 'মনজাতি' অধ্যুষিত অঞ্চল। কথিত আছে, মনরা অষ্টম শতাব্দীতে মধ্য শ্যামদেশ হইতে উত্তর শ্যামদেশে আসিয়াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় ধর্ম ইত্যাদি ব্রহ্মদেশের মাধ্যমেই উক্ত স্থানে সংপ্রচারিত হইয়াছিল। যদিও পরবর্তীকালে চীনদেশীয় প্রভাব এবং পর্যায়ক্রমে ব্রহ্মদেশীয় পাগানের স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রভাব উক্তস্থানে সুস্পষ্ট।[১১৮] মধ্য শ্যামদেশ প্রধানতঃ পশ্চিমের অর্থাৎ নিম্নব্রহ্মের মনজাতি দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। তথাকার শিল্পকলার নিদর্শন ভারতীয় অমরাবতী শিল্পের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১১৯] পূর্ব শ্যামদেশ কাম্বোডিয়ার খেমরদিগের দ্বারা এবং পরিশেষে উত্তর-মধ্য স্থানের সয়ংকলোক ও সুখোতাইএর থাইগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল।[১২০] উত্তর-পূর্ব শ্যামদেশ বহু প্রাচীনকাল হইতেই কাম্বোডিয়ার হিন্দু ফুনান রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। যদিও পরবর্তীকালে ইহারা থাইগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নেন।[১২১] দক্ষিণ শ্যামদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বহু পূর্বকাল হইতেই পরিলক্ষিত হয়, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই।[১২২] যাহা হউক, শ্যামদেশের বসবাসকারী থাইগণ সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে অস্তিত্বশীল ছিল না। অপরদিকে, ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারের ও থাইগণের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ের ধর্মীয় ইতিহাসে সিংহলের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'পঙ্‌তুক্‌' নামক একটি গ্রামে খননকার্যের ফলে তথাকার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পঙ্‌তুক্‌

গ্রামের একটি মন্দিরের ভাস্কর্য সিংহলদ্বীপের অনুরাধপুরের প্রাচীন মন্দিরের তলদেশের ভাস্কর্যের অনুরূপ। উক্ত স্থাপত্যকলাটি পুনরায় ভারতীয় অমরাবতী শিল্পগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[১২৩] সুতরাং ইহা প্রমাণিত হয় যে অনুরাধপুর ও শ্যামদেশের স্থাপত্যকলার প্রভাব ছিল একই।[১২৪] পঙ্তুকের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে একটি বুদ্ধমূর্তির দুইপার্শ্বে হরিণসহ একটি 'ধর্মচক্র', বুদ্ধের পদচিহ্ন, বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে।[১২৫] এস্থলের সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনই গুপ্তযুগের অমরাবতী সম্প্রদায়ের বলিয়া জানিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত, তাম্র ও নীলাভ চুনা-পাথরের তৈয়ারী বুদ্ধমূর্তি প্রায় দেশের সমগ্র স্থানেই ছড়াইয়া রহিয়াছে।[১২৬] শ্যামদেশের 'প্রপথোম' নামক স্থানেও ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন রহিয়াছে যাহার সময়কাল দ্বিতীয় শতাব্দীর বলিয়া পণ্ডিতবর্গের দ্বারা নির্দিষ্ট।[১২৭] উক্ত নিদর্শনগুলি দেখিয়া Coedès মন্তব্য করিয়াছেন "a very strong argument in favour of an early colonisation of Southern Siam by Indian Buddhists।"[১২৮] ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারও Coedès এর বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন।[১২৯] যদিও ডঃ শরৎকুমার রায়ের মতে পরবর্তীকালে ৬৩৮ অব্দে শ্যামরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়।[১৩০] এ সম্বন্ধে Dr Mayর উক্তিও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে শ্যামদেশীয় সকল ভাস্কর্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেকোনভাবেই ভারতবর্ষের প্রভাবমণ্ডিত।[১৩১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্যামদেশ বহুকাল ব্যাপিয়া কাম্বোডিয়ার অধীনস্থ ছিল। থাইগণ যাহারা নানচাও হইতে পাহাড়পর্বতজঙ্গল অতিক্রম করিয়া শ্যামদেশের মন জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়েন ও মধ্যশ্যামদেশ অধিকার করিয়া নেন।[১৩২] অতঃপর থাইগণ ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে কাম্বোডিয়ার শাসকদিগকে সুদীর্ঘ সংগ্রামের দ্বারা বিতাড়িত করিয়া উত্তর শ্যামদেশের সুখোতাই (সুখোদয়) নামক স্থানে তাঁহাদিগের রাজধানী স্থাপন করেন।[১৩৩] থাইগণ যাহারা সম্ভবতঃ চীন-দেশীয় মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহারা থাইল্যাণ্ডে আসিয়া মনসংস্কৃতির প্রভাবে এবং মনরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।[১৩৪] এবিষয়ে ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ্য যে

সুখোতাইএ রাজধানী স্থাপন শ্যামদেশীয় ইতিহাসের কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাই নহে ইহা শ্যামরাজ্যের ধর্মীয় ইতিহাসেরও একটি যুগান্তকারী ঘটনাবিশেষ।[১৩৫]

থাইরাজগণ একনিষ্ঠ থেররাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন লু-থাই (লিদৈয) যিনি শ্রীসূর্যবংশ রাম মহাধর্ম রাজাধিরাজ নামে সুপরিচিত ছিলেন। ইনি ১৩৪৭ অব্দে সিংহাসন অধিকার করেন।[১৩৬] কথিত আছে, তাঁহার বিনয, অভিধর্ম ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। শ্যামদেশীয ভাষায লিখিত একখানি লিপি হইতে জানিতে পারা যায যে লু-থাইএর রাজত্বকালেই বুদ্ধের দেহধাতু এবং পবিত্র বোধিবৃক্ষের একখানি শাখা সিংহলদেশ হইতে শ্যামদেশে আনযন করা হইযাছিল।[১৩৭] বুদ্ধমূর্তিটি ও বোধিবৃক্ষের শাখা 'নগরজুম' নামক স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয। ইহা জানা যায যে রাজা লু-থাই সিংহলদেশের এক পণ্ডিত আচার্যকে নিজরাজ্যে আমন্ত্রণ করিযা আনিযাছিলেন এবং উক্ত আচার্যের ধর্মদেশনা শ্রবণ করিযা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।[১৩৮] উপরন্তু, তিনি শ্যামদেশীয সিংহলসংঘকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিযাছিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায বহু বিহার, চৈত্য ও বহু বুদ্ধমূর্তি তথায নির্মিত হইযাছিল। ইহা ব্যতীত, তথাকার পালি লেখগুলি হইতে অবগত হওযা যায যে উক্ত রাজার সমযেই এবং তাঁহার সক্রিয পৃষ্ঠপোষকতায বৌদ্ধধর্মের ও পালি সাহিত্যের বহুল উন্নতি সাধিত হয।[১৩৯] বস্তুতঃ, তাঁহার রাজত্বকালে সুখোতাই (সুখোদয) বৌদ্ধ ধ্যানধারণা, কার্যকলাপ ও পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা লাভ করিযাছিলেন।[১৪০] অপরদিকে, লু-থাইএর সমযকালে যদিও রাজ্যে বহুল পরিমাণে ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে তথাপি জানা যায যে তিনি রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন এবং পরিশেষে তাঁহার রাজ্যচ্যুতি ঘটে।[১৪১]

পরবর্তীস্থান উত্তর শ্যামদেশের (লান্নার) শাসক মনাগ্রের রাজত্ব লাভ করিবার পাঁচ শতাব্দী পূর্বেই বৌদ্ধধর্ম তথায প্রসারলাভ করিযাছিল। তথাকার বৌদ্ধধর্মেরইতিহাস জানিবার জন্য দুইখানি শ্যামদেশীযপালি ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর করা যায, যথা—চামদেবীবংস[১৪২] ও জিনকালমালী।[১৪৩] চামদেবীবংসে বর্ণিত রহিযাছে যে চামরাজবংশীয এক কন্যার বিবাহ সংঘটিত হইযাছিল নিম্ন ব্রহ্মদেশের এক মনরাজার সহিত। চামদেবী যখন

অবগত হন যে উত্তব শ্যামদেশে বুদ্ধেব ধর্ম ও শিক্ষাব প্রচলন নাই তখন তিনি দক্ষিণ শ্যামেব অন্যতম প্রাচীন সংস্কৃতিব কেন্দ্র লপবুবি হইতে উত্তব শ্যামদেশে আসিযা বৌদ্ধধর্ম প্রচাবেব পৃষ্ঠপোষকতা কবিযাছিলেন।[১৪৪] চামদেবী মূলতঃ হবিপুঞ্জে এবং উক্ত স্থানেব বাজবংশেব প্রতিষ্ঠাতা।[১৪৫] কথিত আছে, চামদেবীব সাহায্যে অষ্টম শতাব্দীতে লান্নাদেশে বৌদ্ধধর্মেব প্রভূত বিস্তাবলাভ ঘটে। অপব শ্যামদেশীয গ্রন্থ 'জিনকালমালী' অনুযাযী চামদেবীব পাঁচ শতাব্দীকাল পবে থাইবাজা মনগ্রি এবং তাঁহাব উত্তবাধীকাবী-গণেব পৃষ্ঠপোষকতায বৌদ্ধধর্মেব সমগ্র দেশে প্রসাবতা ও বিস্তাব ঘটে। বস্তুতঃ, বাজা মনগ্রিই উত্তব শ্যামদেশেব লান্না নামক স্থানেব প্রথম থাইবাজা।[১৪৬] মনগ্রি উত্তব ব্রহ্মদেশ পাগানে বসবাস কবিযা বৌদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পকলাব চর্চা কবিতেন। অতঃপব নিজদেশে প্রত্যাবর্তন কবিযা তথায ব্রহ্মদেশীয পাগানেব মন্দিবেব সদৃশ একটি মন্দিব নির্মাণ কবান। উপবন্তু, পাগানে যে পবিত্র বুদ্ধগযাব মন্দিবেব ন্যায স্থাপত্যটি বহিযাছে তাহা মনগ্রি বুদ্ধগযায নিদর্শনস্বরূপ নিজদেশেও নির্মাণ কবাইযাছিলেন।[১৪৭] পববর্তীকালে মনগ্রিব সুযোগ্য উত্তবাধিকাবী বাজা কুনা (১৩৫৫-১৩৮৫ অব্দ) সিংহলে স্থবিববাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচাব কবেন।[১৪৮] উক্ত সমযে সিংহল দেশীয স্থবিব সুমনকে লান্নাতে ধর্মপ্রচাবেব উদ্দেশ্যে আহ্বান কবা হইযাছিল। কথিত আছে, সুমনস্থবিব সিংহলেব আবঞ্‌ঞক (অবণ্যেবসবাসকাবী) ভিক্ষুদিগেব নিকট ধর্মপ্রচাব কবিতেন। অপবদিকে, সেই সময পালি সাহিত্যেব পঠনপাঠনেব প্রভূত উন্নতি সাধিত হয। বস্তুতঃ চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ষষ্ঠদশ শতাব্দীকালেব মধ্যে 'চামদেবীবংস' ও 'জিনকালমালী' গ্রন্থ দুইখানিও শ্যামদেশে পালি সাহিত্যচর্চাব প্রকৃষ্ট উদাহবণ বলা যায।[১৪৯]

এস্থলে উল্লেখ কবা যায যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Coedes শ্যামদেশেব প্রাচীন লিপিগুলি গ্রন্থাকাবে প্রকাশ কবেন যাহাব মধ্যে থাইলেখ বিদ্যমান।[১৫০] ইহা ব্যতীত, দ্বাববতী, শ্রীবিজয ও লবো বা লবপুবিব লিপিগুলিও তিনি সম্পাদনা কবিযাছেন। এগুলিব মধ্যে সংস্কৃত লেখগুলিব সহিত কাম্বোডিযাব প্রাচীন লিপিগুলিব সুসাদৃশ্য বহিযাছে যেগুলি নবম শতাব্দীব নিদর্শন বলিযা ধবা হয। লবপুবিতে পুনবায অষ্টকোণযুক্ত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইযাছে যাহাতে হীনযান সম্প্রদাযযুক্ত মনদিগেব লিপি উৎকীর্ণ বহিযাছে।[১৫১] অপবদিকে মেনাম উপত্যকা অঞ্চলেব প্রত্নতাত্ত্বিক

আবিষ্কারের দ্বারা জানা যায় যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই অর্থাৎ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী থেকে উক্ত স্থানে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃত প্রচলন ছিল।[১৫২] চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে হীনযান বৌদ্ধধর্ম মালয়ের লিগর নামক স্থান হইতে শ্যামরাজ্যে প্রসারিত হইয়াছিল যদিও পরবর্তীকালে এক অত্যাচারী শৈববংশীয় রাজা উহা উৎখাত করেন।[১৫৩] উক্ত সময়ে মেনাম উপত্যকার দুইটি ভাগের বর্ণনা পাওয়া যায় যাহার মধ্যে নিম্ন মেনামের দ্বারবতীরাজ্য বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয়।[১৫৪] অপরদিকে, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ 'তো-লো-পো-তি' নামক একটি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা নিম্ন ব্রহ্মদেশের সিরিখেত্ত (প্রোম) রাজ্য ও খ্মের রাজ্যের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল।[১৫৫] E J Eitel তো-লো-পো-তি'কে দ্বারবতী বা দ্বারপতী অর্থাৎ 'দ্বারের পতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১৫৬] এবং Coedes ও অন্যান্য লেখকগণ উপরোক্ত মতটিকে সমর্থনও করিয়াছেন।[১৫৭] যাহা হউক, তথাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি প্রমাণ করে যে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে দ্বারবতী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।[১৫৮] দ্বারবতী রাজ্যের অধিবাসীগণ ছিলেন 'মন' যাহারা বহু প্রাচীনকাল হইতেই মেনাম উপত্যকার মধ্য শ্যামদেশে বসবাস করিতে থাকেন।[১৫৯] ইহাদিগের সর্বপ্রথম রাজধানী ছিল 'নগরপথ' বা 'নগরপ্রথম' ('নকর্ণ পেতোম' বা শুধু 'পথম'), পরবর্তীকালে লব বা লপবুরিতে এবং সপ্তম শতাব্দীতে দ্বারবতীতে।[১৬০] এস্থলে ডঃ সুকুমার দত্তের উল্লেখ করা যায় যিনি বিবৃত করিয়াছেন যে ভারতীয় কাথিয়াওয়ারে অবস্থিত 'দ্বারকা'র নামানুসারে 'দ্বারবতী' নামটি অধিগৃহীত হইয়াছে।[১৬১] ডঃ দত্ত পুনরায় শ্যামদেশের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে নাম করিয়াছেন 'দ্বারবতী-অযোধিয়া'র যাহা শ্যামদেশীয় আখ্যান অনুসারে ভারতীয় মহাকাব্য 'রামায়ণে'র নায়ক রামচন্দ্রের রাজধানী বলা হইয়াছে।[১৬২]

পুনরায় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ শ্যামদেশে অযোথিয়া সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে। কথিত আছে, এক থাইরাজ যিনি উত্তর শ্যামদেশের রাজপরিবারভুক্ত ছিলেন তিনি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন রাজ্য গঠন করেন।[১৬৩] তিনি রামাধিপতি উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ্যের উত্তরাংশে দ্বারবতী শ্রীআয়ুধ বা আযোথিয়তে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি

সুখোদযতেও নিজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত কবেন। বস্তুতঃ মধ্য এবং নিম্ন মেনাম উপত্যকা যথা—লবপুবি, সুবর্ণপুবি (সুফন), বাজপুবি (বতবুবি), পেজবপুবি (পেতবুবি) এবং চন্দ্রপুবি (চন্দ্রবুবি) এবং মালয উপদ্বীপেব বৃহত্তম অংশ-যথা, তেনস্সেবিম, তাভয (বর্তমানে ব্রহ্মদেশেব বা মাযানমাবেব অন্তর্ভুক্ত), লিগব এবং সিনগোবাও তাঁহাব সাম্রাজ্যভুক্ত হয। এককথায বলা যায তাঁহাব বাজত্ব উত্তবে সুখোতাই ও দক্ষিণে মলক্ক পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ কবিযাছিল।[১৬৪] পববর্তী বাজা যথা, বেবোমোবাজা বা পবনবাজাব সমযকালে (১৩৭০-১৩৮৮ অব্দ) ক্রমান্বযে উত্তব লাওস এবং কাম্বোডিযাব এক বিস্তৃত অঞ্চল আযুথিয বাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত হয।[১৬৫]

যাহা হউক, শ্যামদেশেব বাজনৈতিক পট পবিবর্তন অর্থাৎ উত্তব শ্যাম-দেশেব সুখোতাই হইতে দক্ষিণ শ্যামবাজ্যেব আযোথিযতে বাজধানী স্থাপনেব দ্বাবা অত্যন্ত উন্নত ধবনেব সাংস্কৃতিক প্রভাব পবিলক্ষিত হয।[১৬৬] বলা বাহুল্য, আযোথিযবাজগণ বৌদ্ধধর্মেব একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ফলস্ববূপ আযোথিয বৌদ্ধধর্মেব অন্যতম পীঠস্থানবূপে পবিগণিত হয।[১৬৭] উক্ত স্থানেব শাসকগণেব সুখোতাই বাজ্যেব বাজাদিগেব ন্যায সিংহল বাজ্যেব সহিত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয সম্পর্ক গডিযা ওঠে[১৬৮] এবং ইহাও জানিতে পাবা যায যে আযোথিয বাজত্বকালে সিংহলেব 'সীহল সংঘ' শ্যামবাজ্যে বিশিষ্টতা অর্জন কবে।[১৬৯]

যাহা হউক, আযোথিয ১৭৬৭ অব্দ পর্যন্ত শ্যামদেশেব বাজধানীবূপে প্রসিদ্ধি লাভ কবিযাছিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয বাজা ঐ সমযকালে আযোথিয বাজ্য আক্রমণ কবিলে আযোথিয বাজাব শোচনীয পবাজযেব দ্বাবা উক্ত বাজ্যেব শক্তি ও গৌবব সম্পূর্ণবূপে ধূলিসাৎ হয।[১৭০] ব্রহ্মদেশীয শাসক বৌদ্ধ-বিহাবগুলি, বৌদ্ধমন্দিব ও মূর্তিগুলিও ধ্বংস কবেন[১৭১] যদিও কযেক দশকেব মধ্যে 'ফনা তর্কাসিন' নামক একজন চৈনিক নেতাব দ্বাবা ব্রহ্মদেশীযগণ দেশ হইতে বিতাডিত হইযাছিল।[১৭২] কিন্তু ১৭৮২ অব্দে উক্ত প্রধানকে উৎখাত কবিলে দেশে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাব সৃষ্টি হয। অতঃপব চাও ফাবা ছক্রীব দ্বাবা তথায নূতন বাজতন্ত্রেব প্রতিষ্ঠা হয।[১৭৩] ডঃ সুকুমাব দত্ত তাঁহাব গ্রন্থে উক্ত ছক্রী বাজবংশেব ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছযজন বাজাব নামোল্লেখ কবিযাছেন।[১৭৪] বস্তুতঃ ছক্রীবাজগণ সক্রিযভাবে বৌদ্ধ ধ্যান-

ধারণার মাধ্যমে দেশকে সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধরাজ্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।[১৭৫] উক্ত রাজবংশের রাজা প্রথম রাম বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[১৭৬] কথিত আছে, তিনি বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকল্পে একটি বৌদ্ধ সংগীতির আহ্বান করিয়া ত্রিপিটকের একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ তৈয়ারী করান। উপরন্তু শ্যামদেশের উত্তরাংশে ব্যাংককে তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন যাহা অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থানরূপে গণ্য।[১৭৭] ইহাও জানিতে পারা যায় যে তিনি ব্যাংককে বিশেষ যত্নসহকারে একটি গৃহ নির্মাণ করান উক্ত ত্রিপিটকগুলির সংরক্ষণের জন্য।[১৭৮] উক্ত তালপাতার পুঁথিগুলি বা ত্রিপিটক 'Great Gil Edition' নামে সুপরিচিত। এগুলি পঁয়তাল্লিশটি অংশে বিভক্ত এবং এগুলির গড় পৃষ্ঠা সংখ্যা হইল পাঁচশত। উপরন্তু তিনি শ্যামদেশীয় ভাষায় দশটি রাজাদেশ জারি করেন স্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের সুবিধার্থে যাহা 'কোটমাই ফর সংঘ' (Kotmai Phra Sangha নামে পরিচিত।[১৭৯] বস্তুতঃ সেই সময় পালি থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের শ্যামদেশে বহুল পরিমাণে বিস্তারলাভ ঘটিয়াছিল।[১৮০] যাহা হউক, উক্ত দশটি রাজাদেশ, সিংহলদেশীয় রাজাগণের দ্বারা প্রচলিত 'কথিকাবতে'র সমগোত্রীয় বলিয়া জানিতে পারা যায়।[১৮১] পুনরায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল চক্রীবংশীয় রাজা চুলালং ক্রোংএর (১৮৬৮-১৯১১ অব্দ) রাজত্বকাল। ঐসময়ে প্রথম শ্যামদেশীয় হরফে ত্রিপিটক সংকলিত হয়। ইতিপূর্বে কাম্বোডিয়ার হরফেই ধর্মীয় গ্রন্থগুলি লিখিত হইত।[১৮২]

বর্তমানে শ্যামদেশে বা থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধসংঘের দুইটি নিকায় বা সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়, যথা—মহানিকায় ও ধম্মযুত্তিকনিকায়।[১৮৩] প্রথম নিকায়টি তুলনামূলকভাবে অধিকতর প্রাচীন ও অধিক সংখ্যক শিষ্যবহুল। অপর সম্প্রদায়টি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে থাইরাজা মঙ্কুটের সময়কালে স্থাপিত হয়। কথিত আছে, মঙ্কুট জীবনের প্রথম ছাব্বিশ বৎসর ভিক্ষুজীবনযাপন করেন।[১৮৪] উপরোক্ত সম্প্রদায় দুইটি কেবলমাত্র চীবর পরিধানের বিনয় নিয়মের বৈসাদৃশ্যের জন্যই উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।[১৮৫] যাহা হউক, থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্মই রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে পরিগণিত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী তথাকার লোকবসতির ৯০ ভাগ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।[১৮৬] পরিশেষে ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতির উল্লেখ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন "Indeed, to the Thai Nation as a whole, Buddhism has been

the main spring from which flow its culture and philosophy, its art and literature, its ethics and morality and many of the folkways and festivals."[১৮৭]

লাওসে বৌদ্ধধর্ম

কথিত আছে, শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ড হইতেই বৌদ্ধধর্ম লাওসে প্রবেশ করিয়াছিল।[১৮৮] ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে আয়োথিয়া পত্তনের পরবর্তী সময়ে থাইগণ শ্যামদেশ হইতে প্রসারিত হইয়া উত্তর মেকং উপত্যকায় লাওসে রাজত্ব স্থাপন করেন।[১৮৯] অপরদিকে, কাম্বোডিয়ার রাজা জয়বর্মণ পরমেশ্বরেরও (১৩২৭-৫৩ অব্দ) লাওসে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা রহিয়াছে। লাওসের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে লাওসের এক রাজ্যচ্যুত শাসক পুত্র ফানাংকে লইয়া কাম্বোডিয়ার রাজপরিবারে আশ্রয় নেন। পরবর্তীকালে ফানাং যৌবনে উপনীত হইলে কাম্বোডিয়ার রাজা জয়বর্মণ তাঁহার কন্যার সহিত ফানাংএর বিবাহ দিয়া তাঁহাকে রাজ্য পরিচালনার ভার দেন।[১৯০] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে কাম্বোডিয়ায় সেই সময় শ্যামদেশ হইতে আগত থেরবাদ বা স্থবিরবাদ সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল। বস্তুতঃ জয়বর্মণ তাঁহার জামাতাকে বৌদ্ধ ধ্যানধারণা সহযোগে রাজত্ব পরিচালনার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কথিত আছে, কাম্বোডিয়ার রাজা জয়বর্মণ ফানাংকে পালিশাস্ত্রে পারদর্শী করিয়া তুলিবার মানসে সিংহলদ্বীপ হইতে ভিক্ষুসংঘকে নিজ দেশে আনয়ন করাইয়াছিলেন।[১৯১] তৎসঙ্গে সিংহল হইতে একটি বুদ্ধ-মূর্তিও তিনি নিজ দেশে লইয়া আসেন। ফানাং উক্ত মূর্তিটি পরবর্তীকালে লাওসের লাংপ্রবাংএ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।[১৯২] ফানাং এর প্রতিষ্ঠিত থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম লাওসে বর্তমানযুগেও রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে সুচিহ্নিত।[১৯৩] অপরদিকে বলা যায় ফানাংই হইলেন লাওসের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজা। তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে একত্রিত করিয়া লাওসে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার মহিষী যিনি কাম্বোডিয়ারাজ জয়বর্মণের কন্যা ছিলেন, তাঁহার প্রচেষ্টায় হীনযান বৌদ্ধধর্ম সমগ্র দেশেই বিস্তারলাভ করে।[১৯৪] এক্ষেত্রে লাওসের একখানি লিপি যথা, 'ওয়াত কেও'র উল্লেখ করা যায় যাহাতে বর্ণিত আছে যে লাওসে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার ছিল না কিন্তু লাওসের রাজার অনুরোধে কাম্বোডিয়া হইতে ফানাং এর

আচার্য ও ভিক্ষুসংঘ একটি বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থাদিসমেত লাওসে আগমন করিলে তথায় বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯৫] উক্ত অভিলেখটিতে পুনরায় উল্লেখ আছে যে সিংহলদেশীয় আচার্যগণই কাম্বোডিয়া হইয়া লাওসে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় লাওসে সিংহলী বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।[১৯৬]

মালয় উপদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম

মালয় উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বলা যায় যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য স্থানসমূহের তুলনায় মালয়ের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ, মালয় সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিল কারণ ইহার অবস্থান মধ্যবর্তীস্থানে হওয়ার জন্য প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের মিলনের ক্ষেত্রে মালয়ের গুরুত্ব যথেষ্ট। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ভারতবর্ষে মালয়ের পরিচিতি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশকের পূর্ব হইতেই।[১৯৭] তাঁহার বর্ণনায়—"On the whole the Malay Peninsula may be regarded as the main gate of the Indian colonial empire in the Far East"[১৯৮] তিনি পুনরায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ মালয়ে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।[১৯৯] চীনা বর্ষপঞ্জীতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই মালয় উপদ্বীপে হিন্দুবসতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০০]

যাহা হউক, এবিষয়ে কতকগুলি চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের সংস্কৃত লিপির উল্লেখ করা যায় যেগুলি মালয় উপদ্বীপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এগুলি ভারতীয় দেবনাগরী হরফে লিখিত। ইহার মধ্যে তিনখানি সম্পর্কে বলা যায় যে এগুলি মালয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারক যাহা স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মও তথায় বহুল পরিমাণে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।[২০১] উপরন্তু তথায় কেদার নামক স্থানের নিকটে একটি ইষ্টক নির্মিত বৌদ্ধচৈত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে একখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত অভিলেখ পাওয়া গিয়াছে।[২০২] ইহা ব্যতীত, ওয়েলেসলি প্রদেশের উত্তরাংশে কতকগুলি বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শনযুক্ত স্তম্ভও পাওয়া গিয়াছে[২০৩] যে কারণে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তৎপূর্বেও উক্ত স্থানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম বহুল পরিমাণে প্রচারলাভ করিয়াছিল।[২০৪] তথায়

একখানি সংস্কৃতে রচিত মৃন্ময় ফলক পাওয়া গিয়াছে যাহাতে মহাযান মাধ্যমিক সূত্রের কিয়দাংশ উৎকীর্ণ রহিয়াছে।[২০৫] এগুলির মধ্যে দুইটি পঙ্‌ক্তির চীনা অনুবাদ পাওয়া যায়।[২০৬] ইহা ব্যতীত, 'সাগরমতি পরিপৃচ্ছা' নামক মাধ্যমিক শাস্ত্রের অনুবাদ গ্রন্থেও উক্তস্থানে প্রাপ্ত লেখের তিনখানি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ রহিয়াছে।[২০৭]

যাহা হউক, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায যে মালয উপদ্বীপে হিন্দুধর্মের সমান্তরাল বৌদ্ধধর্মও প্রসারলাভ করিয়াছিল। এস্থলের 'নাখোন শ্রীতম্মরাট' বা লিগর নিঃসন্দেহভাবে একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ উপনিবেশ ছিল।[২০৮] তথাকার একটি বিশালাকার বৌদ্ধস্তূপ বর্তমানেও অস্তিত্বশীল। স্তূপটি পনেরটি বৌদ্ধমন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত।[২০৯] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে উক্ত মন্দিরগুলি সম্ভবতঃ প্রাচীনই।[২১০] লিগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে চৈয উপনিবেশের উল্লেখ করা যায যাহা প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্মীয হইলেও পরবর্তীকালে তাহা বৌদ্ধ বলিযাই গণ্য হইয়াছে।[২১১] ইহা ব্যতীত, লিগরে একখানি লেখ পাওয়া গিয়াছে যেস্থলে বর্ণিত রহিয়াছে যে তথায তিনটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির ও পাঁচখানি স্তূপ বৌদ্ধ দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল।[২১২] উক্ত স্থাপত্যগুলি দেশের রাজাদিগের দ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, কোনও কোনও মন্দির বা স্তূপের নির্মাণকর্তা ছিলেন আচার্যগণ। এগুলির নির্মাণকাল বলা হইয়াছে শক যুগের ৬৯৭ অব্দ (খৃষ্টীয ৭৭৫ অব্দ)।[২১৩]

কাম্বোডিয়ায় (কম্বুজে) বৌদ্ধধর্ম

উপাখ্যান অনুযাযী কম্বুজ বা কাম্বোডিযার ফুনান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল খৃষ্টীয ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে মেকং নদীর নিম্ন উপত্যকায।[২] ফুনানের হিন্দু রাজবংশের কথা তৃতীয শতাব্দীর চীনা বিবরণগুলিতে উল্লিখিত রহিয়াছে। কথিত আছে, কৌণ্ডিণ্য নামক এক হিন্দু ব্রাহ্মণ যিনি চীনা উপাদানে হিউযেন চেং নামে পরিচিত তিনি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে কম্বুজতে আসিয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[২১৫] অপরদিকে, কোনও কোনও স্থানে বলা হইয়াছে যে কৌণ্ডিণ্য মালয উপদ্বীপ বা মালয দ্বীপপুঞ্জ হইতেই কাম্বোডিযায আসিয়াছিলেন।[২১৬] যাহা হউক, ইহা জানা যায যে ফুনানের স্থানীয অধিবাসীগণ অর্ধসভ্য ছিলেন এবং কৌণ্ডিণ্যই সর্বপ্রথম তথায

সভ্যতাব আলোক দেখাইযাছিলেন।[২১৭] এ প্রসঙ্গে ডঃ বমেশচন্দ্র মজুমদাব বলিযাছেন যে মহীশূবেব একটি লেখতে (যাহা সম্ভবতঃ দ্বিতীয শতাব্দীব) কৌণ্ডিণ্য গোত্রেব ব্রাহ্মণদিগেব উল্লেখ বহিযাছে।[২১৮] পববর্তী ফুনান বাজ-বংশেব দুইজন বাজা যথা, কৌণ্ডিণ্য জযবর্মণ (৪৭৮-৫১৪ অব্দ) ও বুদ্রদামণ (৫১৪-৫৩৯ অব্দ) বৌদ্ধধর্মেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐতিহাসিক Hall বর্ণনা করিযাছেন যে ৪৮৪ অব্দে কৌণ্ডিণ্য জযবর্মণ এক চীনা শাসকেব নিকট বৌদ্ধধর্ম প্রচাব কবিবাব উদ্দেশ্যে নাগসেন নামক এক ভিক্ষুব নেতৃত্বে চীনদেশে ধর্মপ্রচাবক পাঠাইযাছিলেন।[২১৯] চীনা লিযাং বর্ষপঞ্জীতে বর্ণিত আছে যে ৫০৩ খৃষ্টাব্দে কৌণ্ডিণ্য জযবর্মণ চীনা সম্রাট উই-তিব নিকট একটি প্রবালেব বুদ্ধমূর্তি ও ধর্মপ্রচারক প্রেরণ কবিয়াছিলেন।[২২০] কথিত আছে, চীনা সম্রাট উই-তি বৌদ্ধধর্মেব অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফুনান হইতে সংঘপাল ও মন্দ্রসেন নামক দুইজন বৌদ্ধভিক্ষু ষষ্ঠ শতাব্দীব প্রথমার্ধে চীনা বাজদববাবে অবস্থান কবিযা দীর্ঘকাল ধবিযা অত্যন্ত পবিশ্রম সহকাবে চীনা বৌদ্ধগ্রন্থ-গুলিব অনুবাদ কবিযাছিলেন।[২২১] উপবোক্ত ঘটনাটি কাম্বোডিযায বৌদ্ধ-বিহাবেব অবস্থান বা বৌদ্ধশাস্ত্রেব অধ্যয়নেব দ্বাবা ধর্মেব বিস্তাবেব সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ বহন কবিতেছে বলা যায।

পববর্তী কাম্বোডিযাব বাজা বুদ্রবর্মণেব সমযকালেও চীনা সম্রাটেব সহিত সুসম্পর্ক ছিল। চীনা বর্ষপঞ্জীগুলিতে[২২২] বহিযাছে যে বুদ্রবর্মণ একটি চন্দনকাষ্ঠনির্মিত বুদ্ধমূর্তি চীনা সম্রাটেব নিকট উপহাবস্বরূপ প্রেরণ কবিযাছিলেন। পুনবায, ৫৩৯ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধেব একখানি কেশধাতুও চীনা সম্রাটকে উপহাব দেওযা হয।[২২৩] এবিষযে দক্ষিণ কাম্বোডিযাব বাত্তিপ্রদেশে 'তা প্রোন' নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি সংস্কৃত লেখেব উল্লেখ কবা যায যাহাতে বাজা জযবর্মণ ও বুদ্রবর্মণ সম্পর্কে বর্ণনা বহিযাছে। উক্ত লেখটিতে সর্বাগ্রে বুদ্ধকে আহবান কবা হইযাছে এবং পববর্তী পঙ্‌ক্তিতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘেব বর্ণনা বহিযাছে।[২২৪] যদিও লেখটিতে কোন সঠিক সমযকাল দেওযা নাই তবুও পণ্ডিতবর্গ লিপিগুলিব নিদর্শন দেখিযা মনে কবেন যে ইহা ষষ্ঠ শতাব্দীব মধ্যবর্তী সমযেই বচিত হইযাছিল।[২২৫] ইহা ব্যতীত, দক্ষিণ কাম্বোডিযাব প্রেই বেঙ প্রদেশেব টৌল প্রে বা প্রথাটেও একখানি বুদ্ধমূর্তি পাওযা গিযাছে। মূর্তিটিব তলদেশে একটি পালি লিপি বহিযাছে, যথা— 'যে ধম্মা হেতুপ্পভবা'...ইত্যাদি যাহা বিনয পিটক হইতে উদ্ধৃত।

এক্ষেত্রেও পণ্ডিতবর্গ লেখটিকে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর বলিয়াই মনে করেন।[২২৬] পালি লেখটি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে কাম্বোডিয়ার ফুনানে সেইসময় হীনযান বা রক্ষণশীল বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল।[২২৭]

অপরদিকে, গুপ্তযুগের শিল্পকলার নিদর্শনও ফুনানে পাওয়া গিয়াছে যাহার সময়কাল ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে কাম্বোডিয়ায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিংএর মতে পো-নামে (অর্থাৎ ফুনানে) বৌদ্ধধর্মের প্রচলন বহু প্রাচীনকাল হইতেই রহিয়াছে।[২২৮] তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে ফুনানের অধিবাসীগণ প্রথমে হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা করিতেন কিন্তু পররর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম তথায় প্রসারলাভ করিলে জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু একজন অত্যাচারী রাজা তথায় বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন করিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। ইৎসিং পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি সেই সময় তথাকার বৌদ্ধসংঘে কোন ভিক্ষু অবলোকন করেন নাই।[২২৯] বস্তুতঃ সপ্তম শতাব্দীতে তথায় বৌদ্ধধর্মের উৎখাত ঘটিয়া শৈবধর্মই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।[২৩০]

পুনরায়, নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যশোবর্মণ কাম্বোডিয়ার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা যশোবর্মণের রাজত্বকালের ধর্মীয় ইতিহাস কয়েকটি সংস্কৃত লিপি হইতে পরিস্ফুট হয়। সুবিখ্যাত আঙ্কোর থোমের নিকটবর্তী স্থান তেপ প্রনামে দেবনাগরীতে লিখিত সংস্কৃত লেখতে উল্লিখিত রহিয়াছে যে তিনি বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাসের নিমিত্ত 'সৌগতাশ্রম' তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন।[২৩১] ইহা ব্যতীত, রাজা যশোবর্মণ বিহারে বসবাসকারিগণের যথার্থ পথনির্দেশনার জন্য কতকগুলি বিস্তৃত নিয়মেরও প্রচলন করেন।[২৩২]

পুনরায়, পঞ্চম জয়বর্মণের রাজত্বকালে (৯৬৮-১০০১ অব্দ) কাম্বোডিয়ায় বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। কেবলমাত্র রাজাই নহে কীর্তি-পণ্ডিত নামক এক বৌদ্ধমন্ত্রীর কথাও জানা যায়। দক্ষিণ কাম্বোডিয়ার মেকং নদীর পূর্বপ্রান্তে 'স্রে সমথোর' বা 'ওয়াৎ সিথোর' নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি লেখে উক্ত রহিয়াছে যে জয়বর্মণের মন্ত্রী কীর্তিপণ্ডিত বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং ইহাতে ধর্মের অশেষ উন্নতি সাধিত হয়।[২৩৩] উপরন্তু উক্ত লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা স্বয়ং বৌদ্ধ ধ্যানধারণার

দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং কীর্তিপণ্ডিত তাঁহার সময়েই বিদেশ হইতে বহু বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থ কাম্বোডিয়ায় আনয়ন করাইয়াছিলেন।[২৩৪]

ইহার পর একাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বর্ণনা করা যায়। উক্ত সময়ে রাজা প্রথম সূর্যবর্মণ কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সূর্যবর্মণ একনিষ্ঠ বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। উক্ত স্থানের লিপিতে তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে 'নির্বাণপাদ' নাম সহযোগে।[২৩৫] কথিত আছে, তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ও যশোবর্মণের প্রতিষ্ঠিত সৌগতাশ্রমেও বহুপ্রকার দানধ্যান করিতেন। উপরন্তু তাঁহার ধর্মীয় সহনশীলতা কাম্বোডিয়ার ধর্মীয় ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। লেখগুলিতে ইহাও বর্ণিত আছে যে প্রথম সূর্যবর্মণ স্থবিরবাদ ও মহাযান—উভয় সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেন।[২৩৬]

পরবর্তীরাজা সপ্তম জয়বর্মণের (১১৮১-১২১৮ অব্দ) রাজত্বকাল কাম্বোডিয়ার ইতিহাসে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করে। তাঁহার সময়কালের লেখগুলি হইতে জানা যায় যে তিনি একনিষ্ঠ বৌদ্ধরাজা ছিলেন এবং বৌদ্ধ-ধর্মের উন্নতি ও প্রসারতার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। লেখগুলিতে তাঁহাকে মহাযান সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ মহাযানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৩৭] তিনি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তাঁহাকে কাম্বোডিয়ার সুবিখ্যাত দুইখানি স্থাপত্য 'আংকর থোম' ও 'বেয়ণে'র প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে।[২৩৮]

যাহা হউক, ইহা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে কাম্বোডিয়ার ত্রয়োদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত ছিল। উপরন্তু তথায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিশেষতঃ শৈব সম্প্রদায় ও মহাযানের সহাবস্থান লক্ষণীয়। বর্তমানে উক্ত স্থানে শ্যামদেশের ধর্মীয় প্রভাবে স্থবিরবাদ বা থেরবাদ সম্প্রদায় সুদৃঢ় স্থান গ্রহণ করিয়াছে যাহা প্রধানতঃ একমাত্র ধর্মরূপে কাম্বোডিয়ায় পরিগণিত।[২৩৯] উক্ত স্থবিরবাদ সম্প্রদায় দুইটি শাখায় বিভক্ত, যথা—মহানিকায় ও ধম্মযুত্তিক। দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'মহানিকায়' অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও বহুল প্রচারিত এবং দুইটির মধ্যে কেবলমাত্র পালি ভাষা উচ্চারণের ও ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিনয়-নিয়মের পার্থক্য রহিয়াছে।[২৪০] কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই শ্যামদেশীয় 'মংগলথ-দীপনী' ও শ্যামদেশীয় অপরাপর গ্রন্থগুলিকেই প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন।[২৪১]

চম্পায় (ভিয়েতনাম) বৌদ্ধধর্ম

চম্পারাজ্যের বর্তমান নাম হইল ভিয়েতনাম। ইহা পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত, যথা—উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। ভিয়েতনাম ইন্দোচীন উপদ্বীপে অবস্থিত। ইহা আনাম নামেও সুপরিচিত। বস্তুতঃ, ইহার প্রাচীন নাম 'চম্পা' প্রমাণ করে যে উক্ত স্থানটি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলই ছিল।[২৪২] এস্থানে ভারতীয় ভাবধারার নিদর্শনস্বরূপ বহু স্মৃতিস্তম্ভ, চৈত্য, বিহার বা অভিলেখ পাওয়া গিয়াছে।[২৪৩] শিল্পকলার ক্ষেত্রেও উল্লেখ্য যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর 'অমরাবতী শিল্প' সম্প্রদায়ের নিদর্শন উক্তস্থানে পরিলক্ষিত হয়।[২৪৪] চম্পার 'ডংডাং' নামক স্থানেরও একটি অমরাবতী শিল্পকলার নিদর্শনের উল্লেখ করা যায় যাহা স্পষ্টতঃই খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বেই তথায় বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ।[২৪৫] অপর-দিকে, চম্পায় কোন লিখিত তথ্য পাওয়া যায় না। ইহার পরবর্তী সময়ের একখানি চীনা ইতিবৃত্তে উল্লিখিত রহিয়াছে যে সপ্তম শতাব্দীতে চীনারাজা চম্পার রাজধানী আক্রমণ করিয়া ১,৩৫০টি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনদেশে লইয়া যান।[২৪৬] সুতরাং ইহা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে তথায় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই বৌদ্ধধর্ম অস্তিত্বশীল ছিল। উপরন্তু, চীনা পরিব্রাজক ইৎসিংএর ভ্রমণবৃত্তান্তে বলা হইয়াছে যে তিনি তথায় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের যথা—আর্যসম্মিতীয়নিকায়ের বহুসংখ্যক ও সর্বাস্তিবাদনিকায়ের অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ-ভিক্ষু দেখিয়াছিলেন।[২৪৭] সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায় যে ইৎসিংএর বিবরণ অনুযায়ী সপ্তম শতাব্দীতে হীনযান বা রক্ষণশীল বৌদ্ধধর্ম চম্পায় অস্তিত্বশীল ছিল। পুনরায়, অষ্টম শতাব্দীর কয়েকটি লেখতে বলা হইয়াছে যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিশেষত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম তথায় দৃঢ়স্থানলাভ করিয়াছিল।[২৪৮] এক্ষেত্রে চম্পার শাসককুলের অবদান কম ছিল না। সর্বাগ্রে নামোল্লেখ করা যায় রাজা ইন্দ্রবর্মণের (৮৫৪-৮৯৩ অব্দ), যিনি একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি চম্পার মাইসন নামক স্থানের দক্ষিণ-পূর্বে ডংডাংএ একটি বৌদ্ধবিহার ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক Hall মন্তব্য করিয়াছেন যে উক্ত নিদর্শনটি চম্পায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ।[২৪৯] ইহা ব্যতীত, ডংডাংএ বহু বৌদ্ধ স্থাপত্যকলার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপরন্তু উক্তস্থানে প্রাপ্ত লেখগুলিতেও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে

যে ইন্দ্রবর্মণের পরবর্তী অন্যান্য রাজাগণ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।[২৫০] পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত চম্পাতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ছিল। উক্ত শতাব্দীর শেষের দিকে আনামের শাসকবর্গ যাহারা টনকিনে বসবাস করিতেন তাঁহারা চম্পা অধিকার করিয়া নেন এবং সেই সময় হইতেই চীনদেশের সহিত চম্পার সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে চীনদেশীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ও ইসলাম ধর্মের প্রভাবে তথাকার বৌদ্ধধর্মেরও পরিবর্তন সাধিত হয়।[২৫১] ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে চীনা সম্রাট কিয়াং কিং উক্ত স্থানের নামকরণ করেন ভিয়েতনাম।[২৫২]

ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম

ইন্দোনেশিয়া বা ইনসুলিন্দা প্রধানতঃ জাভা, সুমাত্রা, বালি, বোর্ণিও ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক হাজারেরও বেশি দ্বীপপুঞ্জ লইয়া গঠিত। ঐগুলির মধ্যে জাভা, সুমাত্রা, বালি ও বোর্ণিওর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্তরূপে এস্থলে আলোচিত হইতেছে।

জাভা

গ্রীক পর্যটক টলেমি যাঁহার সময়কাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী বলা হয় তিনি জাভাকে ভারতীয় নামে যথা, জবডিয়ান বা যবদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২৫৩] উক্তস্থানে পঞ্চম শতাব্দীর চারিটি সংস্কৃত লিপি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে প্রাচীনকাল হইতেই পশ্চিম জাভায় হিন্দু বসবাসকারীদের উল্লেখ রহিয়াছে।[২৫৪] মধ্য জাভাতেও অপর হিন্দু ঔপনিবেশের উল্লেখ পাওয়া যায় যাহা চীনা বিবরণগুলিতে জো-লিং বা কলিঙ্গ বলিয়া বর্ণিত।[২৫৫] উপরন্তু বিভিন্ন জাভার বর্ণনাগুলি হইতে জানা যায় যে উক্তস্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রথম বিস্তারলাভ করে চতুর্থ শতাব্দীতে বা উহারও পরবর্তী অব্দে।[২৫৬] অপরদিকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনও জাভাতে হিন্দুধর্মের প্রাধান্যের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন যদিও বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ প্রচলনের কথা ও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত উল্লেখ আছে।[২৫৭] অতঃপর ইৎসিংএর জাভা পরিভ্রমণের অল্প কিছুকাল পরেই কাশ্মীরের (কি-পিন) রাজপুত্র গুণবর্মণ জাভাতে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করেন। কথিত আছে গুণবর্মণ ত্রিশ বৎসর বয়সে সিংহলে গমন

করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে জাভাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ মাতাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।[২৫৮] যাহা হউক, গুণবর্মণের প্রভাবে ক্রমশঃ জাভার রাজা ও তথাকার জনসাধারণও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়া পড়েন। গুণবর্মণের খ্যাতি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। চীনা বিবরণীতে পাওয়া যায় যে চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের অনুরোধে চীনাসম্রাট গুণবর্মণকে নিজরাজ্যে আমন্ত্রণ জানান এবং গুণবর্মণও ৪৩১ অব্দে জাভা হইতে চীনদেশের নংকিনে গমন করেন।[২৫৯] গুণবর্মণ মূল সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের প্রচারক ছিলেন এবং জাভাতে তাঁহার উদ্যোগেই মূলসর্বাস্তিবাদ অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হইয়া ওঠে।[২৬০] যাহা হউক, বলা বাহুল্য যে গুণবর্মণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম সমগ্র জাভায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৬১] পরবর্তীকালে মধ্য ও পশ্চিম জাভা শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাগণ অধিকার করিলে সমগ্র দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ঘটে। কারণ, শৈলেন্দ্রগণ একনিষ্ঠ মহাযান ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[২৬২]

সুমাত্রা

সুমাত্রা দ্বীপে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্ম অস্তিত্বশীল ছিল।[২৬৩] সুমাত্রা, যাহা বিদেশী বিবরণে 'পালেমবাং' নামে সুপরিচিত ছিল তাহা প্রধানতঃ শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্রবংশীয়রাজগণের প্রভাবেই একান্তরূপে বৌদ্ধ-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পালেংবাংএ ৬৮৪ খৃষ্টাব্দের একখানি লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে যেস্থলে 'জয়নাস' নামক শ্রীবিজয়ের এক শাসকের নামোল্লেখ রহিয়াছে যিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[২৬৪] অপরদিকে, চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং দুইবার সুমাত্রাদ্বীপ পরিভ্রমণে যাইয়া তথায় বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা ও প্রসারতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেবলমাত্র তাহাই নহে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় মহাসাগরের অপর দশখানি দ্বীপেও বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে হীনযান সম্প্রদায়ের প্রাধান্যই দ্বীপগুলিতে বেশি ছিল কিন্তু সুমাত্রা ও শ্রীবিজয়ে ছিল মহাযান ধর্মের প্রভাব।[২৬৫] উপরন্তু তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি শ্রীবিজয়ে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ শিক্ষা করিয়াছিলেন।[২৬৬]

সুমাত্রার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তথায়

বহু বোধিসত্ত্বের মূর্তির আবিষ্কার। এগুলি সুমাত্রায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ। যদিও তথায় সংস্কৃতে রচিত বহু হীনযান বৌদ্ধ-গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে[২৬৭] যাহা প্রমাণ করে যে সুমাত্রায় হীনযানও একদা অস্তিত্বশীল ছিল।

বোর্ণিও

ইন্দোনেশিয়ার সকল দ্বীপগুলির মধ্যে বোর্ণিও হইল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ। উক্ত স্থানেও বৌদ্ধধর্মের নিশ্চিত বিস্তারের কথা জানা যায়। বোর্ণিওতে কয়েকটি স্থানে কতকগুলি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যথা—বোর্ণিওর কোটি জেলার কোটা বনগ্রাম নামক স্থানে গুপ্তযুগের একখানি ব্রোঞ্জের মনোহর বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে যাহা নিশ্চিতভাবে গুপ্তশিল্পকলার নিদর্শন বহন করে।[২৬৮] অপরদিকে, কোমবেং গুহার উল্লেখ করা যায় যাহা 'মুয়ারা কমন' নামক স্থানের উত্তরে অবস্থিত ছিল। উক্ত গুহাটি দুইখানি কক্ষ বিশিষ্ট। ইহার একখানি কক্ষে বেলেপাথরের তৈয়ারী একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে।[২৬৯] কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের বহুল প্রচারের সহিতই বোর্ণিওতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়।[২৭০]

বালি দ্বীপ

জাভার পূর্বদিকের দ্বীপ বালিতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। লিয়াংবংশীয় চৈনিক ইতিবৃত্ত হইতে ইহা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে বালি (যাহার চীনা নাম ছিল পো-লি) অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও সুসভ্য রাজ্য ছিল। উক্ত স্থানে হিন্দুরাজবংশের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মেরও অস্তিত্ব ছিল বলিয়া উপাদানগুলিতে উল্লিখিত।[২৭১] ইৎসিং ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে কেবলমাত্র বালিতেই মূল সর্বাস্তিবাদ-নিকায় বা সম্প্রদায়টি সর্বসাধারণের দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল।[২৭২] উপরন্তু, চীনা বিবরণগুলিতেও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বালিদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত স্থানে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে বালিদ্বীপ হইতে ৫১৮ খৃষ্টাব্দে চীনরাজ্যে দূত প্রেরণ করা হইয়াছিল।[২৭৩]

ইন্দোনেশিয়ার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য বিষয় হইল যে উক্ত স্থানে পঞ্চম শতাব্দী হইতেই বৌদ্ধধর্ম অন্যতম ধর্মরূপে পরিগণিত

হইয়াছিল এবং সপ্তম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দীকাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি বৌদ্ধধর্মের প্রসারতার একনিষ্ঠই কেন্দ্ররূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে নালন্দা হইতে আচার্য ধর্মপাল, দক্ষিণ ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্যগণ যথা বজ্রবোধি, অমোঘবজ্র সপ্তম শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। পুনরায়, অষ্টম শতাব্দীর শেষোর্দ্ধে শৈলেন্দ্রবংশীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় ইন্দোনেশিয়া যাহা সাধারণতঃ সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল তথায় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রথম জীবনে সুবর্ণদ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতাচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিতে গমন করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান আচার্য ছিলেন।[২১৪] অতঃপর শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের উল্লেখ করা যায় যাঁহারা ইন্দোনেশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন ও তাঁহারা বৌদ্ধধর্মেরও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদিগের রাজত্বকালে নির্মিত বিশালাকার বোরাবুদুরের মন্দির, কলসান, চণ্ডীমেণ্ডুত ইত্যাদি স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি পাওয়া যায়। সেই সময় শৈলেন্দ্ররাজবংশের তথা সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। শৈলেন্দ্ররাজ বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নালন্দায় ও নাগপট্টনমে বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাসের নিমিত্ত যথাক্রমে পালরাজা ও চোলরাজাদিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস জানিবার জন্য দুইখানি মূল্যবান মহাযান গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়, যথা—সং হ্যাং কমহয়নন মন্ত্রনয় (Sang hyang Kamahayanan Mantranaya) এবং সং হ্যাং কমহয়নিকন[২১৫] (Sang hyang Kamahayanikan)।

উপরোক্ত মূল গ্রন্থ দুইখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং তথায় বাংলাদেশীয় বৌদ্ধধর্ম বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম লইয়া আলোচনা রহিয়াছে।[২১৬] শেষোক্ত গ্রন্থটিতে জাভার তান্ত্রিক রাজা কৃতনগরের (১২৫৪-৯২ অব্দ) বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে।[২১৭]

উপসংহারে দেখিতে পাওয়া যায় যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বৌদ্ধধর্মের উত্থানপতনের ইতিহাসসম্বলিত। কখনও দেখা গিয়াছে কোন কোন স্থানে বৌদ্ধধর্মের কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া মহিমান্বিত রূপ, পুনরায় কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া অবদমিত রূপ। কিন্তু কখনই কোন স্থান হইতে বৌদ্ধধর্মের

সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে নাই। উপরন্তু বৌদ্ধধর্মকেই ঘিরিয়া দেশে দেশে শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থবিরবাদ বা রক্ষণশীল বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভগবান বুদ্ধকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিতই স্মরণ করিয়া থাকে।

পাদটীকা

১। দীপ, ৮ম, ১-১৩ ; মহা, ১২শ, ৩-১০
২। বৌদ্ধ পৃঃ ৬৬
৩। ঐ পৃঃ ৬৬-৬৭
৪। ঐ
৫। দীপ, ৮ম, ১৩, মহা, ১২শ, ৭-৮
৬। মজ্ঝিম, ১ম, পৃঃ ১৭৪-৮৪ ; উক্ত সুত্তটিতে বুদ্ধের ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর আদর্শ জীবন সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে।
৭। দীপ, ১২শ, ৫ম ; মহা, ১৪শ, ২২
৮। ঐ, তুলঃ BIA p. 183
৯। ঐ, ১৩শ, ৩৬
১০। HBC pp, 52-53
১১। অংগুত্তর, ৪র্থ পৃঃ ১২৮
১২। তুলঃ HBC p. 51
১৩। সংযুত্তনিকায়ের শেষ অধ্যায়
১৪। মজ্ঝিম, ৩য়, পৃঃ ১৭৮
১৫। ঐ
১৬। অঙ্গুত্তর নিকায়
১৭। HTBSEA p. 50
১৮। BIA p. 185
১৯। HBC p. 58

২০। Ibid p 59

২১। দীপ, ১৭শ, ৯৫ , মহা, ২০শ, ২৯-৩০

২২। BIA p. 186

২৩। HBC p 55 , তুল ঃ মহা, ২৯শ, ২৯

২৪। মহা, ৩৩শ, ৭ , তুল ঃ BIA p 187

২৫। বট্টগামনি অভয় 'বলগমবহু' নামেও পরিচিত।

২৬। দীপ, ২০শ, ২০-২১ , মহা, ৩৩শ, ১০০-১০১ , তুল ঃ PLL p 11 , BIA p. 187

২৭। BIA p 187

২৮। AC p 299 ff

২৯। দ্রঃ HC, part 1, 1959-60 , p 246 , তুল ঃ HTBSEA p. 50, f n 8

৩০। BIA p 188

৩১। His. B p 33 , তুল ঃ MIB p 125 f. n 2

৩২। BIA p 188

৩৩। নিকায় সংগ্রহ, Colombo Record Office

৩৪। বেতুল্যবাদ সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহা মহাযান সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দ্রঃ BIA p 188 , তুল ঃ R A L.H Gunawardhana's 'Buddhist Nikāyas in Mediaeval Ceylon' , CJHSS, Vol IX, n I, an-June, 1966, p 55, f n 1

৩৫। মহা, ৩৬শ, ৪১

৩৬। ঐ, ১১০-১১২

৩৭। Si-yu-Ki pp. lxxiii and lxxvi

৩৮। BIA p 189

৩৯। মহা, ৩৭শ, ২৪৩-২৪৪

৪০। BIA p 189

৪১। Vism ed by C A F Rhys Davids in 2 vols , PTS, 1921-22

৪২। HTBSEA p 52

৪৩। 1A, Vol XV pp. 356-359 ; G and B pp. 184-86

৪৪। Ibid , Ibid

৪৫। HTBSEA p 52 , A.R. ASI p. 156

৪৬। চুল, ৬৬শ, ৪৪-৪৫

৪৭। চুল, ৬৪শ, ৪৭

৪৮। ঐ, ৮০

৪৯। BIA p 189

৫০। Ibid

৫১। Ibid

৫২। Ibid p 190

৫৩। Ibid

৫৪। H R, Perera 'Buddhism in Ceylon, its Past and its Present,' The Wheel Publication Society, Kandy, Ceylon, 1966 p. 40

৫৫। Ibid

৫৬। BIA p. 190

৫৭। চুল, ৭৬শ, ১০-১৪

৫৮। ঐ, ৭৮শ, ২৭

৫৯। BIA p. 191

৬০। Ibid p 192

৬১। Ibid

৬২। Ibid

৬৩। Ibid

৬৪। দীপ, ৮ম, ১২ , মহা ১২শ, ৫-৬

৬৫। দীপ, ৮ম, ৭ , ঐ

৬৬। Asoka pp 43, 55

৬৭। MIB p 117

৬৮। HTBSEA p. 57

৬৯। Ed. Taw Sein Ko 'A Preliminary study of the

Kalyānī Inscrıptıon of Dhammacetı, 1476. A.D, IA Vol XXII, 1893, Bombay, p 151

৭০। Ibıd , তুলঃ Sās p 4 , HSEA pp. 132-33 , H. Bur. p 50

৭১। BIA p. 193

৭২। 'Suvannabh mırattha-sankhāta Rāmaññadesa'...1A, Vol XXII p 151

৭৩। দ্রঃ HTBSEA p 58

৭৪। BIA p 193

৭৫। Ibıd

৭৬। Ibıd

৭৭। L Fınot, Un nouvean document sur le Bouddhısme Berman, JA, XIX, Parıs, 1912 pp 130 ff

৭৮। সাতপ্রকাব বোধিলাভেব অঙ্গ যাহা অসাধাবণ শক্তিব অধিকাবী কবে। দ্রঃ HTBSEA p 61

৭৯। ইহাব নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা কবা যায নাই

৮০। JA XIX p 135 , XX p. 193

৮১। A R ASI, 1926-27 p 200

৮২। C Duroıselle, Excavatıon at Hmawza, A.R ASI, 1928-29 pp 108-109

৮৩। Ibıd, 1924 p 28 , 1926-27 p. 171 ff. 1938-39 p 12

৮৪। HTBSEA p 64

৮৫। H and B Vol III p 52

৮৬। দ্রঃ Takakusu pp.7-8 , তুলঃ HB p 32 , C.H. Luce 'Countrıes neıghbourıng Burma, JBRS Vol XIV, 1924 pp 160-61

৮৭। A R ASI, 1927-28 p 129

৮৮। Ibıd, 1938, pp 7-9

৮৯। TBB pp 65-66, তুলঃ A R ASI, 1909, p. 123

৯০। BIA p 196

৯১। H and B Vol III p. 53

৯২। A R ASI, 1915-16 p. 79 , তুলঃ BIA p 196 , HTBSEA p. 68

৯৩। BIA p. 196 তুলঃ H and B Vol III p. 53

৯৪। H and B Vol III pp. 53-54

৯৫। GPC pp 171 ff.

৯৬। Ibid p 174

৯৭। Ibid p. 96

৯৮। BIA p. 197

৯৯। Ibid

১০০। H. Bur p. 33

১০১। TBB p. 101

১০২। 'The Third Talaing Inscription of the Shwesandaw Pagoda, Prome, E. Bir. Vol I, ii, p. 153

১০৩। BIA p. 199

১০৪। GPC pp 142-84

১০৫। BIA p. 199

১০৬। Sās p 118 , তুলঃ BIA p 199

১০৭। Ibid

১০৮। Ibid

১০৯। BIA p 200

১১০। Ibid

১১১। Ibid

১১২। His. B p 132

১১৩। H and B Vol III p. 79 , BEA p 71

১১৪। BEA p 71

১১৫। The Siam Society, Vol III, Bangkok, 1959, pp 44-46 , তুলঃ BIA p 201 ; HTBSEA p 68

১১৬। Sās. p 8

১১৭। BIA pp 201-202 , HTBSEA p 69

১১৮। CSEA p 61
১১৯। Ibid
১২০। Ibid p 62
১২১। Ibid
১২২। Ibid
১২৩। Ibid p 64
১২৪। Ibid
১২৫। ACHBAS pp 26-27
১২৬। HCFE p 252
১২৭। শ্যামদেশীয় শিল্পকলার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রঃ Imported images and the nature of copying in the Art of Siam, Artibus Asiae Vol II, supplementum XXIII p 69; The excavations at P'ong Tuk and their importance for the ancient history of Siam, The Siam Society Fifteenth Anniversary Commemorative Publication, Vol I, 1904-29, Bangkok, 1954, pp 206, 225-27, G. Coedes, New Archaeological Discoveries in Siam, Indian Art and Letters, Vol II, London p. 15
১২৮। MSEA p, 70
১২৯। HCFE p 253
১৩০। বৌদ্ধ পৃঃ ৮১
১৩১। CSEA p. 63
১৩২। BIA p 203
১৩৩। BEA p 73
১৩৪। BIA p 203
১৩৫। CSEA p 156
১৩৬। BIA b 203
১৩৭। HCFE p 263
১৩৮। BIA p 203
১৩৯। Ibid

১৪০। Ibid p. 204

১৪১। Ibid

১৪২। HCFE p. 263

১৪৩। উত্তর শ্যামদেশের রতনপঞ্‌ঞ থের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইহা পালি ভাষায় রচনা করেন। দ্রঃ BEFEO, XXV, 1925; BEA p. 74; HTBSEA p. 4

১৪৪। ইহা বোধিবংসি ভিক্ষু দ্বারা রচিত। দ্রঃ Ibid; Ibid; Ibid

১৪৫। BEA p. 75

১৪৬। Ibid

১৪৭। Ibid

১৪৮। Ibid

১৪৯। Ibid

১৫০। Ibid; উক্ত মূল গ্রন্থদুইখানি ও ইহাদিগের ফরাসী অনুবাদের জন্য দ্রঃ BEFEO Vol XXV, 1925, শ্যামদেশীয় অনুবাদের জন্য দ্রঃ Coedes 'Documents on the Political and Religious History of West Laos', Bangkok, 1909, 1913.

১৫১। CSEA p. 65

১৫২। Ibid

১৫৩। HTBSEA p. 69

১৫৪। H and B Vol III p 82

১৫৫। HTBSEA p. 69

১৫৬। Beal p. 101; তুলঃ MSEA p. 69; JRASGBI, 1966 p 40

১৫৭। ACHBAS p. 24

১৫৮। MSEA p. 69

১৫৯। HSEA p. 135

১৬০। BEA p. 71

১৬১। Ibid p. 72

১৬২। Ibid

১৬৩। HSEA p, 135, MSEA p. 140; BIA p. 204

১৬৪। HCFE p 264

১৬৫। Ibid

১৬৬। BIA p. 204

১৬৭। Ibid

১৬৮। Ibid

১৬৯। Ibid

১৭০। HCFE p. 264 , BIA pp. 204-205 ,

১৭১। Ibid p. 205

১৭২। Ibid

১৭৩। H and B Vol III p 86 , BIA p. 205

১৭৪। BEA p 82

১৭৫। Ibid

১৭৬। Ibid

১৭৭। BIA p 205

১৭৮। JSS Vol IV p. 250 , তুলঃ BEA p. 82 ; H and B Vol III p 86 , BIA p. 205

১৭৯। BEA pp 82-83

১৮০। H and B Vol III p 86

১৮১। দ্রঃ Prince Dhanmivat 'A History of Buddhism in Siam' p 27

১৮২। H and B Vol III p 88 ; BIA p. 205

১৮৩। BIA p. 205

১৮৪। Ibid

১৮৫। BIA p 205

১৮৬। Ibid

১৮৭। Ibid pp 205-206

১৮৮। BEA p. 85

১৮৯। Ibid

১৯০। HTBSEA p. 183

১৯১। BEA p 85

১৯২। Ibid p. 86

১৯৩। Ibid

১৯৪। HTBSEA p. 184

১৯৫। Ibid p 185

১৯৬। Ibid

১৯৭। HCFE p. 17

১৯৮। Ibid p. 19

১৯৯। Ibid p.17

২০০। Ibid

২০১। Ibid

২০২। Ibid

২০৩। Ibid p. 18

২০৪। 2500 years p. 89

২০৫। Ibid , HCFE pp 18-19

২০৬। Ibid

২০৭। Nanjio Catalogue no. 976 ; JGIS Vol VIII p. 2

২০৮। HCFE p 19 ; 2500 years p. 89

২০৯। Ibid

২১০। 2500 years p 89

২১১। HCFE p 20

২১২। 2500 years p. 89

২১৩। Ibid

২১৪। BIA p. 206 ; HSEA p. 25 ; MSEA pp. 57-58 , AKE p 12

২১৫। HCFE p 178

২১৬। Ibid

২১৭। Ibid p 177

২১৮। Ibid , কৌণ্ডিণ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রঃ Ibid pp. 177-80

২১৯। BIA p. 206

২২০। Ibid

২২১। Ibid

২২২। HSEA p. 33

২২৩। H and B Vol III p. 105

২২৪। দ্রঃ R C Majumdar 'Inscriptions of Kambuja', ASMS Vol VIII, Calcutta, 1953, pp. 4-7

২২৫। BIA p 207, AKE p 31

২২৬। Ibid

২২৭। Ibid p 208

২২৮। Takakusu pp 10-12

২২৯। Ibid

১৩০। R C Majumdar 'Buddhism in South-East Asia', Gautama, 25th Centenary Volume, 1956 p 190

২৩১। BIA p. 208

২৩২। Ibid p 209

২৩৩। দ্রঃ B R Chatterjee Indian Cultual Influence in Cambodia', C U, 1928 pp. 162-63 তুলঃ BIA p. 209

২৩৪। BIA p 209

২৩৫। Ibid, MSEA p 100

২৩৬। Ibid p. 209

২৩৭। Ibid p 210

২৩৮। Ibid

২৩৯। Ibid

২৪০। Ibid

২৪১। Ibid

২৪২। Ibid

২৪৩। Ibid

২৪৪। 'India's Contribution to the World Thought and Culture', Vivekananda Rock Memorial Committee, Madras, p. 10, তুলঃ BIA p. 210

২৪৫। BIA p. 211 , 2500 years p. 93

২৪৬। Ibid

২৪৭। Ibid

২৪৮। 2500 years p. 93

২৪৯। HSEA p. 174

২৫০। Ibid

২৫১। Ibid

২৫২। ভিয়েতনামের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রঃ BEA p. 102

২৫৩। HCFE p. 22

২৫৪। Ibid

২৫৫। Ibid

২৫৬। BIA p. 211

২৫৭। Ibid p. 212

২৫৮। Ibid

২৫৯। Ibid

২৬০। Ibid ; 2500 years p. 94

২৬১। Ibid ; Ibid

২৬২। Ibid

২৬৩। Ibid

২৬৪। Ibid ; 2500 years p. 94

২৬৫। Ibid

২৬৬। Ibid

২৬৭। Takakusu pp. 10-11

২৬৮। Ibid

২৬৯। BIA p. 212 তুলঃ HSEA p. 44

২৭০। HCFE p. 25

২৭১। Ibid

২৭২। BIA p 213

২৭৩। HCFE p. 27

২৭৪। Ibid

২৭৫। Ibid

২৭৬। 2500 years p 95

২৭৭। Ibid pp. 95-96

সপ্তম অধ্যায়

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

ভাবতবর্ষেব বহিবাঞ্চলে বিশেষতঃ উত্তব ও উত্তব-পূর্ব এশিযায বৌদ্ধ-ধর্মেব বিস্তাব সম্পর্কে আলোচনা কবিবাব কালে সর্বাগ্রে মৌর্য সম্রাট অশোকেব প্রসঙ্গই আসিযা যায। কাবণ, অশোকই সর্বপ্রথম ভাবতবর্ষেব বাহিবে বৌদ্ধধর্মেব বিস্তাবেব জন্য ধর্মদূত বা ধর্মপ্রচাবক প্রেবণ কবিযাছিলেন। উপবন্তু পাকিস্তান ও আফগানিস্তানেব বহুলাংশ তৎকালে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতবাং অশোকেব সময়েই মধ্য এশিযাব কোন কোন স্থানে নিঃসন্দেহে বৌদ্ধধর্মেব অনুপ্রবেশ ঘটিযাছিল।[১] তিব্বতীয ঐতিহ্যানুসাবে সুদূব মধ্য এশিযাব খোটান নামক স্থানেব সহিত মৌর্যবাজ অশোকেব বাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল।[২] যদিও উপবোক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণেব বিভিন্ন মতামত বহিযাছে। যাহা হউক, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিযাব বিভিন্ন স্থানে প্রসাব লাভ কবিযাছিল।[৩] পববর্তীকালে কুষাণ বংশীয বাজাদিগেব সমযকালে তাঁহাদেব সাম্রাজ্য উত্তব ভাবতেব অধিকাংশ স্থানে ছডাইযা পডে। উপবন্তু মধ্য এশিযাব ইযাবখণ্ড, কাশগড, খোটান প্রভৃতি বাজ্যে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কেব পৃষ্ঠপোষকতায বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘকাল স্থাযী প্রতিপত্তি লাভ কবে।[৪]

বর্তমানে উত্তবাঞ্চলেব মধ্য এশিযাব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস আলোচনা কবা হইতেছে।

মধ্যএশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম

মধ্য এশিযা বলিতে প্রধানতঃ ভাবতবর্ষেব উত্তবে একটি বিস্তৃত অঞ্চলকে বুঝায। ইহা উত্তবে তিযেনসাঙ বা 'স্বর্গীয পর্বতমালা' এবং দক্ষিণে তিব্বত ও কু'ন-লুন পর্বতশ্রেণী দ্বাবা বিভক্ত। ইহাব পূর্বদিকে কু'ন-লুন শ্রেণীবই অপব শাখা 'নান-সাং' প্রসাবিত। 'নানসাং' হইতে চীনদেশীয কযেকটি বিখ্যাত নদীব উৎপত্তি হইযাছে। নানসাঙেব পশ্চিমে পামীব মালভূমি যাহা তিযেনসাঙেব সহিত হিন্দুকুশ পর্বতমালাব যোগাযোগ স্থাপন কবিযাছে।[৫] এককথায বলা যায যে 'মধ্য এশিযা' কাস্পিযান সাগবেব পূর্বদিক হইতে চীনদেশেব সুবিখ্যাত প্রাচীব পর্যন্ত বিস্তৃত।[৬]

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ভৌগোলিক দুর্গমতাব জন্য মধ্য এশিযাব ভৌগোলিক সীমানা সঠিকভাবে নিবূপণ কবা সহজসাধ্য নহে এবং উক্ত কাবণেই বাজনৈতিক সীমানাও সময়ে সমযে ভ্রান্তিমূলক হইয়া পড়ে।[৭] উপবন্তু সাংস্কৃতিক দিক হইতে বিচাব কবিলে দেখা যাইবে যে 'মধ্য এশিযা'ব সংস্কৃতিব মধ্যে মঙ্গোলিযা, ইবান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তুর্কীস্থান, তিব্বত ও সোভিযেতেব অন্তর্ভুক্তি ঘটিযাছে।[৮] যাহা হউক, ডঃ দীপককুমাব বড়ুযাব মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে মধ্য এশিযাব ভৌগোলিক ও বাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেব ঊর্দ্ধে উক্ত স্থানেব সংস্কৃতি বিচার্য যাহাব দ্বাবা অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মেব প্রভাবে এক বিস্তৃত অঞ্চল একাঙ্গীভূত হইযাছিল।[৯] বস্তুতঃ মধ্য এশিযাব স্থানে স্থানে মবূদ্যানসহ শুষ্ক মবূভূমিতেও ভাবতবর্ষেব সহিত ব্যবসাবাণিজ্য ও সংস্কৃতিব আদান-প্রদানেব মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হইযাছিল। সুদূব প্রাচীনকাল যথা, মার্কোপোলোব সমযকাল হইতে মধ্য এশিযা একটি সেতুবিশেষ যাহাব মাধ্যমে পূর্বেব সহিত পশ্চিমেব, প্রাচ্যেব সহিত পাশ্চাত্যেব ব্যাণিজ্যিক, ধর্মীয ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হইযাছিল।[১০]

মধ্য এশিযা বিভিন্ন নামেও পবিচিত, যথা—'Ser India' বা 'Inner-most-Heart of Asia' ইত্যাদি। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয বর্ণনা কবিযাছেন যে মধ্য এশিযা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তব ও দক্ষিণ সর্বদিকেব বিভিন্ন সমযে, বিভিন্ন প্রকাব সভ্যতা ও সংস্কৃতিব মিলনক্ষেত্র।[১১] মধ্য এশিযায বৌদ্ধধর্মেব অনুপ্রবেশেব সঠিক সময নিবূপণ কবিতে না পাবিলেও অনুমান কবা যায যে প্রধানত কুষাণযুগেই তাহা সংঘটিত হয। কথিত আছে, যাযাবব গোষ্ঠী, শক ও কুষাণগণ এবং ভাবতীয বণিক সম্প্রদাযই সর্বাগ্রে ভাবতীয সভ্যতা পূর্ব তুর্কীস্থানে (অর্থাৎ চীনা অধ্যুষিত তুর্কীস্থান) খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই বহন কবিযা লইযা গিযাছিলেন।[১২] অপবদিকে, মধ্য এশিযাব বৌদ্ধধর্মেব বিস্তাবেব ঐতিহাসিক তথ্য নথিভুক্ত কবিবাব কালে কতকগুলি দক্ষিণস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশেব নামোল্লেখ কবিতে পাবা যায যে সকল স্থান-গুলিতে বৌদ্ধধর্ম কযেক শতাব্দী ধবিযা স্বমহিমায প্রচলিত ছিল।[১৩] এগুলিব মধ্যে ইযাবখণ্ড, কাশগড, কুছ, তুবফান ও খোটান উল্লেখযোগ্য। ঐসকল মবু বাষ্ট্রগুলিকে বর্ণনা কবা হইযাছে 'small cells of Buddhism' বূপে।[১৪] উক্ত স্থানগুলিতে বৌদ্ধধর্মেব সঠিক অবস্থা পর্যালোচনাব জন্য

চীনা পবিব্রাজক ফা-হিযেন (৪র্থ-৫ম শতাব্দী) ও হিউযেন সাঙেব (৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী) ভ্রমণবৃত্তান্তেব উপব নির্ভব কবিতে হয। ফা-হিযেন মধ্য এশিযা অতিক্রম কবিযা ভাবতবর্ষে আসিযাছিলেন কিন্তু হিউযেন সাঙ তাঁহাব পবিভ্রমণেব শেষ পর্যাযে মধ্য এশিযা অতিক্রম কবিযাছিলেন। বস্তুতঃ দুই পবিব্রাজকেব বিবৃতিব মধ্যে অন্ততঃ আডাইশো বছবেব তফাৎ বহিযাছে এবং ইহাও উল্লেখ্য যে ফা-হিযেনেব ভ্রমণবৃত্তান্ত হিউযেন সাঙের বৃত্তান্ত অপেক্ষা অধিকতব বিস্তৃত।[১৫] বর্তমানে মধ্য এশিযাব বাষ্ট্রগুলিতে বৌদ্ধধর্মেব বিস্তাব সম্পর্কে আলোচনা কবা হইতেছে।

ইয়ারখণ্ড

ইযাবখণ্ড প্রধানতঃ মধ্য এশিযাব দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। ফা-হিযেন বর্ণনা কবিযাছেন যে তিনি মধ্য এশিযাব খোটান নামক স্থান হইতে পশ্চিমদিকে ২০ দিন যাত্রাব পব ইযাবখণ্ডে উপনীত হন। অপবদিকে হিউযেন সাঙেব ভ্রমণবৃত্তান্তানুযাযী তিনি কাশগড নামক স্থান হইতে চীন-দেশে ফিবিবাব পথে ইযাবখণ্ডে আসিযাছিলেন।[১৬] যাহা হউক, উভয পবিব্রাজকই তথায মহাযান সম্প্রদাযেব ভিক্ষুগণকে দেখিযাছিলেন।[১৭] ইহাও জানিতে পাবা যায যে ৭ম শতাব্দীব মধ্যভাগে ইযাবখণ্ডে শত শত বৌদ্ধবিহাবেব অবস্থান ছিল। উক্ত স্থানের আকর্ষণীয় ঘটনা হইল ইযাবখণ্ডে পঞ্চবার্ষিকী বা প্রতি পাঁচ বছব অন্তব সভা অনুষ্ঠিত হইত। উক্ত সভাতে নিকটবর্তী সর্বস্থানেব বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অংশগ্রহণ কবিতেন।[১৮] ভিক্ষু ব্যতীত স্থানীয নৃপতিগণ এবং অমাত্যবাও অত্যন্ত আন্তবিকতাব সহিত উক্ত সভাগুলিব পৃষ্ঠপোষকতা কবিতেন। কথিত আছে সভাগুলিতে পৃষ্ঠপোষকগণ মুক্তহস্তে দানধ্যান কবিতেন।[১৯]

কাশগড়

কাশগড় মধ্য এশিযাব সর্বাপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এবং উক্ত স্থানটি মধ্য এশিযাব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকাব কবিযা আছে। ইহা জানিতে পাবা যায যে কাশগডে বৌদ্ধধর্ম দ্বিতীয শতাব্দী হইতেই প্রচলিত ছিল। চীনা লেখকগণ কাশগডকে বিভিন্ন নামে অভিহিত কবিযাছেন যথা—সুলে (Shu-le), ছেই-শ (Ch'ia-sha), কেই-ছ (K'eeh-ch'a), কিযে-

শ (K'ıe-sha) ইত্যাদি।[২০] কাশগড়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় চীনা হ্যান বর্ষপঞ্জীতে।[২১] উক্ত বর্ণনানুযায়ী কাশগড় খৃষ্টীয় দশকের পূর্বে চীনা অধিকারে ছিল কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে কুষাণগণ কাশগড়ের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেন এবং কুষাণদিগের মনোনীত একজন রাজপুত্রকে কাশগড়ের সিংহাসনে বসান। ঐসময় হইতেই সম্ভবতঃ উক্ত স্থানে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে।[২২] হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে যে চীনরাজাগণের প্রতিভূদের কথা বলা আছে যাহারা কণিষ্কের রাজত্বকালে শীতকালে পাঞ্জাবে বাস করিতেন এবং কপিশ নামক স্থানে গ্রীষ্মকালে পরিভ্রমণের অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ কাশগড়েরই শাসক ছিলেন।[২৩]

চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কাশগড় পরিভ্রমণে আসিয়া তথায় বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ফা-হিয়েন তথাকার শাসকদিগের বৃহৎ পঞ্চবার্ষিক পরিষদের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত সভার অত্যন্ত জাঁকজমক ও সমারোহের বর্ণনা তিনি অতীব যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে। রাজাগণ সর্বস্থানের সর্বদিকের বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন বলিয়া জানা যায়। উপরন্তু তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে কাশগড়ের স্তূপে বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নগুলি যথা—ভিক্ষাপাত্র, দন্তধাতু ও বুদ্ধের ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যগুলি সংরক্ষিত রহিয়াছে।[২৪] ফা-হিয়েন তথায় দুই হাজারেরও বেশি হীনযান সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষু ও উহাদের অনুগামী অবলোকন করিয়াছিলেন।[২৫] ফা-হিয়েনের নিকটবর্তী সময়ে অপরাপর কয়েকজন চীনা পরিব্রাজক যথা চেমং, ফাযং ও তাওয়োর বিবৃতিতেও ফা-হিয়েনের বিবৃতির সমর্থক বর্ণনা পাওয়া যায়।[২৬] উপরন্তু ইহাও বর্ণিত আছে যে ৪৫২ হইতে ৪৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশগড় হইতে একজন দূতকে চীনা রাজদরবারে পাঠানো হইয়াছিল। কথিত আছে ধর্মদূত স্বয়ং বুদ্ধের দেহভস্ম ও বুদ্ধের ব্যবহৃত একটি প্রাচীন পোষাক উপহার স্বরূপ চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।[২৭] অপর চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যিনি ৭ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তিনি নিজদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে কাশগড় পরিভ্রমণও করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে কাশগড়ের সঠিক অবস্থা নিরূপণ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে কাশগড়ের বসবাসকারীগণ সাধারণতঃ একনিষ্ঠ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি

তথায় শত শত বৌদ্ধবিহার ও বিহারে বসবাসকারী সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের অনুগামীগণকে দেখিয়াছিলেন। উক্ত ভিক্ষুগণ সমগ্র ত্রিপিটক ও বিভাষা (অর্থকথা) শাস্ত্র আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কথিত আছে যে তাঁহারা ভারতীয় ভাষায় সম্পূর্ণ শাস্ত্র আবৃত্তি করিতে পারিতেন যদিও শাস্ত্রগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে তাঁহাদিগের বিশেষ জ্ঞান ছিল না।[২৮] সুতরাং ইহাও অনুমেয় যে কাশগড়ে সম্ভবত ভারতীয় সংস্কৃত ভাষাতেই বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি প্রচলিত ছিল।[২৯]

পুনরায় ৬৫৮ অব্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে কাশগড় চীনা শাসকগণের অধীনস্থ ছিল। সেই সময় পূর্ব ভারতের মগধাঞ্চলের ধর্মচন্দ্র নামক এক বৌদ্ধ আচার্য চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনকালে কাশগড়ে কিছুদিন বসবাস করিয়াছিলেন।[৩০] ধর্মচন্দ্র (চীনা: ত-মো-চন-নী-লো) ব্যতীত অপর দুইজন সুবিখ্যাত ভারতীয় আচার্যেরও নামোল্লেখ করা যায় যাঁহারা চতুর্থ শতাব্দীতে কাশগড়ে বাস করিতেন। কথিত আছে, ভারতীয় পণ্ডিতাচার্য কুমারজীব (চীনা: কিউ-মো-লো-শি) কাশগড়ে বসবাসকালে সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের অভিধর্মের ছয়টি পাদ বা বিভাগ শিক্ষা করেন। সুতরাং উপরোক্ত ঘটনাটি কাশগড়ে আভিধার্মিক পণ্ডিতদিগের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে।[৩১] কুমারজীব মধ্য এশিয়ার অপরস্থান কুছে ৩৪৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও মাতা কুছদেশীয়। কুমারজীব শৈশবকালেই কাশ্মীরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ইহা জানিতে পারা যায় যে কুমারজীব হীনযান ধর্ম ত্যাগ করিয়া মহাযান অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট কুছের রাজার দুইপুত্র 'শতশাস্ত্র' ও 'মাধ্যমিকশাস্ত্র' শিক্ষা করিয়াছিলেন।[৩২] ইহা ব্যতীত, বুদ্ধযশ নামক অপর এক কাশ্মীরের আচার্য যিনি কুমারজীবের সমসাময়িক ছিলেন তিনিও চতুর্থ শতাব্দীতেই কাশগড়ে গমন করিয়াছিলেন।[৩৩] বুদ্ধযশ ও কুমারজীবের অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্বের ঘটনার কথাও জানিতে পারা যায়।[৩৪]

পুনরায় উল্লেখ করা যায় যে ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও কাশগড়ের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বস্তুতঃ পরিব্রাজকগণের মধ্য এশিয়ার দুইটি পাহাড়ী পথে ভ্রমণকালে কাশগড়ই ছিল সমতল পথগুলির সংযুক্তকারী স্থান।[৩৫] ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন যে

কাশগড়ের বিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগের স্বর্গস্বরূপ।[৩৬] কারণ পাহাড়ী ক্লান্তিকর চড়াই উৎরাইএর পথে পরিভ্রমণের শেষে বিহারগুলির আতিথেয়তা পরিব্রাজকদিগের পথক্লান্তি দূরীভূত করিত।[৩৭]

যাহা হউক, কাশগড়ে দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের একচ্ছত্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় লিপি তথায় প্রভূত প্রসারলাভ করে।[৩৮] পরিশেষে উল্লেখ্য যে উক্ত স্থানে বহু বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে যেথায় মুসলমানদিগের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের নিদর্শনও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।[৩৯]

কুছ

কুছ (চীনা ঃ কিউৎসে) বা কুচী যাহা বর্তমানে 'কুছর' নামে পরিচিত তাহা মধ্য এশিয়ার উত্তর দিকে অবস্থিত। চীনা ঐতিহাসিকদের মতে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, উভয় দিক হইতে 'কুছে'র বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে।[৪০] কুছের প্রাচীন রাজবংশের নাম ভারতীয় যথা—সুবর্ণপুষ্প, হরদেব, সুবর্ণদেব ইত্যাদি এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে কুছে সংস্কৃতের প্রচার পরিলক্ষিত হয়।[৪১] চীনা পরিব্রাজকদের বিবৃতি অনুযায়ী কুছের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনও করিতেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ও কুছদেশীয় ও সংস্কৃতযুক্ত দ্বিভাষিক নিদর্শনগুলি উক্ত সাক্ষ্যই বহন করে। অপরদিকে কুছ বৌদ্ধধর্মীয় তথা বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষারও অন্যতম পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কুছ হইতে বৌদ্ধ আচার্যগণ তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীকাল পর্যন্ত চীনদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্মকে তথাকার অন্যতম ধর্মে পরিণত করেন।[৪২]

কিন্তু কুছরাজ্যে সঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না যদিও তৃতীয় শতাব্দী হইতেই তথাকার বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য লভ্য হইয়াছে।[৪৩] মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজত্বকালে কুছদেশের উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে অশোকের বিস্তৃত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কুছ। কথিত আছে, কুছরাজ্য তিনি পুত্র কুণালকে অর্পণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন।[৪৪] চীনা বর্ষপঞ্জীতে (২৬৫-৩১৬ অব্দ) কুছরাজ্যে এক হাজার বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দিরের

অবস্থান ছিল বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। উপরন্তু বর্ণিত আছে যে কুছের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তৃতীয় শতাব্দীতে চীনদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি চীনা ভাষায় অনুদিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন।[৪৫] ইহাও জানা যায় যে কুছরাজবংশীয় 'পো-ইয়েন' নামক এক ব্যক্তি যিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া চীনারাজ্যের রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন তিনি লো-ইয়াং এর সুবিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির 'পো-মস্সে'তে অবস্থান করিয়া ছয়টি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।[৪৬]

অতঃপর পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দীর উল্লেখ করা যায় যাহা কুছ রাজ্যের ইতিহাসে তথা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বিশেষ। চীনা গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত রহিয়াছে যে সেই সময় অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীতে কুছ সমগ্রভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল।[৪৭] কথিত আছে, কুছের রাজপ্রাসাদটি বৌদ্ধবিহারের অনুকরণে তৈয়ারী হইয়াছিল। তথায় বুদ্ধের একটি দণ্ডায়মান প্রস্তরমূর্তির অবস্থানের কথা জানিতে পারা যায়। উপরন্তু উক্ত রাজা বহু বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন যাহাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষু বসবাস করিতেন। বিহারের তত্ত্বাবধানের জন্য বুদ্ধস্বামিন (Fu-t'u-she-mi) নামক একজন বৌদ্ধ আচার্য নিযুক্ত ছিলেন।[৪৮] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বিষয় হইল যে উক্ত বিহারে কেবলমাত্র বৌদ্ধভিক্ষুগণের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত হইলেই বসবাস করিতে পারিতেন।[৪৯] তথাকার বসবাসকারী ভিক্ষুদের মধ্যে কুমার (কিউ-কিউ-লো) নামক এক অল্প বয়স্ক ভিক্ষুর উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া একটি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। উপরন্তু ইহাও জানা যায় যে তিনি মহাযানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।[৫০] কিন্তু কুমারের আচার্য ছিলেন বুদ্ধস্বামিন যিনি হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই বর্ণিত।[৫১] কুছের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তথায় ভিক্ষুণী সংঘের অবস্থান। উপাদান অনুযায়ী অ-লি (A-li) নামক একটি বিহারে ত্রিশজন ভিক্ষুণী এবং লিয়ুন-জো-কনেতে পঞ্চাশ জন ভিক্ষুণী বসবাস করিতেন।[৫২] কথিত আছে, উক্ত ভিক্ষুণীগণ সাধারণতঃ রাজপরিবারভুক্ত অথবা উচ্চবংশজাতা ছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষের নিয়মকানুনগুলি যথাযথরূপে পালন করিতেন।[৫৩]

ইহা ব্যতীত, কুছেব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস বর্ণনা কবিবাবকালে দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তিব নামোল্লেখ না কবিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিযা যাইবে। তাঁহাবা হইলেন শ্রীমিত্র ও কুমাবজীব। উভয ব্যক্তিই চীন বাজ্যে বৌদ্ধ সুপণ্ডিত বলিযা পবিচিত লাভ কবেন ও উহাবা চীনদেশে বৌদ্ধদিগেব অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। শ্রীমিত্র চতুর্থ শতাব্দীব প্রথমভাগে কুছেব বাজপবিবাবে জন্মগ্রহণ কবিবাছিলেন এবং ভিক্ষুত্ব গ্রহণ কবিযা কুছ হইতে চীনদেশে গমন কবিযাছিলেন। ইহা জানা যায যে তথায তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেব প্রচলন কবেন। ডঃ সুকুমাব দত্ত মন্তব্য কবিযাছেন যে সম্ভবতঃ শ্রীমিত্রই চীন বাজ্যে প্রথম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেব প্রচাবক।[৫৪] কথিত আছে, চীনা সম্রাট ছে'ং (Ch'eng) শ্রীমিত্রেব মৃত্যুব পব তাঁহাব স্মৃতিব উদ্দেশ্যে তথায একটি চৈত্য নির্মাণ কবাইযাছিলেন।[৫৫] কুছেব অপব ঘটনা যাহা বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসে অমব হইযা আছে তাহা হইল আচার্য কুমাবজীবেব আবির্ভাব। কুমাবজীব পঞ্চম শতাব্দীব প্রথমভাগে কুছে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন। কথিত আছে, কুমাবজীবেব পিতা ছিলেন কুমাবাযন যিনি ভাবতবর্ষেব কাশ্মীবেব বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং মাতা ছিলেন কুছবাজবংশীয জীবা।[৫৬] কুমাবজীবেব মাতা কুমাবজীবেব নয বৎসব বযসে পিতাব মৃত্যুব পব তাঁহাকে লইযা কাশ্মীবে গমন কবেন। তথায কুমাবজীব মহাযান ধর্মে শিক্ষালাভ কবেন। অতঃপব শিক্ষান্তে নিজদেশে অর্থাৎ কুছে প্রত্যাবর্তনকালে কিযৎকাল কাশগডে অবস্থান কবিযা 'অভিধর্ম' সম্পর্কে শিক্ষালাভ কবেন।[৫৭] বস্তুতঃ, তাঁহাব যশ ও খ্যাতি চীনদেশেও বিস্তাবলাভ কবিযাছিল। পববর্তীকালে চীনা অমাত্য কুছ অধিকাব কবিলে কুমাবজীবকে চীনাবাজ্যে লইযা যান।[৫৮] কুমাবজীবও চীনদেশেব ছাংগানেব বৌদ্ধবিহাবেব প্রধানবূপে অবস্থান কবিযা স্থানটিকে বৌদ্ধধর্মেব শিক্ষাদীক্ষাব অন্যতম পীঠস্থানে পবিণত কবিযাছিলেন।[৫৯] ডঃ সুকুমাব দত্তেব গ্রন্থে[৬০] কুমাবজীবেব বিস্তৃত বর্ণনা বহিযাছে। ইহা জানা যায তিনি ৪০২ অব্দেব প্রথমার্ধে ছাংগানে পদার্পণ কবিযাছিলেন এবং তিনি বাজপবিবাবেব প্রধান পুবোহিতবূপে জনসাধাবণেব শ্রদ্ধা অর্জন কবিযাছিলেন। ইহা ব্যতীত, তিনি সমগ্রদেশেব সর্বদিকেব শত সহস্র শিষ্যবর্গেব প্রধানাচার্য ছিলেন।[৬১] তিনি কেবলমাত্র নিজদেশ কুছেই নহে, কথিত আছে তিনি চীনদেশে অবস্থানকালে তিনশতটিবও বেশি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায অনুবাদ কবেন। ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মহাশয উক্ত ১০৬টি কুমাবজীবেব অনূদিত

গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।[৬২] যদিও অন্যত্র বর্ণিত রহিয়াছে যে তিনি আটানব্বইটি গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করেন।[৬৩] যাহা হউক, শ্রীমিত্র যখন চীনদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচারকরূপে খ্যাত, তখন কুমারজীব মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পথপ্রদর্শকরূপে তথায় চিহ্নিত।[৬৪] কুমারজীব নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজা পো-সাং এর তৈয়ারী নূতন বিহারে অবস্থান করিয়া জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা দিতেন।[৬৫] কথিত আছে কুছে সেই সময় সহস্রেরও অধিক ভিক্ষু বসবাস করিতেন। পুনরায়, বিমলাক্ষ নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিতের নামোল্লেখ করা যায় যিনি কাশ্মীর হইতে কুছে আসিয়া কুমারজীবের নিকট সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক শিক্ষালাভ করেন।[৬৬]

কুমারজীব চীনদেশেই বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করিলে ভারতীয় রীতি অনুযায়ী তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ তাঁহার পিতা ভারতীয় ছিলেন বলিয়া কুমারজীবকে ভারতীয় রূপেই গণ্য করা হইত।[৬৭] কুমারজীবের মৃত্যুর পর ৫৮৪ অব্দে ধর্মগুপ্ত নামক অপর একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর কথা জানিতে পারা যায়। ধর্মগুপ্তও কুছের নূতন বিহারে দুই বৎসরকাল অবস্থান করিয়া রাজা এবং জনসাধারণকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা দিতেন।[৬৮] Eliot এর মতে রাজার নিকট মহাযানই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।[৬৯] ধর্মগুপ্ত চীনদেশে গমন করিয়া তথায় মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[৭০] বস্তুতঃ পূর্বের হীনযান সম্প্রদায়ের স্থলে মহাযানে রূপান্তরিত ভাবটি এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। পরিশেষে হিউয়েন সাঙের বর্ণনার উল্লেখ করা যায়। হিউয়েন সাঙ ৬৩০ অব্দে কুছ পরিভ্রমণে যান এবং তাঁহার বর্ণনা হইতে সেস্থানের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। চীনা পরিব্রাজকও কুছে শতাধিক হীনযান সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের সংঘারাম বা বিহার অবলোকন করেন। তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে বিহারগুলিতে বিনয় ও সূত্রের নিয়মগুলি ভারতীয়দের ন্যায় যথাযথভাবে পালন করা হইত।[৭১] তিনি কুছের নিকটবর্তী একটি বিখ্যাত বিহারের নামোল্লেখও করিয়াছেন যথা—অ-শে-লি-নি সংঘারাম যাহার প্রধান ছিলেন শ্রদ্ধেয় মোক্ষগুপ্ত (চীনা ঃ মো-ছ'অ-কিউ-তো)।

যাহা হউক, কুছে বৌদ্ধধর্ম অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছিল। উ-কং (Wu-k'ong) নামক অপর এক চীনা পরিব্রাজক বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি যখন কুছে ৭৮৭ বা ৭৮৮ অব্দে পরিভ্রমণে

গিয়াছিলেন তখন দেশের রাজা ছিলেন পো-হোয়ান। উ-কং বৌদ্ধাচার্য উৎপলৎসিবনে বা উৎপলবীর্যের (চীনা ঃ Wu-ti-ti-si-yu) নামোল্লেখ করিয়াছেন যিনি যথাক্রমে ভারতীয়, কুছদেশীয় ও চীনাভাষা জানিতেন। কথিত আছে, উ-কিংএর অনুরোধে উৎপলবীর্য 'দশবলসূত্র' ও অন্য দুইখানি বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্য এশিয়ার অপর স্থান খোটানের এক আচার্য শীলধর্মের সহিত একত্রে চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।[৭২] সর্বশেষে কুছের কয়েকটি স্থানে যথা, কিজিল, কুমামতুরা, দুলদুর-আকার ইত্যাদির নামোল্লেখ করিতে পারা যায় যেস্থলে ভারতীয় ও ইরাণীয় শিল্পকলার সমন্বয়ে বহু বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছে।[৭৩] বস্তুতঃ কুছের ভৌগোলিক অবস্থান ভারত ও ইরাণের মধ্যবর্তী স্থানে বলিয়া কুছের জীবনযাত্রায় ভারতবর্ষ ব্যতীত ইরাণীয় প্রভাবও রহিয়া গিয়াছে।[৭৪] ইহা ব্যতীত, বাওয়ার পাণ্ডুলিপি[৭৫] (Bower Manuscript) যাহা মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবহনকারী তাহা কুছের একটি বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করিয়া চারিজন পণ্ডিত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৭৬] উক্ত বাওয়ার পাণ্ডুলিপি যশোমিত্রের স্মৃতিস্তম্ভের মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে।[৭৭]

তুরফান

তুরফান (চীনা ঃ কাওচাং)এর ভৌগোলিক অবস্থান অন্যান্য মধ্য এশিয়ার স্থানগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহা মধ্য এশিয়ার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। উপরন্তু ইহার উত্তরদিকে রহিয়াছে তিয়েনসাঙের তুষারাবৃত অঞ্চল এবং দক্ষিণে ও পূর্বে রহিয়াছে দুর্ভেদ্য পর্বতমালা ও কুরুকতঘের মালভূমি।[৭৮] কোনও কোনও গ্রন্থে উক্ত স্থানটিকে 'পশ্চিম পৃথিবীর দ্বার' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৭৯] ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তুরফানকে ভারতীয় সংস্কৃতির চীনরাজ্যে প্রসারিত হইবার প্রধান মাধ্যমরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।[৮০] যাহা হউক, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসেও তুরফানের বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। চতুর্থ শতাব্দীতে 'মে সাং' নামক এক গোষ্ঠীপ্রধানের নাম পাওয়া যায় যিনি বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষাবিস্তারের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। পুনরায় ৪৮০ অব্দে চীনাভাষায় রচিত একখানি লেখ হইতে জানা যায় যে তুরফানে মৈত্রেয়বুদ্ধের উদ্দেশ্যে একটি বৌদ্ধমন্দির স্থাপন করা হইয়াছিল।[৮১] সেই সময় তুরফানের বৌদ্ধভিক্ষুগণ কাশগড় ও কুছের ভিক্ষু-

দিগের দ্বারাই প্রভাবান্বিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল হইতে তুরফান চীনা অধিকারে চলিয়া যায় এবং সেই সময় হইতেই তথায় চীনা প্রভাবযুক্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচলন শুরু হয়।[৮২]

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩০ অব্দে তুরফানে আসিয়াছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে তথায় তিনি চীনা শাসক ওয়েন-তা'ই (Wen-t'ai) এর নিকট অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করেন।[৮৩] হিউয়েন সাঙ রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী একটি বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেস্থলে তিনি একজন চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিতের বসবাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৮৪] তুরফানে হিউয়েন সাঙ মাসাধিককাল অবস্থানকালে মহাযান 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' দেশনা করিয়াছিলেন।[৮৫] উক্ত সময়ের বহু চীনা লেখতে তুরফানের জনসাধারণের উপর বৌদ্ধধর্মের সুদৃঢ় প্রভাবের বর্ণনা রহিয়াছে।[৮৬]

ইহার পরবর্তীকালে নবম শতাব্দীতে রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটিলেও বৌদ্ধধর্মের প্রসারতা অব্যাহত ছিল বলিয়া জানা যায়।[৮৭] উপরন্তু একাদশ শতাব্দীতে শাসকদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের উন্নতি সাধনই লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধগ্রন্থগুলির অনুবাদ হইতে থাকে। অপরদিকে, নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধ আচার্যগণের প্রতি চূড়ান্ত অত্যাচারের কাহিনীও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যদিও ইহাতেও তথায় বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ ঘটে নাই।[৮৮] পরবর্তী ১৪২০ অব্দেও তুরফানে বৌদ্ধদিগের বসবাসের কথা জানিতে পারা যায়। চীনা মিং বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী তুরফানের হুও-চাও নামক স্থানে বসবাসগৃহ অপেক্ষা বৌদ্ধমন্দিরের সংখ্যা অধিক ছিল।[৮৯]

তুরফানে বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন শহরের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। উক্ত প্রাচীন স্থানগুলিতে বহু বৌদ্ধবিহার, চৈত্য, গুহা, মন্দির ইত্যাদির নিদর্শন রহিয়াছে। বস্তুতঃ, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে তুরফানের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নূতন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়াছে। তথাকার বাজাকলিক (Bāzāklık) নামক স্থানে বৌদ্ধচৈত্যগুলিতে বিস্ময়কর চিত্রকলা রহিয়াছে।[৯০] ইহা ব্যতীত, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয় হইল তুরফানের স্থানে স্থানে বহু সংস্কৃত, বৌদ্ধ সংস্কৃত, চীনা ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত কতকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল স্বনামধন্য বৌদ্ধ গ্রন্থকার অশ্বঘোষের তিনখানি বৌদ্ধ সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধনাটক যাহা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে

বচিত হইযাছিল[১১] এবং যাহা সম্পূর্ণবূপেই ছিল ভাবতীয।[১২] ইহা ব্যতীত, বহু বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি তথায পাওয়া গিযাছে যাহা প্রমাণ কবে যে তুবফানে হীনযান ও মহাযান উভযই সুপ্রচলিত ছিল।[১৩]

খোটান

প্রাচীন বিববণাদিতে মধ্য এশিযাব প্রাচীন বাজ্যগুলিব মধ্যে দক্ষিণাংশের খোটান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকাব কবিযা আছে। খোটান বিভিন্ন নামে পবিচিত, যথা—চীনদেশীয বিববণে 'ইউ-তিযেন' (Yu-t'ıen), সংস্কৃতে 'কুস্তন', তিব্বতীযতে 'লি' (Lı) ইত্যাদি।[১৪] ইহা ব্যতীত, চীনা বিববণাদিতে অন্যান্য নামেও খোটানেব পবিচয বহিযাছে।[১৫] বৌদ্ধ ঐতিহ্যে বলা হইযছে যে খোটানে উত্তব-পশ্চিম ভাবতেব অধিবাসীগণ মৌর্যসম্রাট অশোকেব বাজত্বকালে বসতি স্থাপন কবিযাছিলেন।[১৬] উপবন্তু কথিত আছে যে অশোকেব জ্যেষ্ঠপুত্র কুণাল বিমাতাব ষডযন্ত্রে অন্ধ হইযা যাইলে কুণালেব অনুগামীবৃন্দ দেশ ত্যাগ কবিযা কুণালকে লইযা খোটানে গমন কবেন এবং খোটানেব বাজসিংহাসনে কুণালকে অভিষিক্ত কবেন।[১৭] অতঃপব কুষাণ-দিগেব বাজত্বকালেও উত্তব-পশ্চিম ভাবতেব সহিত খোটানেব অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল বলিযা জানা যায। খোটানেব প্রাচীন নথিপত্রগুলিও খোটানেব বাজ-বংশেব উৎস ভাবতীয বলিযা সমর্থন কবিযাছে।[১৮] খোটানীয ঐতিহ্য-গুলিতে (Annals of Khotan) উল্লিখিত বহিযাছে যে অশোকেব পুত্র কুস্তন বা কুণাল ভগবান বুদ্ধেব মহাপবিনির্বাণেব ২৩৪ বৎসব পবে খোটানে বাজ্য প্রতিষ্ঠা কবিযাছিলেন (অর্থাৎ প্রায খৃষ্টপূর্ব ২৪০ বৎসবে) এবং কুস্তনেব পৌত্র বিজযসম্ভব খোটানে বৌদ্ধধর্ম প্রচলন কবেন। উক্ত উপাদানে পুনবায কুস্তনেব বা কুণালেব পববর্তী ছাপ্পান্নজন খোটানেব শাসকদিগেব উল্লেখ বহিযাছে যাহাবা বৌদ্ধ স্থাপত্যেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১৯] অধ্যাপক Sten Konow বিভিন্ন উপাদানগুলি পর্যালোচনা কবিযা বলিযাছেন যে খোটানেব শাসকদিগেব নামেব আদ্যাক্ষব 'বিজয' সহযোগে উল্লিখিত ছিল। যদিও তিনি পববর্তী সমযে উহা সংশোধন কবিযা খোটানেব বাজবংশকে 'বিজিত' বংশ বলিযাছেন 'বিজয বংশ নহে।[১০০] তাঁহাব মতেও, অশোকেব পুত্র কুস্তন খোটানে বাজবংশেব প্রতিষ্ঠাতা এবং কুস্তনেব পুত্র ইয-ইউ-ল (ye-u-la) যিনি সম্ভবতঃ চীনা ইতিহাসগুলিতে ইউ-লিঙ (yu-lın) বলিযা

পরিচিত, তিনি প্রথম শতাব্দীতে খোটানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।[১০১] ইয-ইউ-লব পুত্র হইলেন 'বিজিতসম্ভব' যাঁহার সময়কাল হইতে ক্রমানুসারে 'বিজিত' নামসহযোগে খোটানের শাসকদিগের নামের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়। যাহা হউক, তিব্বতীয় বর্ণনানুসারে বিজিতসম্ভবের পরবর্তী দ্বাদশতম রাজা হইলেন 'বিজিতধর্ম' যিনি কেবলমাত্র পরাক্রমশালী রাজাই ছিলেন না তিনি স্বয়ং পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং কাশগড নামক স্থানে অবসরজীবন যাপন করেন।[১০২] উপরন্তু একটি খরোষ্ঠী লেখেরও উল্লেখ করা যায় যেস্থলে খোটানের রাজা 'মহারাজ রাজাতিরাজ দেব বিজিতসিংহ'র কথা বলা হইয়াছে।[১০৩]

খোটানের বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী আর্য বৈরোচন নামক একজন ভারতীয় আচার্য কাশ্মীর হইতে খোটানে গমন করিয়া রাজা বিজিতসম্ভবের দ্বারা স্থাপিত বৌদ্ধবিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন।[১০৪] বৈরোচনকে মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিভূ বলিয়া মনে করা হইত। কথিত আছে আচার্য বৈরোচন অলৌকিক উপায়ে বুদ্ধের শরীরধাতু কাশ্মীর হইতে খোটানে আনয়ন করাইয়াছিলেন। উক্ত বিহারটিকে খোটানে স্থাপিত সর্বপ্রথম বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে।[১০৫]

অপরদিকে চীনা পরিব্রাজকদিগের যথা, ফা-হিয়েন, সংয়ুন ও হিউয়েন সাঙের বর্ণনাগুলি খোটানে অষ্টম শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রসারতার সাক্ষ্য বহন করে। বস্তুতঃ, ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে খোটানের বৌদ্ধধর্মের অবস্থার কথা বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা জানা যায় যে ফা-হিয়েনের সময়কালের পূর্ব হইতেই খোটানে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিস্তারলাভ ঘটিয়াছিল এবং খোটান হইতে চীনরাজ্যে মহাযান ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।[১০৬] খোটানে চু-শিহ-সিং (chu-shih-hsing) নামক এক চীনা ভিক্ষু মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের নিমিত্তে ২৬০ অব্দে খোটানের দুর্গম পথে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর মোক্ষল নামক এক খোটানীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ২৯১ অব্দে 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে'র ২৫,০০০ গাথার অনুবাদ করিয়া চীনরাজ্যে লইয়া যান। ইহা ব্যতীত, বহু মহাযান গ্রন্থ খোটান হইতে চীনদেশে আনয়ন করা হইয়াছিল।[১০৭]

পুনরায়, ফা-হিয়েন তাঁহার বর্ণনায় খোটানের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে, 'গোমতীবিহারে'র উল্লেখ করিয়াছেন। গোমতীবিহার

সমগ্র মধ্য এশিযাব সর্বাপেক্ষা ব‌ৃহৎ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানব‌ূপে গণ্য হইযাছিল।[১০৮] ফা-হিযেন স্বযং তাঁহাব অন‌ুগামীসহ গোমতীবিহাবে অবস্থান কবিযাছিলেন। তাঁহাব বর্ণনান‌ুযাযী গোমতীবিহাবে ভাবতীয পণ্ডিতবর্গ বসবাস কবিতেন যাঁহাদেব নিকট চীনা ভিক্ষ‌ুগণ শিক্ষা গ্রহণ কবিতেন।[১০৯] উক্ত বিহাব সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক তথ্য লিপিবদ্ধ কবিযা গিযাছেন। গোমতীবিহাবে প্রতিদিন অন্ততঃ তিন সহস্র ভিক্ষ‌ু ভোজন কবিতেন অত্যন্ত শান্তিপ‌ূর্ণভাবে ও নিঃশব্দে। ভিক্ষ‌ু জীবনেব অন্যান্য প্রযোজনও তথায প‌ূবন কবা হইত।[১১০] বস্তুতঃ চীনা পবিব্রাজক-দিগেব বর্ণনান‌ুযাযী খোটানে প্রায চাবি হাজাব বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গডিযা উঠিযাছিল।[১১১] ফা-হিযেন গোমতীবিহাব ব্যতিবেকে 'ন‌ূতন বাজাব বিহাব' নামক অপব একটি বিহাবেবও বিশেষভাবে উল্লেখ কবিযাছেন যাহা তৈযাবী কবিতে আট বৎসব সময লাগিযাছিল। বিহাবটি শহবেব একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। ডঃ অন‌ুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায উক্ত বিহাবটিকে খোটানেব দ্বিতীয ব‌ৃহৎ বিহাব বলিযা উল্লেখ কবিযাছেন।[১১২] ফা-হিযেন বাজাব বিহাবটি সম্পর্কে ভূযসী প্রশংসা কবিযাছেন। তিনি মন্তব্য কবিযাছেন যে ইহাব জাঁকজমক বর্ণনাতীত।[১১৩] তিনি তাঁহাব ভ্রমণব‌ৃত্তান্তে কযেকটি বৌদ্ধ উৎসবেব তথ্যও লিপিবদ্ধ কবিবা গিযাছেন যেগ‌ুলিব মধ্যে অন্যতম হইল 'ব‌ুদ্ধযাত্রা' বা 'ম‌ূর্তিযাত্রা' উৎসব। 'ব‌ুদ্ধযাত্রা' উৎসবটি বৎসবেব চতুর্থ মাসে সংঘটিত হইত বর্ষাব আগমনেব প‌ূর্বে। একটি বথে ব‌ুদ্ধম‌ূর্তি ও দ‌ুইপার্শ্বে অন‌ুগামী দেবতা ও বোধিসত্ত্বব‌ৃন্দকে স্থাপন কবাইযা উহা শহবেব জনপথগ‌ুলিতে পবিক্রমা কবা হইত। কথিত আছে দেশেব ন‌ৃপতিও উক্ত বথ টানা অন‌ুষ্ঠানে সক্রিযব‌ূপে যোগদান কবিতেন।[১১৪] উপবোক্ত বিহাবগ‌ুলি ব্যতীত অপবাপব বহ‌ু মহাযান সম্প্রদাযেব ভিক্ষ‌ু অধ্য‌ুষিত বিহাবেব উল্লেখ কবা যায যেগ‌ুলি হইতে 'ব‌ুদ্ধযাত্রা' উৎসব পালন কবা হইত।[১১৫]

ফা-হিযেনেব পববর্তীকালে হিউযেন সাঙ ৬৪৪ অব্দে তাঁহাব নিজ বাজ্যে প্রত্যাবর্তনকালে খোটান পবিভ্রমণে আসিযাছিলেন। ইনিও শত সংখ্যক সংঘাবামেব কথা উল্লেখ কবিযাছেন যাহাতে পাঁচ হাজাব শিক্ষার্থী মহাযান বৌদ্ধধর্ম শিক্ষালাভ কবিত। হিউযেন সাঙ কিন্তু গোমতীবিহাব ও ন‌ূতন বাজাব বিহাব ইত্যাদি যেগ‌ুলি ফা-হিযেনেব সমযকালে প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল সেগ‌ুলি সম্পর্কে কোন কথা উল্লেখ কবেন নাই। ইহা জানা

যায় যে হিউয়েন সাঙের সময়ে যদিও মহাযান ধর্মের বহুল প্রচার ছিল তবুও তিনি হীনযান সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিহারেই অবস্থান করিয়াছিলেন।[১১৬] হিউয়েন সাঙের বর্ণনাতেও ফা-হিয়েনের ন্যায় একজন অর্হৎ বৈরোচনের উল্লেখ রহিয়াছে যিনি খোটানে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেন। তিনি খোটানের বিখ্যাত গোশৃঙ্গবিহারের বর্ণনা করিয়াছেন যাহা খোটানের দুইখানি পর্বতশৃঙ্গের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল।[১১৭] কথিত আছে যে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং গোশৃঙ্গবিহারে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।[১১৮] অধ্যাপক Aurel Stein গোশৃঙ্গবিহারটি বর্তমান কোহমারি পর্বতে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্তাকর্ষক বিষয় হইল এই যে উক্ত স্থানটি মুসলমানগণও তাঁহাদিগের পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করেন।[১১৯] যাহা হউক, গোশৃঙ্গবিহারে কতকগুলি বৌদ্ধসংস্কৃতে রচিত খরোষ্ঠীলিপি সম্বলিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে যেগুলির মূল্য অসীম। লিপিগুলির মধ্যে বাওয়ার (Bower) পাণ্ডুলিপি অন্যতম। ইহা ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ বিশেষ।[১২০] ইহা ব্যতীত, খোটানে আবিষ্কৃত অপরাপর বহু পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করা যায় যেগুলি সংস্কৃত ও খোটানীয় ভাষার সংমিশ্রণে রচিত।[১২১] ইহা Dr Hoernle গ্রন্থাকারে সংকলিত করিয়াছেন।[১২২] ফা-হিয়েনের সময়কালেও গোমতীবিহারের পণ্ডিতবর্গের দ্বারা রচিত বহু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলির মূল্য প্রায় ত্রিপিটকের সমতুল্য।[১২৩] শিক্ষানন্দ নামক খোটানের অপর এক পণ্ডিতাচার্যের কথাও জানা যায় যিনি ৬০৫ অব্দে চীনদেশে গমন করিয়া চীনা ভাষায় বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেন। পুনরায় ইৎসিং এর সময়কালের এক ভারতীয় ভিক্ষু বোধিরুচির কথা জানিতে পারা যায় যাঁহার সাহায্যে শিক্ষানন্দ মহাযান 'অবতংসসূত্র' চীনা ভাষায় অনূদিত করেন।[১২৪]

খোটানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল খোটানের মাত্র তের মাইল দূরে খরোষ্ঠীলিপিতে রচিত প্রাকৃত ধম্মপদের আবিষ্কার যাহা প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ত্রিপিটকের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ পালি ধম্মপদের প্রাকৃত সংস্করণ বৌদ্ধ পরিমণ্ডলে তখন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। পণ্ডিত Buhler মন্তব্য করিয়াছেন যে উহা ভারতবর্ষ হইতে চীনা টার্কিস্তানে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।[১২৫] অধ্যাপক Sten Konow এর মতে, উহা যদিও উত্তর-পশ্চিম ভারতের ভাষায়,

রচিত তবুও ইহা খোটানেই ধম্মপদের প্রাপ্তিস্থানেই লিখিত হইয়াছিল এবং উক্ত ধম্মপদের ভাষা অন্যান্য প্রাকৃত হইতে ভিন্ন। সম্ভবতঃ খোটানীয় ভাষার প্রভাব উহাতে বিদ্যমান বলিয়া উহা বিশেষত্বেরও দাবী রাখে।[১২৬]

সর্বশেষে খোটানীয় শিল্পকলার বর্ণনা না করিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। খোটানে অবিস্মরণীয় বিশেষতঃ বৌদ্ধ শিল্পের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। Aurel Stein খোটানের উন্নত ধরনের শিল্পের উপর প্রভূত আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধমূর্তিগুলিতে বা চিত্র শিল্প-কলাতে উভয় স্থানেই ভারতীয় গন্ধারশিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন "The relieves and paintings undoubtedly derived from that Graeco-Buddhist art which flourished during the early centuries after Christ in the extreme north-west of India"[১২৭] যদিও পাশাপাশি ইরানীয় প্রভাবও খোটানের শিল্পকলায় দৃষ্ট হয়। উপরন্তু কোনও কোনও বোধিসত্ত্বের মূর্তিতে পার্শী প্রভাবও রহিয়াছে।[১২৮] Stein বোধিসত্ত্বমূর্তিগুলিকে বর্ণনা করিয়াছেন "wholly Persian in physical appearance and style of dress"[১২৯]

যাহা হউক, মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনাকালে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য যে মধ্য এশিয়ার ধর্ম, সাহিত্য বা শিল্পকলা সকল বিষয়েই ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ সাহিত্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। রক্ষণশীল থেরবাদী পিটকসাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত পিটক-গুলিরও যে অস্তিত্ব ছিল তাহা সর্বজনবিদিত। ইহা উল্লেখ্য যে গিলগিট (Gilgit) পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে সংস্কৃত পিটকের বিন্দুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র তিব্বতীয় ও চীনা অনুবাদেই উহা লভ্য। ইহা ব্যতীত, খোটানীয়, কুচিয়ান বা তোখারিয়ান এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য ভাষাতেও বৌদ্ধ সাহিত্যগুলির মূল সংস্কৃতের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে।[১৩০] অতঃপর শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ভারতীয় প্রভাবই সুস্পষ্ট। Sten Konow মন্তব্য করিয়াছেন—"The art of Buddhist Khotan can be shown to have remained to the last under the predominating influence of Indian models"[১৩১]

পরিশেষে উল্লেখ্য যে তিব্বতীয় ঐতিহ্যানুসারে বর্ণিত আছে যে খোটানের বৌদ্ধধর্ম বিদেশী শত্রু হস্তে নিপীড়িত হইলে খোটানের ভিক্ষুগণ তিব্বত ও

ব্রজ্‌হা (Bruzha) নামক স্থানে অবস্থান করেন। যদিও উপরোক্ত বিবরণটির সত্যতা সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গ সন্দিহান।[১৩২] বস্তুতঃ, পরবর্তীকালে খোটানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদিগের পাশাপাশি পার্শী ধর্মপ্রচারক জরাথুষ্ট্রের শিষ্যবর্গের অস্তিত্বও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্য এশিয়ার মধ্যে খোটান যে একদা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পীঠস্থান ছিল তাহা অনস্বীকার্য। কারণ, খোটান হইতেই বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়ার অন্যান্য স্থানে যথা, নিয়া, কলমদন বা ছেরছেন (Cherchen), ক্রোরৌন বা লৌ-লন (Lou-lan)এ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উপরন্তু উল্লেখ্য যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে খোটান হইতেই বৌদ্ধধর্ম চীনদেশের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের অন্যান্যস্থানে যথা, কোরিয়া ও জাপানে বিস্তারলাভ করে।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বের হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ মালভূমিতে তিব্বতের অবস্থান। ইহা স্থানীয় মানুষদিগের নিকট পোদ যুল (Pod yul) বা খোং যুল (Khong yul) অর্থাৎ তিব্বতীয় ভাষায় 'বরফের দেশ' নামে পরিচিত।[১৩৩] প্রাচীন তিব্বত 'নিষিদ্ধ স্থান' (forbidden land) বলিয়া অভিহিত ছিল। বস্তুতঃ 'নিষিদ্ধ স্থান' নামটির অবলুপ্তি ঘটে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তথায় ব্রিটিশ শাসকদিগের পদার্পণের সঙ্গে। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বর্ণনার প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য হইল এই যে মধ্য এশিয়া ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে শতাব্দীগুলির শেষাংশে। কিন্তু তিব্বত কিরূপে সুদীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্মের প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল তাহা আলোচনার বিষয়। ইহার প্রধান কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় উহার ভৌগোলিক অবস্থান। ইহা ব্যতীত, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক উভয় অবস্থার কথাই বিবেচ্য। সর্বাগ্রে দেশটিতে প্রবেশের পথ সুগম ছিল না, কারণ হিমালয়ের দুর্গম অংশে তিব্বতভূমি ইহা সর্বজনবিদিত। অপরদিকে, রাজনৈতিকভাবে তিব্বত সে যুগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়।[১৩৪] উপরন্তু, সে যুগে তিব্বতের রাষ্ট্রীয় বিস্তারও শুরু হয় নাই এবং প্রাচীন তিব্বতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর বসবাস ছিল যাহাদের প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে তমসাচ্ছন্নই ছিল।[১৩৫]

যাহা হউক, তিব্বতে সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।[১৩৬] কথিত আছে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরিশেষে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে নম্-রি-স্রোঙ-সন্ (Gnam-ri-sron-btsan) নামক একজন শক্তিশালী শাসক মধ্যতিব্বতের অর্ধসভ্যজাতি বা গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করিয়া এক পরাক্রমশীল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩৭] নম্-রি-স্রোঙ-সন-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্রোঙ-সন্-গম-পো (Sron-btsañ-sgam-po) রাজসিংহাসন লাভ করেন। তিনি কেবলমাত্র যোদ্ধাই ছিলেন না উপরন্তু তিনি বাহুবলে সমগ্র তিব্বতদেশে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুতঃ স্রোঙ-সন্-গম-পো ছিলেন তিব্বতীয় সভ্যতার জনকবিশেষ।[১৩৮] কথিত আছে, তিনি তাঁহার রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিব্বতের দক্ষিণের সুসভ্য নেপাল দেশ আক্রমণ করিলে তথাকার শাসক হিন্দু ঠাকুরবংশীয় অংশুবর্মন নিজ কন্যার সহিত তিব্বত-রাজের বিবাহ দেন। নেপাল রাজকুমারী পতিগৃহে গমন করিবার কালে তাঁহার সহিত অক্ষোভ্য বুদ্ধের একখানি মনোহর মূর্তি তিব্বতে লইয়া যান। ইহা জানা যায় যে উক্ত মূর্তিখানি লাসার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরে সুরক্ষিত রহিয়াছে।[১৩৯] পুনরায় উক্ত ঘটনার দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইলে তিব্বত সম্রাট দেশের উত্তরের চীনা শাসক সেং-গে-সাঙ-পো (Sen-ge btsan po)র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তথাকার ধার্মিক চীনা রাজকুমারী ওয়েন চেঙকে (Wen ch'eng) বিবাহ করেন। কথিত আছে, চীনা রাজকুমারীও সপত্নীর ন্যায় পতিগৃহে আগমনকালে একটি অপূর্ব সুন্দর শাক্যমুনি বুদ্ধের ও অপর একটি মৈত্রেয় বুদ্ধের দুইখানি মূর্তি সঙ্গে লইয়া আসেন। উপরন্তু তিনি কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থও চীনদেশ হইতে তিব্বতে আনিয়াছিল। যাহা হউক, উক্ত মূর্তিগুলিও লাসাতে একটি বৃহৎ মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। কথিত আছে যে চীনা রাজকুমারীর দ্বারা আনীত মূর্তি-গুলি ভারতবর্ষ হইতে মধ্য এশিয়া অতিক্রম করিয়া চীনরাজ্যে আনা হইয়া-ছিল।[১৪০] পূর্বেই লাসানগরীতে দুইখানি বৌদ্ধবিহার নির্মাণের কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'রা-মো-চে' নামক বিহারটি অদ্যাবধি বর্তমান কিন্তু 'ফল-লঙ-সংগক' নামক অপর বিহারটি চীনা শাসকগণ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিব্বতীয়গণ স্রোঙ-সন-গম-পোকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বররূপে, তদীয় নেপালদেশীয় মহিষীকে সবুজ তারাদেবীরূপে[১৪১] এবং চীনা রাজ-

মহিষীকে শ্বেত তারাদেবী জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। এবিষয়ে ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তির উল্লেখ করা যায়—"Both the wives were further canonised as incarnations of Avalokita's consort, Tārā, 'Saviouress' or Goddess of Mercy, and the fact that they bore him no children is pointed to as evidence of their divine nature"[১৪২]

যাহা হউক, তিব্বতরাজ মহিষীদ্বয়ের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়া পড়েন বলিয়া জানা যায়। উপরন্তু মধ্য এশিয়ায় বিজয়াভিযানের সময়কালে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুবর্গের সংস্পর্শে আসেন। বস্তুতঃ, রাজা স্রোঙ-সন্-গম-পোর পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র তিব্বতদেশে বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি দেশের সকল জনসাধারণকে জ্ঞানী ও ধার্মিক করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং অত্যন্ত সহজ, সরল ও পবিশুদ্ধ জীবনযাপন করিতেন। কথিত আছে, তিনি বৌদ্ধধর্মীয় দশশীলের ন্যায় তিব্বতদেশে দশটি শীলের প্রবর্তন করেন যাহা 'দশস্বর্ণময় শীল' বলিয়া খ্যাত।[১৪৩] উপরন্তু মহিষীদিগের পরামর্শে রাজা বহু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ভিক্ষুদের ভারতবর্ষ, নেপাল ও চীনদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন বৌদ্ধ আচার্যের অনুসন্ধানে যাহাতে তাঁহারা বৌদ্ধধর্মীয় শাস্ত্রগুলি শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

অপরদিকে, সেই সময় তিব্বতে নিজস্ব কোন বর্ণমালার প্রচলন ছিল না। কথিত আছে যে অনুর পুত্র 'থোঙ্-মি সম্ভোট' নামক এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে তিব্বতীয় ভাষার উপযুক্ত বর্ণমালার সন্ধানে কাশ্মীরে প্রেরণ করিলে তিনি কয়েক বৎসরকাল ভারতবর্ষে বসবাস করিয়া 'লিপিদত্ত' বা 'লিপিকার' নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। উক্ত ব্রাহ্মণ আচার্যের নাম ছিল দেববিৎ সিংহ বা সিংহঘোষ। ইহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে থোঙ্-মি সম্ভোটের সহিত অপরাপর ষোলজন সঙ্গী আর্যদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) আসিয়াছিলেন।[১৪৪] অতঃপর ইহা জানিতে পারা যায় যে অতিরিক্ত তাপ-প্রবাহে কেবলমাত্র থোঙ-মি ব্যতীত তাঁহার সকল সঙ্গীবৃন্দ মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১৪৫] থোঙ্-মি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর থোঙ-মি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিব্বতীয় ভাষার বর্ণমালা স্থির করিয়া উক্ত ভাষার লিখিত রূপ দেন। তিনি সর্বসমেত চৌত্রিশটি অক্ষর সম্বলিত বর্ণমালার প্রচলন করেন।[১৪৬] যাহা হউক, থোঙ্-মি

সম্ভোট তিব্বতে প্রত্যাবর্তনকালে বহু বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থও স্বদেশে লইযা যান যেগুলি ক্রমান্বযে তিব্বতীয ভাষায অনূদিতহইতে থাকে। উক্ত তিব্বতীয লিপি ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে উত্তব ভাবতে প্রচলিত ক্রম বিবর্তিত ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত।[১৪৭] অতঃপব তিব্বতে বৌদ্ধধর্মেব প্রবল প্রচাব শুরু হয এবং তাহা একচ্ছত্র ধর্মরূপে স্থানলাভ কবে। কথিত আছে, থোঙ-মি সম্ভোট স্বযং আটখানি ধর্মীয গ্রন্থ ও তিব্বতীয ভাষাব ব্যাকবণ গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন।[১৪৮] তাঁহাব অপবাপব অনুবাদ গ্রন্থগুলিব মধ্যে প্রধানতঃ কাবণ্ডব্যূহ[১৪৯], বত্নমেঘসূত্র ও একশতটি শিক্ষাপদ উল্লেখযোগ্য। তিব্বতীয বাজা উক্ত থোঙ-মি সম্ভোটেব নিকট চাবি বৎসবকাল শিক্ষালাভ কবিযা বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে জ্ঞানার্জন কবেন। উপবন্তু তিনি নেপাল হইতে বৌদ্ধগ্রন্থগুলি আনযন কবাইযা সেগুলি তিব্বতীয ভাষায অনুবাদ কবেন।[১৫০] বস্তুতঃ তিব্বতে তিনি বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধযুগ প্রচলনেব স্রষ্টাস্বরূপ। ঐতিহ্যানুসাবে তিনি ইসলাম ধর্মপ্রচাবক মহম্মদেব সমসামযিক ছিলেন। পুনবায কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহাকে ভাবতীয কনৌজেব বাজা হর্ষবর্ধনেব এবং চীনা পবিব্রাজক হিউযেন সাঙেব সমসামযিকরূপেও বর্ণনা কবা হইযাছে।[১৫১] বস্তুতঃ, তিনি ছিলেন তিব্বতীয ভাষাব জনক।[১৫২]

স্রোঙ-সান্-গম-পো বিভিন্ন উপাযে স্বদেশকে সুসভ্য জনপদে পবিণত কবিবাব জন্য আজীবন চেষ্টা কবিযাছিলেন। তিনি চীন দেশ ও ভাবতবর্ষ হইতে বৌদ্ধাচার্যদেব আনাইযা তিব্বতীযগণেব শিক্ষা-দীক্ষা ও আচাব ব্যবহাবেব সংস্কাব কবাইযাছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত এগাবতলা 'পোটালা' বাজপ্রাসাদ তৈযাবী কবান। বস্তুতঃ তিনি বৌদ্ধধর্মকে 'জাতীয ধর্ম'রূপে ঘোষণা কবিযাছিলেন। তিনি একটানা কুডি বৎসব বাজত্ব কবিবাব পব ৬৫০ অব্দে মৃত্যুববণ কবেন। পূর্বেই বলা হইযাছে তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্ববেব ন্যায দেশেব জনসাধাবণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবেন। উক্ত নৃপতি সম্পর্কে ডঃ অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায বর্ণনা কবিযাছেন—"To the Tibetans he is not only the national hero but also the inspired founder of the nation, the giver of civilisation and, above all, the living spiritual guide of Tibet"।[১৫৩]

স্রোঙ্-সান্-গম-পোব মৃত্যুব পব বৌদ্ধধর্ম বহুলাংশে মলিন হইযা পডে স্থানীয আদিম 'বোন' ধর্মেব প্রভাবে। তিব্বতীযদেব প্রাচীন ধর্মেব নাম হইল

'বোন পো'। তাঁহাদের মতে বোন ধর্মের শাসনাধীন ছিল সমস্ত প্রাকৃতিক অবস্থা যথা, ভূমি, পর্বত, নদী, হ্রদ ইত্যাদি। বোনদেবতাগণ সহজেই কুপিত হইয়া ঝড়ঝঞ্ঝা, মহামারী, বন্যার সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যজনকে পীড়িত করেন। উপরন্তু বোন দেবতাগণ বিদেশীয় কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অবস্থা সহ্য করিতে পারেন না।[১৫৪] জীববলি, নরবলি ও অন্যান্য বীভৎস নিয়মকানুন বোন ধর্মের মধ্যে অস্তিত্বশীল ছিল। বস্তুতঃ আদি 'বোন ধর্মে'র প্রভাবে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার বহুলাংশে ব্যাহত হইয়া পড়ে। বর্তমানেও তিব্বতের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতেও বোন ধর্মের সজীবতা লক্ষ্য করা যায়।[১৫৫] ঐতিহাসিকদের মতে সম্ভবতঃ উক্ত ধর্মের প্রভাবে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছে।

স্রোঙ্-সান্-গম-পোর মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে মঙ-স্রোঙ-মঙ-সন্ (কিলি-পা-পু), দু-স্রোঙ-মঙ্-পো-জে, মেস্-অগ্-সোমস্ তিব্বতের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।[১৫৬] ইহাদিগের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিবরণ থাকিলেও ইহাদের সময়কালের দেশের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। অতঃপর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতীয়গণ পশ্চিমে বালুচিস্তান অধিকার করেন ও পামীর মালভূমি অঞ্চলের বিশটি জনপদের সহিত রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হন। পুনরায় অষ্টম শতাব্দীর শেষোর্দ্ধে তিব্বতীয়রা মধ্যে এশিয়ার সাংস্কৃতিক পীঠস্থান খোটান অধিকার করিয়া উক্তস্থানে চীনা ও তুর্কী উইগারদের আধিপত্য বিলুপ্ত করে। অতঃপর মেস্-অগ্-সোম্-সের পুত্র খ্রি-স্রোঙ্-দে-সান (Khri-sron-lde-btsan—৭৪০-৭৮৬ অব্দ) এর রাজত্বকালে তিব্বতীয়গণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। খ্রি-স্রোঙ্-দে-সানের রাজত্বকালে তিব্বতীয়গণ চীনের রাজধানী চাঙ-ঙ্গান বা সি-ঙ্গান্-ফুতে প্রবেশ করে এবং উক্ত সময়কাল হইতে সমগ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। খ্রি-স্রোঙ্-দে-সানের শাসনকাল এক লেখকের ভাষায় বর্ণনা করিলে—'Marks the zenith of Tibetan power and the affirmation of Buddhism as the chief religion of the state'।[১৫৭] খ্রি-সোঙ্-দে-সানের মাতা ছিলেন চীনদেশীয় বৌদ্ধরমণী। উক্ত সময়কালে বিদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তিব্বতে বসবাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। অপরদিকে উক্ত সময়ে দেশব্যাপী

মহামারী দেখা দিলে রাজমহিষীসহ বহু ব্যক্তি মহামারীতে প্রাণ হারান। ইহার ফলে, দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করিলে কুসংস্কারজনিত জনমত প্রবল হয় এবং বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীগণ দেশ হইতে বিতাড়িত হন।[১৫৮] অতঃপর, তিব্বতে অনুরূপ ভৌতিক উপদ্রব দূরীভূত করিবার জন্য নেপালবাসী আচার্য শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। শান্তরক্ষিত তিব্বতে গমন করিলে তাঁহার তৎপরতায় পুনর্বার বৌদ্ধধর্মের প্রচার বৃদ্ধি পায়। কথিত আছে, রাজা খ্রি-সোঙ-দে-সান স্বয়ং শান্তরক্ষিত আচার্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তরক্ষিতকে (তিব্বতীয় ভাষায় : Zhi-ba-tsho) আচার্য বোধিসত্ত্বরূপে তথায় গণ্য করা হইত।[১৫৯]

শান্তরক্ষিত 'জহোর' নামক স্থানে[১৬০] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের (৬৬০-৭০৫ অব্দ) সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া উপাদানে বর্ণিত। আচার্য শান্তরক্ষিত মহাযান যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[১৬১] তিনি বহু দর্শন ও ন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'তত্ত্বসংগ্রহ' একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ বিশেষ। উক্ত গ্রন্থে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ—উভয় দার্শনিক মতামতই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাঁহার তিব্বতীয় ভাষায় রচিত অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে যেগুলির মূল সংস্কৃত সংস্করণ লভ্য নহে।[১৬২]

যাহা হউক, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শান্তরক্ষিতকে নেপাল হইতে লইয়া আসা হইয়াছিল তিব্বতের কুসংস্কারগুলি উৎপাটিত করিবার জন্য। কিন্তু শান্তরক্ষিত তিব্বতে বৌদ্ধতন্ত্রসাধনার অগ্রগামী আচার্য পদ্মসম্ভবকে ভারতবর্ষ হইতে আনয়ন করিবার জন্য তিব্বতীয় নৃপতিকে পরামর্শ দেন। কারণ পদ্মসম্ভবই ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি তিব্বতীয় মন্ত্রতন্ত্র, অলৌকিকত্বের বিশ্বাসী মানুষদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিতে পারিতেন। পদ্মসম্ভব মহাযান যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অন্যতম পণ্ডিতাচার্য। ইহাও জানিতে পারা যায় যে তিনি আচার্য শান্তরক্ষিতের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।[১৬৩] অনন্তর, শান্তরক্ষিতের পরামর্শে তিব্বতরাজ খ্রি-স্রোঙ-দে-সান ভারতবর্ষের উদ্যান বা উড্ডীয়ানে (কাশ্মীরের স্বাত উপত্যকায়) রাজদূত প্রেরণ করেন আচার্য

পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে আনযন কবিবাব জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকাব Waddell তাঁহাব বচনায[১৬৪] পদ্মসম্ভবেব আবির্ভাবেব ঘটনাটি সুন্দবভাবে লিপিবদ্ধ কবিযাছেন। ইহা কথিত আছে যে শান্তবক্ষিত তিব্বত বাজেব আমন্ত্রণ গ্রহণ কবিযা তিব্বতেব পথে যাত্রা কবিলে পথিমধ্যে বহু বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয কিন্তু তিনি ঐসকল অকুশল ভৌতিকশক্তিগুলিকে তাঁহাব যাদুবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্রেব দ্বাবা পবাস্ত করেন। অতঃপব পদ্মসম্ভব তিব্বতে গমন কবিযা তাঁহাব অলৌকিক ক্ষমতাবলে ও তান্ত্রিক ক্রিযাকলাপেব মাধ্যমে তিব্বতেব বহুলাংশে ভ্রমণ কবিযা বৌদ্ধধর্ম প্রচাব কবেন। বস্তুতঃ তাঁহাব সমযকাল হইতেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মেব পুনঃজাগবণ ঘটে এবং নবউদ্যমে বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ বচিত হইতে থাকে। ইহা ব্যতীত তাঁহাব উদ্যমে ক্রিযা, যোগ, অনুযোগ ইত্যাদি বিষযক সাহিত্যেব বহু গ্রন্থ তিব্বতীয ভাষায অনূদিত হইযাছিল। উপবন্তু ইহাও বলা হয যে পদ্মসম্ভব তিব্বতে বৌদ্ধসংঘ গঠন কবিযাছিলেন এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বা তন্ত্রযানেব প্রচলন কবিযাছিলেন।[১৬৫] তিব্বতে আচার্য পদ্মসম্ভবকে প্রসিদ্ধ নিং-মা-পা (Nying-ma-pa) বা 'প্রাচীনপন্থী' সম্প্রদাযেব স্রষ্টা বলা হইযা থাকে। বস্তুতঃ, তাঁহাব অলৌকিক শক্তি তিব্বতীযগণেব মনে গভীব প্রভাব বিস্তাব কবিযাছিল। মূলতঃ তাঁহাবই প্রচেষ্টায ৭৮৭ অব্দে তিব্বতেব বিখ্যাত বিহাব সম্-যে (Sam-yas) প্রতিষ্ঠিত হয। ইহা প্রচলিত আছে যে সম্-যে বিহাবটি মগধেব ওদন্তপুবী বিহাবেব অনুকবণে নির্মিত হইযাছিল। আচার্য শান্তবক্ষিত উক্ত বিহাবেব অধ্যক্ষ ছিলেন বলিযা জানা যায।[১৬৬] যাহা হউক, উক্ত বিহাবে বসবাসকাবী তিব্বতীয প্রথম ভিক্ষু ছিলেন 'ব্য-ক্রি-জিগস্'। অপব বৌদ্ধভিক্ষু বৈবোচন শাস্ত্রবেত্তাদিগেব মধ্যে প্রধান বলিযা খ্যাত ছিলেন।

বর্তমানেও তিব্বতদেশে শান্তবক্ষিত বোধিসত্ত্বরূপে এবং পদ্মসম্ভব বুদ্ধেব সমকক্ষরূপে পবিগণিত হন। উপবন্তু পদ্মসম্ভব তিব্বতীযদেব নিকট লো-পোন্ অর্থাৎ গুবু, অথবা গুবু বিন্-পো-চে অর্থাৎ 'অমূল্যগুবু' নামে পবিচিত। বৌদ্ধতন্ত্রে পাবদর্শী পদ্মসম্ভবেব সুযোগ্য বিশজন শিষ্য ছিল বলিযা জানা যায। তিনি তেব বৎসবকাল তিব্বতে অবস্থান কবিযা আনুমানিক ৭৫৯ অব্দে নেপালে প্রত্যাবর্তন কবেন।[১৬৭]

এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে লামাধর্মেব কথা বলা দরকার। পূর্বেই উক্ত হইযাছে

যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ফলে মন্ত্রযানের সৃষ্টি হয় এবং ইহা পুনরায় কালচক্রযানে বিবর্তিত হয় যাহাতে তান্ত্রিক হিন্দুদেবদেবীরও অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। কালচক্রবাদীগণ তান্ত্রিক হিন্দুদেবী কালীর সহিত ধ্যানী বুদ্ধের বা আদিবুদ্ধের[১৬৮] মিলন কল্পনা করিয়া উক্ত মিলনের উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বহু দেবদেবীর আবির্ভাব হইয়াছে মনে করিতেন। এইরূপে কল্পিত ঘোর নৃশংস হেরুক, কালচক্র, অচল, বজ্রভৈরব প্রমুখ দেবগণের উল্লেখ করা যায়। মন্ত্রতন্ত্র ও পূজার্চনার দ্বারা উক্ত দেবতাদের সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে হইত। দশম শতাব্দীতে উক্ত কালচক্রযান তিব্বতে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। অতঃপর মন্ত্রযান ও কালচক্রযানের সংমিশ্রণের ফলে বজ্রযানের উদ্ভব ঘটে।[১৬৯]

বজ্রযানের আচার্যগণের বা বজ্রাচার্যদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃচ্ছ্রসাধন ও তান্ত্রিক বামাচারের দ্বারা সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করা। তাঁহাদের মতে উক্ত সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বা সিদ্ধাই হওয়া যায়। তিব্বতে উক্ত বজ্রযান মত প্রচলিত হয় এবং মন্ত্রযান ও কালচক্রযানের সংমিশ্রণে 'তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম' বা 'লামাধর্মের' উৎপত্তি হয়।[১৭০] অবশ্য ভারতীয় ধর্মকে তিব্বতীয়গণ বহুলাংশে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে এবং বজ্রযানই উক্ত স্থানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলা যায়। তিব্বতীয় লামাধর্মে তিব্বতের নিজস্ব বোন ধর্ম ও বহু পৌরাণিক কাহিনী, প্রাচীন মতবাদ এবং দেশের কুসংস্কারমূলক ভৌতিক পূজার্চনাও স্থান পাইয়াছে।[১৭১] বস্তুতঃ লামাধর্ম বা তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম কিন্তু মূল বৌদ্ধধর্ম নহে। ইহা মূলতঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত উত্তরভারতে প্রচলিত যে বৌদ্ধধর্ম, তাহারই উহা তিব্বতীয় রূপ।[১৭২]

লামাধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ধর্মীয় নিয়ম কানুনের বিভিন্ন প্রকার পার্থক্য থাকিলেও ধর্মটিকে জনপ্রিয় করিবার মূল উপকরণগুলি একই। প্রতিটি সম্প্রদায়েরই নিজস্ব বিহার রহিয়াছে এবং বৌদ্ধভিক্ষুদিগের পোষাক পরিচ্ছদের এবং মস্তকের আবরণীর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ যাহার সাহায্যে সম্প্রদায়গুলিকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, নিঙ-মা-পা হইল 'লালটুপি' সম্প্রদায় এবং গেলু-পা হইল 'হলুদ টুপি' সম্প্রদায় ইত্যাদি। 'লালটুপি' বা 'নিঙ্-মা-পা' সম্প্রদায়ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং উহা আচার্য পদ্মসম্ভবের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।

নিঙ্‌-মা-পা পুনরায় কয়েকটি শাখায় বিভক্ত যেগুলির মধ্যে 'উদ্যানের' সম্প্রদায়[১৭৩] সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলা হইয়া থাকে এবং বর্তমানেও পূর্ব তিব্বত ও হিমালয়ের জনবসতিগুলিতে উক্ত সম্প্রদায় অস্তিত্বশীল।[১৭৪] নিঙ্‌-মা-পা সম্প্রদায়ে আদিম তিব্বতীয় ধর্মের আচার অনুষ্ঠানগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই থাকিয়া গিয়াছে।

অপরদিকে, পদ্মসম্ভব তিব্বতের রাজধানী লাসার নিকটবর্তী সুবিখ্যাত সম্‌-য়ে বিহারে অবস্থান করিতেন। উক্ত বিহারে বহু সংস্কৃত ও তিব্বতীয় গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এস্থলে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায় যে একদা বুদ্ধের দেশনার যথাযথ মর্মার্থ লইয়া আচার্য শান্তরক্ষিত ও চীনা হোয়াসাংএর অনুগামীদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে রাজা খ্রী-স্রং-দে-সাং ভারতবর্ষ হইতে আচার্য কমলশীলকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করিবা লইয়া আসেন যাহাতে কমলশীলের সহযোগে শান্তরক্ষিতের মতবাদ তথায় স্থাপিত হয়। কথিত আছে, এইরূপে তথায় দার্শনিক বিচারসভার আয়োজন করা হয় এবং আচার্য কমলশীল তর্কদ্বন্দ্বে জয়লাভও করেন। পণ্ডিতবর্গ কমলশীলের জয়লাভকে বর্ণনা করিয়াছেন যে উহা 'an important landmark in the religious history of Tibet'[১৭৫] ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলিয়াছেন যে বর্তমানেও তিব্বতে আচার্য কমলশীল কর্তৃক চীনা হোয়া-সাঙের পরাজয়ের ধর্মাভিনয় প্রদর্শিত হয়।[১৭৬] পুনরায়, অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পদ্মসম্ভব কাশ্মীর হইতে বহু বৌদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিব্বতে লইয়া আসেন এবং তিব্বতীয় ভিক্ষুগণ পাণ্ডুলিপিগুলি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদকারকদিগের মধ্যে কাশ্মীরের আচার্য বৈরোচন ছিলেন প্রধান। আচার্য শান্তরক্ষিত ও আচার্য পদ্মসম্ভবের যৌথ উদ্যোগে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার সংঘটিত হয়। কথিত আছে যে তাঁহাদিগের অনুরোধে মগধের সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বহু আচার্য বৌদ্ধগ্রন্থগুলি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য মগধ হইতে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিব্বতে পদ্মসম্ভব বা গুরু রিমপোচের স্থান সর্বোচ্চ যাহাকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রধান উপস্থাপক হিসাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তিব্বতীয় ইতিহাসের লেখক Waddell এর ভাষায়—'his (Padmasambhava) image and portrait are to be found wherever Lamaism is practised, irrespective of sects or schisms.'[১৭৭]

অতঃপর নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে খ্রি-সোঙ-দে-সাঙের পৌত্র ও সদ্-না-লেগ্সের পুত্র সম্রাট রল-পা-চনের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়। রল-পা-চন (Ral-pa-can) বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংঘের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হন। রল-পা-চন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসারতার নিমিত্ত স্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের পরামর্শে ভারতবর্ষ হইতে ভিক্ষুদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। ভারতীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে জিনমিত্র, শীলেন্দ্রবোধি, সুরেন্দ্রবোধি, প্রজ্ঞাবর্মণ ও বোধিমিত্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[১৭৮] ইহা ব্যতীত, পল-সেগস্ যে-সে-দে, ছোস্-কি্য-গ্যান-সন্ ইত্যাদি নামও স্মরণীয় হইয়া আছে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে। উপরোক্ত পণ্ডিতবর্গ নাগার্জুন, বসুবন্ধু প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের গ্রন্থগুলি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ত্রিপিটক সাহিত্যেরও সেই সময় তিব্বতীয় অনুবাদ সংঘটিত হয়। সম্রাট রল-পা-চন ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করান এবং কতকগুলি বৌদ্ধবিহারকে শুল্ককরাদি আদায়ের ক্ষমতাসহ বহু সরকারী জমি দান করেন। উপরন্তু তাঁহার রাজত্বকালে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তিব্বতীয় ইতিহাস রল-পা-চনের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম লিখিতরূপ পায়।[১৭৯]

অতঃপর তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের পটপরিবর্তন ঘটে। নবম শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম তিব্বতীয়দের জীবনে যে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল তাহা পরবর্তী বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা লঙ্-দর্-মার[১৮০] রাজত্বকালে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় কারণ লঙ্-দর্-মা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিব্বতদেশ হইতে বৌদ্ধধর্মের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। সেই সময় বহু বৌদ্ধবিহারমন্দিরাদি ধ্বংস করা হয়, বৌদ্ধভিক্ষুদের উপর অত্যাচার করা হয়, বৌদ্ধভিক্ষুদের গৃহস্থ তথা কসাই-এর জীবনযাপন করিতে বাধ্য করা হয়।[১৮১] যদিও এস্থলে উল্লেখ্য যে উক্ত অত্যাচার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই কারণ লঙ্-দর্-মার সিংহাসনারোহণের কয়েক বৎসর পরেই পল দোর্জে নামক এক লামা কর্তৃক লঙ্-দর্-মা নিহত হন। যার ফলে বৌদ্ধধর্মের মূলোৎপাটন তিনি করিতে পারেন নাই। অপরদিকে উল্লেখ্য যে বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থগুলির অনুবাদকার্য যাহা কয়েক শতাব্দী পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যাহত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী রাজনীতি কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের পঠনপাঠন ও বিহারস্থ পণ্ডিতবর্গের অনুবাদ-কার্য বন্ধ করিতে পারে নাই।[১৮২]

পুনরায় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে-শেস্-ওদ নামক অপর এক নরপতির নাম তিব্বতীয় ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কারণ যে-শেস-ওদের রাজত্ব-কালে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে বৌদ্ধাচার্যগণ তিব্বতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে ভারতবর্ষ হইতে অতীশ দীপঙ্কর উক্ত রাজার শাসনকালে (১০৩৮ অব্দে) তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মে নূতনরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। অতীশের পূর্বনাম হইল চন্দ্রগর্ভ কিন্তু বিহারশরিফের ওদন্তপুরীর আচার্য শীলরক্ষিত দীপঙ্করকে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত করিবার সময়কালে তাঁহার নামকরণ করেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।[১৮৩] তিব্বতীয় গ্রন্থাবলীতে অতীশকে বাংলার বিক্রমনিপুর (বিক্রমপুর ?) নামক স্থানের রাজবংশের কুমার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[১৮৪] অতীশের পিতার নাম রাজা কল্যাণশ্রী এবং মাতা হইলেন প্রভাবতীদেবী। যাহা হউক, অতীশ উনষাট বৎসর বয়সে তিব্বতে পদার্পণ করিলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় 'কালচক্রযান' (সময় ও কালবিভাগ গণনাসম্বলিত মতবাদ) তিব্বতে প্রসার-লাভ করে। উপরন্তু তিনি তিব্বতীয় লামাধর্মকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করেন। বস্তুতঃ অতীশ বৈশেষিক দর্শন ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক-রূপে তথায় অত্যন্ত পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। অতীশ তিব্বতে গমন করিবার পূর্বে প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা বিহারের প্রধানপদ অলংকৃত করিতেন। কথিত আছে যে বহু তিব্বতীয় পণ্ডিত তাঁহার নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় করিবার মানসে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলির মধ্যে 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থটি সুবিখ্যাত। তাঁহার সময়কালেই বিখ্যাত কয়েকটি বিহার তৈয়ারী হইয়াছিল। অপরদিকে, সেই যুগকে তিব্বতীয় সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। কারণ সেই সময়ই অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তিব্বতীয় ইতিহাসে অতীশের স্থান অত্যন্ত উচ্চস্থানে। অতীশ তথাকার বৌদ্ধসংঘকে নূতনরূপ দান করিয়া বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান ঘটাইয়াছিলেন।[১৮৫] অতীশ প্রায় তের বৎসর তিব্বতে অবস্থান করিয়া আনুমানিক ১০৫৪ অব্দে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে লাসার দক্ষিণে নে-থং নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। বর্তমানেও তিব্বতীয়গণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। অতীশকে বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা 'বাহ্-দম্-পার' প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। পুনরায় পরবর্তীকালে ১৪৫৭ অব্দে সঙ্-

খপের নেতৃত্বে বাহ্-দম্-পা হইতে 'গেলু-পা' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহা ব্যতীত তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মে শাক্য-পা, গুর-গ্যু-পা ইত্যাদি সম্প্রদায়ও প্রসিদ্ধি-লাভ করে।[১৮৬] 'গেলু-পা' সম্প্রদায় বর্তমানেও অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ কারণ তিব্বতীয়দের প্রধান দলাইলামা বা দলৈলামা ও অপর পাঞ্চেনলামা উক্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত। 'দলাই' শব্দটির মোঙ্গলীয় ভাষায় অর্থ হইল 'মহাসমুদ্র' অর্থাৎ যিনি মহাসমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত বা জ্ঞানগম্ভীর। পুনরায় 'কদম্পা' হইতে করগ্যুপা (Bkahı-gyud-pa) এবং শক্যপা (Sa-skya-pa) নামক উপসম্প্রদায়ের আবির্ভাব।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পূর্বোক্ত সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া দেশের অভ্যন্তরের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকার হস্তগত করেন এবং ইহার ফলে তথায় যাজকতন্ত্রের শাসনের সূত্রপাত ঘটে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একাদশ শতাব্দীতে বজ্রযান মতাবলম্বী ভারতীয় সিদ্ধাচার্যগণ তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করিয়া-ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে খ্যাতনামা আচার্য ছিলেন মর-পা। অতীশ দীপঙ্করের সমসাময়িক বজ্রাচার্য মর-পা তিব্বতীয় প্রসিদ্ধ আচার্য মি-লা-রস্-পার গুরু ছিলেন। মর-পা তিব্বতে কিছুকাল অবস্থানের পর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর করগ্যুপা সম্প্রদায়ের বহু উপশাখার অস্তিত্বের কথা জানা যায়, যথা—কর্মপা (ইহা প্রধানতঃ সিকিম, দার্জিলিং ও তিব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়), দুগপা (ভুটান ও লাদাকে) এবং দিকুংপা[১৮৭] (ইহা প্রধানতঃ তিব্বতেই অস্তিত্বশীল)।

পুনরায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতে এক ভিন্নতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। চীনের মোঙ্গলজাতীয় যুয়ানবংশের সম্রাট কুবলাই খান তিব্বত অধিকার করেন। কুবলাই খান অনুগামীসহ শাক্যবিহারের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'শাক্যপা' সম্প্রদায়ভুক্ত হন।[১৮৮] কথিত আছে, কুবলাই খান পেকিনে ও মোঙ্গলিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিহার নির্মাণ করান। তিনি শাক্যমঠাচার্যকে অন্যান্য লামাধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সর্বপ্রধান গুরুরূপে ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে তিব্বত দেশের প্রধান শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১৮৯] ইহা জানিতে পারা যায় যে উক্ত শাক্য আচার্যই লামাধর্মের যে প্রধান 'মহাগ্রন্থ' তাহা অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাহায্যে মোঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেন। উপরন্তু তিনি তিব্বতীয় লিপিতে মোঙ্গলীয় ভাষা লিখিবার ব্যবস্থাও

কবিযাছিলেন যদিও তাহা দীর্ঘস্থাযী ফললাভ কবে নাই। ঐ সময হইতে পববর্তী প্রায অর্ধশতাব্দীকাল শাক্যবিহারেব অধ্যক্ষগণই অর্থাৎ শাক্যপাবা তিব্বতেব ধর্মীয ইতিহাসেব প্রধান পুরুষ বা বাষ্ট্রগুরু ছিলেন।[১৯০] কেবল তাহাই নহে, ইহাও জানা যায যে শাক্যপাদেব প্রাধান্যে অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায গুলি নির্যাতিত হইযাছিল। শাক্যপা সম্প্রদায দি-কুঙস্থিত কব-গ্যুদ-পা সম্প্রদাযেব বিহাবটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত কবিযা দেয।[১৯১] অতঃপব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিঙবংশীয চীনা সম্রাটেব আধিপত্য ঘটিলে শাক্য সম্প্রদাযেব বাষ্ট্রীয প্রভাবেব অবসান ঘটে। বস্তুতঃ মিঙসম্রাট শাক্যসম্প্রদাযেব বিবোধী ছিলেন এবং শাক্যমঠেব প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ কবিবাব জন্য তাঁহাবা কহ্-দম্-পা ও কব-গ্যুদ-পা সম্প্রদাযেব বিহাবাধ্যক্ষকে শাক্যমঠেব অধ্যক্ষেব সমানাধিকাব মর্যাদা দান কবেন। কথিত আছে, তাঁহাবা বৌদ্ধ সম্প্রদাযগুলিব পাবস্পবিক বিবাদেও মদত দিতে থাকেন। ফলস্বরূপ, তিব্বতে অবাজকতাব সৃষ্টি হয তিব্বতীয লামাধর্মে এবং এইরূপে লামাগণ ক্রমান্বযে নৈতিক অধোগতিব নিম্নস্তবে পেঁৗছাইযা যায।[১৯২]

যাহা হউক, ইহাব পববর্তীকালেব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস হইল ধর্মীয সংস্কাবেব ইতিহাস। চতুর্দশ শতাব্দীব শেষভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীব প্রথমদিকে ছোঙ্-থা-পা নামক এক ব্যক্তি লামাধর্মেব সংস্কাবে প্রবৃত্ত হন। তিনি তিব্বতেব বিভিন্ন মঠেব বিভিন্ন ধর্মগুরুব নিকট ধর্মশাস্ত্র অধ্যযন কবিযা ভিক্ষুদিগেব নৈতিক চবিত্রেব উন্নতিব জন্য সচেষ্ট হন এবং লামাধর্ম হইতে তন্ত্রমন্ত্রেব প্রভাব হ্রাস কবিযা লামাধর্মেব সংস্কাবসাধন কবিবাব উদ্যোগ গ্রহণ কবেন। বস্তুতঃ ছোঙ-থা-পাব প্রচেষ্টাব ফলেই গে-লুগ-পা নামক নবীন সম্প্রদাযেব উদ্ভব হয। কথিত আছে, তিনি লাসাব নিকটবর্তী গন্-দন্ নামক একখানি বিহাবেবও প্রতিষ্ঠাতা।[১৯৩] ইহাব পববর্তীকালে সে-বাং, দে-পুং ও তা-শি-লুন-পা নামক স্থানে তিনটি নূতন গেলুগপা সম্প্রদাযেব বিহাব প্রতিষ্ঠাব মাধ্যমে উক্ত সম্প্রদাযেব প্রতিপত্তি প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায। ইহাব পবেব ইতিহাস উল্লেখযোগ্য কাবণ তিব্বতেব পুবোহিত বাজেব পদ ও পদবী 'দলাইলামা' উক্ত গেলুগপা সম্প্রদাযভুক্ত এবং বর্তমানেও গেলুগপা সম্প্রদাযেব লামাগণই সর্বপ্রধান। দলাইলামা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তিব্বতীয বৌদ্ধধর্মেব প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 'অবতাব-পাবম্পর্যবাদ' যাহাব মূল বক্তব্য হইল কোনও দেবতা যদি কোন সম্প্রদাযেব অধ্যক্ষেব মনুষ্যমূর্তিতে

আবির্ভূত হইযাছেন বলিযা ধবা হয তাহা হইলে উক্ত সম্প্রদাযেব পববর্তী সমুদয অধ্যক্ষেব মধ্যেও দেবতাগণ আবির্ভূত হইবেন। বস্তুতঃ উপবোক্ত ভাবধাবাব উপব নির্ভব কবিযাই দলাইলামা বা তিব্বতীয পুবোহিতপ্রধান বা বাষ্ট্রনাযকেব পদ ববণ কবা হইযা থাকে। তিনি স্বদেশে 'বিনপোচে' বা 'প্রভুত্বেব মধ্যমণি' বূপে খ্যাত। উপবন্তু গেলুপা সম্প্রদাযেব লাসা ও তাশিলুনপা মঠেব অধ্যক্ষগণ যথাক্রমে অবলোকিতেশ্বব ও অমিতাভ বুদ্ধেব অবতাব বলিযা পূজিত হইতেছেন। পুনবায উল্লেখ্য, অমিতাভ বুদ্ধেব অবতাব পাঞ্চেনলামা নামেও অভিহিত।[১২৪]

দলাইলামাগণ বাষ্ট্রপ্রধান হইলেও চীনা সবকাব দলাইলামা নিযোগে হস্তক্ষেপ কবেন যদিও নির্বাচন গেলুপা সম্প্রদাযেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অতীব দুঃখেব বিষয হইল যে নৈতিক ও আচাবগত অবনতিব ফলে শীঘ্রই উক্ত শক্তিশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন সম্প্রদাযটিব বৈশিষ্ট্য হ্রাস পাইতে থাকে। অপবদিকে সাম্প্রতিককালে চীনা অধিকাবেব পূর্ব পর্যন্ত তিব্বতেব বাষ্ট্রীয ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণবূপে যাজকতান্ত্রিক।

অতঃপব বলা যায তিব্বতেব বাজনৈতিক ইতিহাস যাহাই হউক তথাকাব ধর্মীয ইতিহাসে কিন্তু বৌদ্ধধর্মেব অত্যন্ত উন্নতিব পবিচয পাওযা যায। তিব্বতেব ভাবতীয তথা বহুল পবিমাণে বৌদ্ধ সাহিত্যসম্ভাবেব বর্ণনা না কবিলে তিব্বতেব ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিযা যাইবে। এ বিষযে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত হইলেন শাক্যপা সম্প্রদাযভুক্ত Bu-ston যিনি তিব্বতীয ইতিহাস সম্পর্কে নির্ভবযোগ্য তথ্য লিপিবদ্ধ কবিযা গিযাছেন। Bu-ston সুসংবদ্ধভাবে ভাবতীয গ্রন্থাবলীব তিব্বতীয ভাষায অনূদিত দুইটি বিশাল সংগ্রহ সংকলিত কবিযাছেন, যথা—Kanjur ও Tanjur।[১২৫] তিব্বতীয ভাষায 'Kanjur' কথাটিব অর্থ হইল বুদ্ধবাণী বা বুদ্ধ অনূদিত বাণীসম্ভাব এবং Tanjurএব অর্থ হইল অনূদিত ধর্ম বা বৌদ্ধাচার্যগণেব নির্ধাবিত মার্গ। উপবোক্ত মহাগ্রন্থদ্বযকে তিব্বতদেশেব শ্রুতি ও স্মৃতি আখ্যা দেওযা যায।[১২৬] কোন কোন পণ্ডিত গ্রন্থদ্বযকে সুবিখ্যাত চীনা ত্রিপিটকেব সহিত তুলনা কবিযাছেন।[১২৭] ডঃ অনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব মতে Kanjur হইল মূল গ্রন্থাবলী এবং Tanjur হইল ইহাব ব্যাখ্যা বিশেষ।[১২৮] Kanjur এব সর্বসমেত একশতটি অথবা অন্যমতে একশত আটটি খণ্ড বহিযাছে যাহা পুনবায সাতটি ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) Hdul-ba বা বিনয (২) Ses-rab-

kyi-phal-rol-tu-phyin-pa বা প্রজ্ঞাপারমিতা (৩) Sans-rgyas-phalpo-che বা বুদ্ধাবতংস (৪) Dkon-mchog-brtsegs-pa বা রত্নকূট (৫) Mdo-or-Mdo-sde বা সূত্র (৬) Mya-nan-las-hdas-pa বা নির্বাণ এবং Rgyud বা তন্ত্র। Hdul-ba বা বিনযেব মধ্যে পুনবায় বিনযেব সাতখানি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হইযাছে, যথা—বিনযবস্তু, প্রাতিমোক্ষসূত্র, বিনয়বিভঙ্গ, ভিক্ষুনী-প্রাতিমোক্ষ সূত্র, ভিক্ষুণীবিনয়বিভঙ্গ; বিনযক্ষুদ্রকবস্তু ও বিনয়উত্তব গ্রন্থ।[১৯৯] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে তিব্বতীয় Hdul-ba বা বিনয কোনও কোনও পণ্ডিতেব মতে চারিভাগে বিভক্ত।

অপরদিকে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র বা Ses-rab-kyi-phal-rol-tu-phyin-pa একুশটি খণ্ড সম্বলিত। কথিত আছে, প্রজ্ঞাপাবমিতা সূত্র সর্বপ্রথম সংকলিত করিয়াছিলেন হোদ-স্রুং বা কাশ্যপ।[২০০]

পববর্তী গ্রন্থ বুদ্ধাবতংস বা Sans-rgyas-phalpo-che ছযটি খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে তথাগত এবং তথাগতেব গুণাবলীব বর্ণনা বহিযাছে। অপর গ্রন্থ বত্নকূটও ছযটি খণ্ড সম্বলিত। অপব সংগ্রহ সূত্রেব বিভিন্ন বিষযেব উপব ২৭০টি গ্রন্থ রহিয়াছে। সূত্রের গ্রন্থগুলি সম্পর্কে বলা হয যে উহা বুদ্ধের একনিষ্ঠ শিষ্য আনন্দ বুদ্ধেব মহাপবিনির্বাণেব পব বচনা কবিযা-ছিলেন। পুনরাব নির্বাণ বা Mya-nam-las-hdas-paএব দুইখানি খণ্ড পাওযা যায যাহাতে গৌতমবুদ্ধেব জীবনেব শেষ অধ্যায ও তাঁহাব শবীব ধাতু বিভাজনের ইতিহাস বহিয়াছে।

সর্বশেষ উল্লেখ্য হইল Rgyud বা তন্ত্র যাহা বাইশটি খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে মন্ত্রতন্ত্র, দেবদেবী, তান্ত্রিক মণ্ডল ইত্যাদির বর্ণনা রহিযাছে যাহা বিশেষত্বেব দাবী কবে।

ইহার পববর্তী আলোচ্য বিষয হইল Tanjur এব গ্রন্থাবলী। Tanjurএ সর্বসমেত ২২৫টি খণ্ড বহিযাছে যাহা পুনবায় দুইটি ভাগে বিভক্ত, যথা—Mdo বা সূত্র এবং Rgyud বা তন্ত্র। পুনবায় Mdo ১৩৬টি খণ্ড সম্বলিত যাহা প্রধানতঃ বিজ্ঞানবিষয়ক ব্যাখ্যা বলা যায। তন্ত্র বা Rgyudএ সর্বসমেত ৮৯টি খণ্ড রহিযাছে। ইহাতে প্রধানতঃ তান্ত্রিক ধর্মেব আচাব অনুষ্ঠান সম্পর্কে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায। ইহা ব্যতীত, অপর দুইটি বিষরও তথায় উপস্থিত যথা—মন্ত্রগাথা বা প্রার্থনা এবং বর্ণনানুক্রমিক গ্রন্থের বিষয়সূচী।

অপরদিকে দুইটি সংগ্রহ সর্বসমেত ৪৫৬৬ টি গ্রন্থ সম্বলিত, Kanjur এর ১১০৮টি এবং Tanjurএর ৩৪৫৮টি।[২০১]

এস্থলে উল্লেখ্য যে কেবলমাত্র বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদই নহে সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, ব্যাকরণশাস্ত্র, বিভিন্ন কোষগ্রন্থকাব্য, অলংকারশাস্ত্র বিষয়ক রচনা, ছন্দগ্রন্থ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রীয়, মূর্তিশিল্পবিষয়ক গ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদিরও তিব্বতী অনুবাদ সুলভ। পুনরায় দেখা গিয়াছে যে বহু ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতীয় অনুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে তাহা অত্যন্ত মূলানুগত। সেই কারণে ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে।[২০২]

তিব্বতের নিজস্ব সাহিত্যের পরিমাণও বিপুল। যথা—ইতিহাস, প্রশ্নোত্তরে সংগৃহীত রচনা, সংঘ, সম্প্রদায় বা মঠ সম্পর্কীয় ইতিহাস, দলাইলামা ও অন্যান্য লামার জীবনবৃত্তান্ত বিষয়কও বহু তিব্বতী গ্রন্থ রহিয়াছে। পদ্মসম্ভব, অতীশ প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যের পদ্য বা গদ্যময় জীবন-চরিত তিব্বতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিব্বতের উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থের সংগ্রহের মধ্যে কিয়দংশ অনূদিত ও কিয়দংশ মৌলিক রচনা। ইহা বৈডূর্য-ঙোন্-পো (নীলমাণিক্য) নামে খ্যাত। মধ্যএশিয়া হইতে প্রাপ্ত গে-সর্ কাহিনী আখ্যায়িকা গ্রন্থরূপে পাওয়া যায় এবং উপকথা ও কাব্যগ্রন্থও তিব্বতীয় সাহিত্যে বহু দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, তিব্বতের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমই ছিল বৌদ্ধধর্ম। কারণ ভারতবর্ষ হইতে যেইরূপ ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতে গিয়াছিলেন সেইরূপ তিব্বতীয়গণও ভারতে আসিয়াছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্র পঠনপাঠনের জন্য। কথিত আছে, নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিহারে থাকিয়া তাঁহারা পণ্ডিতবর্গের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা করিতেন। ইহা ব্যতীত, তিব্বতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বা লামাদিগের বসবাসের জন্য দেশের নির্জনস্থানে বহু বিহার গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন কোন বিহারে একত্রে ৩০০০ হাজার হইতে ১০,০০০ জন লামা বসবাস করিতে পারিতেন। অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল বৌদ্ধবিহারগুলিতে মধ্য ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব সুস্পষ্ট।[২০৩] বর্তমানেও বিহারগুলিতে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে কিন্তু সাধারণজনের শিক্ষাদানের জন্য বিহার-

গুলির দ্বার বন্ধ।[২০৪] প্রতিটি বিহারের সংলগ্ন মন্দির রহিয়াছে যাহা তিব্বতীয় ভাষায় 'লা-খঙ্' (Lha-khaṅ বা দেবতার গৃহ) রূপে খ্যাত। মন্দিরগুলি যতদূর সম্ভব জাঁকজমক সহকারে গঠিত এবং বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, স্থানীয় দেবদেবী, যাজকদিগের মূর্তি সম্বলিত। লামাগণের একত্রে তথায় মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা দেবতাদিগের বন্দনাকালে এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বর্তমান দালাইলামা তাঁহার সহস্র সহস্র অনুগামী সহ ভারতেই অবস্থান করিতেছেন। শান্তির জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারেও ভূষিত হইয়াছেন।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম

এশিয়া তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে চীন রাজ্যের সভ্যতা অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা বলিয়া উপাদানগুলিতে বর্ণিত। উপরন্তু ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রেও চীনদেশের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। প্রাচীন চীনদেশীয়গণ প্রধানতঃ একেশ্বরবাদী বলিয়াই খ্যাত।[২০৫] কিন্তু ক্রমে ক্রমে একেশ্বরবাদের (চীনা ঃ সান্তি বা Shunti) পরিবর্তে প্রকৃতি পূজা, কুসংস্কার প্রভৃতি সমাজে স্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের পূর্ব থেকেই তথায় বহুবিধ দার্শনিক মতবাদের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দুইজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষাগুরুর নাম সর্বজনবিদিত। প্রথমজন হইলেন কনফুসিয়াস (চীনা ঃ K'ung-fu-tsen) যিনি ৫৫১ অব্দে চীনা লুপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে চীনদেশীয় ধর্ম সংস্কারক বলা যায়। অপর ধর্মপ্রচারক লাওৎজের (Lao-tze) নামও উল্লেখ্য কারণ প্রাচীন চীনদেশে তিনি তাওধর্ম (Taoism) প্রচার করিয়াছিলেন যাহার সহিত উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ বা ব্রহ্মের সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। যদিও উক্ত মতবাদের মধ্যে কুসংস্কার, জ্যোতির্বিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।[২০৬]

চীনরাজ্যে প্রথম বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে মধ্য এশিয়ার মাধ্যমে। অপরদিকে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ এবং চীনরাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বলিয়া জানা যায়। ভারতীয় মহাভারত, মনুস্মৃতিতে

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, পালিগ্রন্থ বুদ্ধবংস, অপদান ও মিলিন্দপঞ্‌হেও চীনরাজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। উপরন্তু চীনদেশীয় বৌদ্ধ কিংবদন্তীগুলি হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ছিন (Ts'in) সম্রাট চে-তুয়াং-তির (২৪৬-২০৯ খৃঃপূঃ) রাজত্বকালে চে-লি-ফং নামক এক বৌদ্ধাচার্য এবং তাঁহার সতেরজন অনুচর খৃঃপূঃ ২১৭ অব্দে চীন রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন যদিও উক্ত ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে পণ্ডিতগণ সন্দেহ প্রকাশ করেন।[২০৭] সম্রাট হে-হুয়াং-তির রাজত্বকালের সমসাময়িক রাজত্ব ছিল সম্রাট অশোকের। পুনরায় উক্ত রাজ্যের 'চীন' নামকরণটি করা হয় 'ছিন্' রাজবংশের নামানুসারে। তৃতীয় শতাব্দীর হুয়াই-নান্-চেউ বা লিউ-ঙ্গানের রচনায় একটি বৌদ্ধ কাহিনীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[২০৮] অপর একটি উপাদান অনুযায়ী একজন চীনা অমাত্য ১২১অব্দে মধ্যএশিয়ায় সমরঅভিযান চালাইয়া একটি স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্তি মধ্য এশিয়া হইতে চীনরাজ্যে লইয়া আসেন এবং এইরূপে সর্বপ্রথম তথায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার সংঘটিত হয়।[২০৯] যদিও উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কেও পণ্ডিতগণ সন্দেহ প্রকাশ করেন। অপরদিকে যু-হুয়ান (Yu-huan) রচিত ওয়ে-লিও (Wei-Liao) তে[২১০] বলা হইয়াছে যে ইউ-চি (Yueh-chi) প্রদেশের শাসকগণ চীনা রাজসভায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ইহা কথিত আছে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ চীনদেশে উক্ত ধর্ম প্রচার করেন। সেই সময় চীনদেশে হ্যান্‌বংশীয় সম্রাট মিংতি রাজত্ব করিতেন। মিংতির রাজধানী ছিল পিকিং (বর্তমান বেজিং) নগর হইতে পাঁচশত মাইল দক্ষিণ পূর্বে হেনান নগরে।[২১১] একটি চীনা উপাদানের আখ্যান অনুযায়ী[২১২] সম্রাট মিংতি একদা স্বপ্নে এক স্বর্ণময় ব্যক্তিকে পশ্চিমদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখেন। অতঃপর উক্ত স্বপ্নদৃষ্ট মানবের সন্ধানে তিনি পশ্চিমদেশে দূত প্রেরণ করেন। মিংতির দূত পেশোয়ারের সম্রাট কণিষ্কের রাজসভায় আসিয়া সম্রাট কণিষ্কের অনুমতিক্রমে কাশ্যপ-মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ বা ধর্মরত্ন নামক দুইজন বৌদ্ধভিক্ষুকে লইয়া চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[২১৩] কথিত আছে, উক্ত দুইজন ধর্মপ্রচারক তাহাদিগের সহিত বহুল পরিমাণে বৌদ্ধশাস্ত্র, বুদ্ধের চিতাভস্ম একটি শ্বেতঅশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। চীন সম্রাট ধর্ম প্রচারকদিগের বসবাসের নিমিত্ত চীনের রাজধানীতে 'শ্বেতঅশ্ব বিহার' নামক একখানি বিহার

নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।[২১৪] উক্ত দুই ধর্ম প্রচারক শ্বেতঅশ্ববিহারে অবস্থান করিয়া অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং আজীবন তথায় অবস্থান করিয়া বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।[২১৫] অপর চিত্তাকর্ষক বিষয় হইল যে, যে শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে বৌদ্ধ গ্রন্থাদি বাহিত হইয়াছিল উক্ত অশ্বের মৃত্যু ঘটিলে হেনান নগরে যে স্থানে উহাকে সমাধিস্থ করা হয় সেই স্থানে 'পাই-মা-জু' বা শ্বেতাশ্ব মন্দির (প্যাগোডা) নির্মিত হইয়াছিল।[২১৬] যাহা হউক, এইরূপে উক্ত ভিক্ষুদ্বয়ের প্রচেষ্টাতেই সর্বপ্রথম চীনরাজ্যে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার সংঘটিত হয় এবং বৌদ্ধবিহারও স্থাপিত হয়। কথিত আছে, কাশ্যপ-মাতঙ্গ যখন লোয়াং বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি জনসাধারণের নিকট মহাযান 'সুবর্ণপ্রভাস সূত্র' ব্যাখ্যা করিতেন যাহা বর্তমানেও মহাযান অধ্যুষিত বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত স্থানে সমপরিমাণে জনপ্রিয়।[২১৭] অপর ধর্ম-প্রচারক ধর্মরক্ষ (Chu-fa-hu) চীনদেশের রাজধানীতে অবস্থান করিয়া আজীবন বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থেরও চীনা অনুবাদ করেন। কথিত আছে, তিনি 'বিয়াল্লিশ খণ্ড সূত্রের' চীনা অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ চীনদেশে উহাই প্রথম বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ-বিশেষ।[২১৮]

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়[২১৯] ও ডঃ ছো সিবাং কুঙের[২২০] মতে উপরোক্ত গ্রন্থখানি বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে চীনা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সংকলিত হইয়াছিল। কাশ্যপ-মাতঙ্গের প্রয়াণের পর ধর্মরক্ষ বহু পালিগ্রন্থ যথা—বুদ্ধবংস, জাতক ইত্যাদির চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।[২২১] তাঁহার সংস্কৃত হইতে চীনাভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা, ললিতবিস্তর, বিমলকীর্তিনির্দেশসূত্র, সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীকসূত্র, দশভূমিসূত্র, মহাকাশ্যপনিদানসূত্র উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, তিনি ছত্রিশটিরও অধিক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

অতঃপর ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়ানমার) হইয়া চীনরাজ্যে প্রবেশের একটি স্থলপথের উল্লেখ আছে চাঙ্‌-খিয়ানের বিবরণে[২২২] যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ উক্ত স্থলপথেই প্রথম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে চীনরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন।[২২৩] চীনা বিবরণানুযায়ী মধ্য এশিয়া হইতে ইউ-চি, পার্থিয়াগণ, সোগডিয়ান, কুছিয়ান,

খোটানীগণ বিস্তৃত অঞ্চল পরিক্রমার দ্বারা চীনরাজ্যে পৌঁছাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা—শে-কাও (She-kao) বা লোকোত্তম, সেঙ-হুই (Sheng-hui) বা সংঘভদ্র, ফা-হু (Fa-hu) বা ধর্মরক্ষ ইত্যাদি। শে-কাও পার্থিয়াদেশের রাজপুত্র ছিলেন। তিনি অল্প-বয়সে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শে-কাও শ্বেতাশ্ব সংঘারামটির গৌরব পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিহারটি বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থানরূপে খ্যাতিলাভ করে।[২২৪] উপরন্তু তিনি একজন স্বনামধন্য পণ্ডিতাচার্যও ছিলেন এবং তিনি বহু বৌদ্ধগ্রন্থের চীনা অনুবাদ করিয়াছিলেন, যেমন—চর্যামার্গভূমি সূত্র, চতুঃসত্য সূত্র ইত্যাদি। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম যে প্রবল প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহার মূলে ছিলেন মনীষী শে-কাও বা লোকোত্তম। পরবর্তীকালে আচার্য সংঘভদ্র দক্ষিণ চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। সংঘভদ্র নানকিংএর ইউতি (Wu-ti) নামক চীনা সম্রাটকে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী করিয়া তোলেন এবং কথিত আছে তিনি একটি নূতন বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও সৃষ্টিকর্তা। উপরন্তু, তিনি বহু বৌদ্ধ মন্দির ও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করান যাহার ফলে চীনরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত সমাদর লাভ করে।[২২৫] ইহা ব্যতীত, বহু ধর্ম প্রচারকের নাম চীনা গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় যাঁহারা খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে প্রচুর বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ করেন। ইহাদিগের মধ্যে আচার্য লোকরক্ষ 'দশসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' 'অজাতশত্রু কৌকৃত্যবিনোদনসূত্র' ইত্যাদি মহাযান গ্রন্থগুলির চীনা অনুবাদ করেন।[২২৬]

যাহা হউক, উক্ত সময়কাল হইতেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইতে থাকে এবং তৃতীয় শতক অর্থাৎ চীনসম্রাট ইউ-তির রাজত্বকালে চীন দেশের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সম্রাট স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। ইউ-তি তাঁহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু সংঘারাম তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। অপরদিকে, বৌদ্ধগ্রন্থগুলির চীনা অনুবাদ, পঠনপাঠন ও ব্যাখ্যার দ্বারা চীনা জনসাধারণের মনে বৌদ্ধধর্ম একটি স্থায়ী আসন লাভ করে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ভাষায় বর্ণনা করা যায়, ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম 'became, before the middle of

the fourth century, the chief religion of the nation.' [২২৭] বস্তুতঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে মর্যাদা লাভ করে। ইউ-তির রাজত্বকালে বোধিধর্ম নামক এক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে ধ্যানতত্ত্ব প্রচার করেন। বোধিধর্ম সুংশান পাহাড়ে বসবাস করিতেন। কথিত আছে তথাকার শাওলিংজু নামক মন্দিরে আচার্য বোধিধর্ম নয় বৎসরকাল ধ্যানমগ্ন ছিলেন। উক্তস্থানে বহু বৌদ্ধমন্দিরও রহিয়াছে। [২২৮]

ইহার পররবর্তীকালে অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চীনরাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। চীনাগণ মধ্যএশিয়ার কুছদেশ আক্রমণ করেন এবং কুছগণ পরাজিত হইলে চীনা সেনাপতি আচার্য কুমারজীবকে কুছ হইতে চীনরাজ্যে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। [২২৯] পূর্বেই বলা হইয়াছে কুমারজীবের পিতা ছিলেন ভারতীয় ও মাতা কুছদেশীয়। আচার্য কুমারজীবের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কুমারজীবের একশতেরও বেশি ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থের চীনা অনুবাদ চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করে। অপরদিকে, কুমারজীবই সর্বাগ্রে চীনদেশে মহাযান ধর্মের প্রচলন করেন যাহা চীনদেশের জনসাধারণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে বিদেশী ধর্ম ছিল না উহা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। [২৩০] অপরাপর কয়েকজন আচার্যের নামও পাওয়া যায়, যথা—বুদ্ধযশ, পুণ্যত্রাত ও বিমলাক্ষ যাঁহারা কুমারজীবের সহিত চীনরাজ্যে আসিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা লইয়াছিলেন। [২৩১] অতঃপর কাশ্মীর হইতে আগত আচার্যদিগের নামোল্লেখ করা যায়, যথা—সংঘভূতি, সংঘদেব, গুণবর্মণ, গুণভদ্র ও ধর্মমিত্র যাঁহারা চীনদেশে গমন করিয়া বহু বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুদিত করেন। ইহাদের মধ্যে আচার্য সংঘভূতি সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়পিটকের অর্থকথার চীনা অনুবাদ করিয়াছিলেন। অপর আচার্য সংঘদেব অভিধর্মপিটকের 'জ্ঞানপ্রস্থান সূত্রের' চীনা অনুবাদ করেন। আচার্য গুণভদ্র ফা হিয়েনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মহাসংঘিকদের বিনয়ের এবং দীর্ঘাগমের অন্তর্ভুক্ত মহাপরিনির্বাণ সূত্রের চীনা অনুবাদ সংঘটিত করেন। কথিত আছে; চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন উক্ত মূলগ্রন্থ দুইটি স্বয়ং চীনদেশে লইয়া যান। মহাযান সূত্রপিটকের 'অবতংসক সূত্র'ও ঐসময়কালে অনুদিত হয়। [২৩২] অপর আচার্য

গুণবর্মণ কাশ্মীরেব বাজপবিবাবভুক্ত ছিলেন। তিনি রাজসিংহাসন ত্যাগ কবিযা অতি অল্প বযসেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবিযাছিলেন। উপবন্তু গুণবর্মন শ্রীলংকা এবং জাভাতেও বৌদ্ধধর্ম প্রচাব কবিযা অত্যন্ত জনপ্রিযতা লাভ কবিযাছিলেন। কথিত আছে, গুণবর্মণেব সংবাদ পাইযা চীনদেশেব সম্রাট দেশেব ভিক্ষুগণেব অনুবোধে জাভাব বাজাকে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচাবেব নিমিত্ত গুণবর্মণকে পাঠাইতে অনুবোধ জানান। অতঃপব গুণবর্মণ চীনবাজ্যে পৌঁছাইযা 'জেতবনবিহাবে' অবস্থান কবেন। কিন্ত অতীব দুঃখেব বিষয হইল গুণবর্মণ চীনবাজ্যে অবস্থানেব এক বৎসবকাল পবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। যাহা হউক, উক্ত সমযেব মধ্যেই তিনি একাদশটি সংস্কৃত গ্রন্থেব চীনা অনুবাদ কবিযাছিলেন বলিযা জানা যায। এইগুলিব মধ্যে 'বোধিসত্ত্বচর্যানির্দেশ' হইল অন্যতম ইহা যোগাচাব-ভূমিশাস্ত্রেব একটি অধ্যাযেব মূল্যবান্ অনুবাদ। অপবটিও উল্লেখ্য যথা—'উপালিপবিপৃচ্ছা' গ্রন্থ যাহা ছাব্বিশটি খণ্ডে বিভক্ত।[২৩৩] পুনবায আচার্য গুণভদ্রেব নাম কবা যায যিনি মধ্যভাবত হইতে চীনবাজ্যে গমন কবিযা-ছিলেন। ইনিও চীনেব জেতবনবিহাবে অবস্থান কবিযা অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থেব অনুবাদ কবিযাছিলেন। এইগুলিব মধ্যে সংযুক্তাগম, বত্নকাবণ্ডব্যূহ ও সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদাযেব অভিধর্ম প্রকবণপাদ শাস্ত্র উল্লেখযোগ্য।[২৩৪]

পববর্তী সাং বংশীযদেব (৬১৮-৯০৭ খৃষ্টাব্দ) বাজত্বকাল, চীনদেশেব ইতিহাসে 'বৌদ্ধধর্মেব স্বর্ণযুগ' বলা যায। ঐ সমযই অসংখ্য বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হয। কথিত আছে, কেবলমাত্র চাঙ্-ঙ্গান্ ও নান্‌কিঙে ১৮০টি বৌদ্ধবিহাব ছিল এবং সমগ্র চীনসাম্রাজ্যে বৌদ্ধভিক্ষুব সংখ্যা ছিল ৩৭০০ জন।[২৩৫] উক্ত সমযে তেবজন বৌদ্ধাচার্য তিযাত্তব খণ্ড ভাবতীয গ্রন্থ চীনাভাষায অনুবাদ কবিযাছিলেন। উপবন্ত ষষ্ঠ শতাব্দীব শেষভাগে চীনে ৩০০০ জন ভাবতীয বৌদ্ধভিক্ষুব অবস্থানেব কথাও জানিতে পাবা যায।[২৩৬]

খৃষ্টীয সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশে বাজত্ব কবিতেন সম্রাট তাই সুঙ্। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধানুবাগী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি হেনান নামক নগবে একটি বিশ্ববিদ্যালয প্রতিষ্ঠা কবেন একং উক্ত বিশ্ববিদ্যালযে ভাবতীয নানান শাস্ত্রেব আলোচনা হইত।[২৩৭] খৃষ্টীয সপ্তম শতাব্দীব মধ্যভাগে চীনেব সহিত ভাবতবর্ষেব বিশেষভাবে যোগাযোগ ছিল। সম্রাট তাই-সুঙেব বাজত্বকালেই চীনা পবিব্রাজক হিউযেন সাঙ ভাবত পবিক্রমায আসিযা-

ছিলেন। ইহা সর্বজনবিদিত যে তাঁহাব ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব একটি প্রামাণ্য গ্রন্থবিশেষ। অপবদিকে বুদ্ধেব জন্মভূমি ভাবতবর্ষকে চীনা বৌদ্ধানুবাগীবা স্বর্গভূমি বলিযাই মনে কবিতেন।

পূর্বেই বলা হইযাছে যে মহাযান বৌদ্ধধর্মেব প্রসাবেব সঙ্গে সঙ্গে উহা চীনদেশে অত্যন্ত জনপ্রিযতা-লাভ কবিযাছিল। অতঃপব ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনেব সহিত চীনা বৌদ্ধধর্ম কতকগুলি শাখা, উপশাখায় বিভক্ত হইয়া পডে যেগুলিব কযেকটি বর্তমানেও অস্তিত্বশীল। এখন শাখাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) চাং-সাং (chang-tsung) বা ধ্যান সম্প্রদায

কথিত আছে চাং-সাং সম্প্রদায দক্ষিণ ভাবতীয বাজপুত্র (অথবা পার্থিযাব রাজাব পুত্র) বোধিধর্মেব দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত হয। বোধিধর্ম খৃষ্টীয ৪৭০ অব্দে চীনদেশে আসিযা ধর্মপ্রচাব করিযাছিলেন। অতঃপব তিনি নিজস্ব মতবাদেব প্রচলন কবেন এবং এইবূপে বৌদ্ধধর্মেব প্রাচীন ধাবা বিবর্তিত হইযা নূতন গূঢ, বহস্যমূলক শাখাব উদ্ভব হয। উহাই দন বা চাং (সং ঃ ধ্যান, জাপানী ঃ জেন) শাখা বলিযা খ্যাত। চাং শাখাব আচার্য বোধিধর্ম ও তাঁহাব অনুবাগীগণ স্থানীয় বা দেশীয ধর্মের অসাবতা প্রমাণ কবিযা নিজস্ব মতবাদগুলি স্থাপিত কবেন। ফলস্ববূপ চীনদেশেব বিভিন্ন স্থানে 'ধ্যান সম্প্রদায' প্রবল প্রতিপত্তি লাভ কবিযাছিল।[২৩৮] বোধিধর্মেব মতবাদ প্রধানতঃ ভাবতীয আচার্য নাগার্জুনেব মহাযান দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিব উপবই নির্ভবশীল যাহাব প্রধান ব্যাখ্যা হইল সমগ্র-জাগতিক বস্তুব শূন্যতায (non-substantiality) বিলীনতা। উক্ত মতবাদ চীনদেশীয আচার্য কৌ-হোযেই-যেন (Kau-Hwie-Wen) কে গভীবভাবে আকৃষ্ট কবিযাছিল। যাহা হউক, কৌ-হোযেই-যেনেব মতবাদেব উপব নির্ভব কবিযা তু-হোযেই যেন (Tue-Hwei-Wen) এবং লিউ-হিন-সি (Lieu-Hing-si) যথাক্রমে নান-নূগো (Nan-ngo) ও সিং-ইউযেন (Ts'ing-yuan) সম্প্রদাযেব সৃষ্টি কবেন। চান্ শাখা মূলতঃ ধ্যান নির্ভব অর্থাৎ ইহাব অনুগামীদেব মতে কেবলমাত্র ধ্যানেব দ্বাবাই সত্যজ্ঞানলাভ কবা যায। যোগসাধনাব বিষযে বহু অনুবাদ গ্রন্থ প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে প্রচলিত এবং ইহাও জানিতে পারা যায যে উক্ত বিষযেব গ্রন্থগুলি চীনদেশে অত্যন্ত সমাদৃত।[২৩৯] চান্

সম্প্রদায পুনবায কতকগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রেব উপবও নির্ভবশীল যথা—লংকাবতাব সূত্র, বজ্রসমাধি, বজ্রচ্ছেদিকা এবং প্রজ্ঞাপাবমিতা সূত্র।[২৪০]

(২) তিযেন-তাই(T'ien-t'ai) শাখা

তিযেন তাই সম্প্রদাযও চান্ শাখাব ন্যায চীনদেশে অত্যন্ত জনপ্রিযতা লাভ কবিযাছিল। উক্ত শাখাটি পুনবায ফা-হুযা (Fa-hua) নামেও পবিচিত। তিযেন তাই শাখাটি জাপানে তেন্ডাই (Tendai) নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে ইহাব প্রতিষ্ঠাতা ছিই-ছি-যেই (chih-ch'i-yeh) তিযেনতাই নামক বিহাবে অবস্থান কবিতেন বলিযা উক্ত বিহাবেব নামানুসাবে শাখাটিব তিযেনতাই নামকবণ কবা হয।[২৪১] ছিই-ছি-যেই প্রথমে নানকিং-এব বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু পববর্তীকালে ছেইকিযাং (Chehkiang) প্রদেশে মনোবম, শান্ত ও নির্জন পর্বতে বাস কবিযা তিনি ধর্মোপদেশ কবিতেন। ইহা বলা হয যে তিনি উপবেশনবত অবস্থায ধর্মোপদেশ কবিবাবকালে অসংখ্য শিষ্য বাখিযা দেহত্যাগ কবিযাছিলেন। তিনি ৫৯৭ অব্দে মৃত্যুবৰণ কবেন।[২৪২] যাহা হউক, আচার্য নাগার্জুনেব মাধ্যমিক দর্শনেব উপব তিযেনতাই মতবাদ নির্ভবশীল। উক্ত মতবাদ মাধ্যমিক 'মধ্যম প্রতিপদা' এবং সংবৃতি সত্য ও পাবমার্থিক সত্য—উভয সত্যেই বিশ্বাসী। Mcgovern সাহেব তিযেনতাই সম্প্রদায সম্পর্কে মন্তব্য কবিযাছেন যে—"In reality this is the consummation of the Mādhyamika tradition and represents the stronghold of the transcendental philosophy"[২৪৩] উক্ত সম্প্রদাযটিব ভাবধাবা প্রধানতঃ কযেকটি মহাযান গ্রন্থেব ভাবধাবাব উপব নির্ভব কবিযা গডিযা উঠিযাছিল, যথা—মিযাও-ফা-লিযেন-হোযা-ছিন (চীনা ঃ Miao-faien-hwa-chin সং ঃ সদ্ধর্মপুণ্ডবীক সূত্র নং ১৩৪) ত-চি-তু-লুন (চীনা ঃ Ta-ci-tu-lun সং ঃ মহাপ্রজ্ঞাপাবমিতা সূত্রশাস্ত্র নং ১১৬৯), নেই-ফন-ছিন (চীনা ঃ Nei-phan-chin সং ঃ মহাপবিনির্বাণ সূত্র নং ১১৩) এবং ত-পন-জো-পো-লো-মি-তো-ছিন (চীনা ঃ Ta-pan-jo-po lo-mi-lo-chin সং ঃ মহাপ্রজ্ঞাপাবমিতা সূত্র নং ১)। ছিই-ছি-বেই তিন স্তবে পবিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনেব কথা প্রচাব কবেন, যথা—শূন্যতা (কুঙ), অনুমান (ক্রিযা) ও মধ্যপন্থা (চুঙ)।[২৪৪] উপবোক্ত ত্রিস্তব বজ্রযানেব ত্রিনেত্রেব সহিত তুলনা কবা হইযাছে। উপবন্তু বলা হইযাছে যে সর্ববিষযে

শূন্যতা জ্ঞান হইতেই প্রজ্ঞার উৎপত্তি। অতঃপর অনুমান সকল অকুশল হইতে রক্ষা করে এবং মধ্যপন্থা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন সকল অলীক বিষয়ের ধ্বংস করার জ্ঞান আরোহণ করাইয়া মনের নিশ্চিন্ততা দান করে।[২৪৫] পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রসারলাভ করিয়াছিল এবং চীনদেশের সহিত জাপানেও ইহা সবিশেষ প্রচলিত।[২৪৬]

(৩) লুহ সাঙ (Luh—tsung বা বিনয় শাখা)

'লুহ্ সাঙ্' শাখা চীনদেশের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙের সুযোগ্য শিষ্য তাও-সুয়েন (Tao-suen) প্রবর্তন করিয়াছিলেন। উক্ত শাখাটি তাও-সুয়েনের বাসস্থানের নামানুসারে চিহ্নিত হইয়াছিল। K. L. Reichelt বর্ণনা করিয়াছেন যে চীনদেশে উক্ত সম্প্রদায়টি অত্যন্ত জনপ্রিয় শাখা যাহা বর্তমানেও শক্তিশালী। উপরন্তু তথাকার সংঘারামগুলি সাধারণতঃ যোগ সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা লুহ্সাঙ্ সম্প্রদায়ভুক্ত।[২৪৭] উক্ত শাখাটি নানকিঙের নিকট স্থানে সেই সময় অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহার আচার্যগণ কালো পোশাক পরিধান করেন।[২৪৮]

লুহ সাঙ্ শাখাটি প্রধানতঃ ধর্মগুপ্তিক সম্প্রদায়ের বিনয়ের নিয়মকানুনের উপর বিন্যস্ত। ইহা পুনরায় স্সু-ফেন-লুহ্ (Ssu-fen-luh সং : চতুর্বর্গ-বিনয়) নামেও পরিচিত।[২৪৯] ইহারা প্রাতিমোক্ষের (চীনা : চেই-পন বা Chieh-pan) দুইশত পঞ্চাশটি নিয়ম মানিয়া চলেন। De Grootএর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে ধর্মগুপ্তদের 'প্রাতিমোক্ষ সূত্র' বর্তমানেও চীনদেশীয় বিহারগুলিতে প্রচলিত।[২৫০] লুহসাঙ্ শাখার প্রবর্তক তাও-সুয়েন একজন বিশিষ্ট লেখকও ছিলেন। তিনি বহু ইতিহাস, দার্শনিক তথ্য সম্বলিত পুস্তক ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাও-সুয়েন ব্যতীত উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত অপরাপর বহু গ্রন্থকারের নামও পাওয়া যায়। পরিশেষে J B Prattএর উক্তি উল্লেখ করিলে লুহসাঙ্ বা বিনয় শাখাটি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা করা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"It is hardly a sect ..in the same sense as theothers, for it has no special doctrine, but confines itself purely to the training of monks in the monastic discipline"।[২৫১]

অষ্টম শতাব্দীতে একজন চীনা ভিক্ষু লুহ সাঙ্ শাখাটি জাপানে প্রচার করেন যাহার তথায় নামকরণ হয় রিৎসু (Ritsu)।

(৪) সিন্-থু (Tsin-thu) বা সুখাবতীব্যূহ শাখা

সিন্-থু শাখা চীনদেশেব অপব একটি জনপ্রিয সম্প্রদায। ইহা তথায লিযেন-সাঙ্ (Lien-tsung বা Lotus sect) অথবা লিযেন-থু-হেং-ছো চাও-মেন (Lien-thu-hêng-Ch'o-Chao-mên) নামেও খ্যাত যাহাব অর্থ হইল 'অভ্যন্তবেব শাখা'। পুনবায উল্লেখ্য যে ইহাব জাপানী অর্থ হইল অমিদা (Amida) যাহা সংস্কৃত অমিতাভ বুদ্ধেব নামেব সমতুল্য। সিন্-থু শাখাটি চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশেব আচার্য হুই-যুযান (Hui-yuan) প্রচলন কবেন। তিনি উত্তব শানসি (Shansi) প্রদেশেব অধিবাসী ছিলেন এবং আচার্য তাও-আনেব শিষ্য ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি চীনদেশেব স্থানীয ধর্ম 'তাও' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অতঃপব তিনি বৌদ্ধধর্মেব বিভিন্ন সম্প্রদাযেব শাস্ত্র অধ্যযন কবিযা উক্ত শাখাব প্রচলন কবেন। কথিত আছে, তিনি একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবেন যাহাতে চীনদেশীয ও ভাবতীয বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অধ্যযন কবিতেন। ভাবতীয আচার্য-দিগেব মধ্যে বুদ্ধভদ্র, জিনগুপ্ত, বুদ্ধযশেব নাম উল্লেখযোগ্য যাঁহাবা উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থান কবিযা বহুসংখ্যক ভাবতীয বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায অনুবাদ কবিযাছিলেন।[২৫২] যাহা হউক, সম্প্রদাযটি ইউযান ও মিঙ্ বাজবংশেব সমযকালে অত্যন্ত জনপ্রিযতা লাভ কবিযাছিল।[২৫৩] এই সম্প্রদাযটি প্রধানতঃ অমিতাভ (চীনা: অমিতাযুঃ) বুদ্ধেব প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ভক্তিব নির্দেশ কবে। ইহাদিগেব মতে অমিতাভেব প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাভক্তিব দ্বাবা স্বর্গলাভ কবা যায যাহা বাবংবাব পবিত্র নামোচ্চাবণেব দ্বাবাই সম্ভবপব।[২৫৪] চীনদেশেব ছান, তিযেনতাই ইত্যাদি কঠোব নিযমকানুন সম্বলিত সম্প্রদাযগুলিব পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কিছু সহজ, সবল ভক্তি-মার্গেব অনুধাবন কবা হইযাছিল যাহা দেশেব জনসাধাবণকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট কবিযাছিল। বস্তুতঃ উক্ত ভক্তিভাব হইতেই সিন্-থু সম্প্রদাযেব উৎপত্তি।[২৫৫] এই সম্প্রদাযটিও চীনদেশে অত্যন্ত জনপ্রিযতা লাভ কবে। এই সম্প্রদাযভুক্তবা বিশ্বাস কবিতেন যে অমিতাভেব প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকিলে অমিতাভ তাঁহাব নিজস্ব শক্তিব দ্বাবা জনসাধাবণেব মুক্তি ঘটান।[২৫৬]

অতঃপব উক্ত সম্প্রদাযেব প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিব নামোল্লেখ কবা যায, যথা— অপবিমিতাযুস সূত্র (নং ২৭), সুখাবত্যমৃতব্যূহ সূত্র (নং ২০০)

এবং বুদ্ধভাষিতামিতায়ুবুদ্ধধ্যানসূত্র (নং ১৯৮)।[২৫৭] এই সম্প্রদায়ের তৃতীয় আচার্য গুরু ছিলেন শান-তাও (Shan-tao)। শান-তাও পুনরায় সিন্থু শাখা জাপানদেশে প্রবর্তন করেন। বর্তমানেও সিন্থু শাখা বিভিন্ন উপশাখাসহ জাপানে প্রচলিত রহিয়াছে।[২৫৮]

(৫) হুয়া-ইয়েন (Hua-yen) সম্প্রদায় বা অবতংসক শাখা

হুয়া-ইয়েন শাখা চীনদেশে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। হুয়া-ইয়েন সম্প্রদায়টি ইহার তৃতীয় গুরু আচার্য হুয়া-ইয়েন শাউ-সাং-যি-হিয়েন-শাউ (Hua-yen-shou-tsang-'yihien-shou) এর মৃত্যুর পর তাঁহার নামানুসারেই চিহ্নিত হয়।[২৫৯] হুয়া-ইয়েন শাখাটির সহিত অশ্বঘোষ ও নাগার্জুনের নাম যুক্ত করা হইয়া থাকে।[২৬০] কিন্তু শাখাটির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হইলেন নু-থু-ফ-সু (Nu-thu-fa-sü)। আচার্য নু-থু-ফ-সু তিয়েনতাই শাখার সৃষ্টিকর্তার সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। নু-থু-ফ-সু ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

কথিত আছে যে মাধ্যমিক মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া যেরূপ তিয়েনতাই শাখা গড়িয়া উঠিয়াছিল তদ্রূপ যোগাচার সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়াই হুয়া-ইয়েন শাখাটির উৎপত্তি।[২৬১] Mcgovern সাহেবও উক্ত মতটিই সমর্থন করেন।[২৬২] প্রকৃতপক্ষে হুয়া-ইয়েন একটি দার্শনিক সম্প্রদায়-বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের অনুগামীদের মতে এই জগৎ একজন শ্রেষ্ঠ সত্তার দ্বারাই সৃষ্ট। বস্তুতঃ, উক্ত সম্প্রদায়ের অনুগামীদের 'একেশ্বরবাদী' বলা যায়।[২৬৩] ইহাদিগের প্রধান গ্রন্থ হইল সুবিখ্যাত মহাবৈপুল্যবুদ্ধাবতংসক সূত্র বা বুদ্ধাবতংসক মহাবৈপুল্যসূত্র (চীনা ঃ ত-ফাঙ্‌-কয়াং-ফো-হুয়া-য়েন-চিং-Ta-fang-kwang-fo-hua-yen-ching)। উপরন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের তৃতীয় গুরু আচার্য হুয়া-ইয়েন-শাও সাতখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন যেগুলির মধ্যে হুয়া ইয়েন-ই-শান চিয়াও[২৬৪] (Hwa-yen-yi-shan-ciao-i fan-tshi-can, নং ১৫৯১), হুয়া-য়েন-চিন-মিন-ফা-ফিন-নেই-লি-সন-পাও-চন (Hwa-yen-cin-min-fa-phin-nei-li-san-pao-can, নং ১৫৯২) এবং হুয়া-য়েন-চিন-শি-(Hwa-yen-cin-shi-tsz, নং ১৫০২) উল্লেখযোগ্য।[২৬৫] ইহা ব্যতীত, উক্ত সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যগণও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে উক্ত সম্প্রদায়টি চীনদেশে একসময় জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও বর্তমানে ইহার অনুগামীরা সংখ্যায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে, যাহার ফলে চীনদেশে এই সম্প্রদায়টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিরূপণ করা যায় না।[২৬৬]

(৬) ফা-ছ (Fa-cha) বা ধর্মলক্ষণ শাখা

ফা-ছ সম্প্রদায়টিও ভারতীয় যোগাচার দার্শনিক মতবাদের উপর নির্ভর-শীল। ইহা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাকে ত-জুয়ু-এন (Tzü-ên) বা ওয়েই-শি-ছ-সিয়াও-ছিয়েন (Wei-shih-cha-hsiao-ch'ien) শাখাও বলা হয়।[২৬৭] ছেন-ওয়েই-শিহ্ (ch'eng-wei-shih-সং ঃ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিশাস্ত্র) ইহার প্রধান গ্রন্থরূপে খ্যাত।[২৬৮] ফা ছ সম্প্রদায়কে প্রধানতঃ দার্শনিক শাখাই বলা যায়। Mcgovern সাহেব তাঁহার গ্রন্থে[২৬৯] উক্ত সম্প্রদায়টি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি গ্রন্থের যাহা বিষয়বস্তু অর্থাৎ চিত্ত (চিত্তমাত্র) এবং বিজ্ঞান (বিজ্ঞানমাত্র) যাহা পুনরায় আলয়বিজ্ঞান নামে খ্যাত তাহাই উক্ত সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্য। ইহা ব্যতীত, 'মহাযানসূত্রালংকা'র গ্রন্থের দার্শনিক মতবাদের সহিতও উক্ত সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে।[২৭০]

(৭) সাঙ্-লুন (San-lun) বা ত্রিশাস্ত্র শাখা

ইহা চীনদেশে পঞ্চম শতাব্দীতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কথিত আছে, আচার্য কুমারজীব চীনদেশে উক্ত শাখাটির প্রবর্তন করেন। সাঙ্-লুন-শাখা তিনটি প্রধান অনুবাদ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, যথা— নাগার্জুনের মাধ্যমিক শাস্ত্র বা চুন-লুন (Chun-lun নং ১১৭৯), শতশাস্ত্র[২৭১] বা পৈ-লুন (Pai-lun নং ১১৮৮) এবং দ্বাদশনিকায় শাস্ত্র বা শেহ্-এরহ্-মেন-লুন (Shih-erh-men-lunনং১১৮০)। ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাঙ্-লুন শাখাটি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা 'represents the extreme of Mahāyānism'।[২৭২] যাহা হউক, সাঙ্-লুন শাখাটি প্রধানতঃ মাধ্যমিক শূন্যতার পরমার্থসত্য (চীনা ঃ ছেন-তি বা Chen-ti.) সম্পর্কে নির্দেশিত।[২৭৩]

সাঙ্ লুন শাখাটি জাপানে ৬২৫ অব্দে প্রচলিত হয় যদিও বর্তমানে চীন ও জাপান, উভয় রাষ্ট্র হইতেই উক্ত শাখাটির বিলুপ্তি ঘটিয়াছে।

(৮) ছেঙ্‌-শিহ্‌ (Ch'êng-shih) বা সত্যসিদ্ধি শাখা

ইহা চীনদেশে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রচলিত হইয়াছিল। কথিত আছে, ছেঙ্‌-শিহ্‌ শাখাটিরও স্রষ্টা হইলেন কুমারজীবই। ইহা প্রধানতঃ হরিবর্মণের 'সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র' (ছেঙ্‌-শিহ্‌-লুন বা Chen-shih-lun) নামক গ্রন্থের চীনা অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হইয়াছিল। গ্রন্থটি আচার্য কুমারজীব ৯১৭-১৮ অব্দে চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।[২৭] বস্তুতঃ সত্যসিদ্ধিশাস্ত্রের কেবলমাত্র চীনা অনুবাদটিই পাওয়া যায়, মূলে সংস্কৃত গ্রন্থটি লভ্য নহে। সত্যসিদ্ধিশাখাটিও মাধ্যমিক শূন্যতাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

উক্ত সম্প্রদায়টির জাপানে অনুপ্রবেশ ঘটে সপ্তম শতাব্দীতেই যদিও বর্তমানে শাখাটি লুপ্তপ্রায়।

(৯) ছু-শে বা কোশ সম্প্রদায় (Chü-she)

ইহা চীনদেশে হিউয়েন সাঙের সময়কালে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিস্তার-লাভ করিয়াছিল। ছু-শে শাখার প্রধান গ্রন্থ হইল আচার্য বসুবন্ধু রচিত 'অভিধর্মকোশশাস্ত্রের' চীনা অনুবাদ, যাহা হিউয়েন সাঙ সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ছু শে শাখা প্রধানতঃ হীনযান সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ সম্বলিত শাখা।[২৭৫] উক্ত মতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই কিন্তু পঞ্চস্কন্ধগুলিকে স্বীকার করা হইয়াছে। শাখাটির মতবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে যে ইহা 'represented the best scholastic tradition of India more adequately than any other Chinese sect।'[২৭৬]

ছুশে শাখাটিও বর্তমানে বিলুপ্ত।[২৭৭]

(১০) মি (Mi) সম্প্রদায় বা গুপ্তশাখা

'মি' শাখাটি ভারতীয় আচার্য বজ্রবোধি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চীনদেশে প্রবর্তন করেন। ইহার অপর নাম 'ছেন-যেন' বা 'সত্যশাখা'। ইহা প্রধানতঃ ভারতীয় মন্ত্রযান বা তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মেরই একটি সম্প্রদায়। 'মি' শাখাটিকে ভারতবর্ষ হইতে প্রচারিত সকল সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সর্বশেষ প্রচারিত সম্প্রদায় বলা হয়। অন্যান্য শাখাগুলির ন্যায় এই সম্প্রদায়টিও কয়েকটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া সংগঠিত যেগুলির মধ্যে প্রধান হইল

তা-ফি-লূ-কো-না-ছাং-ফে-শান-হিবেন-ছিযা-খ-ছিঙ্' (Ta-phi-lu-ko-nā-chang-fe-shan-hien-chia-kh'-ch-ing বা মহাবৈবোচনাভিসম্বোধি)। ইহা প্রধানতঃ বৈবোচন বুদ্ধেব প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা হইতে উদ্ভূত। মহাযান দেবমণ্ডলীব মধ্যে বৈবোচন বুদ্ধ অন্যতম৷ বৈবোচন বুদ্ধ অন্যান্য নামেও অভিহিত যথা—তথতা, ধর্মধাতু বা তথাগতগর্ভ ইত্যাদি। বৈবোচন বুদ্ধ হিন্দুদেবতা সূর্যদেবেব সহিত তুলনীয। বস্তুতঃ বৈবোচন সকল শক্তিব উৎসস্বৰূপ। উপবন্তু বলা যায 'মি' সম্প্রদায়টি মন্ত্রতন্ত্র, গুপ্তবিদ্যা এবং প্রতীকমূলক সর্বেশ্বব মতবাদ সম্বলিত।[২৭৮] 'মি' শাখাটিব বিভিন্ন প্রকাব উপাসনা পদ্ধতি বহিযাছে যাহা বহুলাংশে বর্তমানেও চীনদেশে প্রচলিত।

নবম শতাব্দীব প্রথমার্দ্ধে আচার্য কোবো দাইশি (Kōbō Daishi) উক্ত সম্প্রদাযটি জাপানে প্রবর্তন কবেন।

চীনদেশেব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস আলোচনাকালেব শেষে বলা যায যে তথায প্রচলিত শাখাগুলিব দ্বাবা বৌদ্ধধর্ম প্রবল প্রতিপত্তি লাভ কবিযাছিল। অধ্যাপক Yamakami Sogen তাঁহার গ্রন্থে চীনদেশেব বৌদ্ধধর্মেব শাখাগুলিকে পুনবায চাবিটি ভাগে বিভক্ত কবিযাছিলেন, যথা—সূত্র, বিনয, শাস্ত্র ও ধ্যান সম্প্রদায।[২৭৯] এগুলিব মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচাব পাইযাছিল ধ্যান সম্প্রদায যাহা ত্রযোদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত সজীব ছিল। পবিশেষে ত্রযোদশ শতাব্দীতে বাজনৈতিক অস্থিবতাব সহিত ইহাব পটপবিবর্তন ঘটে যদিও সামগ্রিক ভাবে চীনাজাতিব জীবনযাত্রা ও ভাবধাবায বৌদ্ধধর্মেব প্রভাব বিবাজমান।[২৮০]

কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম

কোবিযায বৌদ্ধধর্মেব অনুপ্রবেশ ঘটিযাছিল চতুর্থ শতাব্দীব প্রথমার্দ্ধে এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সমগ্র বাজ্যে উহা ছডাইযা পডে। উহা প্রধানতঃ চীন দেশ হইতেই কোবিযাতে প্রবেশ কবিযাছিল বলিযা জানা যায। Sir Charles Eliot এব মতে কোবিযাব বৌদ্ধধর্মকে চীনদেশ হইতে সুনির্দিষ্টৰূপে পৃথক কবিতে পাবা যায না।[২৮১] ডঃ শবৎচন্দ্র বায মহাশযেব মতে ৩৭২ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ হইতে কোবিযাব বৌদ্ধধর্ম প্রসাবলাভ কবিযাছিল।[২৮২] যাহা হউক, দূবপ্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মেব বিস্তাবেব ইতিহাসে কোবিযাব একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বহিযাছে, কাবণ কোবিযা হইতেই জাপানে

সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।[২৮৩] অপরদিকে, চীনদেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতায় তিয়েনতাই সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল তখন এক কোরিয়ার আচার্যের প্রচেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম তথায় পুনরুজ্জীবন লাভ করে। Eliot সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চীনা ত্রিপিটকের সংস্করণের একমাত্র প্রতিলিপিটি কোরিয়াতেই সুরক্ষিত ছিল যাহা পরবর্তী সময়ে জাপানে স্থানান্তরিত করা হয়।[২৮৪]

কোরিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে বলা যায় যে উহা বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশের সময়কালে প্রধানতঃ তিনটি পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, যথা—উত্তরে কোগুর্যু (Koguryu), দক্ষিণ-পশ্চিমে পক্‌ছে (Pakche) এবং দক্ষিণ-পূর্বে সিল্লা (Silla)। চীনদেশীয় উপাদান অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রথম উত্তরের কোগুর্যুতে প্রসারিত হয় এবং পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে উহা পক্‌ছে নামক স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।[২৮৫] কথিত আছে, সুন্দো (Sundo) নামক এক চীনা ভিক্ষু কোগুর্যুতে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং মধ্য এশিয়ার মারানন্দ নামক একজন ভিক্ষুর প্রচেষ্টায় উহা পক্‌ছে নামক স্থানে বিস্তারলাভ করে। অতঃপর পঞ্চম শতাব্দীতে কোরিয়ার সিল্লা প্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসারলাভের সহিত সমগ্র কোরিয়াতে বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সপ্তম শতাব্দীতে সিল্লা বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয়।[২৮৬] সিল্লার নৃপতির সহিত চীনা তাং (T'ang) রাজবংশের যোগাযোগের মাধ্যমে সিল্লাতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। যদিও চীনা রাজবংশ ব্যতীত জাপানের নৃপতির উল্লেখ করা যায় যাহার নিকট ৫৫২ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্র ও বুদ্ধমূর্তি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছিল।[২৮৭] কথিত আছে, জাপানের সম্রাটের সহিত সর্বাগ্রে উপহার প্রেরণের মাধ্যমেই সন্ধি স্থাপন করা হইয়াছিল। কেবলমাত্র জাপানেই নহে সপ্তম শতাব্দীতে জানা যায় যে কোরিয়া হইতে বহু তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

পুনরায় একাদশ শতাব্দীর উল্লেখ করা যায় যখন ওয়াং (Wang) রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। সেই সময়কালে বহু বিহার স্থাপিত হয় কোরিয়া বিভিন্ন স্থানে। কথিত আছে, উক্ত বিহার-গুলি হইতে বহু পণ্ডিতাচার্যদের চীনদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল বৌদ্ধশাস্ত্র-

গুলি অধ্যযনেব নিমিত্ত।[২৮৮] উপবন্তু ইহাও জানা যায যে সেই সময দেশে আইন প্রণযন কবা হয যে কোন ব্যক্তিব একাধিক পুত্র সন্তান থাকিলে একটি সন্তানকে বাধ্যতামূলকভাবে সংঘে যোগদান কবিবাব জন্য প্রেবণ কবিতে হইবে।[২৮৯] এইরূপে চতুর্দশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত কোবিয়াব ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মেব 'স্বর্ণযুগ' বলা যায। বস্তুতঃ উক্ত সময়ে বৌদ্ধধর্ম তথায প্রধান ধর্ম হিসাবে সর্বোচ্চস্থান লাভ কবিযাছিল।[২৯০] সেই যুগেব কযেকজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ আচার্যেব নামোল্লেখ কবা যায যাহাদেব ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কোবিযাব বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষবে মুদ্রিত বহিযাছে। এ বিষযে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হইলেন ই-তিযেন (Yi-T'ien) ও পুচাও (p'u-chao)। ইহা ব্যতীত, বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুব সহাযতায বৌদ্ধধর্ম কোবিযাব জনসাধাবণেব মধ্যে বহুল প্রসাবলাভ কবে। ই-তিযেন চীনা ত্রিপিটকেব তালিকা (যাহা 'ই-তিযেন-লু' নামে পবিচিত) প্রকাশ কবেন। কথিত আছে ই-তিযেন চীনা তিযেন তাই শাখাব ধর্মীয মতবাদগুলি কোবিযায প্রচাব কবিযাছিলেন।[২৯১] উপবন্তু ই-তিযেন 'হোওযা যেন' (Howa yen) শাখাটিব মতবাদগুলিবও প্রচাবকর্তা। উপরন্তু ইহা জানা যায যে তিনি কোবিযাদেশীয ভাষায বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বহু বচনা প্রকাশ কবিযাছিলেন। সেই সময বহু পণ্ডিতাচার্য কোবিযা হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ শিক্ষা কবিতে গিযাছিলেন যাহাদিগেব মধ্যে ফাসিযান নামক শাখাব ইউযান সাও (Yuan Ts'o) এবং হোওযাযেন শাখাব উই সিযাং (Yi' Siang) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পববর্তীকালে মোঙ্গল সম্রাটবা তথাকাব ওযান বাজবংশেব উপব প্রভাব বিস্তাব কবিলে কোবিযাব বৌদ্ধধর্ম তিব্বতীয লামাধর্মেব দ্বাবা প্রভাবিত হয।[২৯২]

পববর্তীকালে ষোড়শ শতাব্দী হইতে কোবিযাব বৌদ্ধধর্মেব অবনতি পবিলক্ষিত হয। প্রধানতঃ বী (Rhee) বাজবংশেব সমযকাল হইতে চীনা মহাপুরুষ কনফুসিযাসদেব অনুগামীবা তথাকাব বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি ধ্বংস কবিতে আবম্ভ কবেন। সেইসময যদিও বাজানুগ্রহে কনফুসিযাসের ধর্ম কোবিযাব জাতীয সংস্কৃতিতে স্থানলাভ কবিযাছিল তথাপি জনসাধাবণেব মধ্যে বৌদ্ধধর্মেব প্রচলন দেখিতে পাওযা যায।[২৯৩] ধ্বংসলীলা হইতে বক্ষা কবিবাব নিমিত্ত কোবিযাব প্রাচীন বিহাবগুলি দেখিতে পাওযা যায অত্যন্ত দুর্গম ও দুর্ভেদ্য স্থানগুলিতে। এস্থলে উল্লেখ্য যে কোবিযায বৌদ্ধধর্মেব

অনুপ্রবেশের জন্য চীনদেশের ন্যায় যথোপযুক্ত ভূমিই পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্মের একদা বহুল প্রচার সংঘটিত হইলেও বৌদ্ধধর্ম তথায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। উপরন্তু কোরিয়ার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য তাঁহারা দেশের জনসাধারণের নৈতিকতার উন্নতিও ঘটাইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯১০ অব্দে জাপান দেশের সহিত কোরিয়া রাজনৈতিকভাবে যুক্ত হইলে তখন হইতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম সজীবতা লাভ করে।[২২৪] জাপানদেশীয়দিগের কোরিয়া অধিগ্রহণের সহিত শহরগুলিতে বহু বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হইতে থাকে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ শুরু হয়, বিহার ও সংঘারামগুলির সংস্কার সাধন করা হয়। উপরন্তু, কোরিয়ার অভিলেখগুলির প্রতিলিপির কার্য শুরু হয়। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বহু প্রকার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বৌদ্ধ সাময়িক পত্রিকা মুদ্রণের কার্যও আরম্ভ করা হয়।[২২৫]

বর্তমানে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম বলিতে জাপান দেশীয় 'জেন (Zen) ধর্ম' যাহা প্রধানতঃ অমিতাভ বুদ্ধ বা মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই বুঝায়।[২২৬]

জাপানদেশে বৌদ্ধধর্ম

পৃথিবীর যাবতীয় সীমা অর্থাৎ সমুদ্র, পর্বতপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া বহির্বিশ্বে যে সকল স্থানে বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম গৌরবময় দেশ হইল জাপান। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোরিয়ার মাধ্যমে জাপানে এই ধর্ম প্রসারিত হয়। বস্তুতঃ জাপানদেশের সহিত কোরিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্ক বহু প্রাচীন কাল হইতেই। জাপানের সময়ানুক্রমে ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোরিয়ার পেক্‌ছে নামক প্রদেশের রাজা স্যোঙ্ ম্যোঙ্ (Syöng Myöng) বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের ৫৩৮ অব্দে (১৩ই অক্টোবর) জাপানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারকগণ একটি স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতিমূর্তি, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুলিপি ও অন্যান্য প্রতীক ধর্মীয় আচারের আনুষ্ঠানিক উপাদানসমূহ ইত্যাদি জাপানের সম্রাটকে উপহার দেন।[২২৭] উপরন্তু কোরিয়ার রাজা জাপানের সম্রাট কিম্মেইএর নিকট বৌদ্ধ-

ধর্ম সংক্রান্ত স্তুতিবার্তাও প্রেরণ করেন।[২৯৮] এইরূপে জাপানের অধিবাসী-দের মনে নূতন জগৎ উন্মোচিত হয় এবং সমগ্র জাতি অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম ও উৎকর্ষপূর্ণ শিল্পকীর্তিকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ করেন।[২৯৯] অতঃপর কোরিয়ার বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের প্রচেষ্টায় জাপানে বৌদ্ধধর্ম সুদৃঢ় স্থানলাভ করিয়াছিল। এস্থলে উল্লেখ্য যে জাপানের ভিক্ষুণীগণও বৌদ্ধধর্ম প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহারা জাপানদেশের গৃহীদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশের মাধ্যমে বহু সংখ্যক নরনারীকে বৌদ্ধধর্মে প্রভাবিত করিয়াছিলেন।[৩০০]

প্রাচীন জাপানের প্রচলিত দেশীয় মতবাদ বা তথাকথিত ধর্মীয় সম্প্রদায় বলিতে বুঝায় শিন্টো (Shinto) সম্প্রদায়। উক্ত সম্প্রদায়ের মতবাদে কোনরূপ উচ্চ ধর্মীয় আদর্শ বা দার্শনিক গ্রন্থ ছিল না উপরন্তু ছিল প্রকৃতির উপাসনা, কিছু কিছু দেবদেবীর ও ভৌতিক শক্তির আরাধনা। পুনরায়, রাজপরিবার বা শাসকবর্গের পূর্বপুরুষদিগের বা জনসাধারণের পারিবারিক মৃত পুরুষ-দের পূজার্চনার মধ্যেই শিন্টোধর্ম সীমাবদ্ধ ছিল।[৩০১] উক্ত নবাগত বৌদ্ধ ধর্মের চিন্তাধারা, অধ্যাত্মবাদ, দার্শনিক ধ্যানধারণা ইত্যাদি জাপানের জনগণের নিকট এক পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বক্সীর বর্ণনায় "বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত সাম্য ও প্রীতির আদর্শ গভীরভাবে রেখাপাত করল মানুষের মনে।"[৩০২]

যাহা হউক, সম্রাট কিম্মেইএর সময়কালে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রসারলাভ করিলে এবং সম্রাট উক্ত ধর্মকে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া গ্রহণ করিলেও দেশের সামরিক গোষ্ঠী এবং শিন্টো মতবাদযুক্ত পুরোহিত শ্রেণীর ব্যক্তিরা কিন্তু কঠোরভাবে বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উক্ত ধর্ম সমগ্র দেশে এক সুদৃঢ় স্থান লাভ করিয়াছিল। পরবর্তী সম্রাট ইয়োমেই ৫৮৭ অব্দে যিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, উক্ত বৎসরে দেশে প্রায় ষোল ফুট উচ্চতাসম্পন্ন শাক্যমুনি বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত হয়। পুনরায় পরবর্তী সম্রাট সুশানের (৫৮৮ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালেও বিভিন্ন বৌদ্ধমঠ ও বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। যাহার ফলে, দেশের মানুষদের হৃদয় মন ও ধর্মীয় বিশ্বাসের রূপান্তর ঘটে ও দেশবাসী সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে আগাইয়া যায়।

অতঃপর নামোল্লেখ করা যায় যুবরাজ উমাইয়াদো বা যুবরাজ শোতোকু তাইশির (Shotoku Taishi)। যুবরাজ শোতোকু জাপানের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। বস্তুতঃ তিনি হইলেন জাপানে সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞানবেত্তা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিকল্প মানুষ। শোতোকু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্মকে জাতীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন এবং জাপানের নানান গোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে একত্রিত করিয়া গঠন করেন এক অভিন্ন জাতি।[৩০৩] শোতোকুর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হইল তিনি ১৭টি ধারা সম্বলিত দেশের সংবিধান রচনা করেন। সংবিধানটির মধ্যে দ্বিতীয় ধারাটিতে ত্রিরত্নের প্রতি অর্থাৎ বুদ্ধ,ধর্ম ও সংঘের প্রতি নিষ্ঠার সহিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের নির্দেশ রহিয়াছে। অন্যান্য ধারাগুলিও মানবিক আদর্শপূর্ণই। কথিত আছে, জাপানের সুবিখ্যাত হোরয়ুজি মন্দিরটি শোতোকুর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত।[৩০৪] হোরয়ুজি (Horyuji) মন্দিরটির জাপানের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে, কারণ জাপানের সকল বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে হোরয়ুজি মন্দিরটি সর্বপ্রথম স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত।[৩০৫] শোতোকু নিষ্ঠাবান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে যে "he did for Buddhism in Japan what king Asoka had done for it in India and what Constantine did for Christianity in the Roman Empire।"[৩০৬] শোতোকুর অপর বিশিষ্ট অবদান হইল যে তিনি দেশের সর্বস্থানে তিনটি বৌদ্ধশাস্ত্রের শিক্ষাপ্রচারের আদেশ দেন। উপরন্তু তিনি স্বয়ং নিজ প্রাসাদে বা বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে উক্ত শাস্ত্রগুলি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। গ্রন্থ তিনটি হইল এক একটি সূত্রবিশেষ, যথা—শ্রীমালাদেবীসিংহনাদসূত্র (জাপানী : শোমান ক্যিও), বিমলকীর্তিনির্দেশ সূত্র (জাপানী : উইমা ক্যিও) এবং সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র (হোকেক্যিও)। শোতোকু পুনরায় গ্রন্থগুলির টীকাও রচনা করিয়াছিলেন যাহা সাতটি গ্রন্থসম্বলিত। বস্তুতঃ উক্ত সূত্র গ্রন্থগুলি হইলজাপান-দেশের বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিস্বরূপ।[৩০৭] শোতোকুর সহিত চীনদেশেরও কূট-নৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। কথিত আছে, তিনি দেশের ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মানসে চীনদেশের সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন।[৩০৮] যাহা হউক, অসাধারণ প্রতিভাধর শোতোকু জাপানে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার রূপেই পূজিত হন।[৩০৯]

অতঃপর উল্লেখ করা যায় সম্রাজ্ঞী সুইকোর অবদানের কথা। সম্রাজ্ঞী স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর ব্রত ধারণ করেন এবং তিনি যুবরাজ শোতোকুকে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উৎসাহ দান করিতেন।[৩১০] সেই সময় জাপানে বৌদ্ধদিগের পরিচালিত সাতটি প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায় যেস্থলে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ও তাঁহার কতিপয় শিষ্য অধ্যাপনা করিতেন। কথিত আছে চীনা পরিব্রাজকগণ বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির অনুবাদকার্যেও যুক্ত ছিলেন। কয়েকজন জাপানদেশীয় আচার্যের নামও পাওয়া যায় যাঁহারা ইহাদিগের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্রাভ্যাস করিতেন। ৭৩৪ অব্দে ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু বোধিসেন অপর এক ভিক্ষুসহ জাপানদেশে গমন করিয়াছিলেন। [৩১১] ইহা ব্যতীত, অপরাপর বহু বৌদ্ধভিক্ষু, ভারতবর্ষ, চীন ও অন্যান্য দেশসমূহ হইতে তথায় বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের মানসে জাপানে গমন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ চীনদেশীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি জাপানেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তথায় চীনদেশের সম্প্রদায়গুলির ন্যায় বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মীয় শাখা উপশাখার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল।[৩১২] এইরূপে ত্রয়োদশটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার নামোল্লেখ করা যায় যেগুলি জাপানদেশে অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল, যথা—কেগান (Kegon) বা অবতংসক শাখা), রিৎসু (Ritsu বা বিনয় শাখা), হোস্সো (Hosso বা ধর্মলক্ষণ শাখা), তেণ্ডাই (Tendai) শাখা, শিনগোন (Shingon) বা তান্ত্রিক সম্প্রদায়, জোডো (Jodo), জোদো-শিন্ (Jodo shin), যুযুনেন-বুৎসু (Yuzu nen-butsu), জি (Ji), রিনজাই (Rinzai), সোতো (Soto), ওবাকু (Obaku) এবং নিচিরেন (Nichiren) শাখা।

ইহা ব্যতীত, চীনদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি শাখার নামও পাওয়া যায় যথা—সমরোন (Samron) বা মাধ্যমিক ত্রিশাস্ত্র শাখা, কুশ (Kusha) বা অভিধর্মকোশ শাখা এবং জোজিৎসু (Jojitsu) বা সত্যসিদ্ধি শাস্ত্র শাখা ইত্যাদি ।

সর্বশেষ উল্লেখ্য যে পূর্বে জাপানীদের নিজস্ব কোন সাহিত্য ছিল না। চীনা সাহিত্যের উপর তাঁহারা নির্ভরশীল ছিলেন। বস্তুতঃ জাপানের পণ্ডিতবর্গ পরবর্তীকালে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির জাপানদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে থাকেন। বর্তমান জাপানী সাহিত্য যথেষ্ট সমুন্নত।

পুনরায়, চীনদেশ হইতে কোরিয়ার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র জাপানেই

নহে উহা খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে ফরমোজা, মঙ্গোলিয়া ও অন্যান্য বহু রাজ্যেই প্রসারিত হয়।

নেপালে বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধবিশ্বের দরবারে নেপাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। নেপালের রাজধানী কপিলবস্তুর পনেরো মাইল দূরে লুম্বিনী হইল শাক্য বুদ্ধের জন্মস্থান। অপরদিকে, শতাব্দীর আরম্ভের প্রথম দিক হইতে মূল-সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের নেপালে প্রসারতা বা বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য বসুবন্ধুর পঞ্চম শতাব্দীতে নেপালে ধর্মপ্রচার করিতে যাওয়া নেপালকে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত করিয়াছে। নেপালের রাজা অংশুবর্মন সপ্তম শতাব্দীতে শক্তিশালী তিব্বতীয় রাজা স্রঙ্-সং-গম-পোর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন যিনি শ্বশুরালয়ে গমনকালে নেপাল হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি তিব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং যাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অপরদিকে তিব্বতের প্রথম সারির পণ্ডিতবর্গের মধ্যে নেপালের পণ্ডিতাচার্য শীলমঞ্জুর নাম পাওয়া যায় যিনি তিব্বতের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধগ্রন্থগুলি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন।[৩১৩] পরবর্তী অষ্টম নবম শতাব্দীতে আচার্য শান্তরক্ষিতের সময়কালেও তিব্বত ও নেপালের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। অপরদিকে, বাংলা ও বিহারে মুসলমান আক্রমণের সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কথিত আছে, ভিক্ষুগণ বহুসংখ্যক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নেপালে লইয়া গিয়াছিলেন।[৩১৪] বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ অবস্থা তখন নেপালে কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মের মূলধারা বর্তমান ছিল।[৩১৫]

বর্তমানে নেপালে কয়েকটি দার্শনিক শাখা ও ইহাদের উপশাখা প্রচলিত রহিয়াছে যেগুলিতে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্ম প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। এস্থলে উল্লেখ্য যে নেপালে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের এবং থেরবাদী শাস্ত্রগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য তথাকার 'ধর্মোদয় সভা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট হইয়াছে। ঐস্থান হইতে স্থানীয় নেপালী ভাষায় পালি সূত্রগুলি অনূদিত হইয়াছে।[৩১৬]

নেপাল ব্যতীত সিকিম, ভূটান, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ইত্যাদি স্থানেও

বৌদ্ধধর্ম বর্তমানেও স্বমহিমায় বিরাজমান যদিও উক্ত স্থানগুলিতে প্রধানতঃ তন্ত্রতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়।

যাহা হউক, উপসংহারে বলা যায় যে বৌদ্ধধর্ম বহির্বিশ্বে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে এশিয়া মহাদেশের সকল রাজ্যে, আফ্রিকা ও ইউরোপের কোনও কোনও স্থানে প্রসারিত হইয়াছিল। যদিও সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের একরূপ পরিলক্ষিত হয় না, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইউরোপ মহাদেশের তথা খৃষ্টান ধর্মযাজকগণের উপরও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়িয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনার সহিত মহামান্য যীশুর জীবনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৩১৭] উপরন্তু ইহাও উল্লেখ্য যে যীশুর জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বেই মিশর ও সিরিয়ায় মৌর্যসম্রাট অশোক ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত ধর্মপ্রচারকগণ ঐসকল স্থানে বসতি স্থাপন করায় শক্তিশালী বৌদ্ধসম্প্রদায় তথায় গঠিত হইয়াছিল। এবিষয়ে উল্লেখ করা যায় আলেকজান্দ্রিয়ার থেরাপিউটস্ (Therapeuts) এবং প্যালেস্টাইনের এসেনস্ (Essencs) সম্প্রদায়ের কথা, যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সচেষ্ট ছিল বলিয়া জানা যায়।[৩১৮] দুইজন স্বনামধন্য দার্শনিক Scheling ও Schopenhawer স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণের দ্বারাই উপরোক্ত দুইটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল।[৩১৯] ঐতিহাসিক প্লিনির রচনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে খৃষ্টধর্ম প্রচারক যীশু যখন প্যালেস্টাইনে ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন তখন এসেন্সে বৌদ্ধ সম্প্রদায় সগৌরবে বিরাজমান ছিল।[৩২০]

পরিশেষে বলা যায় যে সমগ্র পৃথিবী বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীমূলক উদারনীতির দ্বারা আলোকিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ এশিয়া মহাদেশে সভ্যতার বিকাশে বৌদ্ধধর্মের অসামান্য প্রভাব অনস্বীকার্য।

পাদটীকা

১। সাং ই প্র পৃঃ ৭৩
২। ঐ পৃঃ ৭৪
৩। ঐ
৪। বৌদ্ধ পৃঃ ৮১
৫। I and C pp. 11-12
৬। BIA p. 214
৭। BACA p. 3
৮। C p. 15 ; BACA p. 3
৯। BACA p. 3
১০। VC Vol. p. 289 (Article on India—A Major Source of Central Asian Art.)
১১। I and C p. 11
১২। 2500 years p. 65
১৩। HBCA P. 1
১৪। BEA p. 114
১৫। BBLCA p. 17
১৬। Ibid p. 19
১৭। H and B Vol III p. 211
১৮। HBCA p. 19
১৯। Ibid
২০। H and B Vol III p. 200
২১। Ibid pp. 200-201
২২। H and B Vol III p. 201 ; BACA p. 16
২৩। BACA p. 16
২৪। Legge pp. 22-23 তুলঃ BACA p. 18
২৫। Ibid
২৬। BACA p. 18
২৭। Ibid
২৮। Ibid p. 19 ; BCA p. 19

২৯। Ibid
৩০। Ibid
৩১। BACA p 17
৩২। Ibid
৩৩। Ibid
৩৪। Ibid
৩৫। I and C p 15
৩৬। Ibid
৩৭। I and C p. 16
৩৮। BACA p 19
৩৯। H and B Vol III p. 200
৪০। I and C p, 18
৪১। Ibid
৪২। Ibid pp 18-19
৪৩। BACA p 35
৪৪। Ibid
৪৫। Ibid p 37
৪৬। Ibid
৪৭। ICA p 80
৪৮। BACA p 38
৪৯। Ibid
৫০। Ibid
৫১। Ibid
৫২। Ibid
৫৩। BIA p. 216 , BACA p. 38
৫৪। BEA p. 119
৫৫। BCC pp 103-104
৫৬। BEA p. 119
৫৭। Ibid
৫৮। H and B Vol III p. 203

৫৯। BEA p. 119

৬০। BMMI pp 303-306

৬১। BEA p. 120

৬২। BCA p. 27

৬৩। BACA p. 40

৬৪। BEA p. 119

৬৫। BIA p. 217

৬৬। ICA p. 82 , BACA p. 39

৬৭। Ibid

৬৮। H and B Vol III p. 204 ; BIA p 217

৬৯। Ibid p. 204

৭০। BIA p. 217

৭১। BEA p. 118

৭২। BACA pp. 43-44

৭৩। Ibid p 44

৭৪। BEA p 118

৭৫। ইহা সাতখানি চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ সম্বলিত

৭৬। BACA p. 44

৭৭। Ibid ; বিশেষ দ্রঃ কুচের ইতিহাসের জন্য Sylvain Le'vi "Le Tokharien B' langue de Koutche", JA, Vol II 1913 pp. 311 ff.

৭৮। Watters, Vol II p. 304 ; তুলঃ BCA p. 8

৭৯। BACA p 48

৮০। I and C p 18

৮১। H and B Vol III p. 206

৮২। BIA p 218

৮৩। Ibid ; BACA p. 49

৮৪। BACA p. 49

৮৫। Ibid

৮৬। Ibid

৮৭। Ibid p. 50

৮৮। H and B Vol III p 207

৮৯। Ibid

৯০। BACA p 50

৯১। Ibid

৯২। The Sanskrit Drama pp 80-90

৯৩। BCA p 19

৯৪। H and B Vol III p. 207

৯৫। দ্রঃ Legge ; p. 16 তুলঃ BACA p. 21

৯৬। I and C p. 16

৯৭। Ibid p 17

৯৮। Ibid

৯৯। 2500 Years p 66 , BACA p. 21

১০০। IHQ Vol XVI p 259 , Sten Konowএর মূল্যবান্ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ JRAS, 1914 pp. 344 ff

১০১। AIU p. 640

১০২। LB pp 230 ff তুলঃ AIU p 640

১০৩। AIU p. 639

১০৪। BIA p. 219 , BACA p 22

১০৫। Ibid

১০৬। BEA p 120

১০৭। BCC pp 61-62 , BEA p 120

১০৮। I and C p 17

১০৯। Ibid

১১০। BIA p 219 , BEA p 120 , BCA p 18

১১১। 2500 years p. 66

১১২। BIA p 220

১১৩। BEA p 121

১১৪। Ibid , BCA p. 18 , উক্ত অনুষ্ঠানটি পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়

১১৫। BCA p. 18

১১৬। Beal p. 205

১১৭। H and B p. 209 ; BCA p. 18

১১৮। Ibid

১১৯। Ibid f. n. 4

১২০। BCA 8p.1

১২১। I and C pp. 14-15

১২২। Manuscript Literature of Eastern Turkestan

১২৩। I and C p. 15

১২৪। BEA p 122

১২৫। AIU p. 642

১২৬। Ibid

২২৭। On Central Asian Tracks (Chinese Reprint) p. 62

১২৮। Ibid pp. 64-65

১২৯। Ancient Khotan ; তুল ঃ BEA p. 121

১৩০। AIU p. 642-43

১৩১। Ibid p. 643

১৩২। H and B Vol III p. 212

১৩৩। BEA p. 201 ; নামকরণের বিশিষ্টতার জন্য দ্রঃ My Journey to Lhasa pp. 25 and 225

১৩৪। সাং ই প্র পৃঃ ৮৪

১৩৫। ঐ

১৩৬। ঐ পৃঃ ৮৩

১৩৭। BIA p. 221

১৩৮। সাং ই প্র পৃঃ ৮৪

১৩৯। BIA p. 222

১৪০। Ibid

১৪১। সবুজ তারাদেবী নেপালের সর্বত্র পূজিত

১৪২। BIA p. 222

১৪৩। যথা—

ক) স্রগ-মি-গেয়ড-প (Srog-mı-geod-pa) অর্থাৎ প্রাণী হত্যা কবিবে না

খ) মা-বিঙ-পব-মি-লেন-প (Ma-byın-par-mı-len-pa)—যাহা দেওযা হয নাই তাহা গ্রহণ কবিবে না

গ) লগ-জেম-মি-ব্যেদ-প (Log-gyem-mı-byed-pa)—ব্যভিচাব কবিবে না

ঘ) বডজ্ন-মি-স্মব-ব (Rdzun-mı-smra-ba)—মিথ্যা কথা বলিবে না

ঙ) ফ্র-ম-ব্যেদ-প (Phra-ma-mı-byed-pa)—নিন্দা কবিবে না

চ) সিঙ্-সুব-মি-স্মব-ব (Tshıng-tsub-mı-smra-ba)—পবুষ বাক্য বলিবে না

ছ) নগ-হেহল-মি-স্মব-ব (Nag-hehal-mı-smra-ba)—জ্ঞান-হীন কথাবার্তা বলিবে না

জ) ব্রনব-সেমস্-মি-ব্যেদ-পা (Brnab-sems-mı-byed-pa)—অপবেব সম্পত্তিব প্রতি লোভ কবিবে না

ঝ) নড-সেমস্-মি-ব্যেদ-প(Gnod-sems-mi-byed-pa)—অপবকে আঘাত কবিবাব কথা চিন্তাও কবিবে না

ঞ) লোগ-ইত-মি-ব্যেদ-প(Log-ıta-mı-byed-pa)—মিথ্যা ধর্মীয পথ অবলম্বন কবিবে না—BIA p. 223

১৪৪। Ibıd p 224

১৪৫। Ibıd

১৪৬। বর্ণমালাগুলিব মধ্যে ৩০টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ৪টি স্ববর্ণ—Ibıd

১৪৭। সাং ই প্র পৃঃ ৮৫

১৪৮। BIA p 224

১৪৯। গ্রন্থটিব সম্পূর্ণ নাম হইল 'অবলোকিতেশ্বব গুণকাবণ্ডব্যূহ' যাহা গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ উভযবূপেই লভ্য। উক্ত অনুবাদটি গদ্যেব উপব নির্ভব কবিযা বচিত

১৫০। BIA p 225

১৫১। 2500 years p 75

১৫২। BIA p 224

১৫৩। Ibid p. 225

১৫৪। সাং ই প্র পৃঃ ৮৬

১৫৫। BIA p. 225

১৫৬। সাং ই প্র পৃঃ ৮৭

১৫৭। BIA p. 226

১৫৮। সাং ই প্র পৃঃ ৮৭

১৫৯। BIA p. 227

১৬০। সম্ভবতঃ বাংলাদেশের যশোর অথবা পাকিস্তানের লাহোর

১৬১। BIA p 227

১৬২। Ibid

১৬৩। Ibid p 224

১৬৪। BTL p. 379 ff.

১৬৫। BIA p. 228

১৬৬। সাং ই প্র পৃঃ ৮৮

১৬৭। ঐ পৃঃ ৮৯

১৬৮। ধ্যানী বুদ্ধ বা আদিবুদ্ধ সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য

১৬৯। ইহা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত

১৭০। তিব্বতে 'লামা' শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল 'সর্বোচ্চ গুরু'। কিন্তু বর্তমানে যে কোন তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুকেই লামা নামে অভিহিত করা হয়।—BIA p. 228

১৭১। 'a priestly mixture of Saivite mysticism, magic and Indo-Tibetan demonolatry overlaid by a thin varnish of Mahāyāna Buddhism'—তুল ঃ সাং ই প্র পৃঃ ৮৯

১৭২। ঐ পৃঃ ৮৩

১৭৩। পদ্মসম্ভবের জন্মস্থানের নামানুসারে

১৭৪। BIA p. 228

১৭৫। Ibid p. 229

১৭৬। সাং ই প্র পৃঃ ৮৯

১৭৭। BIA p. 229

১৭৮। Ibid p. 230

১৭৯। Ibid

১৮০। ইহা জানা যায যে লঙ্-দব-মা বাজা বল-পা-চনেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং কথিত আছে যে বৌদ্ধধর্মেব প্রতি অত্যাসক্তিব জন্য বল-পা-চন লঙ্-দব্-মাব প্ররোচনায নিহত হন।—সাং ই প্র পৃঃ ৯০

১৮১। ঐ

১৮২। BIA p 230

১৮৩। Ibid

১৮৪। সাং ই প্র পৃঃ ৯০

১৮৫। BIA p 231

১৮৬। Ibid , সাং ই প্র পৃঃ ৯২

১৮৭। ইহাদিগেব একটি বিশাল বিহাব রহিযাছে লাসাব উত্তব-পূর্ব দিকে—H and B Vol III p 393 ; BIA p. 231

১৮৮। সাং ই প্র পৃঃ ৯২

১৮৯। ঐ

১৯০। ঐ পৃঃ ৯৩

১৯১। ঐ পৃঃ ৯৫

১৯২। ঐ পৃঃ ৯৩

১৯৩। ঐ পৃঃ ৯৩

১৯৪। ঐ পৃঃ ৯৪

১৯৫। দ্রঃ Alexander Csoma de Koros এব প্রবন্ধ, AR Vol XX ; L Feerব বিশ্লেষণ

১৯৬। সাং ই প্র পৃঃ ৯৬

১৯৭। ঐ

২৯৮। BIA p 232

১৯৯। Ibid

২০০। Ibid p 233

২০১। Ibid p 234

২০২। সাং ই প্র পৃঃ ৯৬

২০৩। BIA p. 236

২০৪। Ibid
২০৫। SCB p. 1
২০৬। Ibid p. 6
২০৭। AIU p. 644
২০৮। সাং ই প্র পৃঃ ৭৫
২০৯। AIU p. 645
২১০। ইহা ২৩৯ অব্দ হইতে ২৬৫ অব্দের মধ্যে রচিত
২১১। বৌদ্ধ পৃঃ ৮৩
২১২। Chih-pang 'Records of the Lineage of Buddha and Patriach দ্রঃ SCB p. 7
২১৩। AIU p. 645 ; SCB p. 8
২১৪। Ibid ; BIA p. 237
২১৫। Ibid
২১৬। বৌদ্ধ পৃঃ ৮৩-৮৪
২১৭। HIL Vol II p. 331
২১৮। SBC p. 9
২১৯। I and C p. 93
২২০। A history of Chinese Buddhism p. 17
২২১। SBC p. 9
২২২। সাং ই প্র পৃঃ ৭৭
২২৩। AIU p. 645
২২৪। সাং ই প্র পৃঃ ৭৭
২২৫। AIU p. 646 ; BEFEO XXXII, 213-14
২২৬। Ibid
২২৭। BIA p. 237
২২৮। বৌদ্ধ পৃঃ ৮৪
২২৯। H and B Vol III p. 203
২৩০। BIA p. 238
২৩১। SBC p. 14
২৩২। Ibid p. 17

২৩৩। Ibid p. 18

২৩৪। Ibid

২৩৫। সাং ই প্র পৃঃ ৭৮

২৩৬। Ibid

২৩৭। বৌদ্ধ পৃঃ ৮৪

২৩৮। 2500 years p. 126

২৩৯। CBM p 68

২৪০। BIA p. 240

২৪১। Ibid p. 241

২৪২। I and C p. 111 , CB p. 179 , H and B Vol III p. 310 ; EBH p. 150

২৪৩। AIMB p. 130

২৪৪। 2500 years p. 130

২৪৫। Ibid

২৪৬। BIA p. 242

২৪৭। Truth and Tradition in Chinese Buddhism. Sanghai, 1934

২৪৮। 2500 years p. 127

২৪৯। Nanjio's Catalogue No. 1117

২৫০। Code du Mahayana en Chine p 3

২৫১। The Pilgrimage of Buddhism and a Buddhist Pilgrimage p. 328

২৫২। I and C p 103

২৫৩। CBM p 68

২৫৪। JBC p 94 ; ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শনের সহিতও তুলনীয়।

২৫৫। BIA p 245

২৫৬। 2500 years p. 128

২৫৭। Nanjio র Catalogue অনুসারে

২৫৮। BIA p 244

২৫৯। Ibid p 245

২৬০। SBT p. 287

২৬১। Ibid

২৬২। IMB p. 130

২৬৩। BIA p. 246

২৬৪। ইহাতে একযান বা একধর্মের কথা বলা আছে

২৬৫। দ্রষ্টব্যঃ Nanjio Catalogue—সংখ্যাগুলি চীনা ত্রিপিটকের তালিকানুযায়ী প্রদত্ত।

২৬৬। BIA p. 246

২৬৭। Ibid

২৬৮। H and B Vol III p. 315

২৬৯। IMB p. 130

২৭০। BIA p. 247

২৭১। আচার্য আর্যদেবের 'চতুঃশতক'

২৭২। BIA p. 247

২৭৩। 2500 years p. 129

২৭৪। Nanio's Cat. No. 274

২৭৫। BIA p. 248

২৭৬। Ibid

২৭৭। Ibid

২৭৮। Ibid p. 249

২৭৯। SBT p. 4

২৮০। SBC p. 112

২৮১। H and B Vol III p. 336

২৮২। বৌদ্ধ পৃঃ ৮৭

২৮৩। H and B Vol III p. 336

২৮৪। Ibid

২৮৫। Ibid p. 337

২৮৬। Korean Bud. pp, 29-30

২৮৭। H and B p. 337

২৮৮। BIA p 251
২৮৯। Ibid
২৯০। IMB p. 124
২৯১। 2500 years p. 69
২৯২। Ibid
২৯৩। Ibid
২৯৪। H and B Vol III p 339
২৯৫। Ibid
২৯৬। 2500 years p. 69
২৯৭। BIA p 252 , জাপানেব বৌদ্ধধর্মে পৃঃ ১৮
২৯৮। জাপানেব বৌদ্ধধর্মে পৃঃ ১৯
২৯৯। ঐ
৩০০। BIA p 252
৩০১। জাপানেব বৌদ্ধধর্মে পৃঃ ১৯
৩০২। ঐ পৃঃ ২০
৩০৩। ঐ পৃঃ ২১
৩০৪। ঐ
৩০৫। BIA p 252
৩০৬। 2500 years p 71
৩০৭। জাপানেব বৌদ্ধধর্ম পৃঃ ২২
৩০৮। ঐ পৃঃ ২১
৩০৯। ঐ পৃঃ ২৩
৩১০। ঐ
৩১১। বৌদ্ধ পৃঃ ৮৫
৩১২। BIA p 253
৩১৩। 2500 years p. 83
৩১৪। Ibid
৩১৫। Ibid p 84
৩১৬। Ibid f n. 1
৩১৭। বৌদ্ধ পৃঃ ৮৮
৩১৮। ঐ
৩১৯। ঐ পৃঃ ৮৯
৩২০। ঐ

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

1 Advayavajrasamgraha : consisting of nineteen short works—ed by M M. Haraprasad Sastri, GOS no. XL, Baroda, 1927.

2 Ācāranga Sutra—trans. by H. Jacobi, SBE XXII. Delhi, 1964 (rep)

3 Aitareya Brāhmana—trans by A. S Keith, Cambridge, 1920.

4 Anguttaranikāya—ed by R.Morris, E. Hardy and C A.F Rhys Davids, London, 1961-81 (rep.)

5 Arthaśāstra—ed and trans. by R. P. Kangle, Pt.1 Text, Pt. 2 Translation, Pt. 3 Critical Study, 1960-65

6 Aśokāvadāna—ed. by Sujit Mukhopadhyay, New Delhi, 1963

7 Astasāhasrikā-Prajñāpāramitā—ed. by P.L Vaidya, Darbhanga, 1960.

8 Aṣṭādhyāyi—ed. by Harishankara Pandeya, Patna 1937

9 Avadāna-kalpalatā—ed. by P. L.Vaidya, BST, no. 22 & 23, Darbhanga, 1958

10 Adhikaram, E W.—Early History of Buddhism of Ceylon, or "State of Buddhism as revealed by Pali Commentaries of the 5th century A. D", Colombo, 1946

11 Allan, J—Gupta Dynasties, London, 1914

Altekar A S—State and Government in Ancient India, Delh,

13 Anesaki Masaharu—History of Japanese Religion London, 1930

14 —Riligious life of the Japanese People, Tokyo, 1961

15 Appleton, G—Buddhism in Burma Calcutta, 1943

16 Bhāgavata Purāna—trans. by Burnouf and others, 5 vols Paris 1840-98

17 Bhaisarjyaguru-Vaiduryaprabharāja-Sutra—ed.by P.L. Vaidya, Darbhanga, 1961

Bodhicittotpādasutraśāstra—restored into Sanskrit by Shanti Bhikshu Sāstri, Shantiniketan, 1949

19 Bodhicaryāvatāra of Sāntideva—trans. as 'Path of light' by Lionel D. Barnett, London, 1909

20 Bodhisattvabhumi of Asanga—ed by N Dutt, Paris 1966

21 Bagchi, P. C—India and China, Calcutta, 1944

22 —Doha, Calcutta, 1938

23 —La Canon Bouddhique en Chine, 2 vols. Paris, 1927, 1938

24 Banerjee, A.C—Buddhism in India and Abroad, Calcutta, 1973

25 —Studies in Chinese Buddhism, Calcutta, 1977

26 —Sarvastivada Literature, Calcutta, 1957

27 Bapat, P. V (ed)—2500 years of Buddhism, Delhi, 1956

28 Barua, B M—A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, Delhi, 1981

29 —Asoka and his Inscriptions, 2 parts, Calcutta, 1946

30 —Inscriptions of Aśoka, ed by B N. Chowdhury, Calcutta, 1991

31 —Ajīvikas, Calcutta, 1927

32 Barua B M and Saha G—Bharhut Inscriptions, Calcutta 1926

33 Barua, D. K.—The Vihāras in Ancient India, Calcutta 1671

34 —Buddhist Art of Central Asia, Calcutta, 1981

35 Basak R G—Asokan Inscriptions, Calcutta 1959

36 Basham A L—The Wonder that was India, Delhi, 1987

37 Beal S—(tr) Si-yu-ki Buddhist Records of the Western World 2 vols London 1883

38 —Life of Hiuen Tsiang London 1911

39 Bhandarkar D R—Lectures on the Ancient History of India (Carmichael Lectures) Calcutta 1919

40 —Asoka Calcutta 1955

41 Bhattacharya, B—The Indian Buddhist Iconography Calcutta 1968

42 —An Introduction to Buddhist Esoterism, Delhi 1989 (rep)

43 Bhattacharya, Vidhusekhar—Buddhist Texts as recommended by Aśoka, Calcutta, 1948

44 Bhattasali, N. K—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca, 1929

45 Bigandet, P—Life or Legend of Gaudhama · the Buddha of the Burmese, 2 vols, Rangoon 1858

46 Bunce, William K—Religions in Japan, Tokyo, 1961

47 Cady, J. F—Historians of South-East Asia, London, 1961

48 —South-East : its historical development, NewYork, 1964

49 —Thailand, Burma, Loas and Cambodia, New Jersy, 1966

50 Chakravarti, Adhir—Royal Succession of Ancient Cambodia, Calcutta, 1982

51 Chakravarty, Chintaharan—Tantras: Studies on their religion & literature, Calcutta, 1963

52 Chakravarti N. P—India and Central Asia, Calcutta 1927

53 Chavannes, A—Memoire sur les Religieux Eminents, Paris, 1894

54 Chatterjee, Alo ka—Atisha and Tibet, Calcutta, 1967

55 Chatterjee Ashoka kumar—The Yogācāra Idealism, Varanasi, 1962

56 Chatterjee, Bijan Raj—India and Java, Calcutta, 1933

57 —Indian Cultural Influence in Cambodia, Calcutta 1928

58 Chen, Kenneth K. S—Buddhism in China, Princeton, 1964

59 Chou Thich Minha—Indo-Chinese Relations Allahabad 1955

60 Coedes, G—The Making of South-East Asia, London 1966

61 Codrington, H. W.—History of Ceylon, London, 1926

62 Coomarswamy A. K.—History of Indian and Indonesian Art, London, 1927

63 Conze, E—A Short History of Buddhism, Bombay 1961

64 Cunningham A—The Bhilsa - Topes or Buddhist Monuments of Central India, London, 1854

65 Dāthāvamsa—ed. and trans by B. C. Law, Lahore, 1925

66 Dipavamsa—ed. & trans. by H Oldenberg London 1879

67 Dipavamsa and Mahavamsa—ed by W. Geiger London 1879; trans. by A K Coomarswamy London 1908

68 Divyavadana—ed. by E B. Cowell and R. A Neil, Cambridge 1886

69 Dasgupta, S B—An Introduction to Tantric Buddhism Calcutta 1974 (rep.)

70 —Obscure Religions Cult Calcutta 1962 (rep.)

71 De Silva L A—Buddhism. beliefs and practices in Sri Lanka Ceylon 1974

72 Dhaninibat Prince—History of Buddhism in Siam Bangkok 1960

73 Dutt, N—Buddhist Sects in India Calcutta 1970

74 —Early History of the spread of Buddhism and Buddhist Schools New Delhi 1930 (rep.)

75 Dutt N and Bajpai K D—Development of Buddhism in Uttarpradesh Lucknow 1956

76 Dutt S—Early Buddhist Monachism Delhi 1984

77 —The Buddha and Five After centuries. London 1957

78 —Buddhism in East Asia, Bombay, 1966

79 —Buddhist Monks and Monasteries of India, London, 1962

80 Eitel, E J—Buddhism in its Historical and popular Aspect, London, 1873

81 Eliot, Sir Charles—Hinduism and Buddhism, 3 vols, London, 1922

82 —Japanese Buddhism, London, 1935

83 Fergusson, J—History of Indian and Eastern Architecture, Vol II, London, 1910

84 Fick Richard—The Social Organisation in North-East India in Buddha's Time, Varanasi 1972

85 Frederic, Louis—The Temple and Sculptures of South East Asia London 1965

86 Ganhar, J. N and Ganhar, P, N—Buddhism in Kashmir and Ladakh Delhi, 1956

87 Getty, Alice—The Gods of Northern Buddhism Oxford 1914

88 Giles, H A—Travels of Fa-hien or Record of Buddhistic Kingdom Cambridge 1923

89 Gordon A. K—The Iconography of Tibetan Lamaism New York 1939

90 Govinda, Lama Anagarika—Foundations of Tibetan Mysticism London 1960

91 Grouset—In the Footsteps of the Buddha, 1932

92 Guenther, H V—Tibetan Buddhism without Mystification Leiden 1966

93 Halder (De) Manikuntala—History of Buddhism Calcutta 1989

94 Hall, D. G—A History of South-East Asia, London 1961

95 Harrison Brian—South-East Asia London 1954

96 Harvey G. E.—History of Burma London 1925

97 Hazra, K. L.—History of the Theravada Buddhism in South-East Asia Delhi 1982

98 —Royal Patronage of Buddhism in Ancient India Delhi

99 Hodgson, B. H—Essays on the Languages, Literature and Religion of Nepal and Tibet London 1874

100 Hoffman Helmut—The Religions of Tibet London 1961

101 Humphrey C—Zen Buddhism London 1949

102 Jinakālamāli—ed. by Aggapandita A. P. Buddhadatta Mahathera London 1962

103 Kaviraj, Gopinath—Bhāratiya Sanskriti aur Sādhanā (in Hindi) Part I Patna 1963

104 Kenneth, K. S Chen—Buddhism in China, Princeton 1964

105 Kern, H—A Manual of Indian Buddhism Baranasi 1968

106 Kimura, Ryukan—A Historical Study of the Terms Hinayāna and Mahāyāna and the origin of Mahāyāna Buddhism, Calcutta 1927

107 Kosambi, D D—The Culture and Civilisation of Ancient India, London 1965

108 Krishnamurthy, K—Buddhism in Japan, Delhi 1989

109 Lalitavistara—ed by Rajendralal Mitra, Paris 1847-48

110 Law B C—Geography of Early Buddhism, London, 1932

111 —Historical Geography of Ancient India, Delhi 1976

112 —India as Described in the Early Texts of Buddhism and Jainism, London. 1941

113 —The Magadhas in Ancient India, Delhi, 1976

114 —On the Chronicles of Ceylon, Calcutta 1967

115 —Some Kshatriya Tribes of Ancient India, Calcutta 1924

116 —Tribes in Ancient India, Poona, 1943

117 Le, Thanh Ktri—Le Vietnam : historie et civilisation, Paris, 1955

118 Lecod Albert Von—Buried Treasure of Chinese Turkestan, London, 1928

119 Legge James H—(tr) A Record of Buddhistic Kingdoms—being an acoount of the Chinese monk Fahien and of his travels in India and Ceylon (AD 399-414) Oxford 1886

120 Lessing, Ferdinand and Wayman, Alex—(tr) Fundamentals of the Buddhist Tantra 1968

121 Levi Sylvain—Le Nepal 3 Vols Paris 1905-06

122 Mahābodhivamsa—ed. by S A. Strong, London, 1891

123 Mahāvamsa—ed by W. Geiger, Colombo, 1950 (rep)

124 Milindapanha—ed by V. Trencker, London, 1880 Trans by T. W. Rhys Davids, SBE Oxford 1890-94

125 Macdonald, Malcolm—Angkor, 1958

126 R. C Majumdar—Kambujadesa, Madras 1944

127 —(ed) History of Bengal, Vol 1, Dacca 1943

128 Malalasekera, G. P—Dictionary of Pali Proper Names Vols I & II, London 1960

129 Masuda, J—Early Indian Buddhist School, Asia Major, Vol II, 1925

130 Maung, Tin Pe and Luce, G. H—The Glass Palace Chronicle. Oxford, 1923

131 May, R Le—The Culture of South-East Asia, London, 1954

132 Mc Grover W M—The Early Empire of Central Asia, Chapel Hill, 1939

133 —An Introduction to Mahāyāna Buddhism, London, 1922

134 Mehta, Ratilal N—Pre-Buddhist India, Bombay 1939

135 Mendis, G C—The Early History of Ceylon, Calcutta, 1948

136 Misra, G. S P—The Age of Vinaya, New Delhi, 1972

137 Mitra, R G—Decline of Buddhism in India, Santiniketan, 1949

138 Mookherjee, R K—Asoka London, 1928

139 —Chandragupta Maurya and his times, Madras, 1943

140 Mukherjee, B N.—The Genesis of Buddhism its social content, Calcutta, 1976

141 —The Rise and Fall of the kushana Empire, Calcutta 1988

142 —The Kushana Geneology, Vol I, Calcutta, 1967

143 Muller, E—Ancient Inscriptions in Ceylon, London, 1883

144 Nakamura, H.—Japan and Indian Asia, Calcutta, 1961

145 Nariman, G K—Literary History of Sanskrit Buddhism, Bombay, 1923

146 Nukariya, Kaiten—Religion of the Samurai : study of Zen philosophy and discipline in China and Japan, London, 1913

147 Obermiller, E—(tr) Bu-Ston's History of Buddhism, 2 Parts, Heidelberg, 1931-32

148 Oldenberg, H—Ancient India, Chicago, 1898
149 Pag.Sam-Jon-Zan of Sumpa inkham-po—ed by S C. Das, Calcutta 1908
150 Pujāvaliya—ed. by M. Medhankara Thera, trans. by B Gunasekhara, Colombo, 1895
151 Pandey, G, C.—Studies in the Origin of Buddhism, Allahabad, 1957
152 Parker, H—Ancient Ceylon, London, 1909
153 Parrinder, Geoffrey—Avatar and Incarnation, London 1970
154 Perera, H, R.—Buddhism in Ceylon, its Past and Present, The Wheel Publication No. 100, Kandy 1966
155 Phayre, A. P.—History of Burma, London, 1883
156 Pott, P. H.—Yoga and Tantra, The Hague, 1966
157 Poussin, Louis de la Vallee—The Buddhist Councils Calcutta, 1976
158 Pratt, James B—A Pilgrimage of Buddhism, New York, 1928
159 Przyluski, J—La Lengende de l' Empereur Acoka, Paris, 1923
160 Puri B N—India as described by Early Greek Writers, Allahabad, 1939
161 Rahula, Walpola—History of Buddhism in Ceylon, Colombo, 1966
162 Ray, N. R—An Introduction to Theravāda Buddhism, in Burma, Calcutta, 1946
163 —Sanskrit Buddhism in Burma, Calcutta, 1936
164 Reischauser, August Carl—Studies in Japanese Buddhism, New York 1917

165 Rhys Davids, T W—Buddhist India, Delhi, 1971 , Outline of Buddhism, London, 1939

166 Robinson, R H—Early Madhyamik in India and China, Madison, 1967

167 Rockhill, W W —The Life of the Buddha and the Early History of his Order, London, 1884

168 Roy, H C and Paranvitana, S—(ed) History of Ceylon, Vol 1 (two parts), Colombo, 1960

169 —Political History of Ancient India, Calcutta 1972

170 Sādhanamalā—ed by B. Bhattacharya, 2 vols G O.S no 26 and 41, Baroda, 1925-28

171 Saddhanmasamgraha—ed by Nedimale Saddhammananda, London, 1890

172 (The) Sasanavamsa—ed. by C S Upasak Nalanda 1961

173 Srikalacakratantra—Ms preserved in the Cambridge University Library, Cambridge Ms no, 1264

174 Sriguhyasamaja tantra—ed by B. Bhattacharya GOS Baroda

175 Saha, Kshanika—Buddhism and Buddhist Literature in Central Asia, Calcutta 1970

176 Saha, N K —Buddhism in Orissa, Bhuvaneswar 1958

177 Sankrityayana, Rahula—Buddhacarya, Sarnath 1952

178 —Puratattva Nibandhavali, Allahabad 1958

179 —Tibbata Mein Bauddha-Dharma (in Hindi) Allahabad, 1948

180 Sansom—A History of Japan, 2 Vols London 1958-60

181 Sasaki, Gessho—A Study of Shin Buddhism, Kyoto 1925

182 Sasaki, Ruth—Zen Religion, New York 1958

183 Sastri, H. P.—Discovery of Living Buddhism in Bengal, Calcutta 1897

184 Sastri, K A. Nilkanta—Age of the Nandas and the Mauryas, Delhi 1967

185 —History of Srivijaya (Sir William Meyer Lectures, 1946-47) Madras 1949

186 Saunders. Kenneth—Epochs of Buddhist History Chicago, 1924

187 Sen, Probodh Chandra—Asoka's Ideal of Dharma and Dharmavijaya, Santiniketan 957

188 Schiefner—(tr) Taranath's History of Buddhism

189 Senart, E.—Les Inscriptions de Piyadasi, Paris 1881

190 Sircar, D C—Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilisation, Vol I, Calcutta, 1942

191 Smith, V. A.—Asoka the Buddhist Emperor of India

192 Sogen, Yamakami—Systems of Buddhist Thought, Calcutta, 1912 Oxford 1920

193 Stein Sir M A.—Ancient Khotan, Oxford 1907

194 —Innermost Asia Oxford 1928

195 —(tr) Kalhana's Chronicles of the King of Kashmir, 2 Vols, Westminister, 1900

196 —Old Routes of Western Iran, Oxford, 1940

197 Steinilber, Oberlin E—The Buddhist Sects of Japan London, 1938

198 —Buddhism in the Life and thought of Japan. London 1960

199 —Zen and its Influence on Japanse Culture Kyoto, 1938

200 Tabaqat-i-Nasiri—trans by H G. Raverty, Calcutta, 1881

201 Thupavamsa—ed. by Dharmaratana, Colombo, 1896 trans.by B C Law Calcutta 1945

202 Takakusu, J A—(tr) A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago (AD 671-695) by 1-tsing, London 1904

203 Thai, Van Kien—Vietnam, Past and Present, Saigon, 1957

204 Thakur. Upendra—India and Japan New Delhi, 1992

205 —Indian Monks in Vietnam and Vietnamese Monks in India, Italy, 1981

206 Thapar, Romila—As'oka and the Decline of the Mauryas, Delhi 1973

207 Thomas, E J—The History of Buddhist Thought, London, 1959 (rep,)

208 —The Life of Buddha and Legend and History, London 1975

209 Tin, Pe Maung and Luce, G—(tr) Glass Palace Chronicles, Rangoon, 1960

210 Tucci, Guseppe—On some Aspects of the Doctrines of Maitreyanath and Asanga, Calcutta, 1930

211 —Theory and Race of the Mandala, London, 1969

212 Turnour, G—An Epilome of the History of Ceylon 1836

213 Verma, V. P.—Early Buddhism and its Origin, New Delhi, 1973

214 Wadell, L A—The Buddhism of Tibetan Lamaism London, 1895

215 Wagle, N—Society at the time of Buddha, Bombay 1966

216 Wasselieff, A—Buddhismus, Paris, 1865

217 Watanabe—Nihan Bukkyo, Tokyo, 1958

218 Watters, Thomas—On Yuan Chwang: travels in India, 2 vols, London, 1905

219 The Way of the Buddha—Publications Division, Govt of India, Delhi, 1956

220 Weiger, Rev,—A History of the Religious Beliefs and Philosophical Opinions in China, Peiking, 1927

221 Williams, M M—Buddhism, London, 1889

222 —Religious Thought and Life in Ancient India, London 1891

223 Winternitz, M—History of Indian Literature 2 Parts Delhi, 1977 (rep.)

224 Wright, D—Buddhism in Chinese History, London 1959

225 Zimmer, H—The Art of Indian Asia, 2 vols. New York, 1955

226 Zurcher, E.—Buddhist Conquest of China, 2 vols, Leiden, 1959

বাংলা—

মহাবস্তু অবদান—রাধাগোবিন্দ বসাক (সং), ৩ খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬৩-৬৮

মহাভারত—শিরোমণি ও অন্যান্য (সং) কলিকাতা

শূন্যপুরাণ—নগেন্দ্রনাথ বসু (সং) কলিকাতা ১৯০৯

ওদুদ, কাজী আবদুল—শাশ্বত বঙ্গ

কবিরাজ, গোপীনাথ—ভারতীয় সাধনার ধারা; কলিকাতা, ১৯৬৮

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ২ খণ্ড; কলিকাতা ১৯৯০-৯২

চানানা, দেবরাজ—প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা, জয়তী দত্ত কর্তৃক অনূদিত এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৯৫

দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ—বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৩৫৫ (বাং)

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ—বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি কলিকাতা ১৩৯০ (বাং)

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী—বিবেকানন্দের সাধনায় মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত কলিকাতা, ১৯৬৮

বকসি, দ্বিজেন্দ্রনাথ—হিন্দুদেবদেবী-জাপানের বৌদ্ধধর্মে, কলিকাতা ১৯৮৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র—বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৯৮৯

—বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষাদীক্ষার রূপরেখা, কলিকাতা, ১৯৭৮

বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ—পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস কলিকাতা, ১৩৭৯ (বাং)

বড়ুয়া, বেণীমাধব—বৌদ্ধগ্রন্থকোষ, কলিকাতা, ১৯৩৬

বাগচী, প্রবোধচন্দ্র—বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৯৫ (বাং)

—ভারত ও ইন্দোচীন কলিকাতা ১৩৫৭ (বাং)

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ—বৌদ্ধদের দেবদেবী, কলিকাতা, ১৩৬২ (বাং)

মজুমদার, রমেশচন্দ্র—বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৮

রায়, নীহার রঞ্জন—বাঙ্গালীর ইতিহাস ঃ আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৯৮০ (পুনর্মুদ্রণ)

রায়, শরৎকুমার—বৌদ্ধ ভারত, কলিকাতা, ১৯৩৯

শাস্ত্রী, ভিক্ষু শীলাচার—মহাযান বৌদ্ধমর্ধদর্শন, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ—বৌদ্ধগান ও দোহা, কলিকাতা, ১৯১৬
—বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা ১৩৫৫ (বাং)
সরকার, দীনেশচন্দ্র—অশোকের বাণী, কলিকাতা ১৯৮১
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ ২য় খণ্ড কলিকাতা ১৩৮৯ (বাং)
সিদ্ধান্তভূষণ, সতীশচন্দ্র—কৌলমার্গরহস্য, কলিকাতা, ১৩৩৫ (বাং)
সেন, অমূল্যচন্দ্র—অশোকলিপি, কলিকাতা, ১৯৫২
সেন, সুকুমার—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা
—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪ খণ্ড ১৩৬২ (বাং)
হাজরা, কানাইলাল—আদিবুদ্ধ, কলিকাতা ১৯৯৩

List of Abbreviations (সংকেত সূচী)

AAHI—An Advanced History of India

AC—Andhra Coins

AC—Ancient Ceylon

ACHBAS—A Concise History of the Buddhist Art in Siam

AG—Archaeology of Gujrat

AGI—Ancient Geography of India

AHI—Ancient History of India

AIP—Ancient India and Pakistan

AIU—Age of Imperial Unity

AKE—Ancient Khmer Empire

AMSJV—Sir Ashutosh Mukherjee Silver Jubilee Volume

ANM—Age of the Nandas and Mauryas

AR—Annual Report, ASI

A. R —Archaeological Reports

ASI—Archaeological Survey of India

ASMS—Asiatic Society Monograph Series

Asoka—by R K Mookherjee

ADM—Asoka & the Decline of the Mauryas

BA—Bimbisara to Asoka

BCC—Buddhist Conquest of China

BCLV—B C Law Volume

BCPP—Buddhism in Ceylon, its past and its present

BCV—Bhandarkar Commemoration Volume

BE—An Introduction to Buddhist Esoterism

Beal—Buddhist Records of the Western World

BEFEO—Bulleten de e'Ecole Francaise d' Extrme Qrient

Bhan.Asoka—Bhandarkar's Asoka

Bharhut—by B. M. Barua

BI—Buddhist India

BICP—Buddhism in India as Described by Chinese Pilgrims

BK—Buddhism in Kerala

BL—Buddhist Legend

BLH—Beal's Life of Hiuen Tsang

BS—Buddhist Suttas

BTL—Buddhism in Tibetan Lamaism

BU B.S—Buddhist Birth Stories

Bud—Buddhism by Rhys Davids

Buddha—by Oldenberg

Buddhism—by M. M William

Bud S—Buddhistic studies

Bu-ston—Taranath's History of Buddhism

Car Lec—Carmichael Lectures

CB—Chinese Buddhism

CBM—Chinese Buddhist Monasteries

CBN—Conception of Buddhist Nirvāna

CCAI—The Culture and Civilisation of Ancient India

Chap—Chapter

Chavannes—Religieux Eminents

CHI—Cambridge History of India

Chola—The Cholas

CJHSS—The Ceylon Journal of Historical and Social studies

CII—Corpus Inscriptionum Indicarum

CMT—Chandragupta Maurya and His Times

CPED—Concise Pali-English Dictionary

CSEA—Culture of South-East Asia

CTI—Cave Temples of India

DB—Decline of Buddhism

DCSMGC—Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Govt. Collection

DEBMT—Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms

DHB—Dynastic History of Bengal

DHNI—Dynastic History of Northern India

DKA—Dynasties of Kali Age

DLBB—Dictionary of living Buddhism in Bengal

DPPN—Dictionary of Pali Proper Names Vols I and II

EB—Encyclopaedia of Buddhism

E Bir—Epigraphia Birmanica

EBM—Early Buddhist Monachism

EHD—Early History of Deccan

EHI—Early History of India

EHNI—Early History of Northern India

EHSBBS—Early History of the spread of Buddhism and Buddhist Schools

EI—Epigraphia Indica

EIC—Encyclopaedia of Indian Culture

EK—Early Kusānas

EMB—Early Monastic Buddhism

ERE—Encyclopaedia of Religion and Ethics

Fas—Fascicle

FNSI—Foreign Notices of South India

G and B—Gayā and BodhGayā

GB—Genesis of Buddhism

GBI—Greeks in Bactria and India

GE—The Gupta Empire

GEB—Geography of Early Buddhism

Geo Dic —Geographical Dictionaries

GeoE—Geographical Essays

Gil. Mss —Gilgit Manuscripts

GNB—Gods of Northern Buddhism

GOS—Gaekwad Oriental Series

GPC—Glass Palace Chronicle

HA—History of Assam

HaBI—Lamotte

HAI—History of Ancient India

H and B—Hinduism and Buddhism Vols-I–III

Harsa—by R K Mookherjee

HB—History of Burma

HBC—History of Buddhism in Ceylon

H Ben—History of Bengal

H. Bur—History of Burma by Harvey

HCFE—Hindu Colonies in the Far East

HSEA—A History of South-East Asia

HGAI—Historical Geography of Ancient India

HI—History of India

HIIA—History of Indian and Indonesian Art

HIL—History of Indian Literature

HIP—History of Indian Philosophy

His B—History of Buddhism

HK—History of Kerala

HMSIL—History of the Mediaeval School of Indian Logic

HN-FI—History of North-East India

Hoernle—Bhagavatī Sūtra

HPBIP—History of the Pre-Buddhist Indian Philosophy

HSHMOMB—A Historical Study of the terms Hīnayāna and Mahāyāna and the Origin of Mahāyāna Buddhism

HSL—History of Sanskrit Literature by Max Müller

HTBSEA—History of the Theravāda Buddhism in South East Asia

IA—Indian Antiquary

IBI—Indian Buddhist Iconography

IC—Indian Culture

IGI—Imperial Gazetteer of India

IHQ—Indian Historical Quarterly

IMB—An Introduction to Mahāyāna Buddhism

Indo-G—Indo-Greek

IP—Indian Philosophy

IPLS—Indian Pandits in the Land of Snow

JA—Journal Asiatique

JBBRAS—Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society

JBC—Jainism and Buddhism in China

JBCh—Johnston's Buddhist China

JBORS—Journal of the Behar and Orissa Research Socety

JCBRAS—Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society

JBRS—Journal of Burma Research Society

Jacobi—Jaina Sutras

JL—Journal of the Dept of Letters

JMS—Journal of the Mythic Society

JNI—Jainism in North India

JRASGBI—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland

LAIJC—Life, in Ancient India as depicted in the Jaina Canon

LB—Life of Buddha by Thomas

Le Nepal—Sylvain Levi

L Sd PV—Les Sectes du Petit Vehicule

MAI—The Magadhas in Ancient India

Mahā. Trans—Translation of Mahāvamsa

MAPC—The Mınor Anthologıes of the Palı Canon

MASI—Memoırs of Archaeologıcal Survey of Indıa

Masuda—Orıgın and Doctrınes of Early Buddhıst Schools, Asia Major, Vol II

MB—Mahāyāna Buddhısm

MBFO—Modern Buddhısm and ıts Followers ın Orıssa

MIB—A Manual of Indıan Buddhısm

Mılında—Milındapañha

MR—Minayeff Researches

MSEA—The Makıng of South-East Asıa

NIA—New Indıan Antıquary

Obermıller—Bu-ston's Hıstory of Buddhısm

Obermıller, AA—Analysıs of the Abhısamayālaṃkāra

OH—Outlıne of Hıstory

ODD—Orıgınal and Developed Doctrınes by Kımura

OṚC—Obscure Relıgıous Cult

OVP—Oldenberg's Vınaya Pıṭakaṃ

PBI—Pre-Buddhıst Indıa

PHAI—Polıtıcal Hıstory of Ancıent Indıa

PLL—Pali Lıterature and Language

Poınts of Contro—Poınts of Controversy

Przyluskı—La Legende del Empereur Acoka

PTDKA—The Pūrāna Texts of the Dynasties of the Kalı Age

PTS—Pālı Text Socıety

QKM—Questıons of Kıng Mılında

RBR—Takakusu's A Record of the Buddhıst Relgion

R du T—Repertoıre du Tanjur

RFKE—Rıse and Fall of the Kusāna Empıre

RLB—Lıfe of Buddha by Rockhıll

RLSB—Romantıc Legend of Sākya Buddha

Rom Th—Asoka and the Declıne of the Mauryas

RPBAI—Royal Patronage of Buddhism in Ancient India
RWW—Buddhist Records of the Western World
Sās—Sāsanavamsa
SB—Society during the time of Buddha
SBCI—Studies in the Buddhist Culture in India
SBE—Sacred Book of the East
SBT—System of Buddhistic Thought
Schiefner—Taranāth's History of Buddhism
Select Ins—Select Inscriptions
SHAIB—Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal
SHK—Sriharsha of Kanauj
Si-yu-ki—Buddhist Records of the Western World
SL—Sarvāstivāda Literature
SMB—Suzuki's Mahāyāna Buddhism
SONEI—Social Organisation in North-East India
SOS—Bulletin of the School of Oriental Studies
SSACV—The Siam Society Fifth Anniversary Commemorative Publication, Bangkok
ST—Studies in the Tantras
TAI—Tribes in Ancient India
Takakasu—Record of the Religion as Practised in India and Malaya Archipelago
TB—An Introduction to Tāntric Buddhism
TBB—An Introduction to the study of Theravāda Buddhism in Burma
TBC—The Buddhist Councils
THB—Taranath's History of Buddhism
THBT—History of Buddhist Thought by Thomas
Trans—Translation
Travels—Travels of Fa-hien

2500 Years—2500 years of Buddhism
Vedic In—Vedic Index
Vin—Vinayapitakam
Vin T—Vinaya Texts
Vism—Visuddhimagga
Wassilieff—Buddhismus
Watters—On Yuan Chuang
WB—The Way of Buddha
WI—The Wonder that was India
অঙ্গুত্তর—অঙ্গুত্তরনিকায
অঙ্গু-অট্ঠ—অঙ্গুত্তর অট্ঠকথা
অথ—অথসালিনী
অদ্বয়—অদ্বযবজ্রসংগ্রহ
অনাগত—অনাগতবংস
অপ—অপদান
অবদান—অবদানশতকম্
আদি—আদিবুদ্ধ
আর্য—আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পলতা
উদান অট্ঠ—উদান অট্ঠকথা
উপ—উপনিষদ
কথা—কথাবত্থুপকবণ
কাম—কামকলাবিলাস
কৌটিল্য—কৌটিল্যব অর্থশাস্ত্র
কোশ—অভিধর্মকোশ
কোশব্যাখ্যা—অভিধর্মকোশব্যাখ্যা
কোষ—বৌদ্ধগ্রন্থকোষ
চুল্লব—চুল্লবগ্গ
চুল্লব পা—চুল্লবগ্গপালি
থেব—থেবগাথা
থেরঅট্ঠ—থেবগাথাঅট্ঠকথা
থেবী—থেরীগাথা

থেরীঅট্ঠ—থেরীগাথাঅট্ঠকথা

দিব্যা—দিব্যাবদান

দীঘ—দীঘনিকায

দীপ—দীপবংস

দোহা—দোহাকোষ

ধম্ম—ধম্মপদ

ধম্ম অট্ঠ—ধম্মপদঅট্ঠকথা

ধম্মস—ধম্মসংগনি

নিষ্পন্ন—নিষ্পন্নযোগাবলী

পপঞ্চ—পপঞ্চসূদনী

পরিশিষ্ট—পরিশিষ্টপর্বন

পেত—পেতবত্থু

পেতঅট্ঠ—পেতবত্থুঅট্ঠকথা

প্রা বাং—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী

প্রাভাই—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

বংস—বংসত্থপ্পকাসনী

বা বৌদ্ধ—বাংলায বৌদ্ধধর্ম

বাং সা ই—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বিমান—বিমানবত্থু

বুদ্ধ অট্ঠ—মধুরত্থবিলাসিনী

বু ও বৌ—বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

বৃহদা উপ—বৃহদারণ্যক উপনিষদ

বোধি—বোধিবংস

বোধি প—বোধিচারিয পত্রিকা

বৌদ্ধ—বৌদ্ধভারত

বৌ ধ দর্শন—মহাযানবৌদ্ধধর্মদর্শন

বৌদ্ধ সাহিত্য—বৌদ্ধসাহিত্য ও শিক্ষাদীক্ষার রূপরেখা

মজ্ঝিম—মজ্ঝিমনিকায

মজ্ঝিম অট্ঠ—মজ্ঝিমনিকাযঅট্ঠকথা

মনু—মনুসংহিতা

মহা—মহাবংস

মহাক—মহাকর্মবিভংগ

মহাটী—মহাবংসটীকা

মহাব—মহাবগ্গ

মহাবোধি—মহাবোধিবংস

মহাসূ—মহাযানসূত্রালংকার

রাজ—রাজতরঙ্গিনী

রামা—রামায়ণ

ললিত—ললিতবিস্তর

শংকর—শংকরদিগ্বিজয়

শাশ্বত—শাশ্বতরঙ্গ

শ্রীগুহ্য—শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্র

শ্রীচৈতন্য—চৈতন্যচরিতামৃত

সদ্ধম্ম—সদ্ধম্মসংগহ

সমন্ত—সমন্তপাসাদিকা

সংযুত্ত—সংযুত্তনিকায়

সারত্থ—সারত্থপ্পকাসিনী

সুত্ত—সুত্তনিপাত

সুমঙ্গল—সুমঙ্গলবিলাসিনী

সূত্র—সূত্রকৃতাংগ বা সূযগদম্‌গ সুয়

হর্ষ—হর্ষচরিত

হিন্দুদেবদেবী—হিন্দুদেবদেবী-জাপানের বৌদ্ধধর্মে